বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 657. May, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫৭ সংখ্যা। | বৈশাখ, ১৩২৫। মে, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

প্রার্থনা-গীতি।

(খাম্বাজ।)

মঙ্গলময়! মন্দিরে তব মহামহোৎসব আজি!
নিখিল হৃদয় মোহন মন্ত্রে উঠুক্ মধুরে বাজি!
এস তুমি এস প্রাণে, এস ধ্যানে, এস জ্ঞানে,
তোমারি মাঝারে মগ্ন হউক্ চিত্তকমলরাজি!
অসত্য হইতে ভবে, লও দেব, সত্যে সবে,
লওহে তোমার পুণ্য-আলোকে নিবিড় তিমির লাজি!
মৃত্যু হতে অমৃতেতে, নিয়ে যাও এ জগতে,
করগো ত্রাণ অসীম কৃপায় করুণানিকর সাজি!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।



সাময়িক প্রসঙ্গ।

বর্ত্তমান মহাসমরে ভারতবাসীর নিমন্ত্রণ—ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েডজর্জ্জ ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধিকে তারযোগে জানাইয়াছেন,—জর্ম্মণীর শাসন কর্ত্তারা কেবল ইউরোপে নহে, সমস্ত এশিয়াখণ্ডে যে তাহাদের দৌরাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষী হইয়াছে এক্ষণে তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা গিয়াছে, এই সময়ে আমি ভারত গবর্ণমেণ্ট ও ভারতীয় জনমণ্ডলীকে দ্বিগুণ বলসম্পন্ন হইয়া উঠিবার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি। ব্রিটিশ সৈন্যদলের শূরত্বকে ধন্যবাদ, তাহারা মিত্রসৈন্যের সহায়তায় ইউরোপে জর্ম্মণ উপদ্রব প্রতিহত করিতেছে। কিন্তু প্রাচ্যভূভাগে যে আতঙ্ক প্রসারিত হইতেছে এবং যাহা সমগ্র পৃথিবীকে ক্রমশ গ্রাস করিতেছে স্বাধীনতার ও শাসনশৃঙ্খলার অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই সেই আতঙ্ক হইতে পৃথিবীকে মুক্ত করিবার জন্য স্বীয় কর্ত্তব্য-সাধন করিবেন। ভারতবর্ষ এযাবৎ এই মহাসমরে যে জয়গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন, আমি আশা করি, তিনি এক্ষণে সেই গৌরব বর্দ্ধনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত হইবেন। এশিয়ায় উৎপীড়ন ও বিশৃঙ্খলার স্রোত প্রবাহিত করাই শত্রুর লক্ষ্য। সে স্রোত হইতে এশিয়াকে রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষকে প্রাকাররূপে দণ্ডায়মান হইতে ও বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিকতররূপে আপনাকে সুসজ্জিত করিতে হইবে।

আমরা আশাকরি প্রধান মন্ত্রির এ আহ্বান বিফল হইবে না।

মান্দ্রাজ প্রাদেশিক সমিতিতে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সভানেত্রীত্ব—এইরূপ প্রকাশ কাঞ্জিভেরাম নগরে মান্দ্রাজ প্রাদেশিক সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে সভানেত্রীর আসন প্রদান করা হইবে। এ সংবাদ বঙ্গনারীগণের পক্ষে অতি গৌরবের সন্দেহ নাই।

রোলাট কমিশন—বিলাতের হাইকোর্টের জজ জষ্টিস স্যর সিডনি রোলাটের সভাপতিত্বে ভারতের বিদ্রোহ-আন্দোলনের ও আবদ্ধ রাখা সম্বন্ধীয় তদন্তের জন্য যে কমিশন বসিয়াছিল, তাহার তদন্তকার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন ইহার ফল কিরূপ হয় দেখা যাউক।

যুদ্ধে নিজাম বাহাদুরের অর্থসাহায্য—ভারত গবর্ণমেণ্ট ও ভারতবাসীকে আত্মরক্ষার জন্য ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জ বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছেন, এ সংবাদ সকলেই অবগত আছেন। হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর এই অনুরোধের উত্তর-স্বরূপ ভারতগবর্ণমেণ্টের হস্তে পনের লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন এবং পরে আরও দিবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। নিজাম বাহাদুরের রাজভক্তি ও এই দানশীলতা অতীব প্রশংসনীয়।

হোমরুল লীগের সভ্যগণের বিলাতযাত্রা স্থগিত—শ্রীযুক্ত তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি মহোদয়গণের বিলাতযাত্রা কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে আপাততঃ বন্ধ রহিল।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা—মহাসমরের জন্য বিলাতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখিবার কথা শুনা গিয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে আগামী ১লা আগষ্ট লণ্ডনে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
আ:	র	বু	শ	বু	র	বু
শে:	৩১	৩১	৩২	৩২	৩১	৩০
	ম	শু	ম	শ	ম	বৃ
†	A.	M.	J.	Jy.	Au.	S.
‡	14	15	15	17	18	18
আ:	সো	বু	শ	সো	বৃ	র
শে:	30	31	30	31	31	30
	ম	শু	র	বু	শ	সো

র	বু	শ	বু	র	বু
সো	বৃ	র	বৃ	সো	বৃ
ম	শু	সো	শু	ম	শু
বু	শ	ম	শ	বু	শ
বৃ	র	বু	র	বৃ	র
শু	সো	বৃ	সো	শু	সো
শ	ম	শু	ম	শ	ম

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শু:এ:,	৮,৯	৭	৬	৩	১,৩০	২৯
পূ:,	১৩	১১	১০	৭	৫	৩
কৃ: এ:,	২৩	২২	২০	১৭	১৫	১৩
অ:,	২৭	২৫	২৪	২১	১৯	১৮

আ:—আরম্ভ। শে: – শেষ।

শু:এ:—শুক্ল একাদশী, পূ:—পূর্ণিমা

কৃ:এ:—কৃষ্ণ একাদশী, অ:—অমাবস্থা

*** ৯ই বৈশাখ, রবি, সোমবার ও ৭ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, শুক্ল একাদশী, ১৩ই বৈশাখ শুক্রবার ও ১১ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার পূর্ণিমা। ২৩শে বৈশাখ সোমবার ও ২২শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, কৃষ্ণ একাদশী; ২৭শে বৈশাখ শুক্রবার ও ২৫শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার অমাবস্থা ইত্যাদি

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩২৫ সাল।

ফসলী ১৩২৫—২৬।

হিজ্‌রী ১৩৩৫—৩৬।

খ্রীষ্টাব্দ ১৯১৮—১৯।

শকাব্দ ১৮৪০।

সংবৎ ১৯৭৫—৭৬।

মগী ১১৮০—৮১।

ব্রাহ্মসংবৎ ৮৯—৯০।

§	১	৮	১৫	২২	২৯
	২	৯	১৬	২৩	৩০
	৩	১০	১৭	২৪	৩১
	৪	১১	১৮	২৫	৩২
	৫	১২	১৯	২৬	
	৬	১৩	২০	২৭	
	৭	১৪	২১	২৮	

* বৈ—বৈশাখ, রবিবার আরম্ভ ও ৩১শে মঙ্গলবার শেষ।

১লা বৈশাখ ইং ১৪ই এপ্রেল।

† A এপ্রেল আরম্ভ সোমবার, শেষ ৩০শে মঙ্গলবার।

‡ ১৪ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৫ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

§ ১লা বৈশাখ রবিবার, ২রা সোম ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ বুধবার ২রা বৃহস্পতিবার ইত্যাদি।

বৈশাখ রবিবার } ১,৮,১৫,২২,
জ্যৈষ্ঠ বুধবার } ২৯।

এক এক দিকে ৬টা করিয়া দুই দিকে ১২ মাসের গণনা।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
আ:	শু	র	সো	বু	বৃ	শ
শে:	৩০	২৯	৩০	২৯	৩০	৩০
	শ	র	ম	বু	শু	র
	O.	N.	D.	Ja.	Feb.	Mar.
	18	17	16	15	13	15
আ:	ম	শু	র	বু	শ	শ
শে:	31	30	31	31	28	31
	বৃ	শ	ম	শু	শু	সো

শু	র	সো	বু	বৃ	শ
শ	সো	ম	বৃ	শু	শ
র	ম	বু	শু	শ	সো
সো	বু	বৃ	শ	র	ম
ম	বৃ	শু	র	সো	বু
বু	শু	শ	সো	ম	বৃ
বৃ	শ	র	ম	বু	শু

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শু: এ:,	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮
পূ:,	২	২	২	২	২	২
কৃ: এ:,	১৩	১৩	১৪	১৩	১৪	১৪
অ:,	১৭	১৭	১৮	১৭	১৮	১৭

*** ২৮শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ও ২৮শে অগ্রহায়ণ শনিবার, শুক্ল একাদশী। ২রা কার্ত্তিক শনিবার ও ২রা অগ্রহায়ণ সোমবার পূর্ণিমা।

১৩ই কার্ত্তিক বুধবার ও ১৩ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার, কৃষ্ণ একাদশী। ১৭ই কার্ত্তিক রবিবার, ও ১৭ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার অমাবস্থা, ইত্যাদি।

এইরূপ মধ্যম স্তম্ভের তারিখের সহিত বাম বা দক্ষিণ স্তম্ভের মাস, বার মিলাইয়া ধরিলে মাস, বার, তিথি ঠিক্ হইবে।

গান।

(ভৈরবী মিশ্র)

ওরে মন! কি নিয়ে তুই
রইলি ভুলে
এত আনন্দ-রস-ধারা বহে
বিশ্বভুবন মূলে!

পাতায় পাতায় ডাক্ উঠেছে
আকাশ আলোয় গান ছুটেছে
বনে বনে ফলে ফুলে
তারার মালায় নদীর কূলে!

প্রাণের দুঃখ-সুখ কান্না-হাসি
আনন্দেতেই উঠচে ভাসি
আনন্দ সব আনন্দ গো
আনন্দে গা' পরান খুলে !

দেখ্ রে তাঁরে হৃদয়পুরে
থাকিস্ নে আর দূরে দূরে
ঐ যে ডাকে তোরে আকাশ আলো
বন-বীথি কি গান তুলে ॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ।

অষ্টাবক্র গীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নবম প্রকরণ।

শিষ্যোক্তানুভবস্যৈব দার্ঢ্যার্থং গুরুণোচ্যতে।
নির্বেদঃ স্পষ্টমষ্টাভিরিচ্ছাদিত্যজনাত্মকঃ ॥১॥

শিষ্যবর্ণিত অনুভবের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য গুরু আটটী শ্লোকে স্পষ্টভাবে কামনাদির নিবারক বৈরাগ্যের উপদেশ করিতেছেন ।১।

কৃতাকৃতে চ দ্বন্দ্বানি কদা শান্তানি কস্য বা।
এবং জ্ঞাত্বেহনির্বেদাদ্ভব ত্যাগপরোহ ব্রতী ॥১॥

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচার এবং সুখদুঃখাদি পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবযুগল কবে কোন্ ব্যক্তির শান্ত হয়? ইহা জানিয়া সে সকল বিষয়ে বিরক্ত হইয়া সর্বত্যাগী ও সর্ববিসয়ে আগ্রহ-শূন্য হও ।১।

কস্যাপি তাত ধন্যস্য লোকচেষ্টাবলোকনাৎ।
জীবিতেচ্ছা বুভুক্ষা চ বুভুৎসোপশমং গতাঃ ॥২॥

জন্মমরণাদি লোকব্যবহার অবলোকন করিয়া (সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে) যে কাহারও জীবনেচ্ছা, ভোগেচ্ছা ও জ্ঞানেচ্ছা শান্ত হইয়াছে, তিনিই ধন্য। (অর্থাৎ লৌকিক উপায়ে লব্ধ পরিমিতআয়ু, পরিমিতভোগ বা পরিমিতজ্ঞান দ্বারা কেহই সুখী হয় না, বরং উত্তরোত্তর লোকের জীবনেচ্ছা ভোগেচ্ছা ও জ্ঞানেচ্ছা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, কিন্তু কালের অপরিহার্য্য আক্রমণে সে সকল ইচ্ছাসত্ত্বেও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, তাহার পর পুনরায় জন্ম হইলেও এবং পূর্বজন্মের সংস্কারবশতঃ বিদ্যাভ্যাসাদিতে সহজাত নৈপুণ্যলাভ করিলেও অনন্তজ্ঞান (পূর্ণজ্ঞান বা সর্বজ্ঞতা) লাভ করা সম্ভবপর নহে, কিন্তু যতক্ষণ না পূর্ণজ্ঞান হয়, ততক্ষণ জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। এইরূপ মনুষ্যাদি শরীরে অনন্তভোগ (অর্থাৎ সর্বপ্রকার ভোগ সর্বতোভাবে সর্বাধিকমাত্রায় পাওয়া) সম্ভবপর নহে, কেননা তাহা শরীরের সামর্থ্যে কুলায় না। এইজন্য শরীরাপেক্ষ সুখ বা জ্ঞানাদিতে যাঁহারা বিরক্ত হইয়া, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাবশতঃ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া ভূমানন্দলাভ করেন, তাঁহারাই ধন্য) ।২।

অনিত্যং সর্বমেবেদং তাপত্রিতয়দূষিতম্।
অসারং নিন্দিতং হেয়মিতি নিশ্চিত্য শাম্যতি ॥৩॥

পরিদৃশ্যমান সমস্ত বস্তুই অস্থায়ী, ত্রিবিধ দুঃখের দ্বারা দূষিত, অসার, তুচ্ছ, নিন্দিত এবং হেয়— ইহা নিশ্চয় করিয়া জ্ঞানী শান্তি অবলম্বন করেন (অর্থাৎ কোন বিষয়েই অভিলাষ প্রকাশ করেন না ।৩।

কোঽসৌ কালো বয়ঃ কিংবা যত্র দ্বন্দ্বানি নো নৃণাম্।
তান্যুপেক্ষ্য যথাপ্রাপ্তবর্ত্তী সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥৪॥

এতাদৃশ কোন কাল বা কোন অবস্থা আছে, যখন মানুষ সুখদুঃখাদি বিরুদ্ধ ভাব-সকলের দ্বারা পরিভূত নহে? সেই সকলকে উপেক্ষা করিয়া যথাপ্রাপ্ত বস্তু দ্বারা কাল-যাপন করিলে সাফল্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।৪।

নানামতং মহর্ষীণাং সাধূনাং যোগিনাং তথা।
দৃষ্ট্বা নির্বেদমাপন্নঃ কোন শাম্যতিমানবঃ ॥৫॥

প্রত্যেক মহর্ষি, প্রত্যেক সাধু ও প্রত্যেক যোগীর ভিন্ন ভিন্ন মত অবলোকন করিয়া সর্বতোভাবে বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে কোন মানুষ না শান্তি লাভ করে? (যখন লোক সকল মতামতের উর্দ্ধে উঠিতে পারে, তখনই প্রকৃত শান্তি, যে কোন একটা বিষয়ে আগ্রহ থাকিলেও বন্ধন)।৫।

কৃত্বা মূর্ত্তিপরিজ্ঞানং চেতনস্য ন কিংগুরুঃ।
নির্বেদসমতাযুক্ত্যা যস্তারয়তি সংসৃতেঃ ॥৬॥

যিনি জীবের যথার্থমূর্ত্তি (অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ) অবগত হইয়া বিষয়ে অনাসক্তি, সর্বত্র আত্মবুদ্ধি এবং শ্রুত্যনুগ্রাহক তর্কদ্বারা সংসার-সাগর উত্তীর্ণ করান, তিনি কাহার না গুরু? ॥৬॥

বিষ্ণুচেতাঃ প্রশান্তাত্মাবিমন্যুঃ সুহৃদোনৃণাম্।
সাধুর্মহান্ সদা লোকে সগুরুঃপরিকীর্ত্তিতঃ ॥৭॥

যিনি সর্বদা বিষ্ণুপরায়ণ প্রশান্তাত্মা বিগতক্রোধ লোকোপকারক সাধু ও মহাত্মা তিনি লোকে গুরু বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন।৭।

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্বাঃ সুখময়াদিশঃ ॥৮॥

যিনি অকিঞ্চন, দান্ত, শান্ত, সমচিত্ত, আত্ম-তুষ্ট, তাঁহার সকল দিকই সুখময়।৮।

পূর্ণে মনসি সংপূর্ণং জগৎসর্বং সুধাদ্রবৈঃ।
উপনিদ্‌গূঢ়পাদস্য নম্নু চর্মাশ্রিতেবভূঃ ॥৯॥

যাঁহার মন পূর্ণ (সর্বতোভাবে অভাবহীন) তাঁহার পক্ষে সমস্ত জগৎ সুধাময়। পাদুকা-পরিহিত ব্যক্তির পক্ষে সমস্ত পৃথিবীই চর্মাবৃত।৯।

পঞ্চ ভূতবিকারাংস্ত্বং ভূতমাত্রান্ যথার্থতঃ।
তৎক্ষণাদ্‌বন্ধনির্মুক্তঃ স্বরূপস্থো ভবিষ্যসি ॥৭॥

দেহ, ইন্দ্রিয়, ও ভোগ্যপদার্থসকল পঞ্চ-ভূতের বিকার মাত্র—এ সকলকে যদি যথার্থতঃ পঞ্চভূতরূপেই অবলোকন কর, (অর্থাৎ উহাতে রাগ দ্বেষাদি ত্যাগ কর) তবে তৎক্ষণাৎ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া চিন্মাত্রস্বরূপে অবস্থিত হইবে।৭।

বাসনা এব সংসার ইতি সর্বা বিমুঞ্চতাঃ।
তত্ত্যাগো বাসনাত্যাগাৎ স্থিতিরদ্য যথা তথা ॥৮॥

বিষয়বাসনাই সংসার অতএব সকলে বিষয়বাসনা ত্যাগ কর। অতএব বাসনা-ত্যাগেই সংসার ত্যাগ করা হয়, তারপর যেকোনপ্রকারে কালযাপন হইবে।৮।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার নির্বেদাষ্টক নামক নবম প্রকরণ।

দশম প্রকরণ।

বিষয়ানামভাবেঽপি তুষ্টি নির্বেদ ঈরিতঃ।
তৎসিদ্ধ্যর্থঞ্চ বিষয়ে বৈতৃষ্ণ্যং শান্তিরীর্য্যতে ॥১॥

ভোগ্য বিষয় না থাকিলেও সন্তোষ অবলম্বনকরাকে নির্বেদ বলে, পূর্ব্বে তাহা বলা হইল। এক্ষণে নির্বেদলাভের উপায় শান্তির বিষয় বলা হইতেছে, বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণার উপশমকেই শান্তি বলে।১।

বিহায় বৈরিণং কামমর্থং চানর্থ সঙ্কুলম্।
ধর্মমর্থং তয়োর্হেতুং সর্বত্রানাদরংকুরু ॥১।

ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গেরহেতুভূত সকল কর্মের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন কর। কাম জ্ঞানের শত্রু, অতএব তাহাকে ত্যাগ করিবে। অর্থ—দুঃখসঙ্কুল, অর্থের অর্জনে ক্লেশ পাইতে হয়, তাহার রক্ষার জন্য পুনরায় ক্লেশ দুশ্চিন্তা, কলহ, শত্রুতা প্রভৃতি সহ্য করিতে হয়, তাহার ক্ষয় বা ব্যয় হইলে অনুতাপাদি দুঃখ ভোগ করিতে হয়, অতএব অর্থও হেয় বস্তু। ধর্ম পূর্ব দুইটীর হেতুভূত অর্থাৎ ধর্মের দ্বারা লোকের ইহকালে বা পরকালে কামনাপূরণ ও ধনলাভ ঘটে, অতএব ধর্মও হেয়।

ধর্ম, অর্থ, ও কাম সমস্তই যদি হেয় হইল, তবে কিসের প্রতি আদর প্রদর্শন করিবে? অতএব সর্বত্র অনাদর কর।১।

স্বপ্নেন্দ্রজালবৎ পশ্য দিনানিত্রীণিপঞ্চবা।
মিত্রক্ষেত্র ধনাগার দারদায়াদি সম্পদঃ॥২॥

সমস্তই স্বপ্ন বা ইন্দ্রজালের অবলোকন কর। পৃথিবীর সকল সম্পদই দুপাঁচদিন থাকে মাত্র। আত্মীয় স্বজন, ভূমি, ধন, গৃহ, স্ত্রী, পৈতৃক সম্পত্তি প্রভৃতি কিছুই চিরকাল থাকে না।২।

যত্র তত্র ভবেৎতৃষ্ণা সংসারং বিদ্ধিতংতদা।
প্রৌঢ়বৈরাগ্যমাস্থায় বীততৃষ্ণঃ সুখীভব॥৩॥

যে যে বিষয়ে যখনই বাসনা হইবে, তখনই তাহা সংসারবন্ধনের মূল বলিয়া অবধারণ করিবে। এবং উৎকট বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক সমস্ত বাসনা ত্যাগ করিয়া সুখী হও।৩।

তৃষ্ণা মাত্রাত্মকো বন্ধস্তন্নাশো মোক্ষউচ্যতে।
ভবাসংসক্তিমাত্রেণ প্রাপ্তিতুষ্টির্মুহুর্মুহুঃ॥৪॥

আমাদের সংসারবন্ধন কেবল বাসনাদ্বারাই বন্ধন (আর কোন প্রকার বন্ধনই নাই, অতএব আমরা ইচ্ছামাত্রই মুক্তিলাভ করিতে পারি; কারণ) বাসনার নাশেই মোক্ষ। অতএব সংসারের হেতুভূত বিষয়াদিতে আসক্তি ত্যাগ করিয়া আত্মানুভূতি দ্বারা মুহুর্মুহু আনন্দ উপভোগ কর॥৪॥

ত্বমেকশ্চেতনঃ শুদ্ধো জড়ং বিশ্বমসত্তথা।
অবিদ্যাঽপি নকিঞ্চিৎসা কাবুভুৎসা তথাপিতে॥৫॥

তুমি একরূপ বিশুদ্ধ চৈতন্যমাত্র, জগৎ জড়পদার্থ, অনিত্য, জীবের অজ্ঞান বা অবিদ্যাও কিছুই নয়। অতএব কোন বিষয়েই বা তোমার জানার ইচ্ছা হইবে? (অর্থাৎ জ্ঞানবাসনাও মুক্তির অন্তরায়, অতএব তাহাও ত্যাগ করিবে)।৫।

রাজ্যং সুতাঃ কলত্রাণি শরীরাণি ধনানিচ।
সংসক্তস্যাপি নষ্টানি তব জন্মনি জন্মনি॥৬॥

রাজ্য, পুত্র, কলত্র, শরীর, ধন—এসকলে আসক্তি সত্বেও প্রতিজন্মেই নষ্ট হইয়াছে। (অতএব এসকলে বৃথা আসক্তিতে লাভ কি?)।৬।

অলমর্থেন কামেন সুকৃতেনাপিকর্মণা।
এভ্যঃ সংসারকান্তারে নবিশ্রান্তমভূন্মনঃ॥৭॥

অর্থ, কাম ও পুণ্যকর্ম—এসমস্তই বৃথা। সংসাররূপ গহনবনে এসকলের দ্বারা কখনও কাহারও পরিতৃপ্তিলাভ ঘটে নাই।৭।

কৃতং ন কতি জন্মানি কায়েন মনসা গিরা।
দুঃখমায়াসদং কর্ম তদদ্যাপ্যুপরম্যতাম্॥৮॥

কায়মনোবাক্যের বাসনাদ্বারা কত কোটি কোটিনা জন্মগ্রহণ করিতে হইল। (প্রত্যেক জন্মেই কতনা জরামরণাদি দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে, ইহা হইতেই বুঝিয়া লও, আসক্তিযুক্ত) কর্ম—(কত) দুঃখ ও আয়াসপ্রদ।

অতএব এখনও আসক্তি, তৃষ্ণা বা বাসনা ত্যাগ কর (সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে) ॥৮॥

ইতি অষ্টাবক্র গীতার উপশমাষ্টকনামক দশম প্রকরণ।

একাদশ প্রকরণ।

উক্তাশান্তির্নবিজ্ঞানং বিনা কস্যাপি জায়তে।
ইতি নিশ্চিতুমেবাহ গুরুর্জ্ঞানামৃতাষ্টকম্॥ :

বিজ্ঞান ব্যতিরেকে পূর্বোক্ত শান্তিলাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না—ইহা অবধারণার্থ গুরু বিজ্ঞানামৃতের উপদেশ দিতেছেন।১।

ভাবাভাববিকারশ্চ স্বভাবাদিতি নিশ্চয়ী।
নির্বিকারো গতক্লেশঃ সুখেনৈবোপশাম্যতি ॥১॥

পৃথিবীর সকল বস্তুর ভাবাভাবরূপ বিকার স্বভাববশতই হইয়া থাকে—ইহা নিশ্চয় করিয়া সাধক নির্বিকার ও দুঃখমুক্ত হইয়া সহজেই শান্তিলাভ করেন।১।

ঈশ্বরঃ সর্বনির্মাতা নেহান্য ইতি নিশ্চয়ী।
অন্তর্গলিত সর্বাশঃ শান্তঃ কাপি ন সজ্জতে ॥২॥

জগতে সমস্তই পরমেশ্বর কর্তৃক সংঘটিত হইতেছে, আর কেহই কর্তা নহেন—ইহা নিশ্চয় করিয়া সমস্ত বাসনাত্যাগপূর্বক শান্ত হইয়া সাধক কুত্রাপি লিপ্ত হন না।২।

আপদঃ সম্পদঃ কালে দৈবাদেবেতি নিশ্চয়ী।
তৃপ্তঃ স্বস্থেন্দ্রিয়ো নিত্যং ন বাঞ্ছতি ন শোচতি ॥৩॥

পরমেশ্বরই যথাকালে আপদ এবং সম্পদ প্রদান করেন—ইহা নিশ্চয় করিয়া সাধক নিত্যতৃপ্ত ও সুস্থচিত্ত হইয়া কোন কিছু ইচ্ছা করেন না বা কিছুর জন্য শোকও করেন না। ॥৩॥

সুখদুঃখে জন্মমৃত্যু দৈবাদেবেতি নিশ্চয়ী।
সাধ্যাদর্শী নিরায়াসঃ কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥৪॥

সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু সমস্তই পূর্বজন্মের কর্মবশতঃ ঘটে—ইহা নিশ্চয় করিয়া সাধক ফলানপেক্ষ ও শ্রমরহিত হইয়া, কার্য্য করিয়াও লিপ্ত হন না।

চিন্তয়া জায়তে দুঃখং নান্যথেহেতি নিশ্চয়ী।
তয়াহীনঃ সুখী শান্তঃ সর্বত্রগলিত স্পৃহঃ ॥৫॥

পৃথিবীতে দুশ্চিন্তাবশতই লোকের দুঃখ জন্মে, ইহার অন্য কোন কারণ নাই। সেই দুশ্চিন্তা ত্যাগপূর্ব্বক সর্বত্র স্পৃহাশূন্য, শান্ত ও সুখী হও। লোকে ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায়ই ব্যাকুল হয়, কিন্তু এরূপ ব্যাকুল হওয়া মূর্খতা মাত্র, ব্যাকুলতার দ্বারা বিপদের প্রতীকার হয় না, বরং বিপদ অধিকতর ঘনীভূত হয় মাত্র। যদি বিপদের প্রতীকার সদুপায়ে সম্ভবপর হয় তবে প্রতীকার কর, অন্যথা মানুষের ন্যায় সহ্য কর। ব্যাকুলতা বা দুশ্চিন্তায় কোন লাভ নাই।৫।

নাহং দেহো নমে দেহো বোধোঽহমিতি নিশ্চয়ী।
কৈবল্যমিতি সংপ্রাপ্তো ন স্মরত্যকৃতং কৃতম্ ॥৬

আমি দেহ নই, দেহও আমার নহে, আমি বোধমাত্র—এইরূপ অবধারণ করিয়া সাধক কৈবল্যপ্রাপ্ত মানবের মত কৃতাকৃত স্মরণ করেন না।৬।

আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তমহমেবেতি নিশ্চয়ী।
নির্বিকল্পঃ শুচিঃ শান্তঃ প্রাপ্তাপ্রাপ্ত সুনির্বৃতঃ ॥৭

ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই আমি—ইহা অবধারণ করিয়া সাধক সঙ্কল্প বিকল্প শূন্য হন, এরূপ হইলে বিষয়াশক্তিরূপ মল থাকে না, তখন তিনি বিশুদ্ধ ও শান্তান্তঃকরণ হন, প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বিষয়ে তাঁহার খেদ থাকে না, তখন তিনি আত্মানন্দ পরিপূর্ণ হন।৭।

নানাশ্চর্য্য মিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চয়ী।
নির্ব্বাসনঃ স্ফূর্ত্তিমাত্রো ন কিঞ্চিদিব সাম্যতি ॥৮

এই নানা বৈচিত্র্যপরিপূর্ণ জগৎ কিছুই নহে—ইহা অবধারণপূর্ব্বক সাধক বাসনাশূন্য হইয়া আপনাকে প্রকাশমাত্র দেখেন এবং শূন্যের ন্যায় শান্ত হন ।৮।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার জ্ঞানাষ্টক নামক একাদশ প্রকরণ।

শ্রীদীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

কাঙ্গালিনী।

কাঙ্গালিনী দ্বারে দ্বারে যায়,
জীর্ণবাস মলিনতা মাখা,
শত ছিদ্র তালি দিয়া ঢাকা,
অঙ্গে তা'ও বুঝি না কুলায়!
দেহকান্তি গিয়াছে চলিয়া,
অস্থি শুধু রয় জাগরিয়া,
প্রাণ আছে সহিতে জ্বালায়।
কাঙ্গালিনী দ্বারে দ্বারে যায়।

নয়নে অশ্রুর স্রোত ব'য়ে
দুটি রেখা দিয়াছে টানিয়ে
প্রভাহীন কপোলে তাহার,
অধর ভুলিয়া গেছে হাসি
শুধু ধরে অঙ্গারের রাশি—
প্রজ্জ্বলিত হৃদয়-চিতার,
করুণ উচ্ছ্বাস উঠে তায়!
কাঙ্গালিনী দ্বারে দ্বারে যায়।

ওগো! তার অদৃষ্টের ফলে
স্নেহতট ডুবেছে অতলে,
প্রেমকুঞ্জ গেছে শুকাইয়া,
আশার দোলন গেছে টুটে
আশ্বাসের নীড় ভূমে লুঠে,
আদরের নাহি স্নিগ্ধ ছায়া,
অবহেলা ভ্রূকুটি দেখায়!
কাঙ্গালিনী দ্বারে দ্বারে যায়।

ক্রন্দনেও নাহি ফল তার
কেবা শুনে রোদন তাহার?
শূন্য শুধু দেয় প্রতিধ্বনি!
চূর্ণ বক্ষঃ দীর্ঘশ্বাস ফেলে
মরমে মরিয়া অন্তরালে,
কণ্ঠ হ'তে উঠে না'ক বাণী,
শূন্যদৃষ্টি শূন্যপানে চায়
অন্তহীন তীব্রবেদনায়
অদৃষ্টের করিয়া ধিক্কার,
চারিধারে হেরে শিখা জ্বলে
অভাবের হোম কুণ্ডানলে,
শিহরে আহুতি ভাবি' তার!
অভিশপ্ত জীবন ধরায়,
কাঙ্গালিনী দ্বারে দ্বারে যায়।

একবিন্দু করুণার তরে
অভাগী বেড়ায় ঘুরে ঘুরে
কি কাতর নয়নে তাকায়!
একবর্ণ আশ্বাসের কথা
শীতল করিবে তার ব্যথা,
সে যে আর কিছু নাহি চায়।
কাঙ্গালিনী দ্বারে দ্বারে যায়।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন

সাধে বাদ ।

৫

গ্রামের প্রান্তভাগে এক কুটীরের সম্মুখে বসিয়া তারিণী শণের দড়ি পাকাইতেছিল, সম্মুখে বিপিনকে দেখিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিতে দিতে বলিল "একি দাদাবাবু, ভরি সাঁঝে কোথা থেকে ?" বলিতে বলিতে বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিল "কি হয়েছে দাদাবাবু—মুখ এত ভার ক'রে রয়েছ কেন ? বাড়ীর সব ভাল তো ?

বিপিন তারিণীর চালা হইতে একগোছা খড় টানিতে টানিতে বলিল একটা কাজ আছে যদি করতে পারিস, তোর এই চালা ঘরখান কোটা হ'য়ে যাবে ।

সোৎসুক দৃষ্টিতে বিপিনের মুখের প্রতি চাহিয়া তারিণী বলিল "কর্‌বার—মত হ'লে কেন না পারব ! বল কি করতে হ'বে ?"

বিপিন । "আর যদি না পারিস তা হ'লে কি হবে জানিস্ ? শীতকালে ভাল ক'রে এই খড়ের আগুনে আগুন তাপবি ।"

তারিণী । "তা আর জানি না; তোমার কাজে ত্রুটি হ'লে মাথা বেঁচে শুধু যে ঘরের ওপর দিয়ে যাবে এই আমার অনেক ভাগ্যি । তা কি কথাটা শুনি আগে ?"

বিপিন তখন একখান ইঁট টানিয়া লইয়া তারিণীর কিঞ্চিৎ নিকটে গিয়া বসিয়া বলিল "দত্তদের বড় গিন্নির বাপের বাড়ী জানিস্ তো ?"

তারিণী । "ওমা তা আর জানিনে ? এ গাঁয়ের সকল কুটুম বাড়ীতেই তো আমিই তত্ত্ব তাবাস নিয়ে যাই । বড় গিন্নির বাপের বাড়ীতে সেদিন ও তার ভাইয়ের শ্রাদ্ধের সময় গিয়েছি, তা সেখানে তোমার কি ?"

বিপিন আর একটু নিকটস্থ হইয়া বলিল "একজন ঝি সেখানে রাখিয়ে দিতে হ'বে । নূতন বউ গেলে তার জন্যে ঝির দরকার হবে তো ? তারপর লুকিয়ে তার সঙ্গে দেখা ক'রে যেমন যেমন বল্‌ব তাই করাতে হবে ; কিন্তু কাজে গাফিলি হ'লে জানবে গ্রাম ছেড়ে পালাতে হ'বে ।"

তারিণী । সে কথা আর মনে করিয়ে দেবার দরকার নেই । আমার বোনঝি কাজ কর্ম্ম ছেড়ে বসে আছে, তাকে সেখানে রাখাতে পারতাম । তা তাকে আনতে যেতে হবে , হাত একেবারে খালি—

হাসিয়া বিপিন বলিল, হ্যা আমিও তোমায় জানি ; তা শুধুহাতে তোমার কাছে আসিনি । আজ এই দশ টাকার নোটখান খালি আছে এই নিয়ে কাজে লাগ, টাকার জন্যে ভাবনা নেই ।"

হাত পাতিয়া তারিণী নোট গ্রহণ করিল, বিপিন বলিল "কেমন তবে আমি নিশ্চিন্ত রইলাম ?"

গৃহে ঢুকিতে ঢুকিতে তারিণী বলিল "খুব, তুমি জেনে রাখ তোমার কাজ হ'য়ে গেছে,"

৬

এক দুই করিয়া লাবণ্যলতার দীর্ঘ দিন-গণনার শেষ হইলে একদিন সংবাদ আসিল প্রমোদ পশ্চিম হইতে ফিরিয়া গৃহে আসি-য়াছেন । এই সুদীর্ঘ দিন লাবণ্যর কত উদ্বেগ

কত আশঙ্কায় কাটিয়াছে; কিন্তু সেই সুদূর প্রদেশে নয়ন-মনোরম দৃশ্যের মধ্যে প্রমোদ কি একবারও লাবণ্যকে স্মরণ করিবার সময় পাইয়াছে? লাবণ্যর তো আর মন মানে না, কবে আবার চিরারাধ্যকে একবার চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া সে তৃপ্ত হইবে!

আর প্রমোদ! সেই যে শান্তিময় পল্লী-গৃহ-প্রাঙ্গনে মূর্ত্তিমতী বনদেবীকে দেখিয়া গিয়াছে, শত সুখে, শত চিন্তায়, শত দুঃখের মধ্যেও সেই মধুর মূর্ত্তিখানি অহরহ তাহার অন্তর উদ্ভাসিত করিয়া দীপ্তি পাইয়াছে। জাগরণে সেই স্মৃতি—শয়নে সেই চিন্তা, নিদ্রায় সেই স্বপ্ন বিভোর করিয়া রাখিয়াছে। প্রমোদ যেখানে গিয়াছে সেখানেই লাবণ্যমাখা, যাহা দেখিয়াছে তাহাতেই লাবণ্যমাখা, যাহা ভাবিয়াছে তাহাই লাবণ্যমাখা প্রমোদ বুঝিয়াছে যে এ প্রেম শুধু চোখের নেশা নহে, লাবণ্য তাহার নয়নের আনন্দ—জীবনের আরাধ্যা, হৃদয়ের শান্তি। প্রমোদ মনে মনে বলিয়াছে যে "তৃষিত উপাসকের যখন তুমিই একমাত্র গতি তখন হে হৃদয়মোহিনী আমার নয়নে মনে তুমিই সর্ব্বময়ী হইয়া অধিষ্ঠিতা হও; তোমার চরণে আমার সর্ব্বস্ব অঞ্জলি দিয়া আমার পূজার সার্থকতা লাভ করি।"

প্রমোদের গৃহ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, শূন্য, আত্মীয়ার মধ্যে একমাত্র পিসিমা; প্রমোদ তাঁহাকেই আনাইল। জমীদারের একমাত্র বংশধরের বিবাহ, প্রমোদের পিতা-মাতার অবর্ত্তমানতা হেতু যাহাতে কোনও ত্রুটি না ঘটে পিসিমা এমনিই আয়োজন করিতে লাগিলেন। নিকট বা দূর সম্পর্কীয় যে যেখানে ছিল কেহই নিমন্ত্রণে বাদ গেল না। বৃহৎ অট্টালিকা লোকেপূর্ণ হইয়া উৎসবে মাতিয়া উঠিল, শুধু প্রমোদের অন্তরখানিই একখানি নির্জ্জন পল্লীগৃহের চিন্তায় মগ্ন রহিল।

যখন শুভদৃষ্টির সময় চারিচক্ষুর আবার মিলন হইল তখন প্রমোদের অন্তরের দুকুল ছাপাইয়া সুখের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে। জন্মাবধি ভাগ্য তাহার প্রতি যথেষ্ট অনুকূল, অপরূপ রূপ, কলঙ্কহীন চরিত্র, তার উপর অগাধ ঐশ্বর্য্য লইয়া সে জগতে প্রবেশ করিয়াছিল, তার উপর জগতে যাহা একান্ত দুর্ল্লভ, সেই প্রার্থিত প্রণয়াস্পদ লাভে আজ নবীন জীবন অপূর্ব্ব প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়াউঠিল। আজ প্রমোদের জীবন যাত্রার পথ পুষ্প সজ্জায় মণ্ডিত হইয়া উঠিল; আজ জগৎ পূর্ণ, প্রাণ পূর্ণ, চরাচর আজ পূর্ণতায় ভরা।

আর লাবণ্য! যে দেবতার চরণে তার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া শুধু তাহারই আশাপথ চাহিয়াছিল, আজ এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী তার সর্ব্বস্ব আজ সেই মহান্ সিন্ধুতে মগ্ন করিয়া কৃতার্থ হইল। কিন্তু এত সুখেও কেন চোখে জল আসে? দুঃখ পীড়িত দুর্ব্বল হৃদয় সুখের ভারে এত অবসন্ন হয় কেন? ওই চরণে আশ্রয় পাইয়াও কি লাবণ্যর চক্ষের অশ্রু শুকাইবে না!

সরোজ যখন প্রমোদের হাতে লাবণ্যকে সমর্পন করিল তখন তাহার দুই চক্ষু কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া গেল, সে দীন হীন দরিদ্র, আর রাজ্যেশ্বরতুল্য প্রমোদ, আজ সে হাত পাতিয়া ভিখারীর দান গ্রহণ করিতেছে! গদগদ স্বরে সরোজ বলিল ভাই তুমি যে এত দয়া করিবে, ইহা কখনও

মনে স্থান দিতে সাহস করিনি, তোমার মহৎ অন্তঃকরণের এই স্নেহ টুকু যেন চির দিনের জন্য দাবী করতে পারি, এই সাধটুকু যেন ঈশ্বর পূর্ণ করেন।

সব হইল, কেবল নির্মলের আর সইয়ের বিবাহে আসা ঘটিয়া উঠিল না, তবে আইবুড় ভাতের তত্ত্ব না পাঠাইয়া সে কি থাকিতে পারে! তার ভিতরে সে চিঠি দিতেও ভুলিল না। চিঠিতে নানা কথার পরে শেষকালে লিখিয়াছে—"কেমন সই, আমি যাকে ধরে দিয়েছিলাম তাকেই পেলি কি না? দেখিস্ ভাই সুখের দিনে যেন সইকে ভুলিস্‌নে, তোর দুঃখের দিনে গলাধরে কেঁদেছি, এবার করে তোর সার্থকতার হাসি ভরা মুখে তোর সুখের গল্প শুনব, সেই আশায় পথ চেয়ে রইলুম, ভাই তুই চির সুখী হ শুধু এই মাত্র কামনা করি।"

যখন সেই আজন্মের গৃহ হইতে বিদায়ের সময় আসিল তখন লবণ্য প্রাঙ্গনের ধুলার উপর পড়িয়া স্বর্গগত পিতাকে স্মরণ করিয়া বুক ফাটা কান্না কাঁদিতে লাগিল, কে আজ সান্ত্বনা দিবে; সকলেরই চক্ষু অশ্রুতে অন্ধ হইয়া আসিল।

৭

"দেখ্ প্রমোদ, অনেক সুন্দরীকে ফুলের গহনায় সাজতে দেখেছি কিন্তু আজ যেরূপ দেখলাম, এমন কখন দেখিনি; তোর কি বরাত ভাই!"

বন্ধুর কথায় সলজ্জ হাসি হাসিয়া প্রমোদ বলিল "তোমার সবই বাড়াবাড়ি"।

"না ভাই আজ চক্ষু জুড়িয়ে গেল।" পরে বন্ধুকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া বলিল "তুমি চিরসুখী হও।"

সেদিন ফুলশয্যা, প্রমোদের বন্ধুরা ফুলের গহনা আনিয়া লাবণ্যকে সাজাইয়াছে। প্রমোদের শয্যাগৃহখানিও ফুল দিয়া সাজাইয়াছে।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমোদ আহ্লাদ করিয়া বন্ধুরা বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে প্রমোদ শ্রান্তদেহে উদ্যানের একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল। তখন প্রায় অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইয়া গিয়াছে, মাথার উপর পূর্ণচন্দ্র রজত কিরণরাশি বর্ষণ করিতেছিল, সেই মধুর জ্যোৎস্নাধারায় বৃক্ষলতা পৃথিবী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইতেছিল; চারিদিকে প্রস্ফুটিতকুসুমরাশি স্বর্গীয় সৌরভে অন্তরে মধুর আবেশের সৃজন করিতেছিল; প্রমোদের নবপ্রেমোদ্ভাসিত হৃদয় আপনা বিস্মৃত হইয়া সেই সৌন্দর্য্যের মাঝখানে একখানি অপূর্ব্ব রূপপ্রতিমা স্থাপন করিয়া তাহারই ধ্যানে মগ্ন হইয়া পড়িতেছিল। সে রূপের ধ্যান কি তৃপ্তিকর! কি মোহকর! লাবণ্য! সুধাময়ী লাবণ্য! তোমার স্মরণমাত্রেই কত সুখ! পুলকবিহ্বলতায় দেহ মন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে, তোমার স্পর্শসুখ না জানি আরও কি মধুর!!

বারান্দার উপর হইতে দাসী ডাকিতে লাগিল, "বাবু! মা ভিতরে ডাকিতেছেন"। "প্রমোদের পিসিমাই গৃহকর্ত্রী লোকজন তাঁহাকেই মাতৃসম্বোধন করে"।

"পিসিমাকে বল আমি যাচ্চি", বলিয়া প্রমোদ বেঞ্চ ছাড়িয়া উঠিয়া দাড়াইল। যে সোফার উপর লাবণ্যকে বসাইয়া বৌ দেখান হইয়াছিল তাহার উপর লাবণ্যর সিল্কের রুমালখানি পড়িয়াছিল, প্রমোদ সযত্নে সেখানি তুলিয়া লইয়া একবার ওষ্ঠস্পর্শ করিল তারপর

বুকেরকাছে একবার চাপিয়া ধরিয়া ভাঁজ করিতে গিয়া দেখিল কোনে কাগজের মত ক্ষুদ্র একখণ্ড কি বাঁধা রহিয়াছে,—খুলিয়া সেটা লইয়া একবার গৃহে প্রবেশ করিল। লাবণ্যকে আজ প্রথম দিনে উপহার দিবে বলিয়া প্রমোদ নিজে একজোড়া ব্রেসলেট্ আনাইয়াছিল সেটি বাহিরের ড্রয়ারেতেই লুকাইয়া রাখিয়াছিল; ব্রেসলেট জোড়া বাহির করিতেই উজ্জ্বল আলোকে স্বর্ণ ও হীরকজ্যোতি ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল; সেই উজ্জল নবনীতকোমল সুগোল বাহুদুটি প্রমোদের চক্ষে ফুটিয়া উঠিল, প্রমোদ ভাবিল লাবণ্যর হাতের উপযুক্ত এ জোড়াও হয় নাই, সহসা প্রমোদের মনে কৌতূহল হইল লাবণ্যর রুমালে বাঁধা কাগজটুকুতে কি লেখা আছে দেখি!" আলোর নিকট কাগজটুকু মেলিয়া ধরিতেই প্রমোদের দীপালোকিত গৃহ সহসা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল, দুই হাতে মাথা ধরিয়া সে সোফার উপর লুটাইয়া পড়িল। সেই ক্ষুদ্র কাগজখণ্ড একখানি পুরুষের হস্ত লিখিত পত্র! তাহাতে লেখা ছিল—

"লাবণ্য! যেদিন তুমি আমার বক্ষঃশূন্য করিয়া প্রমোদের সহিত চলিয়া গেলে, সে দিন আমি সমস্ত পৃথিবীই অন্ধকারময় দেখিয়াছিলাম; তুমি যে ঐশ্বর্য্যবান স্বামী পাইয়াও আমায় স্মরণ করিবে সে আশা আর করি নাই। কিন্তু প্রাণাধিকে, তোমার অমৃতময় স্মরণলিপি আমার মৃতদেহে জীবন দান করিয়াছে, আমি বুঝিয়াছি আমাদের এ প্রেম জীবন থাকিতে অবিনাশী; দাস আজ্ঞানুসারে দুয়ারে উপস্থিত, যখনি স্মরণ করিবে তখনি চরণে উপস্থিত হইব। "একান্ত তোমারি—"

পত্রে লেখকের নাম নাই; পত্রপাঠে প্রমোদ স্তম্ভিত হইয়া গেল। একি লাবণ্যর নামের পত্র? না, তাহার ভুল হইয়া থাকিবে। কি পড়িতে সে কি পড়িয়াছে, আজ তো আনন্দে তাহার মন নিতান্তই চঞ্চল হইয়া আছে, সব তাতেই লাবণ্যর কথাই মনে আসিতেছে, তাই পত্রেও লাবণ্যরই নাম দেখিয়াছে। প্রমোদ পুনরায় আলোর নিকট ধরিয়া বারবার ভাল করিয়া পত্রটুকু পড়িল। আর সংশয়ের কি আছে?"

শেষে ভাগ্যে এই ছিল! কত সাধে কত আশায় যে লাবণ্যকে বক্ষে ধরিতে ছুটিয়াছিলাম, সেই লাবণ্য কালসাপ হইয়া বক্ষে দংশন করিল! এই নাগহার বক্ষে ধরিয়া এত আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলাম? লাবণ্য! লাবণ্য! ওই অমরলাঞ্ছিত রূপের আবরণে এত হলাহল লইয়া আমায় বঞ্চনা করিলে? হা ভগবান্, তোমার মনে এই ছিল! "প্রমোদের চিন্তার শক্তিও লোপ হইয়া আসিতে লাগিল, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতের ন্যায় প্রমোদ সেখানে পড়িয়া রহিল।

প্রমোদের বিলম্ব দেখিয়া পিসিমা নিজে বাহিরে আসিলেন। "একি প্রমোদ! তুই এখানে শুয়ে ঘুমুচ্ছিস্? এদিকে রাত যে ব'য়ে যায়; উঠে আয় "বলিয়া গা ঠেলিয়া ডাকিলেন।

তেমনি ভাবে মুখের উপর হাত রাখিয়া প্রমোদ উত্তর করিল "পিসিমা! আমি উঠ্‌তে পাচ্চিনে, ভয়ানক মাথায় যন্ত্রণা হচ্চে।" ভীতিব্যাকুলকণ্ঠে পিসিমা বলিলেন "দেখি জ্বর নয় তো?" করতলে দেহস্পর্শ করিয়া

বলিলেন "না জ্বর তো নয়! আমার হাত ধ'রে উঠে আয় প্রমোদ, ঘরে গিয়ে শুবিচল।" কাতরস্বরে প্রমোদ বলিল "না পিসিমা আমায় এখানেই একটু ঘুমুতে দাও, যে রকম যন্ত্রণা, উঠ্‌লে মূর্চ্ছা হ'তে পারে।"

হায়! তাহার গৃহ! সে স্বর্গের স্বপ্ন যে মুহূর্ত্তে মিশাইয়া গিয়াছে!

পিসিমা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁরে তবে ডাক্তার আন্‌তে বল্‌ব?

প্রমোদ। "না গো আমায় আর বকিও না।"

বিষন্নবদনে পিসিমা চলিয়া গেলেন।

এ জ্বালা উপশম করে এমন ডাক্তার কেহ আছে কি? প্রমোদের যে বুকের কলিজা ফাটিয়া যায়! এ বিষের জ্বালা কে কমাইতে পারে?

বাটীর সকলেই যখন আপন আপন শয্যায় গিয়া স্থান লইল তখন লাবণ্য ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবু কোন ঘরে আছেন ঝি জানো?"

ঝি। "কেন গা বৌ-দিদি?"

অনুনয় স্বরে লাবণ্য বলিল "কেমন আছেন একবার দেখে আস্‌ব।"

অধরে তাচ্ছীল্যের হাসি হাসিয়া চোখ ঘুরাইয়া ঝি উত্তর দিল "তুমি যাবে? কি কথা মা! তুমি কি ভেবেছ বাবুর সত্যি অসুখ হয়েছে? পাড়াগাঁয়ের ভাল মানুষের মেয়ে, তুমি এ সব জান্‌বেই বা কোথা থেকে, ওসব বড় মানুষের রোগ বৌ-দিদি। ও তুমি কি দেখ্‌তে যাবে?"

অবাক্ হইয়া ঝির মুখের দিকে চাহিয়া লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল বড় মানুষের রোগ আবার কি?

ঝি। "তাও বল্‌তে হবে! দেখনি সন্ধ্যেবেলায় একপাল মিন্সে এসেছিল? সেইগুলোকে নিয়ে মদ খেয়ে মাতামাতি ক'রে এখন বেহুঁস হ'য়ে পড়ে আছেন; হয় তো সে মাগীটাও সেইখানেই আছে। ঘরের লক্ষ্মী তুমি সেখানে কোথায় যাবে?"

একি! এসব ঝি বলে কি! সেই শিব-কান্তি করুণার আধার, দেবপ্রতিম স্বামী, ঝি তার একি চরিত্র ব্যাখ্যা করে?

ব্যথিতা লাবণ্য মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল "কি বল্‌ছ ঝি? আমি তোমার কথা বুঝতেই পাচ্ছিনে। আমি ওঁর কথা বল্‌ছি, পিসিমা তাঁর অসুখের কথা ব'লে গেলেন শুন্‌লে না?"

ঝি। আমিও তো সেই কথাই বল্‌ছি, ধন্যি তোমার বুকের পাটা মা! সেই মাতালের কাণ্ডের ভেতর তোমার যেতে সাধ্যি থাকে যাও, আমরা তো বাপু ইজ্জত খোয়াতে পারি না।

"উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া ঝি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। লাবণ্য ধীরে ধীরে মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। হায় সুখ!

পরদিন প্রমোদের শয্যাত্যাগ করিতে অনেক বিলম্ব হইল লাবণ্য অন্তরে অন্তরে স্বামীর সংবাদের জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেও মুখ ফুটিয়া কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে? ঝির কাছে একবার যেরূপ কথা শুনিয়াছে সত্য হউক মিথ্যা হউক তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা খাইতে ইচ্ছা নাই। লাবণ্য ব্যাকুল হইয়া সময় কাটাইতে লাগিল।

পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন এখন যন্ত্রণা কি রকম বোধ হচ্চে প্রমোদ?"

প্রমোদ। "ভাল নয় পিসিমা! মাথার যাতনার জন্যে যেমন কষ্ট হচ্চে ভাবনাও তেমনি হ'চ্চে, আজই কল্‌কাতা চ'লে যাব ভাবচি।"

উৎকণ্ঠিতা পিসিমা বলিয়া উঠিলেন "এই অসুখ নিয়ে তোকে একলা তো যেতে দিতে পারিনে, যদি তোর যেতে হয় আমিও সঙ্গে যাব।"

প্রমোদা। "তুমি শুদ্ধ গেলে বাড়ীতে কে থাক্‌বে? যাঁরা এসেছেন তাঁরা তো আজই যেতে চাচ্চেন।"

পিসিমা! "সেই যা এক ভাবনা, তা আমরা তো আর সেখানে বাস করতে যাচ্চিনে, ডাক্তার দেখিয়েই চ'লে আসব। লোকজন তো সব রইল; আমিই বা আর এখানে কঁদিন, নিজের বাড়ীতে লাবণ্য একা থাক্‌বে তার আর কি ভাবনা।"

প্রমোদ। "তুমি সঙ্গে গেলে ভালই হয়; যাও তো তোয়ের হ'য়ে নাও, আমি কিন্তু আজই যাচ্চি।"

সেই দিনই প্রমোদ কলিকাতায় রওনা হইল। *

যাত্রার অনতিপূর্ব্বে পিসিমা একবার প্রমোদকে ডাকিয়া বলিলেন, যাবার আগে লাবণ্যকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে ব'লে আয় না, যেন সাবধানে থাকে, ছেলেমানুষ একলাটি রইল"। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া প্রমোদ উত্তর করিল, আমার বলবার কিছু দরকার নাই। মনে মনে ভাবিল কি চিতার আগুন বুকে জ্বালিয়েছি তুমি কি বুঝ্‌বে পিসিমা! আজ সেই জ্বালাতেই এ-ঘর ছেড়ে পালাতে যাচ্চি। জানি না এ জীবনে আর কখনও শান্তি পাব কি না!"

পিসিমা ভাবিলেন লজ্জাবশে প্রমোদ বধূর সহিত সাক্ষাৎ করিল না। মনে মনে পিসিমা বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন।

লাবণ্য জানলার ধারে দাঁড়াইয়া প্রমোদের গমনোদ্যোগ দেখিতেছিল যখন প্রমোদ গাড়ীতে উঠিয়া বসিল তখন স্বামীর প্রতি চাহিয়া অভাগিনীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল, হা ভগবান লাবণ্য যে ওই চরণে সব সঁপিয়াছে, আর কিছু না হউক শুধু যেন সেবিকার অধিকারটুকুও তাহার থাকে। "গাড়ী ফটক পার হইয়া চলিয়া গেল, লাবণ্য তখনও পথের ধারে চক্ষু রাখিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

পিছন হইতে ঝি ডাকিল, "তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছ বৌ-দিদি! চুল বাঁধবে কাপড়কাচবে চল?

"বিষণ্ণ বদনে লাবণ্য উত্তর দিল "না ঝি বড় মাথা ধরেছে, আজ আর চুল বাঁধব না।"

একটু মুচকি হাসিয়া ঝি বলিল "সেই থেকে কাঁদচ তা আর মাথা ধরবে না? চুল বেঁধে সিঁদুর পর, বাবু আজ বাড়ী থেকে গেলেন তাঁর যে অকল্যাণ করা হবে। বেশী দিন তো আর সেখানে থাক্‌বেন না, তার জন্যে অত কাতর হচ্চ কেন? হ্যাঁগা বৌ-দিদি বাবু কদিনে ফিরবেন ব'লে গেলেন?"

লাবণ্য মৃদু স্বরে উত্তর দিল "কি জানি আমায় তো কিছু বলেন্‌নি।

"ঝি আশ্চর্য্যের ভান করিয়া আপন মনে

বলিতে লাগিল "ওমা যাবার সময়েও একটা কথা কইলে না? কি প্রবৃত্তি গা! ভেবে-ছিলাম এমন সোনার প্রতিমে এনে বাবু এবার ঘরবাসী হবে, তা হ'লনা এখনও সে থিয়েটার ওয়ালীর ওপর এতটান!

লাবণ্য তীব্রস্বরে বলিল "কি বল্‌ছ ঝি?"

ঝি। "কিছু না মা নিজের মনেই দুটো কথা কচ্চি।"

লাবণ্য তেমনি রুক্ষস্বরে বলিল "তোমায় বারণ ক'রে দিচ্চি ঝি যখন তখন তুমি আমার কাছে অমন ক'রে বাবুর কথা ব'লো না।" লাবণ্য মুখ ফিরাইল ক্রোধে দুঃখে চক্ষু হইতে অশ্রুবিন্দু ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

বক্র হাসি হাসিয়া ঝি মৃদুঃস্বরে বলিল "দেখে বাচিনে, এ সোহাগ রাখ্‌চিনে।"

ক্রমশঃ

শ্রীমতী ননীবালা দেবী।

ব্যথা।

হায়! পরাণে আমার ব্যথা দিয়ে সে যে-
চলে গেল।
শুধু করুণ সুরের গানগুলি যেরে-
মরমের মাঝে ব'য়ে গেল।
সেই হাসি ভরা মুখখানি,
সেই সুধামাখা মধু বাণী,
মোর সুখভরা এই হৃদয় মাঝারে-
বেদনার স্মৃতি রেখে গেল।
হায়! পরাণে আমার ব্যথা দিয়ে সে যে-
চলে গেল।

শ্রীমঘেনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দুর তীর্থ নিচয়।

হাজো।

হাজো আসামস্থিত কামরূপ জেলায় অবস্থিত। বৌদ্ধ ও হিন্দু নির্ব্বিশেষে সকলেই এখানে তীর্থ করিতে আইসে। স্থানটী একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত। পাহাড়টীতে উঠিবার জন্য সিঁড়ি আছে। প্রবাদ এইরূপ যে উবো নামক জনৈক ঋষিদ্বারা মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। পরে মুসলমানগণ মন্দির-টীকে ভগ্ন করে। মন্দিরটীতে বিষ্ণুর নরসিংহ-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ভুটিয়াগণ ইহাকে বৌদ্ধমূর্ত্তি ভ্রমে পূজা করিয়া থাকে। মন্দিরটী পরিচালনার জন্য দ্বাদশ সহস্র ব্রহ্মত্রজমি আছে। মন্দিরে নর্ত্তকীর দলও দৃষ্ট হয়। আসামের অন্যান্য মন্দিরে নর্ত্তকীর প্রথা দৃষ্ট হয় না। পাহাড়ের পশ্চিম দিকে যেখানে Deputy Commissioner এর বাঙ্গালা আছে তথায় আরও তিনটী মন্দির অবস্থিত। পরন্তু সেগুলি ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যবর্ত্তী উমানন্দ নামক স্থানে অশ্বক্রান্তার মন্দির আছে। সিঁড়ি দিয়া মন্দিরে চূড়িতে হয়। প্রবাদ এইরূপ যে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে লইয়া এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার

অশ্বের খুর দ্বারা যে সকল গর্ত্ত হইয়াছিল তাহা অদ্যাপিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। তটের সন্নিকটে যে ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। পাছে রুক্মিণীকে কেহ দেখিতে পায় এই আশঙ্কায় উক্ত দ্বীপের আড়ে তিনি রুক্মিণীকে স্নান করান। স্নাব ঘরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উগ্রতারার মন্দির ও পুষ্করিণী আছে।

চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ পাহাড়টী চট্টগ্রামে অবস্থিত। চট্টগ্রাম সাধারণতঃ চিটাগং নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চিটাগং সহরের ২৪ মাইল দূরে সীতাকুণ্ড অবস্থিত। চট্টগ্রামে পর্ব্বত নাই পরন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। তন্মধ্যে সীতাকুণ্ড নামক পাহাড়টীই সর্ব্বোচ্চ এবং পবিত্র। সীতাকুণ্ড চন্দ্রনাথেব অপর একটি নাম। ইহার উচ্চতা ১১৫৫ ফিট। এই পাহাড়ে দুই প্রকারের প্রস্তর দৃষ্ট হয়—একটী আগ্নেয় ও সছিদ্র এবং অন্যটী কঠিন। শেষোক্তটীতে লৌহের অংশ আছে। উক্ত প্রস্তরদ্বয়ের মধ্যে কোনটীই বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয় না। সীতাকুণ্ডে একটী প্রস্রবণ আছে। এইটীই তীর্থযাত্রীর পক্ষে পরম পবিত্র। ভারতের প্রায় সকল স্থান হইতেই লোকে এখানে তীর্থ করিতে আইসে। প্রস্রবণটী উষ্ণ। শুনা যায় যে ইহাতে কেরোসিন তৈলও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত লবণের প্রস্রবণও দেখা যায়। ইহা লবণাক্ষ্য নামে খ্যাত। চন্দ্রনাথের উষ্ণ প্রস্রবণ হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে উক্ত প্রস্রবণটী অবস্থিত। ইহাও হিন্দুদিগের একটি পবিত্র তীর্থ। প্রবাদ এইরূপ যে সীতাকুণ্ডে রামচন্দ্র ও শিব উভয়েই সমাগত হইয়াছিলেন। লোকদিগের বিশ্বাস যে শিব এই স্থানটীতে বাস করেন। সেই বিশ্বাসেব জন্য শিব-চতুর্দ্দশীর দিনে এখানে একটা মেলা হয়। যাত্রীগণ অধিকারীদিগের বাটীতে থাকিবার জন্য স্থান পায়। অধিকারীগণ জাতিতে ব্রাহ্মণ। ইহারা বঙ্গদেশে স্বীয় স্বীয় চব প্রেরণ করে। সেই চরেরা লোকদিগকে চন্দ্রনাথ দর্শন কবিবার জন্য প্রবোচনা দেয়। শিব-চতুর্দ্দশীতে প্রত্যেক অধিকারীব তিন চার হাজাব টাকা লাভ হইয়া থাকে। লোকজনকে বাটীতে রাখার জন্য যাহা কিছু প্রাপ্য হওয়া যায় তদ্ব্যতীত যাত্রীরা পূজাব জন্য যাহা কিছু দেয় তাহাও অধিকারীদিগেব প্রাপ্য। তবে তাহাদিগকে মহান্তকে কিছু কব দিতে হয়। শিব চতুর্দ্দশীর মেলাটী প্রায় দশ দিন থাকে। প্রায় বিশ সহস্র লোক মেলা দেখিতে আইসে। চৈত্র এবং অগ্রহায়ণ মাসেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেলা হয়। তদ্ব্যতীত প্রতি সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণেও মেলা হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেলায় ২ হইতে ১০ সহস্র লোক জমা হয়। প্রবাদ এইরূপ যে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে আরোহণ করিলে পুনর্জন্ম হয় না। পাহাড়ের উপরিভাগে একটি শিবলিঙ্গ অবস্থিত। চন্দ্রনাথ, বড়বকুণ্ড ও লবণাক্ষ্যের চতুর্দ্দিকে অনেক মন্দিরই আছে। বড়বকুণ্ডটী চন্দ্রনাথ হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। লবণাক্ষ্য ও চন্দ্রনাথ হইতে সমদূরবর্ত্তী। এই স্থানত্রয়ে তীর্থসেবীগণ সমাগত হয়েন।

বৈশাখ মাসে সূর্য্য পূজার জন্য হিন্দুগণ জাইতপুরায় গমন করে। জ্যৈষ্ঠ মাসে

বৌদ্ধগণ রাওজান থানার অন্তর্গত মহামুনির মন্দিরে সমাগত হয়। চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে বৌদ্ধগণ চন্দ্রনাথ পাহাড়ে যাইয়া পূজা করে। এইস্থানে গৌতমের দেহ মৃত্যুর পর ভস্মীভূত হয়। বৌদ্ধগণ মৃত আত্মীয়বর্গের অস্থি লইয়া আসিয়া গৌতমের একটি পূতগর্ত্তে জমা করে।

ব্রহ্মপুত্র তীর্থ।

হিন্দুদিগের পক্ষে ইহা অতি পবিত্র তীর্থ। এইখানে জমদগ্নি মহর্ষির পুত্র পরশুরাম মাতৃ-হত্যা পাপ হইতে মুক্ত হন। পরশুরাম ব্রাহ্মণবংশীয় রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। ইহাঁর কুলের বিবরণ এইরূপ— ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি ভৃগু। ভৃগুবংশে চ্যবন জন্মগ্রহণ করেন। চ্যবনের পুত্র প্রমতি। প্রমতির পুত্র রুরু। ইহাঁরা ব্রাহ্মণ কিন্তু এক এক দেশের রাজা ছিলেন। ঐ বংশে ত্রেতাযুগে ঋচীকের উৎপত্তি হয়। ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি। ইনি কার্ত্তবীর্য্য নামে ক্ষত্রিয়-রাজাকর্ত্তৃক কামধেনুর জন্য হত হন। ঐ জমদগ্নি চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় গাধিরাজার কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন। রেণুকার গর্ভে পরশুরামের জন্ম হয়। এতদ্ব্যতীত আরও ৯৯জন পরশুরাম আছেন। পরশুরাম ক্ষত্রিয় বধে প্রতিজ্ঞা করিয়া বালবৃদ্ধ জরাতুর পরি-ত্যাগ করিয়া একবিংশতিবার কিশোর ক্ষত্রিয় নাশ করেন। পরশুরাম নিজ সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বত গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া তপোধর্ম্মে সংলগ্ন হন। তাঁহার সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে তদ্রাজধানী দিনাজপুর, বাণাসুর অধি-কার করিয়া লয়।

ব্রহ্মপুত্র পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রের ষাট মাইল পূর্ব্বে মেঘনানদ নাম ধারণ করিয়াছে। যেথানে লোহিত নদীর সহিত ইহার সঙ্গম হইয়াছে সেই স্থান হইতেই ইহাকে ব্রহ্মপুত্র বলে। ব্রহ্মপুত্র নদের তটে ডিব্রুগড়, তেজপুর, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া ইত্যাদি প্রসিদ্ধ সহর অবস্থিত।

চিলমার ঘাটে চৈত্র শুক্লাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র স্নানের মেলা হয়, কিন্তু যে বৎসর চৈত্রমাসে বুধ এবং অষ্টমী একদিনে পড়ে সে বৎসরে যাত্রীর সংখ্যা অধিক হয়। চিলমার ঘাটে যাত্রীগণ একরাত্রি বাস করে এবং পরে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে না।

এথানে যাইতে হইলে পার্ব্বতিপুর জংশন হইতে ৩৩ মাইল দূরে তিষ্টানদী তটে কৌনিয়া নামক স্থান পর্য্যন্ত রেলপথে যাইতে হয়। পুনরায় কৌনিয়া হইতে ৬মাইল তিষ্টাগ্রাম পর্য্যন্ত ষ্টীমারে যাইতে হয়। এই গ্রাম হইতে ১৬ মাইল দূরে কুরীগ্রাম এবং ২৬ মাইল দূরে ব্রহ্মপুত্র নদীর তটে যাত্রাপুর। তিষ্টা হইতে যাত্রাপুর পর্য্যন্ত রেলগাড়ী পাওয়া যায়।

পরশুরাম-কুণ্ড।

এই পবিত্র স্থানটী আসামে অবস্থিত। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব উত্তর সীমা যেখানে ব্রহ্মপুত্র নদী আসামে প্রবেশ করিয়াছে তথায় পরশুরামকুণ্ড আছে। কোন সময় এই কুণ্ডটী ব্রহ্মকুণ্ড নামে অভিহিত হইত। কুণ্ডটী চতুর্দ্দিকে পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত। ব্রহ্মপুত্রের ধারাটী পূর্ব্ব উত্তর হইতে কুণ্ডের নিকটে আসিয়াছে। জনশ্রুতি এইরূপ যে ব্রহ্মপুত্রের তটটী ব্রহ্মকুণ্ডে আসিয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং পুনরায় তাহা আসাম

ক্ষেত্রে পুনঃ দেখা দিয়াছে। এই জন্যই ইহা ব্রহ্মপুত্র নামে খ্যাত।” ব্রহ্মকুণ্ডের সন্নিকটে ব্রহ্মপুত্র নদীকে দেবপাণি বলে এবং কিঞ্চিৎ নিম্নে উহা ব্রহ্মপুত্র নামে খ্যাত। কুণ্ডটী নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। কুণ্ডের নিকটে একটী গুফা আছে। এই গুফার অভ্যন্তরে একটী এবং বাহিরে দুইটী ঝরণা অবস্থিত। ব্রহ্মকুণ্ড বা পরশুরাম কুণ্ডের জল অত্যন্ত শীতল। এখানে বহুদূর হইতে সাধু সন্ন্যাসীরা আসিয়া কুণ্ডে স্নান করিয়া থাকেন।

প্রবাদ এইরূপ যে পরশুরাম ২১ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে আগমন করতঃ পরশু ত্যাগ করিয়া তপস্যা করণান্তর বিগত কল্মষ হন। সেই সময় হইতে কুণ্ডটী পরশুরাম কুণ্ড নামে খ্যাত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক দৃশ্যে স্থানটী অতীব মনোরম। আসাম যাত্রীদিগের নিকট আমার নিবেদন এই, তাহারা স্থানটী যেন অবশ্য পরিদর্শন করেন।

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

গানের স্বরলিপি।

সিন্ধু ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া!
কোন সাগরের পার হতে আনে
কোন সুদূরের ধন!
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া।
পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল
গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
ওগো কাণ্ডারী, কেগো তুমি, কার
হাসি কান্নার ধন!
ভেবে মরে মোর মন,
কোন সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র
কি মন্ত্র হবে গাওয়া।

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

২´ [রগা গা -গা] ৩ ০ ১
I[সা রা -রা। রা গা -গা। গমা পধা মপা। পমা গা গা I
অ ম ল ধ ব ল ০পা ০০ ০লে লে গে ছে

২´ ৩ ০ ১
I গা -মা মা। মা মগা রা। গা ম-া -রা। -গমা -পা -া I
ম ন্ দ ম ধু র হা ০ ও য়া০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I (মা গা গমা। -পধা ধা পা। গপা মগা রসা। -সা -া -রা I
দে খি না০ ০ই ক ভু ০দে খি০ না০ ০ ০ ই

২´ ৩ ০ ১ [পা গা -া]
I রা গা গা। রা রা পা। মা -া -গা। রগা সা রা) I
এ ম ন ত র ণী বা ০ ও ০য়া ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা -র্সা র্সা। না না -না। না -না না। না র্সনা ধা I
কো ন সা গ রে র পা র হ তে ০আ নে

২´ ৩ ০ ১ (ধা -া -া)
I না -র্সা না। র্রা র্সা -নধপা। ধা -া -া। -পমা -গরা -গা I
কো ন সু দূ রে ০০র ধ ০ ০ ০০ ০০ ন

২´ ৩ ০ ১
I ধা ধণা ধণা। ণা ধা -পা। ধা -া -া। -া -া -া I
ভে সে০ যে০ তে চা য় ম ০ ০ ০ ০ ন

২´ ৩ ০ ১
I ধা ধা ধা। পমা পা -পা। গা -পা মা। গা রসা -রা I
ফে লে যে তে০ চা য় এ ই কি না রা০ য়

২´ ৩ ০ ১
I রা -গা গা। গগা মা -রা। গা -মা পা। গমা -পা -া I ( )
স ব চা ওয়া স ব পা ০ ও য়া০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা গা গা। গা গা মা। পা পা ধা। ধা ধা -ধা I
পি ছ নে ঝ রি ছে ঝ র ঝ র জ ল

২´ ৩ ০ ১ ১
I ধা ধা ধা। ধণধা ধা ধা। পঙ্কা -া -পা। ধা -া -া I (ধা -া -া) I
গু রু গু রু০০দে য়া ডা০ ০ ০ কে০ ০ কে ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা ধা ধা। পা পা পা। গপা পঙ্কা ধা। গা রা -সা I
মু খে এ সে প ড়ে ০অ রু০ ণ কি র ণ

[গমা গরা]
২´ ৩ ০ ১ ও গো
I সা -রা রা। গা পা -পা। পপা মমা রা। গা -া -া I
ছি ০ ন্ন মে ঘে র ফাঁ০ ০০ ০ কে ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা -র্সা -র্সা। না না নর্র্সা। ণা ণা ধণা। -ধা ধা ণা I
কা ন্ ডা রী কে গো০০ তু মি কা র হা সি

২´ ৩ ০ ১
I ণর্সা -ণধা -পা। র্স-া র্সা -ধপা। ধা -া -া। -া -া -া I
কা০ ০০ ০ ন্ না ০র ধ ০ ০ ০ ০ ন

২´ ৩ ০ ১
I ধা ধণা ধণা। ধা পা -ধা। ধা -া -া। -া -া -া I
ভু বে০ ম০ রে মো র ম ০ ০ ০ ০ ন

২´ ৩ ০ ১
I গপা -ধা ধা। পঙ্কধা ধা পগধা। গা পা মা। গা -রগা -সা I
কো০ ন সু রে০০ আ ০০জ বাঁ ধি বে য ০ন্ ত্র

২´ ৩ ০ ১
I রা গা -গা। গা মা রা। গা -া পা। গা -া পা II ( )
কি ম ন্ ত্র হ বে গা ০ ও য়া ০ ০

এই গানটির স্বরলিপি অন্যের দ্বারা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হয়েছিল। পূর্ব্বের স্বরলিপি ও আমারকৃত আধুনিক স্বরলিপিতে প্রভেদ আছে। কেন না কোনও একদিন গানরচয়িতা মহোদয় স্বয়ং যখন এ গানটির আলাপ আরম্ভ করেন, আমার সৌভাগ্য বশতঃ আমি তথায় উপস্থিত থাকাতে, তাঁহার তখনকার সুর ও তাল হুবাহুব আয়ত্ত করেছিলাম। আজ সেই অনুযায়ী স্বরলিপি তৈয়ারি করিলাম। বলাবাহুল্য ভাবুক কবিগণ ভাবের বশবর্ত্তী হয়ে, সময় সময় বিভিন্ন সুরে, নিজেদেরই রচিত গান আলাপ করে থাকেন। সে জন্যই এ গানটি বিভিন্ন আকারে স্বরলিপিতে পরিণত হল। সুতরাং আমি যে কবির বিশেষ একটা বাঁধা সুরের পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছি, সে দোষে দোষি হতে পারি না বলে আমার যেন মনে নেয়।

শ্রীমোহিনী সেন গুপ্তা।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একবৎসর অতীত হইলে অধম বাছুরগুলিকে বিক্রয় করিয়া কেবলমাত্র উত্তম বাছুরগুলি রাখিবে। যে সকল শিশুগুলি দুইবৎসরের হইয়াছে তাহাদিগকে উত্তম চরাই এবং জল দিবে। তাহারা পেট ভরিয়া না খাইতে পারিলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।

বকনা আড়াই বৎসরের হইলে গর্ভধারণ করিবার উপযোগী হয়। যাহারা উত্তমরূপে আহার পাইয়াছে তাহারা আরও শীঘ্র গর্ভিনী হয় কিন্তু তাহাদিগকে ষাঁড়ের নিকট হইতে দূরে রাখিবে। যদি অল্প বয়সে ষাঁড়ের নিকট লইয়া যাওয়া হয় তবে অধম অপত্য জন্মিয়া থাকে, দুগ্ধও স্থায়ীরূপে কমিয়া যায় এবং গাভীও অপকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। আড়াই বৎসর বয়সে বকনাগুলির দুইটি দাঁত বাহির হয় এবং এই সময়ে তাহাদিগকে ষাঁড়ের নিকট যাইতে দিবে, তাহা হইলে তাহারা তিন বৎসরের কিছু উপরেই সন্তান প্রসব করিবে। মহিষের চারিটী দাত উঠিলে এবং সে চারি বৎসরের হইলে অপত্যোৎপাদনের সময় আইসে। গর্ভাবস্থা সাড়ে নয় মাস থাকে।

মহিষশিশুরা একটু বিলম্বে গর্ভধারণ করিবার উপযুক্ত হয়। তাহাদিগের গর্ভধারণের উপযুক্ত বয়স তিন বৎসর। চতুর্থ বৎসরে তাহারা অপত্য প্রসব করে। গাভীই হউক বা মহিষই হউক বকনা হইতে এঁড়েগুলিকে দূরে রক্ষা করিবে। মহিষেরা গরুর ন্যায় লাঙ্গল টানিতে পারে না বলিয়া কোন চাষী মহিষের এঁড়ে চাষের জন্য ক্রয় করে না। মহিষেরা কেবলমাত্র শকট টানিতে পারে।

এঁড়েগুলি সাড়ে তিন বৎসরের হইলে যখন তাহাদিগের চারিটী দাঁত উঠিবে তখন তাহাদিগকে খাসি করা উচিত। এই সময়ে অথবা অনতিবিলম্বে খাসি করিলে তাহাদিগের বৃদ্ধির কোনরূপ ব্যাঘাত হয় না। বস্তুত: যদি তাহারা উত্তমরূপে আহার পায়, তবে তাহারা শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিলম্বে খাসি করার দোষ এই যে এঁড়েগুলিকে বকনার সঙ্গ হইতে দূরে রাখা সুকঠিন এবং তাহারা যদি একবার বকনার স্বাদ প্রাপ্ত হয় তবে তাহাদিগের স্বাস্থ্য থাকে না।

প্রসব হইবার দুই মাস পূর্ব্ব হইতেই বকনাগুলিকে পূর্ণ দুগ্ধবতী গাভীর আহারের ⅔ অংশ দিবে। এই সময় হইতে গোয়ালাদিগকে তাহাদিগের বাঁটে হাত দিতে ও বাঁট টানিতে দিবে নতুবা নবপ্রসূতা বকনা শুড়শুড়ি নিবন্ধন দোহন করিতে দেয় না। এইজন্য পূর্ব্ব হইতেই তাহাদিগকে বাঁটে হাত দেওয়ায় অভ্যস্ত করিয়া রাখিতে হইবে।

বকনা বাছুরগুলিকে খৈল ও ঘোল খাইতে দিবে। তাহাদিগকে যে পরিমাণে মাতৃদুগ্ধ হইতে বঞ্চিত করিবে সেই পরিমাণে ঘোল খাইতে দেওয়া উচিত। বাছুরগুলিকে দুইবার খাওয়াইলেই যথেষ্ট হইবে কিন্তু যাহারা অত্যন্ত শিশু তাহাদিগকে তিনবার খাওয়াইলেই ভাল হয়। বাছুর এক মাসের হইলেই ঘাস বা চারা খাইতে শিক্ষা করে।

ছয়মাস অতীত হইলে তাহাদিগকে আর মাতৃদুগ্ধ পান করিতে দিবে না। তদবধি তাহাদিগের আহারে কিঞ্চিৎ "চুনি" মিশ্রিত করিবে। দুগ্ধ ছাড়ানর পর বাছুরদিগকে প্রচুর, পুষ্টিকর এবং নির্দ্দোষখাদ্য দেওয়াই বিধি। বাছুরগুলিকে কখনও অল্পাহার বা অনাহারে রাখিবে না কারণ তাহারাই পরে উত্তম দুগ্ধবতী গাভীরূপে পরিণত হইবে। যদি তাহাদিগের একবার "দুগ্ধমাংস নষ্ট হয় তবে তাহার পুনঃপ্রাপ্তি সুকঠিন। ইহাদ্বারা তাহাদিগের বৃদ্ধিও স্থায়ীরূপে বাধা প্রাপ্ত হয়। মহিষশিশুর বকনাই মূল্যবান পদার্থ, এঁড়েগুলি কেবলমাত্র শকট টানিবার কার্য্যে আইসে।

শিশুর দ্বারা অনেক রোগ পালে প্রবিষ্ট হয়। তাহারা এক বৎসরের হইলেই তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়া ফেলিবে; কেবল-উত্তমগুলিকে রাখিয়া দিবে। যাহাদিগকে রাখিয়া দিবে তাহাদিগকেও তাহাদিগের মাতা হইতে দূরে রক্ষা করিবে।

পশুদিগের দুগ্ধ মাপিবে না পরন্তু ওজন করিবে। কোন্ গাভী বা মহিষ প্রত্যূষে ও সন্ধ্যাকালে কত দুগ্ধ দিল তাহার ওজন খাতায় লিখিয়া রাখিবে। ক্রমশঃ।

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২৩)

কৌতুহলী মহেশবাবু উর্দ্ধমুখো হইয়া হাঁ করিয়া বসিয়া রহিলেন, কিন্তু স্মিথ তাঁহাকে কোন কথাই বলিলেন না। ডানহাতে আলোটী তুলিয়া ধরিয়া, বাঁ হাতে নিজের নোট বুকের এক স্থান খুলিয়া চন্দ্রনাথ বাবুর সাম্‌নে ধরিয়া সস্মিত মুখে বলিলেন "ন্যায় ও ধর্ম্মের নামে অনুরোধ করছি, মহাশয় সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমায় সাহায্য করুন,—অনুগ্রহ করে দেখুন, হিসাবটী ঠিক হয়েছে?—"

চন্দ্রবাবু নোটবুকের নির্দ্দিষ্ট স্থানটী মনোযোগ দিয়া দেখিলেন। তাঁহার মুখে বিস্ময় চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে মিস্ স্মিথের পানে চাহিয়া তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, স্মিথ বাধা দিয়া বলিলেন "ক্ষমা করুন, আমার প্রশ্নের উত্তর দেন,—ইহা সত্য কি না?—"

তিনি বলিলেন "অবশ্য—বর্ণে বর্ণে,—"

"ধন্যবাদ" বলিয়া স্মিথ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সুরসুন্দরের দিকে চাহিলেন। সুরসুন্দর নীরবে অগ্রসর হইয়া তাহার হাতের দোয়াত কলমটি মহেশবাবুর সামনে রাখিল। স্মিথ নিজের নোটবুকখানি মহেশবাবুর সামনে ধরিয়া বলিলেন "মহাশয় অনুগ্রহ করে এতে নাম সই করুন,—"

মহেশবাবু এবার যেন ভড়্‌কাইয়া গেলেন, ভীতভাবে বলিলেন, "কি, ও?"—

স্মিথ ধীরভাবে বলিলেন "মহাশয় এইমাত্র সরলান্তঃকরণে যে সত্যটুকু স্বীকার করেছেন,

—অর্থাৎ ডাক্তার পি, মিত্র যে রিপোর্ট লেখ্‌বার জন্য গৌরবাবুর কাছে আড়াই হাজার টাকা ফিজ্‌ নিয়েছেন—সেটুকু আপনি প্রত্যক্ষ অবগত আছেন, এ কথাটা নোটবুকে টুকে রাখলুম, বলা যায় না ভবিষ্যতে যদি দরকার হয়, আপনি সই করে রাখুন,—"

চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া মহেশ-বাবু তড়্‌বড়্‌ করিয়া বলিলেন, "ওরে বাস্‌রে—ওরে বাস্‌রে, সে আমি পারব না!

সুরসুন্দর প্রস্তুত ছিল, সে দৃঢ় মুষ্টিতে মহেশবাবুর হাত টিপিয়া ধরিয়া বলিল "মশায়, আসুন, একজন সরকারী কর্ম্মচারীকে উৎকোচ দানে বশীভূত করার বিষয়ে আপনিও লিপ্ত আছেন,—জানেন আপনিও আইনানুসারে দণ্ডনীয় হতে পারেন—"

ভয়বিহ্বল মহেশবাবু ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌, করিয়া চাহিয়া রহিলেন। স্মিথ বলিলেন "ডাক্তার বাবু, চিকিৎসকের কর্ত্তব্য দায়িত্বে আমি আবদ্ধ, বাদানুবাদে সময় নষ্ট করা আমাব পক্ষে সম্ভব নয়, সই করুন।"

সুরসুন্দর মৃদুস্বরে বলিল, "এখন অস্বীকার করে বিপদ ডাক্‌বেন না, ঐ ভদ্রলোক চন্দ্রবাবু উনি আমাদের সাক্ষী, জানেন,—আপনি জানেন না বোধ হয়, এ বাড়ীর নবাগত কুটুম্ব ঐ চন্দ্রবাবু—উনি একজন পুলিস সব্‌ইনেস্‌পেক্টার,—"

মহেশবাবু এবার প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। লাল পাগড়ীর নামমাহাত্ম্য মন্ত্রৌষধির কাজ করিল, যোড় হাতে ব্যাকুল ভাবে বলিলেন তবে, তবে,—তবে—"

চন্দ্রবাবু অগ্রসর হইয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন "আপনার ভয় নাই, সই করে রাখুন, যদি পুলিস কেস থেকে দায়রা সোপ্‌রদ্দ হয়, আপনার দোষ হাল্কা হয়ে যাবে, আপনি রাজার তরফে সাক্ষীগণ্য হবেন,—"

অনেক সান্ত্বনা, উৎসাহ, অভয় আশ্বাসের পর মহেশবাবু সহি করিতে স্বীকৃত হইলেন। যোড় হাতে পুনঃ পুনঃ বলিলেন "যেন গৌর না টের পায়, তাহলে, আমায় জ্যান্ত পুঁতে ফেল্‌বে,—"

সকলে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন। স্মিথ আরো তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন যে,—"যেন তিনি গৌরবাবুকে ইহার এক বর্ণও ঘূণাক্ষরে না জানান, তাহা হইলে উল্টা বিপদে পড়িবেন,......ইত্যাদি।"

মহেশবাবু সহি করিলেন। তারপর চন্দ্রবাবু, স্মিথ, সুরসুন্দর, নমিতা সকলে একে একে সহি করিলেন। মহেশবাবু আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া,—উক্ত ব্যাপারটা খুব গোপনে রাখিবার জন্য বার বার সকলকে অনুরোধ জানাইয়া বিশ্রামের জন্য বিদায় লইলেন।

রাত্রি ৩টা বাজিয়া গেল। রোগীর ও শিশুটির সেবা চলিতে লাগিল। শিশুটির অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইতেছে দেখিয়া স্মিথ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। নমিতাকে তাহার জন্য ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল,—কষ্টে বারকতক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লইয়া ক্ষুদ্র শিশুর নিস্তেজ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। নমিতা উঠিয়া আসিল।

স্মিথ চন্দ্রবাবুকে গোপনে ডাকিয়া মৃতদেহ স্থানান্তর করিবার জন্য বলিলেন। চন্দ্রবাবু বিপন্ন হইয়া বলিলেন "বাড়ী ছেড়ে

সবাই উধাও হয়েছে আমি একলা কি করি বলুন ?—"

স্মিথ বলিলেন "আপনার ভগিনীপতিকে ডাকুন,—তিনি লোকজন নিয়ে ওটার সৎকার করে আসুন, রোগীকে জানতে দেওয়া হবে না, সাবধানে কাজটা শেষ করে ফেলা চাই।"

চন্দ্রবাবু অধোবদনে নিরুত্তর রহিলেন। সুরসুন্দর বলিল "ওঁর ভগিনীপতি সতীশবাবু ও ওঁ বাড়ী নাই, তিনি যে আড়তে না কোথায় গেছেন,—চন্দ্রবাবু, আড়তটা কোথায় জানেন ? চলুন তাকে ডেকে নিয়ে আসি—"

চন্দ্রবাবু ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন "কিছুই জানি না মশায়, বোনের যখন বে দিয়েছিলুম, তখন আমি পনের বছরের বালক, তারপর দশ বছর কেটে গেছে, এই ভদ্র কুটুম্বদের সঙ্গে আমার মুখ দেখাদেখি নাই,—দেখছেন ত ব্যবহারে এদের পরিচয়,......তিন দিন ছেলেটা রোগ নিয়ে বেঁচেছিল, বাড়ীতে কেউ উঁকি মারে নি, ঐ পোয়াতি একলা সেই ছেলে নিযে দিনরাত কাটিয়েছে, মশায় এরা কি মানুষ, কশাই !—"

সুরসুন্দর তাহাকে থামাইয়া বলিল, যেতে দিন, এখন আমাদের কাজ......একটু ভাবিয়া সুরসুন্দর বলিল, "দাদার্ আমিই ওকে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার ধারে......"

লণ্ঠন হাতে করিয়া একজন খর্ব্বাকার অতি স্থুল প্রৌঢ়া রমণী বারেণ্ডায় আসিলেন। তাঁহার হাতে সোনার চুড়ি, তাগা, গলায় খুব মোটা সোনার হার রহিয়াছে, সীমন্তে সিঁদুর রহিয়াছে। দেখিলেই গিন্নি-বান্নি মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। বারেণ্ডায় উঠিয়া তিনি,—পরামর্শ রত লোকগুলির মনোযোগ আকর্ষণের জন্য, সশব্দে লণ্ঠনটা ভূমে নামাইয়া বলিলেন কি গো এখন কেমন আছে সব ?"

স্মিথ বলিলেন "এই যে সতীশবাবুর মা এসেছেন,— শুনুন, বড় বিপদ, ছেলেটি ত মারা গেছে,—এখন কি করা যায় ?"

চূড়ান্ত-গৃহিণীপণার গাম্ভীর্য্যে চোখ মুখ ঘুরাইয়া তিনি কঠোর ঔদাস্যের সহিত বলিলেন "কি আর করা যাবে ধুচুনীর ভেতর পুরে এক-পাশে ফেলে রাখ, ঝম্ ঝম্ করছে নিসুতি রাত এখন ত কেউ মড়া পুত্‌তে যাবে না,—

স্মিথ বিরক্ত হইয়া বলিলেন "আস্তে, আস্তে, অত জোরে কথা কইবেন না। আপনাদের বাড়ীর সবাইকার বড় মন্দ অভ্যাস দেখ্‌ছি রোগীর ঘর বলে মানেন না, অনাবশ্যক চীৎকার করেন,—"

রাগে আটখানা হইয়া দুই হাত ঝাড়িয়া তিনি ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন "পরের ঘরে ত চিকুরি করতে যাইনি বাছা, নিজের ঘরেই চেঁচাচ্ছি !—গট্ গট্ করিয়া তিনি রোগীর ঘরের সামনে আসিয়া চৌকাঠের বাহির হইতে বলিলেন "কি গো, বৌ এখন কেমন আছে ?—".

চন্দ্রবাবুর মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আর দিদি, ক্ষণে ক্ষণে, কত রকমই দেখ্‌ছি, কি আর বল্‌ব ? রমা, ওমা রমা, চেয়ে দ্যাখ মা একবার, তোর শাশুড়ী এসেছেন, কি বল্‌ছেন শোন,—

রোগী গ্যাঁঙাইয়া গ্যাঁঙাইয়া, কি বলিল— শাশুড়ী ঠাকুরাণীর সে সব কথার অর্থ গ্রহণে আদৌ কৌতূহল ছিল না, নির্দ্দয় অবজ্ঞায় মুখ

বিকৃত করিয়া তিনি বলিলেন হ্যাঃ শুন্‌ছে শাশুড়ির কথা।

তিনি ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। নমিতা বলিল দাঁড়ান একটা কথা শুনুন, কিছু ফর্‌সা কাপড় চাই, শীগ্রী এনে দিন।"

স্মিথের কাছে ধমক খাইয়া গৃহিণী ঠাকুরাণীর মেজাজ উষ্ণ হইয়াছিল। নমিতার কথায় একেবারে সপ্তমে ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন "ফরসা কাপড আমার তাঁতে বুন্‌ছে! কোথায় পাব আমি ফরসা কাপড।

তিন দিন ধরে ছেলেটা ভুগে মোল, রাজ্যের ন্যাকড়া-কাণি তার সঙ্গে দিয়েছে, আবার আমি এখন কোথা থেকে আন্‌তে যাব?"

চন্দ্রবাবু দ্রুত তাঁহার সম্মুখে আসিয়া, তীব্র শ্লেষের স্বরে বলিলেন "না না, আপনাকে কাপড খরচ করতে হবে না, বমার বাক্সর চাবিটে দেন. আমি কাপড বার করে আন্‌ছি।"

রুক্ষস্বরে গৃহিণী বলিলেন "অনাছিষ্টি আব্‌দার—বাক্সয় ছেঁড়া কাপড় জীয়োন আছে?"—

চন্দ্রবাবু পরিষ্কার স্বরে বলিলেন "ছেঁড়া কেন, গোটা কাপড়ই আমি আন্‌ব!—দেন চাবি,—"

আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া ঝনাৎ করিয়া গৃহিণী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, ঠক্ ঠক্ করিয়া চলিয়া গেলেন। চন্দ্রবাবুর মা চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন "চন্দর, কেন আর বাবা, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিস্—"

ক্ষোভ সজল নয়নে চন্দ্রবাবু বলিলেন "মা বড়লোক দেখে কুটুম্ব করেছিলে, বড়লোকের কাণ্ডকারখানা গুলো দেখ—তিনি আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বলা হইল না, বড় জোরে চোখে জল ছাপাইয়া আসিল, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

খানিক পরে একরাশ কাপড় আনিয়া তিনি ঝুপ করিয়া ঘরের মেঝেয় ফেলিয়া দিলেন। নমিতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নিন্—এই গুলো ছিঁড়ে খুঁড়ে, আপনার যা-যে রকম দরকার করে নিন্।"

কাপড গুলো নাড়িয়া চাড়িয়া নমিতা ক্ষুন্নভাবে বলিল, "এর মধ্যে সবই যে আন্‌কোরা দেশী সাড়ী। এ গুলো ছিঁড়্‌ব?

চন্দ্রবাবুর মা, মুখ ফিরাইয়া সেই দিকে চাহিলেন। কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "মাগো, একখানাও অঙ্গে দেয়নি? সব সঞ্চয় করে রেখেছে! কার জন্যে রেখেছিল হতভাগী!—আমি যখন যা তত্ত্ব-তাবাস্ করেছি সবই যে ঐ......"

তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। চন্দ্রবাবু ঘরের বাহিরে গিয়া দুহাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

স্মিথ এবং সুরসুন্দ তাঁহাদের থামাইতে লাগিলেন। নমিতা ব্যথিত ম্লানমুখে দু তিন খানা কাপড় বাছিয়া লইয়া, বাকীগুলা এক পাশে ঠেলিয়া রাখিল। চন্দ্রবাবুর মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "ইহাদের বাড়ীর নিয়ম বধূরা কখনো গামছা দিয়া গা রগড়াইতে বা ফরসা কাপড পরিতে পাইবে না, কারণ ও সব আচরণ, গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রতিকূল। উহাতে হিন্দু গৃহলক্ষ্মীদের অধোগতি হয় ইত্যাদি......সেই জন্য তাঁহার মেয়ে কখনো পরিষ্কৃত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে পাইত না।

এই প্রসঙ্গে বাড়ীর অন্যান্য সকলের পরিচয়ও একটু আধটু শুনিতে পাওয়া গেল, চন্দ্রবাবুর ভগিনীর শ্বশুর এক সময় এখানকার একজন প্রসিদ্ধ আড়তদার ছিলেন, চালানি মালের ব্যবসা করিয়া খুব ফাঁপিয়া উঠিয়াছিলেন। এখন তিনি অশক্ত, খুব বুড়া হইয়াছেন,—কিছু করিতে পারেন না, দুই ছেলে যতীশ ও সতীশ তাহারাই আড়ত প্রভৃতি দেখে। কিন্তু তাহাদের গোঁয়ার্ত্তমী ও হটকারিতা দোষে সব উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। দুই 'ভাই-ই এক একটি অবতার' বিশেষ! মদ না খাইলেও তাহারা অষ্ট প্রহর বদ্‌রাগে মাতাল হইয়া আছে! অন্তঃপুরে তাহাদের গুণ্ডামীর দাপট খুব! বিশেষতঃ বধূদের উপর! তাহার পরে—কর্কশ কলহ পরায়ণা, দুর্দ্দান্ত স্বভাবা গৃহিণী ঠাকুরাণী আছেন।

তাহাদের পরিচয় শুনিতে শুনিতে নমিতার মনে পড়িল—ঠিক এই রকম দুরন্ত স্বভাবা জননীর, দুরন্ত-স্নেহপুষ্ট এক দুর্দ্দাম উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছাচারী সন্তানকে দেখাইয়া স্মিথ একদিন নমিতাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ নমিতা, এদের চরিত্র অধ্যয়ন করে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কর,—মনে রেখো সন্তান প্রসব করা সহজ, কিন্তু পালন করা শক্ত।—"

অনিদ্রা, উদ্বেগ, উত্তেজনাপীড়িত মস্তিষ্কের মাঝে আজ হঠাৎ সেই কথাটা—বজ্রনির্ঘোষে রম্ রম্ ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিয়া উঠিল, "সন্তান প্রসব করা সহজ, কিন্তু পালন করা শক্ত।—"

ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার প্রমথ মিত্রের স্ত্রীর কথা নমিতার মনে পড়িল, কি-কতকগুলা ঝাপ্‌সা ছায়াচিত্র নমিতার চোখের সম্মুখ দিয়া নাচিতে নাচিতে যেন ঝট্ পট্ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে লাগিল,—নমিতার মস্তিষ্কের যন্ত্র যেন বিকল হইয়া গেল। সহসা অবসন্ন দেহে সে রোগীর পদতলে ধুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল, অজ্ঞাতে তাহার মাথাটা সাম্‌নে ঝুঁকিয়া পড়িল।

পিছন হইতে কে তাহাকে খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিল, স্মিথ তীক্ষ্ণ উচ্চ কণ্ঠে হাঁকিলেন, "ব্রাণ্ডি হাফ্-এ আউন্স—"

দ্রুত আসিয়া কে একজন মুখে কি ঢালিয়া দিল, নমিতা অর্দ্ধ-চেতন অবস্থায় তাহা গিলিয়া ফেলিল, ঔষধের ঝাঁজটা টের পাইল, গলা জ্বলিতেছে মনে হইল। কি বলিতে চেষ্টা করিল, পারিল না, নির্ব্বাক রহিল। একটু একটু করিয়া মাথার ঝম্ ঝমানিটা যেন কমিয়া গেল, নমিতার মনে হইল স্মিথ যেন তাহাকে ডাকিতেছেন,—মনের উপর জোর দিয়া খুব শক্ত হইয়া আত্ম-সম্বরণের চেষ্টা করিতে লাগিল,—একটু পরে সামান্য-প্রকৃতিস্থ হইল, জোর করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল, দেখিল স্মিথ ও সুরসুন্দর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ভাবে তাহার মুখপানে চাহিয়া আছেন!—নমিতার ভারি লজ্জা বোধ হইল। সজোরে মাথা নাড়া দিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল, মাথাটা কেমন যেন ভোঁ ভোঁ করিয়া উঠিল।—জড়িত স্বরে নমিতা বলিল "ক্ষমা—ক্ষমা করুন, আমি বড় ক্লান্ত হয়েছি—"

স্মিথ ও সুরসুন্দর তাহাকে ধরাধরি করিয়া পাশের ঘরে লইয়া গিয়া শোয়াই-

লেন। গোলমালে লছমীর মার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সে নমিতার মুখে মাথায় জলের ঝাপটা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল, স্মিথ আবার ব্রাণ্ডি ঢালিয়া তাহাকে পান করাইলেন। নমিতার মস্তিষ্ক সতেজ হইল চোখ মেলিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া সহসা সে ভগ্নস্বরে বলিল "ম্যাডাম, আমার মন বড় দুর্ব্বল,—যে যা আমাকে বুঝিয়ে দেয়, আমি সবই সরল বিশ্বাসে সত্য বলে মেনে নিই—আমি বড় অপদার্থ!—"

স্মিথ সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া, কোমলভাবে বলিলেন "চুপ কর নমিতা, ঘুমাও, তুমি ছেলেমানুষ, নানা ঘটনায় বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছ, একটু ঘুমাও সব সেরে যাবে,—আমি ওঘরে যাই, রোগীকে দেখি,—"

বাধা দিয়া ব্যাকুলভাবে নমিতা বলিল "না যাবেন না, একটু থামুন,—আমি কতকগুলো কথা আপনার কাছে লুকিয়ে রেখেছি, সেগুলো বলে নিই,—"

অনুনয় কোমলকণ্ঠে স্মিথ বলিলেন "এখন থাক,—আমার ত শোনবার সময় নেই,—আমার রোগীর সঙ্কট অবস্থা…"

আশ্বস্তভাবে নমিতা বলিল "ও,—যান, তাকে বাঁচান।"

স্মিথ চলিয়া গেলেন। নমিতা চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। একটু পরে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, দেখিল চৌকাঠের কাছে রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দেখিল শিয়রে লছমীর মা!—বিস্মিতভাবে চোখ রগড়াইয়া চারিদিক চাহিল, একে একে সব মনে পড়িল,—একটু লজ্জা বোধ হইল,—হাসিল। লছমীর মার মুখপানে চাহিয়া বলিল "আমি ঘুমিয়ে যাবার পর কেউ এ ঘরে আসে নি ত?"

লছমীর মা বলিল "কেউ না,—একবার কম্পাউণ্ডার বাবু এসে, বাইরে থেকে আমায় ঐ ওষুধগুলো বার করে দিতে বল্লেন, দিলুম, তিনি বাইরে থেকেই চলে গেলেন, আর কেউ আসে নি,—"

"বেশ, কটা বেজেছে?—"

"ছ'টা বাজে—"

"ছ'টা!—আমি ত আচ্ছা ঘুম দিয়েছি!—যাও যাও চট্ করে জল আন, মুখ ধুই,—ও ঘরে রোগী কেমন আছে?—জান?"

"তেমনই—" লছমীর মা জল আনিতে গেল নমিতা নিজের ধমনীগতি পরীক্ষা করিল,—স্বাভাবিক। নিশ্চিন্ত হইল।

একটু পরে লছমীর মা বাহির হইতে ডাকিল। নমিতা গিয়া বারেণ্ডার একপ্রান্তে তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইয়া রোগীর ঘরের দিকে চলিল। সহসা উঠানে চোখ পড়িতে সে চমকিয়া উঠিল, দেখিল, মুখের উপর শাল চাপা দিয়া পূর্ব্বরাত্রের সেই গৌরবাবু উঠানের এক পাশে চুপ করিয়া দাড়াইয়া তীক্ষ্ণ কটাক্ষে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন!—বিরক্তভাবে মুখ ফিরাইয়া নমিতা রোগীর ঘরে চলিয়া গেল। ঘরের সকলেই নিস্তব্ধ বিষণ্ণ। স্মিথ রোগীর পাশে বসিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া নাড়ী দেখিতেছেন। রোগীর মুখ কালি মাড়িয়া গিয়াছে,—এ সব রোগে শেষ অবস্থায় রোগী যেমন অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতরতা ব্যঞ্জক শব্দ করিতে থাকে, রোগী

ঠিক, তেমনই ভাবে গ্যাঁঙাইতেছে। নমিতা অবস্থা বুঝিল।

নমিতা-ঘরে ঢুকিতেই সুরসুন্দর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল, নমিতা নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল ভাল আছে; স্মিথ রোগীর শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া হাত ধুইতে ধুইতে বলিলেন "সেঁকের বন্দোবস্ত কর—"

তৎক্ষণাৎ চন্দ্রবাবু ও সুরসুন্দর বাহির হইয়া গেলেন। স্মিথ নমিতাব কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া নাড়ী পবীক্ষা করিতে করিতে বিষন্নভাবে হাসিয়া বলিলেন "ইস্ তোমার হাত কি ঠাণ্ডা!—ক্ষিদেব চোটে আঙ্গুলের রক্ত চুষে খেয়ে ফেলেছ না কি? কিন্তু আর না......ধরা পড়ে গেছ, স্নায়ু দৌর্ব্বল্যের পাল্লায় পড়েছ একটু সাবধানে থেকো—"

নমিতা তাঁহার কথায় মনোযোগ দিল না। রোগীর দিকে চাহিয়া বলিল, "কোল্যাপস্? আমিও সেঁক দেব।"—একটু থামিয়া ম্লান-মুখে অনুযোগের সুরে বলিল "আমি এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছি, আপনি উঠিয়ে দেন নি—"

মৃদু হাসিয়া স্মিথ বলিলেন "খুন করবার জন্য?—"

তিনি আবার রোগীব কাছে গিয়া বসিলেন, নাড়ী দেখিতে দেখিতে বলিলেন "ইঞ্জেক্সন কর্ব, ডাক তেওয়াবীকে।"

নমিতা দ্রুত বাহিরে আসিল। সুরসুন্দর বারেণ্ডার একধারে একটা কড়াই'এ গুলের আগুণ ধরাইয়া সজোরে বাতাস করিতেছিল, নমিতা আসিয়া বলিল "দেন পাখা, আমি আগুন ধরাচ্ছি, আপনি যান, স্মিথ ইঞ্জেকস্‌ন্ করবেন।"

পাখা দিয়া সুরসুন্দর চলিয়া গেল। নমিতা বাতাস করিয়া গুল ধরাইতে লাগিল। একটু পরে শুনিল পিছনে কে গুণ্ গুণ্ করিয়া গাহিতেছে, "পাঁচ বাণ আব্, লাখ বাণ হউ, মলয় পবন বহু মন্দা—"

বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল, দেখিল সেই স্বনামধন্য গৌরাঙ্গ চক্রবর্ত্তী মহাশয়।—তাহার শালের ঘোমটা এখন কুণ্ডলী পাকাইয়া মাথার উপর ফ্যাসানের পাগড়ী আকারে বিরাজ করিতেছে, পকেটে হাত পুরিয়া পায়চারী করিবার ভাণে তিনি এদিকে আসিতে আসিতে, নিতান্ত অন্যমনস্কতা সূচক দৃষ্টিতে উঠানে লেবুগাছটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া উপরোক্ত সঙ্গীতস্বর ভাঁজিতেছেন।

নমিতার হাতের পাখা সশব্দে ঝট্‌পট্ করিয়া খুব একটা রূঢ় অধীরতা জ্ঞাপন করিল। মাথা হেঁট করিয়া একান্ত মনোযোগে নমিতা গুল ধরাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

কাছাকাছি আসিয়া গৌরবাবু থামিলেন। তার পর সহসা—ঠিক পরিচিত সম্ভাষণের মত বলিয়া উঠিলেন "কি গো"

ক্ষণপরে যেন, অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন "ও নার্শ! হ্যা হাঁ্যা শুন্‌ছিলুম না, কাল রাত্রে আপনার ফিট্ হয়েছিল?"

"হুঁ—" বলিয়া নমিতা কড়ার আঙ্‌টা ধরিয়া সজোরে এক ঝাঁকানি দিয়া আগুণটা উস্কাইয়াদিয়া প্রাণপণ বলে বাতাস দিতে লাগিল। গৌরবাবু একটু থামিয়া, পুনশ্চ বলিলেন "কেন অমন হোল?—"

"বল্‌তে পারি নে—" বলিয়া দ্বিতীয় বাক্যের অপেক্ষা না করিয়া নমিতা, কড়াই

তুলিয়া লইয়া রোগীর ঘরে চলিয়া গেল। গৌরবাবুর অসাময়িক সঙ্গীত ও ভাবময় কৌশলপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীতে তাহার হাড় জ্বলিতেছিল,—মনে হইতেছিল, গৌরবাবু যদি কোন সুযোগে, আজ তাহার ছোট ভাই বিমল হইতেন, কি—নমিতা-ই যদি কোন গতিকে আজ তাঁহার বড়দিদি,—তা সে রামমণি শ্যামমণি যেই হউক, কেউ একজন হইতে পারিত, তাহা হইলে ঐ ভাইটির গালে রীতিমত দুইটা থাব্‌ড়া বসাইয়া, সাময়িক ঘটনার সম্বন্ধে তাঁহার ঔদাসীন্য সংশোধন করিয়া দিত!—কিন্তু বাস্তবজগতে সেরূপ ঘটনা ঘটা সম্ভব নহে, সুতরাং নমিতার মনের ভাবটা,—অলক্ষ্যে ভাবজগতে নিঃশেষে বিলীন হইয়া গেল। রোগীর ঘরে ঢুকিয়া সে সেঁক দিতে আরম্ভ করিল। চন্দ্রবাবুও সেঁক দিতে লাগিলেন।

মিনিটের পর মিনিট অতীত হইতে লাগিল। সেঁক চলিতে লাগিল, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়টা ইঞ্জেক্‌সন হইল,—কোন ফল হইল না। ক্ষণে ক্ষণে,—অবস্থান্তর ঘটিয়া শেষে রোগ,—প্রবলবিক্রমে, রোগীকে আশার অতীত স্থানে লইয়া গেল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্মিথ মাথা নাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। সেঁক বন্ধ হইল। চন্দ্রবাবুর মা হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

সকলে বাহিরে আসিলেন। মহেশবাবু, গৌরবাবু আরো অনেকগুলি বাবু সেখানে দাঁড়াইয়া জটলা পাকাইতেছিলেন। তাঁহারা সৎকারের ব্যবস্থা লইয়া পরামর্শ করিতে ব্যস্ত হইলেন। স্মিথ আর দাঁড়াইলেন না। বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন। নমিতাও সঙ্গে সঙ্গে আসিল।

গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নৌকা ঠিক করা হইল। কিন্তু সুরসুন্দর আসিয়া পৌছে নাই বলিয়া স্মিথ তাহাকে ডাকিবার জন্য মাঝিকে পাঠাইয়া দিলেন।

একটু পরে লছ্‌মীর মা স্মিথের বই, অস্ত্রের ব্যাগ, ও ঔষধ পত্র লইয়া আসিল। স্মিথ সুরসুন্দরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। লছমীর মা বলিল, "ফিজের টাকা লইয়া তিনি শীঘ্র আসিতেছেন।"

স্মিথ বিমর্ষভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। দূরের সেই সরব শোক কোলাহল,—নীরব বেদনায় তাহার বুকখানা গুরুভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। নমিতাও ম্লানমুখে নির্ব্বাক রহিল।

খানিক পরে মাঝির সহিত সুরসুন্দর নৌকায় আসিয়া উঠিল, পকেট হইতে কতকগুলা নোট ও টাকা বাহির করিয়া স্মিথের সামনে রাখিয়া বলিল আপনি কি কম্পাউণ্ডারের ফীজ্ পঁচিশ টাকা বলেছিলেন?

স্মিথ বলিলেন "হাঁা, কত দিয়েছেন?"

"ত্রিশ টাকা দিতে এসেছিলেন, বল্লেন "আপনাকে ঢের খাটান হয়েছে, এ টাকা নিতেই হবে,"—আমি কিছুতেই রাজী হতে পারলুম না, কিন্তু এ অবস্থায় ঝগড়া করতেও পারি না, শেষে জোর করে পঁচিশ টাকা পকেটে ফেলে দিলেন,—আর আপনার এই একশো, মিস মিত্রের ত্রিশ, লছমীর মার একটাকা।"

"যথেষ্ট!—" বলিয়া স্মিথ অন্যদিকে মুখ

ফিরাইলেন। একটু থামিয়া ক্ষুন্নভাবে বলিলেন "পরিশ্রম ব্যর্থ হলে, পারিশ্রমিক নিতে বড় দুঃখ,—বড় কষ্ট হয়।"

খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া স্মিথ বলিলেন "মৃত্যু অনেক দেখেছি, কিন্তু এক একটা মৃত্যু প্রাণে এমন আঘাত দেয়,—যে অসহ্য অনুতাপ বোধ হয়!... ... তেওয়ারী, ঐ চন্দ্রবাবুর ভগিণীপতি সতীশ বাবু—উনি এখন কি বাড়ী এসেছেন ?"

তেওয়ারী নত শিরে বলিল, মৃত্যু সংবাদ পেয়ে এতক্ষনে এলেন; গৌরবাবু মদের বোতল নিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে একটা ঘরে ঢুকলেন,—দেখলুম।—"

ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে স্মিথ বলিলেন "ষ্টুপীড্! —তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, জোরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া সহসা বলিলেন "নমিতা, আমি জীবনে, বিবাহ-বিতৃষ্ণ হয়েছি, কেন জান ?, অমনই একটি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর অত্যাচারপ্রিয় স্বামীর হৃদয়হীন ব্যবহারে মর্ম্মাহতা নারীর অবস্থা দেখে!—বিবাহিত জীবন আমার কাছে একটা আতঙ্কের বস্তু হয়ে উঠেছিল, এমন কি,,—সহসা সামলাইয়া, উত্তেজিত স্বর সংযত করিয়া,—একটু স্নেহের হাসি হাসিয়া তিনি কোমলভাবে বলিলেন, "না থাক, তোমরা ছেলেমানুষ, দাম্পত্য জীবনের প্রতি তোমাদের মনে একটা বিরুদ্ধ ধারণা বদ্ধমূল করে দেওয়া উচিত নয়। কার্য্যক্ষেত্রে তোমরা এরপর ধীরে ধীরে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করবে......তবে এটুকু ঠিক জেনে রেখো, বংশমর্য্যাদা, ঐশ্বর্য্যপ্রতাপ, শিক্ষাগৌরব,—এসব থেকে আসল মানুষ চেনা যায় না!—মন যদি উঁচু হয়, হৃদয় যদি প্রশস্ত হয়, প্রাণে যদি নৈতিক নিষ্ঠার জোর থাকে,—তবে পর্ণকুটীরে বাস করেও—সে মানুষ মহৎ সম্পদ মনুষ্যত্বের অধিকারী! অন্যথায়—আর সব বিষয়ে সে যতই ভাল হোক, কিন্তু নিজের পিতামাতার কাছে সৎ-পুত্র হতে পারে না,—স্ত্রীর কাছে সহৃদয় স্বামী হতে পারে না—আর সন্তান সন্ততির কাছে যোগ্য কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতা হতে পারে না, এটা নিশ্চয়!"

একদিকে নমিতা, অন্যদিকে সুরসুন্দর,— দুইজনেই মাথা হেঁট করিয়া নীরব মনোযোগে স্মিথের কথা শুনিয়া গেল। স্মিথ থামিলেন, —কেহ কথা কহিল না। চারিদিকেই নিশ্চুপের পালা।

নৌকা সন্ সন্ করিয়া বহিয়া চলিল। সারা পথ কেহ কোন শব্দ করিয়া, সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে পারিল না।

হাঁসপাতাল ঘাটে আসিয়া নৌকা লাগিল। সকলে অবতরণ করিলেন। নমিতাকে টাকা দিয়া স্মিথ বলিলেন "অনেকটা বেলা হয়েছে তোমরা বাড়ী যাও, তেওয়ারী, চট্ পট্ স্নানাহার করে একটু ঘুমিয়ে নাওগে, বৈকালে—না না সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় আমার কুঠীতে যেও, রামটহলকে দিয়ে তোমার খাবার করিয়ে রাখ্‌ব, কাল খাওনি, আমার বড় কষ্ট হয়েছে, আজ খেতেই হবে! আবার এই বাড়ী পালাচ্ছ, কত দিন দেখ্‌তে পাব না, বুঝলে আজ আর আপত্তি টাপত্তি চলবে না!—"

মাটীর দিকে চাহিয়া তেওয়ারী সলজ্জ-ভাবে মৃদু হাসিল। স্মিথ তাহার কাঁধ চাপড়াইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "যাও বাবা খুচরা কাজ কর্ম্ম সব সেরে রাখগে যাও,

সন্ধ্যার সময় সেই চিঠিখানি আন্‌তে ভুলো না, যাও তোমরা। আমি হাঁসপাতাল 'রাউণ্ড' দিয়ে যাই।—একি লছমীর মা জলে নাম্‌লে যে!—"

লছমীর মা তখন জলে নামিয়া রীতিমত স্নান আরম্ভ করিয়াছিল, স্নিথের কথায়, মাথা তুলিয়া বলিল বাড়ী গিয়া পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়া স্নান করা অপেক্ষা একেবারে এখান হইতে স্নানটা সারিয়া যাওয়াই সুবিধা বলিয়া সে তদনুসারে কাজ করিতেছে।

স্নিথ বলিলেন "তবে নমিতা আর দাঁড়িয়ে থেকে কি করবে? বাড়ী যাও, তেওয়ারী সঙ্গে যাও বাবা।"

স্নিথ হাঁসপাতালের পথ ধরিলেন। ঔষধের বাক্স প্রভৃতি স্নিথ নিজেই বহিয়া লইয়া চলিলেন, সুরসুন্দরকে আসিতে দিলেন না। অগত্যা অভিবাদন করিয়া উভয়ে গন্তব্য পথে চলিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

রূপার তরী *

নিশুতি নিরালা নীরব নিশীথে জোছনাশোভিত সাগরজলে,—
একখানি তরী পথহারা হয়ে অকুল পাথারে ভাসিয়া চলে।
উপরে তাহার রূপার চাঁদিমা রজত ছড়ায় গগনভরি;
রূপার তরীটী রূপার পালেতে নাচিছে রূপালি সাগরপরি।
পালেতে লেগেছে পাগল বাতাস চরণে সিন্ধু পড়িছে লুটী,
জোয়ারের টানে ছোট তরীখানি কে জানে কোথায় চলেছে ছুটী।
তরীর মাঝারে সৌম্য মূরতি বসিয়া বালক ভাবিছে একা,
"এ সাগর হতে ফিরিবনা কিগো! আর কি পাবনা পিতার দেখা?"
সহসা নীরব সাগর বক্ষে উঠিল গভীর তূর্য্য ধ্বনি,
শান্ত সাগর উঠিল গর্জ্জি ডুবু ডুবু করে তরণীখানি।
সহসা আকাশ প্রলয়ের মেঘে ঝটীকার বেগে ভরিয়া গেল,
নৌকার পাল টুটিল সহসা ঢাকিল চাঁদের জোছনা আলো।
বাত্যাতাড়িত ক্ষুব্ধ সাগরে একাকী বালক মরণ গণে,
আবার তূর্য্য উঠিল গরজি ঝটীকার মাঝে গভীরস্বনে।
চমকি বালক কহিল "ওকিও! অর্ণবপোত ডুবিছে বুঝি!
যায় যাক প্রাণ, মোর তরী দিয়ে আরোহীর প্রাণ রাখিব আজি।"
দৃঢ়করে দাঁড় টানিয়ে চলিল ছুটীল ঝঞ্ঝা বিপদ মাঝে,
কিছুদূরে দেখে মগ্ন জাহাজে আর্ত্ত করুণ কণ্ঠ বাজে।

* চন্দ্রালোকে রৌপ্যবৎ প্রতীয়মান নৌকাটীকে রূপার তরী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

ভগ্নপোতেতে ভেটীল নৌকা ছুটীল বালক উপবতলে,
একে একে যত পোতারোহীগণে বসায়ে আসিল তরীর কোলে।
শেষবার যবে নামিছে বালক অনাথ একটী শিশুরে লয়ে,
দেখিল জহাজ ডুবু ডুবু করে, দাঁড়াল সহসা চকিত হয়ে।
তরী লয়ে তারা ঐ যায় চলে, ঝাঁপ দিল বীর সাগরপরে,
সাঁতারি ছুটীল তীবের মতন ভীত শিশুটীরে জড়ায়ে ধরে।
নৌকার কাছে আসিয়া শিশুরে ধরে তুলে দিল তরীর কোলে;
সহসা পিছনে করাল হাঙ্গর টেনে নিল বীরে সাগর তলে।
আবার উঠিল গগনে চন্দ্র আবার হাসিল সাগর বারি,
পোতারোহীগণ উপজিল তীরে লয়ে বালকের রূপার তরী।
বৃদ্ধ ধীবর আসিয়া কহিল "বাছাবে আমাব এলি কি ফিবে?"
উত্তর হ'ল "পুত্র তোমাব পবাণ দিয়েছে মোদের তবে।"
বজ্র আহত তরুর মতন দাঁড়াল বৃদ্ধ পাংশু হয়ে;
সামলি কহিল "ভালই করেছে, পরের কারণে পরাণ দিয়ে।"
পোতারোহীগণ ফিরে গেল গৃহে, বৃদ্ধ ফিরিল আবাস মুখে,
রূপার তরীটী প্রভুরে খুঁজিতে ভেসে চলে গেল সাগর বুকে।

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

Exercise বা অঙ্গ চালনা।

স্বাস্থ্য রক্ষার আর একটি আবশ্যকীয় বিষয় অঙ্গচালনা। ইহার দ্বাবা মাংসপেশীর বৃদ্ধি ও বল হয়, এবং সমস্ত দেহের বহু উপকার হয়। অঙ্গ চা‍লনাব সময় (Lungs) ফুস্‌ফুসেতে খুব শীঘ্র শীঘ্র রক্তযায়। এবং নিশ্বাস ঘন ঘন পড়াতে অধিক বায়ু ফুস্‌ফুসে যায় সেজন্য অধিক পরিমাণে (Oxygen) অম্লজান প্রবেশ করে, আর অধিক (Carbon Acid) অঙ্গারাম্লজান বাহির হইয়া যায়। জলীয় বাষ্প ও অধিক পরিমাণে দেহে প্রবেশ করে। আর পরিশ্রম দ্বারা অধিক ঘাম হয় ঘামের সঙ্গে দেহের ক্লেদ বাহির হইয়া যায়, (Heart) হৃদযন্ত্রের কাজও ভাল হয়।

নানা প্রকার অঙ্গচালনা আছে, যথা:— ফুটবল, ক্রিকেট, লনটেনিস, দৌড়ান, কপাটি, ঘোড়া চড়া, ডন করা, মুদ্গর ভাঁজা, সাঁতার দেওয়া, নৌকা বয়া, চলা ইত্যাদি।

বয়স, ব্যবসায়, পেসা (কাজ) বুঝিয়া

কার পক্ষে কোন প্রকার অঙ্গচালনা উপযোগী তাহা ঠিক করিয়া লইতে হইবে। শ্রমজীবিদের সতন্ত্র অঙ্গচালনার অল্পই প্রয়োজন। যে সকল ভদ্রলোকের কাজে কায়িক পরিশ্রম নাই তাঁহাদের অঙ্গচালনাব নিতান্ত আবশ্যক। মধ্যবিত্ত ভদ্রাঙ্গনা এবং নিম্ন শ্রেণীর মেয়েদের দৈনিক কাজে যথেষ্ট অঙ্গ চালনা হয়, জল তোলা, ধানভানা, ডাল কলাই ভাঙ্গা ইত্যাদি পল্লীগ্রামেব অনেক মেয়েদের করিতে হয়। এজন্য তাহাদেব স্বতন্ত্র অঙ্গচালনাব আবশ্যক হয় না। পবিশ্রমের মাত্রা খুব বেশী বা খব কম হওয়া ভালনয়। পরিশ্রমের পবিমাণে আহারেব পরিমাণ হওয়া উচিত, এবং কোন জাতীয় খাদ্য অধিক কি অল্প খাইতে হইবে তাহাও নিজ নিজ কাজ অনুসারে ঠিক করিতে হইবে।

নিদ্রা স্বাস্থ্য বক্ষার একটি বিশেষ উপায়। কবির ভাষায় নিদ্রাদেবী জগতের যন্ত্রণা হারিণী বলা যায়। নিদ্রা পরিশ্রমক্লান্ত জীবের পক্ষে কেমন আরামদায়ক কেমন উপকারী; দৈনিক কার্য্যে ও পরিশ্রমে দেহের যে ক্ষয় হয় তাহা নিদ্রা পূর্ণ করে। যাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত না হয় তাহার যথা সাধ্য ব্যবস্থা করা উচিত। শয়ন ঘব প্রশস্ত হইবে এবং বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকিবে, ঘর অতি গরম বা অতি ঠাণ্ডা হইবে না, বিছানা পরিষ্কার এবং সুখকর হইবে কিন্তু নিতান্ত কোমল হইবে না। খাট বা তক্তপোষের উপর মশারি টাঙ্গাইয়া শয়ন করিবে, অভাবে মেজের উপর একটি পিড়া করিয়া তার উপর কম্বল পাতিয়া বিছানা করিবে, বিছানাগুলি সর্ব্বদা রৌদ্রে দিতে হইবে।

নিদ্রার তালিকা।

শিশু	১৬ ঘণ্টা—২৪ ঘণ্টার মধ্যে	
২ বৎসরের শিশু	১৪ „	„
৪ বৎসবের ঐ বালক বালিকা	১২ „	„
৮ বৎসবের বালক বালিকা	১১ „	„
১২ বৎসরের ঐ	১০ „	„
বয়ঃপ্রাপ্ত নবনারী	৮ „	„
বৃদ্ধ লোক	৮ „	„

বা ততধিক।

নিদ্রাসুখেব আরাম ও উপকারিতা সম্ভোগ করিবাব সময় ভক্তগণ মনে করেন যে তাঁহাবা বিশ্বজননীব কোলে শুইয়া থাকেন এবং নিদ্রা ভঙ্গে উষার শোভা সৌন্দর্য্যের ও মাধুর্য্যের মধ্যে ভগবানকেই দর্শন করেন এবং ভাবে পূর্ণ হইয়া গান করেন—

ভঁয়রো একতালা।

“উঠ জয় ব্রহ্ম বলে, হওরে চেতন।
দেখ নিরখিয়ে নয়ন মেলিয়ে কিবা শোভা অনুপম।
মারুত হিল্লোলে বনরাজি দোলে, করে সুরভি বহন,
শিশির সিঞ্চিত নব কুসুমিত শ্যামল উপবন।
সুমধুব রবে বিহঙ্গম সবে সুখে গায় বিভুগুণ;
সরসী সলিলে প্রফুল্ল কমলে ঝঙ্কারে অলিগণ।
লোহিত বরণে পুরবগগনে উদিত তরুণ তপন,
হল মনোহর পরম সুন্দর প্রকৃতির প্রিয় বদন।
মহাকলরবে জেগে উঠে সবে, দেয় নিজ কাজে মন,
ছিল মৃতপ্রায় বিঘোর নিদ্রায় পাইল নবজীবন।

দিবসের কর্ম্ম নিত্য ব্রতধর্ম্ম সাধনের কর আয়োজন,
প্রণমি ঈশ্বরে বিনীত অন্তরে স্বকার্য্যে কর গমন।
হইয়ে প্রহরী যিনি বিভাবরী করিলেন জাগরণ,
সেই দয়াময়ে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে করবে জীব স্মরণ।
ছিলে তাঁর কোলে ঘোর নিশাকালে গভীর নিদ্রায় মগন,
তিনি প্রানাধার কর বার বার তাঁহারে অভিবাদন।"

বসন্তের দান।

নব কিশলয়ে সাজি বিটপীবল্লরী
পুঞ্জে পুঞ্জে বহিতেছে প্রসূনের ভাব ;
তুলেছে বিহগবৃন্দ সুস্বরলহরী
কোকিলা মিলায় তায় মধুর ঝঙ্কার !
অলক্ষিতে উন্মোচিয়া দক্ষিণ দুয়ার
মলয় বহিয়া আনে মদির-সন্দেশ ;
নিরমল সুধাংশুর মুক্ত সুধা-ধার
সারা চিত্তে করে দেয় পীযূষ আবেশ !
চারিদিকে হর্ষ আর সৌন্দর্য্য-প্লাবনে
নন্দনের প্রতিচ্ছায়া ভুবনে জাগায় ;
মূর্ত্তিমতী কবিতার শিঞ্জিত-গুঞ্জনে
কবির এ শূন্য-গৃহে মাধুরী বিলায় !
বসন্তের সাথে আজি বসন্তের বাণী
লভেছে ভিখারী কবি কি ভাগ্যে কি জানি !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

কবির আশীর্ব্বাদ।

ওগো তুমি অমনি সুন্দর হও—
আকাশের তারার মত উজ্জ্বল তোমার রূপ
তুমি অমনিতরই রও !
মলিনতা ধৌত-করা আননখানি
তায় নিত্য বহে পূত-তোয়া মন্দাকিনী
পবিত্রতার মূর্ত্তি তুমি পুণ্যখনি
ওগো অমনিতরই রও !
উজ্জ্বল তুমি প্রভাত-আলোর মত
বিমল তুমি জ্যোৎস্না-মেঘের মত
তোমার অমল মুখে শুভ্র কমল কত
বিকশিত দিনরাত—
ওগো তোমার মাথার' পরে ঝরুক অবিরত
পিতার আশীর্ব্বাদ !
সংসারের এই খর-রবি উত্তপ্ত
তোমার আনন-কমল করে না যেন ম্লান
সংসারের এই কঠিন দারুণ আঘাত
করে না চিহ্ন দান !
স্বচ্ছ-অমল পবিত্রতার ধারা
বয় যেন ঐ মুখে পাগল পারা
আজকে যেমন তেমনিই যেন রও
আপন বিভায় ভাও !
শাস্ত্র-সাগর মন্থনে যাহা না পাই
একটি নীরব চাহনিতে তাহা পাই
সরলতা-মূর্ত্ত তুমি ভুবনপরে
ওগো অমনিতরই রও।
দেখ্‌লে তোমায় মনে পড়ে কোন লোক
ভূলোক মাঝারে দেখিবারে পাই দ্যুলোক
গীতি-তরঙ্গে ভেসে যায় মন প্রাণ
ভুলে যায় দুখ শোক ॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ।

আদর্শ।

(গল্প।)

কিশোরী ও বনবিহারী পরস্পর বন্ধু। কলিকাতার অল্পদূরে একখানি সমৃদ্ধ গ্রামে তাহাদের বাস। উভয়েই পিতৃহীন। তবে অবস্থার যথেষ্ট অসামঞ্জস্য ছিল। কিশোরীর পিতা স্বর্গীয় রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় সেই গ্রামের জমীদার ছিলেন। সালিয়ানা সতের শত টাকা জমীদারির আয়, কিশোরী এখন তাহার উত্তরাধিকারী। আর বনবিহারী, দরিদ্র রামশর্ম্মার একমাত্র পুত্র; বড় আশার স্থল। রামশর্ম্মা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া, ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিত; আর পুত্র বনবিহারী, স্কুলে গিয়া, প্রতি বৎসর প্রবেশিকায় ফেল হইয়া সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করিত। কিন্তু রামশর্ম্মার অর্থ নিতান্ত নিরর্থক হয় নাই। তিনবার অকৃতকার্য্য হইয়া, চারিবারের বার বনবিহারী প্রবেশিকা সাগর পার হইল। দরিদ্র রামশর্ম্মা তখন শেষ শয্যায়।

কিশোরী বনবিহারী অপেক্ষা বয়সে ছোট। যেবারে বনবিহারী, চতুর্থবারে তৃতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পাশ করিল; কিশোরীও সেইবারেই, প্রথমবিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। পিতার বুক দশ হাত হইয়া ওঠে, কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। রাজীবলোচনও সংসার হইতে সেই সময়ই বিদায় গ্রহণ করেন। অবশ্য সংসারে তাহার যথাকর্ত্তব্য তিনি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পনেরো বছরের পুত্রের গলায় তখন, ত্রয়োদশবর্ষীয়া এক কিশোরী লম্বমানা। অবশ্য সেটা অনেক পূর্ব্বেই হইয়াছিল। কিশোরী তখন এগারো বৎসরের বালক; সদ্যঃ উপনয়নজনিত তখনো তাহার মাথায় চুল ভালোরকম উঠে নাই। পিতা সেই সময়ই পিতৃলোকের জলপিণ্ডের আশায়, ছোট গ্রামখানি বাদ্যভাণ্ডে কাঁপাইয়া পুত্রবধূ গৃহে আনিয়াছিলেন।

কিশোরীর প্রকৃতিটা বড় মৃদু, বড় শান্ত-রকমের ছিল। কিন্তু তাহার মনের ভিতরে, প্রথম উষার আলোক রেখার ন্যায়, কোমল উজ্জ্বল ভাবরাশি বড়ই গোলমাল করিত। শান্ত বালক, তখন সবে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, তখন হইতেই একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা, জগতে একটা আদর্শ বলিয়া পরিচিত হইবার বাসনা তাহার মনের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে ঘুরিয়া বেড়াইত, অথচ সে বুঝিতে পারিত না, জগতে আদর্শ হইবার জন্য কি করিতে হইবে ?

কিশোরী বনবিহারীকে বড় শ্রদ্ধা করিত। বিংশতি বর্ষীয় যুবকের আজন্মপর্য্যস্ত সেই অসাধারণ অধ্যবসায় দেখিয়া কিশোরী মুগ্ধ হইয়া যাইত। সংসারের ধুলামাটির পৃথিবীর লজ্জা, নিন্দা, কলঙ্ক কিছুই যেন বনবিহারীকে স্পর্শ বা আহত করিতে পারিত না, সে যেন অবলীলাক্রমে হাসিয়া সবই ঝাড়িয়া ফেলিত। দেখিয়া দেখিয়া অমনিতর একটা কিছু করিবার ইচ্ছায়, কিশোরীর ও প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিত। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য সে? সে একেবারেই লজ্জার সহিত সগৌরবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটা উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। যেন সে বনবিহারী অপেক্ষা

কত ভালো, কত শ্রেষ্ঠ! এ লজ্জা মুছিবার কোন উপায়ই ছিল না। ধিক্কারের সহিত কিশোরী পড়া ছাড়িয়া দিল। পত্নী রমা একটু অনুযোগ করিল। বলিল "মা কি বাবা থাকিলে এমনটা হইতে পারিত না।" বুদ্ধিমতী পত্নীকে কিশোরী একটু ভয় করিত, তা বলিয়া কি সে তাহার আদর্শটা মাটি করিয়া ফেলিবে? বনবিহারী এতদিন ফেল হইয়া, কিশোরীর মনের ভিতর আদর্শের উচ্চ সিংহাসনে সুদৃঢ় আসন স্থাপন করিয়াছিল, তাই কিশোরী পাস হইয়া মরমে মরিয়া গেল। রমার অনুযোগে লাভ হইল এই যে কিশোরী তাহার সংস্রব সযত্নে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। পনেরো বছর বয়সে প্রেম হয় না, কিন্তু ভ্রাতাভগিনীহীন কিশোরীর গৃহে একমাত্র সঙ্গিনী রমার সহিত, একত্র বাস নিবন্ধন একটু ভালবাসা জন্মিয়াছিল। বনবিহারীর আদর্শ ছুরিকায় সে সূত্রটী ছিন্ন-প্রায় হইল।

কিশোরী মুগ্ধ না হইবে কেন! এই কুড়ি বছর বয়সের সময়েও কিশোরী কখনো বনবিহারীকে একদিন চুলে হাত দিতে দেখে নাই; চুলগুলা অযত্নরক্ষিতভাবেই ললাটে পড়িয়া থাকে। কাপড় পরার ধরণও কেমন এক রকম। সে যে জগতের পক্ষে কি রকম দুর্লভ, এমন অধ্যবসায় যে সমস্ত জগতের দৃষ্টান্তস্থল, তাহা বনবিহারীর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; সে সংসারে চিরকাল উদাসীনই রহিল ভাবিয়া ভাবিয়া কিশোরীও চিরুণী বুরুষের স্পর্শ ছাড়িল; সত্যসত্যই তাহার উজ্জ্বল শুভ্র ললাটে কৃষ্ণকেশ অযত্নেই ছড়াইয়া থাকিত। ভালো কাপড় জামা মুক্ত হস্তে বনবিহারীকে দান করিল; নিজের জন্য অবশিষ্ট রহিল, দু একটা সাদা পাঞ্জাবী ও সুতার উড়ানী।

এইরূপ আদর্শ মুগ্ধ ভাবেই আরো চারি বছর তাহার কাটিয়া গেল। চারি বছরের প্রায় শেষভাগে রমা একটী কন্যা কিশোরীকে উপহার দিল।

কন্যার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কিশোরীর মনে সংসারের একটা ছায়া আসিয়া উঁকি দিতে লাগিল। আর নির্লিপ্তভাবে থাকা চলে না। জমিদারীর আয়ে পিতার একমাত্র পুত্রের বেশ সুখেই চলিয়াছিল, কিন্তু প্রথম কন্যাটী আসিয়া কিশোরীকে যেন বলিল 'আমি একা নহি, ভবিষ্যতে আরো আসিবে।" এই চিন্তায় কিশোরীর উজ্জ্বল ললাট ম্লান হইয়া গেল। শেষে একদিন হৃদয়সখা বনবিহারীর কাছেই সমস্ত চিন্তা খুলিয়া বলিল। "বনবিহারী একটু বিজ্ঞতাসূচক মাথা নাড়িয়া বলিল "টাকার যোগাড় কর, বিলাতে যাও, সেখানে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া বাড়ী এসো, তখন ঘরে টাকা ধরবে না।" পরামর্শটা কিশোরীর মনে লাগিল সে তখন একটু ভাবিয়া বলিল "টাকারই ভাবনা বড় ভাই। আমার বিয়ের সময় বাবা অনেক দেনা করে গেছেন, আগে তা জানতুম না, এতদিনে সুদে আসলে, অনেক টাকা দাঁড়িয়ে গেছে। যেতে হ'লে জমিদারিটা বাঁধা না দিলে আর উপায় নেই। কত টাকা লাগ্‌বে বল্‌তে পার?" বনবিহারী একটু চুপ করিয়া রহিল, মনে মনে বোধ হয় একটা হিসাব খাড়া করিল; তারপর বলিল "পাঁচ হাজার"। কিশোরী শিহরিয়া উঠিল, কিশোরীকে শিহরিতে দেখিয়া বনবিহারী বলিল "ঐ রোগেই ত ঘোড়া মরে"। কাযে

উৎসাহটাই যদি টাকার ভয়ে নষ্ট করে ফেল্‌লে, তবে আর মানুষ হবে কি করে?" আদর্শ বনবিহারীর মুখে এই কথা! কিশোরী তখনি সগর্ব্বে স্বীকার করিল; টাকার যোগাড় সে যেমন করিয়া হয় করিবে। আর তারপর বনবিহারীর একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "কিন্তু ভাই তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। একলা সে বিদেশে আমি থাক্‌তে পারব না।" আদর্শ হইতে দূরে থাকিয়া পাছে আদর্শহীন হইয়া পড়ে, সেই ভয়েই কিশোরী দীনভাবে এই প্রার্থনা করিল।

বনবিহারী মৃদু হাসিয়া বলিল, "তুমি যখন বল্‌চ, তখন আর যেতে কি? আমি সঙ্গে থাক্‌লে ওই পাঁচ হাজারেই দুজনের বাজার হালে কেটে যাবে, সে আমি ঠিক চালিয়ে নোব। তোমার মতো তো আর না বুঝে খরচ কর্‌বনা। কিন্তু তোমার স্ত্রীকে যেন একথাটা বোলো না। আমাদের যাওয়ার কথা জান্‌তে পারলে তিনি কিছুতেই যেতে দেবেন্ না।" কিশোরীর হৃদয় তাহাতে সায় না দিলেও সে ম্লান মুখে তাহাই স্বীকার করিল।

অবশেষে একদিন অপরাহ্নে, কিশোরী মলিনবদনে নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। দোলার উপর দু'মাসের মেয়েটা শুইয়াছিল; পিতাকে দেখিয়া সে বড় মধুর হাসি হাসিল। কিশোরী তাড়াতাড়ি সেদিক্ হইতে চোখ্ ফিরাইয়া লইল।

রমা স্বামীর কাছে আসিয়া বলিল "কেন তোমাকে এমন শুক্‌নো দেখাচ্চে গা? কোন খারাপ খবর পেয়েছ নাকি?" চিন্তিতা পত্নীর মুখের দিকে চাহিতেও কিশোরীর যেন সাহস হইল না। মৃদুস্বরে বলিল "না না একবার শুধু খুকিকে দেখ্‌তে এসেছি।" বাকি কথাটা তাহার মুখে আট্‌কাইয়া গেল। আদর্শের উপদেশ আজ প্রথম তাহাকে আদর্শহীন, সত্যভ্রষ্ট করিল।

বম্বে মেলের সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় বসিয়া বনবিহারী আপনাদের এই বিজয় কাহিনী অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল; তাহার অভ্যাস-সিদ্ধ বাক্‌সংযম আজ একেবারেই ছিল না। সেটা শুধু সমুদ্রযাত্রার আনন্দোচ্ছ্বাসে, কি আর কিছুর সহায়তায়; কিশোরী সে বিষয় একবারও ভাবিতে সময় পায় নাই। নৈশ-অন্ধকারে, নিস্তব্ধ বৃক্ষলতার দিকে চক্ষু রাখিয়া সে দেখিতেছিল, তাহার শয়ন গৃহ, তাহার শিশুকন্যা শৈল।

বনবিহারী বলিল "দেখ দেখি, ভাগ্যে বুদ্ধি করে বাড়ী থেকে জিনিষ পত্র আনতে দিইনি; তাহোলেই ধরা পড়েছিলুম আর কি? পয়সায় কি না হয়? এই একেবারে নতুন ফ্যাসানের পোসাক টাট্‌কা কিনে নিয়ে এলাম।" কিশোরীর হৃদয় আবার পীড়িত হইয়া উঠিল। সত্যই সে সরলা রমার সহিত ছলনা করিয়াছে, ছিঃ, সে এত নীচ! বনবিহারী অনেক আশ্বাস দিল, 'টাকা সে সমস্তই সযত্নে রাখিয়াছে, খোয়া যাইবার ভয় নাই। কিশোরী সংসার অনভিজ্ঞ ব্যক্তি, তাহার হাতে টাকা থাকিলে, অপব্যয়ের সম্ভাবনা বনবিহারী নিজে সে ভার লইয়া, তাহাকে চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছে' এই কথাটা খুব বড় করিয়া বনবিহারী কিশোরীকে বুঝাইয়া দিল। সমস্ত বুঝিয়াও কিশোরী

কিছুই বুঝিল না। তাহার শান্ত হৃদয় বড়ই বিদ্রোহিতা করিতেছে।

বম্বে পৌছিয়া বনবিহারী একেবারে ষ্টীমারে উঠিল। কিশোরী সিন্ধুসৈকতে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সম্মুখে নীলজলরাশি, পর্ব্বতাকার তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া, কূলে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে; তাহাদের উদ্বেল হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। কিশোরী বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। তাহা-রও বক্ষ অমনিই উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু ফাটিতেছে না তো? এই অসীম সিন্ধুর পারে যাইলে, তবে ব্যারিষ্টারী রত্ন লাভ হইবে, সে রত্ন কি, রমার আত্মহারা প্রেমের কাছে দাঁড়াইতে পরে? এত উজ্জ্বলতা কি তাহার আছে? কি সুন্দর রত্ন সে? যে শৈলের পুষ্পবিনিন্দিত মুখখানি আড়ালে ফেলিয়া, কিশোরী তাহার আশার সমুদ্রে ভাসিবে?—না, না, কিশোরী তাহা পারিবে না; রমাকে ছাড়িয়া, শৈলকে ফেলিয়া, স্বর্গও তাহার কাছে প্রার্থনীয় নয়। কিশোরী কখনই জাহাজে উঠিবে না।

কম্পিতকণ্ঠে কিশোরী বলিল "বনবিহারী নামিয়া এসো, আমি যাব না।" বনবিহারী স্তম্ভিতভাবে বলিল "সে কি কিশোরী, যাবে না কি? এখন কি পাগলামীর সময়! টিকিট কিনেছি; জাহাজ ছাড়ে, শীঘ্র উঠে এস।" ষ্টীমারের বাঁশী দিল।

কিশোরী আবার বলিল "পাগলামী নয়; নেমে এস। আমি যাব না। আমার টাকা দিয়ে যাও।"

"টাকা"! বনবিহারী উচ্চকণ্ঠে দৃঢ়স্বরে বলিল "টাকা বিলাত যাবার জন্যই আনা হয়েছে, তুমি না যাও, আমি ব্যারিষ্টার হয়ে আসি গে। তোমার এ উপকার চিরকাল স্মরণ রাখ্‌ব। ফিরে এসে তোমার সমস্ত টাকা শোধ দোব। আমি কখনো অকৃতজ্ঞ হব না।"

পাগলের মতো কিশোরী বলিল "বন-বিহারী শীঘ্র টাকা দাও, আমি সমস্ত বিষয় বাঁধা দিয়ে টাকা এনেছি, ও টাকা আমার বুকের রক্ত। বনবিহারী, জাহাজ ছাড়ে যে, এখনো নেমে এস।"

বনবিহারী হাস্যমুখে বলিল, তা হোলে কিশোরী, এখনকার মতো বিদায়। টাকার জন্য তোমায় অনেক ধন্যবাদ।" ষ্টীমার দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। ঘাটের কোলাহল কমিয়া আসিল। শুধু বজ্রাহত কিশোরী অনিমেষ নয়নে ষ্টীমারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার অন্ন বস্ত্রের উপায় হরণ করিয়া লইয়া ষ্টীমার দূরে চলিয়া গেল।

হাতের হীরক অঙ্গুরি বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে কিশোরী বাড়ী ফিরিল।

সাত দিন পরে স্বামীকে দেখিয়া রমা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিশোরীর বয়স যেন সাতদিনে সাত বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। কিশোরী কম্পিত পদে গিয়া একেবারে শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। রমা মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "অমন করে শুয়ে পড়লে কেন? কি হয়েচে গা?" সাতদিন অদর্শনের আশঙ্কা কিশোরীকে দেখিয়াই কাটিয়া গিয়াছিল, তাই রমা সে বিষয়ের কোন উল্লেখই করিল না।

রমার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কিশোরী বলিল "তোমাদের পথে বসিয়ে এয়েচি রমা।"

বড় আদরে স্বামীর চোখের জল মুছাইয়া রমা কহিল "ছিঃ, ও কথা বলতে নেই। বেঁচে থাক তুমি, আমার অভাব কিসের।"

যথা সময়ে বনবিহারী ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া কলিকাতায় ফিরিল। ভাগ্য দেবতা এবার তাহার প্রতি সদয় হইয়াছিলেন। বোধহয় কিশোরীর অর্থ বলিয়া তাহার একবারমাত্র চেষ্টাতেই সে এবার সফল হইল। এবং পাশ হইয়া কৃতজ্ঞতার অত্যধিক উচ্ছাসে একখানা পত্রও সে কিশোরীকে লিখিয়া ফেলিল। রামশর্ম্মার পুত্র বি, বি, চ্যাটার্জ্জি বার এট-ল তাহাতে কিশোরীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়াছেন। আর বলিয়াছেন, হাতে টাকা হইলেই তিনি কিশোরীর পাঁচ হাজার টাকা নিশ্চয় পরিশোধ করিবেন। কিন্তু কলিকাতা ফিরিয়া সন্ধান লইয়া যখন তিনি জানিলেন দেনার দায়ে কিশোরীর জমীদারি ও ভদ্রাসনঅট্টালিকাখানি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, কিশোরী পত্নীর অলঙ্কার বিক্রয়ের অর্থে একখানি ছোট বাড়ী কিনিয়া বাস করিতেছে ওএকখানি সিমলা ফরাসডাঙ্গার সাড়ী ধুতির দোকান খুলিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, তখন আর বি বি চাটার্জ্জি ঘৃণায় তাহার সহিত দেখা করিতেই পারিলেন না। দেশে যাওয়াও অগত্যাই বন্ধ হইয়া গেল।

বনবিহারী কলিকাতায় আসিবার অল্পদিনের মধ্যে কোন বিখ্যাত সমাজ সংস্কারের কন্যা, মিষ্টার চাটার্জ্জির গলায় বরমাল্য দিয়া আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিল। আর সেই সমাজ সংস্কারক ও এহেন ব্যারিষ্টার রত্নকে অর্দ্ধেক রাজত্ব অভাবে দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ও এক কন্যা একসঙ্গে উৎসর্গীকৃত করিয়া কৃতার্থ হইলেন। টাকাটা পাইয়া একবারমাত্র দুর্ব্বল হৃদয়টা বলিয়া উঠিয়াছিল, ইহার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা কিশোরীকে দিলে ভালো হয়, কিন্তু দৃঢ়মন মিঃ চাটার্জ্জি হৃদয়ের এ দুর্ব্বলতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তিনি তাহাকে খুব একটা চোখ রাঙাইয়া, কোম্পানীর কাগজখানিকে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কারাগারে আবদ্ধ করিলেন।

বনবিহারীর বিলাত যাত্রার পর বারো-বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কিশোরী এখন চার পাঁচটী কন্যাপুত্রের পিতা। তাহার প্রথম সন্তান শৈলবালা এখন ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কিশোরী, বিবাহের উপযুক্তা।

বনবিহারীর সহসা ইংলণ্ড গমন ও সঙ্গে সঙ্গে কিশোরীর দরিদ্রতায় সকলেই বুঝিয়াছিল, চতুর বনবিহারী সরল কিশোরীর সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে। গ্রামে সে কথা লইয়া অনেকে বলাবলি করিত, অনেকে বলিত "এখন সে তো ইচ্ছা করিলেই পাঁচ হাজার টাকা অনায়াসেই দিতে পারে। এখনকার বাজারে তিন চারটী মেয়ের বিয়ে দিতেই বেচারা মারা যাবে। কি অকৃতজ্ঞ লোক।" পাঁচ হাজার টাকায় জমীদারি বন্দকের কথা সকলেই জানিত, সকলেই বনবিহারীর বিপক্ষছিল। কেবল কিশোরী প্রাণপন চেষ্টায় সে কথা ঢাকিবার চেষ্টা করিত; সে যেন তাহারই অপরাধ। অবশেষে একদিন রমাও স্বামীকে নির্জ্জনে বলিল "মেয়ে তো আর রাখা যায় না, টাকা সে তো দেবে বলেছিল, না হয় একখানা চিটি

লিখেই দেখ না একবার। বোসপাড়ায় বাঁড়ুয্যেরা পছন্দ করে গেল, এখন কত টাকা চাইবে, কে জানে?

শান্ত ধীরস্বরে কিশোরী বলিল "আমি যে, টাকা তাকে দান করিয়াছি, আর কেউ না জান্‌লেও তুমি তো সে কথা জানো বমা। শৈলর যদি কপালে থাকে, তবে বিনা পয়সাতেই আমি সুরেশকে জামাই পাব।

সত্যই শৈলর অদৃষ্ট মন্দ ছিল না। সুরেশের পিতা, বিনা সুবর্ণেই যে সুবর্ণ-প্রতিমা আদর করিয়া গৃহে লইয়া যাইলেন।

শ্রীলতিকা দেবী।

শোক সংবাদ।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বামাবোধিনীর পুরাতন লেখিকা শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠাচন্দ গত ১৭ই চৈত্র ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ স্বর্গীয় মহেন্দ্রচন্দ্র চন্দ মহাশয়ের পত্নী; ইহারা স্বামী স্ত্রী উভয়েই বামা-বোধিনীর হিতাকাঙ্ক্ষী লেখক লেখিকা ছিলেন। শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠাচন্দের তিরোধানে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। বিধাতা তাঁহার পিতৃমাতৃহীন সন্তানদের প্রাণে সান্ত্বনা দান করুন।

আমরা আজ গভীর দুঃখের সহিত আর একটী শোক সংবাদ প্রকাশ করিতেছি বামা-বোধিনীর অন্যতম প্রধান লেখিকা ও পরম হিতাকাঙ্ক্ষিণী দেবী স্বর্ণপ্রভা বসু ইহলোকের সকল শোক যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া গত ৩০এ এপ্রেল ১৭ই বৈশাখ মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় পাঁচটী পুত্র ও একটীমাত্র কন্যা এবং বহু আত্মীয়স্বজনকে গভীর শোক-সাগরে ভাসাইয়া শান্তিময় অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। বামাবোধিনীর পাঠকপাঠিকাগণ সকলেই ইহাকে বিশেষভাবে জানেন; ইনি স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী। আজীবন ইনি বামাবোধিনীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন, শত রোগ শোকের মধ্যেও বামাবোধিনীর প্রতি ইহার অনুরাগের বিন্দুমাত্র লাঘব হয় নাই। একসময় যাঁহাদের সুলেখনী দ্বারা বামাবোধিনী গৌরবান্বিতা ছিল তাঁহারা একে একে সকলেই প্রস্থান করিতে-ছেন। আমরা আজ শোকার্ত্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাইতেছি, ভগবান তাঁহাদের শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 658. June, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫। জুন, ১৯১৮।	১১শ কল্প।
৬৫৮ সংখ্যা।		৩য় ভাগ।

উষা-সঙ্গীত।

মিশ্র টোড়ি—একতালা।

জাগ জাগ সবে জাগ রে!

মধুর আহ্বান তাঁর এসেছে যে, বারেক শুনো ঐ শুনো রে।

মাতিয়া প্রাণে পবিত্র মনে, সানন্দে ধরা ভাসাও রে।

ঘুম-ঘোরে না রহিয়ে অচেতন, ফেল ভেঙ্গে মোহের স্বপন রে!

অনুরাগে ভরে আপন হৃদয়ে ব্যস্তভাবে তাঁরে ডাক রে!

প্রেম-মকরন্দের প্রেম আনন্দে হয়ে মত্ত সদা মজ রে।

সবে এস এস ও পদারবিন্দে, হও মগন প্রেম-ভরে রে।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

১´ ২ ০ ৩।

II সা -দা দপা। পা মজ্ঞা মা। পণদা -া -া। পা -া -া I
জা গ জা০ গ স০ বে জা০০ ০ গ রে ০ ০

১´ ২ ০ ১

I সা সা সা। দা দা পা। মা পজ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞঋা ঋা -সা I
ম ধু র আ হ্বা ন তাঁ র০ এ সে০ ছে যে

১´ ২ ০ ৩

I সা সা মা। মা মা মপা। জ্ঞমা -জ্ঞা -পমা। পা -া -া I
বা রে ক শু নো ঐ০ শু০ ০ ০নো রে ০ ০

১´ ২ ০ ৩
I পা দা দা। র্সা -া ঋর্সা। ণা র্সণা ণদা। দণদ। -াপ পা I
মা তি য়া প্রা ০ ণে ০ প বি ০ ত্র ০ ম ০ ০ ০ নে

১´ ২ ০ ৩
I পা ণদা দপা। পা মজ্ঞা মা। পণদা -া -া। সা -া -া II
সা ন ০ ন্দে ০ দ ন ০ ভা সা ০ ০ ০ ধ রে ০ ০

১´ ২ ০
II সা সা I { সা সা দা। দা দা পা। মা পজ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞঋা ঋসা সা I
ঘু ম ঘো রে না ব হি যে অ চে ০ ত ন ০ ফে ০ ল

১´ ২ ০ ৩
I সা সা সমা। মা মা মপা। জ্ঞমা -জ্ঞা -পমা। পা -া -া I
ভে ঙ্গে মো হে র স্ব ০ প ০ ০ ০ ন রে ০ ০

১´ ২ ০ ৩
I পা দা র্সা। র্সা র্সা ঋর্সা। ণা র্সণা ণদা। দণদা দপা পা I
অ ম্ব বা গে ভ রে ০ আ প ০ ন ০ হৃ ০ ০ দ ০ য়ে

১´ ২ ০ ৩ ৩
I পা পণদা দপা। পা মজ্ঞা মা। পণদা -া -া। (পা সা সা)। I পা -া -া I
ব্য স্ত০০ ভা০ বে তাঁ০ রে ডা০০ ০ ক রে "ঘু ম" বে ০ ০

১´ ২ ০ ৩
I { দা দা দা। র্সা র্সা -া। র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা -া I
প্রে ম ম ক র ন্ দেব প্রে ম আ ন ন্দে

১´ ২ ০ ৩
I দা দা না। র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা। র্জ্ঞা -র্ঋা র্সা। র্ঋা -া র্সা। I
হ য়ে ম ত্ত স দা ম ০ জ রে ০ ০

১´ ২ ০ ৩
I পা ণা দা। দা পা মজ্ঞা। মা ণদা দা। র্সনা র্সা র্সা I
স বে এ স এ স ও প ০ দা র ০ বি ন্দে

১´ ২ ০ ৩
I পা পণদা দপা। পা মজ্ঞা মা। পণদা -া -া। সা -া -া II II
হ ও ০ ০ ম ০ গ নপ্রে ম ভ ০ ০ ০ রে রে ০ ০

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২৪)

কার্ত্তিক-প্রভাতের শৈত্য-জড়তানাশী খররৌদ্র তখন বেশ জোরে জ্বলিয়া মধ্যাহ্নের আধিপত্য ঘোষণা করিতেছিল। দ্বিপ্রহরের পথে বহু লোক ব্যস্তভাবে যাতায়াত করিতেছিল। নমিতা ও স্থরসুন্দর পথ হাঁটিয়া নীরবে চলিতে চলিতে নমিতাদের বাড়ীর কাছে আসিয়া পৌঁছিল।

স্থরসুন্দর একটু পশ্চাতে থাকিয়া, খুব ধীরে ধীরে আসিতেছিল; পশ্চাদ্বদ্ধ হস্তে মাথাটি সাম্‌নে ঝুঁকাইয়া, গভীর চিন্তাকুল বদনে সে চলিতেছিল। বারেণ্ডার সিঁড়িতে উঠিতে উদ্যতা নমিতা বিদায়-সম্ভাষণের জন্য দাড়াইল। অন্যমনস্ক স্থরসুন্দর তাহা লক্ষ্য করিল না; নিঃশব্দে যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। বিপন্ন হইয়া নমিতা একটু কাশিয়া বলিল, "তা হ'লে, আজই আপ্‌নি বাড়ী চল্লেন? কত দিনে ফিরবেন?"

স্থরসুন্দর থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। ইহার মধ্যে কখন্ যে এতটা পথ আসিয়া পড়িয়াছে, সেটা সে আদৌ অনুভব করিতে পারে নাই! অপ্রতিভ হইয়া সে একটু হাসিল ও নমিতার নিকটস্থ হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, আজই যাব। কত দিনে ফিরব, ঠিক্ নাই। ভাইটির অবস্থা দেখে সে ব্যবস্থা স্থির হবে।—মিস্ মিত্র!" স্থরসুন্দর আরও একটু নিকটে আসিল, সম্ভ্রম-নত দৃষ্টিতে ভূমির পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মিস্ মিত্র, আপনাকে আজ একটি কথা বল্‌তে চাই, অনুমতি দিন্—।"

স্থরসুন্দরের মুখে "আজ একটি কথা"—নমিতার কানে আজ হঠাৎ অত্যন্ত অদ্ভুত, নূতন ও বিশেষত্বপূর্ণ ঠেকিল! মনটা কেমন শঙ্কিত হইয়া উঠিল! সন্দিগ্ধভাবে একটু ইতস্ততঃ করিয়া, স্থরসুন্দরের শান্ত ম্লান মাধুরী-বিকশিত নম্র মুখখানির পানে সে একবার মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ কটাক্ষে চাহিল;—তখনই তাহার দৃষ্টি বিশ্বস্ত আশ্বাসে করুণা-কোমল হইয়া আসিল; ধীরভাবে বলিল, "বল্‌বার মত কথা হয়, অবশ্য বল্‌তে পারেন্; বৈঠকখানায় আসুন্।"

"না, আমি এইখানে থেকেই কথা শেষ করে যাই,—" এই বলিয়া স্থরসুন্দর দৃষ্টি তুলিয়া নমিতার পানে চাহিল এবং ব্যথিত ভাবে একটু হাসি হাসিয়া বলিল, "চারিদিকে ক্রমাগত বীভৎস অবিশ্বাসের চেহারা দেখে, এক এক সময় নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি—নিজেকেও ভয় করতে বাধ্য হই!—আজ আপনার কাছে তাই ক্ষমা চাইছি, আমার সে অপরাধ ভুলে যাবেন। সে-দিন ঝোঁকের মাথায় অনেকগুলো শক্ত কথা বলে ফেলেছি; আপনার মনে নিশ্চয় আঘাত লেগেছে। নিজের রূঢ়তায় আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছি।—মিস্ মিত্র, তারপর আমি আর ক্ষমা চাইবার সুযোগ পাই নি; সেজন্যে ভারী দুঃখিত ছিলুম্।—আজ বল্‌ছি, আমায় ক্ষমা করবেন্।"

নমিতার মনে হইল এমন আন্তরিকতা-পূর্ণ সুগভীর বেদনার স্বর সে বহু—বহুদিন শুনিতে পায় নাই, আজ শুনিল! বিস্ময়াবিষ্ট

পুলকের সহিত, একটা বেদনার আঘাত গিয়া তাহার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিল! নমিতার ইচ্ছা হইল, সে স্পষ্ট প্রতিবাদের সুরে বলিয়া উঠে,—'না, ইহা সৌজন্যের নামে অন্যায় অসৌজন্য হইতেছে। সুরসুন্দরের মত হিতাকাঙ্ক্ষীর ত্রুটি ক্ষমা করিবার ক্ষমতা তাহার নাই.........!'

সোজা হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সুরসুন্দরের মুখের উপর অসঙ্কোচ স্থিরদৃষ্টি স্থাপন করিয়া নমিতা বলিল, "মানুষের মুখের কথায় ভয় পেয়ে, আমিও অনেক সময় মনের জোর হারিয়ে ফেলি, সাহসের অভাবে অনেক অপরাধজনক আচরণ করি; অনেককে মিথ্যা অবিশ্বাস করে, মনস্তাপ পাই। আমার মহাদুর্ব্বলতা আছে, জানেন্। যে যা বুঝিয়ে দেয়, সরল বিশ্বাসে সব সত্য বলে অকপটে মেনে নিই; কিন্তু নির্ব্বোধ হ'লেও আমার মন বক্র-কুটিল নয়, এটা নিশ্চয় জান্‌বেন। মিথ্যার ভুল খুব শীঘ্রই বুঝ্‌তে পারি।—আপনি ক্ষমা'র কথা বলবেন্ না, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।—আপনার মন যে কত উঁচু, তা আমি খুব—খুব ভাল রকমেই জেনেছি। আর কথা বাড়ান নিষ্প্রয়োজন!"

সনিঃশ্বাসে ম্লান হাসি হাসিয়া সুরসুন্দর নমস্কার করিয়া বলিল, "তবে বিদায় হই। সত্যই, কিছু মনে কর্‌বেন না যেন।"

প্রশান্ত স্নেহের হাসিতে নমিতার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে সে বলিল, "মনে কর্‌তে বারণ করেন, কর্‌ব না;—কিন্তু, না না, কিছু মনে কর্‌ব বৈ কি! আপনার অমায়িকতা, উদারতা, সহোদরের মত স্নেহানুগ্রহ, সে সব কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখ্‌ব, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, বাড়ী গিয়ে সব ভাল দেখে, আবার শীঘ্র ফিরে আসুন্।"

"আসি তবে—।" প্রস্থানোন্মুখ সুরসুন্দর দুই পদ অগ্রসর হইয়া, সহসা আবার ত্রস্ত ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল। শুষ্ক মুখে একটু উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল ভাবে, কি যেন কিছু বলিবার জন্য ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। নমিতা সস্মিত মুখে বলিল, "কোন দরকার আছে?"

"হাঁ,—দেখুন, হাস্‌পাতালের নার্স, কম্পাউণ্ডার বিশেষণ ছাড়া আমাদের আরো কিছু স্বতন্ত্র বিশেষ্য আছে,—তারই অধিকারে—।" সহসা কথাটা সাম্‌লাইয়া লইয়া, সুরসুন্দর মুহূর্ত্তের জন্য নীরবে কি ভাবিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, "অনধিকার চর্চ্চার স্পর্দ্ধা ক্ষমা কর্‌বেন। আর একটি কথা বলে যাই, করমগঞ্জ থেকে আপনি বদলী হ'বার দরখাস্ত করুন্; আর এখানে থাক্‌বেন্ না।"

নমিতা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। ক্ষণ-পরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আপনিও তাই বলেন্? ধন্যবাদ!—স্মিথ্‌কে বল্‌বেন্ না, আমি আগেই সে চেষ্টার আরম্ভ করেছি। করমগঞ্জের জল-হাওয়া আর আমার সইছে না!—"

"এ সইবার নয়" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া সুরসুন্দর অগ্রসর হইল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ নমিতা চাহিয়া রহিল; তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঈষৎ হাসিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমাদের দৌরাত্ম্যও বড় সহজ নয়! কাল রাতে কি ভয়ানক গোয়েন্দা-

গিরিই করা হোল! ছিঃ!—কিন্তু ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, আমি বেঁচে গেছি! ডাক্তার মিত্রের সাধুতা হত্যাকারীর উৎকোচ-মূল্যে বিক্রীত হয়, আমি জান্‌তুম না!—এই জান্‌লুম। এবার ওঁর চরিত্রকে শ্রদ্ধা করার দায় থেকে আজ একেবারে নিষ্কৃতি পেয়েছি। আঃ! কি মুক্তি রে!—”

হর্ষোৎফুল্ল মুখে মা'র ঘরে আসিয়া মেজের উপর ধূলার মাঝেই হাত-পা ছড়াইয়া, শুইয়া পড়িয়া নমিতা শ্রান্তি অপনোদনের অছিলায় রোগীর বাড়ীর গল্প আরম্ভ করিল। কিন্তু সেখানে সমি-সুশীল ছিল না; সুতরাং, গল্প তেমন জমাইতে পারা গেল না। বেলা হইয়াছে বলিয়া মাতাও স্নানাহারের তাড়া দিলেন। অগত্যা নমিতা উঠিল, টাকাগুলি গণিয়া মাতার কাছে রাখিয়া সে বলিল, “মা, খুচ্‌রো খরচের জন্য এক এক সময় আমার বড় মুস্কিল হয়। এবার থেকে, বেশী নয়—দু'টি করে টাকা আমায় দেবেন্।”

মা একটু হাসিয়া বলিলেন, “তা'র জন্যে অত মিনতি কেন? সত্যি, আমার হাতে সব সময় পয়সা-কড়ি থাকে না; আমি বুঝ্‌তে পারি, তোর কষ্ট হয়। দু'টাকা নয়, তুই পাঁচ টাকা করে নিয়ে রাখ্, যা খরচ হয়—।”

নমিতা বাধা দিয়া বলিল, “না, মা, আমার হাত ভয়ানক পিছল্, যা দেবেন্, সব খরচ করে নিশ্চিন্ত হব!—আমার অভ্যাস ত জানেন্। দু'টাকাই ভাল।—লছ্‌মীর মার কাছে রেখে দেবেন্, সময়ে সময়ে খুচ্‌রা দরকারে ওর কাছে চাইলেই পাওয়া যায়।”

মা একটু হাসিয়া বলিলেন, “যেমন কাল রাত্রে পাওয়া গেল! ছিঃ, তুই দিনে দিনে কি হচ্ছিস্ রে নমি? দুধের জন্যে লছ্‌মীর মার কাছে পয়সা ধার কর্‌লি! আমার কাছে চাইলে, বুঝি, পেতিস্ না?”

নমিতা চৌকাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অপ্রস্তুত হাস্যে বলিল, “আমার সাহস হোল না, মা!.....আপনি ত শেষে দুধও আন্‌তে দিতেন না?”

নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাতা বলিলেন, “তা দিতে পার্‌তুম্ না বাছা! যে কষ্টের পয়সা! —এই অনিদ্রায় অনাহারে!—”

বাধা দিয়া নমিতা সজোরে বলিল, “ঐঃ! না খাটলে কি পয়সা পাওয়া যায় মা? স্মিথ্ এই বুড়ো বয়েসে যে খাটুনী খাটেন্, দেখ্‌লে অবাক্ হ'তে হয়! আমাদের এ ত সুখের দশা!” এই বলিয়া কৈফিয়ৎ শেষ করিয়া নমিতা স্নান করিতে গেল।

আহারান্তে খুব এক চোট্ নিদ্রা দিয়া, বৈকালে সাড়ে তিন্‌টা বাজিতেই, নমিতা বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। কাল হইতে হাস্‌পাতাল যাইতে হইবে। নমিতা ময়লা জামা-কাপড় বদলাইয়া ফর্সা কাপড়-চোপড় ঠিক্ করিয়া রাখিল। তারপর সে জুতা ব্রুস্ করিতে বসিল। সময় থাকিলে, নমিতা নিজ-হাতেই এ-সব কাজ করিত। শুধু নিজের নয়, ভাই-বোন্ সকলেরই জুতা সে পরিষ্কার করিত,—তাহাদের দ্বিধা আপত্তি গ্রাহ্য করিত না।

আজ বিমল এখনও বিদ্যালয় হইতে আসে নাই, সুশলীও জুতা পায়ে দিয়া কোথায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, তাই তাহাদের জুতা পাওয়া গেল না। সমিতা সেইমাত্র স্কুল হইতে আসিয়া ঘরে ঘরে বিছানা করিয়া

ও ঝাঁট দিয়া বেড়াইতেছিল; নমিতা নিঃশব্দে তাহার জুতা সংগ্রহ করিয়া আনিল।

অল্পক্ষণ পরে সুশীল আসিয়া সেখানে পৌঁছিল। নমিতার সম্মুখে জুতা-মণ্ডিত চরণ-যুগল ছড়াইয়া বসিয়া, বিনা দ্বিধায় মন্তব্য প্রকাশ করিল, "আমার জুতোয় ধূলো লেগেছে —।"

নমিতা হাসিয়া বলিল, "অর্থাৎ, বুঝেছি। —খুলে দাও—।"

সুশীল বলিল, "কাল মেজ-দা ক্রুস্ করে দিয়েছে;—আজ আবার।-- তা তুমি দেবে দাও।"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া নমিতা কপট ব্যঙ্গে বিনয়ের স্বরে বলিল, "আপত্তি কর্‌বার কিছুই নাই! আহা! কি চমৎকার করুণা-বর্ষণ!—বাস্তবিক, সুশীল, তোর ঐ খাতিব-নদারৎ চাল-টা রীতি বিগর্হিত অশিষ্টতা হ'লেও, আমার কিন্তু ভারী ভাল লাগে, ভাই! কিন্তু তাই বলে, এটা যেন সব জায়গায় অমন অম্লান-বদনে চালাস্ নে!--"

সুশীলের সপ্রতিভ-গাম্ভীর্য্যটা একটু ম্লান হইয়া গেল। আবার গ্রহের ফের—ঘরের শত্রু 'ছোড়্‌দি'ও সেইসময় সেখানে আসিয়া পড়িল। সুশীল একটু বিশেষ রকম ভাবিত হইল। সুশীলের ব্যবহার ছোড়্‌দির কর্ণগোচর হইলেই, সে এখনই নির্ম্মম পরিহাসে তাহাকে অপদস্থ করিবে!—বিপন্ন সুশীল ব্যস্তসমস্ত হইয়া, তাড়াতাড়ি কোন একটা কথা ফেলিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে চাপা দিবার জন্য স্মৃতির ভাণ্ডার হাত্‌ড়াইয়া একটা নূতন খবর টানিয়া আনিল; পরম আশ্চর্য্যভাবে বলিল, "দ্যাখো ভাই দিদি.—আজ দুপুরবেলা 'কিশোরের বাবা বাইরে এসে, শঙ্করকে ডেকে কি সব জিজ্ঞাসা করছিলেন, আর বোধ হয়, বক্‌ছিলেন না কি জানি নে, এম্নি করে বাঁ-হাতের ওপর ডান-হাত ঠুকে ঠুকে ধমক্ দিয়ে বল্‌ছিলেন, "মকস্ কর, মকস্ কর, সাচ বোলো—।"

নমিতা হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, "মকস্ কি রে?"

উত্তেজিত হইয়া সুশীল, নিজের হাতে সজোরে চপেটাঘাত করিতে করিতে বলিল, "হ্যাঁ গো, ঠিক্ এম্নি করে বল্‌ছিলেন, মকস্ কর—"

সমিতা কাছে আসিয়া বলিল, "কি হয়েছে?"

সুশীল তৎক্ষণাৎ তাহাকেই সাক্ষী মানিয়া বসিল; মাথা নাড়িয়া আগ্রহে বলিল, "না ভাই, ছোড়্‌দি? তুমি যখন স্কুল থেকে আস, তখন কিশোরের বাবা, ঐ ডাক্তার মিত্রি গেল—তিনি ওবারের বারেণ্ডায় দাঁড়িয়ে শঙ্করকে কি সব বল্‌ছিলেন? আর এম্নি করে চাপ্‌ড়ে বল্‌ছিলেন না?—মকস কর—?"

"মকস!"—সমিতার ওষ্ঠপ্রান্তে স্বচ্ছ বিদ্রূপের নৃত্য-লীলা অসংবরণীয় উল্লাসে চঞ্চল হইয়া উঠিল। অতিকষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া সে পরমগম্ভীর মুখে পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, "কি বল্‌ছিলেন? মকস্ কর?"

ছোড়্‌দির মুখে গাম্ভীর্য্যের মাত্রাটা অত্যধিক দেখিয়া সুশীলের একটু শঙ্কা হইল; কণ্ঠস্বর খাটো করিয়া বলিল, "মকস্ নয়?"

সমিতার ইচ্ছা হইল, সেইখানে গড়াগড়ি

দিয়া, খুব উচ্চ উচ্ছ্বাসে হাসিয়া লয়! কিন্তু নমিতার সামনে ততদূর ধৃষ্টতা-প্রকাশ নিরাপদ্ নহে বলিয়া, যথাসাধ্য সংক্ষেপে সে পর্ব্বটা সমাধা করিয়া ক্ষান্ত হইল; তারপর বলিল, "ওরে মুখ্খু, তিনি মকস্ বলেন নি; বলছিলেন, "কসম্ খা'কে সাচ্ বোলো।—"

সু। "কসম্! হ্যাঁ হ্যাঁ,—কসমই বটে!—"

আবার এক প্রস্থ হাসির অভিনয় হইল। নমিতা ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া দুইজনকে ঠাণ্ডা করিয়া বলিল, "আসল কথাটা কি বল্? কিসের জন্যে কসম খাওয়া? কি বল্ছিলেন তিনি?"

"আমার কাছে শোনো,—" এই বলিয়া সমিতা জাঁকাইয়া বসিয়া গল্প সুরু করিল। "আমি শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করেছি। শঙ্কর বল্লে, 'ডাক্তারবাবু সেই ঠাকুরের কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন। অনেক রকম করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, অনেক কথা তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন।' কিন্তু শঙ্কর তারে-বাড়া শয়তান; ও কিচ্ছু স্বীকার করে নি; সাফ জবাব দিয়েছে, 'না হুজুর, আমি কাউকে চিনি না। কে একটা গরীব লোক অসুখ নিয়ে এসেছিল, সে আপনিই আবার চলে গেছে...।' তারপর ডাক্তারবাবু আরো অনেক কথা বলেছেন, 'কে তা'কে দেখ্তে আস্ত? স্নিগ্ধ আস্তেন কি না? সুরসুন্দর কখন্ কখন্ আস্ত? রাত্রে কত রাত অবধি থাক্ত? এখানে ঘুমাত, না, গল্প করত?' এই সব। বাপ্, যেন পাহারাওলার ধমক! দেখ্তে যদি দিদি!—আবার আমি স্কুল থেকে আস্ছি,—তিনি অমনি ধূম্রলোচনের মত কটমটে চোখ বার করে এমন চাইছিলেন, আমার ত দেখে প্রাণ খাঁচা-ছাড়া হয়ে গেছ্ল!"

"হুঁ—" বলিয়া নমিতা জুতায় ব্রাক্সো মাখাইয়া সজোরে ক্রস্ ঘসিতে লাগিল। গভীর অন্যমনস্কতায় তাহার মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল!

সমিতা শ্রোতা সুশীলকে লক্ষ্য করিয়া নিরঙ্কুশ সমালোচনা শুনাইয়া যাইতে লাগিল, —"যাই বল বাপু, উনি অত লেখাপড়া শিখেছেন, কিন্তু ভারী অসভ্য লোক!—ও কি! পরের চর্চ্চা নিয়ে অত থাকেন্ কেন? ওঁর লজ্জা করে না? সুরসুন্দর কম্পাউণ্ডার আমাদের বাড়ীতে রোগী দেখ্তেই আসুক্, আর গল্প করতেই আসুক্, আর ঘুমাতেই আসুক্, ওঁর তাতে অত হিংসে কেন? কি বল্তে ইচ্ছে হয়, বল দেখি, দিদি!"

দিদি সে-সম্বন্ধে কোন সদ্যুক্তি নির্দ্ধারণের চেষ্টামাত্র না করিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞাপূর্ণ স্বরে বলিল, "বল্তে দে, বল্তে দে;—ওঁকে চিনে নিয়েছি। ওঁর চোখ্-রাঙানিতে ভয় খাই নে আর!—প্রত্যেক ঘটনায় ওঁর মনের আসল চেহারাটা যতই দেখ্তে পাচ্ছি, ততই ওঁর ওপর হতশ্রদ্ধ হচ্ছি। উনি যে কি পদার্থ—!"

বাকী কথা অসমাপ্ত রাখিয়া নমিতা ঘ্যাস-ঘ্যাস্-শব্দে সজোরে ক্রস ঘসিতে লাগিল। রাগে তাহার মুখখানা লাল টক্‌টকে হইয়া উঠিল!

গতিক ভাল নয় দেখিয়া সমিতা উঠিয়া পড়িল। সুশীল জুতার জন্য যাইতে পারিল না; চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেও তাহার কষ্ট হইতে লাগিল। একটু উস্‌খুস করিয়া ধীরে ধীরে সে বলিল, "দিদি আর একটা কথা শুনেছ? কিশোরের মা'র ভারী অসুখ—।"

নমিতা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কিশোরের মা ?—ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ?—সেই তিনি ? কি হয়েছে তাঁর ?"

দুঃখিতভাবে সুশীল বলিল, "কিশোর বল্‌ছিল, ভারী অসুখ তাঁর ; দু'তিন দিনের মধ্যেই, বোধ হয়, মারা যাবেন।"

"দূর্‌, তাই কি হয় !—বাইবে—অন্ততঃ স্মিথের কাছেও নিশ্চয় শুন্‌তে পেতুম।" কথাটা বলিতে বলিতে নমিতা থামিল, একটু ভাবিয়া বলিল, "তাও হ'তে পারে ; স্মিথ্‌ হয় ত জানেন না ! কিন্তু কাল সন্ধ্যাব সময় ডাক্তার মিত্র এলেন্‌, কই, তিনিও ত,— ।" নমিতা আবাব থামিল ; ক্ষণেক নীরব থাকিয়া জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। দন্তে অধর-দংশন করিয়া আপন-মনেই সেষের স্বরে নমিতা বলিয়া উঠিল, "হবে ! আশ্চর্য্য নাই। মহাপুরুষ হয়ত বাড়ীব এ সব বাজে খবরে কানই দেন না ! হ্যাঁ রে সুশীল, কি অসুখটা জানিস ?"

সুশীল বলিল, "কি জানি? কিশোর বল্লে, মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠ্‌ছে, আরও কি সব ! এখন বিছানা থেকে উঠ্‌তে পার্‌ছেন না।"

নমিতার ক্রুস-মার্জ্জনা আব চলিল না ; সে জুতা-জোড়াটা সুশীলের সাম্‌নে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই নে, যা হোল, আর পারি নে।" তাবপব ব্রস্কো, ক্রুস প্রভৃতি তুলিয়া রাখিয়া হাত-মুখ ধুইতে সে তাড়াতাড়ি কুয়াতলায় চলিয়া গেল।

আধ-ঘণ্টার মধ্যে চুল পরিষ্কার করিয়া, জামা-কাপড় পরিয়া নমিতা বাড়ী হইতে বাহির হইল। সমিতাকে বলিল, "আমি সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যেই ফির্‌বো। সেই সময় চা করিস্‌।" (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

গান।

(ইমন কল্যাণ --ঝম্পক)

আঘাত করে' বাঁচাও আমায়,
দাও আমারে প্রাণ,
পলে পলে সইবো কত
মৃত্যু অবমান !
এম্‌নি করে দিনে দিনে,
মৃত্যু আমায় লয় যে চিনে,
এই মরণ হ'তে বাঁচাও আমায়,
দাও বেদনা-দান !

অম্‌নি তুমি দহন জ্বেলে
বিদ্ধ কর বজ্র-শেলে,
মেরে মেরে বাঁচাও আমায়,
আর রেখো না মান !
জাগাও আমায় তোমার কাজে,
সাজাও আমায় বীরের সাজে,
তোমার পায়ে রাখিতে দাও
হৃদয়-হিয়া প্রাণ ॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

পরলোকগতা স্বর্ণপ্রভা বসু।

দিদি পরলোকগতা স্বর্ণপ্রভা বসু আমাদের পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান। আমাদের অগ্রজ এক ভ্রাতা সূতিকা গৃহেই বিনষ্ট হ'ন্। সেই কারণে পিতৃদেব দিদির লালন-পালন ও পরিচর্য্যার দিকে সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। তাহা সত্বেও মাতা-মহালয়ে অবস্থানকালে তিন বৎসর বয়সে দিদি বসন্ত-রোগে আক্রান্তা হন্। পিতৃদেব ৺ভগবান্ চন্দ্র বসু অষ্টাদশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব সহকারে তৎকাল-প্রচলিত সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই বৎসর ১৮৫১ খৃঃ অব্দে কৃতী ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে ঢাকা-নগরীতে যে সভা আহূত হয়, বঙ্গের আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার জন্মদাতা প্রাতঃস্মরণীয় বেথুন তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার মাওবেট পিতৃদেবকে পরিচিত করিয়া দিলে, বেথুন প্রাণপূর্ণ আনন্দে করমর্দ্দন করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া পিতা বাসায় অনেকবার কহিয়াছেন, "মহৎ লোকের জীবনের কি অদ্ভুত শক্তি! বেথুনের আনন্দ-দীপ্ত মুখের দিকে যখন চাহিলাম, তাহার কণ্ঠে যখন উৎসাহ-বাক্য শুনিলাম, সাদর করমর্দ্দনে তিনি যখন আমার সম্বর্দ্ধনা করিলেন, তখন জানি না কেন, বিদ্যুতের মত এই সঙ্কল্প আমার মনে সহসা স্ফুরিত হইল,—"আমি আমার কন্যাদিগকে উচ্চ শিক্ষা দান করিব।" তখন নারীর উচ্চশিক্ষা দূরে থাকুক্, স্ত্রীলোক পুস্তক হস্তে লইলে বৈধব্য-গ্রস্ত হয়, এই সংস্কার দেশবাসী সকলের মনে প্রবল ছিল। যাহা হউক্, বেথুনের করস্পর্শ করিয়া পিতৃদেব কিশোর বয়সে যে উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিলেন, কন্যার জনক হইয়া তাহা ভুলিয়া যান নাই। বিদ্যাশিক্ষার উপযোগী বয়স হইলে তিনি দিদির শিক্ষারম্ভ করিলেন। তখন কন্যাদিগের বিদ্যালয় ছিল না এবং গৃহে পাঠ করাইবার উপযোগী শিক্ষকও বালিকাদিগের পক্ষে সুলভ ছিল না। এই জন্য তাঁহাকেই দিদির শিক্ষাকার্য্যের ভার অনেক পরিমাণে বহন করিতে হইত। যে শ্রমসাধ্য রাজকার্য্যে পিতা নিযুক্ত ছিলেন, তাহাতে তাঁহার অবসর অতিশয় অল্পই ছিল; কিন্তু তিনি সে অবসরও আনন্দে কন্যার শিক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত করিতেন,—এমন কি রন্ধন-কার্য্যও তিনি স্বয়ং কন্যাকে শিক্ষা দিতেন। এইরূপ যত্ন ও আদরে বর্দ্ধিতা ও শিক্ষিতা হইয়া দিদি অল্প বয়সেই শিক্ষা-সম্বন্ধে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। পিতৃদেব তাঁহাকে যে পুস্তকালয় দান করিয়া-ছিলেন, তাহাতে বঙ্গদেশের সমুদয় খ্যাতনামা উচ্চশ্রেণীর লেখকদিগের গ্রন্থ এবং বিবিধার্থ-সংগ্রহ, সোমপ্রকাশ, এডুকেশন গেজেট, অবলাবান্ধব, বামাবোধিনী প্রভৃতি উচ্চ-শ্রেণীর সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা ছিল। দিদি সে-সকল পুস্তক বহুবার পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে পাঠ করিয়া বঙ্গভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও প্রশংসনীয় লিপিপটুতা অর্জ্জন করিয়া-ছিলেন। একবার পিতৃদেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দিদির পাঠের জন্য কতিপয়

পুস্তকের নাম করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি কহিলেন, "তোমার কন্যা কি কি পুস্তক পড়িয়াছে, তাহা লিখিয়া দিতে বল।" পঠিত পুস্তকের নাম শুনিয়া তিনি কহিয়াছিলেন, "তোমার কন্যার ত পাঠোপযোগী বাঙ্গালা পুস্তক আর নাই দেখিতেছি। এখন উহার সংস্কৃত বা ইংরাজী পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দাও।" তিনি দিদির রচনা পড়িয়া প্রীতমনে তাঁহাকে স্বীয় সমগ্র পুস্তকাবলী পুরস্কার দিয়াছিলেন।

দিদির বিবাহের সময়ে আমাদের দেশে যে প্রবল সামাজিক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, পূর্ব্ববঙ্গের লোক এখনও তাহা ভুলিয়া যান্ নাই। আমার পিতৃবংশ কায়স্থ কুলের সম্ভ্রান্ত কুলীন। আমার পিতামাতা তাঁহাদের জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্য যে জামাতা মনোনীত করিয়াছিলেন, দেশপ্রচলিত জাতি-বিচারের সুদৃঢ় ও অকাট্য নিয়মানুসারে সে-শ্রেণীর পাত্রে আমার পিতার কন্যা-সম্প্রদানের কথা মনে স্থান দেওয়াও উন্মাদ-কল্পনামাত্র। পিতৃদেবকে এই বিবাহ উপলক্ষে বিষম প্রতিকূলতা, তীব্র প্রতিবাদ ও অপরিসীম সামাজিক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কন্যার ভবিষ্যৎ কল্যাণের দিকে চাহিয়া সে সমুদয় কষ্ট অকুণ্ঠ সাহস ও অপরাজিত চিত্তে বহন করিয়াছিলেন। পিতা আমাদের কহিতেন, "তিন গ্রামের লোক যখন এই বিবাহ উপলক্ষে আমার বিরুদ্ধে উত্থান করিল, তখন সকলের তীব্র প্রতিকূলতার মধ্যে এই বিবাহ সম্পন্ন করিলাম বটে, কিন্তু বিবাহ-শেষে ইহা সুস্পষ্ট অনুভব করিলাম যে, প্রাচীন সমাজে আমার আর স্থান নাই; তথা হইতে আমি চিরজন্মের মত বহিষ্কৃত হইয়াছি।" এই আন্দোলন যে কতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহা একটী ঘটনায় সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার শিলং নগরে গিয়াছিলাম। কোন সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবারে সাক্ষাৎকার করিতে গেলে, গৃহকর্ত্রী আমাকে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কি বলিতে পারেন, কেন আপনার পিতার মত সম্ভ্রান্ত কুলীন এমন স্থানে জ্যেষ্ঠা কন্যা সম্প্রদান করিলেন?" মহিলার বচন-ভঙ্গীতে আমি অতিশয় ক্ষুণ্ণ ও বিস্মিত হইয়াছিলাম। বিবাহের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থানে এই প্রশ্নে আমি বুঝিলাম, ঘটনাটী সেই সময়ে কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল। বিবাহের অল্প কয়েক বৎসর পরে আনন্দমোহন বসু মহাশয় শিক্ষা-সমাপ্তির উদ্দেশে ইংলণ্ড গমন করেন। পিতৃদেব তখন গৃহে দিদির ইংরাজী শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তাহার পর কুমারী এক্রয়েড ও পরে মিসেস্ বিভারিজ বয়স্থ নারীগণের জন্য কলিকাতায় হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করিলে, দিদি তথায় শিক্ষার্থে প্রেরিত হন্।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা অনেক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এখন বৎসর বৎসর বহু রমণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিতেছেন। দিদি সে-শ্রেণীর উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হন্ নাই। কিন্তু যাহাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে, তিনি তাহা লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের ত কথাই নাই, ইংরাজী ভাষায়ও তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। সভ্যজগতের সকল উন্নতির সঙ্গে

তিনি সুপরিচিত ছিলেন। বস্তুতঃ বিধাতা যে অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষের সহিত তাঁহাকে মিলিত করিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে আনন্দমোহন বসু মহাশয় ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। আসিয়াই তিনি দেশহিতকর বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন্। দিদি তদবধি পতির সহযোগিনী-রূপে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইলেন। তাঁহাদের গৃহ দেশের সকল বিভাগের উন্নতিশীল নেতৃগণের মিলনক্ষেত্র হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিশীল দলের ত কথাই নাই; তদ্ভিন্ন পরলোকগত শিশির-চন্দ্র ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গের খ্যাতনামা নেতৃগণ, বোম্বের ডাক্তার আত্মা-রাম পাণ্ডুরাম, সিংহলের রামনাথম ও অরুণা-চলম্ ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি সর্ব্বদা তাঁহাদের গৃহে আসিতেন এবং তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতেন। বাস্তবিক, দিদির ভাল-বাসা আকর্ষণের আশ্চর্য্য শক্তি ছিল। তাঁহাদের সময়ে তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। দিদি ও পরলোকগত দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের প্রথমা পত্নী ব্রাহ্মসমাজে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, উত্তরকালে আর কোন রমণী সেই প্রকার শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন কি না, সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজের সকল কার্য্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন। কোনও ব্যক্তি কোনও সৎকার্য্যে সঙ্কল্প করিলে, তাঁহার নিকট তিনি অকৃত্রিম উৎসাহ ও সহায়তা পাইতেন। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজ ও বঙ্গদেশে মহিলাগণ যে জনহিতকর কার্য্যে অল্পাধিক পরিমাণে অগ্রসর হইতেছেন, স্বর্ণপ্রভা বসু তাহার একজন পথপ্রদর্শক। তিনি যে প্রকার সাহস ও উৎসাহ সহকারে দেশের সেবায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত এখনও বিরল। স্বামীর অনুষ্ঠিত সকল কার্য্যে সহায়তা ব্যতীত তিনি দেশের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইয়াছিলেন। হিন্দু-মহিলা বিদ্যালয় উঠিয়া গেলে উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ যখন বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন তিনি তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। নারীদিগের মধ্যে ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, গৃহকার্য্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার জন্য তিনি বঙ্গ-মহিলা সমাজ নামে একটী সমিতি স্থাপন করেন। এই সমাজ ব্রাহ্মসমাজের রমণীদিগের বহু কল্যাণ সাধন করিয়াছিল। দিদি বহুদিন সম্পাদিকা থাকিয়া তাহার কার্য্যই পরিচালনা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের উদ্দেশে পরলোক-গত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় যে বামাবোধিনী পত্রিকা প্রবর্ত্তন করেন, দিদি তাহার একজন লেখিকা ছিলেন। তিনি অতিসুন্দর বাঙ্গলা লিখিতে পারিতেন। তাঁহার স্বচ্ছ, সরল, আড়ম্বরহীন, চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ-সকল পাঠক-গণের হৃদয় সুমিষ্টভাবে পূর্ণ করিত।

নারীজাতির হিতৈষিণী কুমারী কার্পেণ্টার কলিকাতায় আগমন করিলে, দিদি স্বগৃহে সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করেন। তাহার পর কুমারী কার্পেণ্টারের

মৃত্যু হইলে পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণোদ্দেশে স্মৃতিসভা আহ্বান করিয়া তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, চিন্তাশীলতা, ভাবের গৌরব ও সুমার্জ্জিত ভাষাগুণে তাহা সেই সময়ের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

নারীর কল্যাণের জন্য তিনি আর একটী কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। যদিও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাহা তাঁহার সহৃদয়তা এবং উৎসাহের পরিচয় প্রদান করে। কলিকাতার হতভাগিনী পতিতা রমণীদিগের দুঃখে কাতর হইয়া তিনি স্বামীর সঙ্গে তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহারা দুইজনে, গলিতে গলিতে ইহাদের বাড়ী গিয়া সদুপদেশ দিয়া উহাদিগকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির আর একটি চিহ্ন চিরস্মরণীয় থাকিবার যোগ্য। আমাদের অগ্রজ * বিজ্ঞানের যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, দিদিই সেদিকে প্রথম তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাল্যকালে দিদি ও দাদা পরস্পরের নিত্যসঙ্গী ছিলেন। পরিণত বয়সে দাদা প্রতিশনিবার দিদিদের দমদমার বাটীতে যাইতেন। সেই বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণের ঘাসের মধ্যে একপ্রকার অদ্ভুত উদ্ভিদের প্রতি দিদি দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উদ্ভিদের পত্রগুলি সূর্য্যালোকে কাঁপিতেছিল। দাদা তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তদবধি এ-সম্বন্ধে তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া জড় ও জীবের একজাতীয়তা-বিষয়ক বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

তাঁহার কার্য্য করিবার শক্তিও যথেষ্ট ছিল। যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা সুসম্পন্ন না করিয়া, তাহা ত্যাগ করিতেন না। পরলোকগত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুর পর ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া তিনি বৎসরাধিককাল কি অধ্যবসায়ের সহিত তাঁহার স্মৃতিভাণ্ডার স্থাপনের জন্য অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র তাঁহার অধ্যবসায় গুণেই এই পবিত্র কার্য্যটী সম্পন্ন হইয়াছিল। মেরী কার্পেন্টার ফণ্ডও প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল। সেই ভাণ্ডার হইতে দরিদ্র বালিকাদিগের শিক্ষার সাহায্য হইতেছে।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে দিদি স্বামীর সহিত একত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই ঘটনা তাঁহার জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমভাবে বিদ্যমান ছিল। প্রাণের সমগ্র প্রীতি ও ঐকান্তিক অনুরাগ সহকারে তিনি এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ইহা আমরণ তাহার সমগ্র জীবন অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। ঈশ্বরের উপাসনায় তাঁহার প্রাণের অনুরাগ ছিল; যতদিন শরীর সুস্থ ছিল, স্বামী ও সন্তানদিগের সহিত নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনায় গমন করিতেন। বক্তৃতা ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ শ্রবণে তিনি চিরদিন প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। সন্তানদিগের প্রাণে যাহাতে অল্প বয়সেই নীতির মূল সূত্রগুলি প্রতিষ্ঠা লাভ করে, ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ যাহাতে তাহাদের কোমল প্রাণে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয়, তৎপ্রতি চিরদিন তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত

* স্যর জগদীশচন্দ্র বসু।

শিবনাথ শাস্ত্রী, পরলোকগত উমেশচন্দ্র দত্ত, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়দিগকে ধর্ম্মবন্ধুরূপে পাইয়া তিনি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে ইঁহাদের পূর্ণ আধিপত্য ছিল। ইঁহাদের পরামর্শ ব্যতীত তিনি কোনও গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ও সেবকগণ তাঁহার অতিপ্রিয় ছিলেন; তাঁহারা তাঁহার গৃহে আত্মীয়ের ন্যায় গৃহীত হইতেন এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিতেন। বাস্তবিক, ব্রাহ্মসমাজের সকলে তাঁহার অতিপ্রিয় ছিলেন। তিনি তাঁহাদের সুখে সুখী ও দুঃখে ব্যথা অনুভব করিতেন। শেষজীবনে যখন বাটীর বাহির হইতে পারিতেন না, তখনও গৃহে বসিয়া সকলের সুখ-দুঃখের সংবাদ লইতেন, এবং আশ্চর্য্য স্মৃতিশক্তি-বলে সকল কথাই স্মরণ রাখিতেন।

তাঁহার জীবনে পার্থিব সুখ-সৌভাগ্যের পরিমাণ প্রচুর বিদ্যমান থাকিলেও, জীবনে তাহাকে রোগশোকের দুর্ব্বহ ভার যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং তিনি তাহা ঈশ্বরবিশ্বাসীর ন্যায় অটল ধৈর্য্য ও অপরাজিত সহিষ্ণুতা সহকারে বহন করিয়াছেন। যে ধর্ম্মের আশ্রয়ে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে চিরদিন বিপদে বল ও শোকে সান্ত্বনা দান করিয়াছে। যেদিন বৈধব্যের দারুণ বজ্রপাত তাহার শিরে আসিয়া পতিত হইল, উপস্থিত আমরা সকলে শোকে মুহ্যমান ও বিবশ হইয়া পড়িলাম, কিন্তু তিনি সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে জ্যেষ্ঠপুত্র এবং আমাদের বার বার বলিতে লাগিলেন, "ইঁহার কর্ণে ব্রহ্মনাম কর, তাহাই পরলোকযাত্রী বিশ্বাসী আত্মার একমাত্র পাথেয়।"

জীবনের শেষ কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি শোকের দুর্ব্বিসহ আঘাতে তাঁহার চিত্ত সংসার হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় তিনি কেবল পুস্তক-পাঠে সময় যাপন করিতেন। তিনি যেন উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে দাঁড়াইয়া অনন্ত লোকের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কবে মৃত্যুর দূত আসিয়া তাঁহাকে প্রিয়জনের নিকটে লইয়া যাইবে।

শ্রীলাবণ্যপ্রভা সরকার।

অশ্রু-জীবন।

(অপ্রকাশিত "বৈশাখী" হইতে)

১

হেরিয়া নয়ন-ধারা
কেন তোরা হ'স্ রে ব্যাকুল?
গৌরবেও অশ্রু ঝরে,
তা যে শুধু বুঝে না বাতুল।

চরণে দলিত তৃণ
শোভে যবে পূজারির করে,
ভক্তি প্রেমে পূত হয়ে
অর্ঘ্যরূপে দেব-পদ 'পরে,

৩

তখনি গৌরবে তার
নয়নেতে অশ্রু-ধারা বয়,
দিব্য-আঁখি-হীন ব'লে
মোরা তাহা হেরি না নিশ্চয়।

৪

নির্গুণ শিমুল-ফুল
পদাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন প্রায়,
সহসা পথিক ওই
সযতনে তুলিল আমায়!

৫

মুছায়ে ভবের কালী
হৃদয়েতে করিল ধারণ,
ঢেলে দিল ভালবাসা
সুগভীর সাগর মতন।

৬

ধরায় কণ্টক মোর
পদে বিঁধে, এই ভাবনায়,
সতত শঙ্কিত হয়ে
অহরহঃ রহে ছায়াপ্রায়।

৭

মায়ের মতন স্নেহ
বালকের সোহাগ আদর,
সুহৃদের প্রীতিরাশি
করে দান সে যে নিরন্তর।

৮

একা যে হাজার হয়ে
আজি বিশ্বে পূর্ণ অবতার,
কভু দেব, কভু প্রভু,
কভু সখা, জীবন আমার।

৯

যে ভাবে যখন ভাবি
ভেবে তার পাই নাক ওর,
অসীম অনন্ত সে যে,
অতিতুচ্ছ ক্ষুদ্র হৃদি মোর!

১০

ও-চরণ ধ্যান করে
হই যবে তা'রি মাঝে লয়,
অজ্ঞাতে অতুল হর্ষ
নয়নেতে অশ্রুরূপে বয়।

১১

বদনে সরে না বাণী
হৃদয় যে ভাষা নাহি পায়,
অশ্রুতে বিকাশ হয়,
যে বিভব লভিয়াছি তায়।

১২

এ যোগে শোকাশ্রু নয়,
কেন তোরা ভাবিস্ অমন?
এ অশ্রু মুছায়ে দিলে
নাহি আর রহিবে জীবন।

৺হেমন্তবালা দত্ত।

জীবন।

মানব জীবন, হায় সমাধি-সমষ্টি,
মরণ করয়ে নিত্য জীবনের পুষ্টি!
শৈশব শ্মশান 'পরে কৈশোরের ভিত্তি,
বার্দ্ধক্য বহন করে যৌবনের স্মৃতি!

শ্রীঅমল দত্ত।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

বিহার-প্রদেশ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গয়া (পিতৃগয়া)

গয়া বিহার-প্রদেশান্তর্গত গয়া জেলার প্রধান নগর। ইহা ফল্গুনদী-তীরে অবস্থিত। সহরটী দুইভাগে বিভক্ত; যথা গয়া এবং সাহেবগঞ্জ। পূর্ব্বোক্তটী পুরাতন এবং শেষোক্তটী নূতন সহর। বিখ্যাত বিষ্ণুপদ ও অন্যান্য তীর্থ পুরাতন সহরেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা গয়াওয়াল-ব্রাহ্মণ-দ্বারা একপ্রকার অধিবাসিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নূতন সহরটীতে (সাহেবগঞ্জ) জেলা অফিস, পুলিশ অফিস, স্কুল, হাসপাতাল, ডাক-বাঙ্গলা, লাইব্রেরি, ঘোড়দৌড়ের স্থান ইত্যাদি অবস্থিত। ইংরাজেরা এইখানেই বাস করে। নূতন সহরের মধ্যে পূর্ব্বে জেলখানা ছিল, কিন্তু তাহা এখন দূরে অপসৃত করা হইয়াছে। জেলখানায় ৫৩২ জন কয়েদী থাকিবার স্থান আছে। কয়েদীরা রাস্তা-প্রস্তুতি, তৈল-প্রস্তুতি, দড়ি, নেওয়ার, বাঁশের টুকুরি নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে। পুরাতন সহরটীর রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত, কিন্তু নূতন সহরটীর সে দোষ নাই। সহরটীতে অনেকগুলি ইষ্টক-নির্ম্মিত বাটী আছে। তাহারা প্রায় তিন তালা উচ্চ। ১৮৯১ খৃঃ লোকসংখ্যা ৮০৩৮৩ জন ছিল, কিন্তু প্লেগের আগমনে জনসংখ্যা কমিয়া গিয়া ৭৪২৭৮তে দাঁড়ায়। এতন্মধ্যে হিন্দু ৫৫,২২৩, মুসলমান ১৬,৭৭৮, খ্রীষ্টান ১৫৬ এবং জৈন ১২১ জন।

গয়া অতিপ্রাতন সহর। মহাভারতের বনপর্ব্বের ৯৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, গয়া-নামে জনৈক রাজর্ষি গয়ায় বাস করিতেন। এখানে গয়শির নামে এক পর্ব্বত বিদ্যমান আছে এবং বেতস-পংক্তিশালিনী পুলিন-শোভিতা অতিপবিত্রা মহানদী-নাম্নী একটী স্রোতস্বতী প্রবাহিতা হইতেছে। তথায় মহর্ষি-স্বার্গসেবিত পবিত্রশিখর পুণ্য ধরণীধর ব্রহ্মসর-নামক তীর্থ আছে। যে স্থানে ভগবান্ অগস্ত্য যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যে স্থানে চিরস্থায়ী ধনরাজ স্বয়ং বাস করিয়াছিলেন, যে স্থানে নদী-সকল সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং যে স্থানে পিনাকপাণি ভগবান্ শঙ্কর নিরন্তর সন্নিহিত আছেন, তথায় মহাবীর পাণ্ডবেরা চাতুর্ম্মাস্য ব্রত-সাধনপূর্ব্বক ঋষিযজ্ঞ সমাধান করিয়াছিলেন। যে স্থানে অক্ষয়বট ও অক্ষয় দেবযজন-ভূমি বিরাজমান আছে, পাণ্ডবেরা তথায় উপবাস করিয়া অক্ষয়ফল লাভ করিয়াছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ১০৭ সর্গে গয়ার উল্লেখ আছে। ভাগবত-পুরাণের মতে গয়-নামক জনৈক রাজা ত্রেতাযুগে গয়ায় বাস করিতেন। কিন্তু বায়ুপুরাণের আখ্যায়িকাই জনসমাজের নিকট সমাদৃত। ইহার মতে গয়া-নামক জনৈক অসুর তপস্যা-দ্বারা এরূপ পূত হয় যে, যে তাহাকে স্পর্শ করিত সেই স্বর্গে গমন করিত। যম

দেখিলেন যে, তাঁহার নরক এক প্রকার খালি হইয়া আসিল। তখন তিনি দেবতাদিগের নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ করেন। দেবতারা পরামর্শ করিয়া গয়াক্ষেত্রে গমন করতঃ গয়াসুরের শরীরের উপর যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা প্রকটিত করেন। গয়াসুর সম্মত হইয়া শয়ন করিলে, তাহার মস্তক পুরাতন সহরে যাইয়া পতিত হইল। যম গয়াসুরের মস্তকে ধর্ম্মশীলা-নামক একটি পর্ব্বত রক্ষা করিলেন। কিন্তু তথাপি তাহাকে শান্ত করিতে পারিলেন না। তখন বিষ্ণু গয়াসুরকে বলিলেন যে, "বাপু, তুমি আর নড়িও চড়িও না, তোমার মস্তকস্থিত পর্ব্বতটী পৃথিবীর মধ্যে অতিপূত স্থান বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং দেবগণ এইখানেই বাস করিবেন। স্থানটী গয়াক্ষেত্র নামে পরিচিত হইবে এবং এখানে যাহারা পিণ্ড দিবে তাহারা পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিবে।" বিষ্ণুর কথায় গয়াসুর আশ্বস্ত হইল।

গয়ার বিপুল মাহাত্ম্য বলিয়া ভারতের সকল স্থান হইতেই লোকে এখানে তীর্থ করিতে আসে। গয়াক্ষেত্র বৌদ্ধদিগের মহাশ্মশান এবং হিন্দুধর্ম্মে বিজয়নিশান। আমার মতে গয়াসুরের বৃত্তান্ত রূপকমাত্র। বৌদ্ধগণ মোক্ষকে অত্যন্ত সহজলভ্য করিয়াছিল। সুতরাং হিন্দুর চক্ষে ইহা অসুরের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। গয়ার যতটুকু স্থান লইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল, ততটুকু স্থান লইয়াই গয়াসুরের শরীর পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

ফল্গুতটে ব্রহ্মাণী, গায়ত্রী, সোমর, জিহ্বালোল-প্রভৃতি ঘাট আছে। পশ্চিম ফটকের বহির্ভাগে রামসাগর-নামে একটী পুষ্করিণী আছে। ইহার দক্ষিণদিকে চাঁদচৌবা বাজার। গয়ার চতুর্দ্দিকে যে সকল টীলা আছে, তাহাদিগের নাম—(১) পূর্ব্বে নাগকূট, (২) দক্ষিণ-পশ্চিমে ভস্মকূট, (৩) ব্রহ্মযোনী, (৪) সাহেবগঞ্জের পরে রামশিলা এবং উত্তর-পশ্চিমে প্রেতশিলা। প্রথমে প্রেতশিলার নাম প্রেতপর্ব্বত ছিল। রামচন্দ্র আসিবার পর প্রেতশিলা রামশিলায় পরিণত হয়। ইহার পর হইতে প্রেতপর্ব্বতকে লোকে প্রেতশিলা কহিতে লাগিল। রামশিলার অনুমান এক শত গজ দূরে একটি বটবৃক্ষ আছে। এখানকার একটি বেদীর উপর কেবল তিনটী মাত্র পিণ্ড দিতে হয়; যথা কাকবলি, যমবলি এবং শ্বানবলি। এখানকার প্রেতব্রাহ্মণগণ এক টাকা লইয়া থাকে।

গয়ায় আসিতে হইলে পুনঃপুনঃ নদীতটে ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া গয়াধামে আগমনপূর্ব্বক গয়াওয়ালের পদপূজা করিতে হয়। পরে শ্রাদ্ধকর্ম্ম আরব্ধ হয়। তীর্থকামী ব্যক্তি যদি সমৃদ্ধ হন, তবে প্রেতশিলা হইতে বুদ্ধগয়ার মধ্য পর্য্যন্ত যে ৪৫টী বেদী আছে, তাহার সকলটীতেই পিণ্ড দিতে হয়। নতুবা তিনটী স্থানে পিণ্ড দিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। সেই তিনটী স্থান—ফল্গুনদী, বিষ্ণুপদ ও অক্ষয়বট। ফল্গুনদী বিষ্ণুর অংশ। সীতাদেবীও এখানে ভাতের পিণ্ডাভাবে বালির পিণ্ড দশরথকে দান করিয়াছিলেন। এখানে সঙ্কল্প পাঠ করিয়া বেদী-প্রদক্ষিণ আরব্ধ হয়। ইহার পর তর্পণ হইয়া থাকে। তর্পণের উপকরণ—জল, কুশ ও তিল। তদনন্তর শ্রাদ্ধ করিতে হয়। পুরাতন গয়ার মধ্যবর্ত্তিস্থলে বিষ্ণুপদ-মন্দির অবস্থিত। ভারতের মধ্যে ইহাই বৈষ্ণব

দিগের অতীব পবিত্র স্থান। শাস্ত্রের আজ্ঞা এই যে, সকলেরই অন্ততঃ একবার গয়ায় গিয়া পিণ্ড দেওয়া উচিত। বিষ্ণুপদটী রৌপ্য থালের উপর রক্ষিত। লোকে থালের চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া জল ও চাউল তদুপরি নিঃক্ষেপ করে। তৃতীয় বেদীটী অক্ষয়বট-নামে খ্যাত। এখানে আসিয়া পিণ্ডদানপূর্ব্বক গয়াওয়ালের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণতিপূর্ব্বক সুফল-যাচ্ঞা করিতে হয়। দক্ষিণা পাইয়া গয়াওয়াল সুফল দেন। এই সময়ে গয়াওয়াল তীর্থকামীকে মিষ্ট, মাল্য ও কপালে তিলক দান করে। তাহারা সুফল না দিলে তীর্থযাত্রীর কার্য্যসিদ্ধ হয় না। গরীব যাত্রীদিগের নিকট হইতে গয়াওয়াল পাঁচ টাকার কম লয় না। রাজ-মহারাজরা সুফলের জন্য লক্ষটাকা ব্যয় করেন।

গয়া-মাহাত্ম্য-মতে গয়ার শ্রাদ্ধ বৎসরের সকল সময়েই করিতে পারা যায়। কিন্তু আশ্বিন, পৌষ এবং চৈত্র মাসে তথায় বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। বঙ্গদেশ ও পূর্ব্বাঞ্চল হইতে যাত্রিগণ চৈত্রমাসে এবং যুক্তপ্রদেশ ও পশ্চিমাঞ্চল হইতে আশ্বিন মাসে এস্থানে আসিয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রে আশ্বিন-মাসই গয়ায় পিণ্ড দিবার প্রশস্ত সময় বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এই সময় পঞ্জাব, বোম্বাই, গোয়ালিয়র এবং দক্ষিণ হইতে লোকেরা গয়ায় সমাগত হয়। এইকালে এস্থানে লোকসংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক হইয়া থাকে। বঙ্গদেশ এবং যুক্ত-প্রদেশ হইতে এই সময় লোক আসিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, এই সময়ে ধান কাটা হয় এবং যুক্তপ্রদেশে রবিশস্য প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত কালাশুদ্ধ হইলে লোক আসে না।

গয়াওয়ালের নিকট যাত্রী আসিলে ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণ তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন বেদীতে স্বয়ং লইয়া যাইয়া কৃত্যাদি করায়। ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে কতকগুলি গয়াওয়ালের ভৃত্য এবং কতকগুলি যাত্রীদিগের দেয় অর্থের ভাগী। খুব সমৃদ্ধ না হইলে গয়াওয়াল অক্ষয়বট ব্যতীত অন্যস্থানে কৃত্যাদি করায় না। স্বীয়-পদপূজা করান, দক্ষিণা-গ্রহণ ও সুফল দান ব্যতীত গয়াওয়ালের অন্য কোন কার্য্য নাই। পদপূজা না করিলে ও সুফল না দিলে গয়ার শ্রাদ্ধই সম্পূর্ণ নহে। এতদ্ব্যতীত ধামিন নামে একপ্রকার ব্রাহ্মণ আছে, যাহারা পাঁচটী বেদীতে কৃত্যাদি করায়, যথা প্রেতশিলা, রামশিলা, রামকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড এবং কাকবলি। অবশিষ্ট বেদীগুলিতে গয়াওয়ালের অধিকার। রামশিলা ও প্রেতশিলার মধ্যে উক্ত পাঁচটী বেদী দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেগুলি যমরাজ ও প্রেতগণের সহিত সম্বন্ধীভূত। রামশিলা ও প্রেতশিলায় ধামিনগণ যাত্রীদিগের নিকট হইতে অর্থের কড়ার করাইয়া লয় এবং অঙ্গীকৃত অর্থ আদায় করিয়া অক্ষয়বটে গয়াওয়ালকে দিয়া থাকে। যাত্রী যে অর্থ তাহাকে দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, তাহা কাটিয়া লইয়া গয়াওয়াল ধামিনের হস্তে প্রদান করে। যদি যাত্রী গয়া-পর্ব্বতে টাকা দিবে কহে, তবে গয়াওয়ালের কারিন্দা ধামিনকে নিজের নিকট হইতে সেই স্থানে তিন ভাগ দেয়।

পুরাতন গয়ার প্রসিদ্ধি কেবলমাত্র বিষ্ণুপদ-মন্দির লইয়া। মন্দিরের অভ্যন্তরটী কৃষ্ণ-প্রস্তর-দ্বারা নির্ম্মিত। মন্দিরের উপর কলস ও ধ্বজা আছে। ধ্বজ-স্তম্ভটী সোনালি পাতের

দ্বারা মণ্ডিত। গর্ভমন্দিরের দ্বারে রৌপ্যপাত চড়ান আছে। মন্দিরের মধ্যভাগে একটী শিলার উপর বিষ্ণুর চরণ অঙ্কিত দেখা যায়। শিলার চতুর্দ্দিকে রূপার পাত লাগান। খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে মন্দিরটী মহারাষ্ট্রীয়া রাণী অহল্যাবাইর দ্বারা নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের সম্মুখে একটী ঘণ্টা দোদুল্যমান। ঘণ্টাটী নেপালাধীশের মন্ত্রী রণজিৎ পাণ্ডে দান করিয়াছিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিতেই যে ঘণ্টাটী দেখা যায়, তাহা কলেক্টর Francis Gillanders সাহেবের প্রদত্ত। মন্দিরাঙ্গন-মধ্যে ষোলবেদী দালানটী দেখিতে অতি-সুন্দর। ইহা ১৬টী স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। সন্নিকটবর্ত্তী অন্য একটী অঙ্গনে বিষ্ণুর মন্দির আছে। এখানে বিষ্ণু গদাধর-নামে খ্যাত। ইহার উত্তর-পশ্চিম দিকে যে স্তম্ভ আছে, তাহাতে একটি গজের মূর্ত্তি ক্ষোদিত দেখা যায়। এখান হইতে পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত পরিক্রমার স্থান। দ্বারেব সন্নিকটে ইন্দ্রের একটি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহার সিংহাসনটী দুইটী গজ-দ্বারা বাহিত হইতেছে এবং ইন্দ্র সেই সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট আছেন। উত্তর-পশ্চিম দিকে গয়াসুরী দেবীর মন্দির অবস্থিত। ইহাতে অষ্টভুজা দুর্গা-মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। ইনি মহিষা-সুরকে নিধন করিতেছেন। বিষ্ণুপদের সন্নিকটে অনেক মন্দিরই অবস্থিত। ঘাটে অনেকগুলি শিবলিঙ্গ ও দেবমূর্ত্তি আছে।

বিষ্ণুপদ-মন্দিরের ১০০ গজ দক্ষিণ পূর্ব্বে গয়াকূপ অবস্থিত। যাহারা অকাল মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের বংশধরগণ এখানে স্বস্ব মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এক একটি নারিকেল কূপে নিঃক্ষেপ করে। এই নারিকেল দিবার দক্ষিণা এক টাকা। গয়া-কূপের সন্নিকটে পশ্চিমদিকে একটী উচ্চ ভূমির উপর মুণ্ডপৃষ্ঠা-দেবীর এক মূর্ত্তি আছে। ইনি দ্বাদশ-ভুজা। ইহার মন্দিরের অঙ্গনের চতুর্দ্দিকে লোকে পিণ্ড দেয়। মুণ্ডপৃষ্ঠার দক্ষিণপশ্চিমে আদি-গয়া অবস্থিত। এখানে শিলার উপর পিণ্ড-দান হইয়া থাকে। আদি-গয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে সার্দ্ধ তিন হস্ত লম্বা এবং এক হস্ত চওড়া একটি শ্বেত প্রস্তর দেখা যায়। ইহাই ধৌতপদ-নামে খ্যাত। এখানেও পিণ্ডদান হইয়া থাকে। বৈতরণীর উত্তর পশ্চিম কোণে ভীমগয়া। এখানে ভীমের অঙ্গুলের চিহ্ন আছে। নিকটস্থ একটি প্রকোষ্ঠে ভীমসেনের মূর্ত্তি দেখা যায়। মঙ্গলা-দেবীর মন্দিরের ২২ সিঁড়ির নিম্নে গোপ্রচার-নামক একটি স্থান আছে। এখানে ব্রহ্মা গোদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত উত্তরমানস, উদীচী, জিহ্বালোল, মতঙ্গবাপী, ধর্ম্মারণ্যও বোধগয়া আগন্তুকগণ দেখিয়া থাকেন। উত্তরমানস একটি সরোবরমাত্র। এখানকার মন্দিরে উত্তরার্ক-নামক সূর্য্যদেব এবং শীতলা দেবী প্রভৃতি কতকগুলি মূর্ত্তি আছে। উদীচীও একটি সবোবর। ইহার অপর একটি নাম সূর্য্যকুণ্ড। কুণ্ডের উত্তর ভাগ কনখল এবং দক্ষিণ ভাগ দক্ষিণ-মানস-নামে খ্যাত। এখানকার মন্দিরে যে সূর্য্যমূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা চতুর্ভুজ। ইহার নাম দক্ষিণার্ক। জিহ্বালোল ফল্গুতটে অবস্থিত। এখানকার একটি অশ্বত্থবৃক্ষের তলে পিণ্ডদান হইয়া থাকে। মতঙ্গবাপীতে একটি শিবলিঙ্গ আছে। ইহা মতঙ্গেশ্বর নামে খ্যাত। এই

বাপীর তটে পিণ্ডদান হইয়া থাকে। ধর্ম্মারণ্যে একটী ক্ষুদ্র বারদ্বারী মন্দির আছে। এখানে যূপকূপ-নামে একটি কূপ দৃষ্ট হয়। বার-দ্বারীর নিকট একটি মন্দিরে যুধিষ্ঠিরের মূর্ত্তি আছে। ইনি ধর্ম্মরাজ-নামেও খ্যাত। এই মন্দিরের দক্ষিণে একটি কূপ আছে, যাহা রহটকূপ নামে খ্যাত। পুত্রকামার্থিগণ পুত্র-কামনায় এখানে পিণ্ডদান করে। কূপ পূজার উপকরণ নারিকেল ও ফুল। কূপের দক্ষিণ দিকে একটি মন্দির আছে। এখানে লোমভীমের মূর্ত্তি আছে। ধর্ম্মারণ্য হইতে এক মাইল দূরে বোধগয়া-মন্দির। এখানকার একটী পুরাতন অশ্বত্থবৃক্ষের নিম্নে পিণ্ডদান করা হয়।

বিষ্ণু-পদের উত্তরে সূর্য্যের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটীতে সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহার রথে সপ্তাশ্ব সংযোজিত ও অরুণ সারথিরূপে অবস্থিত। মন্দিরটী সূর্য্য-কুণ্ডের পশ্চিমে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পবিত্রতায় কুণ্ডটী পুবীর শ্বেতগঙ্গার সমকক্ষ। বিষ্ণু-পদের সন্নিকটে ব্রাহ্মণীঘাটে সূর্য্যের অন্য একটি মন্দির আছে। বিষ্ণুপদের অর্দ্ধ মাইল দূরে ব্রহ্মযোনী-পর্ব্বতের নিম্নে অক্ষয়বট অবস্থিত। এই অক্ষয়বটের নিকটে যাত্রিগণ দেয় অর্থ গয়াওয়ালকে দিয়া থাকে। এইখানেই পরিক্রমার শেষ হয়। ইহার সন্নিকটে প্রপিতা মহেশ্বরের মন্দির ও পশ্চিমে রুক্মিণী-কুণ্ড অবস্থিত। এখানকার অন্য একটী মন্দিরের নাম কৃষ্ণ-দ্বারিকা। এখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়।

অক্ষয়বটের দক্ষিণে একটি পুষ্করিণী আছে, যাহা গদালোল নামে খ্যাত। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে গদার ন্যায় একটি গদা আছে। যাত্রিগণ এই পুষ্করিণীর তটে পিণ্ডদান করিয়া গদা দর্শন করে।

গয়ার সন্নিকটস্থ পাহাড়গুলিও পবিত্র বলিয়া মন্দির-দ্বারা পূর্ণ। সহরের দক্ষিণ দিকের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতটী ব্রহ্মযোনী-নামে খ্যাত। শৈলশীর্ষে পাহাড়ের গাত্রে একটি স্বাভাবিক ছিদ্র আছে। ইহা ব্রহ্মযোনী নামে খ্যাত। ইহার ভিতর দিয়া যদি কেহ হামাগুড়ি মারিয়া চলিয়া যাইতে পারে, তবে তাহাকে আর যোনী-ভ্রমণ করিতে হয় না;—সে মুক্ত হইয়া যায়। পর্ব্বতের শীর্ষদেশে একটি ব্রহ্মার মন্দির আছে; কিন্তু এখানে ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ নহেন, পঞ্চমুখ। মন্দিরের সম্মুখে সাবিত্রী-কুণ্ড নামে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। ৩৬০ সিঁড়ির উপর রুদ্রযোনী, ৪০০ সিঁড়ির উপর বিষ্ণু কুণ্ড।

সহরের উত্তরে রামশিলা পর্ব্বত অবস্থিত। ব্রহ্মযোনী-পর্ব্বতের ন্যায় এখানেও প্রস্তরের সিঁড়ি বাহিয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে হয়। এখানে পাতালেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গ ও হর-পার্ব্বতীর মূর্ত্তি আছে।

হেমন্তকুমারী দেবী।

সাধে বাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৮

কলিকাতায় গিয়া প্রমোদ পিসীমাকে স্তোক দিল—"ডাক্তারে দেওঘরে গিয়ে হাওয়া খেয়ে আস্‌তে বল্‌চে। দিন-কতক কাজ-কর্ম্ম থেকে অবসর না নিলে, অসুখ বিগ্‌ড়ে দাঁড়াবে।"

পিসীমা বলিলেন, "তা হ'লে বৌমাকেও নিয়ে আয়। আমি তুই দু'জনেই চলে এলাম, সে কি একলা থাক্‌বে?"

হতাশ দৃষ্টিতে প্রমোদ একবার আকাশের দিকে চাহিল। হায়! প্রমোদের অনুপস্থিতিতে লাবণ্যর কি যায় আসে! যে স্বপ্নে বিভোর হইয়া প্রমোদ এতদিন মর্ত্ত্যে অমরাবতীর সৃষ্টি করিয়াছিল, নিষ্ঠুর সত্য আজ মর্ম্মভেদী যন্ত্রণার কষাঘাতে সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে! এ দারুণ যাতনার মধ্যে একটু সুখ লাবণ্যর জ্বালাময় সঙ্গ ত্যাগ করা। তাহার জন্য নিজের আজন্মের সুখ-স্মৃতিময় গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয়, সেও ভাল; কিন্তু এ হৃদয়দাহি-চিন্তানল অপরকে জানাইবার নহে। তা যদি হইত, যদি কাহারও গলা ধরিয়া একবার অশ্রুজলে এ বেদনা প্রকাশ করা যাইত, তবে বুঝি এ জ্বালা এমন করিয়া বুক খাক্ করিত না। কষ্টে প্রমোদ আপনাকে সংযত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "কনে-বৌ বাপের বাড়ী পাঠাবে না, পিসীমা? আমার এই অসুখ শরীরে বিদেশে নিয়ে এসে, তাদের নিয়ে হৈ হৈ কর্‌লেই খুব হাওয়া খাওয়া হবে!"

পিসীমা। তা হ'লে একটা ব্যবস্থা কিছু করা চাই তো?

প্রমোদ উত্তর করিল, "তুমি কিছুদিন থাক্‌লেই সব চেয়ে ভাল—।"

পিসীমা। আমি ত এক মাসের বেশী থাক্‌তে পার্‌ব না—?

প্রমোদ বলিল, "একমাস পরে আমিও যাব। ততদিন তুমি গিয়ে থাক্‌লেই বেশ্ হবে। তা হ'লে তোমায় নিয়ে যেতে একজন লোক পাঠাবার জন্যে গোমস্তাকে লিখে দিই।"

প্রমোদের পত্র পাইয়া বাড়ী হইতে লোক আসিল। তাহার মার্ফৎ প্রমোদ গোমস্তার এক পত্র পাইলেন। গোমস্তা লিখিয়াছে—"আজ দিন-দুই হইল, আপনার একটি বন্ধু এখানে আসিয়াছেন। তিনি আমার বিশেষ অপরিচিত; তবে বধূমাতার দাসীর সহিত অনেক সময় পরিচিতের ন্যায় আলাপ করিতে দেখিয়াছি। আমার সাধ্যমত তাঁহার অভ্যর্থনার ত্রুটি করি নাই। আপনি কবে আসিবেন, তাহা বিশেষ করিয়া তিনি জানিতে চান্। তাঁহার নাম বলিয়াছেন—শরৎকুমার রায়—।"

"শরৎকুমার রায়!" কৈ রায়-উপাধিধারী কোনও শরৎ ত প্রমোদের বন্ধু নাই! প্রমোদ বাড়ী হইতে আসিতেই সে আসিয়া জুটিয়াছে! তাহার উপর লাবণ্যের ঝির সঙ্গে এত মাখামাখি! এ ব্যক্তি কে তাহা জানিতে কি প্রমোদের এখনও বাকি থাকে? কিন্তু প্রমোদের স্ত্রী জমীদার-গৃহের কুলবধূ।

তাহার বাহ্যিক সম্মান যেমন করিয়া হোক্ অক্ষুণ্ণ রাখিতেই হইবে। প্রমোদের চির উজ্জ্বল পুণ্যময় বংশগৌরব তাহার অবিমৃষ্য কারিতায় এরূপে কলঙ্কিত হইবে! হা ভগবন্! এ কি দুর্দ্দৈব!!

প্রমোদ পিসীমাকে বলিয়া দিল, "যে বন্ধুটি বাড়ীতে আসিয়াছেন, তাঁকে জানিও, আমার যাওয়ার কিছুই ঠিক নাই। তিনি যেন অনর্থক অপেক্ষা করে কষ্ট না পান্। আর তুমি বাড়ী যাওয়ার সময় লাবণ্যকেও সঙ্গে নিয়ে যেও। আমি হয় ত হরিদ্বারে গুরু-দর্শনে যেতে পারি। কবে ফিরব কিছুই ঠিক্ নেই।"

লাবণ্যকে পিত্রালয়ে পাঠানই প্রমোদ উচিত বিবেচনা করিল। না হইলে, উপায় কি? প্রমোদ কি চিরদিনই গৃহ-বিতাড়িত শৃগাল-কুকুরের মতই বেড়াইবে!!

বাড়ী গিয়া পিসীমা যে পত্র লিখিলেন, তাহাতে প্রমোদের বন্ধু-সম্বন্ধে লিখিলেন, "আমি বাড়ী আসিয়া দেখিলাম, দুই দিন পূর্ব্বে কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাত্রিতে তোমার বন্ধু চলিয়া গিয়াছেন।" প্রমোদের সন্দিগ্ধ অন্তরে লাবণ্যর প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ আরও দৃঢ় হইল।

৯

হতভাগিনী লাবণ্য সেই বিশাল পুরীতে আজ নির্ব্বান্ধবা। দাসদাসী ছাড়া আর সকলেই চলিয়া গিয়াছে। যাঁহার বন্ধন-গৌরবে সে এ-গৃহে আগমন করিয়াছে, আসিয়া অবধি তাঁহার সহিত চোখের দেখাও তার ভাগ্যে জুটে নাই। তারপর তার সুখের উদ্যানে প্রথম পাদক্ষেপেই যে-সব কথা সে শুনিতেছে, তাহাতে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে যে কি আছে, সে কথা ভাবিতেও তাহার অন্তর শিহরিয়া ওঠে! তিনি যাই হউন্, যাই করুন্, লাবণ্যের প্রেম-মন্দাকিনী তাঁরই চরণ-দুইখানি ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইবে। তবে দিনান্তে দর্শনটুকুও যদি না মেলে, লাবণ্য কি লইয়া প্রাণ ধারণ করিবে!

গৃহের সকলেই নিদ্রিত হইয়াছে; কেবল লাবণ্য শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতেছিল। গৃহে তখনও দীপ জ্বলিতেছিল। সম্মুখের ভিত্তিতে পুরুষের ছায়াপাত হইল। লাবণ্যর চক্ষু সেই ছায়ার উপর পড়িবামাত্র তাহার বক্ষের রক্ত দ্রুত সঞ্চালিত হইয়া উঠিল।—"তবে প্রমোদ বাড়ী ফিরিয়াছে! লাবণ্যকে চমকিত করিবার জন্য নিঃশব্দ গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। কে বলে তবে তাহার আরাধ্য-দেবতা বিমুখ!—তাহার দয়ার পয়োধি নিষ্ঠুর! লাবণ্য যে করুণার অগাধ সিন্ধুতে অবগাহন করিয়াছে। ছার তৃষ্ণার বিভীষিকা তাহাকে কি ভয় দেখাইবে?" আগন্তুক শয্যার উপর বসিল। লাবণ্য তখন লজ্জায় ও আনন্দে বিবশা লতার মত এলাইয়া পড়িল; মুখ তুলিয়া চাহিবার ক্ষমতাটুকুও নিষ্ঠুর লজ্জা হরণ করিয়া লইল। তখন সে-ব্যক্তি ধীরে লাবণ্যর হাত নিজ হস্তে উঠাইয়া ডাকিল, "লেবু!" সেই স্বরে লাবণ্যর দেহে সহস্র বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সজোরে শয্যা হইতে নামিয়া পড়িয়া সে বলিল, "কে?—বিপিন-দা—? তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা! জান, কোথায় তুমি এসেছ?"

ঈষৎ হাস্য-সহকারে বিপিন উত্তর করিল, "তা আর জানি না, লেবু! এক স্ব-গৃহত্যাগী গণিকালয়বাসী লম্পটের ঘরে এসেছি।"

লাবণ্য। সাবধান! মুখ সাম্‌লে কথা কয়ো। নরকের কীট! তোমার চেয়ে কেউ হীন আছে? যাও আমার ঘর থেকে—।

বি। তোমার ঘর! হা! হা! কোন্ অধিকারে এখানে তোমার দাবী সাব্যস্ত করেছ, লাবণ্য? যা'র সম্পর্কের দোহাই দেবে, সে তো একটা মুখের কথাও তোমার সঙ্গে কয় নি!"

দীপ্তা লাবণ্য উত্তর করিল, "কে বল্লে তোমায় এ কথা?"

বি। যেই বলুক্, আমি সব খবর রাখি। কিন্তু, লেবু, আমি তো তোমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া কর্‌তে আসি নি। দেখ্‌লে তো যাকে স্বামী পেলে, সে কি বস্তু! লেবু, এই হতাদর অপমান নিয়ে কুকুরেও অধম হয়ে চিরদুঃখে ডুবে থাক্‌বে? নারী চির আদরের চির আরাধনার বস্তু। লাবণ্য, আমার প্রাণভরা ভালবাসা আবার তোমার চরণে উৎসর্গ কর্‌তে এসেছি; গ্রহণ করে নিজেও সুখী হও, আমাকেও কৃতার্থ কর।

"বিপিন-দা, আর নয়; চুপ্ কর। আমি বেশ বুঝেছি, পুরুষজাতি সবই এক রকম। নারীকে তুচ্ছ ক্রীড়নক ভিন্ন কেউ ভাব্‌তে জান না তা যে। যে-ভাবে নিয়ে খেল্‌তে চায়। কিন্তু আজ তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি, সেটা তোমাদের ভ্রমমাত্র। নারী যথার্থই খেলার পুতুল নয়।" এই বলিয়া চক্ষের নিমিষে লাবণ্য দেরাজ খুলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে একটা পিস্তল বাহির করিয়া লইল ও বিপিনকে দেখাইয়া বলিল, "দেখ, স্বামীর ঘরের কোন অধিকার পেয়েছি কি না? তিনি তুচ্ছ চোরের ভয়ে সর্ব্বদা এটা প্রস্তুত ক'রে রাখ্‌তেন। আজ আমার সতীত্ব-রক্ষার জন্যে ব্যবহার করে, এর সার্থকতা সাধন কোর্ব্বো।"

সভয়ে বিপিন পশ্চাৎ হটিয়া গিয়া সান্ত্বনার স্বরে কহিল, "আঃ সর্ব্বনাশ! লাবণ্য, ক্ষেপেছ না কি! রাখ ওটা।"

লা। কখন না। যাও বল্‌ছি আমার ঘর থেকে; নইলে হয় তুমি, নয় আমি, আজ প্রাণ দিতে বাধ্য হব।

বিপিন। লাবণ্য! তোমায় এত ভালবাসি, আর সেই তুমি আমায় এমন ক'রে তাড়াচ্ছ? দেখ, এর পর অনুতাপ রাখ্‌তে স্থান পাবে না।

"না পাই না পাব, তুমি যাবে কি না বল?" বলিয়া লাবণ্য সেখান হইতে পিস্তলে লক্ষ্য করিতে লাগিল ও বলিতে লাগিল, "জান ত বিপিন-দা, আমি পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। তীর দিয়ে বাঁটুল দিয়ে ছোট বেলা কত পাখী, কত ছোট ছোট জন্তু মেরেছি? আমার হাতের তাগ দেখে তুমিই পিস্তল-ছোড়া শিখেছিলে? আজ তোমারই উপর সে শিক্ষা ভাল ক'রে পরখ্ করব। ভাল চাও তো এখনও ঘর থেকে যাও।—"

রোষকষায়িত লোচনে দন্তে দন্ত পেষণ করিয়া বিপিন উত্তর দিল, "আচ্ছা, দেখে নেবো। এ তেজ চূর্ণ করে, তবে আমার কাজ।" এই বলিতে বলিতে বিপিন বাহির হইয়া গেল। লাবণ্য তখন গৃহের দ্বার অর্গল-বদ্ধ করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিল— "কোথায় প্রভো! তোমার চরণাশ্রিতাকে কে রক্ষা করিবে?"

পিসীমা যখন বাড়ী আসিয়া দাঁড়াইলেন, লাবণ্য তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়া আর মাথা তুলিতে পারিল না; পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া পিসীমা লাবণ্যকে তুলিলেন, আঁচলে মুখ মুছাইয়া বলিলেন, "পাগ্‌লি মা, কাঁদছিস্ রে?"

লা। তোমরা এমন ক'রে আমায় একলা ফেলে যেও না, পিসীমা! লাবণ্যর অভিমানাশ্রু আবার নামিয়া আসিল। সান্ত্বনা দিয়া পিসীমা বলিলেন, "না না, একলা, আর থাক্‌বে কেন মা? এবার প্রমোদের হঠাৎ অসুখটার জন্যই না এমন হ'য়ে গেল! এবার প্রমোদ কোথাও গেলে, তুমিও সঙ্গে যেও।"

অরুণ যখন তাহার জেঠাইমাকে লইতে আসিল, তখন পিসীমা লাবণ্যকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। এখানে এই নিরাশ্রয় পতিসঙ্গশূন্য অবস্থার কাছে তাহার সেই স্নেহভরা পিত্রালয়খানি কত মধুর! কিন্তু সেই মাতাপিতৃহীন গৃহে বিপিনের অত্যাচার —সেও কত ভীষণ! লাবণ্য সে কথা মনে করিতেই শিহরিয়া উঠিল। প্রমোদ যতই হীনচরিত্র হউন্ না, যাহাকে দুই দিন পূর্ব্বে কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তাহার রক্ষার ভারও কি লইবেন না! লাবণ্য পিসীমাকে বলিল, "এই অসুখ থেকে ফিরে আস্‌বেন, এ-সময় আমার এখানে না থাকা ভাল দেখাবে না, পিসীমা! আমি তো ছোটটি নই; আমার ত্রুটি একটুতে অনেকখানি হতে পারে।"

পিসীমা এ-কথায় মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তা হ'লে প্রমোদের সঙ্গেই তুমি যেও, সেই ভাল।"

পিসীমা চলিয়া গেলেন; যাইবার সময় প্রমোদকে বাড়ী আসিবার জন্য বিশেষ করিয়া লিখিয়া গেলেন।

১০

নিতান্ত অনিচ্ছা ও বিরক্তির সঙ্গেই প্রমোদ বাড়ী ফিরিল। হায়! একি নাগপাশ সে গলায় পরিয়াছে! যাহার বিষে তাহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, তাহাকেই বক্ষে করিয়া প্রতিনিয়ত বহিতে হইবে! কোন্ পাপের এত শাস্তি!!

বাহির মহলেই প্রমোদ নিজের শয়ন, ভোজন, সকল রকমের বন্দোবস্ত করিয়া লইল। যাহাতে সামান্য প্রয়োজনেও অন্দর মহলে যাইতে না হয়, লাবণ্যর সহিত সাক্ষাৎকারের সুযোগ না হয়, সে বিষয়ে সে অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা করিয়া লইল। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, চিকিৎসকের নিষেধ। সদর-অন্দরের মাঝামাঝি ঠাকুর-ঘর ছিল। তাহা এখন সদরের ভিতরে গণ্য হইল; কেবল গভীর রাত্রে, যখন মন্দিরের দুয়ার বন্ধ হইয়া যাইত, তখনই লাবণ্য মন্দির-দুয়ারে গিয়া পড়িবার সুযোগ পাইত।

স্বামী বাড়ী আসিলেন। লাবণ্য কত সাধ লইয়া আগমন-পথ চাহিয়া বসিয়াছিল! তাহার অসুস্থ শরীর, মা নাই, ভগ্নি নাই; লাবণ্য সেবা করিয়া তাহার নারীজন্ম সার্থক করিবে! কিন্তু একি সাধে বাদ! স্বামী তাহার সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়া বাহিরে গিয়া আশ্রয় লইলেন! একবার চোখের

দেখা, তাও ত লাবণ্যর দেখিতে পাইবার পথ রহিল না! এ নির্দ্দয়তা পাষাণীরও যে সহ্যাতীত! লাবণ্যর কোন্ পাপে এ গুরু দণ্ড! তবে কি ঝি যা বলে, তাহাই সত্য? তাও যদি হয়, প্রমোদই ত একদিন স্বেচ্ছাতেই তাহাকে চরণে স্থান দিয়াছিলেন। তারপর মুহূর্ত্তও, বুঝি, গেল না; একি হইল! লাবণ্যর জগৎ আজ শূন্যে ঘুরিতে লাগিল; পৃথিবীর আলো আজ সব তাহার চক্ষে নিভিয়া গেল; কেবলমাত্র যে কোনদিন কাহাকেও ত্যাগ করিতে জানে না, সেই ধরিত্রীই শুধু আপন বক্ষে আজ তাহাকে স্থান দিলেন। সেই দিন হইতে চক্ষের জলে লাবণ্য মাটি ভিজাইতে লাগিল।

তার উপরে সেই নূতন ঝি। সে প্রত্যহ কলিকাতা হইতে আনীত অপরূপ রূপসীকে লইয়া প্রমোদ কি করিয়া বিভোর হইয়া আছে, তাহার নূতন নূতন কাহিনী লাবণ্যর নিকট আসিয়া শুনাইতে লাগিল। মদের স্রোতের ও বন্ধুবর্গের বীভৎসতার দৃশ্যের বর্ণনারও কিছু বাদ গেল না। হায়! নারী কি সত্যই পাষাণ! কি করিয়া এত সয়!!

আর প্রমোদ! প্রভাত হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সে জমীদারীর কাজ স্বয়ং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া, স্নান করিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করে; সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পূজা, অর্চ্চনা ও জপারতির পরে দেবতার প্রসাদ ভোজন করে; তাহার পর অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত গীতা বা শাস্ত্রপাঠে অতিবাহিত হয়। তাহার পরে অতি সামান্য শয্যায় পড়িয়া ভগবানের নিকট শান্তি কামনা করিতে করিতে কোনও দিন সুনিদ্রায় কোনও দিন বা অনিদ্রায় অভাগার রাত্রি প্রভাত হইয়া যায়।

বৈকালে লাবণ্য তখন কুটনা কুটিতেছিল; ঝি আসিয়া খামে-মোড়া একখান্ চিঠি তাহাকে দিয়া গেল। পত্রের হস্তাক্ষর লাবণ্যর অপরিচিত। এ-জগতে এক দাদা ভিন্ন অভাগিনী লাবণ্যর খোঁজ লইতে আর কে আছে? শুষ্ক মরুময় সংসারে একবিন্দু স্নেহকণা আর কোথাও আশা করিবার স্থান নাই! শুধু দাদার হাতের একখানি স্নেহময় শান্তিময় পত্রই তাহার সকল সন্তাপের মহৌষধিস্বরূপ। আজ কে এই হতাদরা লাবণ্যকে স্মরণ করিয়াছে? লাবণ্য কৌতূহলপূর্ণ চিত্তে হাতের কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়িয়া ফেলিল; পত্র পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া সে সেখানে বসিয়া পড়িল! প্রমোদের পিসীমা লিখিয়াছেন, "কল্যাণীয়া, বৌমা! বহুদিন প্রমোদের কোন সংবাদ পাই নাই। সে ওখানে আছে কি না, নিশ্চিত না জানায়, তোমাকে এই পত্রে জানাইতেছি। সম্প্রতি আমাদের পার্শ্বের গ্রামের বাবুদের বাড়ীতে যে ডাকাতি ও খুন হইয়া গিয়াছে, পুলিশ সরোজকে সেই অপরাধে সংযুক্ত বলিয়া আজ গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় চালান দিয়াছে। আমাদের সাধ্যমত তাহার স্বপক্ষে চেষ্টা হইবে কিন্তু এ বিষয় বহু অর্থের প্রয়োজন; অতএব প্রমোদকে সবিশেষ জানাইয়া বিহিত চেষ্টা করিবে। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। ইতি।

আশীর্ব্বাদিকা—

তোমাদের পিসীমা।

একি বজ্রাঘাত! হতভাগিনী লাবণ্যের যে

ওইটুকুই জগতের সম্বল! আজ সে-সম্বলটুকুও হারাইলে, সে কি করিয়া এ জগতে থাকিবে! হা ভগবন্! লাবণ্যের জন্য এত শাস্তি তুমি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ! উপায়হীনা আশ্রয়-হীনা লাবণ্য মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

বহুক্ষণ—বহুক্ষণ পরে লাবণ্য উঠিয়া বসিল ও ভাবিল, এ বিপদে যদি প্রমোদ কিছু উপায় করেন্! হায়! লাবণ্যের আর যে কেহ নাই! সরোজ কত আশা করিয়া লাবণ্যকে প্রমোদের হাতে দিয়াছিল!—লাবণ্যের সম্পর্কে না হউক্, পূর্ব্বের বন্ধু-সম্পর্কেও কি প্রমোদ সরোজের উদ্ধারের উপায় দেখিবে না! আর কিসের লজ্জা! কিসের অভিমান! আজ লাবণ্য সকলের সাক্ষাতেই বাহিরে গিয়া প্রমোদের পায়ে পড়িয়া কাঁদিবে।

গৃহের দাস-দাসী সকলেই নিদ্রিত হইয়াছে। লাবণ্য কম্পিত পদে স্বামীর মহলে প্রবেশ করিল। কৈ কোথাও ত একটুও কোলাহল নাই! গান-বাজ্না কি হাসি-গল্পের কোনও শব্দই ত পাওয়া যাইতেছে না! আজ তাহা হইলে প্রমোদ একাই আছে। লাবণ্যর মনে অনেকটা সাহস আসিল। অপরের সম্মুখে দারুণ লজ্জার হাত হইতে ভগবান্ তাহাকে রক্ষা করিলেন। ধীরে ধীরে লাবণ্য গৃহে প্রবেশ করিল। কিন্তু কৈ প্রমোদ ত ঘরে নাই! লাবণ্য ব্যাকুল-দৃষ্টিতে কক্ষের চারিদিকে স্বামীর অন্বেষণে চাহিতে লাগিল। গৃহে প্রমোদও নাই, কিন্তু প্রমোদের উচ্ছৃঙ্খলতারও ত কোন চিহ্ন নাই!! লাবণ্য প্রতিনিয়তই শুনিয়া আসিতেছে, প্রমোদ এত অপদার্থ হইয়াছে যে, বিষয়-আশয় বা কাজ-কর্ম্ম চক্ষে দেখা দূরে থাক্, কানেও কোন কথা শোনে না! কিন্তু লাবণ্য প্রমোদের গৃহে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত! গৃহের সেলফ্ ও টেবিল খাতা, বই ও কাগজ-পত্রে পরিপূর্ণ। লাবণ্য সভয়ে দুই একখানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, সকলগুলিই জমীদারী-সংক্রান্ত। যে-ব্যক্তি বিলাস-বিভ্রমে নিজের সহধর্ম্মিণীকেও চক্ষে দেখে না, তাহার এ-সব দেখিবার এত সময় হয়? তবে লাবণ্য স্বামীর যে-মূর্ত্তির বর্ণনা শ্রবণ করে, তাহা কি সব সত্য নয়? যদি সত্যও না হয়, লাবণ্যের তাহাতে বিশেষ কি ক্ষতি-বৃদ্ধি? তাহার ভাগ্য যে অন্ধকার সেই অন্ধকারই থাকিবে! কিন্তু আজ যে প্রমোদের সঙ্গে একবার দেখা হওয়া চাইই।

সে-গৃহ ত্যাগ করিয়া লাবণ্য দ্বিতীয় গৃহে প্রবেশ করিল, অনুমানে বুঝিল, এখানিই প্রমোদের শয়নগৃহ। কারণ, গৃহের এক পার্শ্বে একটি সামান্য শয্যা পতিত রহিয়াছে; কিন্তু শয্যা শূন্য। লাবণ্য নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িল!—তবে কি প্রমোদের সহিত সাক্ষাৎকার তাহার ভাগ্যে নাই? গৃহের অপর দিকে চাহিয়া দেখিল, একখানি চৌকির উপর কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থ ও মেঝেয় একখানি পুরু গালিচার আসন পাতা; তাহার সম্মুখে একটি পিলসুজের উপর প্রদীপ জ্বলিতেছে। ভিত্তিগাত্রে একটী সন্ন্যাসীর আলোকচিত্র ঝুলিতেছে; তাহার নিম্নস্থানটী সর্ব্বদা ললাট-স্পর্শে চিক্কণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। লাবণ্য বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল!—এই তাহার স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতা! কি ভুল! কি ভুল! কি অন্ধকারে এতদিন সে

চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া ছিল! সে যে সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষের রাতুল চরণের আশ্রয় লাভ করিয়াছে, ভ্রমেও তাহা বুঝিতে পারে নাই। সেই ঝি এতদিন তাহাকে একই মিথ্যা শুনাইয়া আসিতেছে! আজ দয়াময় বিপদের বজ্রালোকে এক মহান্ অন্ধকার নাশ করিয়া দিলেন। লাবণ্যের ক্রমে চক্ষু খুলিতে লাগিল; মনে আসিতে লাগিল, ঝি নিশ্চয়ই বিপিনের অর্থভোগী। তাহারই সাহায্যে বিপিন সে-দিন লাবণ্যের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল, বটে! কিন্তু প্রমোদ কৈ?

লাবণ্য সে গৃহ ত্যাগ করিয়া পার্শ্বের গৃহে প্রবেশ করিল। সে দেখিয়া বুঝিল, এটি প্রমোদের পূর্ব্বের সাজান বৈটকখানা। ছবি, ঝাড়, পাখা প্রভৃতি সরঞ্জাম পরিষ্কার ভাবে সাজান। কিন্তু মদ ত দূরের কথা, তামাক-চুরুটেরও কোথাও চিহ্নও সে দেখিতে পাইল না।

তখন লাবণ্য ঘর ছাড়িয়া বারান্দায় নামিল। সম্মুখে পুষ্পোদ্যান। জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। যাহার অন্তরে সুখ আছে, আজিকার এই শোভাময়ী রজনিই তাহার চক্ষে স্বর্গ। লাবণ্য দেখিল, অদূরে একটি প্রস্তর-বেদিকার উপর বসিয়া, প্রমোদ স্থির হইয়া কি ভাবিতেছে। সেই সুগঠিত নির্ম্মল আননে জ্যোৎস্না পড়িয়া রূপের প্রভা উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে! কতদিন—কতদিন পরে এই স্বর্গতুল্য রজনীতে তাহার দেবতুল্য স্বামীকে চক্ষে দেখিয়া লাবণ্যের সকল অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল; মুহূর্ত্তে তাহার অন্তরের দারুন দুঃখ সে বিস্মৃত হইয়া গেল; স্থান, কাল সব ভুলিয়া নির্নিমেষ চক্ষে লাবণ্য সেই অপরূপ-কান্তির প্রতি চাহিয়া রহিল! সহসা প্রমোদের চক্ষু সেই দিকে পড়িল; বিস্মিত প্রমোদ জিজ্ঞাসা করিল, "কে?" সেই স্বরে লাবণ্যর চমক ভাঙ্গিল। ধীরে ধীরে উদ্যানে নামিতেই প্রমোদ চিনিল, এ তাহারই অনেক সাধের লাবণ্য। জানি না, এই ফুল্ল রজনীতে প্রমোদের মনে আজ কি ভাবের আধিপত্য চলিতেছিল। এই স্থান ও কালের ভিতর যখন অন্তরে প্রেম ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছিল, তখন লাবণ্যকে সম্মুখে দেখিয়া অতৃপ্ত তৃষিত অন্তর উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনই—তখনই প্রমোদ আত্মসংযম করিয়া লইল;—হায়! লাবণ্য আর তাহার কে?

লাবণ্য ধীরপদে আসিয়া প্রমোদের সম্মুখে নতমুখে দাঁড়াইল। সে কি বলিবে? আজ জীবনে প্রথম দিনে স্বামীর সহিত সে কি বলিয়া প্রথম সম্ভাষণ করিবে? সে ভিখারিণী ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছে;—তবু কি বলিয়া যাহার কাছে সকল প্রাপ্যের দাবী, তাহার কাছে দীন অঞ্জলি প্রসারিত করিবে? লাবণ্যর দুই চক্ষে অশ্রু পূরিয়া আসিতে লাগিল। বলি বলি করিয়াও তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। প্রমোদই কথা কহিলেন, "এখানে তোমার কি প্রয়োজন?" লাবণ্য তখন প্রমোদের চরণতলে পড়িয়া বলিল, "বড় বিপদে পড়িয়া আসিয়াছি, তুমি রক্ষা কর।"

তাচ্ছীল্য-ভরে প্রমোদ বলিল, "চিরদিনই নিজে যা বুঝিয়াছ, তাহাই করিয়াছ—স্বামীতে ত তোমার কখনও প্রয়োজন হয় নাই;

আমিও তোমার কোন কাজেই প্রতিবন্ধক হই নাই। আজও তোমার যাহা ইচ্ছা করিলেই পার। আমার কাছে কিসের সাহায্যের আশা করিতে পার ?"

লাবণ্যর ব্যথিত বক্ষে এই কথাগুলি বজ্র-তুল্য আঘাত করিল। সে কাঁদিয়া বলিল, "আমি বড় দুঃখিনী, আমায় একটু দয়া কর। তোমার চরণে জানি না কি, অপরাধ করেছি যে, তুমি আমায় এমন করিয়া পায়ে ঠেলিয়াছ? কিন্তু আজ আমি সে দাবী করিতে আসি নাই। আমার দাদার বড় বিপদ্। তুমি ভিন্ন কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে? তাই আজ তুমি স্থান না দিলেও তোমার পায়ের কাছে আসিয়াছি। আজ আর নিষ্ঠুর হইয়া দূর করিও না।"

প্র। ওঃ সরোজের বিপদ্। তাই আজ আমার প্রয়োজন হয়েছে! কিন্তু আমার মত তুচ্ছব্যক্তি-দ্বারা কি উপকারের সম্ভাবনা?"

তখন প্রমোদের দুই পদ বক্ষে ধরিয়া লাবণ্য কাঁদিতে লাগিল, বলিল, "আজ তুমিও যদি এমন নির্দ্দয় হও, তা' হলে আর কোন উপায়ই থাক্‌বে না। দাদা তো গিয়েছেই, আমিও আজ তোমারি পায়ের তলায় প্রাণ দেব।"

বুঝি, অন্তর্নিহিত গভীর প্রেম তাহার কালমেঘের আবরণ দুইহাতে ঠেলিয়া ধীরে ধীরে উঁকি দিতেছিল, তাই প্রমোদের অন্তর সকল সন্দেহ ও সকল যাতনাকে লাবণ্যর এক এক বিন্দু অশ্রুজলে ধৌত করিয়া পূর্ব্ব প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। এক নিমিষের জন্য প্রমোদের মনে হইল, এই যে মধ্যের সুদীর্ঘ যন্ত্রণার দিন, এ একটা দুঃস্বপ্নমাত্র! এবং সেই অগাধ প্রণয়-জলধিকূলে সেই প্রমোদ আর সেই লাবণ্য! প্রমোদের দগ্ধহৃদয় আজ গলিয়া গেল, সজল চক্ষে প্রমোদ লাবণ্যকে হৃদয়ে উঠাইবার জন্য দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিল, কিন্তু তখনই তখনই প্রমোদ আপনার বিদ্রোহী বাহু-দুইটি সংযত করিয়া লইল এবং অশ্রুসজল চক্ষে বলিল, "আমার পা ছেড়ে ওঠ, লাবণ্য! সরোজের কি হয়েছে?"

তখন লাবণ্য উঠিয়া প্রমোদের সম্মুখে দাঁড়াইল। রোদনোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া প্রমোদ ভাবিল, "যে চাঁদে এত সুধা, তাতেও এই কলঙ্ক!"

লাবণ্য বলিল, "দাদাকে খুন ও ডাকাতির অপরাধে সংশ্লিষ্ট বলিয়া পুলিশে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।"—বলিতে বলিতে লাবণ্যর চক্ষে আবার অশ্রুপ্রবাহ নামিয়া আসিল। দুই হাত জোড় করিয়া স্বামীর মুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সে বলিল, "তুমি ভিন্ন আর কে আছে? একদিন দাদাকে অপার করুণা দেখিয়েছিলে; তাঁর দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসারে তাঁর অরক্ষণীয়া ভগ্নীকে বিবাহ ক'রে তাঁকে ভগ্নাদায় থেকে উদ্ধার করেছিলে, আজ আর একবার রক্ষা কর। আমার ভাগ্যে যাই থাক্, আমি জানি, তোমার করুণার অন্ত নেই।"

প্রমোদেরও পূর্ব্বকথা স্মরণে আসিতে-ছিল, চক্ষুও বুঝি একটু আর্দ্র হইয়াছিল! হায়! সে যে কত সাধ, কত আশার দিন! সে কি ভুলিবার? রুদ্ধ কণ্ঠে প্রমোদ উত্তর করিল, "লাবণ্য, শুধু দয়ার কথা কি বল্‌ছিলে? যখন আমি তোমায় বিবাহ করি, সরোজকে দয়া ক'রে করি নি। তুমি জান না, লাবণ্য!

তোমায় কতখানি ভালবেসে, তোমায় পাবার জন্তে কিরূপ উন্মত্ত হ'য়েছিলাম! আমার নয়নে তখন আর অন্য দৃশ্য ছিল না; আমার অন্তরে অন্য ধ্যান-জ্ঞান ছিল না; আমার এই ঐশ্বর্য্য, সম্ভ্রম, মান, খ্যাতি, সব একদিন তোমারই, পূজার অর্ঘ্য ক'রে সাজিয়ে রেখেছিলাম। যেদিন তুমি আমার গৃহে পা দিলে, সে-দিন আমার সারা জগৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল; আমার কতদিনের মানস-পূজা সার্থক মনে হ'ল। লাবণ্য! তোমায় দেখেই আমি বিবাহ ক'রে দীর্ঘ দিন প্রবাসে কাটিয়ে এসেছিলাম কেন, জান? আমার নিজের প্রেম পরীক্ষা করতে: লাবণ্য! আমি তোমায় যে কপট প্রেম দিয়ে বঞ্চনা করব, সেটা আমার নিজের হৃদয়েই অসহ্য ছিল, তাই চোখের অদর্শনেও তোমায় কত ভালবাসি তাই পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম। তুমি যাই হও, কিন্তু আমার প্রেম আমায় বঞ্চনা করে নি; পুড়িয়ে খাঁটি করেচে, তবু মাটি করে নি।" আকাশের পানে চাহিয়া প্রমোদ নীরব হইল; দুই চোখে দুটি অশ্রুবিন্দু চন্দ্রকিরণে ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিল। আর লাবণ্য অবাক্ হইয়া সেই মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হায়! এই সুধা-হ্রদ তাহার চক্ষে মরীচিকামাত্র!!

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রমোদের যেন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল; কিঞ্চিৎ কঠিন স্বরে সে বলিয়া উঠিল, "অনেক রাত হ'য়ে গেছে, আর এখানে থাকার আবশ্যক নেই; ভিতরে গেলেই ভাল হয়। দেখি, আমি যদি পারি, কাল কলিকাতায় যাবার চেষ্টা করব।"

যাইবার সময় লাবণ্য বলিল, "আর একটি কথা আছে। আমার দাসীর কোন প্রয়োজন নাই; তাকে জবাব দিয়ে যাও।"

প্রমোদ বিস্মিত হইয়া বলিল, "গৃহে তো অপর স্ত্রীলোক কেহ নাই! কি করিয়া থাকিবে?"

অবনত মুখে লাবণ্য উত্তর করিল, "ছোট থেকে মা নেই, সংসারেও আর কেউ ছিলেন না। আমার অমন থাকা অভ্যাস আছে। সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে কেউ ঘুরলে আমার আরও অসুবিধা বোধ হয়।"

প্রমোদ কথাটা দূষ্যভাবে গ্রহণ করিয়া বলিল, "হুঁ। আচ্ছা, তাই হবে।"

লাবণ্য মনে মনে বলিল, "এবার চক্ষু খুলেছে, বুঝেছি। বিপিন-দা এর মূল; আর ঐ মাগী তার হাতের কল; আচ্ছা তোমরা যা করবার করেছ,—এখন ভগবান্ কি করেন্, দেখি!"

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া লাবণ্য শুনিল, প্রমোদ প্রত্যূষেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। স্বামীর এই করুণায় তাহার চিত্ত দ্রব হইয়া গেল; দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। আজ মন্দিরে প্রমোদ নাই। পুরোহিত নিত্য-পূজা করিয়া উঠিয়া গেলে, লাবণ্য গিয়া ঠাকুরের পদতলে পড়িল। সারাদিন লাবণ্য আর বাহির হইল না। রাত্রির শয়নারতির পরে সামান্য প্রসাদ মুখে দিয়া সে নিজের ঘরের ভূমি-শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। একে ত তাহার দাদার এই ঘোর বিপদ্; তাহার উপর স্বামীকে সে যে আজ কি বিপদের মুখে পাঠাইয়াছে, তাহা তাহার অজ্ঞাত-নাই। তবে প্রমোদের অগাধ সম্পত্তির ত

ভরসাতেই জোর করিয়া ভ্রাতার সাহায্যের জন্য সে ধরিয়াছিল। আজ যদি দুকূলই ভাসিয়া যায়! হায় ঠাকুর! কোথায় তোমার অভয় চরণ-দুইটি! বিপন্না লাবণ্য আজ তাঁহারই আশ্রয় চাহিতেছে। দুঃখিনাকে বঞ্চিতা করিও না। (ক্রমশঃ)

শ্রীননীবালা দেবী।

প্রতীক্ষা।

বাতায়ন-ফাঁকে তরুণ অরুণ
তখন দেয়নি উঁকি,
তন্দ্রা-অলস নয়ন মেলিয়া
চাহে নাই সূর্য্যমুখী;
বিশ্ব-রাণীর তিমিরাবৃত
অবগুণ্ঠনখানি
রজনী তখন খুলে দিতেছিল
আলোর বারতা আনি';
ঊষা-তারাটীর লাজকম্পিত
স্নিগ্ধোজ্জ্বল ভাতি
কাল গগনের কালিমার আড়ে
কৌতুকে ছিল মাতি!
সারা প্রকৃতির মুখর কথাটী
ছিল মৌনতা ভরা,
তন্দ্রার হিম চুম্বনে ছিল
মন্ত্র-মুগ্ধ ধরা!
সারা নিশাখানি জেগে বসে আছি
তোমারি প্রতীক্ষায়,
বন্ধু, এ মোর মৌন ধেয়ান
ব্যর্থ কি হবে হায়!
যে আরতি-দীপ জ্বালায়ে রেখেছে
অন্তরে অহরহঃ,
আজ তুমি তারে তব মন্দিরে
সযতনে তুলে লহ!
পরাণের কোণে পুঞ্জিত ছিল
যে দারুণ অভিমান,
তীব্র দহনে নয়নের জলে
হয় নি'ক অবসান!
ব্যাকুল আশায় পথ চেয়ে আছে
ব্যথা ভরা এই চিত্ত,
দীন পূজারীর পূজার অর্ঘ্য
রহিবে কি অনাদৃত!
লক্ষ যুগের মৌন ধেয়ান
সকাতর আহ্বান
টলাতে, বন্ধু, পেরেছে কি তব
পাষাণ অচল প্রাণ!
নিষ্কলঙ্ক অন্তরে মোর
রচিয়াছি এ সমাধি,
তোমার করুণ চরণ-রেণুর
পরশের পরসাদী।
চিরকাল রব ভিখারীর মত
তোমারি প্রতীক্ষায়,
নিষ্ফল হবে নয়নের বারি-
ঢালা দেবতার পায়!

শ্রীকিরণপ্রভা দে।

অষ্টাবক্র গীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বাদশ প্রকরণ।

গুরুণোদীরিতং জ্ঞানং ন কিঞ্চিদিব শাম্যতি।
তৎস্বস্মিন্নপ্যভিজ্ঞাতুং শিষ্যো বদতি সাম্প্রতম্ ॥১॥

জ্ঞানাষ্টকে গুরু বলিয়াছেন যে, সাধক শূন্যের ন্যায় শান্ত হ'ন্। শিষ্য নিজের তাদৃশী অবস্থা জানাইবার জন্য সম্প্রতি বলিতেছেন।১।

কায়কৃত্যাসহঃ পূর্ব্বং ততো বাগ্বিস্তরাসহঃ।
অথ চিন্তাসহস্তস্মাদেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥১॥

সাধক প্রথমতঃ শারীরিক কর্ম বর্জন করেন্, অনন্তর বাগ্‌বাহুল্য ত্যাগ করেন, তারপর চিত্তের বৃত্তিও ত্যাগ করেন্; আমিও তজ্জন্য এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।

প্রীত্যভাবেন শব্দাদেরদৃশ্যত্বেন চাত্মনঃ।
বিক্ষেপৈকাগ্রহৃদয় এবমেবাহমাস্থিতঃ ॥২॥

শব্দাদি বাহ্য বিষয়ে প্রীতি নাই, আত্মাও অদৃশ্য, অতএব সমস্তপ্রকার চিত্তবিক্ষেপের হেতু ত্যাগ করিয়া একাগ্রহৃদয় হইয়া এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি। (কর্ম বা জপাদি-দ্বারা অনিত্য ফল পাওয়া যায়। তাহার নাশে দুঃখ। এজন্য শব্দাদি-বিষয়ে প্রীতি নাই; আত্মা অবাঙ্মনসগোচর; অতএব তাহার ধ্যানাদি করিবার অবসরও নাই—এইরূপে সমস্তপ্রকার চিত্তবিক্ষেপের হেতু ত্যক্ত হইয়াছে)।২।

সমাধ্যাসাদিবিক্ষিপ্তৌ ব্যবহারঃ সমাধয়ে।
এবং বিলোক্য নিয়মমেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৩॥

তথাপি সমাধিলাভ করিবার জন্য ব্যবহার আবশ্যক হয়—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন। যাহাদের চিত্ত কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অনর্থের মূলীভূত ভ্রমজ্ঞানের দ্বারা বিক্ষিপ্ত, তাহাদের পক্ষেই সমাধির প্রয়োজন; আমি শুদ্ধ আত্মা, আমার সমাধিরও প্রয়োজন নাই;—এই নিয়ম অবলোকন করিয়া এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৩।

হেয়োপাদেয়বিরহাদেবং হর্ষবিষাদয়োঃ।
অভাবাদদ্য হে ব্রহ্মন্নেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৪॥

আমি সর্ব্বপ্রকার অপূর্ণতাবর্জিত আত্মা, সুতরাং আমার পক্ষে হেয় বা উপাদেয় কোন বস্তুই নাই; সুতরাং আবার আমার কোন প্রকার দুঃখও নাই সুখও নাই; অতএব হে ব্রহ্মন্ (গুরো) আমি এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৪।

আশ্রমানাশ্রমধ্যানং চিত্তস্বীকৃতবর্জ্জনম্।
বিকল্পং মম বীক্ষ্যৈতৈরেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৫॥

বর্ণাশ্রমাদির ধ্যান ও তৎপ্রযুক্ত চিত্ত-স্বীকার ও চিত্তবর্জন, এই সকলের দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প সমুপস্থিত হয়; এজন্য আমি এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৫।

কর্মানুষ্ঠানমজ্ঞানাদ্ যথৈবোপরমস্তথা।
বুদ্ধা সম্যগিদং তত্ত্বমেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৬॥

লোকে যেরূপ অজ্ঞানবশতঃই কর্মের অনুষ্ঠান করে, সেইরূপ অজ্ঞানবশতঃই কর্ম-হীনতা আশ্রয় করে; এই তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া আমি এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৬।

অচিন্ত্যং চিন্ত্যমানোঽপি চিন্তারূপং ভজত্যসৌ।
ত্যক্ত্বা তদ্ভাবনং তস্মাদেবমেবাহমাস্থিতঃ ॥৭॥

ব্রহ্ম অচিন্ত্য, এরূপ চিন্তা করিলেও আত্মা চিন্তার সদৃশ রূপ ধারণ করে; অতএব 'ব্রহ্ম অচিন্ত্য' এরূপ ভাবনাও ত্যাগ করিয়া আমি এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) আশ্রয় করিয়াছি।৭।

এবমেব কৃতং যেন স কৃতার্থো ভবেদসৌ।
এবমেব স্বভাবো যঃ স কৃতার্থো ভবেদসৌ ॥৮॥

এইরূপ স্বরূপসাধন যিনি করিয়াছেন, তিনি কৃতার্থ হ'ন। এইরূপ অবস্থা (স্বরূপাবস্থিতিমাত্র) যাঁহার স্বভাব, তিনি যে কৃতার্থ হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য-মাত্র।৮।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার এবমেবাষ্টক-নামক দ্বাদশ প্রকরণ সমাপ্ত।

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নীতি ও বিবাহ।

কেবল ভৌতিক নিয়ম পালন করিলেই যে স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘজীবন লাভ হয়, তাহা নয়। নীতিপালনের সঙ্গে স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ঠ যোগ। মনুষ্য শরীর, মন ও প্রাণের সমবায়ে, তিনটির উৎকর্ষ-সাধনে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করে। প্রাণ, মন ও জড় জগতের রাজা ও নিয়ন্তা ঈশ্বর; তাঁহারই নিয়মে এই সমস্ত চলে। সুতরাং সকল প্রকার নিয়ম অবগত হইয়া তদনুসারে চলিলে প্রাণ-মন অধিক স্বাস্থ্য ও সুখ প্রাপ্ত হয়। প্রাণের লক্ষ্য ধর্ম্ম। ধর্ম্ম কি ?—ঈশ্বরকে জানা এবং তাঁহার বাধ্য হইয়া চলা। নীতির লক্ষ্য মনের সঙ্গে সম্বন্ধ জানা এবং তাহা পালন করা। Intuition বা সহজজ্ঞান-দ্বারা ঈশ্বর- ও পরকাল-তত্ত্বের মৌলিক জ্ঞান হয়। Conscience (বিবেক) দ্বারা মানুষের প্রতি কর্ত্তব্যের জ্ঞান হয়, এবং কর্ত্তব্য-পালনে সুখ ও হেলনে দুঃখ হয়।

নীতি ও বিজ্ঞান অতিক্রম করিয়া চলিলে শারীরিক এবং সামাজিক বহুপ্রকার অনিষ্ট হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, ঘৃণা ইত্যাদির দ্বারা মনকে বিকৃত বা অসুস্থ ত'করেই অধিকন্তু শরীরের অনিষ্ট করে। এই সমস্ত রিপু-দ্বারা উত্তেজিত হইলে, শারীরিক অনেক-গুলি অণু নষ্ট হয়। সে জন্য শরীরও দুর্ব্বল হয়। আমরা সকলেই জানি যে, বড় রাগ করিলে মাথা ধরে, চক্ষু জ্বালা করে, বুক ধড়্ফড়্ করে। যে সর্ব্বদা রাগ করে, তার ভাল হজম হয় না। সেজন্য রাগী মানুষ অজীর্ণ রোগী (Dyspeptic) হয়। অজীর্ণ রাগকে বাড়ায়, রাগ অজীর্ণকে বাড়ায়; এই দুই মিলে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, এবং ক্রমে কঠিনতর পীড়া আনিয়া পরিণামে তাহার অকাল মৃত্যু ঘটায়। ঈশ্বরনিষ্ঠ শান্ত সাধুগণ প্রফুল্লচিত্ত, সুস্থ, সবল ও দীর্ঘজীবী। ধর্ম্ম- ও নীতি-সম্বন্ধে অনেক

তত্ত্ব আছে? সে সমস্ত আমার বলিবার বিষয় নয়।

এখন বিবাহতত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছু বলি। বিবাহের ধর্ম্ম ও নীতির সঙ্গে বিশেষ যোগ। পরিণয় মানবসমাজের মহান্ কর্ত্তব্য এবং করুণাময় ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট বিধান। বিধাতার নিয়তি (Necessity) ক্রমে পবিত্র প্রেমের দ্বারা চালিত হইয়া নরনারীকে বিবাহ-সূত্রে গ্রথিত করে এবং সন্তান উৎপাদিত করিয়া মানবজাতির প্রবাহ রক্ষা করে। দুইটি প্রাণ পবিত্র প্রেমে এক হইয়া প্রেমের তরঙ্গে আপনারা ভেসে যায় এবং জনসমাজকে ভাসাইয়া দেয়। তাহারা কৃপাপাত্র, যাহারা দাম্পত্য-প্রেমের লীলা, রসময়ের লীলা অনুভব করিতে পারে না। বিবাহ পাশব-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য নয়। ইহা বিধাতার গৌরবার্থে পবিত্র প্রেমে ডুবিবার জন্য।

পবিত্র দাম্পত্য প্রেম অমৃত সমান।
পাপী উদ্ধারিতে পৃথিবীতে স্বর্গের সোপান।
সাধু-ভক্ত জন সেই রস করে পান।
সে প্রেম কোথা বা পাবে অধম মানুষে,
বিলাস-বিকার-মত্ত এই পঞ্চভূতময় দেশে?

বিবাহিত জীবনই মানব-সমাজে সুখ-শান্তির প্রস্রবণ। ঐ প্রস্রবণ যদি কলুষিত হয়, তবে দূষিত স্রোত প্রবাহিত হইয়া মানব-সমাজকে নরকের দিকে লইয়া যায়। এই জন্য পরিণয়-বিষয়ে কতকগুলি জ্ঞাতব্য তত্ত্ব বলিতেছি।

উচ্চ হিন্দুশাস্ত্রের কথা প্রথমে বলি।

কন্যা যতদিন পতিমর্য্যাদা না জানে এবং ধর্ম্মসাধন অজ্ঞাত থাকে, ততদিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না।—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

কন্যাকে এইরূপে পালন করিবেক এবং অতি-যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক ও ধন-রত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবেক।—
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

বিজ্ঞান বলিতেছেন্ যে, শরীর পরিণতি লাভ করিবার পূর্ব্বের বিবাহের সন্তান সুস্থ এবং সবল হয় না। বাল্য-বিবাহের দ্বারা বিবাহিত বালিকাগণ অল্পবয়সেই সন্তানবতী হয় এবং তদ্দ্বারা তাহাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ অনিষ্ট হয়।

প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার কোন এক প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছিলেন, যে, তাহার ত্রিশ বৎসরের পরিদর্শন ও অভিজ্ঞান-দ্বারা তিনি বলিতে পারেন যে, শতকরা ২৫জন স্ত্রীলোক বাল্য-বিবাহের ফলে invalid (চিররুগ্ন) হইয়াছে, আর ৫০ জন অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিতেছে।" (The Inspector of schools, Bombay) বম্বের শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শক বলিয়াছেন যে, হিন্দু এবং পার্শিছাত্রীগণ ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বেশ মেধাবী ও পরিশ্রমী থাকে, কিন্তু বিবাহের পরেই তাহার সে সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়।

(The Sanitary Commissioner of India) ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যরক্ষা-বিভাগের কমিসনার তাহার ১৮৯৯ সালের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, কলিকাতায় শতকরা ৮·৪ এবং বম্বাইতে ১৮·৭ মৃত সন্তান জন্মে।

সুবিজ্ঞা বিদুষী Annie Bessntর 'Awake India'-পুস্তকে বাল্যবিবাহের বিষময় ফল পড়িলে, কাহার না হৃৎকম্প উপস্থিত এবং অশ্রুবর্ষণ হয়?

আর অধিক কথা বলিব না। যাহারা জোর করিয়া বুঝিবে না, তাহাদের কে বুঝাইবে ?

"অবোধকে বুঝাব কত, বোধ নাহি মানে,
ঢেকিকে বুঝাব কত, নিত্য ধান ভানে !"

ব্রাহ্মদের বিবাহ-আইন হইবার সময় তাঁহারা নানা বিচক্ষণ চিকিৎসকগণের মত সংগ্রহ করিয়া ঠিক করিয়াছিলেন যে, অন্ততঃ ১৪ বৎসর পূর্ণ না হইলে, কন্যা বিবাহের উপযুক্ত হয় না। পরের অভিজ্ঞান-দ্বারা জানিয়া তাঁহারা এখন প্রায়ই অন্ততঃ ১৬ বৎসর পূর্ণ না হইলে কন্যার বিবাহ দেন না। কেবল বয়স ধরিলে হইবে না। কুমারীকাল উত্তীর্ণ হইলেই, অন্ততঃ এক বৎসর পরে যুবতীর বিবাহ হওয়া উচিত ; এবং ২০-২২ বৎসর বয়সে যুবকের বিবাহের সময়।

বয়সের কথা ব্যতীত আর একটি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। Improvident marriage—অসঙ্গত অবস্থায় বিবাহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। পরিবার প্রতি-পালনের সঙ্গতি না থাকিলে কিংবা উপার্জ্জন-ক্ষম না হইয়া বিবাহ করিবে না। এরূপ বিবাহের ফল নিজের এবং সমাজের দারিদ্র্য আনয়ন করে। এইরূপ বিবাহই ভারতে বর্ত্তমান দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। যখন দেশে খাদ্যদ্রব্য এত মাহাঘ ছিল না, এবং চালচলনও সাদাসিদে ছিল, আহার ও পরিচ্ছদের বিলাসিতা ছিল না, তখনকার কথা অন্যপ্রকার। এখন একদিকে অসচ্ছলতা ও বিলাসিতা, আর অন্যদিকে বিবাহের খরচ-বৃদ্ধি ; এ-সময় কি অসঙ্গতি-বিবাহ চলে ? সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এখনকার যুবকগণ ছাত্রজীবনে বিবাহ করিতে চায় না। ব্রাহ্মসমাজ এবং উন্নত শিক্ষিত হিন্দুসমাজে ভদ্রলোকদের মধ্যে এরূপ বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা অতিশয় অল্প। ধনীদের কথা অন্যপ্রকার। দেশের কয়জনই বা উচ্চশিক্ষা পাইয়াছে ? সুখের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি দুঃখের কথা উপস্থিত হইয়াছে। শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে বিবাহের ব্যয় এতই বৃদ্ধি হইয়াছে যে, তাহাতে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা মারা যাইতেছে। কত কেরাণী এবং শিক্ষকের কন্যাদায়ে বাড়ি-ঘর বিক্রয় হইয়া যায়। পুরাতন কৌলিন্য-পণ অপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ কতই বেশী। বরের পিতা ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় কন্যাকর্ত্তার রক্ত শোষণ করেন। হায়, হায়, দুঃখিনী ভারতজননী কপাল-পোড়া ! তাহা না হইলে, তাঁহার কৃতবিদ্য উন্নত সন্তানদের এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন ?

বিবাহের সময় স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। Hereditary disease বা বংশ-পরম্পরা-প্রবাহী রোগ যদি থাকে, কিংবা শরীরের অবস্থা এমন হয় যে, বিবাহ করিলে স্বাস্থ্যনাশ হইবে, তবে এরূপ অবস্থায় বিবাহ করিলে কেবল অকাল-মৃত্যুকে আহ্বান করা হয়।

বিবাহের পর অনেক দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। সংযমী হইয়া সকল বিষয়ের আতিশয্য পরিহার করিতে হয়। ঘন ঘন সন্তান হওয়া পরিহার্য্য। ঘন ঘন সন্তান হইলে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যনাশ হয় এবং তাঁহারা নিজে রুগ্ন হইয়া রুগ্ন সন্তান প্রসব করিয়া

নিজেদের এবং জনসমাজের অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠেন্। বলিতে লজ্জা হয় যে, এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী-দিগের মধ্যেও অনেকে আছেন, যাঁহারা বিজ্ঞান-জ্ঞান সত্বেও সেকেলের বিজ্ঞানানভিজ্ঞ-ব্যক্তিগণ অপেক্ষা এ-সম্বন্ধে অনেক নীচে পড়িয়া আছেন। ব্রাহ্মণেরা হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত বিধি-ব্যবস্থা নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। এখনকার অনেকের নিকট বিজ্ঞান এবং শাস্ত্র—উভয়েরই সম্মান নাই।

বেহাগ যৎ

গৃহধর্ম্ম নিত্য-কর্ম্ম পরম সাধন,
পবিত্র তীর্থ এই সংসার-তপোবন,
প্রেমের আধার গৃহ-পরিবার বন্ধন,
প্রেমময় ঈশ্বরের প্রিয় নিকেতন।
আসক্তি মোহ-জঞ্জাল বিষয়ের
তমোজাল যোগবলে করিবে ছেদন।
ভজ ব্রহ্মপাদপদ্ম, হইবে জীবনমুক্ত,
সশরীরে স্বর্গধামে করিবে গমন।
বিবেক-বৈরাগ্য-নীতি, সম-দম-ক্ষমা
শান্ত-সযতনে করিবে পালন,
সুখ-দুঃখে সমভাবে বিধাতার হস্ত
দেখিবে, দয়াময়-নাম মহামন্ত্র করিবে স্মরণ।

শ্রীরাজমোহন বসু।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

যদি দুগ্ধের ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা হয়, তবে গাভীকে উত্তমরূপে দোহন করিতে হইবে। এরূপ না করিলে উত্তম গাভীও অপকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। উত্তম দোহন দোহন-কারীর পারদর্শিতার উপর নির্ভর করে। ব্যবসায় করিলে, কতকগুলি ফালতু দোহনকারী রাখিয়া দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। লোকের রোগ, শোক অথবা ছুটিছাটায় দোহনকারীর অনুপস্থিতিতে ফালতু দোহনকারীর দ্বারা কার্য্য লইতে হইবে। প্রত্যহ দোহনকারীরা যদি ছুটিছাটা না পায়, তবে তাহারা উত্তমরূপে কার্য্য করে না। তজ্জন্য উত্তম গাভীও অপকর্ষ প্রাপ্ত হয়। গাভী খারাপ হইলেও উত্তম-দোহন-দ্বারা তাহার উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে, কিন্তু খারাপ দোহন-দ্বারা উত্তম গাভীও অধম হইয়া যায়।

দুগ্ধ-দোহনকারীদিগকে উত্তমরূপে কার্য্য করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পুরস্কার-দ্বারা উৎসাহ দিবে। নতুবা তাহাদিগের বেতন প্রথমে অল্প রাখিয়া, উত্তমকার্য্য দেখিলে বৃদ্ধি করিয়া দিবে। বেতন-বৃদ্ধির আশা থাকিলে, তাহারা উত্তমরূপে কার্য্য করিবে।

দোহনকারীদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবে, এবং দুই দলে যাহাতে প্রতিযোগিতা হয়, তাহা করিবে। এতদর্থে কোন্ দোহন-কারী কত দুগ্ধ বাহির করিল, তাহার হিসাব প্রত্যহ রাখিবে ও উত্তম দোহনকারীদিগকে কিছু বকসিস্ বা তাহাদিগের বেতন-বৃদ্ধি করিয়া দিবে। তাহা হইলেই তাহাদিগের মধ্যে একটা ঘোরতর প্রতিযোগিতা হইবে এবং পুরস্কার বা বেতন-বৃদ্ধির লোভে তাহারা উত্তমরূপে কার্য্য করিবে। দোহন-

কারীরা যদি একস্থানের হয়, তবে তাহারা সড করিয়া বেতন-বৃদ্ধি করাইবার চেষ্টা দেখে। এইজন্য ফাল্‌তু লোকের আবশ্যকতা। কিন্তু সময় পড়িলে তাহাদিগের নিকট হইতে এরূপভাবে কার্য্য লইবে, যেন তাহারা ইহা না বুঝিতে পারে যে, তাহাদিগের ভিন্ন তোমার অন্য গতি নাই। নতুবা, তাহারা তোমাকে পুনরায় উত্যক্ত করিবে। একটা গোয়ালার মাসিক বেতন ৫৲ টাকা হইতে ৭৲ টাকা যথেষ্ট। প্রত্যেক লোককে দশটী গাভী এবং দশটী মহিষ দোহন করিবার ভার দিবে।

দোহন করিতে হইলে, শীঘ্র শীঘ্র দোহন করাই শ্রেয়। মনে কর, পূর্ণদুগ্ধবতী একটি গাভী দিনে ১২ সের দুগ্ধ দেয়, অর্থাৎ সকালে ছয় সের এবং সন্ধ্যাকালেও ছয় সের। এরূপ গাভীকে দোহন করিতে চারি মিনিটের অধিক সময় লওয়া উচিত নহে। দোহনটী নিঃশব্দে, উত্তমরূপে এবং শীঘ্র হওয়া চাই। খারাপ দোহনের দ্বারা উত্তম গাভীও এক সপ্তাহের মধ্যেই শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে। অপত্য-প্রসবকাল হইতে দুগ্ধ শুষ্ক হইবার সময় পর্য্যন্ত গাভীর দুগ্ধ দিবার কাল গড়ে ২৪০ দিন।

ছয় সপ্তাহ ধরিয়া গাভীগুলি শুষ্ক থাকে। স্বাস্থ্য উত্তম হইলে তাহারা সন্তান-প্রসবের দুইমাস পরেই চরম সীমায় দুগ্ধ দেয়। ক্রমে তাহাদিগের দুগ্ধ কমিয়া আসে। আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গাভী উত্তমরূপ দুগ্ধ দিয়া থাকে।

বলদের সহিত রমণ করিলে গাভীর দুগ্ধ মাত্রায় এবং গুণে কমিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধের গুরুত্ব ও চর্ব্বির অংশের হ্রস্বতা হয় এবং উষ্ণ করিলে দুগ্ধ জমিয়া যায়। এরূপ অবস্থা অবশ্য অধিক দিন থাকে না।

পশুকে আহার দেওয়ার পরই দোহন করা উচিত। প্রত্যেক দোহনকারীকে একটা ঝাড়ন দিবে। তদ্দ্বারা তাহারা দোহনের পূর্ব্বে গাভীর বাঁট ও স্তন ঝাড়িয়া লইবে। অন্যথা বাঁটের ধূলা দোহন-কালে দুগ্ধে পড়িতে পারে। দোহনকারীদিগের নখ সর্ব্বদাই কর্ত্তিত থাকা চাই; নতুবা বাঁট ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। দুগ্ধ-দোহনের পর ঝাড়নের দ্বারা গাভীর বাঁট পুনরায় মুছিয়া দিবে। এ-প্রথাটী বিশেষতঃ নবপ্রসূতা গাভীর পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। নবপ্রসূতা গাভীগুলিকে সর্ব্বশেষে দোহন করিবে। দোহনকালে এক পার্শ্বের দুইটী বাঁট ধরিয়া দোহন করিবে না। সম্মুখের ও পশ্চাতের বাঁট ধরিয়া দোহন করিলে, দুগ্ধ ঠিক্ ঠিক্ নির্গত হয়; নতুবা দুগ্ধের ধারা নিয়মিত বাহির হইবে না।

দুগ্ধ-দোহন করিবার পূর্ব্বে বৎসকে গাভীর স্তন কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া পান করিতে দিবে। পরে তাহাকে গাভীর সম্মুখে রাখিয়া দোহন করিতে থাকিবে। গাভী এই সময়ে বৎসের গাত্র চাটিতে থাকে। দুগ্ধ-দোহন হইয়া যাইলে, বৎসকে টানিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। নতুবা বড় বৎসগুলি মাতার নিকট দৌড়িয়া আসিয়া স্তন কামড়াইয়া বাঁটে ক্ষত করিয়া দিবে অথবা অন্য গাভীর নিকট যাইবে।— ফলে এই হইবে যে, অন্য গাভী অপরের বৎস দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া যাইবে এবং দুগ্ধ দিবে না। মহিষেরা অপরের বৎস নিকটে আসিতে দেখিলে প্রায়ই দুগ্ধ দেয় না। মহিষের বৎস পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহারা দুগ্ধ

দিতে চাহে না। এরূপস্থলে দুই এক ঘণ্টা সাধ্যসাধনার পর মহিষেরা দুগ্ধ দেয়।

বোগ্‌নো (বাঁটলোই) দোহন-পাত্রের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। টিন-পাত্র বা এনামেল পাত্র সুবিধার নহে। মৃন্ময় পাত্র সর্ব্বথা পরিত্যজ্য; কারণ মাটির পাত্রে ছিদ্র থাকায় দুগ্ধ তন্মধ্যে প্রবেশ করে ও ছিদ্রমধ্যে সঞ্চিত হইয়া পচিয়া যায়। ধৌত করিলেও তাহা পরিষ্কার হয় না। যদি এরূপ পাত্রে দোহন করা যায়, তবে তাজা দুগ্ধ পচা দুগ্ধের সংস্পর্শে আসিয়া অপকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

সংবাদ।

১। ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী মিঃ মণ্টেগু ও ভারত কাউন্সিলের সদস্য শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু নিরাপদে বিলাতে পৌঁছিয়াছেন।

২। পাবনা-জেলার দুলাইর সুপ্রসিদ্ধা ভূম্যধিকারিণী শ্রীযুক্তা শরিফন্নেসা খাতুন চৌধুরাণী মহোদয়া বর্ত্তমান সময়ের বস্ত্র-সংকটের দিনে ৫০০ শত অনাথ দীন-দরিদ্রকে বস্ত্রদান করিয়াছেন।

৩। ব্রহ্ম-রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ, স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাপান এবং আমেরিকা ভ্রমণকালে যে পিয়ারস‍ন সাহেব তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটরী ছিলেন, সেই পিয়াস‍ন সাহেব চীনের পিকিন-সহরে রাজনৈতিক অপরাধে ধৃত এবং সাঙ্গাইয়ে প্রেরিত হইয়াছেন।

৪। ভারতরক্ষার আইন অনুসারে গিনি বা টাকা গলাইয়া অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করা অপরাধ বলিয়া গণ্য। গবর্ণমেণ্ট এতদিন কঠোরতা-সহকারে ঐ বিধানের প্রয়োগ করেন নাই। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, গিনি ও টাকা গলাইলে দণ্ড হইবে।

৫। মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গালী পল্টনের সুবেদার এ, কে, মিত্র আহত হইয়া মারা গিয়াছেন।

৬। বর্ত্তমান বৎসরে ভারতবর্ষের তিনজন ছাত্র "র‍্যাঙ্গলার"-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই তিন জন ছাত্রের মধ্যে একজন কলিকাতার মিঃ এ, সি, ব্যানার্জ্জি দ্বিতীয় জন পুনার মিঃ ডাইবি; তৃতীয় জন বোম্বাইয়ের মিঃ গুঞ্জিকর।

৭। নিম্নলিখিত ব্রাহ্মমহিলাগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন :—

প্রথম বিভাগ।

বীণা রায়চৌধুরী	...ডাওসেসন কলেজ
নলিনী দাসগুপ্তা	... বেথুন কলেজ
ললিতা রায়	... " "
সুবালা রায়	... " "
উষাবালা সেন	... " "

দ্বিতীয় বিভাগ।

সুসমা বন্দোপাধ্যায়	... বেথুন কলেজ
সুপ্রভা দাসগুপ্তা	... " "
সুহাসিনী রায়	... " "
ললিতা বসু	...ডাওসেসন কলেজ
আশা দত্ত	... " "
সুখময়ী লাহিড়ী	... " "
রাবেরা রায়	... প্রাইভেট্

তৃতীয় বিভাগ।

সুরবালা সিংহ	... বেথুন কলেজ

৮। বোম্বাইয়ের সুবোধ পত্রিকায় প্রকাশ,— ছয়টী ব্রাহ্ম মহিলা ইণ্টারমিডিএট ইন্ আর্টস পরিক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন :—

(১) মিসেস্ আর্, আর্, নাবর, (২) কুমারী লবঙ্গিকা দিবেতিয়া, (৩) কুমারী ভবানী নটরঞ্জন, (৪) কুমারী ভানুমতী বীরকর; এবং (৫ ও ৬) কুমারী দেবঁও তাণ্ডারকার।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 659. | July, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫৯ সংখ্যা। | আষাঢ়, ১৩২৫। জুলাই, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

বঙ্গ-সেনার প্রতি

(রাগিণী বিভাস)

বঙ্গমাতার বীর তনয়,
চল্ রে সবাই চল্,
সাত সাগরের পার হ'তে আজ
ডাক্ এসেছে, চল্।
মানিস্ নে আজ বাধা-বাঁধন,
রাখিস্ নে আজ ভয়,
শঙ্কা-হরা ডঙ্কা-নাদে
চল্ রে ও ভাই চল্!
মৃত্যুকে আজ তুচ্ছ করে
'জয় বৃটিশের' বল্,
বঙ্গমাতার বীর তনয়,
নির্ভীক প্রাণে চল্!
পুণ্য-রাজার পুণ্য-প্রজা —
তোদের অসীম প্রতাপ বল,
তোপের মুখে চলিস্ তোরা
তোরা মরণ-জয়ীর দল!

বঙ্গমাতার বুকের মণি,
চল্ রে সবাই চল্,
বীর-হৃদয় তোরা সবাই
জয় বৃটিশের বল।
ডঙ্কা-নাদের তালে তালে
তোরা বাঁধিস বুকে বল,
নিখিল অরি বিনাশ করি
তোরা আনিস্ শান্তিজল!
সবার উপর রাখিস মনে
পরম পিতার বল,
মুক্ত কণ্ঠে গাহিস্ তোরা—
'তুমি দাও পরমেশ বল।'
তবে চল্ রে সবাই চল্‌রে ওভাই
তোরা হোস্ নে ভীরুর দল,
পিতার নামে দেশের নামে
তোরা চল্ রে ওভাই চল্॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

কুলবধূ।

বধূ সংসারের ভূষণস্বরূপা। বধূর লজ্জা-বিমণ্ডিত কমনীয় কোমল মূর্ত্তি সংসারের তীব্রতা দূর করে, সংসারের শূন্যতা পূর্ণ করে এবং সংসারকে এক অভিনব সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়া থাকে। অকৃত্রিম স্নেহে পরিপূর্ণ, উন্মাদনাহীন প্রেমে পরিপূর্ণ, অবাধ করুণায় পরিপূর্ণ, অকপট পবিত্রতায় পরিপূর্ণ বিনয় ও সৌজন্যের প্রতিমূর্ত্তি বধূর হৃদয় জগতের এক অপূর্ব্ব বস্তু। অসামান্য-সৌন্দর্য্যশালিনী হইলেও বধূ গর্ব্বভরে আত্ম-প্রকাশ করিতে চাহে না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সবিশেষ পক্ষপাতিনী হইলেও বিলাসিতার প্রগল্‌ভতায় দূষিতা নহে। বনফুলের মত স্নিগ্ধ মধুর লজ্জাময়ী বধূমূর্ত্তি পরিশ্রান্ত জীবনের বিশ্রামস্বরূপ, সন্তপ্ত জীবনের শান্তি-প্রস্রবণ স্বরূপ।

সংসারে নিভৃতভাবে অবস্থান করিলেও এই কোমলস্বভাবা বধূদিগের শক্তি ও দায়িত্ব বড় অল্প নহে। ইহারা সংসারের মজ্জা-স্বরূপা। এইজন্য সংসারে শান্তি ও অশান্তি ইহাদের গুণ ও দোষের উপর নির্ভর করে। যে বধূ সমস্ত সংসারের উন্নতিকামিনী হইয়া স্নেহ-মমতাদি-দ্বারা সকলকে একসূত্রে বন্ধন করিয়া রাখে, এবং অন্তর্নিহিত শক্তিস্বরূপ সকলকেই সংসারের মঙ্গলের জন্য একভাবে ও একপ্রাণে চালিত করে, সেইরূপ বধূই সংসারের শ্রী-স্বরূপা। সংসার ইহাদের দ্বারা পরম উন্নতি লাভ করে। প্রাচীনকালে এইরূপ গুণবতী বধূর সংখ্যা অধিক-মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। কারণ, তখন সকলের ঈশ্বরের প্রতি একটা বিশ্বাস ছিল, স্বামীর প্রতি একটা অবিচলিত ভক্তি ছিল, স্বার্থের প্রতি তেমন দৃষ্টি ছিল না, চিত্তে সন্তোষের প্রাচুর্য্য ছিল এবং পুণ্যই জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এখন কালের প্রভাবে বাহ্য সভ্যতায় ভুলিয়া সকলে অন্তরের জিনিষ হারাইতে বসিয়াছে। তাই আমরা সুপবিত্র বধূমহলে অনেক অপবিত্রতার ছবি দেখিয়া থাকি। আমরা দেখিতে পাই যে, আর একপ্রকার বধূ আছে, যাহারা সংসারের কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল নিজেদেরই বিষয় ভাবিয়া ভেদবুদ্ধি-দ্বারা সংসার বিচ্ছিন্ন করিতে চায় এবং কেবল স্বার্থের জন্য সমস্ত সংসারের মঙ্গলামঙ্গল-চিন্তা করে না। ইহারা গৃহের অলক্ষ্মীস্বরূপা; ইহাদের দ্বারা সংসার বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গুণবতী বধূ পিতৃগৃহ হইতে পতির সংসারে আসিয়া পিতৃগৃহ একরূপ বিস্মৃত হইয়া পতির সংসারকেই নিজের সংসার মনে করেন। তাই তিনি শ্বশুর-শ্বশ্রূকে স্বকীয় জনক-জননীর পদে স্থাপিত করেন, এবং কন্যার মত কায়মনোবাক্যে তাঁহাদিগের সেবা করেন, দেবরগুলিকে তাঁহার ভ্রাতার মত ও ননন্দাগুলিকে ভগিনীর মত দেখেন, এবং নিজের ক্ষুদ্রস্বার্থ ও সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সকলেরই হিতের জন্য তনুপাত করিতেও সঙ্কুচিতা হ'ন্ না। এই বধূগণ ধনীর কন্যা হইয়াও দরিদ্রের গৃহে পড়িলে পিতৃ-গৃহের ধনগর্ব্ব বিষের মত পরিহার করেন, এবং দরিদ্রের কন্যা সাজিয়া মোটা কাপড় ও মোটা ভাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া সর্ব্বদাই শ্বশুর,

শ্বশ্রূ প্রভৃতি পূজনীয়বর্গের সেবাশুশ্রূষা করিয়া থাকেন, দেবর ননন্দা, প্রভৃতি স্নেহাস্পদদিগকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত স্নেহ অর্পণ করিয়া, প্রাণ দিয়া তাহাদের মঙ্গলকামনা করিয়া থাকেন, এবং পতি যতই নির্গুণ হউন্ না কেন, তাঁহাকে নিজের অভীষ্টদেব বলিয়া তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন্। পতির গৃহে ইহারা কষ্টকে কষ্ট বলিয়া জ্ঞান করেন না। দরিদ্র-সংসার বলিয়া যদি কেহ পতিগৃহের নিন্দা বা অপমান করে, ইহারা তাহা সহ্য করিতে পারেন না। সাবিত্রী রাজকন্যা হইয়াও বনবাসী সত্যবানের হস্তে পড়িয়া বল্কলধারিণী বনবাসিনী সাজিয়াছিলেন। সতী রাজকন্যা হইয়াও ভিক্ষুকবর মহাদেবের হস্তে পড়িয়া ভিক্ষুকীবৃত্তি অবলম্বন করাই পরম সৌভাগ্য মনে করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। অযোধ্যাপতি দশরথের কন্যা শান্তা ঋষ্য-শৃঙ্গের সহধর্ম্মিণী হইয়া আজীবন ঋষিপত্নীর মত ছিলেন। এইরূপ গুণবতী বধূমাত্রই পতির সংসারকে নিজের সংসার মনে করেন এবং পতিকুলের সম্মানকে সর্ব্বতোভাবে নিজ সম্মান মনে করিয়া তাহা রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু গুণহীনা বধূরা শ্বশুরালয়ে যাইয়াও পরের কন্যার মত ঔদাসীন্য অবলম্বন করে। তাহারা শ্বশুর-শ্বশ্রূকে জনক-জননীর পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে চায় না, দেবর-ননদদিগকে ভ্রাতা-ভগিনীর মত ভালবাসিতে আদৌ পছন্দ করে না। শ্বশুর-শ্বশ্রূর সেবা কি ননদ-দেবরের আদর ও যত্ন করা তাহারা একরূপ বাহুল্যই মনে করে, এবং নিজের সুখস্বার্থের কণ্টক মনে করিয়া তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে ছাড়ে না। এই সমস্ত স্বার্থপরায়ণা বধূ স্বীয় পতিকে নিজের অভীষ্ট দেবতা বলিয়া যথার্থ ভক্তি করে না; নিজের স্বার্থসাধনের উপায়ভূত মনে করিয়া তাহার সহিত একটা দাম্পত্য সম্বন্ধ রাখে মাত্র, ও সর্ব্বদাই তাঁহার উপর প্রভুত্ব-স্থাপনের চেষ্টা করে। ইহারা কেমন করিয়া পতিকে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করতঃ নিজে সমস্ত সুখ নিষ্কণ্টকে ভোগ করিবে ও ইচ্ছামত বেশভূষা পরিধান করিবে, কেবল তদ্বিষয়েই উৎসুক থাকে। এজন্য সর্ব্বদা কুমন্ত্রণা দিয়া পতির চিত্তকে অন্য সকলের উপর বিরক্ত করাই ইহাদের নিত্যকার্য্য। ইহাদের "ইষ্টমন্ত্রে" ভুলিয়া অনেক মূঢ়পুরুষ চক্ষুর্লজ্জা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানে বিসর্জ্জন দিয়া অবশ্যপ্রতিপাল্য বৃদ্ধ জনক, বৃদ্ধা জননী ও নাবালক উপায়বিহীন ভ্রাতৃগণকে বর্জ্জন করিয়া থাকে। ইহাদের ভিতর আবার অনেকে এতই একলতাপ্রিয়া, যে সংসার ত দূরের কথা, একসমাজেই পাঁচ জনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকাও স্বার্থহানিকর মনে করিয়া, স্বামীকে লইয়া বিদেশবাসিনী হইয়া থাকে। শ্বশুরগৃহ অপেক্ষা, পিতৃগৃহের সহিত সম্বন্ধ ইহাদের চিরদিনই অধিক থাকে। শ্বশুর-শ্বশ্রূকে শুনাইয়া শুনাইয়া ইহারা পিতৃগৃহের গর্ব্ব করিতে ভালবাসে এবং পিতৃকুলের গৌরব প্রকাশ করিতে যদি পতিকুলের নিন্দা করিতে হয়, তাহাতেও সঙ্কুচিত হয় না। কারণ, অনেকস্থলে দেখা যায় যে, ইহাদের কুমন্ত্রণায় পতির বৃদ্ধ জনকজননী পরিত্যক্ত হইয়াছেন বটে,

কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের নিজেদের জনক-জননী প্রভুত্বের সহিত স্থান লাভ করিয়াছেন। ফলতঃ গুণবতী বধূ যেমন মধুরবাক্য ও সৌজন্যদ্বারা সমস্ত স্বজন, পরিজন ও প্রতিবেশীদিগকে আকৃষ্ট করিয়া রাখেন, লজ্জা, দয়া, মায়া, ভক্তি, স্নেহ, পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজির দ্বারা সাধারণের সম্মানভাজন হ'ন্‌, নির্গুণা বধূ তেমন কর্কশবাক্য ও অসদাচরণের দ্বারা সমস্ত স্বজন, পরিজন ও প্রতিবেশীদিগকে সর্ব্বদা উত্ত্যক্ত করিয়া থাকে এবং দম্ভ, বাচালতা, নির্লজ্জতা ও কদাচার প্রভৃতি দোষের দ্বারা সাধারণের বিরাগভাজন হয়।

এই দুই প্রকারের বধূচরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, সুশিক্ষার ফলেই বধূরা প্রায়ই গুণবতী হয় এবং কুশিক্ষা বা অশিক্ষার প্রভাবে গুণহীনা হইয়া থাকে। বধূদিগের এই শিক্ষার জন্য তাহাদের মাতাপিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়ী। কারণ, বাল্যবয়সে যখন তাহারা কন্যারূপে পিতৃগৃহে বর্ত্তমান থাকে এবং তাহাদের কোমল-চিত্তবৃত্তি শিক্ষা-গ্রহণের পরম উপযোগিনী থাকে, তখন প্রত্যেক হিতকামী মাতাপিতার কর্ত্তব্য কন্যা-দিগকে পরম যত্নসহকারে শিক্ষাদান করা। বৃদ্ধবয়সের অবলম্বন বলিয়া কেবল পুত্রকে যত্নপূর্ব্বক পালন করিলে ও শিক্ষাদান করিলে পিতৃকার্য্য সম্পূর্ণ হইল না। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"-কন্যাকেও অতিযত্নে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করা কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয় অনেক মাতাপিতা এ বিষয়ে সম্যক্‌ উদাসীন থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা কন্যা পরগৃহবাসিনী হইবে এবং নিজের কোনও উপকারে লাগিবে না বলিয়া তাহাদিগকে পুত্রের মত আদর-যত্ন বা শিক্ষাদান করা বাহুল্য মনে করেন, আবার কেহ কেহ বা কন্যা দুইদিন পরে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া শ্বশুর গৃহে যাইবে, এই চিন্তায় কাতর হইয়া যে দুইদিন কন্যা পিতৃগৃহে থাকে, সে দুইদিন তাহাকে অত্যধিক আদর করিয়া তাঁহাদের শিক্ষাদানের কর্ত্তব্যতা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যান, কিংবা শিক্ষাদান তাঁহাদের কন্যার পক্ষে কঠোর হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া তাহাতে নিবৃত্ত থাকেন্‌। কিন্তু বস্তুতঃ ধরিতে যাইলে আদরের উপরোধে শিক্ষাদানে বিরতি কন্যার প্রতি প্রকৃত আদরের পরিচায়িকা নহে। যে মাতাপিতা কন্যার সমস্ত জীবনের মঙ্গলামঙ্গল ভাবিলেন না—তাহাকে শিক্ষাদান না করিয়া, তাহার কেবল একটা আজীবনব্যাপী কষ্টেরই সূচনা করিয়া দিলেন—সে মাতাপিতাকে কন্যার প্রতি স্নেহবান্‌ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কন্যা দুইদিন পরে পরের হইবে বলিয়া যে-দুইদিন সে পিতৃগৃহে থাকিবে, সে-দুইদিন তাহাকে শিক্ষাদানের পরিবর্ত্তে তাহাকে অবাধ যথেচ্ছাচার করিতে দেওয়া হইবে,—এ কিরূপ কথা? মনু বারংবার বলিয়াছেন—

"বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি॥

স্ত্রীলোক বালিকাই হউন্‌, যুবতিই হউন্‌ অথবা বৃদ্ধাই হউন্‌, গৃহে কোনও কর্ম্ম স্বতন্ত্র হইয়া করিতে পারিবেন না।

"বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্‌॥"

স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে থাকিবে, যৌবনাবস্থায় স্বামীর বশে এবং স্বামীর মৃত্যু হইলে পুত্রের বশে থাকিবে; কখনও স্বাধীনতা লাভ করিবে না।

"অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ
স্বৈর্দিবানিশম্॥"

পিতা, স্বামী প্রভৃতি সম্বন্ধিগণ স্ত্রীলোকদিগকে দিবারাত্র অস্বতন্ত্রা রাখিবেন্। বিশেষতঃ বাল্যকালই সমস্ত জীবনের ভিত্তি-স্বরূপ। এইকালেই বালিকাগণের কোমল হৃদয়ে সৎশিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হইলে, সমস্ত জীবন ধরিয়া তাহারা তাহার সুফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য এ অবস্থায় তাহাদিগকে কুফলদায়ক যথেচ্ছাচারের অবসর না দিয়া, তাহাদের প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখা এবং যাহাতে সৎশিক্ষা লাভ করিয়া পরিণামে তাহারা একটী সুখময় গার্হস্থজীবন ধারণ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করা প্রত্যেক মাতাপিতার অবশ্যকর্ত্তব্য।

কন্যাকে 'শিক্ষা দেওয়া' বলিতে গেলে কেবল 'রাশি রাশি পুস্তকপাঠের অবসর দিয়া তাহাকে একটা পুস্তক-কীটরূপে পরিণত করা' নহে, কিন্তু কিরূপে তাহার চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়, কিরূপেই বা সে বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গিয়া ভালরূপ গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করিতে পারে, এই শিক্ষাদানই প্রকৃত শিক্ষাদান। কারণ, মনু বলিয়াছেন—

"বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ
স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥"

পুরুষদিগের মত স্ত্রীদিগের উপনয়নরূপ বৈদিকসংস্কার, গুরুগৃহে বাস, অথবা হোমক্রিয়া নাই, কিন্তু বিবাহই স্ত্রীদিগের বৈদিক সংস্কার, পতিসেবাই তাহাদের গুরুগৃহে বাস, এবং গৃহকর্ম্মই তাহাদের হোমরূপ অগ্নিসেবা। বাস্তবিক পক্ষে ধরিতে গেলে স্বভাবতঃ কঠোর-প্রকৃতি পুরুষগণ সংসারের উন্নতির জন্য বাহিরে ধনাদির অর্জ্জনে ব্যাপৃত থাকিবেন, এবং তাহাদের কোমলপ্রকৃতি পত্নীগণ অন্দরে গৃহশ্রীরূপে বিরাজমান থাকিয়া কর্ম্মক্লান্ত পতির সেবাশুশ্রূষা ও সংসারের তত্ত্বাবধান করিবেন। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কর্ম্মবিভাগ আর কি হইতে পারে? সেইজন্য, কন্যা যাহাতে পতি-গৃহে সংসারোজ্জ্বল-বধূ হয়, পতিকে ভালরূপ চিনিতে পারে, পতির সংসারকে নিজের সংসার বলিয়া ভাবিতে পারে, পতিকুলের মর্য্যাদাকে নিজের মর্য্যাদা বলিয়া চিন্তা করিতে পারে, স্নেহবন্ধনে পতিগৃহের সকলকে বশীভূত করিতে পারে, লজ্জা, দয়া, মমতা, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্মশীলতা, সেবাপরায়ণতা, নিঃস্বার্থতা, কর্ম্মপটুতা, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি গুণের অধিকারিণী হইয়া পতিসংসারকে এক শান্তিময় রাজ্যে পরিণত করিতে পারে, তদ্বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক মাতাপিতার অবশ্যকর্ত্তব্য।

শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে মাতা-পিতার কন্যাকে নিজেদের সদ্দৃষ্টান্ত দেখানই প্রধান কর্ত্তব্য। কন্যা যদি দেখে তাহার জননী পিতার উপর প্রভুত্বপরায়ণা, সে অমনি স্বামীর প্রতি প্রভুত্ব করিতে শিখিবে। কন্যা যদি দেখে তাহার নির্লজ্জা জননী কর্কশবাক্যে সংসারের সকলকে উত্যক্ত করিতেছে, সে অমনি নির্লজ্জা হইয়া কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিতে শিখিবে। কন্যা যদি

দেখে, তাহার মাতাপিতা ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করিয়া পাপক্রিয়ায় আসক্ত, অমনি তাহার মন অধর্ম্মের দিকে ধাবিত হইবে। কন্যা যদি দেখে তাহার মাতাপিতা দম্ভভরে কাহারও সহিত কথা কহে না, সে অমনি দাম্ভিকা হইতে শিখিবে। কন্যা যদি দেখে তাহার মাতাপিতা বিলাসিতার উপরোধে কেবল অপব্যয় করেন, অমনি সে অমিতব্যয়িতা শিক্ষা করিবে। এইরূপ মাতাপিতার সদ্দৃষ্টান্ত দেখিলে কন্যার চিত্ত যে সৎপথে ধাবিত হইয়া থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা যে সময়ে সময়ে বিলাসের ক্রোড়ে পালিতা ধনিকন্যাকে দরিদ্র-শ্বশুরগৃহে বাস করিতে অনিচ্ছু দেখিতে পাই, তাহা যে তাহার মাতাপিতৃদত্ত কুশিক্ষা-দোষেই ঘটিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা আরও দেখিতে পাই, জনকজননীর প্রকৃতিগত গুণ ও দোষ জন্মসূত্রে কন্যাতে উপগত হইয়া থাকে। ধার্ম্মিক দম্পতীর কন্যা প্রায়ই ধর্ম্মশীলা হয়, উদারস্বভাব দম্পতীর কন্যা প্রায়ই প্রশস্তচিত্তা হয়, আবার পাপবৃত্ত-দম্পতীর কন্যা প্রায়ই পাপপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে ও সঙ্কীর্ণচিত্ত দম্পতীর কন্যা প্রায়ই ক্ষুদ্রমতি হয়। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ কন্যার কুল-শীলাদি সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া তবে কন্যা-পরিগ্রহের কথা বলিয়াছেন।

নিজেদের সদ্দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন ব্যতীত কন্যাকে অবসর-মত সদুপদেশ প্রদান করাও মাতা-পিতার অবশ্যকর্ত্তব্য এবং উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শিক্ষাপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিয়া কন্যা যাহাতে নানাবিষয়ে সদুপদেশ লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য প্রয়োজনমত বিদ্যাদান করাও কর্ত্তব্য। শকুন্তলাকে দুষ্মন্তগৃহে পাঠাইবার সময় মহর্ষি কণ্ব তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মা স্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥" অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ :

শকুন্তলে, পতিগৃহে যাইয়া গুরুজনদিগকে শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীদিগকে প্রিয়সখীর মত দেখিবে, স্বামি-কর্ত্তৃক অপমানিতা হইলেও ক্রোধবশতঃ তাঁহার প্রতিকূল আচরণ করিও না, পরিজনবর্গের প্রতি অত্যন্ত অনুকূলা হইও, এবং সৌভাগ্যে গর্ব্বিত হইও না। এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াই যুবতিগণ গৃহিণীপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন্। আর যাহারা প্রতিকূল আচরণ করে, তাহারা বংশের পীড়াস্বরূপ। অতিশয় অল্প কথায় পতিগৃহগামিনী কন্যার প্রতি পিতার উপদেশ, ইহা অপেক্ষা আর কি ভাল হইতে পারে ?

কন্যার শিক্ষাদান বিষয়ে উদাসীন মাতা-পিতার এইটী অবশ্য ভাবা উচিত যে, তাঁহাদের শিক্ষাদানবিষয়ক যত্নের অভাবে যদি কন্যা শ্বশুরালয়ে গিয়া স্বীয় অসদাচরণের দ্বারা সকলের নিন্দাস্পদ হয়, তাহা কেবল তাঁহাদের কন্যার নিন্দা বলিয়া বিবেচিত হইবে না, পরন্তু তাহা তাঁহাদেরও নিন্দা। কারণ, সকলেই মনে করিবে যে, এমন কুলের মেয়ে আসিয়াছে যে, সংসার উচ্ছিন্ন করিয়া দিল ! ইহা মাতাপিতার পক্ষে কম কলঙ্ক নহে।

কিন্তু বধূদিগের গুণ ও দোষের জন্য

কেবল তাহাদের জনকজননীকে দায়ী করিলে তাহাদিগের শ্বশুরগৃহের প্রতি পক্ষপাত দেখান হয়। অনেক স্থলে শ্বশুরগৃহের সংস্পর্শেও বধূচরিত্র বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনেক ভাল সংসারের কন্যা নীচ-শ্বশুর-গৃহের সংস্পর্শে নীচতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। "সংসর্গজা দোষ-গুণা ভবন্তি।" দোষগুণ সংসর্গ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা চিরপরিচিত কথা। বাস্তবিক, জীবনের অধিকাংশ সময় যাহাদের সংসর্গে থাকিতে হইল, যাহাদের সহিত জীবন এক অবিচ্ছেদ্য সূত্রে বদ্ধ হইল, যাহাদের সমুদয় বস্তু নিজের বস্তু বলিয়া গণ্য হইল, তাহাদের প্রকৃতির অংশভাগিনী হওয়া কোমলমতি বধূর পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ পাত্রের কুলশীল পরীক্ষা করিয়া কন্যাদান করিবার কথা বলিয়াছেন। মনুও বলিয়াছেন,

"যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥"

স্ত্রীলোক যেরূপ সাধু বা অসাধু পুরুষের সহিত বিবাহাদিতে মিলিত হয়, স্বামীর সেইরূপ গুণই সে প্রাপ্ত হয়, যেমন কোন নদী স্বাদুজলা হইলেও সমুদ্রসহযোগে লবণাক্তা হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই, একই গৃহস্থের এক কন্যা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে পড়িয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত শুদ্ধাচারিণী ও ধর্ম্মশীলা হইয়াছে, অপর কন্যা ধর্ম্মদ্বেষী নাস্তিকের ঘরে পড়িয়া সেইরূপ নাস্তিকভাবাপন্না হইয়া পড়িয়াছে, আর এক কন্যা ধনাভিমানী ধনীর গৃহে পড়িয়া হৃদয়ে গর্ব্বিতভাব পোষণ করিয়াছে, আবার আর এক কন্যা ভিক্ষোপজীবী দরিদ্রের ঘরে পড়িয়া ভিক্ষুকী-বৃত্তি অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিতা নয়। বাস্তবিকই, স্বামী ধার্ম্মিক হইলে পত্নীরও চিত্ত ধর্ম্মপথে ধাবিত হয়, স্বামী পাপবৃত্ত হইলে পত্নীরও প্রবৃত্তি ক্রমশঃ পাপমলিনা হইয়া থাকে, স্বামী সঙ্কীর্ণচিত্ত হইলে পত্নীরও চিত্ত ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, স্বামী বিলাসী হইলে পত্নীও ক্রমে বিলাসিনী হন্, স্বামী পরানিষ্টরত হইলে পত্নীও তৎসংসর্গে ক্রমশঃ পরানিষ্টপরা হইয়া থাকে, স্বামী অসংযতেন্দ্রিয় হইলে পত্নীর চিত্তও ক্রমশঃ অসংযত হইয়া পড়ে। ফল, কুলোজ্জ্বলা পত্নী পাইতে হইলে স্বামীরও পত্নীর শিক্ষকতাকার্য্যে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক স্বামীরই মনে করা উচিত যে, পত্নীর সহিত তাহার কেবল ভোগসম্বন্ধ নাই, পত্নী তাহার ক্রীড়াপুত্তলিকা নহে, পত্নী তাহার ক্রীতদাসী নহে! পত্নী সুখদুঃখে, সম্পদ্-বিপদে তাহার একমাত্র সহচরী, পাপপুণ্যের একমাত্র অংশভাগিনী, ধর্ম্মের একমাত্র সহকারিণী। এই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণভাবে শত জন্মান্তরের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছে! এবং স্বামীও পত্নীর পরম বন্ধু, পরম আশ্রয়, পরম গুরু। গুরুর মত সংশিক্ষাদ্বারা পত্নীচরিত্রের উৎকর্ষসাধন করাই প্রত্যেক যোগ্য পতির কার্য্য। যে পতি তাহা করে না, তাহাকে অযোগ্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ কাপুরুষ পতি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এই সমস্ত হীন পতিগণ পত্নীকে ভোগসামগ্রী মনে করিয়া কেবল নীচ স্বার্থসাধনেই তাহাদিগকে চালিত করিয়া থাকে। পত্নীরও যে একটা দায়িত্ব আছে—পত্নীরও যে একটা জীবনের আদর্শ আছে, পত্নীর উৎকর্ষাপকর্ষের

উপর যে তাহার সাংসারিক জীবনের শান্তি ও অশান্তি নির্ভর করে—একথা তাহারা ভুলিয়া যায়। ক্রমে তাহাদের পত্নীগণও স্বামীর প্রবর্ত্তনানুসারে কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন, দায়িত্বশূন্য ও স্বামীর নীচস্বার্থসাধনের একমাত্র উপায়ভূত হইয়া বধূকুলের কলঙ্কস্বরূপ পরিগণিত হইয়া থাকেন।

কেবল শিক্ষাভাবই বা কেন?—শ্বশুরগৃহের আদর-যত্নের অভাবেও অনেক বধূ খারাপ হইয়া যায়। বধূ যদি গৃহে আগমন করিয়াই স্বামীর অনাদর ও শ্বশুরশ্বশ্রূর নির্য্যাতন লাভ করিতে আরম্ভ করিল, তাহা হইলে পরকন্যা হইয়া সে কখনই বা সকলের বশীভূতা হইবে, কখনই বা পতির সংসারকে নিজের সংসার বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিবে? বরং বারংবার নির্য্যাতিতা হইয়া পরিশেষে আত্মরক্ষার্থ নিজেও কর্কশমূর্ত্তি ধারণ করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। অনেক বধূৎপীড়নশীলা শ্বশ্রূর যে পরিণামে বধূ-নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়, ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। সেইজন্য বধূদিগকে সযত্নে পালন করা এবং মিষ্ট ব্যবহার ও বস্ত্রালঙ্কারাদি-দ্বারা সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখা অতিশয় আবশ্যক। নারীদিগকে কিরূপ সন্তুষ্ট রাখা উচিত, তৎসম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ।

কি পিতা, কি ভ্রাতা, কি পতি, কি দেবর, ইহাঁরা সকলেই যদি প্রভূত কল্যাণ-লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে নারীদিগকে পূজা করিবেন ও ভূষিতা করিবেন।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

যে কুলে নারীগণ পূজিত হন্, তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন্। আর যেখানে নারীগণ পূজিত হন না, সে বংশে সকল ক্রিয়া নিষ্ফলা হইয়া যায়।

"শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যন্ত্যাশু তৎকুলং।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥

যে কুলে কুলস্ত্রীগণ কষ্টপ্রাপ্ত হন্, সেই কুল শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়, আর যে কুলে তাহারা কষ্টপ্রাপ্ত হন্ না, সেই কুল সর্ব্বদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

"জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥

কুলস্ত্রীগণ অপূজিত হইয়া যে-সকল গৃহে শাপ প্রদান করে, সে সমস্ত গৃহ অভিচার-হতের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

"তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ॥

অতএব যাঁহারা সম্পদ্ও কামনা করেন্, তাঁহারা বিবিধ উৎসবাদি-উপলক্ষে স্ত্রীদিগকে সর্ব্বদা অশন, বসন ও ভূষণদ্বারা পূজা করিবেন্।

"সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্॥"

যে কুলে স্বামী পত্নীতে সন্তুষ্ট, এবং পত্নী স্বামীতে সন্তুষ্ট, সে কুলে নিশ্চয়ই সর্ব্বদা কল্যাণ হইয়া থাকে।

এই সমস্ত কারণ ব্যতীত শ্বশুরকুলের আর একটী দোষে বধূগণের চিত্তবিকার ঘটিতে পারে। সেটি পণগ্রহণ-লুব্ধতা। বিবাহের রজনীতে ধর্ম্মপত্নীরূপে পতির সহিত পবিত্রবন্ধনে বদ্ধ হইবার সময় কন্যা দেখিল, তাহার সম্মুখে একটী থালার

উপর তাহার জনকের রুধিরস্বরূপ একরাশি রজতমুদ্রা ক্ষুধার্ত্ত শ্বশুর-মহাশয়ের লেলিহান রসনার পরিতৃপ্তিসাধনের জন্য দীপ্তি পাইতেছে! ইহাতে তাহার কোমলহৃদয়ে ধর্ম্মপত্নীত্বের পূতভাব উৎপন্ন হইতে পারে না। তাহার পর সে দেখিল, ঐ রজতমুদ্রা লইবার জন্য শ্বশুরমহাশয়ের জঘন্য কুশীদজীবীর মত লোলুপতা!—তাহার পর শুনিতে পাইল, কন্যাবিবাহে নষ্টসর্ব্বস্ব নিরাশ্রয় জনকের মর্ম্মচ্ছেদী তপ্ত নিঃশ্বাসের শব্দ!। তাহার পর ক্রমাগত সে দেখিতে লাগিল, শ্বশুরকুল-কর্তৃক কন্যাদানাপরাধী জনকের ধারাবাহিক নির্যাতন!!! ইহাতে তাহার শ্বশুরকুলের উপর একটা আত্মীয়ভাব আসিতে পারে না। পিতৃদ্বেষী স্বামী ও শ্বশুরশ্বশ্রূর প্রতি তাহার একটা আন্তরিক ভক্তিভাব জন্মিতে পারে না। জন্মদাতার উৎপীড়কের সংসারে সে কখনই প্রকৃত মঙ্গলকামিনী হইতে পারে না। আবার পণপিপাসা অতৃপ্ত হইলে নির্দ্দয় শ্বশুরকুলের কঠোর দৃষ্টি অসহায়া বধূটীর উপর পতিত হইয়া তাহার সুকোমল চিত্তে ও অঙ্গে কত উৎপীড়নের লৌহশলাকা বিদ্ধ করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপ নির্য্যাতিতা বধূর শ্বশুরকুলের প্রতি একটা মিত্রভাব আসিতে পারে না, বরং বিদ্বেষভাব গুপ্ত ছুরিকার মত তাহার হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকে এবং সুযোগ পাইলে সে সেই ছুরিকার আঘাত করিতে সঙ্কুচিতা হয় না।

যাহা হউক, গুণবতী বধূরাই সংসারের ভূষণ। তাঁহারা কেবল যে সমুজ্জ্বল গুণালোকে সমস্ত সংসার উদ্ভাসিত করিয়া রাখেন, তাহা নহে, সদ্‌গুণসম্পন্ন বংশধর প্রদান করিয়া কুলকেও গৌরবান্বিত করেন। গুণবতী জননীর সন্তান জন্ম হইতেই মাতৃস্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং জননীকর্তৃক পালিত ও অবেক্ষিত হইয়া প্রভৃত গুণেরই অধিকারী হইয়া থাকে। এই সমস্ত গুণবান্ বংশধরগণ কেবল যে পাণ্ডিত্যাদি-গুণদ্বারা নিজকুলকে উদ্দীপিত করেন, তাহা নহে, নিজের মহিমাময় দৃষ্টান্তের দ্বারা নিজের জাতিরও সমুন্নতি সাধন করিয়া থাকেন। কাজে কাজেই দেশের এবং জাতির উন্নতি কুলবধূর গুণবত্তার উপর অনেকটা নির্ভর করে, সন্দেহ নাই।

গুণ ব্যতীত কুলবধূদিগের রূপ এবং স্বাস্থ্যও অল্পপ্রশংসনীয় নহে। রূপ যেমন স্বীয় আকর্ষণী শক্তির দ্বারা তাহাদিগকে সকলের স্নেহভাজন করিয়া থাকে, স্বাস্থ্যও তেমনি তাহাদিগকে কর্ম্মপটুতা-প্রদানপূর্ব্বক সংসারের উপযোগিনী করিয়া থাকে। বাস্তবিক আকারটা কদাকার হইলে, কেহ ভালবাসিতে চায় না, ভক্তি করিতে চায় না, সম্মান করিতে চায় না, সংসারের লক্ষ্মী বলিয়া স্বীকার করিতে চায় না। আর যদি চিররুগ্না হইয়া শয্যায় পড়িয়া রহিল, তবে সংসার দেখিবে কখন্?—পতিসেবা করিবে কখন্? শ্বশুরশ্বশ্রূ, দেবর-ননদ ও পরিজনবর্গকে সদ্ব্যবহারে পরিতুষ্ট রাখিবে কখন্? সে নিজেই ত কর্ম্মে অপটু হইয়া পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিবে। সেই জন্য মনু বলিয়াছেন,—

"নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীং।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্॥

যে স্ত্রীর মস্তকের কেশ পিঙ্গলবর্ণ, যাহার

অধিক অঙ্গ, যে চিররোগিনী, যাহার গাত্রে অল্পমাত্রও লোম নাই, যাহার গাত্রে অতিশয় লোম, যে নিষ্ঠুর-ভাষিণী এবং যাঁহার পিঙ্গল-বর্ণ নয়ন, এরূপ স্ত্রীকে বিবাহ করিবে না। কিন্তু—

"অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীং।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎস্ত্রিয়ম্ ॥

যে স্ত্রীলোক অঙ্গহীনা নয়, যাহার নামটী শ্রুতিমধুর, হংস ও মাতঙ্গের মত যাহার মনোহর গমন, যাহার লোম ও কেশ অস্থূল এবং দন্ত ক্ষুদ্র এমন কোমলাঙ্গী স্ত্রীকে বিবাহ করিবে।"

ফলতঃ যাহার গুণ, রূপ ও স্বাস্থ্যের সমবায় আছে, তিনি বধূকুলশিরোমণি; যাঁহার রূপ নাই, তাঁহার গুণ ও স্বাস্থ্য থাকিলেও তিনি সম্মানিতা। রূপহীনা এবং স্বাস্থ্যহীনা গুণবতী বধূও সকলের সহানুভূতির যোগ্যা। কিন্তু গুণহীন রূপ ও স্বাস্থ্য বধূদিগের পক্ষে আদৌ প্রশংসনীয় নহে। আর যাহার রূপ, গুণ ও স্বার্থ, এই তিনটীরই অভাব, সে বধূ হইলেও বধূনামের সম্যক্ অযোগ্যা!

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

আবাহন।

এস বাঞ্ছিত, মম প্রাণে—
চির-বন্ধুর বিরহ-বিধুর
মর্ম্মেরি মাঝখানে!
আলোকে আঁধার নিরখি নিত্য
রহিল পরাণ চির অতৃপ্ত,
নীরস ধর্ম্ম বিফল কর্ম্ম
টানিছে তিমির-পানে।
দিবস মুদিছে নয়ন বাঁধুলি
শান্তি সুনীলে আসিছে গোধূলি,—
মধুর লগ্ন; কর হে মগ্ন
আশিস-শান্তি দানে?

বহিল পবন মধুরে পরশি
হৃদয়-মরম, অঙ্গ হরষি,
দুলিছে পর্ণ, শুনিবে কর্ণ
তোমার বাঁশরী-তানে?
বসে আছি তাই সজাগ শ্রবণে
নিভৃত বিরল বিজন-ভবনে,
আজি একান্ত এস হে কান্ত!
জীবনের অবসানে।
এস বাঞ্ছিত মম প্রাণে!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২৫)

নমিতা বরাবর আসিয়া ডাক্তার মিত্রের বাড়ীর সামনে পৌঁছিল। সেখানে রাস্তার পার্শ্বে 'গার্ত্ত' কাটিয়া একটি বালক মার্ব্বেলের গুলিতে 'টল' ছুঁড়িয়া মারিবার জন্য একাগ্রমনোযোগে 'তাক্' ঠিক্ করিতেছিল। নমিতা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ করিল না। একটু পরে 'টল'

ছুঁড়িয়া, লক্ষ্যস্থ মার্ব্বেলের গুলিটিকে আঘাত করিয়া সে আপন-মনেই উল্লসিত হইয়া চীৎকার করিল,—"সাবাস্, মীর্ !—"

সুযোগ পাইয়া, নমিতা তাহার কাছে আসিয়া বলিল, "শোন খোকা, ডাক্তারবাবু কি হাঁসপাতালে বেরিয়ে গেছেন ?—"

বালক বলিল, "বাবা ?—হাঁ ; এইমাত্র গেলেন ; সেইখানে যান্।

নমিতা বলিল, "না, না ; সেখানে যাবার দরকার নেই। তুমিই, বোধ হয়, কিশোর ? আচ্ছা, তোমার মা কেমন আছেন্ ?—"

বালক পুনশ্চ মার্ব্বেলের গুলি চালিয়া, খেলিতে আরম্ভ করিয়া বলিল, "আমি কিশোর নই ;—কুমার।—কিশোর বাড়ীতে আছে।—"

নমিতা বলিল, "আচ্ছা, একবার এস ত। তোমার মা'র সঙ্গে দেখা কোর্ব্বো। এস খোকা লক্ষ্মী ছেলে! একটিবার এস।... .."

নমিতার উপর্য্যুপরি মিনতি-অনুরোধে বাধ্য হইয়া বালক গুলি-খেলা ছাড়িয়া উঠিল। কিন্তু তাহার মুখখানা অপ্রসন্ন হইয়া গেল। নমিতা চলিতে চলিতে বলিল, "তুমি বাড়ী থেকে কবে এলে ?"

বালক বলিল, "পরশু ঠাকুমার সঙ্গে এসিছি।—"

ন। তোমার ঠাকুমা এখানে রয়েছেন্ ?

বালক। না, কাল নিমু-কা'র সঙ্গে দেশে গেছেন্। বাবা যে ভারী ঝগড়া করে!—"

বিস্ময়-দমন করিতে না পারিয়া নমিতা বলিল, "মা'র সঙ্গে! সে কি!—"

ঠোঁট বাঁকাইয়া বালক বলিল, "বাবা-টা ঐ রকম! কারুখ্যে দু-চক্ষে দেখ্তে পারে না। ভারী বদ্ লোক!—"

পুত্রের মুখে পিতার অপূর্ব্ব স্তুতি শুনিয়া নমিতা চমৎকৃতা হইল এবং প্রসঙ্গটা আর অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নয়, ভাবিয়া, স্তব্ধ রহিল। বালক নমিতাকে বাড়ীর মধ্যে আনিয়া উঠানের অন্যপার্শ্বে একটি ঘর দেখাইয়া দিয়া বলিল—"ঐ ঘরে যান্ ; বৌ-মা ওখানে আছে।" তারপর দ্বিতীয় বাক্যের অপেক্ষা না করিয়া, বালক 'গুলি' খেলিতে বাহিরে দৌড়াইল।

নমিতা একটু ফাঁপরে পড়িল। এ ঘরটি পূর্ব্বের ঘর নহে, অন্য ঘর। সুতরাং, হঠাৎ গিয়া ঘরে ঢুকিতে তাহার কুণ্ঠা বোধ হইতে লাগিল। ইতস্ততঃ করিয়া সে চারিদিকে চাহিল, দেখিল পূর্ব্বকথিতা সেই বামুন-দিদি রান্নাঘরের জানালা হইতে উঁকি দিয়া তাহাকেই দেখিতেছেন! নমিতা সমস্ত দ্বিধা ঠেলিয়া হাসিমুখে বলিল, "নমস্কার! একবার বেরিয়ে আসুন্ না! ইনি কোথায় রয়েছেন্, বলে দিন্।"

বামুন-দিদি, বোধ হয়, পূর্ব্বের কথা ভুলিতে পারেন্ নাই। সেইজন্য নমিতার এই সাদর আপ্যায়নে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিলেন। মুখখানা ভারী করিয়া তিনি বলিলেন, "ঐ ত কুমার দেখিয়ে দিলে।—ঐ ঘরে আছে।"

নমিতা দেখিল ইহাঁর নিকট বেশী সাহায্য লাভের আশা ধৃষ্টতামাত্র। অগত্যা ধীরে ধীরে নির্দ্দিষ্ট ঘরের সাম্‌নে আসিয়া সে দাঁড়াইল। ঘরের দুয়ার ভেজান ছিল, ভিতরে কোনও সাড়া-শব্দ নাই। একটু ইতস্ততঃ করিয়া নিঃশব্দে দুয়ার ঠেলিয়া নমিতা ঘরের ভিতরে ঢুকিল।

ঘরের জানালা-কয়টা সবই খোলা রহিয়াছে, মেঝেয় একটা পিকদানি ও তাহার পার্শ্বেই কাগজ-ঢাকা একবাটি সাগু রহিয়াছে। আরও কতকগুলা খুচ্রা জিনিস সেই ঘরের মেঝে পড়িয়াছিল। জানালার কাছে আধ্-ময়লা বিছানার উপর অতিশীর্ণ অতিবিবর্ণা-কৃতি এক নারীদেহ পড়িয়া আছে। তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত।

তাঁহার দিকে চাহিয়া নমিতার প্রাণ চমকিয়া গেল, চোখ ফাটিয়া জল আসিল! আহা, হা! কি ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন! কয়দিন আগে, এই মানুষকে সে যে আর এক মূর্ত্তিতে দেখিয়া গিয়াছে!—আজ সে এ কি দেখিতে আসিল! নমিতা স্তম্ভিত হইয়া গেল!

নমিতা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিলেও, তিনি, বোধ হয়, তাহা বুঝিতে পারিলেন্। ধীরে চক্ষু খুলিয়া, শ্রান্তি-অলস দৃষ্টি ফিরাইয়া তিনি তাহার পানে চাহিলেন। বোধ হয়, তিনি একটু বিস্মিতা হইলেন; ক্ষণকাল নির্ব্বাগ্-ভাবে চাহিয়া রহিলেন এবং তাহার পর শীর্ণ-হস্ত-দুইখানি তুলিয়া কপালে ঠেকাইয়া, ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "আপ্নি! মিস্ মিত্র! আসুন!"

ঢোক্ গিলিয়া বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে নমিতা বলিল, "বড যে কাহিল হয়ে পড়েছেন্!—কবে থেকে এমনতর অসুখ হোল?—"

ক্ষীণহাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন, "সেই রাত্ থেকে, যে-দিন আপ্নি এসেছিলেন—।"

নমিতা তাঁহার বিছানায় বসিতে যাই-তেছে দেখিয়া, তিনি ব্যস্তভাবে বাধা দিয়া বলিলেন, "না না, এখানে বস্বেন না। আমার অসুখ খারাপ্।—কিশোর!—নাঃ, নেই! একটা আসন দেয় কে?...ও.আচ্ছা, এই খবরের কাগজখানা নিয়ে মেঝেয় বসুন্।"

তিনি বালিশের নীচে হইতে একখান খবরের কাগজ টানিয়া নমিতার হাতে দিলেন। নমিতা সেখানি হাতে করিয়া লইল বটে, কিন্তু শয্যাতেই বসিল ও শান্তভাবে বলিল, "কেন ব্যস্ত হচ্ছেন্? আমি এই ত বেশ বসেছি।"

ডাক্তার পত্নী বলিলেন, "না—আমার বিষাক্ত নিঃশ্বাস। সাম্নে থেকে আর একটু সরে বসুন্—আর একটু—।"

আহত স্বরে নমিতা বলিল, "এ-সব কি কথা বল্ছেন আপ্নি! কি হয়েছে আপ-নার? সামান্য অসুখ। সেরে যাবেন্, ভয় কি!"

হতাশার হাসি হাসিয়া তিনি মাথা নাড়িলেন ও নীরবে চক্ষু মুদিলেন। নিঃশব্দে দুই বিন্দু অশ্রু চক্ষুর পার্শ্ব দিয়া গড়াইয়া পড়িল। একটু পরে তিনি দৃষ্টি খুলিয়া শান্তভাবে বলিলেন, "ভয়? নাঃ। নিজের জন্য কিছু না। তবে, 'গ্যালোপিং থাইসিস্'! বড় বিশ্রী সংক্রামক রোগ।—আপ্নি অত কাছে বস্বেন না। আর একটু সরে যান্।"

নমিতার বুকের মধ্যে যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ হাহাকার করিয়া উঠিল! হা ভগবন্, এই তরুণ বক্ষের মাঝে সেই করাল ব্যাধি ক্ষুধিত থাবা পাতিয়া বসিয়াছে!—তবে! তবে ত সবই নিশ্চিন্ত!

নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রশান্ত হাস্যে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "বুঝ্তেই পার্ছেন, এবার চরম আক্রমণ; ছুটির ডাক্। এতদিন ভয়ের ভাবনায় কাতর ছিলুম্, এবার

ভগবানের উপর সব ভার!—আমি শান্তি পেয়েছি। মিস্ মিত্র, আপনার সঙ্গে একটিবার দেখা কর্‌বার বড় ইচ্ছা ছিল। ভাগ্যে এসেছেন! না হ'লে আর হয় ত দেখা হোত না! সে, সে—কেমন আছে? কোন খবর জানেন্?—"

নমিতা কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তিনি উত্তর প্রত্যাশায় নমিতার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া নিরাশভাবে বলিলেন, "কোনও খবরই পান্‌নি তা হ'লে? সে চলে গেছে সেই রাত্রেই, তা আমি জানি! ক্ষোভের শাস্তি থেকে ভগবান্ আমায় নিষ্কৃতি দিলেন না।—উঃ! কি যাতনা!"

তিনি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া নীরব হইলেন। নমিতার চক্ষু দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে সান্ত্বনা দিবার মত একটা কথাও খুঁজিয়া পাইল না, নিঃশব্দে চোখ্ মুছিতে লাগিল।

একটু পরে তিনি মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন্ ও গভীর বিষাদের স্বরে বলিলেন, "প্রাক্তন ফল কেউ খণ্ডন কর্‌তে পারে না। আমার জন্মান্তরের কর্ম্ম যে বড় কুৎসিত ছিল, তার কোন ভুল নাই। নচেৎ অকারণে কেন এত মনস্তাপ, এমন নরক-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হবে? থাক সে কথা। সবই ভগবানের ইচ্ছা।—আপনি টাকা ফিরিয়ে দিতে এসেছেন, বুঝ্‌তে পেরেছি;—কিন্তু দেখ্‌ছেন্ ত অবস্থা! আর উত্থান-শক্তি নাই।—ওটা দয়া করে আপ্‌নার কাছে রেখে দিন, সময় মত অসহায় গরীব-দুঃখীকে কিছু কিছু দান ক'রে দেবেন্; তাতেই সার্থক হবে।"

তিনি হাঁপাইয়া উঠিলেন্, আর কথা কহিতে পারিলেন না, থামিলেন। নমিতা দ্বিধায় পড়িয়া একটু ইতস্ততঃ করিল ও তারপর শক্ত হইয়া বলিল, "দেখুন, আমার অপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিকে যদি এ কাজের ভার দেন, তা হ'লেই ভাল হয়—"

বাধা দিয়া তিনি হতাশভাবে বলিলেন, "আপ্‌নিও অস্বীকার করছেন? কিন্তু আমার যে একটি সামান্য মিনতি রাখ্‌বারও কেউ নাই! আপ্‌নারা ত জানেন না, আমার অবস্থা কি!—"

একটু থামিয়া পুনর্ব্বার ভগ্নস্বরে তিনি বলিলেন, "কি জানি কেন, আমার ছোট বড় সকল ইচ্ছাতে আঘাত করাই তাঁর নিষ্ঠুর আনন্দ! ক্রমাগত ঘা খেয়ে খেয়ে আমার মন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে; আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, সব পঙ্গু জড় হয়ে গেছে।—আমি জোর করে মন বুঝিয়ে ঠিক্ করেছি, সব ভগবানের ইচ্ছা। এখন অবিরাম যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধেও অসন্তুষ্ট হ'বার আমার সাহস নাই।"

ডান হাতটি চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিয়া, নখগুলি দেখিতে দেখিতে তিনি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, "অযোগ্যতার অপরাধ নিয়ে, অভিশপ্ত জীবন কাটিয়ে দিয়ে চল্লুম্, কারুকে সুখী কর্‌তে পারি নি। দেহের এই মৃত্যু, এ আমার মনকে মুক্তির আশ্বাসে ভরিয়ে দিয়েছে। সংসারে আজ কারুর কাছে কোন সাহায্য প্রার্থনা কর্‌বার নাই, কিন্তু আপ্‌নার দয়ার সম্বন্ধে একটু প্রত্যাশা ছাড়্‌তে পারি নি। সেই জন্যই নির্ভয়ে অপরাধ করেছি। আপ্‌নি কি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন?"

মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া নমিতা

বলিল, "না, সেজন্যে অসন্তুষ্ট হই নি। তবে আপনার অনুরোধ-পালন কর্‌তে না পারায়, বড় দুঃখিত হয়েছি।—আমার ক্রটি নেবেন্ না। শুনেছেন ত, আমি বাড়ী পৌঁছাবার আগেই সে কাউকে কিছু না বলে, চলে গেছ্‌ল ?"

ডাক্তার পত্নী। "হাঁ, সব শুনেছি, ঠাকুর-পোর কাছে—।" এই বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন্। নমিতা একটু উৎসুক হইয়া বলিল, "ডাক্তারবাবুও কি সব শুনেছেন্ ?—"

সজোরে তিনি বলিলেন, "কিচ্ছু না। কে ওকে বল্‌তে যাবে ? আপ্‌নিও যেমন ! ওঁর ত সেই চিন্তায় ঘুম নাই !"

বিষম খাইয়া শুষ্ক কণ্ঠে তিনি কাসিয়া উঠিলেন ও মাথা তুলিয়া পিকদানির দিকে মুখ বাড়াইলেন। নমিতা ক্ষিপ্র-হস্তে পিকদানিটা সরাইয়া আনিল। 'থুঃ' করিয়া তিনি দুর্গন্ধ-ময় শ্লেষ্মা ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একদলা কাঁচা রক্ত পড়িল। ক্লান্তভাবে তিনি শুইয়া পড়িলেন ও নমিতাকে বলিলেন, "ঐ কোণে নর্দ্দমার কাছে জল আছে, হাতটা ধুয়ে আসুন—।"

নমিতা হাত ধুইয়া আসিয়া পূর্ব্বস্থানে বসিল এবং নোট-দুইখানি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বাহির করিয়া শয্যার উপর রাখিল, মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি ভাল হয়ে উঠুন্; নিজের হাতে দান করবেন।—সেইটেই সব চেয়ে ভাল।"

তিনি একটু ক্ষীণ হাসি হাসিলেন। নিজের কপালে হাত দিয়া বলিলেন, "ক'দিন থেকে মাথাটা ক্রমাগত ঘাম্‌ছে। হাত-পায়ের জোর সব যেন ক্রমশঃ চলে যাচ্ছে,—এখন হাতটাও ইচ্ছামত ভাবে তুল্‌তে পারি নে, বড় কাঁপে!—আর শেষ হতে খুব বেশী দেরী নেই। কি বলুন্ ?

নমিতা কথাটা শুনিয়াও শুনিল না; বলিল—"আপনাকে এখন কে কে দেখ্‌ছেন ? ডাক্তারবাবু, আর —?

"হুঁ !—"বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলি-লেন, "আর কেউ না।......বহুদিনের ব্যাধি। এখন গেলেই নিষ্কৃতি পাই। নিজে জ্বালাতন হয়ে সবাইকে জ্বালাতন কর্‌ছি, এটা বড় দুঃখ।

ন। "ডাক্তারবাবু এখন আপনাকে দেখে গেছেন ? কি বল্লেন ?

ডাঃ পঃ। কিছু না—।

ন। সকাল বেলা।—

তিনি বিচলিতভাবে একটু ইতস্ততঃ করিয়া ম্লানমুখে কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন্, "নিত্যি রোগী,—কত দেখ্‌বেন্। তা ছাড়া এ-ক'দিনে এতটা কাহিল হয়ে পড়েছি, তা জানেন্ না।"

"জানেন্ না ! মোটেই না!" বলিয়া নমিতা স্তম্ভিত ভাবে পুনর্ব্বার বলিল, "তিনি কি মোটেই দেখেন না আপ্‌নাকে ?"

অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "পুরুষ মানুষ, তাঁর ঢের কাজ।"

নমিতা আত্মসংবরণ করিতে পারিল না; উত্তেজিত স্বরে বলিল, "বাইরে, রাজ্যের রোগী ঘেঁটে বেড়াচ্ছেন,—আর ঘরে এমন রোগী, একবার খোঁজ নেবার সময় পান্ না ?"

ডাঃ পঃ। না, খোঁজ নেন্ বই কি।

তাঁহার কুণ্ঠাজড়িত কণ্ঠ হইতে আর কথা বাহির হইল না।

অনেকগুলা কথা মনে পড়ায়, নমিতার মনের মধ্যে হঠাৎ ক্ষিপ্ত-ক্রোধ আলোড়িত হইয়া উঠিল। অধৈর্য্যভাবে সে বলিয়া ফেলিল, "কি রকম খোঁজ নেন্? স্ত্রী সঙ্কটাপন্ন রোগে শয্যাশায়ী—এমন ভয়ঙ্কর অবস্থা! আর তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাহিরে আমোদে মাতামাতি করে বেড়াচ্ছেন ......!" নমিতা হঠাৎ থামিল। মনে পড়িল, এই রূঢ় সত্যটা এখানে না প্রকাশ করিলেই ভাল হইত।

ডাক্তার-পত্নী আহত-করুণ নয়নে ফিরিয়া চাহিলেন ও ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "উনি এখন বড়ই বাড়াবাড়ি করছেন, নয়? আমারও তাই ভয় হচ্ছে। বাইরের খবর তো কিছুই শুনতে পাই না! কি করে জানবো?......" খুক্ খুক্ করিয়া কাশিয়া, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিলেন, "কিশোর ও-ঘরে তোয়ালেটা ফেলে গেছে, এনে দিন্ তো, বড় ঘাম হচ্ছে।"

নমিতার মনে একটা অনুতাপের বেদনা বাজিতে লাগিল। আহা, সে কেন ও-কথাটা বলিয়া ফেলিল। কথাটা ঢাকা দিবার জন্য এখন কি বলা উচিত, ভাবিতে ভাবিতে, নমিতা ও ঘরে গেল।

বাহিরে উঠানে খুব জোরে শক্ত ভারী জুতার আওয়াজ্ হইল। নমিতা ঘরের জানালা হইতে দেখিল, ডাক্তার মিত্র বাড়ী ঢুকিয়াছেন। নমিতার মন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তোয়ালে লইয়া ঘর হইতে সে বাহির হইতে পারিল না; চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সশব্দে রান্না-ঘরের রোয়াকে উঠিয়া ডাক্তার মিত্র রুক্ষভাবে বলিলেন "ডেকে পাঠান হয়েছিল কেন? কি হয়েছে?—বামুন-দি—গেল কোথা?--"

বামুন-দিদি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সাড়া পাওয়া গেল না। —কুমার চোরের মত কুণ্ঠিতভাবে আসিয়া বলিল, "বামুন-পিসি বলে দিয়েছিল যে মার হঠাৎ বড় যাতনা বেড়েছে।"

বিকট ভঙ্গীতে দাঁত মুখ খিঁচাইয়া, অভিনয়ের বিদূষকের ব্যঙ্গ-নৃত্যের অনুকরণে কদর্য্যভাবে অঙ্গ-বিশেষের বিকৃত ভঙ্গিমা দেখাইয়া, ডাক্তার মিত্র বলিলেন, "তবে আর কি! কেতার্থ হয়ে গেলুম্! 'যাতনা বেড়েছে!' মরে নি ত এখনো?—"

গট্ গট করিয়া আসিয়া স্ত্রীর কক্ষে ঢুকিয়া রূঢ় স্বরে বলিলেন, "কি? কি হয়েছে কি?"

ব্যস্তভাবে ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কিছুই হয় নি। কে ডেকে পাঠিয়েছে, আমি ত জানি না।"

উত্তরে ডাক্তার মিত্র কি বলিলেন, তাহা নমিতা শুনিতে পাইল না। সে শুনিল, প্রত্যুত্তরে তাঁহার স্ত্রী একটু উত্তেজনার স্বরে বলিতেছেন, "চুপ কর, চুপ কর। নার্শ নমিতা মিত্র ও-ঘরে আছেন্।"

ডাক্তারের উগ্র কণ্ঠস্বর অন্তর্হিত হইল। ব্যস্ত-দ্রুত কণ্ঠে তিনি বলিলেন্, "কে?—কে রয়েছে?—নার্শ নমিতা? নমিতা রয়েছে? —ঐ ঘরে?"

এই বলিয়া ডাক্তার দ্রুতপদে বাহির হইয়া সোজা সেই ঘরের দিকে ছুটিলেন। নমিতা দেখিল, আর চুপ করিয়া থাকা চলিবে না।

—'ঝট্-ঝট্' করিয়া সশব্দে তোয়ালে ঝাড়িতে ঝাড়িতে সে ঘর হইতে বাহির হইল। ডাক্তার মিত্র সাম্‌নে আসিয়া কঠোর হাস্তে বলিলেন, "কে গো। নমিতা-স্বন্দরি !—"

সম্বোধনটা নমিতাকে যেন বেত্রাঘাত করিল !—অপমানাহত দৃষ্টি নত করিয়া সে বলিল, "আজ্ঞে হঁ্যা।"

শাণিত খরোজ্জ্বল দৃষ্টি নমিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া ডাক্তার মিত্র বলিলেন, "এখানে কি মনে করে ?"

"ওঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছি—"এই বলিয়া চট্ করিয়া পাশ কাটাইয়া, কম্পিত চরণে আসিয়া নমিতা ডাক্তার-পত্নীর ঘরে ঢুকিল। ডাক্তার মিত্র ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধভাবে দাড়াইয়া রহিলেন ; তারপর হঠাৎ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাটি হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তার-পত্নী'র ঘরে ঢুকিয়া নমিতা দেখিল, তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যার উপর উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিতেছেন।—তাঁহার শুষ্ক-বিবর্ণ মুখ-চোখে তীব্র উত্তেজনার অগ্নিজ্বালা ঝকিতেছে !—নমিতাকে দেখিয়া তিনি ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "এসেছেন্—আসুন্ !" — মুহূর্ত্তে শ্রান্তদেহে তিনি শয্যার উপর ঢলিয়া পড়িলেন ! হাঁপাইয়া হাপাইয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সজোরে কাশির ঝোঁক আসিল। মুখ দিয়া ভল্ ভল্ করিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। নমিতা তোয়ালে ফেলিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে খবরের কাগজ-খানা ঠোঙ্গার মত মুড়িয়া তাঁহার মুখের কাছে ধরিল।—তিনি মাথা তুলিতে পারিলেন না, শায়িত অবস্থায় তাঁহার উপরই প্রচুর পরিমাণে রক্ত বমন করিয়া, ভগ্নস্বরে বলিলেন, "উঃ !—"

নমিতা সব ভুলিল ! সদ্যঃ অপমানের আঘাতজ্বালাও মনে রাখিতে পারিল না ; গভীর স্নেহের ব্যথায় তাঁহার মুখমণ্ডলে স্বর্গের করুণা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কোমল অনুনয়ের স্বরে সে বলিল, "অমন করে উত্তেজিত হবেন্ না ; হঠাৎ কোন্ সময়ে 'হার্ট ফেল' হয়ে যাবে !—"

রক্তের ঠোঙ্গাটা পিকদানির মধ্যে ফেলিয়া দিয়া নমিতা হাত ধুইয়া আসিল। ঘরের কোণে একটা ছোট চামচ পড়িয়াছিল, সেটাও সে ধুইয়া আনিল ও উৎসুক দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিক চাহিল। কোথাও কিছু খাদ্য সে দেখিতে পাইল না। অগত্যা সেই সাগুর বাটির ঢাকা খুলিয়া এক চামচ সাগু তুলিয়া লইয়া সে সস্নেহে বলিল, "একটিবার হাঁ করুন্ না— !"

তিনি জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া উদাসভাবে আকাশ দেখিতেছিলেন ; নমিতার কথায় ফিরিয়া চাহিলেন ও—ব্যাকুলভাবে মর্ম্মভেদী স্বরে বলিলেন, "আপনি জানেন্ না ! আমার মত লোকের বেঁচে থাকাটা যে কত বড় অপরাধ, সে শুধু অন্তর্য্যামী জানেন্ ! মিস মিত্র—"

নমিতা বাধা দিয়া তাঁহার চিবুক টানিয়া ধরিল ও ব্যস্তভাবে বলিল, "চুপ করুন্ ; গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, আর কথা কইবেন না।—হাঁ করুন, একটু সাবু খান্— ।"

নমিতা কয়েক চামচ সাগু মুখে ঢালিয়া দিলে তিনি বলিলেন, "থাক্, আর নয়। পেট ভরে গেছে, আর পার্‌ব না। বমি হয়ে যাবে।

—মিস মিত্র, আপনার দাদা কতদিন পরে ফিরবেন ?"

নমিতা বলিল, "ঠিক্ বল্‌তে পারি না। তবে বেশী দিন দেরী নাই— ।"

থামিয়া থামিয়া ক্ষীণস্বরে তিনি বলিলেন, "তিনি এলেই আপ্‌নি নার্শের কাজ ছেড়ে দেবেন্ — ।"

কথাটা প্রশ্নের, কি অনুরোধের নমিতা ঠিক্ বুঝিতে পারিল না ; দ্বিধায় পড়িয়া চুপ করিয়া রহিল। তিনি ক্ষণেক নীরব রহিলেন, তারপর নমিতার হাতটা দুইহাতে মুঠাইয়া ধরিয়া, ধীরে ধীরে নিজের বুকের উপর টানিয়া লইলেন ও—জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, "না—না, নার্শের কাজ আর করবেন্ না। বড় বিশ্রী কাজ।"

নমিতা হাসি-হাসিমুখে বলিল, "না না, বিশ্রী কাজ বল্‌বেন না।—আর্ত্তের সেবা, বড় উঁচুদরের আনন্দের কাজ।"

তিনি ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন, "হঁা, আনন্দের কাজ ; কিন্তু দাসত্ব যে বিষম ;—বড় ভয়ানক ব্যাপার ?"

নমিতা বলিল, "কর্ত্তব্যের অনুরোধে সবই সইতে হয়।"

একটু জোরের সহিত তিনি বলিলেন, "অন্যায় অপমান পর্য্যন্ত ? না না, তা হতে পারে না।—আপনি জানেন্ না, মানুষ-বিশেষের স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি বড় ভয়ানক অস্বাভাবিক! কুৎসিত-প্রবৃত্তির তাড়নায়, তা'রা কতকগুলা ইতর-স্বভাব নারীর সঙ্গে মিশে নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতার নীচে তাদের অবাধে পরিচালিত করবার সুযোগ পেয়ে,—জগতের সমস্ত স্ত্রীচরিত্র সেই ওজনে ঠিক্ করে রেখেছে! ওদের বিশ্বাস, ওরা ইচ্ছা করলে, স্বচ্ছন্দে যে-কোন স্ত্রীলোক নিয়ে, খেলার পুতুল বানাতে পারে!—অবশ্য নারীজাতির কলঙ্ক সে-রকম দুভাগিনী যে কেউ নাই, তা বলছি নে। তবে আমি যতটুকু দেখেছি, তা'তে বোধ হয়, নারীর দুর্ব্বুদ্ধি অপেক্ষা, পুরুষের অপদার্থতাই, সংসারের ও সমাজের বেশী অনিষ্ট করে। স্ত্রীলোকের শক্তি অল্প ; সে একলা হঠাৎ ভয়ানক হ'য়ে উঠ্‌তে পারে না। তাকে ভয়ানক করে তোল্‌বার জন্য, গোড়ায় পুরুষকে অনেক কাঠ-খড় যোগাড় দিতে হয়। আপ্‌নি কি বলেন্ ?—"

নমিতা একটু হাসিয়া বলিল, "ক্ষমা করুন্। ও-সব শ্রেণীর লোকের চরিত্রতত্ত্বে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই!"

তিনি খানিকটা স্থির দৃষ্টিতে নমিতার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর একটু বেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান্ আপনাকে এম্নি সুন্দর, এম্নি নির্ম্মল, এম্নি পবিত্র, এম্নি মধুর রাখুন্।—বাইরের কোন মিথ্যা অপমানে দুঃখিত হ'বেন না। যদি মানুষ হ'ন্, মানুষের মত সুদৃঢ় শক্তি নিয়ে, সমস্ত অন্যায়, সমস্ত অসত্যের আঘাত সজোরে প্রত্যাখ্যান করে চলবেন্। ভগবান্ আপনাকে সেই শক্তি দিন্। সঙ্কীর্ণচেতা নরনারীর মূঢ় ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হ'বেন্ না ওরা একের পাপের প্রায়শ্চিত্ত-পালনে। অন্যকে বাধ্য করে—নয় কি ?"

নমিতা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নির্ব্বাক্ রহিল, কোন কথা বলিল না। বোধ হয়, তাহার বলিবার শক্তিও ছিল না।

একটি বালক ঘরে ঢুকিল। নমিতা চাহিয়া দেখিল, —এ কুমার নহে, কুমারের অপেক্ষা কিছু ছোট। সে বুঝিল এই বালক, কিশোর।

কিশোর বলিল, "বৌমা, জানালাটা বন্ধ করে দেব? সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে।"

নমিতার চমক্‌ ভাঙ্গিল; উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি তবে আজ আসি। নমস্কার!"

ডাঃ পঃ। "নমস্কার! মাকে আমার প্রণাম জানাবেন্‌! আর আপনার সঙ্গে, —এই শেষ দেখা—।

নমি। ও কি কথা? ও কথা বল্‌বেন না। আবার দেখা হবে। সময় পেলেই আমি আবার আস্‌তে চেষ্টা কর্‌ব—।"

শীর্ণ হাতখানি তুলিয়া নিষেধসূচক ইঙ্গিত করিয়া তিনি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "না না, আর আস্‌বেন্‌ না। —যেখানে সম্মান নাই, সেখানে পদার্পণ অনুচিত। আস্‌বেন্‌ না, আমি' বারণ কর্‌ছি, আস্‌বেন্‌ না। যান্‌, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বাড়ী যান্‌। হাত-পা ভাল করে ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে ফেল্‌বেন; এখানে সব ঘেঁটে চল্লেন্‌।"

বিষাদ-ভরা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া নমিতা ঘর হইতে বাহির হইল। বাড়ীর চৌকাঠ পার হইয়া নমিতা সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল, সাম্‌নে রাস্তার উপর ডাক্তার মিত্র ও একজন অপরিচিত ইংরেজ পুরুষ দাঁড়াইয়া কি কথা বলাবলি করিতেছেন্‌ অপরিচিত হইলেও সাহেবের 'পকেটের ষ্টেথোস্‌ কোপে'র দিকে দৃষ্টি পড়িতেই নমিতা অনুমানে বুঝিল,—ইনিই নবাগত ডাক্তার-সাহেব, কাপ্তেন জ্যাকসন্‌! সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া নমিতা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। নমিতাকে দেখাইয়া অস্ফুট স্বরে ডাক্তার মিত্র কি বলিয়া সাহেবের পিছনে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ডাক্তার সাহেব তীব্র দৃষ্টিতে নমিতার মুখের দিকে চাহিয়া ইংরেজিতে বলিলেন, "তুমিই হাঁস্‌পাতালের তৃতীয় নার্শ?"

নমি। হাঁ মহাশয়—। -

সা। এ বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিলে?

উত্তর সংক্ষিপ্ত হওয়াই ভাল ভাবিয়া,—নমিতা বলিল, "হাঁ—।"

সা। "তোমার মত সুন্দরী যুবতীর পক্ষে একাকিনী ভ্রমণের প্রশস্ত সময় এই সন্ধ্যা-কালই বটে!"—এই বলিয়া ডাক্তার সাহেব কঠোর ভৎ'সনার দৃষ্টি হানিয়া ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইয়া অগ্রসর হইলেন। ডাক্তার মিত্র ক্রুর-বিদ্রূপের গুপ্ত হাসি হাসিয়া, নিরীহভাবে মাথা নোয়াইয়া তাঁহার পিছু পিছু চলিলেন্‌। তাহারা হাস্‌পাতালের দিকেই গেলেন্‌।

একি অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত ব্যবহার! নমিতা মূঢ়ের মত নির্ব্বাক্‌ হইয়া চাহিয়া রহিল! (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

গানের স্বরলিপি।

মিশ্র বারোয়াঁ—একতালা।

ওগো　আমার নবীন পাখী, ছিলে তুমি কোন্ গগনে ?
আমার　সকল হিয়া মুঞ্জরিছে তোমার ঐ করুণ গানে !
জগতের গহন বনে
ছিনু আমি সংগোপনে,
না জানি কি লয়ে মনে
এলে উড়ে আমার পানে !
লয়ে তোমার মোহন বরণ,
মোর শুষ্ক ডালে রাখ্‌লে চরণ ;
আজ আমার জীবন মরণ
কোথা আছে কে-বা জানে !
ঝরে গেছে সকল আশা,
ফোটে না আর ভালবাসা,—
আজ তুমি বাঁধ্‌লে বাসা
কিসের আশে আমার প্রাণে ?

কথা ও সুর—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।　　স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

২´　৩　০
পা পা পা II { মা রমা -জ্ঞা। রা সা -া। সা সা -া।
০ ও গো　আ মা০ র　ন বী ন　পা খী ০

১　২´　৩　০
সা সরা সনা I সা সা -া। গা -া গা। গমা পাঃ -মগঃ।
ছি লে০ ০০　তু মি ০　কো ন্ গ　গ০ নে ০০

১
-পা পা পা } I.
০ "ও গো"

২´ ৩ ০ ১
গগা -মা I মা পা -া। মা পধা -পা। মা -পপা -পধপা। মা গা -া I
আমা র স ক ল হি য়া০ ০ মু ০ঞ্জ ০০০ রি ছে ০

২´ ৩ ০ ১
I গা গা -া। গা গা -গমা। রগা রগমা মা। মা গা মা II
তো মা র ঐ ক ০রু ০ণ গা০০ ০ নে "ও গো"

২´ ৩
[র্সা নদা দা। -পা মজ্ঞা] ০ ১
II { পা পা পা। -মজ্ঞা জ্ঞা -মা। পা না -া। র্সা র্সা -া I
জ গ তে ০ব গহ ন ব নে ০ ছি মু ০

২´ ৩ ০ ১
I নর্সা -া র্সনা। র্সা -র্সজ্ঞা -জ্ঞর্রা। -র্সা র্রা র্সা। (-না -নর্সা নর্সর্রা) I
আ ০ মি০ স০ ০গো ০০ ০ প নে ০ ০থ ০গো০

১ ২´ ৩ ০ ১
I না না না I না র্সা র্সা। না র্সর্রা -র্সা। নর্সা না না। দা দা -পা I
না জা নি কি ল য়ে ম নে০ ০ ০এ লে উ ড়ে আ ০

২´ ৩ ০ ১
I পধা -া -পা। পা ধপা -মা। -া -পমা -গা। -গপা পা পা I
মা ০ র পা নে০ ০ ০ ০০ ০ ০ ও গো

২´ ৩ ০ ১
I { সা মা -জ্ঞা। রা সরা -সন্‌া। সা সমা -জ্ঞা। রা সরসা ন্‌া I
ল য়ে ০ তো মা০ ০র মো হ০ ন ব রণ০ মোর

২´ ৩ ০ ১
I সা গা -গা। গা গরা -গা। (গমা -া -জ্ঞরা। রজ্ঞমা জ্ঞরা সন্‌া)} I
শু ষ্ ক ডা লে০ ০ রা ০ খ্‌লে ০০চ র০ ০ণ

০ ১ ২´ ৩ ০
I গমা গা -মপমা। -া গা মা I মা মা -মা। পা পা -পা। পা পা -পা।
চ র ০ণ০ ০ আ জ আ মা র জী ব ন ম র ণ

১ ২´ ৩ ০ ১
। পা ধা -ণা I ধণর্সা ণা ণধা। পধা ধা -পা। মা -গা -গমা। রগা -রগমা মা I
কো থা ০ আ০০ ছে ০০ কে০ বা ০ জা ০ ০০ নে০ ০০০ ০

২´ ৩
[সা নদা পা। পা]
০ ১
I { পা পা -া। মজ্ঞা -মজ্ঞা মা। পা না -না। র্সা র্সা -া।
ঝ বে ০ গে০ ছে০ ০ স ক ল আ শা ০

২´ ৩ ০ ১
[পর্সা র্সা -র্সনা। র্সা র্সজ্ঞা জ্ঞর্রা। র্সা র্রা র্সর্রর্সা। না নর্সা নর্সর্রা } I
ফো টে ০ ০ না আ ০ র ভা ল ০০০ বা সা০ ও০গো

২´ ৩ ০ ১
I না -া না। না র্সা -া। না -র্সঋা র্সা। -নর্সা -র্সা -না I
আ ০ জ ভূ মি ০ বাঁ ধ্ লে ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I নদা দা পা। -া -া -া। পা -া পা। -া পা পধণা I
বা ০ ০ সা ০ ০ ০ দি ০ সে ব শা ০শে০

২´ ৩ ০ ১
I ণা ণা -ণণা। পধা -া -পা। পা -ধপা -মা। গপা পা পা II II
আ মা ০ র প্রা ০ ০ ণে ০ ০ ০ ০ ০ "ও গো"

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যুক্তপ্রদেশ।

এলাহাবাদ—(প্রয়াগ)।

ইহা এলাহাবাদ-তহসিলের অন্তর্গত চেইল-পরগণার একটী সহর। যে-দিন হইতে ইহা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজধানী হইয়াছে, সেই দিন হইতেই এলাহাবাদের উন্নতি বলিতে হইবে। ১৮৫৮ খৃঃ সহরটী রাজধানীরূপে পরিণত হয়। হিন্দুর নিকট ইহা প্রয়াগ-নামে খ্যাত। চীন-পরিব্রাজক হুয়েন্‌সঙ্গ বলেন যে, প্রয়াগ একটি অত্যন্ত বৃহৎ সহর। ১৯০১খৃঃ এলাহাবাদের জন-সংখ্যা ১৭২০৩২ ছিল। এলাহাবাদে একটী cantonment (সেনা-নিবেশ) আছে। উত্তর দিকে যে গড় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পুরাতন এবং পশ্চিমদিকের গড়টী নূতন।

প্রয়াগ তীর্থের মধ্যে রাজা। শঙ্খস্মৃতিতে লেখা আছে যে, প্রয়াগে পিতৃগণের উদ্দেশে যাহা কিছু অর্পণ করা যায়, তাহার ফল অক্ষয়। মহাভারতে লেখা আছে প্রয়াগ, বরুণ,

সোম এবং প্রজাপতির জন্মস্থান। প্রয়াগে বিষ্ণু সমস্ত দেবগণের সহিত বাস করেন। প্রয়াগ, প্রতিষ্ঠানপুর (ঝুসি), কম্বলাশ্বতর এবং ভোগবতী—এই কয়েকটী স্থান ব্রহ্মার বেদী। এইখানেই ঋষিগণ ব্রহ্মার উপাসনা করেন্। প্রয়াগেই দশাশ্বমেধ নামে একটী তীর্থ আছে। বাল্মীকির রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে লেখা আছে যে, রামচন্দ্র স্বীয় অনুজ লক্ষ্মণ এবং সীতাদেবীর সহিত বনবাস-গমনকালে এখানে ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রমে সমাগত হইয়াছিলেন।

গঙ্গার বামতটে ঝুঁসি। ইহার পূর্ব্বনাম প্রতিষ্ঠানপুর। এখানে সমুদ্রকূপ, হংসকূপ প্রভৃতি নামে অনেক তীর্থ আছে। অনেক সাধুসন্ন্যাসী এখানে গুফা তৈয়ার করিয়া বাস করেন্। লালা কিশোরী-লালের এখানে একটি ধর্ম্মশালা আছে।

এলাহাবাদ যে-সকল মহল্লায় বিভক্ত তাহার প্রধানগুলির বিষয় নিম্নে বলা যাইতেছে :—

কটরা :—এখানকার বাজারটী সুবৃহৎ। জয়পুরের মহারাজ কটরা জয়সিংসিয়াইর নাম হইতে কটরা-নাম নিঃসৃত হইয়াছে। ইহার বংশধরগণ মাফিদার অর্থাৎ নিষ্কর। বাজারটী বখ্‌তিয়ারী এবং ফতেপুরে অবস্থিত। এখানে একটি Alfred park আছে। এইখানে হিন্দুদিগের একটি প্রসিদ্ধ মন্দির দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, এইখানেই রামচন্দ্র ও ভরত ঋষি ভরদ্বাজের আতিথ্য-গ্রহণ করেন্।

দারাগঞ্জ :—এই স্থানের জনসংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ঔরঙ্গজিবের ভ্রাতা দারা-সিকোর নাম হইতে দারাগঞ্জ এই নামকরণ হইয়াছে। এখানে বাসুকির একটী মন্দির আছে। নাগপুরের ভোনস্লা এই মন্দিরটীর প্রতিষ্ঠাতা। দারাগঞ্জে অনেকগুলি উত্তমোত্তম বাটী এবং মন্দির দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে মাধোজির মন্দিরটী সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। প্রায় ১৬০০ বৎসর ব্যাপিয়া এই মন্দিরটী স্বীয় অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। এখানে অনেকগুলি সাধু-সন্ন্যাসীর বাস। নিরঞ্জনী এবং নির্ম্মলি মঠ এইখানেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাগওয়ালগণও এইখানেই বাস করে। এতদ্ব্যতীত পুলিস-অফিস, হাঁসপাতাল এবং পোষ্টঅফিস এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। দারাগঞ্জে যে-সকল মহল্লা আছে, তাহাদিগের নাম বাজারস্থ, বক্সী, মোহরি, মীরাগলি, এবং দারাগঞ্জ। পশ্চিম দিকে অলোপীবাগ। এখানে অলোপ-শঙ্করী দেবীর মন্দির আছে। মন্দিরটি খুবই বিখ্যাত। দারাগঞ্জের সন্নিকটে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যান আছে। তন্মধ্যে শোভাতিয়া বাগই প্রসিদ্ধ। এখানে একটি পুষ্করিণীও আছে।

কিডগঞ্জ :—এখানে নীচজাতীয় মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। বাটীগুলি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ও বসতি ঘন। এখানে সিদ্ধিয়ার মন্দির আছে। এখানে পুলিস ষ্টেশনও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মুঠিগঞ্জ :—এখানে একটি বাজার আছে। বাজারটী এলাহাবাদের প্রথম কলেক্টর অহ-মুঠি সাহেবের নামেই নামালঙ্কৃত হইয়াছে। এই গঞ্জটীতে অনেকগুলি মন্দির দৃষ্ট হয়। যমুনা-মিসনও এইখানেই অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত মুঠিগঞ্জের পুলিস-ষ্টেশন এবং বেনারস-মহারাজের বাটী আমাদের দৃষ্টিপথের পথিক

হয়। বালুয়াঘাটের পশ্চিম দিকে বাহাদুর-গঞ্জ, আহিয়াপুর, মিরণপুর এবং দক্ষিণ দিকে দরিয়াবাদ অবস্থিত। এখানে খস্রুবাগ আছে।

মীরগঞ্জের উত্তর দিক্‌টী জনপূর্ণ। এখানে সাহ আব্‌দুল জলিলের একটি সমাধি-মন্দির আছে। চকের উত্তরদিকে ভারতীভবন। এখানে সংস্কৃত পুস্তক অনেক আছে। পুস্তকাগারটী অতীব চমৎকার। লোকে বিনা অর্থ-ব্যয়ে পুস্তক পড়িতে পায়। জনষ্টনগঞ্জে চৌক আছে। এখানে আথেবী বাজার এবং সব্জি-মণ্ডি অবস্থিত। প্রথমটীতে বাসন ইত্যাদি এবং দ্বিতীয়টীতে শাকসব্জি বিক্রয় হইয়া থাকে। মক্‌বুলগঞ্জের বিপরীতে "সবাইগাঢ়া" অবস্থিত। ইহাই পান্থনিবাস। ইহার পরই কল্‌ভিন হাঁসপাতাল। রাস্তার অপর দিকে লালা মনোহর দাস এখানে চক্ষুরোগের জন্য একটী হাঁসপাতাল-নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মছ্‌লি-বাজার এবং কসাইখানা এই মহল্লাতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার পর কবেলাবাগ এবং খুলদাবাদ-সরাই অবস্থিত।

খস্রুবাগ:—স্থানটী প্রস্তরের দেওয়াল-দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহা সম্রাট্ জাহাঙ্গিরের প্রমোদোদ্যান ছিল। তাঁহার পুত্রের নামে এই উদ্যানটীর নামকরণ হইয়াছিল। খস্রু বিদ্রোহী হইলে এই স্থানেই কয়েদী থাকেন্। এইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এইখানে খস্রু, তাঁহার মাতা ও ভগ্নীর কবর আছে। যেখানে উদ্যানের সুপারিণ্টেনডেণ্ট বাস করেন্, তাহা তাম্বোলিবেগম-নামে খ্যাত।

এলাহাবাদে তিনটী পার্ক আছে:—যথা Alfred park, Macpherson park এবং খস্রুবাগ্। মিওর কলেজের সন্নিকটেই এ্যাল্‌ফ্রেড্ পার্ক। এখানে থর্ণহিল মইন্ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী আছে। এই পুস্তকালয়ে ইংরাজি, সংস্কৃত, আরবি, এবং ফারসীর উত্তম উত্তম পুস্তক দৃষ্ট হয়। পার্কের মধ্যে একটি চত্বর আছে, প্রতিশনিবারে এখানে ব্যাণ্ড বাজে।

এলাহাবাদে মুখ্য তীর্থস্থান ছয়টী:—যথা, ত্রিবেণী, বেণীমাধব, সোমেশ্বর-মহাদেব, ভরদ্বাজ, বাসুকি এবং অক্ষয়বট।

ত্রিবেণী:—এখানে গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী মিলিত হইয়াছে। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে গঙ্গার জল শ্বেতবর্ণ এবং শীতল, কালিন্দীর জল কৃষ্ণবর্ণ এবং উষ্ণ। সরস্বতী প্রয়াগে আসিয়া লুপ্ত হইয়াছেন্। কেল্লার দাক্ষণে যমুনার তটে সরস্বতী-নামে একটি কুণ্ড আছে। এইখানেই যাত্রিগণ সরস্বতীর পূজা করেন। সঙ্গমের স্থানে গঙ্গাপুত্রগণ ধ্বজা-পতাকা দ্বারা স্ব স্ব আস্তানা সুশোভিত করে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধ্বজা দেখিয়া মানবগণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের গঙ্গাপুত্র নির্ব্বাচিত করিয়া লয়।

বেণীমাধব:—ইনি প্রয়াগের মুখ্য দেবতা। দারাগঞ্জের এক মন্দিরে ইঁহার মূর্ত্তি বিরাজিতা।

সোমেশ্বর:—ইনি একটি শিবলিঙ্গ। গঙ্গার দক্ষিণ তটে অরেলের আগে একটী ক্ষুদ্র শিবালয়ে এই শিবলিঙ্গটী প্রতিষ্ঠিত আছে। নৌকারোহণ করিয়া লোকে ইঁহাকে দর্শন করিতে যায়।

ভরদ্বাজের আশ্রম কর্ণেলগঞ্জে অবস্থিত। এখানকার একটি মঠে ভরদ্বাজ-স্থাপিত শিব-লিঙ্গ আছে। নিকটেই একটি অন্ধকারময়

তহখানায় ভরদ্বাজ প্রভৃতি কয়েকটি ঋষির মূর্ত্তি আছে। এইস্থানে অতিসাবধানে যাওয়া উচিত; কারণ, আলোকাভাবে অনেক সময় অনেক যাত্রীর ক্ষতি হইয়াছে।

বাসুকি:—ইনিই নাগরাজ। ইঁহার প্রতিমা গঙ্গাতটে দারাগঞ্জ-বস্তীতে অবস্থিত। প্রতিমাটী কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত এবং দেখিতে অতিসুন্দর।

অক্ষয়বটের বর্ণনা পরে করা যাইবে।

প্রয়াগে দর্শনীয় স্থানগুলির নাম:—হাই-কোর্ট, মিওর কলেজ, মেও-হল, ইউনিভার-সিটি হল, ছোটলাটের আবাস-ভবন এবং রেল্ওয়ে থিয়েটার।

এলাহাবাদে অনেক মন্দির ও পুরাতত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। পাতালপুরী মন্দির পুরাতন-প্রয়াগের চিহ্নমাত্র। দুর্গের নিম্নে ভূগর্ভস্থিত একটী মন্দির আছে। ইহার আকৃতি চতুর্ভুজের ন্যায়। ছাদটী স্তম্ভের উপর স্থিত রহিয়াছে। মধ্যে একটি লিঙ্গ অবস্থিত। একটি কোণে একটী মৃত বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। পূজারীরা তাহাতে প্রত্যহ জল দিয়া থাকে। বৃক্ষটীর পত্রাদি নাই। শতবৎসর পূর্ব্বেও ইহার অবস্থা এইরূপ ছিল। পূজারীরা বলেন্ যে, বৃক্ষটী এখনও জীবিত আছে। ইহাই অক্ষয়বট, নামে খ্যাত। রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতাদেবী নদী পার হইয়া ইঁহারই ছায়ায় বিশ্রাম করিয়াছিলেন। স্থানটী অন্ধকারপূর্ণ! দীপ জ্বালাইয়া যাত্রীদিগকে স্থানটী দেখান হইত। পরন্তু সহৃদয় ইংরাজরাজ ছাদে গবাক্ষ প্রস্তুত করিয়া গৃহটীকে আলোকিত করিয়া-ছেন্। গঙ্গার দিকে কেল্লার যে ফটক আছে যাত্রিগণ তাহা দিয়া প্রবেশ করে; এবং যে দিকে লোকদিগের বসতি আছে, সেই দিকের ফটক দিয়া বাহির হয়। অক্ষয়বটে যাহা কিছু চড়ান হয়, তাহা গোঁসাইয়ের প্রাপ্য। এখানে মহাদেব, গণেশ এবং অন্যান্য দেবতার মূর্ত্তি আছে। স্থানটী সম্পূর্ণরূপে আর্দ্র। পাহাড়ের দেওয়াল দিয়া জল টপ টপ্ করিয়া পড়িতেছে। লোকের বিশ্বাস এই যে, আর্দ্র-তাটী গুপ্ত সরস্বতীর অস্তিত্ব-নিবন্ধন হইয়াছে। থানেশ্বরের নিকট সিরহিন্দ নামক স্থানের বালুকারাশিতে সরস্বতী অদর্শন প্রাপ্ত হইয়া গুপ্তভাবে প্রবাহিতা হইয়াছেন্।

আকবর মন্দিরটীর উপর দুর্গ-নির্ম্মাণ করেন্। এখানে বৌদ্ধ মনুমেণ্ট আছে। চারিটী স্তম্ভের উপর অশোকের আদেশ ক্ষোদিত আছে। জহাঙ্গির আপনার পূর্ব্বজ-দিগের গৌরব এই স্তম্ভে লিখিয়া রাখিয়াছেন্। অশোকের আদেশের নিম্নে সমুদ্রগুপ্তের উৎ-কীর্ণলেখ রহিয়াছে। স্তম্ভটীতে একটি নাগরী লিপিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই লিপিটী আকবরের প্রসিদ্ধ সহচর বীরবরের। লিপিটী এই:—

(১) সম্বৎ ১৬৩২, শক ১৪৯৩ মার্গবদি পঞ্চমী
(২) সম্বৎ গঙ্গাদাসসুত মহারাজা বীরবর শ্রী
(৩) তীর্থরাজ প্রয়াগকী যাত্রা সফল লেখিতম্!

মেলা:—প্রতিবৎসর জানুয়ারি-মাসে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে মাঘ-মেলা হইয়া থাকে। মেলাটী ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় এবং তাহা সমগ্র মাঘ-মাস ব্যাপিয়া থাকে। যাত্রিগণ এই সময়ে মস্তক-মুণ্ডন করিয়া ত্রিবেণীতে স্নান করে। প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরে কুম্ভ-মেলা হয়। এই সময়ে বিভিন্ন মঠের সন্ন্যাসিগণ সমবেত হন্। যাঁহারা অত্যন্ত ধাম্মিক, তাঁহারা সারা

মাস ত্রিবেণীতে স্নান করেন্ এবং দিবাভাগে উপবাসী থাকে। যাঁহারা সমুদয় মাস এইরূপ নিয়ম-পালন করেন্ তাঁহাদিগকে কল্পবাসী কহে। সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও বসন্ত-পঞ্চমীতে স্নানের খুব ধুম হইয়া থাকে। অচলা সপ্তমী এবং একাদশীতে স্নান হয় বটে, কিন্তু তত ধুম হয় না। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের কুম্ভ-মেলায় আট লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। সাধারণতঃ বৎসরে প্রায় দেড়লক্ষ লোক আসিয়া থাকে। ভারতের এমন কোনও স্থান নাই, যেখান হইতে স্নানের জন্য লোক আসে না। কাশ্মীর হইতে মান্দ্রাজ এবং কান্দাহার হইতে কলিকাতা, ইত্যাদি স্থান হইতে লোকের খুব ভিড় হয়। এতদ্ব্যতীত সন্ন্যাসীদিগের তাম্বু পড়ে। এই সময়ে আহার্য্য বস্ত্র, পিত্তলের দ্রব্যাদি, দেবতার প্রতিমূর্ত্তি, পুস্তক ও রুদ্রাক্ষ-মালার খুবই বিক্রয় হয়।

মাঘমেলায় যেরূপ ক্রমানুসারে সন্ন্যাসিগণ গমন করেন্, তাহা বলিতেছি। প্রথমেই নির্ব্বা-ণিগণ আগমন করে। ইহারা নাগা গোঁসাই। মহাদেব ইহাদিগের উপাস্য দেবতা। ইহারা নগ্ন থাকে। মাঘমেলায়ও ইহারা নগ্নাবস্থায় আগমন করে, কিন্তু অন্যান্য সময়ে ইহাদিগকে বস্ত্র-পরিধান করিতে বাধ্য করা হয়। ইহা-দিগের জটা আছে এবং ইহারা হস্তে একটি করিয়া ঘণ্টা বহন করে। ইহারা সমৃদ্ধ বলিয়া ভিক্ষোপজীবী নহে। দারাগঞ্জে ইহাদিগের আড্ডা আছে। নিরঞ্জনীগণ জুন-নামে খ্যাত। ইহারাও শৈব। নগ্ন থাকা ইহাদিগের পদ্ধতি। দারাগঞ্জ ইহাদিগের থাকিবার স্থান। ইহারাও সমৃদ্ধ এবং লোকদিগকে ইহারা কর্জ্জাদি দিয়া থাকে। বৈরাগিগণ বৈষ্ণব। ইহারা দেশ-পর্য্য-টক এবং ইহাদিগের কোনও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। ইহারা তিনভাগে বিভক্তঃ—যথা, নির্ব্বাণী, নির্ম্মোহী এবং দিগম্বরী। ইহাদিগের মধ্যে একতা আদৌ নাই, সুতরাং, পর্ব্বাদিতে প্রায়ই কলহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহার পরই "ছোটা পঞ্চায়তি"-মঠের সন্ন্যাসিগণ আগমন করে। ইহারা পঞ্জাবী উদাসী। মুঠিগঞ্জে ইহাদিগের আড্ডা। ইহারা শিখ হইলেও ঘোর হিন্দু। ইহারা গ্রন্থকে অন্যান্য ধর্ম্মপুস্তকা-পেক্ষা অধিক মানিয়া থাকে। ইহাদিগের একটী শাখা "বড়া পঞ্চায়তী আখাড়া"-নামে খ্যাত। ইহারা কিডগঞ্জে বাস করে। সেখানে ইহাদিগের একটি সুবৃহৎ মঠও আছে। ইহারা অতিশয় সমৃদ্ধ। মহাজনী করিয়া ইহাদিগের বিলক্ষণ ধনাগম হয়। ইহাদিগের সহিত নানকসাহের দল সম্বন্ধীভূত। উক্ত দলটী সুলতানপুর জেলার বন্দুয়া-হাসানপুরে থাকে এবং মেলার সময় এলাহাবাদে দলবদ্ধ হইয়া আগমন করে। অতঃপর নির্ম্মলীগণ আসে। ইহারা শিখ-সন্ন্যাসী। কিডগঞ্জের পীলকোঠিতে ইহাদিগের বাস। ইহারাও মহাজনী করিয়া থাকে। বৃন্দাবনী নানকসাহও মেলায় যোগদান করে। মঠধারিমাত্রেই বহু আড়ম্বরের সহিত আগমন করে। এই সময়ে মহান্তদিগের হস্তী, বাদ্য, পর্য্যঙ্ক প্রভৃতিতে মেলাটী বড়ই সুন্দর দেখায়। কেবলমাত্র বৈরাগিগণ কোনরূপ বাহ্য আড়ম্বর করে না। উল্লিখিত সন্ন্যাসি-ব্যতীত অন্যান্য সন্ন্যাসীও মেলাতে আগমন করেন্। তাঁহাদিগেরও পৃথক্ পৃথক্ তাম্বু পড়ে। দারা-গঞ্জের রামানুজি সম্প্রদায়ই এলাহাবাদে বিশেষ সমৃদ্ধ। কিডগঞ্জের বাবা হরিদাসের

ধর্ম্মশালার রামানন্দিগণ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্য একটি দলমাত্র! উক্ত উভয় সম্প্রদায়ই ত্যাগী। ত্যাগী বলিলে এরূপ বুঝিবেন না যে, ইহারা বালব্রহ্মচারী। ইহারা বিবাহিত কিন্তু স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া বিরাগী হইয়াছে মাত্র। ইহাদিগের ভিক্ষাই উপজীবিকা।

মাঘ-মেলায় সমাগত যাত্রীদিগের তীর্থ-কৃত্য প্রাগওয়ালই করাইয়া থাকে। মৎস্য-পুরাণে প্রয়াগ-মাহাত্ম্যে যেরূপ উপদেশ আছে, তদ্রূপই করিতে হয়। প্রয়াগে প্রথম আগমন করিলে ত্রিবেণীর দেবতা বেণীমাধবকে একটি নারিকেল দিতে হয়। এই ক্রিয়াটী কেহ কেহ করিয়া থাকে এবং কেহ কেহ করেও না। লোকেরা প্রাগওয়ালের ঘাটে পঁহুছিলেই তাহারা "নউবরায়" মস্তক-মুণ্ডনের জন্য প্রেরিত হয়। "নউবরায়" নাপিতগণ ক্ষৌরকর্ম্ম করে। সহরের অন্য কোন নাপিতের তীর্থ-যাত্রীর শির-মুণ্ডন-ক্রিয়ায় অধিকার নাই। প্রয়াগের অধিবাসীদিগের পক্ষে মস্তক-মুণ্ডন বাধ্যতাজনক নহে। যাহার পিতা জীবিত আছে, সে গোঁপ কামায় না। শিখেরা সামান্য মাত্র কেশ-কর্ত্তন করে। সধবা রমণীগণেরও এই প্রথা। বিধবা এবং দক্ষিণদেশীয় রমণীগণ বিধবা-সধবা-নির্ব্বিশেষে মস্তক-মুণ্ডন করে। বৈতরণী করিতে হইলে লোককে দক্ষিণ হস্তে রজতমুদ্রা, ছাগ বা অশ্বের কর্ণ, অথবা গো-পুচ্ছ বা হস্তিদন্ত ধারণ করিতে হয়। পাণ্ডারা সঙ্কল্প পড়ায়। মুদ্রাটী অবশ্য পাণ্ডা পাইয়া থাকে। স্নান-সমাপনান্তে দুগ্ধ ও পুষ্প দিয়া গঙ্গার পূজা করিতে হয়। অতঃপর দুর্গের পাতালপুরী-মন্দিরে যাইয়া অক্ষয়-বটের পূজা করিতে হয়। পয়সা পাইলেই প্রাগওয়াল যজমানকে ছাড়িয়া দেয়। প্রাগওয়ালগণ যত পারে তত টাকা যজমানের নিকট হইতে লইয়া থাকে। অর্থ পাইলে তাহারা সুফল দেয়। সুফল দিবার কালে তাহারা যজমানের পৃষ্ঠদেশ তিনবার ঠুকিয়া দেয়।

ব্যাঙ্ক :—এলাহাবাদে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, অপার ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক, এলাহাবাদ ট্রেডিং ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্কিং করপোরেশন আছে; এতদ্ব্যতীত দেশীয় ব্যক্তিগণও টাকার নেওয়া-দেওয়া করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কিডগঞ্জের গপ্পুমল কানাহিয়া লালই লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি। অধমর্ণ যদি সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি হয় এবং অনেক টাকা কর্জ্জ করে, তবে তাহাকে ৬ হইতে ৯ টাকা পর্য্যন্ত বাৎসরিক সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়। সাধারণ বন্ধকী কর্জ্জে ৯ হইতে ১৫ টাকা অথবা সর্ব্বনিম্নে ১২ টাকা পর্য্যন্ত বাৎসরিক সুদ দিতে হয়।

ব্যবসায় :—এলাহাবাদে মুসলমানগণের পরিধানের জন্য "সাঙ্গ" নামক সূত্র-মিশ্রিত চিকের কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাষ্ঠের কারবার বহুল পরিমাণে দেখা যায়। শকটাদি-প্রস্তুতির জন্য অনেকগুলি কারখানা আছে। এলাহাবাদের কোন কোন স্থানের মৃত্তিকা অতিসুন্দর। এই মৃত্তিকারও প্রকার-ভেদ আছে। তাহারা ঘারোটী, করাই এবং কররোতা নামে খ্যাত। এলাহাবাদের নাইনি-নামক স্থানে উক্তমৃত্তিকা দেখা যায়। তথাকার Central Jailএ উক্ত মৃত্তিকার সুন্দর সুন্দর টালি তৈয়ার হইয়া থাকে। নাইনিতে কাঁচ প্রস্তুতির জন্য একটি কারখানাও আছে। পিত্তল-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি এলাহাবাদে

বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে ; কিন্তু লৌহের কারবারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইংরাজদিগের কারখানায় ট্রাঙ্কাদি তৈয়ার হয়। ট্রাঙ্কগুলির গঠন তত ভাল নহে। স্বর্ণ-রৌপ্যাদির অলঙ্কার, বোতাম এবং অন্যান্য কার্য্যও দেখা যায়। এলাহাবাদে জুতার ব্যবসায় খুবই চলিয়া থাকে।

কারখানা :- এলাহাবাদের কেল্লায় মিলিটারি আস'নেল আছে। এতদ্ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট প্রেস, পাওনিয়ার প্রেস, এবং ইণ্ডিয়ান প্রেসে অনেক লোক নিযুক্ত দেখা যায়। ইষ্টক-প্রস্তুতির জন্য Messrs. Frizzoni এবং Messrs Vassel Co. আছে। মিউনিসিপাল যন্ত্রাদি প্রস্তুতের জন্য Messr S. T. Crowley Co. কারখানা খুলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাহারা বরফও তৈয়ার করিয়া থাকে। Messrs. T. P. Luscombe Co. তাম্বু-প্রস্তুতি ও গাড়ির কারখানা পরিচালনা করিয়া থাকে। East Indian Railway work-shop এ অনেকেরই অন্ন জুটিতেছে। লুকারগঞ্জে Allahabad Milling Company'র আটার কারখানা দৃষ্ট হয়।

ধর্ম্মশালা :- প্রয়াগে চারিটী ধর্ম্মশালা আছে। তন্মধ্যে একটি ষ্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত এটী মির্জ্জাপুরের বিহারীলাল-নামক জনৈক মারবাড়ী-দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে যাত্রিগণের অনেক সুবিধা। দ্বিতীয় ধর্ম্মশালাটী মুঠিগঞ্জে গউঘাটের উপর অবস্থিত। তৃতীয়টী ফুলপুরের রায় প্রতাপ চন্দ্রের বিধবা পত্নী গোমতী বিবির দ্বারা মুঠিগঞ্জে নির্ম্মিত হইয়াছে। চতুর্থ ধর্ম্মশালাটী কীডগঞ্জে অবস্থিত। ধর্ম্মশালার বাঙ্গালা নাম পান্থ-নিবাস। (ক্রমশঃ)

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী-সভ্য—

শ্রীমতী ডি, জি, আর, দাদাভাই লণ্ডনের এম, ডি ও এম, আর, সি, পি এবং শ্রীমতী গরট্রুড কারমাইকেল লণ্ডনের বি, এ, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। শিক্ষিতা নারীদের যোগ্যতা-অনুসারে কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার করিয়া দিয়া তাঁহাদের উচ্চ অধিকার দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। বোম্বাই-বিশ্ববিদ্যালয় এই নূতন পথ প্রদর্শন করিয়া উচ্চশিক্ষার সমাদর করিয়াছেন।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা—

শ্রীমতী রেজিনা গুহ এম, এ, বি এল। ইনি এম, এ, পরীক্ষায় ইংরাজী-সাহিত্যে প্রথম হইয়াছিলেন। হাইকোর্ট ইঁহাকে ওকালতী করিবার অধিকার-দানে অস্বীকার করেন্। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় ইহাকে ইংরাজী-সাহিত্যের অধ্যাপিকা নিযুক্ত করিয়াছেন।

পার্লামেণ্টে নারী-সভ্য—বহু-সংগ্রামের পর ইংলণ্ডের নারীগণ পার্লামেণ্ট-মহাসভার সভ্য হইবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের নূতন আইন অনুসারে ত্রিশ বা তদূর্দ্ধ-বয়স্ক নারীগণ পার্লামেণ্টের সভ্য-নির্ব্বাচনে অধিকারিণী হইয়াছেন।

বস্ত্র সাহায্য—বরিশাল-সহরে "বস্ত্র-সাহায্য-সমিতি"-নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বস্ত্রাভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে বস্ত্র-সাহায্য করাই

এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা ব্যতীত এই সমিতি তুলার বীজ বিতরণ এবং চরকার পুনঃপ্রচলনের ব্যবস্থা করিতেও উদ্যোগিনী হইয়াছেন। এই সাধু চেষ্টা সফল হউক্‌।

ইণ্টারমিডিয়েট-পরীক্ষায় বালিকা বৃত্তি— নিম্নলিখিত বালিকাগণ এ-বৎসর আই, এ,-পরীক্ষায় মাসিক ২০৲টাকা বৃত্তি পাইয়াছেন্‌ঃ—

(১) অরুণা বেজ বড়ুয়া, ডায়োসেসন কলেজ।
(২) বীণা রায়চৌধুরী ,,
(৩) নলিনীবালা রুদ্র ,,
(৪) নলিনী দাসগুপ্তা বেথুন কলেজ।
(৫) লতিকা মুখোপাধ্যায় ,,
(৬) আসিমা জন ডায়োসেসন কলেজ।
(৭) ললিতা রায় বেথুন কলেজ।
(৮) সুবালা রায় ,,
(৯) উষাবালা সেন ,,
(১০) হিরণবালা সেন ,,
(১১) আশা দত্ত ডায়োসেসন কলেজ।

শিক্ষার জন্য এক অজ্ঞাতনামা ইংরাজ মহোদয়ের দশ লক্ষ টাকা দান।--একজন অজ্ঞাতনামা ইউরোপীয় কলিকাতার ইউরোপীয়, ইউরেশীয় ও ভারতীয় ছাত্রদের নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দিবার জন্য দশলক্ষ টাকা বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের হস্তে দান করিয়াছেন।

(১) ঐ টাকা হইতে একজন খাঁটি ইউরোপীয় বালককে বৃত্তি দিয়া ইংলণ্ডে শিক্ষার জন্য পাঠাইতে হইবে। (২) একজন খাঁটি ইউরোপীয় বালিকাকে ইংলণ্ডে শিক্ষার জন্য পাঠাইতে হইবে। (৩) ইউরেশীয় বালক-বালিকাদের উন্নতির জন্য বৃত্তি-স্থাপন করিতে হইবে। (৪) কলিকাতার বাহিরে বালকদের জন্য অনাথ-আশ্রম-স্থাপনার্থ আইরিশ ক্রিশ্চিয়ান ব্রাদার্সএর হস্তে টাকা দিতে হইবে। (৫) কারসিয়ংএর ডাউহিল বালিকা-বিদ্যালয় বড় করিবার জন্য টাকা দিতে হইবে। (৬) কলিকাতা-সহরে ভারতীয় বালকদের জন্য পাঠশালা-নির্ম্মাণ ও তাহার রক্ষার জন্য অর্থ দিতে হইবে। (৭) কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে পাঠশালা-নির্ম্মাণ ও রক্ষার জন্য অর্থ দিতে হইবে। (৮) শিবপুর কলেজের ইউরোপীয়, ইউরেশীয় ও ভারতীয় ছাত্রদিগকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া শিল্প বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য বৃত্তি স্থাপন করিতে হইবে।

নাম গোপন রাখিয়া এরূপ ভাবে এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য দান বর্ত্তমান সময়ে অতিদুর্লভ। বিশেষতঃ একজন ইউরোপীয়ের পক্ষে ইহা অতিমহাপ্রাণতার কার্য্য, সন্দেহ নাই।

ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষার ফল।

নিম্নলিখিত বালিকাগণ এবৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন—

প্রথম বিভাগ।

১। গার্ডনার মেমোরিয়াল কৃষ্ণদাসী মণ্ডল।
২। ভিক্টোরিয়া ইনিঃ অমিয়া গুপ্তা।
৩। ইউনাইটেড্‌ মিশনারী গার্লস্‌ স্কুল—
সন্তোষিণী দাস।
৪। ,, কাননবাসিনী মুখার্জ্জি।
৫। ,, অঞ্জস ঘোষ।
৬। বেথুন কলেজিয়েট স্কুল—
স্বলতিকা বানার্জ্জি।
৭। ,, বনলতা দাসগুপ্তা।
৮। ,, নির্ম্মলা বসু।
৯। ,, হেমন্তবালা মুখার্জ্জি।

১০। বেথুন কলেজিয়েট স্কুল—স্বর্ণকুমারী গুহ।
১১। ,, উমাতারা চক্রবর্ত্তী।
১২। মহারাণী স্কুল দার্জ্জিলিং— উষাময়ী সেন।
১৩। ক্রাইষ্ট চার্চ্চ হাই—মাধবীলতা চাটার্জ্জি।
১৪। ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়— সরিৎ ঘোষ।
১৫। ,, সীতা বাই।
১৬। ,, উষালতা বিশ্বাস।
১৭। ,, প্রীতিময়ী চৌধুরী।
১৮। ডাইওসেসন কলেজ— গাগ কক্কর।
১৯। ,, টিলিজ মজুমদার।
২০। ,, রেণুপ্রভা ঘোষ।
২১। ,, দীপ্ত চাটার্জ্জি।
২২। ,, সুধা রায়চৌধুরী।
২৩। ,, ইন্দু দত্ত।
২৪। ,, রেণুকা মজুমদার।
২৫। ,, সন্তোষ ভাণ্ডারী।
২৬। ,, রাসাসুন্দী।
২৭। ,, কিত্তি সিলিমান্।
২৮। ,, সাকিনা মুওয়াজিদ্ জাদা।
২৯। ,, ভাগীস্ শর্ম্মা।
৩০। ডাওসেসন কলেজ— কোন্‌সুলতান্ মুয়াজিদ্ জাদা।
৩১। প্রাইভেট শশিমুখী রুদ্র।
৩২। ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী— শান্তিলতা বসুরায়।
৩৩। ,, শান্তিসুধা চট্টোপাধ্যায়।
৩৪। ,, মৈত্রেয়ী চৌধুরী।
৩৫। ,, আশা দত্ত।
৩৬। ,, সুরুচিবালা রায়।
৩৭। ,, শান্তিপ্রভা সরকার।
৩৮। ,, চপলা মুখোপাধ্যায়।
৩৯। ঢাকা এডেন— মনোরমা দাসগুপ্তা।
৪০। ,, রেণুকা দাসগুপ্তা।
৪১। ,, শান্তিপ্রভা দাসগুপ্তা।
৪২। ,, ইন্দুবালা দাদগুপ্তা।
৪৩। ,, লীলাবতী ঘোষ।
৪৪। ,, মৃণালিনী ঘোষ।
৪৫। ,, সুবর্ণ সেনগুপ্তা।
৪৬। ,, কমলা বসু।
৪৭। ,, জোসেফাইন নোরোনা।

দ্বিতীয় বিভাগ।

১। বেথুন কলেজিয়েট স্কুল— গায়ত্রী রায়।
২। ইউ, এফ, সি, হাই— চারুবালা বিশ্বাস।
৩। মাটিল্ডা— মাধবীলতা ব্যানার্জ্জি।
৪। ,, লাবণ্যপ্রভা বসু।
৫। ক্রাইষ্ট চার্চ্চ— রেরুবালা বিশ্বাস।
৬। ,, মৃণালিনী মণ্ডল।
৭। ,, প্রমোদিনী পাণ্ডা।
৮। ডাইওসেসন— সুরুচি চৌধুরী।
৯। ,, তেমিনা পেষ্টোনজী।
১০। প্রাইভেট হিরণ্ময়ী দাস।
১১। ,, রাণী চাটার্জ্জি।
১২। ,, গ্রেস্ বসু।
১৩। ,, মৃণালিনী ঘোষ।
১৪। ,, শরদম্বা।
১৫। ,, এসাবেল জয়েল।
১৬। ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী—মণিকা দাসগুপ্তা।
১৭। ঢাকা এডেন— ইন্দু দত্ত।

মহিলাদের বিশেষ-বৃত্তি—(মেট্রিকিউলেশন)

২০৲ টাকার বৃত্তি।—১। রেণুকা মজুমদার ডাইওসিসান কলেজিয়েট। ১৫৲ টাকার বৃত্তি।—১। শান্তিপ্রভা দাস গুপ্ত ইডেন্ হাই স্কুল, ঢাকা। ২। জোযেফাইন নরোনহা

ঐ। ৩। নির্ম্মলা বসু, বেথুন কলেজিয়েট স্কুল। ৪। সরিৎ ঘোষ, ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়। ৫। উষাময়ী সেন, মহারাণী গার্লস্ স্কুল, দার্জ্জিলিং। ৬। উষালতা বিশ্বাস, ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়। ১০৲ টাকার বৃত্তি।—সাকিন মুবাইদজুদা, ডাইওসিসান কলেজিয়েট্। ২। শান্তিলতা বসু রায়, বিদ্যাময়ী হাইস্কুল ময়মনসিংহ। ৩। রেণুকণা দাসগুপ্তা, ইডেন হাইস্কুল, ঢাকা। ৪। সুধা রায় চৌধুরী, ডাইওসিসান কলেজিয়েট। ৫। রামালুদ্দী ঐ। ৬। কমলা বসু, ইডেন হাইস্কুল, ঢাকা। ৭। মনোরমা দাসগুপ্ত ঐ। ৮। লীলাবতী ঘোষ ঐ। ৯। শান্তিসুধা চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাময়ী হাইস্কুল ময়মনসিংহ। ১০। সলিলা মজুমদার, ডাইওসিসান কলেজিয়েট।

তপস্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২১)

লীলা আসিবার কয়েক দিন পরে যামিনীবাবু বলিলেন, "স্থানীয় সিভিল-সার্জ্জনকে একবার আনিয়া লীলাকে দেখান হউক্। ডাক্তারটী নবীন হইলেও চিকিৎসা-বিদ্যায় অতিশয় বিচক্ষণ। রোগনির্ণয়ে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা। অল্পদিন হইল তিনি এখানে বদ্লী হইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু ইহারই মধ্যে তাঁহার নাম-ডাক চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "তা'তে আর আমার আপত্তি কি? এত ডাক্তার দেখালুম্, কেউ ত কিছু কর্‌তে পার্লে না! তোমার কাছে এনে ফেলেছি, দেখ ভাই, তুমি যদি আমার লীলাকে বাঁচাতে পার।" বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে অশ্রু-বিন্দু ঝরিতে লাগিল!

পরদিবস যামিনীবাবু স্বয়ং 'সিভিল সার্জ্জনে'র নিকট গিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। এবার কিন্তু লীলা তাঁহার অবাধ্য হইল। সে ডাক্তার দেখাইতে কিছুতেই সম্মত হইল না। সে বলিল, "না কাকা, আর আমি কা'রও ঔষুধ খাব না। বাঁচ্‌বার আর আমার সাধ নেই।"

যামিনীবাবু অনেক বুঝাইলেন, কত আশ্বাস দিলেন, কিন্তু লীলা কিছুতেই তাঁহার কথা শুনিল না। অবিনাশবাবু আসিয়া অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন, কিন্তু লীলা এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, কিছুতেই সে ঔষধ খাইবে না। পিতার কথাও সে শুনিল না। পিতাকে সে বলিল, "বাবা, ওষুধ ত ঢের খেয়েছি; ওষুধ খেয়ে আর কিছু হবে না। ডাক্তারে আর আমার কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। এখানকার জল-হাওয়ায় আমি আপনিই ভাল হব।"

ঠিক্ এই সময়ে ডাক্তারসাহেবকে সঙ্গে লইয়া সুহৃৎ সেই কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল। অবিনাশবাবু চিন্তিত হইলেন যে, তিনি ডাক্তারকে কি বলিবেন্। ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়া কিরূপে বলিবেন, "রোগী দেখাইব না, তুমি ফিরিয়া যাও?"—অতিশয় বিরক্ত হইয়া তিনি কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন।

লীলা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিয়াছিল। ডাক্তারসাহেবের আগমন সে দেখিতে পায় নাই। ডাক্তারসাহেব গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া মস্তকের টুপিটি খুলিয়া কক্ষস্থ টেবিলের উপরে রাখিলেন এবং রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে পালঙ্কের উপরেই উপবেশন করিলেন।

সুহৃৎ বলিল, "দিদিমণি! ডাক্তার-সাহেবকে একবার হাতটা দেখান্!"

লীলা বিরক্ত হইয়া বলিল, "তোমরা সবাই মিলে আমাকে ত্যক্ত ক'রে মার্‌লে, দেখ্‌তে পাচ্ছি!"

সুহৃৎ বেগতিক দেখিয়া আস্তে আস্তে গিয়া লতিকাকে ডাকিয়া দিল। লতিকা তাহার স্বভাব-সিদ্ধ চঞ্চলগতিতে আসিয়া লীলার মস্তকের নিকট দাঁড়াইয়া তাহার চম্পককলিকাবৎ অঙ্গুলিগুলি ধীরে ধীরে লীলার রুক্ষ চুলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া নাড়িতে লাগিল। মুখখানি নত করিয়া লীলার মুখের উপর মুখ লইয়া গিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, "দিদিমণি! ডাক্তার-সাহেব এসেছেন্, একবার তাঁকে হাতটা দেখাও না, ভাই!"

লীলা মুখ না তুলিয়াই বলিল, "লতি! অনেক ওষুধ খেয়েছি;—ওষুধে আর আমার কিছু হবে না। ডাক্তারে আমার কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। আমার রোগ আরাম করবেন্ যম।"

লতিকা ক্ষণেক স্তব্ধ হইল; তাহার পর বলিল উনি খুব ভাল ডাক্তার, ওঁর ওষুধ খেলেই তুমি সেরে উঠ্‌বে, দিদি!"

লী। লতি! সব জানিস্ ত ভাই, সারবার আর আমার ইচ্ছে নেই। এখন মরণ হলেই আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে যায়। তোরা আমার মৃত্যুতে আর বাধা দিস্ নে!

লতি। দিদিমণি! ডাক্তারসাহেব যে তোমার বিছানায় ব'সে রয়েছেন্;—একবার তাকে না দেখালে কি হয়?

এইকথা শুনিয়া লীলা মাথার কাপড় টানিয়া দিল। পার্শ্বপরিবর্ত্তনও করিল না, ডাক্তারসাহেবকে হাতও দেখাইল না।

ডাক্তারসাহেব এতক্ষণ উভয়ের কথাগুলি শুনিতেছিলেন। লীলার কথা শুনিয়া তিনি কিছু বিস্মিত হইলেন্। মানুষ ইচ্ছা করিয়া কে মরিতে চাহে! কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই হউক্, আর যাহ'তেই হউক্, তিনি লীলাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "মানুষের জীবন অমূল্য! জগতে বাঁচ্‌বার জন্য সকলেই চেষ্টা ক'রে থাকে। আপ্‌নি এমন অমূল্য জীবন নষ্ট কর্‌তে চাইছেন্ কেন?"

এ কি!—এ কা'র কণ্ঠস্বর! এ স্বর ডাক্তার কোথায় পাইলেন্? এ স্বর যে লীলার চিরপরিচিত! এ ধ্বনি যে তাহার হৃদয়মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে! লীলা তীরবৎ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া, অনিমেষ-দৃষ্টিতে ডাক্তারসাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মস্তকের কাপড় খুলিয়া পড়িয়া গেল, অঙ্গের বসন শ্লথ হইয়া গেল, সে-বিষয়ে যে তাহার লক্ষ্য নাই! সে যে তীব্র-দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল! তাহার সেই কোটরগত চক্ষুর সেই বিস্ফারিতদৃষ্টি দেখিয়া ডাক্তার-সাহেব আরও বিস্মিত হইলেন্। লীলা ক্ষণেকমাত্র তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া লম্ফ দিয়া পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিল, দুই বাহুর দ্বারা ডাক্তারের চরণযুগল

জড়াইয়া ধরিল। যেন কোথা হইতে তাহার ক্ষীণ অস্থিপঞ্জরসার দেহে দৈবশক্তি আসিয়া সঞ্চারিত হইল।

লীলা তাঁহার পা-দুইটী জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমার আরাধ্য দেবতা! এতদিনে কি দাসীর তপস্যা সফল হ'ল? যদি দয়া ক'রে দেখা দিলে, তবে আমায় ক্ষমা কর!"

সে-স্পর্শে ডাক্তারের সর্ব্বাঙ্গে যেন তাড়িত-প্রবাহ সঞ্চারিত হইল, তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "এ কি!! লীলা! ওঃ!—তুমি এমন হ'য়ে গেছ!"

লীলা তখনও তাঁহার পা-দুইটী জড়াইয়াছিল।—সেই ভাবেই সে বলিল, "বল, দাসীকে ক্ষমা কর্ব্বে? বল, আমায় গ্রহণ কোর্ব্বে?"

তখন সুধীর অতিযত্নে লীলার হাত-দুইখানি ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া নিজের পার্শ্বে বসাইল এবং বলিল, "লীলা! দোষ তোমার নয়, দোষ আমারই! আমিই তোমার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি। তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

লতিকা এতক্ষণ গৃহের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দভাবে কাণ্ডখানা কি, তাহাই দেখিতেছিল। সুধীর যখন লীলার হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের পার্শ্বে বসাইল, লতিকা তখন ছুটিয়া গিয়া তাহার বাবাকে ও জেঠা-মহাশয়কে সংবাদ দিয়া আসিল যে, ডাক্তারসাহেব আর কেহ নহেন্;—তাহাদেরই জামাইবাবু!

দার্জ্জিলিঙ্গে যখন পতিপত্নীর এইরূপে মিলন হইল, তখন লীলার চেহারা দেখিয়াই দুঃখে অনুতাপে সুধীরের অন্তর্দাহ হইতে লাগিল। হায়! সে এ কি করিয়াছে! এ কি ঘোর নিষ্ঠুরের ন্যায় সে কার্য্য করিয়াছে! ক্রোধের বশীভূত হইয়া সে যে স্ত্রী-হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে! তাহারই জন্য যে লীলার এ দশা হইয়াছে তাহা লীলা ও লতিকার কথা শুনিয়াই সে বুঝিয়াছিল। এখন সে ভাবিল, "হায়! কি করিলে আমার লীলাকে আবার পূর্ব্বের মত দেখিতে পাইব? কি করিলে লীলার পূর্ব্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে! কিরূপে তাহার জীবন-রক্ষা হইবে?" এই ভাবে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সেইদিন হইতেই সুধীর সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া লীলার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। প্রতিদিন নিশীথে নির্জ্জনে নতজানু হইয়া ভগবানের নিকটে সে লীলার জীবনভিক্ষা মাগিত। সুধীরের সহবাসে, সুধীরের শুশ্রূষায় ও চিকিৎসায়—এবং সর্ব্বোপরি সুধীরের অকপট প্রেমলাভ করিয়া লীলা শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিল।

(২২)

এতদিনে লীলার তপস্যা সফল হইয়াছে। এতদিনে তাহার সাধনা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। আজ লীলার মত জগতে সুখী কে? লীলার একটী পুত্রসন্তানও হইয়াছে। বৃদ্ধ হরনাথবাবু দিবারাত্র সেই শিশুটীকে বুকে করিয়া থাকেন্; আবার 'মা' লইয়া শিশুর সহিত ঝগড়াও করিয়া থাকেন। শিশু বলে, "আমাল্ মা",—বৃদ্ধ বলেন "আমার মা"। শেষে ঝগড়ার মীমাংসা করিবার জন্য উভয়ে লীলার কাছে আসিলে বৃদ্ধ বলেন, "বল ত মা! তুমি কার মা?" শিশুও তখন তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

হাত-দুইখানির দ্বারা মাতার কণ্ঠ-বেষ্টন করিয়া বলে, "বল ত মা, তুমি কাল্ মা ?"

লীলা উভয়ের সে ঝগড়া দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইত; হাসিয়া বলিত, "দু'জনেরই"। তখন উভয়ের দ্বন্দ্ব মিটিয়া যাইত। লীলার সেবা-যত্নে হরনাথবাবু এবং সুধীর উভয়েই মুগ্ধ! বিস্তর দাসদাসী সত্ত্বেও লীলা স্বামী ও শ্বশুরের সমস্ত কাজগুলি নিজের হাতে করে। লীলার কাজ দেখিয়া উভয়েই বিস্মিত হ'ন্। বড় লোকের মেয়ে যে এমন সুন্দর পরিপাটিরূপে গৃহকার্য্য করিতে পারে, তাহা তাঁদের ধারণাই ছিল না।

লীলার প্রতি এতদিন সুধীরের কি ভুল বিশ্বাসই ছিল! লীলার প্রতি সে কি অন্যায় ব্যবহারই এতদিন করিয়াছে! ইহা ভাবিয়া সুধীর লজ্জায়, ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইত। তাহার সেই পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য সে সর্ব্বদাই লীলার কাছে অনুতাপ করিত। লীলা কিন্তু একটী দিনও এজন্য সুধীরকে কোন কথা বলে নাই। সুধীর নিরুদ্দেশ হইবার পরে সে কিরূপে দিন কাটাইয়াছিল, কি-প্রকারে যামিনীবাবুর সঙ্গে কমলাপুরে গিয়াছিল, এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কি করিয়াছিল, কেবলমাত্র সেই কথাই বলিয়াছিল। তাহা শুনিয়া ও ভাবিয়া সুধীর আরও লজ্জিত হইত। এমন সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া সে কি না পরস্ত্রীতে লোভ করিয়াছিল! ছিঃ! সে কি নির্ব্বোধের কাজটাই করিয়াছে! লীলার এই প্রাণভরা ভালবাসার বিনিময়ে সে কি না, কেবল ঘৃণা উপেক্ষা দান করিয়াছে! বড়লোকের মেয়ে বলিয়া একটা ব্যর্থ ক্রোধ ও অভিমানে, তাহাকে জড়িত করিয়াছে! এই কি তাহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় ?

যাহাহউক লীলার প্রগাঢ় পবিত্র প্রেমে সুধীরের জ্বালাময় হৃদয় ক্রমে শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে বুঝিল, এতদিন সে অমৃত-পরিত্যাগ করিয়া হলাহল-পান করিতে যাইতেছিল।

কার্য্যোপলক্ষে সুধীর যখন যে-দেশে বদলি হইয়া যাইত, সেইখানেই সে পিতা ও স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করিত।

সুধীর একদিন হাসপাতাল-পরিদর্শন করিয়া গৃহে ফিরিতে উদ্যত হইয়াছে, একপদ মাটীতে ও একপদ গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছে, এমন সময় অতিক্রতপদে হাঁপাইতে হাঁপাইতে 'লেডী ডাক্তার' মিসেস্ সেন দূর হইতে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "মিষ্টার রায়! অনুগ্রহ ক'রে একটু অপেক্ষা করুন্, বিশেষ আবশ্যকতা আছে।"

সুধীর দাঁড়াইয়া বলিল, "কি আবশ্যকতা ?"

ততক্ষণে মিসেস্ সেন সুধীরের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন, "কাল আমার ওয়ার্ডে একজন রোগী এসেছে, তার সর্ব্বাঙ্গে পচা ঘা। একটা পা, ঘায়ে পচে গেছে বলে আমার অনুমান হচ্ছে। তার শরীর যে রকম দুর্ব্বল তা'তে তা'র দেহে অস্ত্রপ্রয়োগ কর্‌তে আমার সাহস হচ্ছে না। কিন্তু অস্ত্র না কর্‌লেও ত ঘায়ের পরিমাণ-বৃদ্ধি হবে। আপনি অনুগ্রহ ক'রে একবার দেখবেন্ চলুন্। আপনি না দেখলে আমি তা'র চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা কর্‌তে পাচ্ছি না।"

"চলুন্" বলিয়া সুধীর মিসেস্ সেনের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন্।

ঘায়ে মাছি বসিবার আশঙ্কায় মিসেস্ সেন রোগিণীর গাত্রে একখানি বস্ত্র আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সে তাহা খুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার অবস্থা অতি ভয়ানক! দেখিলে মনে ভীতির সঞ্চার হয়। কখনও তাহার চৈতন্য রহিত হইতেছিল, আবার কখনও বা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে বিকট চিৎকার করিতেছিল; মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার অসংলগ্ন প্রলাপ বকিতেছিল। সুধীর তাহার অবস্থা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন; দেখিয়া বলিলেন, "এর জীবনের আশা খুবই কম! হয় ত অস্ত্র কর্‌বার সময়েই মারা যেতে পারে, কিন্তু তা'বলে ত অম্‌নি ফেলে রাখা যায় না! আমাদের কর্ত্তব্য কাজ আমরা করি, তারপর জীবন-মরণ ভগবানের হাতে। আপনি একজন নার্সকে ডাকুন্।"

'নার্স' আসিয়া আবশ্যক দ্রব্যাদি সমস্ত প্রস্তুত করিয়া দিল। সুধীর অস্ত্রগ্রহণ করিয়া প্রয়োগ করিবার উপক্রম করিলে, মিসেস্ সেন তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। সুধীর অস্ত্র-গ্রহণ করিয়া আর একবার তাহার পা-টা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লইলেন। রোগিণী তখন চৈতন্যলাভ করিয়াছিল। সুধীরের হাতে অস্ত্র দেখিয়া সে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; কাতর কণ্ঠে বলিল, "সুধীরবাবু, সুধীরবাবু! রক্ষা করুন্, আপনার পায়ে পড়ি। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ঢের হয়েছে, আর আমাকে কেটেকুটে যন্ত্রণা দেবেন্ না।"

সুধীর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন! কে এ রমণী! যেন পরিচিতের ন্যায় কথা বলিল! কে এ! এরূপভাবে তাঁহার সহিত কেহ ত কথা কহে না! "ডাক্তার সাহেব" বা "মিষ্টার রায়"-নামেই তিনি অভিহিত হন্। এমন করিয়া সেকেলে নাম ধরিয়া 'সুধীরবাবু' বলিয়া ডাকিতেছে, এ ব্যক্তি কে?

রমণী বলিল, "আপনি আমাকে চিন্তে পারেন্ নি, বোধ হয়। না পার্‌বারই কথা! পাপে আমার চেহারা বিকৃত করে দিয়েছে।"

সুধীর যথার্থই রমণীকে চিনিতে পারে নাই। সে অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, "কে তুমি? কেনই বা তোমার এমন অবস্থা হয়েছে?"

রমণী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "হা ভগবান্! সে অনেক কথা। মনে ক'রে ছিলুম, সে-কথা কা'কেও বল্‌বো না, কিন্তু এখন দেখছি, আমার সে পাপকাহিনী প্রকাশ না কর্‌লে মৃত্যুতেও আমার শান্তি হবে না। তাই আপনাকে বল্‌ব! সব কথা বল্‌ব!"

সুধীর আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

রমণী যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "এখনো আপনি আমায় চিন্‌তে পারেন্ নি? —আমি—বিভা।"

সহসা গৃহমধ্যে যদি বজ্রপতন হইত, তাহা হইলেও সুধীর এত ভীত হইত না। পথিক হঠাৎ সম্মুখে কালসর্প-দর্শনে যেরূপ চমকিত হইয়া পশ্চাৎপদ হয়, সুধীর ভয়ে ও বিস্ময়ে সেইরূপ চমকিত হইয়া দুইহস্ত পশ্চাতে ফিরিলেন। তাঁহার হস্ত হইতে ছুরিকা স্খলিত হইল। সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া তাহার গাত্র হইতে ঘর্ম্মবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল। "ওঃ!

—এই রোগক্লিষ্টা অনাথা রমণী—বভা! বিভার এই দশা! যে বিভার উজ্জ্বল রূপের ছটায় নয়ন-মনঃপ্রাণ মুগ্ধ হইত, যাহার লাবণ্যময়ী দেহকান্তি শারদ-জ্যোৎস্না বলিয়া অনুভূত হইত, তাহারই আজি এই দুর্দ্দশা! সেই সুন্দর সুকোমল দেহ আজি গলিত—ক্ষতপূর্ণ—দুর্গন্ধযুক্ত!" সুধীর ক্ষণ-পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "কেন তোমার এমন দুর্দ্দশা হয়েছে, বিভা! অতুল কোথায়?"

বিভা বলিল, "হায় সুধীরবাবু! এ সংসারে বালবিধবার আপনার জন কোথায়? বাল-বিধবার জুড়াবার স্থান কোথায়? এখন তাই ভাবি কেন সহমরণ প্রথা উঠে গেল! এমন তিল তিল ক'রে দগ্ধে মরার চেয়ে চিতার আগুনে পুড়ে মরা যে সহস্রগুণে ভাল ছিল। লাহোর থেকে এসে দিনকতক সকলের আদর-যত্ন পেয়েছিলাম; বেশ ছিলাম! তার পরেই দিন দিন আমি সকলের গলগ্রহ-সকলের চক্ষু-শূল হ'লাম। আত্মীয়বন্ধুর দিবারাত্র লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আমার অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু কি কর্‌ব? আমি বিধবা, আমি পরাধীন, এ সংসারে আমার মুখ চাইতে কেউ নাই! দাদাও আর আগের মতন ভাল-বাস্‌তেন না। দোষে বিনা দোষে তিনিও অযথা তিরস্কার কর্‌তেন। অপর সকলে যে যা বলে তাতে তত কষ্ট হত না, কিন্তু দাদার কাছে বিনা কারণে গালাগাল খেলে আমার ভারী কষ্ট হ'ত। কিন্তু বিধবার গালাগালি খাওয়া ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। বাঙ্গালীর মেয়ে চিরপরাধীন। বাঙ্গালীর বিধবা পরের গলগ্রহ হয়ে না থাক্‌লে তাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের যে কোন উপায়ই নেই! নির্জ্জনে ব'সে কত কেঁদেছি, মৃত্যুর জন্য ভগবানের কাছে কত প্রার্থনা ক'রেছি, কিন্তু হতভাগিনীর কথায় কেউ কর্ণপাত করেন্ নি! এক এক সময়ে মনে হ'ত আত্মহত্যা ক'রে এ যন্ত্রণার হাত হতে নিষ্কৃতি পাই, কিন্তু আমার অদৃষ্টে যে এই সকল ছিল, তাই আত্মহত্যাও কর্‌তে পার্‌লুম্ না! যখন আমার এই রকম অবস্থা, তখন পাড়ার একটা লম্পটের কুহকে প'ড়ে আমি নিজেই আমার নরকের পথ পরিষ্কার কর্‌লুম্। তার প্রলোভনে, তার কপট প্রেমে মুগ্ধ হয়ে আমি গৃহত্যাগ করে তার সঙ্গে এখানে এলুম্। কিছুদিন পরে তার লালসা পূর্ণ হলে সে আমায় পরিত্যাগ করে চ'লে গেল। তখন আমি চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ-লাম্। কি কর্‌ব, কোথায় যাব,—কে আমায় স্থান দেবে? ভেবে কিছুই স্থির কর্‌তে পারলুম্, না। লোকের বাড়ী দাসীবৃত্তি করতে চাইলুম, কিন্তু আমার চরিত্র ভাল নয় ব'লে তাও কেউ রাখ্‌ল না। তখন, কি বল্‌ব, পেটের দায়ে যে কুকাজ করেছি, যে পাপ-সাগরে ঝাঁপ দিয়েছি,—তার ফলভোগও ঢের করেছি। সে সকল কথা আর আপনার শুনে কাজ নেই। তারপরে এই এক বৎসর ধ'রে এই রোগ ভোগ কচ্ছি। আমার এমন একটী পয়সা নেই যে, এক পয়সার মিছরী কিনে খাই। প্রথম প্রথম বড় কষ্ট হ'ত, বড় খিদে পেতো,—কিন্তু এখন আর তা হয় না। আর আমার খিদে তেষ্টা নেই, সব গেছে—এখন প্রাণটা গেলেই বাঁচি!"

বিভার কথা শুনিতে শুনিতে সুধীরের নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। হায়! অভাগিনী বঙ্গরমণী! এক-

পদভ্রষ্ট হইলে আর তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। তাহাদিগকে ধরিয়া উন্নত করিবার সমাজে কেহ থাকে না! সমাজ ঘৃণায় তাহাকে পদদলিত করে, তাহাকে ধ্বংসের মুখে প্রেরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না! দশজনে তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহে না, আত্মীয় বন্ধুর নিকট আর তাহার স্থান হয় না! কিন্তু যে-সকল নরপিশাচ অবলীলাক্রমে অবলা রমণীর এই দুর্দ্দশার কারণ হয় তাহারা অনায়াসে, সদর্পে, সসম্মানে সমাজের শীর্ষ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে! অহো আমাদের স্বার্থপর সমাজ! সুধীর মনে মনে ভাবিল, "অতুল এখন কোথায়? বালবিধবা ভগিনীর দুর্দ্দশা একবার স্বচক্ষে দেখিল না! সে যে বড় গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিল—বিধবা ভগিনীর বিবাহ দিয়া সমাজে পতিত হইতে পারিব না। ভগিনীকে আদর্শ ব্রহ্মচারিণী করিবে। তাহার সে গর্ব্ব এখন কোথায়? আপনারা বিলাস-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া সংসারানভিজ্ঞা অবলা বালবিধবাকে নিষ্কাম ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া!!"

বিভা আবার বলিতে লাগিল, "আমার অবস্থা দেখে ঘৃণায় কেউ আমার কাছে আসে না, তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেলে একটু জলও কেউ দেয় না কতকগুলি লোক দয়া ক'রে কাল আমাকে এখানে রেঁখে গেছে। কিন্তু আর আমার শেষ হয়ে এসেছে, আর আপনাদের কষ্ট দোব না। আমার পাপের ফল এখানে অনেক ভোগ করলুম্। জানি না, যেখানে যাচ্ছি, সেখানে এর চেয়েও আরো কত ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা পেতে হবে!" বলিতে বলিতে বিভার প্রাণবায়ু তাহার পাপপঙ্কিল দেহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল। তাহার প্রাণশূন্য পূতিগন্ধময় গলিত দেহ শয্যার উপর পড়িয়া রহিল!

বিভার শোচনীয় মৃত্যু দর্শনে সুধীর অত্যন্ত কাতর হইল। সুধীর সেই গৃহে নতজানু হইয়া করযোড়ে উর্দ্ধমুখে বলিতে লাগিলেন, "হে ভগবন্! হে প্রভো! শুনেছি, তুমি অনন্ত করুণাময়! অবলাকে ক্ষমা কোরো! তা'র পাপরাশি ধৌত করে তোমার অমৃতময় চরণে তাকে স্থান দিও। তোমার শান্তিধামে গিয়ে তা'র পাপতাপপূর্ণ আত্মা যেন শান্তি ও নির্ম্মলতা লাভ করে!"

বিভার মৃতদেহের পার্শ্বে তিনি বহুক্ষণ এইরূপে বসিয়াছিলেন্। মিসেস্ সেন তাহাকে না ডাকিলে, বলা যায় না, আরও কতক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইত। (সমাপ্ত)

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

প্রার্থনা।

আজ্‌কে যারা দিচ্ছে ব্যথা
অকারণে,
তাদের তুমি বিচার কর
এ ভুবনে!
জতুগৃহ দীনের তরে
রচ্‌ল যারা অকাতরে,—
ফুলের বন জ্বালিয়ে দিল
দাবানলে,—
তাদের তুমি বিচার কর
আঁখিজলে!

ন্যায়ের রাজা দয়াল তুমি
দীননাথ,
সইবে আজ্ সতীর বুকে
বজ্রাঘাত?
আজ্‌কে যারা বিষ শ্বাসে
কর্‌ল মরু সুতের বাসে,—
দল্‌ছে যারা নিরুপায়ে
দর্প ভরে,—
তাদের তুমি বিচার কর
তব করে!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

৫ম কল্প বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 660. August, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৬০ সংখ্যা।	শ্রাবণ, ১৩২৫। আগষ্ট, ১৯১৮।	১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

বরষা।

বরষা নেমেছে প্রাণে,
আজিকে পরাণ গাহে কোন্ গান
পরাণ শুধু তা জানে!
গুরু গুরু মেঘ করে গরজন,
গগনে ফিরায় আঁখি পুরজন,
কাননে বন্ধ কোকিল-কূজন
মধু-বন্ধুর ধ্যানে!
ঝিম্ ঝিম্ তালে, ঝর ঝর সুর
শীতল হৃদয় তৃষিত মরুর,
মাধবী অঙ্গে পরশ-প্রচুর,
লাজানত সাবধানে!

আজিকে পরাণ গাহে কোন্ গান
পরাণ শুধু তা জানে!
নিবিড়-নীলার কুন্তল-দল
পরাণে জাগায় নীল-উৎপল,
কোমল ছায়ায় ধরণীর তলে
অরূপ শান্তি আনে!
ফুটিছে স্বতঃই মল্লার তান
গুরু গম্ভীর মন্দ্র-গান,
বরষের আজি অমৃত-সিনান
অভিষেক-সম্মানে!
বাজিছে মৃদঙ্গ সাথে তানপুর,
ধরেছে সে সুর প্রাণে!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২৬)

পরদিন সকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নমিতা হাঁসপাতালে গেল। 'ফিমেল ওয়ার্ডে'র বাহিরে চার্ম্মিয়ানের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইল। চার্ম্মিয়ান্ স্বভাবসিদ্ধ হাস্যপ্রফুল্ল মুখে 'সুপ্রভাত' অভিনন্দন করিয়া বলিল, "তুমি ক'দিন হাঁসপাতালে আস নি, হাঁসপাতাল্‌টা আমার ভালই লাগ্‌ত না!"

সকৌতুকে নমিতা বলিল, "বটে! আমার অদৃষ্ট ভাল--!"

দত্তজায়া ব্যস্তসমস্ত ভাবে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিলেন ;—হাসিতে হাসিতে পরিষ্কার বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "কি গো নমিতা মিত্র যে! তুমি আবার হাঁস্‌পাতালে এলে কি রকম?"

নমিতা একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন? আজ যে আমার 'জয়েন্' কর্‌বার দিন!—কি হয়েছে?—"

দত্তজায়া বলিলেন, "আমি ভেবেছি, তুমি আর আস্‌বেই না!"

নমিতা আরও বিস্মিত হইল ; বলিল, "এ রকম ভেবে নেওয়ার কারণ?"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া ব্যঙ্গ হাসি হাসিয়া দত্তজায়া বলিলেন, "কারণ ডাক্তারসাহেবের কাছে শোন গে ; তিনি ডাক্‌ছেন্ তোমায়।—বলি, সুরসুন্দর তেওয়ারী যে 'মেডিসিন ষ্টকে'র 'চার্জ্জ' বুঝিয়ে দিয়ে পিট্‌টান্ দিলে!—কি রকম চার্জ্জ বুঝিয়ে দিয়েছে জান?"

হতভম্ব হইয়া নমিতা বলিল, "আমি কি করে জান্‌বো? আজ সাতদিন ত আমি—।"

পৈশাচিক উল্লাসে ক্রূর-হাসি হাসিয়া দত্তজায়া বলিলেন, "প্রায় হাজার টাকার ওষুধ, আর অস্ত্র চুরি করে নিয়ে গেছে! সে এখন বড়লোক!- ভাল, তোমার সঙ্গে এত বন্ধুত্ব, আর তোমায় বলে গেল না যে বড়!—"

নমিতা রুষ্ট হইয়া বলিল, "মিসেস্ দত্ত, আপনার এ কি রূঢ় পরিহাস!"

সঙ্গে সঙ্গে চার্ম্মিয়ানও তীব্রস্বরে বলিল, "যথার্থই, এ রকম কদর্য্য ব্যঙ্গ আমি মোটেই পছন্দ করি না।"

একটা বাদানুবাদ বাধিবার উপক্রম হইতেছে, এমন সময় দ্বারবান্ আসিয়া সেলাম করিয়া নমিতাকে বলিল, "ডাংদার সাব্ আপ্‌কো জরুর বোলাবেন্ হো ; উপরমে চলিয়ে।—"

নমিতা চমকিল। সত্যই ডাক্তার-সাহেব তাহাকে ডাকিয়াছেন্! কেন?...চার্ম্মিয়ানের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "স্মিথ্ কোথা?"

চার্ম্মিয়ান্ বলিল, "তিনি মফঃস্বল গেছেন, আজ এ বেলা আস্‌বেন্ না ; ও-বেলা আস্‌বেন্। বাস্তবিক, ডাক্তার-সাহেব তোমায় ডাক্‌লেন্ কেন? চল ত, ব্যাপার কি দেখে আসি।"

দ্বারবান্ সেলাম করিয়া বলিল, "জী, কোইকো যানে মানা। আপ্‌লোক ওয়াড্ পর

বাইয়ে ; আপনে কাম দেখিয়ে, সাহেব বোল্ দিয়া।"

শঙ্কিত দৃষ্টিতে নমিতা চার্ম্মিয়ানের মুখপানে চাহিলে চার্ম্মিয়ান্ বিস্ময়- ও বিরক্তি-পূর্ণ ভ্রুকুটি করিয়া বলিল, "বেশ ত, তুমি যাও না। শুনে এস ত় কি বলেন।"

চলিয়া যাইতে যাইতে মিসেস্ দত্ত বলিলেন, "হাঁ হাঁ, খবরটা আমাদের দিয়ে যেও গো মিস্ মিত্র!" এই বলিয়া প্রচ্ছন্নশ্লেষে হাসি হাসিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন্। চার্ম্মিয়ান্ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

নমিতা দ্বারবানের সহিত বরাবর ত্রিতলে সাহেবের 'অফিস'-ঘরে আসিল। ডাক্তার-সাহেব সেই তিনি,—মিঃ জ্যাকসন্। টেবিলের কাছে বসিয়া তিনি তামাকের পাইপ টানিতেছেন্। পার্শ্বে তাঁহার ক্লার্ক কতকগুলি কাগজ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে ; অদূরে দুইখানি চেয়ারে দুই ডাক্তার—সত্যবাবু ও প্রমথবাবু—চুপ করিয়া বসিয়া আছেন্।

নমিতা আসিয়া অভিবাদন করিল। ডাক্তার-সাহেব চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন, তারপর গম্ভীরমুখে বলিলেন, "তুমিই তৃতীয় নার্শ—নমিতা মিত্র ?"

নমিতা বলিল, "হাঁ স্যর !"

ডাক্তার মিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তিনি নমিতাকে বলিলেন, "কাল তুমি সন্ধ্যাবেলা এঁর বাড়ী গেছলে ? আমি তোমাকেই এঁর বাড়ী থেকে বেরুতে দেখেছি, কেমন ?"

নমিতা পুনশ্চ বলিল, "হাঁ স্যর !"

ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "উত্তম ! দাঁড়িয়ে কেন ? ঐ টুলে বস।" দ্বারবানের দিকে ইঙ্গিত করিয়া তিনি বলিলেন, "উ লোককো বোলাও।"

দ্বারবান্ সরিয়া গেল ; ক্ষণপরে দুইজন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুস্থানী পুরুষকে সঙ্গে লইয়া ঘরে ঢুকিল। ডাক্তার-সাহেব নমিতাকে বলিলেন, "দ্যাখ ত, এ লোক-দু'জনকে চেন ?—"

নমিতা চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "না।"

ডাক্তার-সাহেব কেরাণীকে ইঙ্গিত করিলে সে পার্শ্বে টুলে বসিয়া লিখিতে লাগিল। নমিতার আশঙ্কা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।—এসব জবানবন্দী গৃহীত হইতেছে কিসের ?

ডাক্তার-সাহেব আবার বলিলেন, "আচ্ছা, বল, এদের সঙ্গে তোমার কোনরূপ শত্রুতা আছে ?"

ন। না মহাশয়।

ডা। ঠিক্ বল।

ন। না মহাশয়, আমি এদের আদৌ চিনি না ; শত্রুতা অসম্ভব।

"উত্তম"—এই বলিয়া ডাক্তার-সাহেব সেই লোক-দুইজনের পানে চাহিয়া হিন্দীতে যথাক্রমে তাহাদের নাম, ধাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "তোমরা এই স্ত্রীলোককে চেন ?"

উভয়েই একবাক্যে স্বীকার করিল যে, তাহারা চিনে। বিস্তর প্রশ্নোত্তরের পর উভয়ে সাক্ষ্যদান করিল যে, নমিতার বাড়ীর নিকট যে 'হোটেলে' তাহারা পাচক ও ভৃত্যের কাজ করে, সেই হোটেলে হাঁসপাতালের হেড্ কম্পাউণ্ডার সুরসুন্দর তেওয়ারী

আহারাদি করিত ও থাকিত। ভৃত্য বলিল, সেই হোটেলের কাজ সারিয়া রাত্রি বারটার পর বাড়ী ফিরিবার সময় দুইদিন সে দেখিয়াছে যে, সুরসুন্দর তেওয়ারী গভীর রাত্রিতে চোরের মত চুপি চুপি নমিতার বাড়ীতে ঢুকিতেছে। পাচক বলিল, সে হোটেলে উনান ধরাইবার জন্য খুব ভোরে বাড়ী হইতে আসে। সেও একদিন দুইদিন নহে, চার পাঁচ দিন দেখিয়াছে, সুরসুন্দর শেষ-রাত্রে চুপি চুপি নিঃশব্দে নমিতার বাড়ী হইতে বাহির হইতেছে, ইত্যাদি।

ডাক্তার-সাহেব তাহাদের বিদায় দিয়া, নমিতার পানে চাহিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কেমন? ইহাদের কথা সত্য?"

নমিতা দেখিল মাথার উপর প্রলয়ের বজ্র গর্জ্জাইয়া আসিয়াছে। আজ এখানে দমিলেই সর্ব্বনাশ! স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ-নমনীয় কোমলতা লইয়া ভীরুতা দেখাইবার স্থান ইহা নহে!—মাথা ঠিক্ করিয়া দৃঢ়-নির্ভীক স্বরে সে বলিল, "শুনুন্ স্যর, আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বল্‌ছি, সুরসুন্দর তেওয়ারী কোনও অসদভিপ্রায়ে আমার বাড়ীতে যাওয়া-আসা করে নি।"

ডাক্তার-সাহেব দাঁতে পাইপ চাপিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "ভাল, সদভিপ্রায়টা কি শুনি!—"

নমিতা বলিতে লাগিল, "আমার বাড়ীতে একটি ভৃত্যের অত্যন্ত অসুখ হয়েছিল। আমার মা রুগ্ন, দুর্ব্বল; ভাই-বোন্‌রা সবাই ছেলেমানুষ। সে চাকরটির সেবাশুশ্রূষা—"

ডাক্তার মিত্র হঠাৎ চেয়ার সরাইয়া, ডাক্তার-সাহেবের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে কি বলিলে, সাহেব হাসিয়া মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন এবং নমিতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অত সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিবার অবসর আমার নাই। সংক্ষেপে শীঘ্র বল। ভাল, আমিই তোমায় সাহায্য কর্‌ছি। তোমার বাড়ীতে ভৃত্যের অসুখ করেছিল, সেবা-শুশ্রূষার সাহায্যের জন্য সুরসুন্দর তেওয়ারীর প্রত্যেক দিন রাত্রিতে সেখানে যাওয়া অত্যাবশ্যক হয়েছিল। কেমন? তুমি এই ত বল্‌তে চাও?" —এই বলিয়া ডাক্তার-সাহেব হাসিলেন্। ডাক্তার মিত্রও মুখ বাঁকাইয়া গর্ব্বভরে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন্। সত্যবাবু গম্ভীর-করুণ-নয়নে নমিতার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন্।

অপমানে ক্ষোভে নমিতার আকর্ণ লাল হইয়া উঠিল। কষ্টে আত্মদমন করিয়া সে বলিল, "সব কথা শুনুন, স্যর! আপনি 'নার্শ'দের 'ডিউটি'র দৈনিক হিসাব আনিয়ে দেখুন্, কোন্ দিন রাত্রিতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত আমাকে এই হাঁস্‌পাতালে কাজ কর্‌তে হয়েছে; আর কোন্ দিন কোন্ সময় সুরসুন্দর তেওয়ারী আমার বাড়ীতে গিয়েছিল; তা সাক্ষীদের ডেকে জেনে নিন্; তা হ'লে বুঝ্‌তে পারবেন্ আমার অনুপস্থিতির সময়েই সে আমার বাড়ীতে ছিল।"

চুরুটের পাইপে লম্বা টান দিয়া ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "তুমি অল্পবয়স্কা হ'লেও খুব বুদ্ধিমতী, তা'র কোন সন্দেহ নাই। তুমি সকলদিক্ বাঁচিয়ে চল্‌তে চেষ্টা করেছ, বুঝেছি। কিন্তু তুমি জান না, বোধ হয়, আমি তোমার মত বহুৎ নার্শ দেখেছি;

আর তোমার অনুগ্রহ-পাত্র সেই সুরসুন্দর তেওয়ারীর মতও বহুৎ কম্পাউণ্ডার দেখেছি। এদের দুরুস্ত কর্‌বার ঔষধ আমার কাছে বিলক্ষণ আছে!—ক্লার্ক, অর্ডার লেখ ... ."

টেবিলের উপর হইতে একতাড়া কাগজ তুলিয়া, নমিতার সম্মুখে তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "তোমাদের এই কুৎসিত কলঙ্ক-ব্যাপারের চাক্ষুষ সাক্ষীর মন্তব্য দেখ,—একটা দুইটা নয়, উপর্য্যুপরি তিন তিনটা বেনামী দরখাস্ত পেয়েছি। সে লোক এবার প্রকাশ্য সংবাদপত্রে এইসব ব্যাপারের আলোচনা কর্‌বে ব'লে প্রতিশ্রুত হয়েছে। কাজেই, আমার নিশ্চিন্ত থাকা অসম্ভব। নার্শ, শুধু এই একটা হ'লে কথা ছিল। তোমার বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ আছে। তুমি মিছামিছি হাতে ক্ষত হওযাব ছলনায় সাতদিন ছুটি নিলে, অথচ বাইরে তোমার 'ডাক্' জুটিয়ে দেবার লোকের অভাব হোল না, এবং সেখানে গিয়ে কাজ কর্‌তেও তোমার অসুবিধা হোল না, কেমন? যাক্, এও ক্ষমা কর্‌তে পারি, কিন্তু তোমার ভীষণ দুঃসাহস আমি কোন মতেই ক্ষমার্হ মনে করি না! এই ভদ্রলোক প্রমথবাবু, ইনি শিক্ষায়, সম্মানে—সর্ব্বতোভাবে তোমার ঊর্দ্ধ-স্থানীয়; বয়সেও তোমার মত যুবতীর পিতৃস্থানীয় নন্, এটা, বোধ হয়, তুমি স্বীকার কর।—তুমি কি উদ্দেশ্যে বিনা প্রয়োজনে যখন্ তখন্ এঁর বাড়ীতে যাতায়াত কর? তা'র সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ আমায় দিতে পার?—

ঘৃণায় উত্তেজনায় নমিতা অধীরভাবে টুল ছাড়িয়া উঠিয়া দাড়াইল। ভয়, সম্ভ্রম, সব সে ভুলিয়া গেল। ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। তীব্রস্বরে সে বলিল, "স্যর, জীবনে দু'দিনের বেশী ওঁর বাড়ীর চৌকাঠ পার হই নাই। তাও ওঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক-সুবাদে যাই নি। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার কিছু আলাপ আছে। তিনিই প্রথমে পত্র লিখে আমায় সাক্ষাতের জন্য নিমন্ত্রণ করেন্। যদি বলেন, সে-পত্রও আমি এখনই—"

হাত তুলিয়া বাধা দিয়া ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "থাক্, তোমার গল্প-রচনার ক্ষমতা যখন এমন চমৎকার, তখন ইচ্ছামাত্রে একটা জালপত্র আবিষ্কার করা তোমার পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়,—তা আমি জানি।"

ঘৃণায় নমিতার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল। কষ্টজড়িত স্বরে সে বলিল, "স্যর, আপনি আমায় মিথ্যাবাদী মনে করেন্, ভাল; আমার সঙ্গে বিশ্বস্ত লোক দৈন্,—অথবা ডাক্তার-বাবুকেই পাঠান্, উনি ওঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে আসুন্।"

হা হা শব্দে হাসিয়া ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "তোমার অদ্ভুত সাহস! তুমি আমাকেও বুদ্ধিকৌশলে পরাস্ত কর্‌তে চাও? কিন্তু তত আহাম্মখ আমায় মনে কোরো না।—আচ্ছা, ডাক্তারের পীড়িতা স্ত্রী অপেক্ষা সুস্থ-স্বচ্ছন্দ ডাক্তারই, বোধ হয়, সত্য সাক্ষ্য বেশী দিতে পারেন্,—কি বল? এটা আশা করা অন্যায় নয়?"

নমিতা দৃঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ নিশ্চয়।—উনি উচ্চ-শিক্ষিত, সম্মানার্হ ভদ্রসন্তান। উনি কখনই মিথ্যা বল্‌বেন না—আমি আশা করি।"

উৎসাহিত ভাবে চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া ডাক্তার-সাহেব নমিতাকে বলিলেন, "ভাল ভাল, তুমি এঁর শিক্ষা ও ভদ্রতা সম্মানের বিষয়-মনে কর ত ? এঁর সাক্ষ্য সত্য ব'লে স্বীকার করতে তোমার আপত্তি নাই ?"

ডাক্তার-সাহেবের এই উৎসাহের মূলে কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে কি না, নমিতা ভাবিয়া দেখিবার সময় পাইল না; অসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিল, "হাঁ, ওঁর সাক্ষ্য কখনই মিথ্যা হবে না।"

ডা-সা। ব্যস্, ডাক্তার মিত্র, বল। কি উদ্দেশ্যে এই নার্শ তোমার বাড়ী যাতায়াত করে, সুস্পষ্ট ভাষায় ওর মুখের ওপর প্রকাশ কর।

ডাক্তার-সাহেব চেয়ার ঘুরাইয়া লইয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, একখানা লেখা কাগজ দেখিতে লাগিলেন্।

ডাক্তার মিত্র পরম বিনয়ের ভঙ্গীতে একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া, ইতস্ততঃ করিয়া নম্রভাবে বলিলেন, "স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ অল্পবয়স্কা। যুবতীর চপলতা-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা, আমাদের পক্ষে উচিত নয়।—"

ডাক্তার-সাহেব কাগজের উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া ডাক্তার মিত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি মনে রেখো ডাক্তার, ই, বি, জ্যাকসন্ কারুর ত্রুটির প্রশ্রয় দিয়ে চল্‌বার পাত্র নয়। নিজের সহোদরকেও আমি ক্ষমা করি নি। স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে সেও একদা এমনই একটা কলঙ্কজনক মূঢ়তা প্রকাশ করেছিল বলে, আমি তাকে জেলে দিতেও কুণ্ঠিত হই নি।—অধস্তন কর্ম্মচারীরা ত কোন্ ছার !—সুন্দরী স্ত্রীলোকদের আমি এতটুকুও বিশ্বাস করি না। ঠিক্ জানি, তাদের দ্বারা সকল রকম অঘটন ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও সকল ঘটনার সত্য-মিথ্যা আমি, কেবল মাত্র ঐ নার্শের সুন্দর মুখ দেখে বুঝেছি। অন্য সাক্ষ্য নিষ্প্রয়োজন। তবে আইনের মান রেখে চল্‌ব। ন্যায়ানুমোদিত প্রমাণ চাই। বল, ডাক্তার, তুমি কি জান।"

ক্ষিপ্ত-উৎকণ্ঠায় নমিতার আপাদমস্তকে বিদ্যুৎ-ঝলক্ বহিয়া যাইতেছিল। রুদ্ধস্বরে সে বলিল, "বলুন্, ডাক্তারবাবু, ঈশ্বরের নামে শপথ করে সত্য বলুন্।"

ডাক্তার মিত্র কুণ্ঠিতভাবে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ডাক্তার সাহেব রূঢ়স্বরে বলিলেন, "বল, আমার কাছে ত স্বীকার করেছ ডাক্তার ! এই নির্লজ্জা দুশ্চরিত্রা নারী কি উদ্দেশ্যে তোমার কাছে সর্ব্বদা যাতায়াত করে, সত্য বল।"

ডাক্তার মিত্র চকিত কটাক্ষে একবার নমিতার পানে চাহিলেন; তারপর ডাক্তার সাহেবের দিকে চাহিয়া দ্রুতস্বরে বলিলেন, "আমায় করায়ত্ত করবার জন্য,—আমার চরিত্রধ্বংস করবার জন্য !—"

নমিতা দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া পড়িল। তাহার দৃষ্টি স্তম্ভিত-স্থির, মুখ পাংশুবর্ণ, রসনা অসাড় নিশ্চল !—একটা যন্ত্রণার শব্দ উচ্চারণ করিয়া লঘু হইবার ক্ষমতাও তাহার লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।—নমিতার মনে হইল, মৃত্যুর নিস্তব্ধ ভীষণতার দৃঢ় আবেষ্টনে সে যেন সজ্ঞানে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল ! আর তাহার কোন চেষ্টা করিবার বা চিন্তা করিবার শক্তি নাই !

ডাক্তার-সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নমিতার পানে একবার চাহিলেন, তারপর কোন কথা

না বলিয়া, খচ্ খচ্ শব্দে হুকুম নামায় সহি করিয়া ফেলিয়া দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন; টুপী লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ডাক্তার মিত্র ও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তার সাহেবের ক্লার্ক শরৎবাবু উদাসীন নিশ্চিন্ত ভাবে টেবিলের কাগজপত্র গুছাইতে লাগিলেন; দু একবার আড়-চোখে চাহিয়া নিশ্চল নিস্পন্দ নমিতার অবস্থাটা দেখিয়া লইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না।

সত্যবাবু গালে হাত দিয়া হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন; তারপর মুখ তুলিয়া ক্ষোভ মিশ্রিত তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "শরৎ, ছিঃ, মেয়েটার না-হ'ক্ লাঞ্ছনা করালে; তোমার হাতে এই সব কাগজ পত্র এসেছে,—আমায় কি কিছুই বল্‌তে নাই?—যদি পনের মিনিট্ আগে বল্‌তে, আমি তখনই গিয়ে ওকে সাবধান করে দিতুম।—ডাক্তার-সাহেব সস্‌পেণ্ড কর্‌বার আগেই ও রিজাইন দিয়ে সরে দাঁড়াতে পার্‌ত যে! ছিঃ!—"

নিতান্ত ভালমানুষীর সহিত শরৎ বাবু পরম গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কি কর্‌ব ম'শায়, একেবারে সাহেবের হাতে এসে ওসব দরখাস্ত পড়েছে। আমার ওতে কোনই হাত ছিল না;—না হলে কি আমি চেষ্টা করি না?"

সত্যবাবু বলিলেন, "ও সাক্ষী দু'টি যোগাড় কর্‌লে কে?—"

শরৎবাবু মেঝের উপর হইতে সেই দরখাস্তখানি তুলিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিলেন, "দরখাস্তেই ওদের নাম লেখা ছিল। তারপর সাহেব কখন লোক পাঠিয়ে ওদের এনে হাজির করিয়েছেন, আমি কিছুই জানি না।"

ডাক্তার সত্যবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "যোগাড়ের জোরে দিনকে রাত করা যায়, দেখছি! হুঁ,—কলিকাল! দেবতারাও মরে রয়েছে রে!—"

নমিতার কাছে আসিয়া ডাক্তারবাবু তাহার দুইহাত ধরিয়া বলিলেন, "ওঠো মা, ওঠো! কি কর্‌বে বল, কপালের ভোগ!—মানুষের অত্যাচারের ওপর ভগবানের বিচার-ক্ষমতা আছে। প্রবল গায়ের জোরে দুর্ব্বলকে যতই নির্য্যাতন করুক্, কিন্তু চরম শাসন সেই ওপরওলার হাতে! যদি তাঁর চোখে নির্দ্দোষ থাক—"

নমিতা এতক্ষণে প্রাণের মধ্যে একটা আশ্বাসের সাড়া পাইয়া সচেতন হইল। নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইয়া যুক্ত করে নত হইয়া সত্যবাবুকে নমস্কার করিল।

নমিতার মুখের অস্বাভাবিক বিবর্ণ চেহারা দেখিয়া সত্যবাবু চোখের জল সামলাইতে পারিলেন না। তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চশমা খুলিয়া, রুমালে চোখ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। নমিতা ক্লার্ক শরৎবাবুকে তেমনি নিঃশব্দে নমস্কার করিয়া ডাক্তার সাহেবের লেখা হুকুম-নামাটি তুলিয়া লইয়া ধীর-পদে প্রস্থান করিল।

(২৭)

অসহ্য শূন্যতায় চারিদিক্ ভরিয়া গিয়াছে!—আজ আর কোথাও কিছু নাই! দুঃখ, ক্ষোভ, বেদনা দূরের কথা; সামান্য ঘৃণা অনুভবের শক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে! এতদিন ধরিয়া কত শোক, দুঃখ, অপমান ব্যথার আঘাত সে অবিচল ধৈর্য্যে বহন করিয়া, অটুট তেজস্বী প্রাণ লইয়া, স্বচ্ছন্দে হাসি-

মুখে পৃথিবীতে নিজের কর্ত্তব্যপালন করিয়া আসিতেছে;—দুঃসহ শ্রমক্লান্তির অবসাদে, সহস্র দুঃখতাপের গুরুভারে অভিভূত হইয়াও একদিন তাহার ধৈর্য্যভঙ্গ হয় নাই;—চিরদিন আত্মচেতনাকে উর্দ্ধে, আনন্দলোকে একান্তভাবে লীন করিয়া দিয়া, নিভৃতে শান্তি পাইয়াছে; প্রাণের অবসন্ন-মলিনতা ঝাড়িয়া আবার প্রফুল্ল-সঞ্জীবতা ফিরিয়া পাইয়াছে; সুস্থ সবল হাস্যময় হৃদয় লইয়া, অক্লান্ত পরিশ্রমে শত কাজে খাটিয়াছে; কোনও দিন এতটুকু শ্রান্তি-বিরক্তির অনুভব করে নাই!......কিন্তু আজ! আজ এ কি হইল ভগবন্! হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতিকে একেবারে ভীষণ আতঙ্কে শুম্ভিত করিয়া দিলে? এ যে কল্পনাতীত অসহনীয় ব্যাপার!

হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া নমিতা বাড়ীর দিকে চলিল; হাঁসপাতালে কাহারও সহিত দেখা করিল না; চার্ম্মিয়ানের সহিতও না! চরিত্র-কলঙ্কের জঘন্য-অপবাদলাঞ্ছিত, এই বিষাক্ত-বেদনাময়ী মূর্ত্তি লইয়া, আজ কাহারও সম্মুখে, কোন মানুষের সম্মুখে মুখ খুলিয়া দাঁড়াইবার অধিকার তাহার নাই! নমিতা সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া, হাসপাতালের সীমা ছাড়াইল। ডাক্তার-সাহেব চারি দিক্ দেখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। সে সময় সকলেই ব্যস্ত-শঙ্কিত; নমিতার দিকে চাহিবার সুযোগ কেহই পাইল না।

বাড়ীর কাছে আসিয়া নমিতা দাঁড়াইল। ভিতর হইতে সুশীলের উচ্চচীৎকার আসিয়া কাণে পৌঁছিল। সে তাহার প্রিয়তম ছাগস-ছানাগুলিকে পরম আনন্দে ঘোড়দৌড়ের কৌশল শিখাইতেছে। বাড়ী ঢুকিতে আর নমিতার পা উঠিল না। মুহূর্ত্তে সুশীলের মুখ তাহার মনে পড়িল, বিমলের মুখ মনে পড়িল, সমিতার মুখ মনে পড়িল; তারপর সব শেষে মা'র মুখ মনে পড়িল!

চোখের সাম্‌নে সমস্ত জগৎটা যেন আকুল বেদনা-স্পন্দনে সুস্পষ্টরূপে থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! নমিতা মূঢ়-বিহ্বল-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকের মধ্যে ক্ষিপ্ত-যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ গর্জ্জিয়া উঠিল,—ভুলাইয়া দাও ভগবন্,—সব মমতাভিমান ভুলাইয়া দাও! পৃথিবীর বিষাক্ত-শল্যবিদ্ধ এই দৃষ্টিশক্তি আজ নিরুপায়ভাবে তোমরই দিকে ফিরাইবার শক্তি দাও! পৃথিবী গায়ের জোরে, পার্থিবের যা কিছু 'ভাল', আজ সব কাড়িয়া লইয়াছে, কিন্তু প্রাণের ভক্তিটা কাড়িয়া লইতে পারে নাই। তোমার উপর এই যে একনিষ্ঠ অবিচল বিশ্বাস, ভগবন্, আজ ইহাই দীনাত্মার একমাত্র সম্বল! ইহা বিধ্বস্ত হইতে দিও না!

যাক্, সব অভিমান দূর হউক্। এই লাঞ্ছনা-তাড়িত হীন জীবন লইয়া আবার শক্ত হইয়া দাঁড়াইতে হইবে, আবার সন্ধান করিয়া আশ্রয় খুঁজিয়া, অন্নদাসত্বের চরণে আত্মবিক্রয় করিতে হইবে। আবার সাধারণ মানুষের মত খাইয়া, ঘুমাইয়া, নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাইতে হইবে।—উঃ ভগবন্, বড় অসহ্য কল্পনা-স্মৃতি!—এ সম্ভাবনা কি আর সহিতে পারা যায়! মস্তিষ্ক যে আজ ভীষণ আঘাতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে!...... শিক্ষার উপর তাহার অগাধ নিষ্ঠা, অটল শ্রদ্ধা, অপর্য্যাপ্ত সম্ভ্রম বোধ ছিল। সে শিক্ষার

সার্থতা আজ কি দেখিল ? কি ভয়াবহ বিশ্বাস-ঘাতকতা! কঠোর ধিক্কারে বুক পিষিয়া যাইতেছে ;—বুঝি, আত্মনিষ্ঠার নির্ভরভিত্তিও আজ কৃতঘ্নতার আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়ে! আজ সব সাহস ফুরাইল!—হে সংসার, তোমার অসীম অত্যাচার-শক্তিকে প্রণাম! আজ বলিবার কিছু নাই!

খানিকটা হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া নমিতা স্মিথের কুঠির দিকে চলিল। ফটকের কাছে খানসামার সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইলে, সে সেলাম করিয়া জানাইল, স্মিথ্ নমিতার জন্য একখানা পত্র ও খবরের কাগজ খানসামার জিম্মায় রাখিয়া গিয়াছেন। নমিতা ফটকের পার্শ্বে খোলা জমীটার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "নিয়ে এস এখানে।"

খানসামা চলিয়া গেল ও একটু পরে স্মিথের লেখা একখানি পত্র ও খবরের কাগজখানা আনিয়া দিল। উৎফুল্লমুখে, সম্ভ্রমের সহিত সে বলিল, "পত্র পড়িয়া দেখুন,—একটা মঙ্গল-সংবাদ আছে।"

নমিতা উদাসভাবে হাসিল। না না, আজ পৃথিবীর কাছে কোন মঙ্গল-সংবাদ শুনিবার আশা নাই। সে চেষ্টা আজ ভয়ানক পাপ। থাক্ পত্র! উহা পড়িবার প্রয়োজন কি ?

খানসামা নিজের কাজে চলিয়া গেল। নমিতা হাটুর ভিতর মাথা গুঁজিয়া, রৌদ্রে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বেলা দশটা বাজিল, এগারটা বাজিল, বারোটা—একটা বাজিল। বাবুর্চি ও খানসামারা কাজকর্ম্ম সারিয়া কুঠি হইতে বাহির হইল। তাহাদের বাহির হইতে দেখিয়া নমিতার সংজ্ঞা ফিরিল। সে নিঃশব্দে উঠিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। কাগজ ও চিঠিখানা হাতে ছিল, হাতেই রহিল।

নমিতার মাথার মধ্যে অসহনীয় যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল, কেমন যেন শীত করিতে লাগিল, পথে চলিতে চলিতে ভিতরে কেমন একটা কম্পের ঝোঁক্ আসিতে লাগিল। বাড়ী পৌছিয়া কোনও ক্রমে শয়নকক্ষের দিকে সে চলিল। পড়িবার ঘরে বিমলকে সে দেখিতে পাইল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার সুন্দর মুখ লাল হইয়া গিয়াছে, চক্ষুর পাতা ফুলিয়া উঠিয়াছে। সে তখনও বসিয়া মুখে কোঁচারকাপড় চাপা দিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। নমিতা হতভম্বের মত খানিক-ক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল ; তারপর ধীরে অগ্রসর হইয়া নিঃশব্দে নিজের শয়ন-কক্ষে আসিল। সমিতা সেখানে ছিল। নমিতা তাহাকে বলিল, "ওরে, বড় শীত কচ্ছে, সেলুন! বিছানাটা ঝেড়ে দে ভাই, দাঁড়াতে পারছি নে।—"

সমিতা বিছানা ঝাড়িয়া দিল। নমিতার অত্যন্তই কম্প আসিতেছিল ; ঠোঁটগুলা শুষ্ক ঘনবেগে কাঁপিতেছিল। চক্ষু চাহিয়া থাকাও তাহার অসহ্য বোধ হইতেছিল। আপাদমস্তক লেপচাপা দিয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। স্মিথের সেই পত্র ও কাগজ সে বিছানারই উপর ফেলিয়া রাখিল ; খুলিয়া দেখিল না।

সমিতা নমিতার শিয়রে বিষণ্ণভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে নমিতা ক্ষীণকণ্ঠে সুধাইল, "সেলুন, তোমাদের খাওয়া হয়েছে ?"

স। হ্যাঁ, আজ রবিবার, আমরা সকাল সকাল খেয়েছি।

নমি। মার খাওয়া হয়েছে ?—

সমি। হয়েছে—।

নমি। কি করছেন তিনি ?—

স। খানিকক্ষণ হোল সমুদ্র কম্পাউণ্ডার মেজদাকে বাইরে ডেকে কি-সব বলে গেল। মেজ-দা মার কাছে এসে চুপি চুপি সেই সব বল্লে।—মা সেই থেকে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে আছেন্, আর ওঠেন্ নি।"

"থাক্‌তে দাও" বলিয়া সহসা মর্ম্মভেদী আকুলতায় গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নমিতা বলিল, "ভাগ্যে আজ বাবা বেঁচে নেই। উঃ! সেলুন, কারুর সাম্‌নে বেরিও না। ওরা ভাইয়ের মহত্ত্ব, ভাইয়ের দায়িত্ব নিয়ে বোনের সাম্‌নে দাঁড়াতে শেখে নি।—না না, ভগবন্, প্রতিহিংসার উত্তেজনা থেকে পরিত্রাণ দাও ; মানুষের মুখ ভুলে যেতে দাও আজ !"

খানিকক্ষণ পরে বিমল আসিয়া শান্তভাবে নমিতার কাছে বসিল, কিন্তু নমিতাকে ডাকিতে তাহার সাহস হইল না। খবরের কাগজখানি নিঃশব্দে নাড়িয়া চাড়িয়া সে দেখিতে লাগিল। * * মেডিকেল কলেজের ডাক্তারি পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। যে কয়জন দেশীয়া মহিলা এবার সে-পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন, স্মিথ্ তাহাদের প্রত্যেকের নামের নীচে লাল-কালীতে দাগ দিয়া রাখিয়াছেন। কাগজের মাথায় নীল পেন্সিলে মোটা মোটা হরফে তিনি লিখিয়া দিয়াছেন, "নমিতার জন্য।"

বিমল চিঠিখানা হাতে তুলিয়া দেখিল, খামের মুখ এখনও খোলা হয় নাই। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল, "দিদি, স্মিথের চিঠিখানা পড়্‌বো কি ?—"

"পড়—" বলিয়া নমিতা শান্তভাবে চোখ মুদিল। বিমল পত্র পড়িতে লাগিল। একটু পরে উত্তেজিত ভাবে সে বলিল, "দিদি, স্মিথ্ কি লিখ্‌ছেন জান ? সুরসুন্দর তেওয়ারী—সে লক্ষপতির সন্তান।—শোন চিঠি—দিদি—শোন।—"

নমিতা দৃষ্টি খুলিয়া চাহিল। তাহার দৃষ্টি নিস্তব্ধ, প্রশান্ত—অত্যন্ত-সুগভীর-ভাবময়। বিমলের উত্তেজনায় তাহার মুখে এতটুকুও চাঞ্চল্য দেখা গেল না। সে অচঞ্চল, স্থির ! বিমল পত্র পড়িতে লাগিল।—

"প্রিয় নমিতা,

রাত্রি সাড়ে এগারটা বাজিয়া গিয়াছে, আমি শয়নের জন্য আসিয়াছি ;—কিন্তু তোমাদের একটি সুসংবাদ না শুনাইয়া, ঘুমাইতে পারিব না, তাই পত্র লিখিয়া যাইতেছি। কাল ভোরে আমাকে কোন কাজের জন্য বাহিরে যাইতে হইবে।

"সুরসুন্দর আজ ধরা পড়িয়াছে ! সন্ধ্যার সময় আমার কুঠিতে সে আসিয়াছিল। ইতোমধ্যে তাহার এক টেলিগ্রাম এখানে আসিয়া পড়ে। সেই টেলিগ্রামেই সব রহস্য ধরিয়া ফেলিয়াছি। দুষ্ট বালকটি আজ আমার কাছে আত্মগোপন করিতে পারে নাই ; সব পরিচয় খুলিয়া বলিয়াছে।

"সুরসুন্দরের পিতা প্রসিদ্ধ ধনবান্ ছিলেন। লাহোর, রাওলপিণ্ডি, কানপুর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত তাঁহার নানাবিধ ব্যবসায়ে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা খাটিত। তারপর উপর্য্যুপরি কয় বৎসর ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়ায় তিনি অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। সেই সময় হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। দেন-

দারের মৃত্যুতে, ঋণদাতৃগণ সুযোগ পাইয়া, নানা কৌশলে সমস্ত ব্যবসায়-সম্পত্তি আত্মসাৎ-করিয়া লয়।

"সুরসুন্দর তখন পনের বৎসরের বালক; কলিকাতায় কোন স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িত। সেইখান হইতে পড়াশুনা ছাড়িয়া সে উপার্জ্জনের চেষ্টায় বাহির হয়। তারপর লাহোর মেডিকেল স্কুল হইতে কম্পাউণ্ডারী পরীক্ষায় পাশ করিয়া, সে চাকরী লইয়া নানা স্থানে ঘুরিতেছে।

"শিক্ষাই শক্তি-সামর্থ্যের জনক। সুরসুন্দরের মেজ ভাই দেবসুন্দর সম্প্রতি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছে। সে অত্যন্ত চতুর ও অধ্যবসায়ী; নানা কৌশলে বিপক্ষপক্ষের হাত হইতে গোপনে কাগজ-পত্র উদ্ধার করিয়া, তাহাদের বে-আইনি জাল জুয়াচুরী সব ধরিয়া ফেলিয়াছে। বিপক্ষগণ সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, সভয়ে ক্ষমা চাহিয়া, সমস্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে স্বীকৃত হইয়াছে। কয় বৎসরের ব্যবসায়ের মুনাফায় ইহাদের পিতৃ-ঋণ পরিশোধ হইয়া গিয়াছে। এখন ইহারা আবার সেই পৈতৃক সম্পদের অধিকারী—লক্ষপতি—হইল।

"পুত্রের সম্মান-গৌরবে মাতার হৃদয়ে যে আনন্দের উদয় হয়, আজ আমার প্রাণ সেই আনন্দে পূর্ণ! ইহাকে আমি পুত্রের মত ভালবাসি, পুত্রের মত অসঙ্কোচে স্নেহ করিয়াছি, আদর করিয়াছি, ভুলের জন্য অবহেলায় তিরস্কার করিয়াছি।—আজ সে সমস্ত স্মৃতি গভীর মমতায় আমার মনকে আর্দ্র করিতেছে। নমিতা, তোমাকেই সকলের আগে এ-সংবাদ এত আবেগের সহিত জানাইতেছি। তুমি সকলকেই এই অপূর্ব্ব আনন্দ-সংবাদ জানাইও, আর জানাইও সুরসুন্দরের সেই অন্তরঙ্গ-বন্ধু—ক্ষুদ্র সুশীল মিত্রকে।

"আর একটি কথা, অল্পক্ষণ পূর্ব্বে খবর পাইলাম, এইখানকার কতকগুলি লোক সুরসুন্দরকে অপমানিত করিবার জন্য মিথ্যা ষড়যন্ত্রে লাগিয়াছে। সে লোকগুলির পরিচয় এখন তোমার শুনিয়া কাজ নাই; পরে শুনাইব। তাহাদের জন্যই কাল আমাকে বাহির হইতে হইবে। সুরসুন্দরও আমারই সঙ্গে যাইবে। আজ তাহার বাড়ী যাওয়া হইল না। আগামী কাল ছুটি কাটাইয়া, কাজে ভর্ত্তি হইয়া, একেবারে ইস্তফা দিয়া, এখান হইতে সে যাইবে। এ সংবাদ আপাততঃ গোপন রাখিও। ইতি

তোমার বিশ্বস্তা, স্মিথ্।"

বিমল উত্তেজিত স্বরে বলিল, "দ্যাখো দিদি, এই সুরসুন্দর তেওয়ারী যে এত বড় লোকের ছেলে, তা আমরা কেউ জানতুম না; কিন্তু এর আচরণ যে কত মহৎ তা আমরা সবাই বুঝেছিলুম্। শুধু হাঁসপাতালের নয়, এখানকার সবাই এঁকে এত ভালবাস্ত, খাতির কর্‌ত। ব'লেই ঐ হিংস্র জানওয়ারটা ওর শত্রু হয়ে উঠেছে!... ...কিন্তু ভগবান্ আছেন্। এইবার......।"

নমিতা কোনও উত্তর দিল না; অর্থশূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

বিমল একটু সংযত হইয়া, বলিল, "হাঁস্‌পাতাল শুদ্ধ সবাই খেপে উঠেছে, চার্জ্জিয়ান্ রিজাইন দেবার জন্য ডাক্তার সাহে-

বের অনুমতি চেয়েছেন ; কম্পাউণ্ডাররা সব পরামর্শ ঠিক্ করে রেখেছে যে, স্মিথ্ এলেই তা'রা ধর্ম্মঘট কর্‌বে।—ওরা সবাই বুঝেছে, তোমাদের এ বদ্‌নাম সর্ব্বৈব মিথ্যা।"

বিমল আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সজোরে হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করিয়া, দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া, মর্ম্মান্তিক ক্রোধে বলিয়া উঠিল, "জঘন্য-জানোয়ার! ওর মুখের উপর জুতো ছুঁড়ে মার্‌তেও ঘৃণা হয়। লেখাপড়া শিখে, আর কিছু কর্‌তে পার্‌লে না! কাপুরুষতার চরম দৃষ্টান্ত দেখিয়ে শেষে—" বিমলের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বিমল সবেগে কক্ষমধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। তাহার দুই চোখ্ হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নমিতা হাঁ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।—বিমলের নিশ্চিন্ত-প্রসন্ন সদানন্দ মূর্ত্তির উপর আজ এ কি ভীষণতার বজ্রাগ্নিশিখা ঝলসিয়া উঠিয়াছে!—চাহিয়া চাহিয়া নমিতার যেন চোখ্ জ্বালা করিতে লাগিল, মুখে একটা ব্যাকুলতার আবেশ ঘনাইয়া উঠিল।—হাত তুলিয়া ইসারা করিয়া সে বিমলকে বলিল, "কাছে আয়, ভাই!"

বিমল কাছে আসিল ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নমিতার পানে চাহিয়া বলিল, "সামাজিক সম্মান, আর পদমর্য্যাদার জোরে, ঐ মিথ্যাবাদী কাপুরুষটা যা খুসী তাই কর্‌বে? ভগবানের বিধান যাই হোক্, কিন্তু তাঁর ওপর চাল মেরে, এই যে মানুষের হাতেগড়া বিধানগুলো, এ কিছুতেই সহ্য কর্‌ব না! অবস্থা-চক্রে দীন-দরিদ্র হয়েছি ব'লে, আমাদের সম্মানের মূল্য নাই?—আমরা কি মরে রয়েছি?......মাথার উপর জবরদস্ত অভিভাবক নেই বলে, ওই ইতর, ছোটলোক কুকুরের—"

অকস্মাৎ বিদ্যুতাহতের মত তীরবেগে উঠিয়া, সজোরে বিমলের হাত চাপিয়া ধরিয়া নমিতা উন্মাদ-বিকল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সাবধান, নিজের মাতাপিতার সম্মান স্মরণ রেখে—।" নমিতার কথা শেষ হইল না। সে বিছানার উপর অজ্ঞান হইয়া ঢলিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পরে তাহার চেতনা ফিরিল। দৃষ্টি খুলিয়া ভগ্ন করুণ কণ্ঠে সে বলিল, "কুৎসিৎ গালি? মর্ম্মান্তিক অভিশাপ? বৃথা শক্তি-অপব্যয়! বিমল, আমরা ত নীচাত্মার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করি নি, কেন নীচতা প্রকাশ করিস্ ভাই? বাবার স্বর্গগত আত্মার অপমান করা হয় যে!—তাঁকে ব্যথা দিস্ নি; চুপ কর্! তিনি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন; তিনি সব দেখেছেন, সব জানেন।—তাঁর স্মৃতির গৌরব কতখানি জীবন্ত জ্বালাময় হয়ে আমার বুকের মাঝে জেগে আছে, সে তিনি জানেন্ বে, আর জানেন অন্তর্য্যামী! সেই ত আমার কুমারী-জীবনের পবিত্রতা-রক্ষার অক্ষয় কবচ! "পিতা রক্ষতি কৌমারে" তিনি বলে দিয়েছিলেন। সে ত আমি ভুলি নি; ওরে এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলি নি।—কেন ভাবিস ভাই? যে যা বলেছে বল্‌তে দে।—আমি বাবার কাছে অভয় পেয়েছি,—আর কোন নিন্দা অপমান গ্রাহ্য করি না। এবার নিঃশব্দ উপেক্ষায় সকলকে ক্ষমা করে যেতে দে; গ্লানির পীড়ন থেকে অন্তরাত্মা মুক্তি পেয়ে বাঁচুক্, আর হিংসা-বিদ্বেষ জাগাস্ নে।"

নমিতার বুকের মধ্যে রুদ্ধ উচ্ছ্বাসে কি

একটা গাঢ় আবেগ কাঁপিয়া উঠিল!—"আঃ বাবা—" বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল;—ধীর গভীর স্বরে বলিল, "পার্থিবের অন্যায় অপমানের আঘাত আজ অপার্থিব শান্তির দিক্ থেকে ন্যায্যপ্রাপ্য সম্মান বলে গ্রহণ করিবার. শক্তি দাও, ভগবান্!—সান্তের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ অশান্তি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে আজ চিন্তাশক্তিকে অনন্তের দিকে প্রসারিত হয়ে যেতে দাও,—আমার এবারের ঘুম সুনিদ্রার আরামে ভরিয়ে দাও, দয়াময়!"

লছ্মীর মা আসিয়া, সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিয়া বলিল, "নমি-দিদি, এবার কিছু খা, ভাই!—সেই কোন্ সকালে এতটুকু খেয়ে গেছিস, তারপর আর তো—।"

হাত নাড়িয়া নমিতা বলিল, "এখন নয়, এখন নয়, লছমীর মা!—বড় মাথায় যাতনা হচ্ছে, তোমরা চলে যাও।—মাকে দেখ গে।—আমি নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুমাই। মাথাটা সেরে যাক্, তারপর—।"

জানালার নীচে রাস্তায় একদল পথিক সমস্বরে উচ্চ রোলে হাঁকিল, "হরিবোল—বল হরি, হরিবোল!—"

চকিতে উৎকর্ণভাবে মাথা তুলিয়া নমিতা সে শব্দ শুনিতে গেল, কিন্তু পারিল না। অকস্মাৎ তাহার মনে হইল, কে যেন বিদ্যুতের চিম্‌টায় মস্তিষ্কের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলা চিমটাইয়া পিছনে টানিয়া ধরিল।—যন্ত্রণাহতের অস্ফুট আর্ত্তনাদ তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল; ধুপ করিয়া তাহার মাথাটা বালিশের উপর পড়িয়া গেল। কাতর স্বরে সে বলিল, "দেখ ত বিমল, কে যায়—।"

জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া, বিমল সবিস্ময়ে বলিল, "এ কি! আমাদের নির্ম্মলবাবু—!" পরক্ষণে ভুল সংশোধন করিয়া বলিল, "ডাক্তার মিত্রের ভাই নির্ম্মলবাবু, তিনিও যে খালি পায়ে কাঁধ দিয়ে চলেছেন্!—দেখি ত কে—!"

বিমল ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল; একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী মারা গেছেন্।......মিনিট-কুড়িক আগে দেখলুম, নির্ম্মল-বাবু ছাতা আর ব্যাগ্ হাতে করে ছুটে আস্‌ছেন ষ্টেশন থেকে। বোধ হয়, ওঁর সঙ্গে দেখাও হয় নি; আগেই মারা গেছেন।"

"গেছেন!" বলিয়াই নমিতা বিহ্বলভাবে বিস্ফারিত নয়নে জানালার দিকে চাহিয়া রহিল! বিমল ভীত হইয়া ডাকিল, "দিদি!"

নমিতা দৃষ্টি ফিরাইল। একটা সুখময় নিরাশার হাসিতে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে বলিল, "চলে গেল? অযোগ্যতার দুঃসহ মনস্তাপ নিয়েই সে চলে গেল! পৃথিবীতে কি স্মৃতি সে রেখে গেল আজ? শুধু অকর্ম্মণ্যতার! শয়তানি ফরমাসের মাপে সে নিজেকে গড়ে তুল্‌তে পারে নি, নিজের অবস্থার যোগ্য কর্ত্তব্যপালন কর্‌তে পারে নি,—পৃথিবীর কাছে,[illegible]! না—না, পৃথিবীর মানুষের কাছে সে চির-অপরাধী রয়ে গেল! বুকটা তার ভেঙ্গে গিয়েছিল রে, কিন্তু সেই ভাঙ্গনের ঘা খেয়েই প্রাণটা তার ভক্তিতে ভরে গিয়েছিল, শক্তিতে গড়ে উঠেছিল! তোমার সূক্ষ্ম বিচার, ভগবন্! তার আসক্তির জন্য সংসারে কিছু রাখ নি!—কোন পিছ্‌টান ছিল না তার।—সে উপেক্ষিত

—অনাদৃত হয়ে, বৈরাগ্যভরা হৃদয় নিয়েই পৃথিবী থেকে চলে গেল !—এ কি সৌভাগ্যের যাত্রা ! তোমার করুণাময় নাম ধন্য হোক্ দয়াময় ! এবার শান্তি দাও, শান্তি দাও— !"

অবসাদের আলস্যে নমিতার দুই চক্ষু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। শান্ত মুখে সে ঘুমাইয়া পড়িল। সকলে নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

বিরত।

হও রে সংযত, ওরে রসনা আমার !
ভেঙ্গে যাক্, দলে যাক্, কি ক্ষতি তোমার ?
এ জীবন ভস্ম ছাই, আপন কিছুই নাই,
যা'লয়ে গৌরব করি ভেবে অধিকার।
খেলিতে এসেছ খেলা, খেল সুখে এই বেলা,
সময় চলিয়া গেলে আসিবে না আর।
হও রে সংযত, ওরে রসনা আমার !

ওই হের অমানিশা আবরি' জীবন ;
এই অমা চিরকাল রবে না এমন।
আলো তমঃ পাশাপাশি, অশ্রু পরে রহে হাসি,
মরণের পরে রহে নবীন জীবন।
বাঁধিয়া হৃদয়-মন, কর কাজ সমাপন,
যেন সুখে যেতে পারি এলে আবাহন।
ওই হের অমানিশা আবরি' জীবন !

৺হেমন্তবালা দত্ত।

গান।

(রাগিণী বেহাগ)

হৃদয়-চাতক চায় ভালবাসা—
জীবন শুকাইল, কুসুম লুকাইল,
মরু হ'ল ধরণী সরসা !
কবে আসিবে ঘন ঘোরে বরষা,
হৃদয়-নিকুঞ্জ হইবে সরসা,
সব আশা-তৃষা মোর মিটিবে নিমেষে,
প্রেম-রসে হব হরষা !
মরণে নাহি ডরি ডুবিলে প্রেমে,
নীরবে যাইব রসাতলে নেমে,
ভুলিব দুখ-শোক, ভুলিব সুরলোক,
এ লোক হবে সুধা-পরশা !
মরিব যদি, ভালবেসে মরিব,
মত্ত-মধুপ-সম মধুপানে মরিব।
কুসুম ফুটায়ে, উৎস ছুটায়ে।
অমর করি যাব ভালবাসা॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

ছয়-ঋতু।

বৈশাখের প্রচণ্ড নিদাঘে পুড়ে বিশ্ব হয় ছারখার।
শ্রাবণেতে শান্ত করে তাহা শান্তিময়ী স্নিগ্ধ বারিধারা॥
শরতের সুবিমল আভা স্নেহময়ী মা'র আগমন।
হেমন্তের কুহেলিমালায় আবরিত নিখিল ভুবন॥
মাঘের প্রখর-হিম-মাঝে সারদার জয়জয়রব ;
বসন্তের আনন্দহিল্লোল, চাঁদ, ফুল, মলয়া, উৎসব !

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ষা-বরণ

এতদিন যারে নীরসশুষ্ক তৃষ্ণা-আকুল বুকে
খুঁজেছিনু—কই কই ?
জীবন-মরুতে সেই রসময় অমৃত ঢেলে আজি
হর্ষমুখর-বরষা এসেছে ওই !
জুড়ায়ে গিয়েছে হতাস-পরশ-বিরস তাপিত প্রাণ,
করিয়াছে সে যে দগ্ধ জ্বালায় চন্দন-লেপদান,
তাই তারে আজি জীবন ভরিয়া বন্দনা করি' মোর
দুখ্ জ্বালা সব হ'য়ে আসে উপশম।
নিখিল বিশ্ব মুখর করিয়া বরষা আসিল ওই
হৃদি কূলে কূলে করি' মধু-ছম্‌ছম্।

বহু দিবসের বেদন-ব্যাকুল বিফল প্রাণে সে মোর
কি আশা ঢালিল আজ,
প্রণয়ীর প্রাণ-যমুনার কূলে সাঁতারি উঠিছে কে
ঢলি, ঢলি' পড়ে সারা তনু-ভরা লাজ।
বর্ষণ-ছলে ধরণীর পরে ঝরে ও যে সুধাধার,
ভূলোকে দ্যুলোকে পুলক উছলি পড়ে যেন দেবতার,
নিখিল নিঙাড়ি' প্রেম লয়ে আজি' দাঁড়াইয়া তারে গো
বন্দিতে শত ছন্দে যে কবিকুল ;
হতাশ-ভরসা মোহন দরশা বরষা আসিল ওই
হৃদয়-বৃন্তে ফুটায়ে মিলন-ফুল।

বসি' সুখে আজ বাতায়ন-তলে মনে পড়ে কত বাণী,
স্মৃতি কত দিবসের ;
চঞ্চল মেঘ-গুরু-গরজনে দুরু দুরু হিয়া-তলে
জাগে কত ছবি প্রণয়-নন্দনের।

বন্ধ ঘরের দুয়ারে দুয়ারে নিঃশ্বাসি' শতবার,
প্রগল্‌ভ বায়ু ফিরিছে অধীর সন্ধান করি' কার,
নামে যবে ধারা প্রাণের জনের দর্শন লভি' ধীরে
মাতাল সে বায়ু তখন শান্ত প্রাণ ;
বক্ষে জাগায়ে সরস ভরসা বরষা আসিল ওই
বিরহীর বুকে জাগাতে মিলন-গান।

মৌন-বদনা কৃষক-ঝিয়ারি দাঁড়ায়ে কুটীর-দ্বারে
কি ভাবিছে আজি ওই,
সম্মুখে তার শূন্য ক্ষেতের দূর সীমানার শেষে
শুভ্র গাঙেতে জল করে থই থই।
ক'দিন হইতে স্বামী ঘরছাড়া তাই কি উদাস মন,
হেরিয়া আষাঢ় ঝর্ঝর ধার বন-তনু-শিহরণ,
নীরদ-অধরে চপলার হাসি চমকে অবলা-প্রাণ,
প্রাণপ্রিয় বঁধু কাছে নাই আজি তার ;
প্রেম-গৌরবে নিখিল-ভরসা বরষা আসিল ওই
মিলন জাগায়ে স্মৃতি-মাঝে বেদনার !

আপনা আপনি এ শোভায় ডুবি' তৃষা যে মিটে না হায় !
কে আছিস্ প্রিয়জন,
বিরহ-তাপিত কে আছিস্ আজি মোর সাথে সাথে আয়
বন্ধ ঘরের খুলে দে রে বাতায়ন।
ধন্য হইবি যদি আঁখি মেল্ বাহিরেতে একবার,
সসীমে অসীমে আজি কোলাকুলি হয়ে গেছে একাকার,
স্বরগের ধারে ধরণীর ধূলি তরল হয়েছে গলি,
গৃহ মাঠ ঘাট কি অমিয় দরশন ;

নবীন ছন্দে মিলনানন্দে বরষা আসিল ওই,
বুকে বুকে ছোটে নন্দন-হরষণ।

বিরহী যক্ষ, কবে কোন্‌দিন হইল মেঘের সাথে
কত যে বারতা তার,
কবির হিয়ায় নির্ঝর হ'য়ে গলি সে করুণ বাণী
ঝরিয়া পড়িল কবিতায় সুধাসার।

সেই মেঘদূত—মনে পড়ে আজ তারি বিরহের
গান,
সাধ যায় সেই যক্ষের সনে মিশাইতে মনপ্রাণ ;
বন্দনা-অভিনন্দন ছলে দাদুরী ডাকিছে গো
বঁধুর বাসর রচি আয় মোরা আজ ;
আসিল বরষা মঙ্গলময় দিকে দিকে গেল খুলি
প্রকৃতির অবগুণ্ঠন-ভরা লাজ।

প্রেমের চারণ বরষা হেথায় এসেছে নবীন
বেশে
রচি' আজ নব গান,
হৃদি-কূলে কূলে কি স্মৃতি উছলে শুনিয়া কণ্ঠ
তা'র,
মুখর হইয়া উঠেছে নিখিল-প্রাণ !
কে আছিস্ ওরে দেখে যা বাহিরে হৃদয়
করিয়া থির,
জগতের সনে আজি প্রেম-যাগ-উৎসব প্রকৃতির,
এ মহামিলন-মঙ্গলে প্রাণ ছন্দে উঠিছে নেচে,
সুন্দর মোর আয় রে বরষা আয় ;
আয় রে প্রণয়-বন্দনা গাহি নন্দিতে ধরাতল
বসে আছি তোর মিলন-প্রতীক্ষায় !

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

পাতিব্রত্য।

পুরুষ নারীর পাণিগ্রহণ করিল এবং বলিল—"ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি। মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু। মম বাচমেকমনা জুষস্ব। প্রজাপতিস্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যম্। ওঁ গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং, ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ। ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ, সমাপো হৃদয়ানি নৌ। সম্মাতরিশ্বা সংধাতা সমু দেষ্ট্রী দধাতু নৌ।"—আজ হইতে আমি হৃদয় লইয়া কার্য্য করিব। আমার চিত্তানুরূপ তোমার চিত্ত হউক্। একমনা হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। প্রজাপতি আমার জন্য তোমাকে নিয়োজিত করুন্। প্রজাপতি আমার জন্য তোমাকে নিয়োজিত করুন্। সৌভাগ্য উৎপাদনের জন্য আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছি। আমার সহিত পত্নীরূপে তুমি যাবজ্জীবন বাস কর। বিশ্বদেবগণ ও জলদেবতা তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে মিলিত করুন। অগ্নি, প্রজাপতি ও উপদেষ্ট্রী দেবতা আমাদের দুইটী হৃদয় একীভূত করুন্।"

নারীর প্রাণ তাহাই চাহিতেছিল। শত জন্মান্তর ব্যাপিয়া তাহার হৃদয় যে হৃদয়টীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত হইয়া গিয়াছে, এই জন্মেও গার্হস্থ্যজীবনের প্রথম জ্ঞানোন্মেষক্ষণে তাহার হৃদয় যে হৃদয়টীর সহিত মিলিত হইবার জন্য সমুৎসুকভাবে অবস্থান করিতেছিল, আজ মঙ্গলময় বিধাতার অসীম অনুগ্রহে সেই চির অভীপ্সিত ধন—আপনার সুখ-দুঃখময় জীবনের একমাত্র বন্ধুকে পাইয়া

সে স্বকীয় শূন্য হৃদয়ে পূর্ণতা অনুভব করিল, এবং আপনার দেহ, মন ও প্রাণ তাহার জন্য অবিরত নিয়োজিত করিতে পাইবে বলিয়া কৃতার্থ হইল।

নর-নারীর মধ্যে এই দাম্পত্য-সম্বন্ধ, যাহা সাধারণতঃ প্রণয়নামে অভিহিত, বড়ই মধুর এবং পবিত্র! সম্পদের স্রোতে এ সম্বন্ধ ভাসিয়া যায় না, বিপদের ঝটিকায় এ সম্বন্ধ ভগ্ন হয় না, অবস্থার বিপর্য্যয় এ সম্বন্ধকে বিকৃত করে না, শৈথিল্যকারিণী জরা এই সুদৃঢ় সম্বন্ধকে শিথিল করিতে পারে না, প্রলোভন এ সম্বন্ধের উপর আপন মায়াজাল বিস্তার করিতে পারে না, সঙ্কোচের আবরণ এ সম্বন্ধকে চাপিয়া রাখিতে পারে না। এ এক প্রাণস্পর্শী শান্তিপূর্ণ সম্বন্ধ। কবিগণ এ মধুর সম্বন্ধের সঙ্গীত তুলিয়া আত্মহারা হন, ধার্ম্মিকগণ এ পবিত্র সম্বন্ধের আলোচনা করিয়া কৃতার্থ হন্। তাই উত্তর-চরিতের ভাবুক কবি মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় বলিয়াছেন—

"অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসুয-
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ
স্নেহসারে স্থিতং
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি
তৎ প্রাপ্যতে॥

—সুখদুঃখে একরূপ, সকল অবস্থায় অনুকূল, যাহাতে হৃদয় বিশ্রাম লাভ করে, জরা যাহার রস কাড়িয়া লইতে পারে না, কালক্রমে সঙ্কোচের নাশ হইলে যাহা পরিপক্ক স্নেহরূপে পরিণত হয়, অকপট হৃদয়ের সেই মঙ্গলময় প্রেম অতীব বিরল।

বাস্তবিক, নর ও নারী সংযুক্ত হইয়া যেন মানবজীবনের পূর্ণতার সৃষ্টি করিয়াছে। একদিকে নারীর কোমলতার সহিত না মিশিলে নরের কঠোরতা স্বকীয় তীব্রতায় জগৎ নিপীড়িত করিয়া ফেলিত, অন্যদিকে পুরুষের কঠোরতাকে আশ্রয়রূপে না পাইলে কর্ম্মময় জগতের দুর্ব্বিসহভারে নারীর কোমলতা ছিন্ন লতার মত নত হইয়া পড়িত। যেমন নরের সাহচর্য্য না পাইলে অবলা নারীর পক্ষে একল জীবন ধারণ দুষ্কর হইয়া পড়ে, তেমনি আবার নারীর সাহচর্য্য ব্যতীত ধর্ম্মকর্ম্ম-ময় পুরুষের জীবনও অপরিচাল্য হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত লোকসৃষ্টির জন্য স্ত্রীপুরুষের মিলন জগদীশ্বরের একান্ত অভিপ্রেত। সেই জন্য ভার্য্যাহীন জীবনের প্রসঙ্গ তুলিয়া শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

"একচক্ররথো যদ্বদেকপক্ষো যথা খগঃ।
অভার্য্যোঽপি নরস্তদ্বদযোগ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥"

যেমন রথের একটী চাকা থাকিলে তাহা চলিতে পারে না, এবং পক্ষীর একটী পক্ষ থাকিলে সে উড়িতে পারে না, সেইরূপ ভার্য্যাহীন নর সকল কর্ম্মের অযোগ্য।

"ভার্য্যাহীনে ক্রিয়া নাস্তি ভার্য্যাহীনে কুতঃ সুখম্।
ভার্য্যাহীনে গৃহং কস্য তস্মাদ্ ভার্য্যাং সমাশ্রয়েৎ॥

ভার্য্যাহীন ব্যক্তির ক্রিয়া নাই, ভার্য্যাহীন ব্যক্তির সুখই বা কোথায়? ভার্য্যা না থাকিলে গৃহই বা কাহার? সেই জন্য ভার্য্যা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
গৃহং তু গৃহিণীহীনং কান্তারাদতিরিচ্যতে॥

সংসারী ব্যক্তির কেবল গৃহই গৃহ নহে, গৃহিণীই তাহার গৃহ। গৃহিণী না থাকিলে এই গৃহ দুর্গম কাননকেও পরাজিত করে।

অদারস্য গতির্নাস্তি সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ।
সুরার্চ্চনং মহাযজ্ঞং হীনভার্য্যো বিবর্জ্জয়েৎ॥

পত্নীহীন ব্যক্তির গতি নাই। তাহার সকল ক্রিয়াই বিফল। দেবতাপূজাই বল, মহাযজ্ঞই বল, পত্নীহীন ব্যক্তির তাহা পরিত্যাগ করাই উচিত।

বাস্তবিক পক্ষে সংসার হইতে ভার্য্যাকে বাদ দিলে সে সংসার সর্ব্বতোভাবে শ্রীহীন হইয়া পড়ে। জননীর স্নেহ বক্ষে ধারণ করিয়া কে সন্তানের প্রসব ও পালন-দ্বারা সংসারকে স্থায়িত্বপ্রদান করে?—ভার্য্যা। কায়মনোবাক্যে কে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করে?—ভার্য্যা। অতিদুষ্কর গৃহিণীব্রত অবলম্বন করিয়া কে সংসারকে সর্ব্বদা শ্রমদ্বারা সঞ্জীবিত রাখে?—ভার্য্যা। স্নেহ, দয়া, শান্তির উৎসরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া কে দুঃখক্লিষ্ট তপ্ত সংসারকে শীতল করিয়া দেয়?—ভার্য্যা। পবিত্রতা ও প্রসন্নতার আলোকে কে তমোময় সংসারস্থল সর্ব্বদা উদ্ভাসিত করিয়া রাখে?—ভার্য্যা।

মনুও বলিয়াছেন—

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥

সন্তান-প্রসবের জন্য মহাকল্যাণভাজন গৃহের শোভাস্বরূপ রমণীগণ পূজার যোগ্য। এ-কারণ গৃহমধ্যে শ্রী ও স্ত্রী, এতদুভয়ের কোন প্রভেদ নাই।

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্॥
অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ॥

অপত্যের উৎপাদন, জাত শিশুর পরিপালন, এই সমস্ত কার্য্যই সংসারে প্রত্যহ প্রত্যক্ষভাবে স্ত্রী দ্বারাই হইয়া থাকে। পুত্র, ধর্ম্মকার্য্য, সেবা-শুশ্রূষাদি, পিতৃপুরুষদিগের এবং নিজের স্বর্গলাভ, সমস্তই দারাধীন।

নরেব চিরকল্যাণকারিণী, সংসারের সম্পৎস্বরূপা যে নারীর উপর সংসারের সুখ, শান্তি, পবিত্রতা, সৌন্দর্য্য, স্বচ্ছলতা এবং সুযশঃ অধিকাংশরূপে নির্ভর করে, ধর্ম্মশাস্ত্র যাহার সম্মান-রক্ষার জন্য বারংবার উপদেশ দিয়াছেন, সেই নারীর স্নিগ্ধমধুর নির্ম্মল পবিত্র মূর্ত্তিই প্রশস্ত। এবং সেই মূর্ত্তির অধিকারিণী হইতে হইলে নারীকে বিশিষ্টগুণরাজিতে মণ্ডিত হইতে হইবে। নতুবা নির্গুণা নারী সংসারের কালিমস্বরূপা এবং জগতে চিরদিনই বিনিন্দিতা। আবার গুণের অধিকারিণী হইতে হইলে নারীগণকে সর্ব্বাগ্রে পতিব্রতা হইতে হইবে। কারণ, পাতিব্রত্যই নারীগণের অন্যান্য গুণসমূহের মেরুদণ্ডস্বরূপ। যেমন বিনয় পুরুষের অন্যান্য গুণসকলকে অলঙ্কৃত করে, এবং বিনয় না থাকিলে পুরুষের অন্য গুণসকল বিফলতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পাতিব্রত্য নারীদিগের আর যত গুণ আছে সকলকে বিভূষিত করে, এবং পাতিব্রত্যের অভাবে তাহাদের অন্য শত শত গুণ বিফল হইয়া থাকে। পুষ্পের যেমন সৌরভ, স্ত্রী-জাতির তেমনই পাতিব্রত্য। যেরূপ সৌরভ থাকিলে অতিকুরূপ বন্যপুষ্পও সমাদৃত হয়, আর সৌরভ না থাকিলে অতিসুরূপ পুষ্পও অনাদৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ পাতিব্রত্য থাকিলে কুরূপ স্ত্রীলোকও পতিব্রতা বলিয়া জগতে মান্য হইয়া থাকে, এবং পাতিব্রত্য না থাকিলে স্ত্রীলোকের অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যও

লোকের নিকট আদৌ প্রশংসাভাজন হয় না। এইজন্য পণ্ডিতগণ বলেন,

"কোকিলানাং স্বরো রূপং নারীরূপং পতিব্রতম্।
বিদ্যারূপং কুরূপাণাং ক্ষমারূপং তপস্বিনাম্॥

কোকিলদিগের স্বরই রূপ, কুরূপদিগের বিদ্যাই রূপ, তপস্বীদিগের ক্ষমাই রূপ, এবং নারীদিগের পাতিব্রত্যই রূপ।

পাতিব্রত্য কি তাহা বুঝিতে গেলে বলিতে হয়, যে-নারী পতিসেবা জীবনের একমাত্র ব্রত মনে করেন্, তিনিই পতিব্রতা, এবং পতিব্রতার ধর্ম্ম পাতিব্রত্য। পাতিব্রত্যের অধিকারিণী হইতে গেলে পতিকে চেনা চাই, পতির সহিত নিজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটী বুঝা চাই। উপভোগ-সম্বন্ধের দোহাই দিয়া যদি স্বামী ও স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মপত্নী ও কামপত্নী বা কুলটায় কোন প্রভেদ থাকে না, এবং সেই চির-পবিত্র দাম্পত্য-সম্বন্ধকে চিরদিনের জন্য সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিয়া একটা অনিত্য স্বার্থনিষ্ঠ সম্বন্ধকেই অঙ্গীকার করিতে হয়। কিন্তু স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ কেবল উপভোক্তা-উপভুক্তার সম্বন্ধ নয়, কেবল প্রভু ও ভৃত্যের সম্বন্ধ নয়, কেবল পালক ও পালিতার সম্বন্ধ নহে। ইহা এক অতি মহৎ, স্বর্গীয়, ওতপ্রোতভাবে ধর্ম্মদ্বারা সংশ্লিষ্ট, মৃত্যুর দ্বারাও অবিচ্ছিন্ন, অদ্বৈতভাবে অনুপ্রাণিত, সুনির্ম্মল প্রেমধারায় অভিষিক্ত, অতিসুদৃঢ় সম্বন্ধ। যে নারী পতিকে সামান্য মানুষ জ্ঞান না করিয়া ইহলোকের ও পরলোকের পরমগুরু বলিয়া বুঝিতে পারে, সেই শুধু এই পতিপত্নীর পবিত্র সম্বন্ধটুকু বুঝিতে সমর্থা হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে উক্ত আছে,—

"গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥"

দ্বিজাতিগণের অগ্নিই গুরু, বর্ণ-সকলের মধ্যে ব্রাহ্মণই গুরু, স্ত্রীদিগের মধ্যে পতিই গুরু এবং অভ্যাগত ব্যক্তি সর্ব্বত্রই গুরুস্থানীয়।

যে নারী পতিকে পরমগুরুস্বরূপ মনে করিয়া আপনার দেহ, মন ও প্রাণ সমস্তই তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়া সুখী হন্, তিনিই পতিব্রতা।

মনু বলিয়াছেন,—

"পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্‌দেহসংযতা।
সা ভর্ত্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে॥
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

যে স্ত্রী মন, বাক্য ও দেহে সংযতা হইয়া কখনও পতিকে লঙ্ঘন করেন্ না, তিনি মৃত্যুর পর ভর্ত্তৃলোকে গমন করেন এবং সাধুগণ তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া থাকেন্। সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য-পালনপূর্ব্বক অপুত্রা হইয়াও ব্রহ্মচারীদিগের মত স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন্।

হারীত বলেন,—

আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥

যে স্ত্রী পতি পীড়িত হইলে পীড়ানুভব করেন্, পতি আনন্দিত হইলে আনন্দিত হন্, পতি প্রবাসে থাকিলে মলিনা ও কৃশা হন্, এবং পতির মৃত্যু হইলে জীবনত্যাগ করেন্, * তিনিই পতিব্রতা বলিয়া জ্ঞেয়া।

* এক্ষণে সহমরণ ও অনুমরণ প্রথা প্রচলিত না থাকায় পতিপ্রাণ রমণীগণ স্বামীর মৃত্যুর পর আজীবন

ফল কথা, যে স্ত্রী স্বামীর জীবিতাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সুখদুঃখের অংশভাগিনী হইয়া তদ্গতচিত্তে তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন, এবং স্বামীর মৃত্যুর পর তন্নিষ্ঠচিত্তা হইয়া সংযতভাবে জীবনাবশেষ যাপন করেন, তিনিই পতিব্রতারূপে গণ্যা।

"সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা॥"

—একমাত্র পতিপ্রাণা ও পতিব্রতা ভার্য্যাই প্রকৃত ভার্য্যা-নামের যোগ্যা।

এই পতিব্রতাদিগের মহিমা বড় অল্প নহে। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে—

"তস্মাৎ সাধ্ব্যঃ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যাঃ সততং দেববজ্জনৈঃ।
তাসাং রাজ্ঞা প্রসাদেন ধার্য্যতে চ জগত্রয়ম্॥"

—সেইজন্য সাধু স্ত্রীগণ সতত লোককর্ত্তৃক দেবতার মত পূজ্যা। এই সাধ্বীগণের অনুগ্রহেই রাজা ত্রিজগৎ পালন করিয়া থাকেন।

এই পাতিব্রত্য নারীবিশেষের ধর্ম্ম নহে, ইহা সকল বিবাহিতা নারীরই ধর্ম্ম, এবং সকল কুলাঙ্গনারই কায়মনোবাক্যে এই ধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক নারীরই কর্ত্তব্য মধুর বাক্যে ও মধুর ব্যবহারে স্বামীকে সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট রাখা। যে সকল নারী অহমিকার বশবর্ত্তিনী হইয়া স্বামীকে অসম্মান ও অবহেলা করে এবং তাঁহার উপর প্রভুত্ব-স্থাপনে যত্নবতী হয়, অথবা দরিদ্র স্বামী তাহার ক্ষুদ্রস্বার্থসাধনে অসমর্থ বলিয়া স্বামীকে অনাদর করে, তাহারা কোনকালেই সম্মানার্হা হইতে পারে না। শাস্ত্রে আছে—

"ন সা ভার্য্যেতি বক্তব্যা যস্যাং ভর্ত্তা ন তুষ্যতি।
তুষ্টে ভর্ত্তরি নারীণাং সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥

—যে নারীর স্বামী সন্তুষ্ট নন্, সে ভার্য্যা বলিয়াই গণ্যা হয় না। স্বামী যে নারীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহার উপরই দেবতা পরিতুষ্ট হন।

স্বামী যদি সহস্র দোষে দূষিত হ'ন্, পতিব্রতার নিকট তিনি দেবতার স্বরূপ। স্বামীর গুণাগুণ-বিচার করা নারীর পক্ষে একান্ত গর্হিত কর্ম্ম। মনু বলেন,—

"বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥"

—স্বামী দুশ্চরিত্র হউন, কামাচারী হউন, অথবা নির্গুণ হউন, সাধ্বী স্ত্রী তাঁহাকে সর্ব্বদা দেবতার মত পূজা করিবে।

যে পতিদেবতার আশ্রয়ে থাকিয়া কোমলপ্রকৃতি নারী এই কণ্টকাকীর্ণ ভীতি-সঙ্কুল সংসারকাননে সুখে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হন, কি বাক্যে, কি মনে, কি কার্য্যে সেই পতিদেবতার কোনরূপ অপ্রিয় সাধন অথবা তাঁহাকে লঙ্ঘন করা নারীর পক্ষে অতীব নিন্দনীয় কার্য্য। মনু বলেন,—

"পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা।
পতিলোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্॥"

পাণিগ্রাহী পুরুষের পতিব্রতা স্ত্রী, যিনি মৃত্যুর পর পতিলোক ইচ্ছা করেন, স্বামীর জীবিতাবস্থায় হউক্ অথবা মরণের পরই হউক, কদাচ তাঁহার অপ্রিয় সাধন করিবেন্ না।

ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকেন। জাতি ও ধর্ম্মবিশেষে বিধবা-বিবাহের প্রচার থাকিলেও সর্ব্বত্রই একান্ত-পতিপরায়ণ নারীগণ পুনর্ব্বার বিবাহ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য-পালনই যে শ্রেয়ঃ মনে করেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

"যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতেঃ
পিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ ॥"

পিতা অথবা পিত্রাদেশে ভ্রাতা কন্যাকে যাহার হস্তে সমর্পণ করেন্, তিনি যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন,কন্যা তাঁহার সেবা করিবে, এবং মরিয়া গেলেও কন্যা তাঁহাকে লঙ্ঘন করিবে না। কারণ,

"ব্যভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি
নিন্দ্যতাম্।
শৃগাল-যোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ
পীড্যতে ॥"

—ভর্ত্তার ব্যভিচারিণী হইলে নারী জগতে নিন্দনীয়া হয়, এবং পরজন্মে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয়, এবং পাপ ও রোগদ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে।

পতির সহিত বনবাসগামিনী সীতাকে নারীকুলশিরোমণি অনসূয়া যে মধুর পাতিব্রত্যধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করা অসঙ্গত হইবে না। অনসূয়া বলিয়াছিলেন,—"জানকি! পতি নগরেই থাকুন বা বনেই বাস করুন, অনুকূলই হউন অথবা প্রতিকূলই হউন, যাহাদিগের পতিই পরম প্রিয়তম, সেই সকল ললনাদিগের জন্যই মহোদয় লোক সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। পতি দুঃশীল, স্বেচ্ছাচারী অথবা নির্ধন যেরূপই হউন, তিনিই সংস্বভাবা নারীদিগের পরম-দেবতাস্বরূপ। বৈদেহি! আমি বহুকাল বিবেচনার পর পতি অপেক্ষা পরমহিতৈষী বন্ধু আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, পতিই ইহকাল ও পরকালের জন্য অক্ষয় তপস্যার অনুষ্ঠান-স্বরূপ। কামাসক্তা অসতী কামিনীগণ, যাহারা কেবল ভরণপোষণার্থই ভর্ত্তাকে ভর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহারা এইরূপ দোষগুণ না জানিয়াই স্বেচ্ছাচারিণী হয়। ঐ সমস্ত অসদ্গুণযুক্তা নারীরা অকার্য্যের বশীভূতা হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্টা ও নিন্দিতা হইয়া থাকে। আর তোমার মত সদ্গুণসমূহে বিভূষিতা এবং উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট লোক-সকলের বিষয়ে জ্ঞানবতী রমণীরা পুণ্যশীল পুরুষের ন্যায় অনায়াসে স্বর্গলোকে বিচরণ করিয়া থাকেন। অতএব তুমি এইরূপে পতিব্রতাদিগের আচার অবলম্বন করিয়া, সতীত্বসমন্বিতা ও পতিরতা হইয়া তাঁহার সহধর্ম্মচারিণী হও এবং তাহা হইলে যশঃ ও ধর্ম্মলাভ করিবে।" (রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড, ১১৭ সর্গ)।

এক্ষণে ভার্য্যার কিরূপ স্বামিসেবা কর্ত্তব্য দেখা যাউক। কেবল স্বামীর আবশ্যক বস্তু-সকল তাঁহার হাতে হাতে তুলিয়া দিলে অথবা স্বামীর অঙ্গ-সংবাহনাদি করিলে পত্নীর স্বামি-সেবাকার্য্য সম্পাদিত হয় না। তাঁহার স্বামীর প্রতি আরও অনেক কর্ত্তব্য আছে। কার্য্যের জটিলতায় স্বামী যখন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িবেন, পতিব্রতা রমণী মন্ত্রীর মত তাঁহাকে অবসরোচিত মন্ত্রণা-প্রদান করিবেন। দুঃখ অথবা নৈরাশ্যের জ্বালায় স্বামীর চিত্ত যখন দগ্ধ হইয়া যাইবে, পতিব্রতা রমণী সেই দুঃখ ও নৈরাশ্যের অংশভাগিনী হইয়া প্রিয়সম্ভাষণ-দ্বারা পতিহৃদয়ের সে দাবানল নিবাইয়া দিবেন। দৈবদুর্ব্বিপাক-বশতঃ স্বামী যদি কুসঙ্গের বিষময় ফলে অধঃ-পাতের পথে অগ্রসর হন, হিতাকাঙ্ক্ষিণী পত্নী সদুপদেশ দ্বারা তাঁহাকে সৎপথে আনয়ন

করিবেন। নিশ্চেষ্টতাবশতঃ স্বামী যদি কোনও কার্য্যে সফলতা লাভ না করিতে পারেন, পত্নী তাঁহাকে জ্বলন্ত ভাষায় উৎসাহ প্রদান করিয়া তাঁহার সেই জড়তা দূর করিবার চেষ্টা করিবেন্। স্বামী দুর্দ্দৈববশতঃ অরণ্যে অথবা কোনও দুর্গমস্থানে বাস করিতে বাধ্য হইলে, পত্নী প্রসন্নবদনে তাঁহার অনুগমন করিবেন্। এমন কি স্বামী যদি স্বকীয় বুদ্ধিতে কোন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন্, সহধর্ম্মিণী পত্নীও নিজে তাহার ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা না করিয়া সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। সংসারের সকল দুঃখের জ্বালা তিনি ধরিত্রীর মত সহ্য করিয়া স্বামীকে তাহার প্রাবল্য আদৌ জানিতে দিবেন্ না; এবং সাংসারিক সকল কার্য্যেই তিনি সহকারিণীর মত স্বামীর সহায়তা করিবেন্। সেই জন্য পণ্ডিতেরা বলেন—

"কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী
ভোজ্যেষু মাতা শয়নেষু রম্ভা।
ধর্ম্মানুকূলা ক্ষময়া ধরিত্রী
ভার্য্যা চ যাড়্গুণ্যবতীহ দুর্ল্লভা॥"

—স্বামীর সকল কার্য্যেই মন্ত্রী, কার্য্যসাধনে দাসী, ভোজ্য-সম্পাদনে জননীরূপিণী, শয়নে রম্ভাসদৃশী, ধর্ম্মের অনুকূলা এবং ক্ষমায় পৃথিবীতুল্যা,- এই ছয়গুণের অধিকারিণী ভার্য্যা জগতে দুর্ল্লভ।

আর একটী কথা। পাতিব্রত্যের গণ্ডীর ভিতর কেবল নিজের পতিটীকে রাখিয়া পতির আত্মীয়স্বজনকে গৃহ হইতে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিলেও পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম ঠিক্ পালন করা হয় না। কারণ, পতিকে আপনার বলিয়া বুঝিতে গেলে পতিসংশ্লিষ্ট সকলকেই আপনার বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে জিনিসকে ভালবাসা যায়, সেই জিনিষের সংশ্লিষ্ট সকল বস্তুর উপরই একটা ভালবাসার টান পড়িয়া থাকে। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া যে নারী পতিসংশ্লিষ্ট আত্মীয়বর্গকে বাদ দিয়া কেবল পতিটীকে আপনার করিয়া লইতে চায়, বুঝিতে হইবে সে নারীর পতির প্রতি ঠিক্ বিশুদ্ধ ভালবাসা হয় নাই,—তাহার ভালবাসা কটু স্বার্থগন্ধ-দ্বারা দূষিত হইয়াছে। সেই জন্য পতিব্রতা নারী পতির জনকজননী ও গুরুজনকে নিজের জনক-জননী ও গুরুজন ভাবিয়া ভক্তি করিবে; পতির ভক্তিভাজন অগ্রজ ও অগ্রজার প্রতি নিজের অগ্রজ ও অগ্রজার তুল্য সম্মান প্রদর্শন করিবে; পতির স্নেহাস্পদ ভ্রাতা ও ভগিনীকে নিজের ভ্রাতা ও ভগিনী ভাবিয়া স্নেহ অর্পণ করিবে; পতির ভক্তিভাজন অগ্রজজায়াকে নিজের অগ্রজা বলিয়া ভক্তি করিবে, পতির স্নেহাস্পদ অনুজজায়াকে নিজের অনুজা বলিয়া স্নেহ করিবে। স্বামীর পত্নী বলিয়া সপত্নীকে সখীজ্ঞান করিবে; পতির অন্যান্য স্বজনদিগকে নিজের স্বজন মনে করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিবে। আরও পতির সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া পতির সংসারকেও নিজের সংসার মনে করিয়া সেই সংসারের সর্ব্বতোভাবে শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিবে এবং অতিথিসৎকারাদি-ধর্ম্মপালন-দ্বারা সংসারকে সর্ব্বদাই সুপবিত্র করিয়া রাখিবে। এই ত ঠিক পাতিব্রত্য-ধর্ম্মপালন। এই জন্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—

"ভক্তিঃ প্রেয়সি সংশ্রিতেষু করুণা
শ্বশ্রূষু নম্রং শিরঃ
প্রীতির্যাতৃষু গৌরবং গুরুজনে ক্ষান্তিঃ
কৃতাগস্যপি।

অম্লানা কুলযোষিতাং ব্রতবিধিঃ
সোহয়ং বিধেয়ঃ পুন-
র্যদ্ভর্ত্তুর্দয়িতা ইতি প্রিয়সখীবুদ্ধিঃ
সপত্নীষপি॥

—প্রিয়জনে ভক্তি, আশ্রিতের প্রতি করুণা, মাতৃগণের প্রতি প্রীতি, গুরুজনে সম্মান, অপরাধীর প্রতি ক্ষমা এবং ভর্ত্তার দয়িতা বলিয়া সপত্নীর প্রতি অবিচলিতা প্রিয় সখীবুদ্ধি—এইগুলি কুলাঙ্গনাদিগের অনুষ্ঠেয় ব্রত।

এইজন্য বিবাহকালে পতি পত্নীকে বলিয়া থাকেন্—

"ওঁ ভগোহর্য্যমা সবিতা পুবন্ধি্‌মহ্যং
ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ। ওঁ অঘোরচক্ষুরপতি-
ঘ্নোধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ।
বীরসূর্জ্জীবসূর্দেবকামা স্যোনা শন্নো ভব
দ্বিপদে শং চতুষ্পদে। ওঁ সম্রাজ্ঞী
শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব। ননান্দবি
সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু॥"

—ভগ, অর্য্যমা, সবিতা, পুবন্ধি—এই সকল দেবতা গৃহস্থধর্ম্ম-পালনের জন্য আমাকে তোমায় দিয়াছেন। তুমি অক্রূরদৃষ্টি ও অপতিঘাতিনী হও; পশুদিগের সুখদায়িনী প্রসন্নচিত্তা ও তেজস্বিনী হও; তুমি বীর-সন্তান প্রসব কর, তোমার সন্তান জীবিত থাকুক্; তুমি দেবতার প্রতি ভক্তিপরায়ণা হও। তুমি আমার সুখকারিণী হও, এবং মনুষ্য ও পশুদিগের কল্যাণ সাধন কর। তুমি শ্বশুর ও শ্বশ্রূদিগের, ননদ ও দেবরদিগের প্রধান সেবিনী হও।"

এবং এই জন্যই মহর্ষি কণ্ব দুষ্মন্তগৃহে পাঠাইবার সময় শকুন্তলাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো
বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥"*

(ক্রমশঃ)

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

গানের স্বরলিপি।

সিন্ধু—কাফি। ঢিমা তেতালা।

আনন্দ তাঁর জড়িয়ে আছে
প্রতি ফুলে ফুলে,
আনন্দ তাঁর ছড়িয়ে গেছে
তৃণে তরুর মূলে।
আনন্দ তাঁর উঠ্‌চে বেজে
নীল আকাশের নীরব গানে
বাতাসের ঐ করুণ তানে
তপন তারার দোলে!

---

* ইহার অনুবাদ 'কুলবধূ'-প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে। লেখক।

আনন্দ তাঁর উঠ্‌চে ফুটে,
নিখিল বেদন-কাঁটা টুটে,
অশ্রু-মণির মালা হয়ে
ঝর্‌চে বুকের তলে !

আনন্দ তাঁর মূর্ত্তি ধরি
আস্‌চে আমার জীবন 'পরি
দুঃখ সুখের সাজে, দুয়ার
দিচ্চে খুলে খুলে ॥

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এ। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

০ ১ ২´
II সা সরজ্ঞা রা সা। সা রা রা জ্ঞজ্ঞা। সা রা -পা পা।
আ নন্‌দ তাঁ র জ ড়ি য়ে আছে প্র তি • ফু

৩ ০ ১
। পা পা -গমা -জ্ঞরসা । সা সরমা মা মা। মা পা পা মপা।
লে ফু ০লে ••০ আ নন্‌দ তাঁ র ছ ড়ি য়ে গেছে

২´ ৩ ॥
। র্সা র্সা ণা পপা। পপা পমা -জ্ঞা -রসা II
তৃ ণে ত রুর মৃ০ লে০ • ••

অন্তরা।

০ ১ ২´
II মা পপনা না না। র্সর্সা র্সা র্সা র্সা। মা না র্সা র্রর্রা।
আ নন্‌দ তাঁ র উঠ্‌ চে বে জে নী ল আ কাশের

৩ ০ ১
। র্সা নর্সা র্রর্সণা -ধপা। মা পা পপা পা। ণা ণণা পা পা।
নী রব গা০নে •• বা তা সের ঐ ক রুণ তা নে

২´ ৩
। মপা র্সা ণণা পা। মপা মজ্ঞা -রা -সা II
তপ ন তাবা র দো০ লে০ ০ •

সঞ্চারী।

০ ১ ২´
II সা সসসা না সা। ররা রা রা রা। মা পা পা পপপা।
আ নন্‌দ তাঁ র উঠ্‌ চে ফু টে নি খি ল বেদন

৩ ০ ১
। মা পা মমজ্ঞা -মা I মা পা পপা পা। পা পা মা পা।
কাঁ টা টু৽টে ০ অ শ্রু মণি র মা লা হ য়ে

২´ ৩
। র্সর্সা র্সা ণণা পা। মা পা -মা -জ্ঞা I
ঝর চে বুকে র ত লে ০ ০

আভোগ।

০ ১ ২´
I মা পপনা না না। র্সর্সা র্সা র্সা র্সা। না ননা র্সা র্রর্রা।
আ নন্দ তাঁ র মূর্ ত্তি ধ রি আ সচে আ মা৽র

৩ ০ ১
। র্সা নর্সা র্রর্সণা -ধপা I মা -পা পপা পা। ণা ণণা পা পপা।
জী বন ’প৽রি ০০ দু ঃ খসু খে র সাজে, দু য়ার

২´ ৩
। মপা র্সা ণা পা। -মপা মজ্ঞা -রা -সা II
দিচ্ চে খু লে খু লে৽ ০ ০

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

সাম্রাজ্য-সমিতিতে, "ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যে ভারতবাসীর অবস্থা"র আলোচনা—ভারত-সচিব সম্প্রতি ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধিকে জানাইয়াছেন যে, জুলাই মাসের সাম্রাজ্য-সমিতিতে সর্ব্বপ্রথমেই আলোচিত হইয়াছে যে, ভারতীয়েরা সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই ব্রিটিশ-নাগরিকের অনুরূপ ব্যবহার পাইবে। এই বিষয়ে গত বৎসরের কন্‌ফারেন্সে যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছিল, সেইগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। গত বৎসরের গৃহীত প্রস্তাবগুলি এই :—(১) উপনিবেশ-সমূহ ও ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট স্ব স্ব দেশের অধিবাসীর মৌলিক প্রকৃতি বজায় রাখিবার জন্য অপর দেশ হইতে আগন্তুক বাসিন্দাদিগের উপর আবশ্যক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। (২) ভারতবর্ষ ও উপনিবেশের অধিবাসীরা ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিক্ষা ও দেশ-ভ্রমণ প্রভৃতির জন্য যে-কোনও ব্রিটিশ-রাজ্যে গমন করিতে পারিবে।

(ক) কোনও উপনিবেশে ভারতীয় প্রজাদের উপর যেরূপ বিধি প্রবর্ত্তিত আছে, ভারতগবর্ণমেণ্ট সেই উপনিবেশের লোক-দিগের উপর ভারতবর্ষেও ঐরূপ আইন বিধিবদ্ধ করিতে পারিবেন্।

(খ) যে-সকল ভারতীয় অন্য দেশে ঔপনিবেশিক হইয়াছে, তাহারা প্রত্যেকে এক একজন বৈধ-পত্নী ও পুত্র আনিবার অনুমতি পাইবে। পত্নী ও পুত্র যে তাহার, ভারত-গবর্ণমেণ্টের সার্টিফিকেট-দ্বারা উহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে।

ফিজিদ্বীপে ভারতীয় কুলী-রমণীদিগের প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার নারীদিগের সহানুভূতি—

ভারতবর্ষের অনেক স্ত্রীলোক ফিজিদ্বীপে কুলীর কার্য্য করে। ভারতবর্ষ হইতে ইহাদিগকে যেরূপভাবে জাহাজে ভরিয়া পাঠান হয়, যেরূপভাবে এখনও তাহারা ফিজিদ্বীপে বাস করিতেছে তাহাতে ঐ সকল কুলীনারীর মান, ইজ্জত, সতীত্ব প্রভৃতি কিছুতেই রক্ষা পাইতে পারে না।

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার নারীরা ফিজিবাসিনী ভারতীয়া নারীদিগের এই দুর্গতি-মোচনের জন্য বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষ হইতে কুমারী গ্রাহাম ফিজি-প্রবাসী ভারতীয় কুলীরমণীদিগের দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার প্রতীকারোপায় নির্দ্দেশ করিবেন্। তিনি এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কয়েক মাস ফিজিতে অবস্থান করিবেন। পরোপকারিণীদিগের এই সাধু চেষ্টা সফলতা-লাভ করুক্।

ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ।—শ্রীমতী আগলস হেইগ্-নাম্নী এক চিন্তা-শীলা রমণী ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ অবগত হইয়া তাহার প্রতিবিধানের জন্য ইংলণ্ডের "ন্যাসান্যল রিভিউ"-নামক মাসিক পত্রে "ভারতের শিশুশিক্ষা"-সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধে আসল কথা তিনি এই লিখিয়াছেন যে, "বিদেশ হইতে আসিয়া ইংরাজ ভারতবর্ষের শান্তিরক্ষা করিতেছেন; সুতরাং ভারতবাসী জাতীয় বৃদ্ধি ও উন্নতির ইচ্ছা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তিন বা ততোধিক পুরুষকাল ব্রিটিশের পক্ষাশ্রয়ে শান্তি-সম্ভোগ করাতে ভারতবাসী জাতীয় সুকুমার বিদ্যা অবগত হইয়াছে, শিক্ষা বিপথগামিনী হইয়াছে, জাতীয় উদ্যম স্বাভাবিক পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে; ভারতবাসীর চিন্তা অবসন্ন ও উন্নতি বন্ধ হইয়াছে। ব্রিটিশ-শাসনে শান্তি তাহারা ভোগ করিতেছে।"

টেলিগ্রাফ ও পত্রের মাশুল-বৃদ্ধি—ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রচার করিয়াছেন, টেলিগ্রাফে কার্য্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বিভাগের উপকরণ ও কর্ম্মচারীর অল্পতা প্রভৃতি ঘটনায় আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে টেলিগ্রামের মাশুল বৃদ্ধি করা হইবে। বারটী কথার সাধারণ টেলিগ্রামের মাশুল আট আনার পরিবর্ত্তে বারো আনা করা হইবে; এবং অতিরিক্ত প্রত্যেক কথায় আধ আনার পরিবর্ত্তে এক আনা করিয়া দিতে হইবে। বারটী শব্দের জরুরী মাশুল এক্ষণে আছে এক টাকা মাত্র; উহা দেড় টাকা হইবে। তদতিরিক্ত প্রত্যেক কথার জন্য দুই আনা করিয়া দিতে হইবে। ভারত হইতে ইউনাইটেড কিংডম প্রভৃতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন রাজ্যসমূহে প্রেরিতব্য চিঠির মাশুলও বৃদ্ধি করা হইবে। আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে এক আউন্স চিঠির মাশুল এক আনার স্থলে দেড় আনা দিতে হইবে; তদতিরিক্ত প্রত্যেক আউন্সের জন্য এক আনা পড়িবে।

ভারত সম্রাটের সমবেদনা।—রুষিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ নিকোলাসের মৃত্যুতে ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। রুষ-সম্রাটের মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইলে, তাঁহার আত্মার সদগতির জন্য ইংলণ্ডের গির্জ্জাসমূহে যে প্রার্থনা

করা হইয়াছিল, সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও মহারাণী মেরী সেই প্রার্থনায় যোগদান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সম্রাট্-মহোদয় আদেশ করিয়াছেন যে, রুষ-সম্রাটের মৃত্যু উপলক্ষে ইংলণ্ডের রাজপুরুষগণকে একমাস-কাল শোক-চিহ্ন-ধারণ করিতে হইবে। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের এই উদারতা ও সমবেদনা-প্রকাশ অতীব প্রশংসনীয়।

ব্রহ্মদেশে উচ্চ রাজকার্য্যে রমণী-নিয়োগ —ব্রহ্মদেশবাসিনী কুমারী হিল্‌ভা ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের অর্থ-বিভাগীয় কমিশনারের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী নিযুক্তা হইয়াছেন। এই নিয়োগ-দ্বারা রমণীদিগের উচ্চ রাজকার্য্যে প্রবেশের অধিকার জন্মিল।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে মহিলাদিগের দাবী।—আহমেদাবাদ হোমরুল্-লীগের মহিলা-শাখায় সম্প্রতি এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড বিরচিত শাসন-সংস্কার-মতে ভারতীয় পুরুষেরা ব্যবস্থাপক সভায় যেমন ভাবে নির্ব্বাচিত ও মনোনীত হইবেন, মহিলারাও ঐ সকল পদে নিযুক্ত হইবার দাবী জানাইতেছেন। মহিলা-সভা হইতে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট এবং ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিকে এই অনুরোধ করা হইয়াছে যে, তাহারা মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড শাসন-সংস্কার-প্রস্তাবকে ঐ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য অনুরোধ করুন্।

ময়লা নোট।—গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ দিয়াছেন যে, সমস্ত ট্রেজারি, ডাকঘর, ব্যাঙ্ক ও রেলওয়ে ষ্টেশনে ময়লা নোট গ্রহণ করিতে হইবে। ময়লা বলিয়া উহা গ্রহণ করিতে কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না।

অতিলোভে তাঁতি নষ্ট।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শয়নাগার।

রাত্রি দশটা বাজিয়াছে। গৃহকর্ম্ম শেষ হইয়াছে। কর্ত্তা ও গৃহিণী শয়নাগারে কথোপকথন করিতেছেন।

গৃহিণী—সুরেনের বিয়ের কি কর্‌লে?

কর্ত্তা—(সট্‌কায় আলাপ করিতে করিতে) সম্বন্ধ ত অনেক আস্‌ছে!

গৃ—তা একটা যা হ’ক ঠিক্ করে ফেল না?

কর্ত্তা—দাঁড়াও, এম্, এর্ খবরটা বাহির হতে দাও।

গৃ—কবে খবর বাহির হবে?

কর্ত্তা—বোধ হয় আস্‌ছে মাসে বার হবে।

গৃ—আর দেরি যে সয় না। হর-গোবিন্দবাবুর মেয়ে এসে বলে যাচ্ছে, বোন্ এসে ব’লে যাচ্ছে, ঝিটা পর্য্যন্ত ছ্যাব্ ছ্যাব্ করে দু’কথা শুনিয়ে দিয়ে যাচ্ছে!—আর কত সহ্য কর্‌বো?

কর্ত্তা—কেন?

গৃ—তুমি কি ন্যাকা হ’লে?—কেন? ধার করেছ—দিতে হবে, জান না?

কর্ত্তা—তিনি কি আমাকে ছেড়ে দেবেন্? টাকা ধার নিয়েছি, টাকা দেব, সুদ দেবো! তা’র অত কথা বলা-বলির ধার ধারি নি।

গৃ—খবরটা বেরোবার আগে কি বে দেওয়া যায় না?

কর্ত্তা—যাবে না কেন? তবে খবরটা বেরুলে একটু দরে বিক্রি হবে।

গৃ—তবে এই ফাল্গুন মাসে দাও না কেন? একটী ভাল মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে। তারা দেবে থোবেও ভাল।

কর্ত্তা—কোথায়?

গৃ—ঠন্‌ঠনের মিত্তিরদের বাড়ীতে।

কর্ত্তা—তা'রা দেবে কি?

গৃ—নগদ ২০০০৲ দুহাজার টাকা, আর গা-সাজান গয়না।

কর্ত্তা—(একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) কি! নগদ দু'হাজার!!

গৃ—তবে তুমি চাও কি?

কর্ত্তা—আমি চাই আটটী হাজার।—শুন্‌লে?

গৃ—অত দেবে কেন?

কর্ত্তা—কি অত দেবে কেন! তুমি জান আজকাল ছেলের বাজার কি রকম? তাতে আবার আমার ছেলে, ছেলের সেরা ছেলে! হীরের টুক্‌রো বল্‌লেও হয়।

গৃ—তা ব'লে কি মেয়েব বাপ অত দেবে, না দিতে পার্‌বে?

কর্ত্তা—না দিলে চল্‌বে কেন?

গৃ—তোমার গরজ বলে?

কর্ত্তা—নিশ্চই। আমার টাকার কত দরকার জান? বাড়ী উদ্ধার কর্‌তে হবে—মেয়েটার বে দিতে হবে, মুদির দোকানের ধার শুধ্‌তে হবে।

গৃ—(হাসিতে হাসিতে) তবে তুমি ঠাউরেছ মন্দ নয়! এক ঢিলে তিন পাখী মার্‌বে?

কর্ত্তা—তা বই কি!—নিশ্চয় মার্‌বো। মার্‌বো না!

গৃ—কেন বল দেখি?

কর্ত্তা—ঐ ছেলেটার জন্যে কত খরচ করেছি, তা জান? আমার বড় মেয়েটার সময় তা'র শ্বশুর কি ছেড়ে কথা কয়েছিল?

গৃ—তা বলে কি তুমি তার শোধ নেবে এই রকম করে?

কর্ত্তা—নেবো না? আমার গায়ের রক্ত শুষে নেছে, আমার বুকের কল্‌চে খসে গেছে! আমি এখন সুযোগ পেয়েছি, ছাড়্‌বো কেন?

গৃ—তা হ'লে তুমি গরিবের মেয়ে আন্‌বে না?

কর্ত্তা—নিশ্চই না।

গৃ—গরীবের মেয়ে যদি সুন্দরী হয়? দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল হয়? ভাল কাজ-কর্ম্ম জানে?

কর্ত্তা—তা হলেও নয়।—(হাত নাড়িয়া) আমার টাকা চাই।—টাকা—টাকা—টাকা!

গৃ—খালি টাকা দেয়, আর মেয়ে যদি কাল হয়, তা'হলে ঘরে যে আগুন লাগ্‌বে?

কর্ত্তা—কেন?

গৃ—এখনকার ছেলে পিলে কি আর খালি টাকায় ভোলে? তারপর সুরেন্ আমার লেখা-পড়া শিখেছে! তা'র নজর ফর্‌সা হয়েছে,—সে দশজন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বেড়ায়! তারাও বা ব'লবে কি? তারপর সে নিজে সুপুরুষ, কার্ত্তিক বল্‌লেও হয়। সে কি আর একটা কালপেঁচী নেবে?

কর্ত্তা—তা বলে কি আর কাল মেয়ে বাজারে বিক্রী হবে না?

গৃ—হবে না কেন? বাজারে কি আর কিছু পড়ে থাকে?

কর্ত্তা—তবে?

গৃ—সেইজন্য বুঝি তুমি কাল মেয়ে খুঁজ্‌চো, অনেক টাকা পাবে বলে ?

কর্ত্তা—কাল মেয়ে খুঁজ্‌বো কেন ?

গৃ—(একটু বিরক্ত হইয়া) না—না—অনেক টাকা পাবে কি না !

কর্ত্তা—(একটু সাম্‌লাইয়া) না—না—। আমি তোমার মন বুঝ্‌ছিলাম। আমি কি এত আহাম্মুখ যে, আপ্‌নার পায়ে আপ্‌নি কুড়ুল মার্‌বো ? আপনার ছেলের জন্যে একটা কাল মেয়ে আন্‌বো ?

গৃ—কাল মেয়ে আন্‌লে আমার ছেলেও নেবে না, আমিও নেবো না।

কর্ত্তা—তা আমি জানি। তুমি এখন দিন কতক সবুর কর ; দেখ্‌বে তখন আমি সুন্দরী মেয়েও আন্‌বো, টাকাও নেবো। (কর্ত্তা উঠিয়া) হুঁ-হুঁ বাজার কেমন ! বাজার যে আগুন ! একটু চেপে যাও। ওর এম্‌-এ, পাশের খবরটা বেরুক্‌, তখন বুঝে নেবো।

ঘরের ঘড়িতে টং-টং-টং করিয়া ১২টা বাজায় কর্ত্তা ও গৃহিণী শয়ন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঘটক।

প্রাতঃকাল। একটী ব্রাহ্মণ শয্যা হইতে উঠিয়া ভাবিতেছেন্‌, 'আজ ত কিছুই নাই, —সংসার চলিবে কি-রূপে ? কোথায় যাইব ? কি করিব ?' এমন সময় ব্রাহ্মণী আসিয়া বলিলেন, "কৈ গো, তুমি এখনও ওঠ নি ! কখন্‌ বেরোবে ? ঘরে যে ছিটে-ফোটা জিনিস নেই ?—ছেলেরা এখনি যে খিদে খিদে করবে !"

ব্রাহ্মণ অগত্যা উঠিয়া মুখ হাত ধুইলেন। একখানি নামাবলি গায়ে দিয়া 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া বাটী হইতে বাহির হইলেন কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে ভাবিলেন 'ঘোষেদের সুরেন্‌ ও বি-এ পাশ করেছে। তা'র বিয়ের কথা সেদিন কে বল্‌ছিল। যাই একবার হরনাথবাবুর সঙ্গে দেখা করে যাই।

হরনাথবাবু বাহিরে বৈঠকখানায় ছিলেন, ঘটককে দেখিয়া একেবারে সাতহাত লাফাইয়া উঠিলেন ও বলিলেন, "এস এস ! কেমন ভাই, ভাল ত ?"

ঘ। আজ্ঞে হাঁ্যা, আপনার কল্যাণে এক রকম আছি।

হ। ও—রে—এ ! এক্‌ছিলিম তামাক দিয়ে যা।

একটা ছোক্‌রা চাকর একটা ডাবা হুঁকায় করিয়া তামাক দিয়া গেল। ঘটক একখানি গালিচায় বসিয়া ভড়্‌ ভড়্‌ করিয়া তামাক টানিতে লাগিল।

হ। কেমন হে, অনেক দিনের পর, কি মনে ক'রে বল দেখি ?

ঘটক—আজ্ঞে হাঁ্যা, সুরেনবাবুর বিয়ের জন্য একটী সম্বন্ধ এনেচি।

হরনাথবাবু—কোথায় হে ?

ঘটক—আজ্ঞে, বোসেদের বাড়ী।

হ—কোথাকার বোসেদের বাড়ী ?

ঘ—আজ্ঞে, বাগবাজারের বোসেদের বাড়ী।

হ—কার মেয়ে ?

ঘ—নন্দবাবুর মেয়ে।

হ—মেয়েটী কেমন ?

ঘ—মন্দ নয়।

হ—শুধু মন্দ নয় বল্‌লে হবে না,—দস্তুর

মত সুন্দরী চাই। আজ-কাল ছেলেদের গতিক জান ত?

ঘ—আর একটী মেয়েও হাতে আছে।

হ—সে কোথায়?

ঘ—বরাহনগরে।

হ—সে কাদের বাড়ী?

ঘ—মিত্তিরদের বাড়ী।

হ—মেয়েটী কেমন?

ঘ—খুব ভাল, পরমা সুন্দরী বল্‌লেও হয়

হ—মেয়ের বাপের অবস্থা কেমন?

ঘ—মন্দ নয়;—খুব ভাল।—জমিদারি আছে ম'শাই! বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসবাদি বার মাসে তের পার্ব্বন হয়। ঝি, চাকর, দরোয়ান, লোক-লস্কর অনেক আছে। তা ছাড়া অতিথিশালা, স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি তাঁর অনেক আছে। বাবুও খুব ভাল লোক।

হ—(আনন্দের সহিত) বেশ—বেশ—বেশ। কি দেবে থোবে বল দেখি? জান ত আমার ছেলে এম্‌-এ?—কলিকাতা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী! বড় ছোট কথা নয়!

ঘ। সুরেন্ বাবু কি এম্‌-এ পাশ করেছেন?

হ—সে পাশ করাই ধর।

ঘ—খবর বেরিয়েছে? গেজেট্ হয়েছে?

হ—সে পাশ ধরেই ন্যাও। ত'ার মত ছেলে কটা আছে? সে ফিবারে উঁচিয়ে পাশ করেছে। এণ্ট্রেন্স ফার্ষ্ট ডিবিশনে, এল-এ, ফার্ষ্ট ডিবিশনে, বি-এ অনার! ত'ার কথা ছেড়ে দাও। সে খুব ভাল ছেলে। সে এম্‌-এ, পাশ হয়েই আছে। ত'ার এম্‌-এ পাশে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এখন তুমি দেবা-থোবার একটা ঠিক্ কর দেখি?

ঘ। যে আজ্ঞে। এমন ছেলে কে না দেবে বলুন্?

"আমায় কিঞ্চিৎ" বলিয়া ঘটক হাত পাতিলে হরনাথবাবু একটী রৌপ্যমুদ্রা তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন। ঘটক তাহা টেকে গুজিয়া প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পাশের খবর ও বিবাহেব সম্বন্ধ।

কিছুদিন পরে সুরেনের পাশের খবর বাহির হইল। সুরেনেব মাতাপিতার আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের নিকট এই শুভ-সংবাদ টেলিগ্রাফের মত প্রচার করিতে লাগিলেন। সুরেনেব বড় ভগিনীপতি গেজেটে এই শুভ-সংবাদ পাইয়া বাটীতে আসিয়া গৃহিণীর নিকট উহা বলিলেন। ভগিনীর যাহার পর নাই আনন্দ হইল। তিনি স্বহস্তে ভ্রাতার এই শুভসংবাদ চিঠির দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন।

গঙ্গার ঘাটে মেয়েদের মধ্যে এই কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। কেহ বলিতে লাগিল, "বেশ হয়েছে। ছেলেটী ভাল।" কেহ বলিল, "বাপ্ এইবার দাঁও মার্‌বে।" কেহ বা বলিল, "মায়ের এবার ঠ্যাকারে মাটিতে পা পড়্‌বে না।"

কয়েকজন সমবয়স্ক জুটিয়া সুরেনের নিকট খাইবার জন্য ধরিয়া বসিল। তাহারা নছোড় বন্দা;—সুরেনের নিকট খাইবেই খাইবে। সুরেনের বাপ্ এই খবর পাইয়া তাহাদিগকে বাটী হইতে হাঁকাইয়া দিলেন। তাহাদিগের

মধ্যে কেহ ভাল কেহ মন্দ। দুই একজন সুরেনের বাপের কথায় চটিয়া গিয়া একটা দল বাঁধিয়া, কিসে সুরেনের বাপ্‌কে অপ্রতিভ করবে সেই চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল।

সুরেনের বাপ্ স্বভাবতঃ লোভী। তিনি অনেক দিন ধরিয়া টাঁকিয়া বসিয়াছিলেন, ছেলে এম্-এ পাশ করিলেই নিলামে তাহাকে চড়াইয়া দিবেন্। কত ঘটক্ ঘট্‌কী আসিতে যাইতে লাগিল, কৃত সম্বন্ধ স্থির হয় হয় করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইল! কেহই সুরেনের বাপের দাবীর নিকট অগ্রসর হইতে পারিল না।

একদিন রামদাস-নামক একটী ব্রাহ্মণ আসিয়া সুরেনের পিতাকে বলিলেন, "মহাশয় আপ্‌নার পুত্রটী এম্-এ, পাশ করিয়াছে শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। আমি তাহার জন্য একটী উত্তমপাত্রী নির্ব্বাচন করিয়াছি। পাত্রীটী দেখিতে সুন্দরী, বয়স ১২ বৎসর। ঘর ভাল। বাপ্ মা আছে। বাপ বড় চাক্‌রী করে।—দেবে থোবে ভাল।"

হরনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দিবে?"

ব্রাহ্মণ। আপনি যা চাইবেন, দেবে।

হরনাথ—আমি ৮০০০৲ হাজার টাকা নগদ, আর মেয়েটী ভাল চাই।

ব্রাহ্মণ—তাই দেবে। মেয়ের বাপের অবস্থা ভাল। আপনার ছেলেও ভাল—এম্-এ পাশ করা।—কেন না দেবে?

হরনাথবাবু। তবে কবে মেয়ে দেখ্‌তে যাব?

ব্রাহ্মণ। যেদিন আপনার ইচ্ছা।

হ। বেশ, তবে আস্‌ছে রবিবার যাওয়া যাবে। "শুভস্য শীঘ্রম্ অশুভস্য কালহরণম্।" শুভকার্য্যে আর বিলম্বে কাজ কি?

ব্রাহ্মণ। তা-ত বটেই! তবে তাই স্থির রইল। আমি রবিবার প্রাতে ৮টার সময় কৃষ্ণদাস পালের ষ্ট্যাচুয়ের কাছে অপেক্ষা কোরবো।

পথে আসিতে আসিতে রামদাসের সহিত দুইজন যুবার সাক্ষাৎকার হইল। তাহারা আগ্রহ-সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "কাজ কতদূর এগুল?" রামদাস স্ফূর্ত্তির সহিত বলিলেন, "শর্ম্মা যখন হাত দিয়েছেন, তখন কাজ একপ্রকার সম্পন্ন করিবেই করিবে, জানিও।"

যুবকদ্বয়। এখন উপস্থিত কি হ'ল?

ব্রাহ্মণ। আজ মেয়ে দেখ্‌তে যাবার দিন।

যুবা দুইজন সোৎসুকভাবে বলিল, দেখো ভাই, ফস্‌কে না যায় যেন! একজন কন্যাভারগ্রস্ত গরিবের মেয়েকে উদ্ধার করিয়ে দিও। তোমার নাম চিরকাল ক'র্‌বে—ভগবান্‌ও তোমার উপর সন্তুষ্ট হবেন। লোকটার কি অহঙ্কার! ছেলে এম্-এ পাশ করেছে বলে চোখে কানে দেখ্‌তে শুন্‌তে পায় না। আপনার গুমরেই আপনি মত্ত! শুধু তাই! আবার খাঁই ত কমও নয়! আকাশ পাতাল খিদে! সর্ব্বগ্রাসী!

যুবা দুইজনের নাম হরেন্ ও বরেন্। তাহারা সুরেনের সমবয়স্কদিগের দলের গোড়া। ঘটক যখন যুবকদ্বয়ের সহিত কথা কহিতেছিলেন, তখন দূরে হরেন হরনাথ-বাবুকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "পালাও—পালাও! ঐ হরনাথবাবু আস্‌তেছে।" তাহারা দুইজনে একদিকে ফিস্‌ফাস্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ ও হরনাথবাবু কন্যার পিতার বাড়ীর দিকে চলিলেন।

হরেন। বুড়োটার আশা কম নয়।

৮০০০৲ হাজার টাকা চায়! বাবা! আ—ট—হা—জা—র। ও নিজে একজায়গায় ৮০০০৲ হাজার টাকা দেখেছে কি না সন্দেহ!

বরেন্—তাইতে ত ওকে একবার জব্দ করা দরকার।

হরেন্—(হাসিতে হাসিতে) তা যা কল খাঁটান গিয়েছে, তা বড় মন্দ নয়।—বাছাধনকে প'ড়তে হবেই হবে। আর আমাদের রামদাসও কম খেলোয়াড় নয়!

বরেন্। ছেলের পাশের খবর নিয়ে আপনি দশখানা গেজেট হয়ে বেড়াচ্ছে! লোকে হাস্‌ছে বৈ আর কিছুই নয়। ওটা পাগল—পাগল!

হরেন। স্থাখ না, ওর ছেলে পাশ হ'ল, আমরা আহ্লাদ ক'রে সন্দেশ খেতে চাইলাম, ব্যাটা কি না বল্লে, "আমি পয়সা খরচ ক'রলাম, স্থরেন্ খাট্‌লে, পাশ হ'ল, আর ব্যাটারা বলে, 'আমাদের খাওয়াও'!"

বরেন্। দাঁড়াও না, এইবার ওষুধ দিয়ে ছাড়্‌বো। যা মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করা গেছে, তাতে বাছাধনকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা পেতে হবে।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গাভী প্রসব করিলে, তাহার দুগ্ধ ৫ বা ৬ দিন পর্য্যন্ত অব্যবহার্য্য থাকে। অতঃপর দুগ্ধকে জাল দিয়া পরীক্ষা করিয়া লইবে। যদি কাটিয়া না যায়, তবে সে দুগ্ধ ব্যবহারোপযোগী জানিবে। গাভীর রোগ জানা না থাকিলে, পীড়িত গাভীর দুগ্ধ ব্যবহার করা উচিত নহে।

দুগ্ধ হইতে নবনীত তুলিতে হইলে, দুগ্ধকে ১৮০° ডিগ্রির তাপে গরম করিয়া ৯০° ডিগ্রিতে শীতল করিবে। অতঃপর তাহা হইতে কল-দ্বারা নবনীত উঠাইবে। দুগ্ধ উষ্ণ করিলে তাহার কীটাণু মরিয়া যায় এবং নবনীতও কঠিন হয়। জাল দেওয়া দুগ্ধ হইতে নবনীত উঠাইয়া লইলে, যে দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকে তাহা স্বাস্থ্যকর এবং অধিক সময় পর্য্যন্ত থাকে। দুগ্ধ উষ্ণ না করিলে নবনীত উঠান দুগ্ধ অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। গাভীর দুগ্ধ স্বাদু; সুতরাং তাহা আহারের জন্য রাখিবে। মহিষের দুগ্ধ নবনীত বা সর প্রস্তুতের জন্য রাখা উচিত।

গৃহস্থেরা ঘোল-মৌনী-দ্বারা নবনীত উঠাইয়া থাকে। ঘোলমৌনী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পদার্থ। ঘোলমৌনী ধৌত করিতে হইলে, প্রথমে শীতল জলের দ্বারা ও পরে উষ্ণ জলের দ্বারা ধৌত করিবে। সোডা কখনও ব্যবহার করিবে না। কারণ, প্রথমতঃ তাহা কাষ্ঠের গাত্র হইতে সহজে অপসৃত হয় না, দ্বিতীয়তঃ, ক্ষার-নিবন্ধন মন্থনে বাধা দেয়, এবং তৃতীয়তঃ, কখনও কখনও মন্থন বিফল হইয়া থাকে। উষ্ণ জলে ধৌত করিলে কাষ্ঠের ছিদ্রগুলি খুলিয়া যায় এবং তন্মধ্যে শীতল জল প্রবেশ করিয়া নবনীতকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না। লবণ-দ্বারা ঘর্ষণ করিলে, জলের গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়; সুতরাং, তাহা কাষ্ঠের ছিদ্র মধ্য দিয়া নবনীত প্রবেশের পথ আরও রুদ্ধ করে। উষ্ণজল তৈলাক্ত পদার্থকে বিগলিত করে এবং পরে শীতল জলের ব্যবহারে কাষ্ঠ স্ফীত হইয়া ছিদ্রগুলিকে রুদ্ধ করে।

ঘোলমৌনী-দ্বারা নবনীত উঠানর কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। দুই মিনিট মন্থন করিয়া কিছু সময় বিশ্রাম দিবে এবং এক পাইণ্ট (দশ ছটাক) শীতল জল উপরে ছিটাইয়া দিবে। অতঃপর পুনরায় দুই মিনিট মন্থন করিয়া কয়েক সেকেণ্ড বিশ্রাম দিবে এবং পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে জল ছিটাইয়া দিবে। দুই মিনিট পরে তৃতীয় বার মন্থন আরম্ভ করিবে। এই সময়ে নবনীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুর আকারে দেখা দিবে। তখন প্রায় দুই পাইণ্ট (এক সের চারি ছটাক) জল মিশ্রিত করিয়া ধীরে ধীরে মন্থন করিতে হইবে। (ক্রমশঃ) শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 661. September, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬১ সংখ্যা। | ভাদ্র, ১৩২৫। সেপ্টেম্বর, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

জন্মদিনের গান।

(ভৈরবী-একতালা)

অন্তরেরি পাগল আজো জাগ্‌লো না—
জাগ্‌লো না, জাগ্‌লো না।
তার বর্ণ-গীতি-গন্ধ-পরশ
হৃদয়-মাঝে লাগ্‌লো না!
জেগেছে সে ফলফুলে,
সিন্ধু-দোলায় নদীর কূলে,
প্রভাত পাখীর কলকলে,
হৃদয়-তলে জাগ্‌লো না—
জাগ্‌লো না, জাগ্‌লো না!
ডাক্‌লো সে যে আকাশ ভরে
গোপনে মোর নামটি ধরে,
মূর্চ্ছনা তার কেঁপে কেঁপে
বাজ্‌লো দূরে দূরে!
ফুট্‌লো সে ডাক্ তারার মালায়,
অন্ধ ঘরের দহন-জ্বালায়,
হৃদয়-তলে পাগল তবু
আগল খুলে জাগ্‌লো না—
জগ্‌লো না, জাগ্‌লো না॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২৮)

রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। নমিতা সেই যে শুইয়াছে, আর উঠে নাই। বিমল দুই তিনবার গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে, নমিতা অবাধে, অকাতরে ঘুমাইতেছে।

রাত্রিতে আহারাদির পর বিমল আবার নমিতাকে দেখিতে আসিল। সে তখনও ঘুমাইতেছে। নিদ্রায় সকল যন্ত্রণার অবসান ভাবিয়া বিমল তাহাকে উঠাইল না; নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

একটু পরে কে সজোরে সদর দুয়ারের কড়া নাড়িল। বিমল গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল;—দেখিল, মিস্ স্মিথ্। রাস্তায় গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; তাহাতে দুইজন লোক বসিয়া আছে। একজন সুরসুন্দর তেওয়ারী, অপর ব্যক্তি নির্ম্মলবাবু। দুই জনেই হাতে মুখ ঢাকা দিয়া নির্ব্বাক্‌ভাবে পাশাপাশি বসিয়া আছেন।

স্মিথ ভিতরে ঢুকিয়া বলিলেন, "নমি কই, নমি?"

বিমল সংক্ষেপে বলিল, "বাড়ী এসে একবার ফিট্ হয়েছিল,—অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে গেছে। এখনো ঘুম ভাঙ্গে নাই।"

স্মিথ বলিলেন, "থাক্। তোমার মার সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে?"

বিমল বলিল, "হাঁ, আসুন। তিনি ঘুমাতে পারেন্ নি।"

স্মিথকে সঙ্গে করিয়া বিমল মাতার ঘরে আসিল। মাতা অস্থিরভাবে এ-পাশ ও-পাশ করিয়া, গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শয্যা-কণ্টকী যাতনা ভোগ করিতেছিলেন; স্মিথকে দেখিয়া কাতর-স্বরে বলিলেন, "স্মিথ, নমির কপালে এই কলঙ্ক ছিল?"

স্মিথ দৃপ্তস্বরে বলিলেন, "না, ও-কথা বোল না। এ নমির কলঙ্ক নয়। আমাদের কলঙ্ক! তুমি কাউকে চেন না, কা'র কথা তোমায় বল্‌ব!—নিজের কথাই বলি।—আমিই এ দোষের জন্য দায়ী! ওদের কুৎসা-স্থষ্টিকারি-শক্তির জয় হোক। ওদের কোন দোষ দেব না আজকে।—কিন্তু দেখ্‌ব আজকে, সেই কাণ্ড-জ্ঞানহীন, মূর্খ জ্যাকসন্‌কে! সে ন্যায়পরায়ণ-তার দোহাই দিয়ে এত বড় অন্যায় কাজ করেছে কোন্ আইনের বলে?—আমি এখনই গিয়ে কৈফিয়ৎ নিচ্ছি।—সে সভ্য ইংরেজ, না বন্য পশু, আমি এখনই আজ দেখ্‌ব! একই সমাজের সভ্যতা আর ন্যায়পরায়ণতার গৌরব-সংস্কার তার মগজে, আর আমার মগজে, সমানভাবে গাথা আছে।—তার ভুল সংশোধনে উদাসীন থাকলে আমাকে প্রত্যবায়ের ভাগী হতে হবে। আজ চাবুকে তার চৈতন্যের উদ্বোধন কর্‌ব। আমি জ্বলন্ত প্রমাণ হাতে করে এসেছি।—"

চোরা-পকেট হইতে একখানি পত্র টানিয়া বাহির করিয়া স্মিথ বলিলেন, "ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী মৃত্যুর পূর্ব্বে এই চিঠি তা'র দেবর নির্ম্মল মিত্রকে লিখে রেখে গেছে।—এ চিঠি আমার হাতে পড়েছে। নমিতা কেন কিসের জন্য দু'দিন তাঁর কাছে গেছ্‌ল, এতে সব খুলে লেখা

আছে।—এতেই ডাক্তারের মিথ্যাবাদিতা ধরা পড়্‌বে। আমি নির্ম্মলকে পাক্‌ড়াও করে নিয়ে চলেছি। এখনই ডাক্তার-সাহেবের কাছে গিয়ে সাক্ষ্য দেওয়াব। ও মিথ্যা বল্‌তে পার্‌বে না। আমি প্রমাণ করাব,—ডাক্তার কি দরের মানুষ!—ডাক্তারের বাড়ীতে যে স্ত্রীলোকটি রাঁধুনীর কাজ করে, তার সঙ্গে যে ওর কি সম্পর্ক, সে ওর বাড়ীতে, ওরই মাইনে খেয়ে যারা ঝি চাকরের কাজ করে, তারা সুস্পষ্টরূপে খুলে বলেছে। শুধু তাই।—কত কেলেঙ্কারীর কথা বল্‌ব! মিসেস দত্ত নাশের সঙ্গে ওর এত বাধ্যবাধকতা কিসের, ফিমেল ওয়ার্ডের মেথরাণীরা তার চাক্ষুস সাক্ষী আছে। আমি এতক্ষণ কুঠিতে বসে, সব্‌-ডিবিশনাল অফিসারকে ডাকিয়ে, সাক্ষ্য রেখে, তাঁর সামনে সব জবানবন্দী টুকে নিয়েছি।—আজ সারাদিনই ওর কাজে আমাকে বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। ও হত্যাকারীর কাছে ঘুস নিয়ে রিপোর্ট পাল্টে লিখেছে,—ও ডাক্তার-সাহেবের ক্লার্ক সেই শরৎ-পাজীকে ঘুস দিয়ে হাতে রেখে কত ভয়ানক কাজ করেছে, আমি তার সব প্রমাণ সংগ্রহ করেছি। আজ জেলের দুয়ার ওর সামনে খোলা।—ও এত অকীর্ত্তি করে রেখেছে! কিন্তু বলি-হারি ওর অসীম সাহসকে!—শয়তান এখনো অসঙ্কোচে বাঘের মত হিংস্র ক্রূরতা নিয়ে, এমন নির্ভয়ে হাঁক্‌-ডাক্‌ করে বেড়ায়! কিন্তু ও জানে না, স্মিথ-সিংহী ওর পিছুতে লেগেছে; এবার ওর সর্ব্বনাশ করে ছাড়্‌বে!—”

গৃহস্থ সকলে আড়ষ্ট, স্তম্ভিত! স্মিথ-সিংহী-ই বটে! আজ একেবারে ক্ষিপ্তা-সিংহীর মতই তিনি ভীষণ-উগ্র! আজ তাঁহার অগ্নি-বর্ষী চোখের সাম্‌নে চোখ তুলিয়া চাহে সাধ্য কাহার!—তাঁহার কণ্ঠের বজ্র নিনাদে গৃহের দেয়ালগুলা পর্য্যন্ত যেন থর্‌-থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল!

থামিয়া, একটু শান্ত হইয়া স্মিথ সংযত স্বরে বলিলেন, “তুমি নিশ্চিন্ত হও। কোন ভয় নেই।—মাথার ওপর সর্ব্বদর্শী ভগবান্‌ আছেন, মিথ্যার দম্ভ কখনো টিক্‌তে পারে না, এটা নিশ্চয় জেনো!—যদি নমিকে না চিন্‌তাম তাহলে আজ হাত গুটিয়ে বসে থাক্‌তাম্‌। কিন্তু আমি যে তাকে চিনেছি, আমি নিজের হৃদয়কে যত না বিশ্বাস করি, তাকে তার চেয়ে বিশ্বাস করেছি। তার অন্যায় অপমান, আমি কখনো সহ্য করব না! ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে, খুব সহজেই আমার কার্য্যোদ্ধার হয়েছে।—আজ সমস্ত মিথ্যার অত্যাচার আগুনে ছারখার করে ফির্‌ব! একটু সবুর কর, আগে ডাক্তার-সাহেবকে দেখে আসি,—তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে আসি, তাঁর মগজের চেয়ে আমার মগজ বিশ বছরের বেশী পুরাতন!”

দ্বারের দিকে দুই পা অগ্রসর হইয়া স্মিথ বলিলেন, “আবার বল্‌ছি, তোমরা কিছু ভেবো না।—নমি শুধু তোমার সন্তান নয়, আমাদেরও সন্তান। আমরা নিশ্চয়ই নিজেদের দায়িত্বের সম্মান রাখ্‌ব;—রাখতে আমরা বাধ্য যে! নিজে সারাদিন এই এক পোষাকে ঘুরছি; পোষাক বদ্‌লাতে সময় পাই নি।—এবার ডাক্তার সাহেবের কাছে চল্লুম, আজ সারারাত তাঁকে খাটাব,—ঘুমাতে দেব না।—তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাও।”

স্মিথ দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন।

(২৯)

ঘড়িতে টং-টং করিয়া রাত্রি দুইটা বাজিল। 'খটাবট্ খটাবট্'—করিয়া ডাক্তার-সাহেবের প্রকাণ্ড ওয়েলার-যুক্ত গাড়ীখানা আসিয়া হাঁসপাতালের অদূরে মোড়ের মাথায় দাঁড়াইল। সর্ব্বাঙ্গ ক্লোকে ঢাকা ডাক্তার-সাহেব লাফাইয়া গাড়ী হইতে নামিলেন, তারপর নামিলেন, স্মিথ, সুরসুন্দর, আর সমুদ্রপ্রসাদ কম্পাউণ্ডার ও সেই সর্দ্দার কুলী ছটু র পুত্র, লাল্লু।

সকলে নিঃশব্দে আসিয়া হাসপাতালের ফটকে পৌঁছিলেন। ফটক ভিতর হইতে চাবি-বন্ধ। পার্শ্বেই দ্বারবানের ঘর। ডাক্তার-সাহেব স্বয়ং অগ্রবর্ত্তী হইয়া, খুট্‌খুট্ করিয়া ফটক ঠেলিয়া, মোলায়েম স্বরে ডাকিলেন—"ড্যারোয়ান্, ইয়ো ড্যারোয়ান—।"

মাঞ্জা করা সূতার করকরে ধারের মত, চাঁচা গলায় দ্বারবান্ ভিতর হইতে উত্তর দিল, "কোই হ্যায় রে?"

ডাক্তার-সাহেব সুচারু উচ্চারণে একটী গালি পাড়িয়া, মৃদুকণ্ঠে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন,—"টৌমরা পাপা হ্যায়, জল্‌দি কেয়াড়ি খোল,—জল্‌দি!"

এবার দ্বারবানের চমক ভাঙ্গিল, মাথা ঘুরিয়া গেল; চাবি লইয়া ছুটিয়া আসিয়া ফটকের তালা খুলিতে খুলিতে ভয়-জড়িত স্বরে বলিল, "হুজুর, মাপ কিজিয়ে, হাম পছনে"—

তাহার মুখের কথা মুখে রহিল। ডাক্তার সাহেব গম্ভীর স্বরে তাহাকে বলিলেন, "চুপ্ রও, হল্লা করো মৎ!"—

দ্বারবান্ ফটক খুলিয়া এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার সাহেব পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইয়া, লাল্লুকে কি ইঙ্গিত করিলে, সে চক্ষের নিমেষে এক লম্ফে দ্বারবানের ঘাড়ে পড়িয়া তাহাকে ভূমিসাৎ করিল, সমুদ্র পাগড়ী খুলিয়া সুদৃঢ় বন্ধনে তাহার হাত পা বাঁধিল। ডাক্তার-সাহেব হাতের রুলটি তাহার মুখের সাম্‌নে আন্দোলন করিয়া তীব্র-স্বরে বলিলেন, "ঝট্ বোলো, উ লোক চোরি-কো মাল কাঁহা গাড়া রাখ্‌খা?"

দ্বারবান্ পাংশুমুখে বলিল, "হুজুর, মায় বাপ,—হাম্‌বা কোই কসুর নেই হ্যায়, হুজুর—!"

ডাক্তার-সাহেব বলিলেন্, "বহুৎ আচ্ছা, মাল কাঁহা বোলো।—"

দ্বারবান্ বলিল, "ফটক্‌কা ডাহিন্ মে,—ঐ জমীন্ কো নীচু গাড়া হ্যায়।—"

ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "লাল্লু, ফটকমে চাভি লাগায়কে, ইস্‌কো পাশ ঠাড়া রও,—"

তাঁহারা বাগানের সরু পথ ধরিয়া 'ফিমেল ওয়ার্ডে'র পার্শ্ব দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া, মেল ওয়ার্ডের বারাণ্ডায় উঠিলেন। তাহপর নিঃশব্দে সকলে দ্বিতলে উঠিয়া, বারেণ্ডার প্রান্তে শেষ ঘরটির সাম্‌নে আসিয়া পৌঁছি-লেন। ঘরের দ্বার ভেজান ছিল। ভিতরে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে, কয়জন লোক মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এবং মাঝে মাঝে খুব জোরে হাসিও হইতেছে।

ঘরের দ্বার ঠেলিয়া ডাক্তার সাহেব আগে ঢুকিলেন; পিছনে, স্মিথ। সুরসুন্দর ও সমুদ্র চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

একটা মস্ত টেবিল ঘিরিয়া ডাক্তার মিত্র, ক্লার্ক শরৎবাবু, হিতলালবাবু, আর এক-জন ঘোর কৃষ্ণকান্তি অপরিচিত প্রৌঢ়

ব্যক্তি সারি সারি চেয়ারে বসিয়া মদ্যপান করিতেছেন। দত্তজায়া টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া গ্লাশে 'হুইস্কি' ঢালিয়া দিতেছেন, তাঁহার অবস্থাও খুব প্রকৃতিস্থ নহে। হিত-লালবাবু চেয়ারের পিঠে ঘাড় হেলাইয়া অর্দ্ধ-চেতন অবস্থায় যা-তা বকিতেছেন্। ডাক্তার মিত্র ও শরৎবাবুর অবস্থা ততদূর শোচনীয় নহে। তবে শাদা চোখ কাহারও নাই। কৃষ্ণ-কান্তি পুরুষটি গম্ভীরভাবে ঝিমাইতেছেন।—তাঁহার সাম্মুখে টেবিলে বিভিন্ন রকমের নিব্-লাগান কতকগুলা কলম, কয়েকটা দোয়াত ও সারি সারি থাকবন্দী বিস্তর লেখা-কাগজ রহিয়াছে।

ডাক্তার-সাহেব ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন "শুভ-রাত্রি, ডাক্তার মিত্র! অনধিকার প্রবেশের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা কর্‌ছি;—কিন্তু এখানে এ-সব হচ্ছে কি?—নার্শ, তুমি এখানে কেন?"

সকলে বজ্রাহত, নিস্তব্ধ। কৃষ্ণকান্তি পুরুষটি ঝিমান বন্ধ করিয়া, গুলিখোরের মত গোল চোখ-ছইটা পাকাইয়া তীব্রদৃষ্টিতে একবার চাহিল, তারপর চট্ করিয়া উঠিয়া, পরম-ভক্তিসহকারে মাথা ঝুঁকাইয়া সেলাম করিয়া, ব্যস্ত-সমস্তভাবে তল্পিতল্পা গুটাইয়া বগলে পুরিয়া, সবিনয়ে বলিল, "হাঁ সাহেব, ভুল হয়ে গেছে। আমি পুওর ম্যান, থার্ড পার্‌সোন্!—এই ডাক্তারবাবুকে 'কল' দিতে এসেছি; কাল সকালে আমার বাড়ী যেতে হবে। আমি কখনই যাচ্ছি—"

ডাক্তার-সাহেব পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দাঁড়াও ভদ্রলোক, এক পা এগোবে, কি এই রুলের ঘায়ে মাথা ভেঙ্গে দেব। সাবধান!—চালাকি কোর না, কাগজগুলা দাও দেখি।—তেওয়ারী, সমুদ্র সিং—এস, বাঁধো এই 'রাস্কেল' কে!"

সমুদ্র আসিয়া একটানে তাহার হাত হইতে কাগজের তাড়া টানিয়া লইয়া টেবিলের উপরে ফেলিল; বলিল, "স্যর, এই দেখুন্, আবার সব বেনামী দরখাস্ত নানা ধাঁচে তৈরী হচ্ছে!—এ কি! বাঃ! স্মিথের লেখাও জাল হচ্ছে যে। ভাল, ভাল। স্যর, এই লোকটাই সহরের সেই প্রসিদ্ধ জালিয়াৎ—বেণীমাধব ছকমল্।—ইনি ঐ হিতলাল-বাবুর বাবার ধামা-ধরা জালিয়াৎ বন্ধু...।"

রোষ-কষায়িত নেত্রে চাহিয়া ডাক্তার-সাহেব বেণীকে বলিলেন,—"আচ্ছা তুমি এখন থাক; কাল সকালে পুলিশ-বাবার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকার হবে।"

ক্লোকটা খুলিয়া একটা চেয়ারের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ডাক্তার-সাহেব অগ্রসর হইয়া আসিলেন; ক্রোক শরৎবাবুর দুই কাণ ধরিয়া উত্তমরূপে নাড়া দিয়া 'ঠাই ঠাই'-শব্দে তাহার দুই গালে দুই বজ্র-চপেটাঘাত বসাইলেন; ভ্রুকুটি করিয়া বলিলেন, "তুমি বড় হুঁসিয়ার লোক আছ! কাপ্তেন জ্যাক্‌সনকে গাধা পেয়েছিলে, কেমন?"

শরৎবাবুকে ছাড়িয়া ডাক্তার-সাহেব ফিরিয়া দাড়াইলেন। দত্তজায়ার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন "নার্শ, তোমায় সস্‌পেণ্ড কর্‌লুম্। এই মুহূর্ত্তে হাঁসপাতাল-গ্রাউণ্ডের সীমা ছেড়ে দূর হও। তোমার বিরুদ্ধে উৎকোচ-গ্রহণের অভিযোগ উপস্থিত হয়েছে।—জেনে রেখো, যথাস্থানে তাহার বিচার হবে।"

দত্তজায়া এতক্ষণ নিঃশব্দে একপাশে জড়-সড় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এইবার বিনা-বাক্যে ধীরে ধীরে প্রস্থান করলেন।

ডাক্তার-সাহেব বজ্রনিনাদে বলিলেন, "প্রমথবাবু, তোমার আজ স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে! বৈকালে তোমায় বড়ই কাতর দেখেছিলুম না? বহুৎ আচ্ছা, এখন তোমার অবস্থা-পরিবর্ত্তনে আমি সুখী। কিন্তু হাঁসপাতালে ওয়ার্ডের মধ্যে বন্ধুবান্ধব নিয়ে তোমার যথেচ্ছাচার করবার অধিকার নাই, সে কথা ভুলে গেলে কেন? কাজটা কি ভাল হয়েছে?"

প্রমথবাবু কোন উত্তর দিলেন না। ডাক্তার-সাহেব একটু থামিয়া বলিলেন, "ডাক্তার, আজ সকালে যে নার্শকে সস্পেণ্ড করিয়েছ, বল ত সে নার্শ—সেই বালিকা নার্শ, তোমার বাড়ীতে কিসের জন্য যাওয়া আসা করতেন? এইখানে একবার সত্য বল দেখি, ডাক্তার!...কি হে, বল্‌তে চাও না এখন? আচ্ছা, এই চিঠিখানা পড়ে দ্যাখো দেখি।—এ লেখাটা কা'র চেন কি?"

ডাক্তার মিত্র চিঠির দিকে চাহিয়া শিহরিয়া বলিলেন, "স্যর, এ জাল চিঠি!—এ আমার স্ত্রীর লেখা নয়!"—

বিদ্রূপের স্বরে ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "বটে। কিন্তু যে লোক এ চিঠি সনাক্ত করেছে, সে কে জান? সে তোমারই ভাই, নির্ম্মল মিত্র! তিনদিন আগে যার নাকে ঘুসী মেরে রক্তপাত করেছিলে, গলাধাক্কা দিয়ে যার সঙ্গে তোমার মাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, সেই নির্ম্মল মিত্র;—মৃত্যুশয্যায় শায়িত স্ত্রীর সঙ্গে এতটুকু সদয় ব্যবহার করবার জন্য যে তোমার পায়ে ধরে মিনতি করিতেছিল,—এ লোকটা সেই,—তোমার পারিবারিক সম্পর্কভুক্ত একজন! বল ডাক্তার, এ লোকটাও কি আমায় ঠকিয়ে গেছে?"

ডাক্তার মিত্র কোন উত্তর দিলেন না। ডাক্তার-সাহেব সুরসুন্দরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মিত্রকে বলিলেন, "দেখ দেখি চেয়ে, একে চিন্‌তে পার, বোধ হয়? এ না কি ঔষধ-অস্ত্র চুরি করে গেছে? সেই যে বেনামী দরখাস্তে ঔষধ-চুরির কাল্পনিক বর্ণনা সব লিখিয়েছিলে—ডাক্তার!" উগ্র ক্রোধে ডাক্তার-সাহেবের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সজোরে ভূমে পদাঘাত করিয়া তিনি বলিলেন, "আমায় বাঁদর নাচ নাচিয়েছ, ডাক্তার? উঃ! অদ্ভুত তোমার সাহস, আর অপূর্ব্ব বুদ্ধিকৌশল! থাক, আমি এখনই ছোটলাটের কাছে টেলিগ্রাম করছি। তারপর যথাস্থানে যা যা করতে হয়, সব ঠিক করে নিচ্ছি—।"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "সমুদ্র সিং, তোমাকে আর সেই সর্দ্দার কুলীকে আমি নিজের পকেট থেকে পুরস্কার দেব। তোম্‌রা ভাগ্যে আমার কুঠিতে গিয়ে সাহস করে খবর দিয়েছিলে,—নচেৎ এ সমস্ত ব্যাপারের কিছুই জান্‌তে পারতাম্ না!... স্মিথ, আমি আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। বেশী আর কি বল্‌ব? —আপনার সেই তিরস্কারের জন্য এখন আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।—"

স্মিথ ডাক্তার-সাহেবের সহিত নিম্নস্বরে দুই-একটা কথা কহিলেন। ডাক্তার-সাহেব স্মিথের দিকে একখানি চেয়ার সরাইয়া দিলেন এবং নিজে একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। এক তাড়া কাগজ বাহির

করিয়া তিনি বলিলেন, "ক্লার্ক শরৎবাবু, এস, এই চেয়ার খানায় বস।—এই কাগজগুলা পড়্‌তে হবে। ডাক্তার মিত্র, বস ঐ সাম্‌নের চেয়ারে।—শোন এই কাগজগুলা। এর মধ্যে কোনও অপরাধটা অস্বীকার কর্‌বার ক্ষমতা যদি তোমার থাকে, দেখ!—পড়, শরৎবাবু, প্রথম নম্বর তাড়া,—গৌরাঙ্গদাস চক্রবর্ত্তী, লাল-বাজার করমগঞ্জ।—"

ডাক্তার মিত্র ঘূর্ণিত মস্তকে অবসন্নদেহে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন।

(৩০)

তরুণ ঊষার ক্ষীণ আলোক সেইমাত্র পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিতেছে। মাথার শিয়রে জানালার ফাঁক দিয়া যে শীর্ণ আলোকরেখাটি বিছানার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, নমিতা নিদ্রাহীন নয়নে নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে তাহারই পানে চাহিয়াছিল।

বাহিরে ডাকাডাকি শুনিয়া শঙ্কর উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। গোলমালে বিমল, সুশীল, সমিতা, সকলেরই নিদ্রাভঙ্গ হইল। বিমল বাহিরে ছুটিয়া গেল। ক্ষণপরে কয়জোড়া জুতার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। আগে মিস্ স্মিথ, মাঝে ডাক্তার-সাহেব ও পিছনে সুরসুন্দর তেওয়ারী আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

নমিতা চাহিয়া চাহিয়া সকলকে দেখিল। ক্লান্তি-অলস হাত-দুইখানি তুলিয়া একবার সে কপালে ঠেকাইল; কোন কথা কহিল না; উঠিতেও পারিল না।

ডাক্তারসাহেব তাঁহার করস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "সুপ্রভাত!"

ক্ষীণকণ্ঠে নমিতা প্রতিধ্বনি করিল, "সুপ্রভাত—অতি সুপ্রভাত!"

ডাক্তার-সাহেব একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। স্মিথ শয্যাতেই নমিতার পার্শ্বে বসিলেন। সুরসুন্দর শয্যার শিয়রে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাক্তার-সাহেব নমিতাকে বলিলেন, "প্রিয়-ভগিনি, তোমার কাছে ক্ষমা-প্রার্থনার জন্য এসেছি। শয়তানের চক্রান্তে প্রতারিত হয়ে, তোমার সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত অবিচার করেছি।—এখন আমি আন্তরিক দুঃখিত। ডাক্তারের চরিত্রের গুপ্ত রহস্য সব প্রকাশিত হয়েছে। সে এখন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাসের উপযুক্ত অপরাধী। তোমার চরিত্র নির্দ্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় আমি আন্তরিক আহ্লাদিত হয়েছি, তোমায় প্রীতি-সংবর্দ্ধনা-জ্ঞাপন কর্‌ছি।"...

নমিতা কোনও উত্তর দিল না; অর্থহীন দৃষ্টিতে সেই আলোক-রেখাটির পানে চাহিয়া নিস্তব্ধ রহিল।

স্মিথ তাহাকে নাড়া দিয়া ডাকিলেন, "নমিতা, নমিতা!—"

"এ্যাঁ—কেন ম্যাডাম?" বলিয়া নমিতা তাঁহার দিকে চাহিল।

স্মিথ বলিলেন, "ডাক্তার-সাহেব নিজে তোমায় সুসংবাদ জানাতে এসেছেন, তুমি নির্দ্দোষ।—"

"উত্তম—আমার মাকে সান্ত্বনা দান করুন্, ম্যাড্যাম্—" নমিতা শান্তমুখে পার্শ্ব ফিরিয়া শুইয়া বলিল, "বিমল, সাম্‌নের ঐ জানলাটা খুলে দে-না ভাই।—আলোটা ভাল করে দেখি।—"

সুরসুন্দর গিয়া জানালা খুলিয়া দিল। ঊষার রক্তচ্ছটায় পূর্ব্বাকাশ যেন সদ্যঃ-

শোণিত-রঞ্জিত!—নমিতা একদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

নীচে রাস্তায় বাইসাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দ বাজিয়া উঠিল; টেলিগ্রাফ অফিসের পিওন উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল—"নমিটা মিটার!—নমিটা মিটার, একঠো টেলিগ্রাম হৈ।"

নমিতা ধীরকণ্ঠে বলিল, "বিমল, দেখ্ত ভাই! বুঝি, দাদার টেলিগ্রাম এল!—হাঁ দাদারই খবর, নিশ্চয়!—"

বিমল চলিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে টেলিগ্রাম-হাতে ছুটিয়া আসিয়া, উত্তেজিত কণ্ঠে আনন্দোজ্জ্বল মুখে পড়িয়া শুনাইল,—"নমিতা,—অতিশয় আনন্দের সহিত জানাইতেছি, যুদ্ধের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই আমাদের পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। আমি ভালরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছি। বোম্বের সুবিখ্যাত......কোম্পানির কারখানায় ৫৫০্ টাকা মাহিনায় সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে যাইতেছি।—তুমি আজই হাঁসপাতালের কাজে ইস্তফা দাও।"

একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় নমিতার ক্ষীণ স্পন্দিত হৃৎপিণ্ডটা যেন সজোরে দুইখানা হইয়া গেল! রুদ্ধশ্বাসে ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া কষ্টোচ্চারিত স্বরে সে বলিল,"ডাক্তার-মহাশয়, ইস্তফা গ্রহণ করুন্!—"

স্মিথ্ ব্যস্তভাবে নমিতার বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "নমিতা, নমিতা, শুভসংবাদ এসেছে, আজ বড় আনন্দের দিন। শান্ত হও।—"

অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে নমিতা জড়িতস্বরে বলিল, "খুব, খুব শান্ত।—পরম নিশ্চিন্ত হয়েছি।"—শিথিল-শীতল হস্তে স্মিথের হাত-দুইটা টানিয়া কপালের উপর চাপিয়া ধরিয়া ভগ্ন-কণ্ঠে নমিতা বলিল, "উঃ! আমার মাথা যে গেল! অসহ্য যন্ত্রণা! এই ঠাণ্ডা হাত-দুটি দিয়ে, একটি বার—শুধু একটিবার—খুব জোরে চেপে ধরুন্!—আঃ!"

চক্ষু মুদিয়া মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম করিয়া নমিতা আবার দৃষ্টি খুলিল; ঘাড় ফিরাইয়া মাথার শিয়রে দণ্ডায়মান সুরসুন্দরের দিকে চাহিয়া মধুর কোমল স্বরে বলিল, "তেওয়ারি, বিদেশী ভাইটি আমার, দাদাটি আমার, প্রণাম ভাই, প্রণাম!—তোমার পৈতাকে নয়, অন্তরের সেই নিষ্ঠাপূত পুণ্যোজ্জ্বল ব্রহ্মণ্য শক্তিকে প্রণাম!—শেষ চোট্‌টা মগজে বড় বিষম লাগ্‌ল ভাই, আর সাম্‌লাতে পারলুম্ না।—কিন্তু তবু বলছি ভাই, মানুষের দুটো হাতে কত শক্তি থাকতে পারে?—সে দুর্ব্বলের বুকের হাড় গুঁড়িয়ে দিতে পারে, কঠিন পাহাড় ভেঙ্গে উড়িয়ে দিতে পারে, মাটীর বুকে নির্ম্মম আঁচড়ে গভীর বেদনার খাদ কেটে যেতে পারে,—এই পর্য্যন্ত! কিন্তু সে সীমাবদ্ধ শক্তির ওপর অসীম শক্তি আছে, অগাধ সান্ত্বনা আছে, অনন্ত অভয় আছে। বিশ্বাস হারিও না ভাই! মন থেকে সব গ্লানি মুছে ফেলো; কোন দ্বিধা রেখো না।—আবার তেমনি বলিষ্ঠ দৃঢ়নিষ্ঠ হয়ে, তাঁর কাজ বলে, জীবনের কর্ত্তব্য পালন করে যেও।"

নমিতার নিঃশ্বাস বড় জোরে বহিতে লাগিল; স্বর বদ্ধ হইয়া গেল।—ক্ষণেকের জন্য থামিয়া, হাঁপাইয়া নিঃশ্বাস টানিয়া সে বলিল, "অনেক শিক্ষা, অনেক কাজ বাকী রেখে চল্লুম্,—ভাই! আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্মজন্মান্তরে আবার তোমাদেরই মত ভাইয়ের

বোন্ হয়ে জন্মগ্রহণ কর্‌তে পারি;—অনেক শিখে অনেক কাজ করে যেতে পারি;—সকল অন্যায়, সকল অত্যাচার অবহেলায় জয় করে করে, বিশ্বেশ্বরের বিশ্বকে বিশ্বাস করে, ভালবেসে, ভক্তি করে, পূজা করে যেন ধন্য হয়ে যেতে পারি!—বিমল, সমি, সুশীল, কে আছিস রে!"

বিমল ও সমিতা টেলিগ্রাম লইয়া মাতার ঘরে ছুটিয়াছিল। কেবল সুশীল তথায় ছিল।—সে মুখের কাছে ঝুঁকিয়া বলিল, "দিদি, কি বল্‌ছ?"

শ্রান্তি-অলস দৃষ্টি অবসাদে নত হইয়া আসিতেছিল। শক্তিহীন কম্পিত হাত বাড়াইয়া নমিতা সুশীলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "সুশীল কাছে এস ভাই! একটি চুমা দাও!—মাকে কাঁদ্‌তে দিও না। ভাল করে লেখা-পড়াটি শিখো,—আর সত্যনিষ্ঠ, চরিত্রবান্ হোয়ো। দাদা এলে বোলো, 'দিদি আসলে নির্দ্দোষ;—বরাবরই নির্দ্দোষ ছিল। ববার কথা সে ভোলে নি। তাঁর স্মৃতিই তা'র সান্ত্বনার সম্বল ছিল, সেই শোকই স্বর্গ ছিল—তাঁরই জন্যে সে শান্তি পেয়ে গেছে!—আঃ!—"

সহসা বিপুল বেগে নমিতার বক্ষঃ স্পন্দিত হইল, চক্ষু-তারকা শান্ত—বিস্ফারিত হইয়া ধীরে ধীরে উর্দ্ধে উঠিল, হৃৎপিণ্ড নিস্পন্দ হইল, দেহ স্থির—অসাড় হইল! নমিতার প্রাণ চলিয়া গেল!

ডাক্তার-সাহেব হতবুদ্ধির মত এতক্ষণ নিষ্পলক নয়নে নমিতার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন;—এইবার হতাশ-ভাবে, বিস্ময়-স্তম্ভিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! এ্যাপো-প্লেসি!"—

শ্লথ দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া মেঝের ধূলার উপরে বসিয়া পড়িলেন। সুরসুন্দর স্থিরদৃষ্টিতে সেই মৃতমুখের শান্ত-কোমল সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া রহিল।

পূর্ব্বগগনে প্রভাত-সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি ঝলসিত হইয়া উঠিল।　　(সমাপ্ত)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিন্ধ্যাচল।

ইহা মির্জ্জাপুর-তহসিলের একটী সহর-মাত্র। এখানকার লোকসংখ্যা ৪১৮৩ জন। এখানে একটি পোষ্ট অফিস ও পুলিশ থানা আছে। নবরাত্রের মেলা বৎসরে দুইবার—একবার মার্চমাসে এবং দ্বিতীয়বার অক্টোবর মাসে এখানে হইয়া থাকে। এখানে বিন্ধ্যেশ্বরী দেবী আছেন। সহস্র সহস্র যাত্রী এখানে সমাগত হইয়া দেবীর পূজা করে।

বিন্ধ্যাচলে সতীর একখণ্ড ছিন্ন অংশ পতিত হয় বলিয়া বিন্ধ্যেশ্বরী দেবীর উৎপত্তি হইয়াছে। দুই স্থলে দেবীর দুইটী প্রতিমা দেখা যায়। তন্মধ্যে একটি সর্ব্বোচ্চ-শিখরে এবং অন্যটী পর্ব্বতের নিম্নস্তরে। শিখর-স্থাপিত দেবীমূর্ত্তি যোগমায়া এবং নিম্নে স্থাপিত মূর্ত্তি ভোগমায়া-নামে খ্যাত।

রেলগাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া যাইতে যাইতে একটি সুদৃশ্য শিব-মন্দির আমাদের

দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা কাশীর মহারাজ। মন্দিরটী প্রস্তরনির্ম্মিত।

ভোগমায়ার মন্দিরের সম্মুখে লৌহ-শলাকা-বেষ্টিত একটী চত্বর। এই চত্বরে যূপকাষ্ঠ ও হোমস্থান। ব্রাহ্মণেরা এখানে বসিয়া হোম ও চণ্ডীপাঠ করিয়া থাকেন। এখানে হোমের উপাদান যব। পাণ্ডারাই হোমকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করে। তীর্থযাত্রীর মধ্যে যাঁহারা হোম করেন্ না, তাঁহারা তিনটী বা পাঁচটী আহুতি দেন। এই মন্দিরে বলিদান হইয়া থাকে। দুর্গোৎসব-সময়ে এখানে নবরাত্রের উৎসব হয়। ভোগমায়ার মন্দিরের সন্নিকটে নানকশাহীদিগের একটী আড্ডা আছে।

বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দিরে সিংহের উপরে আড়াই হাত উচ্চ একটী দেবী-মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটী কৃষ্ণবর্ণ। মন্দিরে ৭টী ঘণ্টা ঝুলিতেছে। পশ্চিম-দালানে ৪টী ঘণ্টা আছে; তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎটী নেপালের কোনও ভূতপূর্ব্ব রাজা অর্পণ করিয়াছেন। ঘণ্টা-দানেরও উদ্দেশ্য আছে। ভবিষ্য-পুরাণে লেখা আছে, যদি কেহ মন্দিরে ঘণ্টা, বিতান, ছত্র, চমর প্রভৃতি অর্পণ করে, তবে সে চক্র-বর্ত্তী হয়। বোধ হয়, সেই উদ্দেশ্যেই লোকে ঘণ্টাদি দিয়া থাকে। বলি-পীঠের পশ্চিমে দ্বাদশভুজা দেবী এবং খোপড়েশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। দক্ষিণদিকের এক মন্দিরে মহাকালী এবং উত্তরে ধর্ম্মধ্বজা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভগবতীর মন্দিরের দক্ষিণ দিকে একটা উন্মুক্ত মণ্ডপ আছে।

ভগবতীর মন্দিরের কিছু দূরে উত্তর দিকে বিন্ধ্যেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। ইহার সম্মুখে হনুমানের প্রতিমা অবস্থিত। পাণ্ডাগণ এইখানে যাত্রীদিগকে সুফল দিয়া থাকে।

যোগমায়ার গুহাদ্বার অতিক্ষুদ্র। গুড়ি মারিয়া না যাইলে, প্রবেশ করা যায় না। মন্দিরের গাত্র-সংলগ্ন একটি ছিদ্র দিয়া দেবী-দর্শন হইয়া থাকে। ভোগমায়ার মন্দিরে পূজার উপকরণ ফুল ও জল; কিন্তু যোগমায়ার মন্দিরে কেবলমাত্র পুষ্প। এখানকার মন্দিরে বর্ণনির্ব্বিশেষে লোকে প্রবেশ করিতে পারে। এখানেও বলিদানের ব্যবস্থা আছে। মন্দিরের মধ্যে প্রস্তর-ক্ষোদিত যে কালীমূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা কংসরাজের ইষ্টদেবী বলিয়া খ্যাত। প্রবাদ এইরূপ যে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় গমন করিলে, দস্যুরা মথুরা-লুণ্ঠন করিয়া প্রতিমা লইয়া চলিয়া আসে।

যোগমায়ার পর্ব্বতের পার্শ্বে সীতাকুণ্ড, অগস্ত্যকুণ্ড ও ব্রহ্মকুণ্ড অবস্থিত। ব্রহ্মকুণ্ড দেখিলে বোধ হয় যে, এখানে পূর্ব্বে একটি জলপ্রপাত ছিল। পর্ব্বতের ফাটল দিয়া অবিশ্রান্ত টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছে। এখানে কেবলমাত্র স্নান করা হয়। ইহার কিয়দ্দূরে সীতাকুণ্ড। ইহার সন্নিকটে সীতার রন্ধনশালা। সীতাকুণ্ডে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহা হইতে যতই জল লও না কেন, তাহার পূর্ণতা কমিবে না। সীতাকুণ্ডের সোপানাবলী দিয়া পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে উঠিতে পারা যায়। যোগমায়ার মন্দিরের সন্নিকটে মহাকালের শিবমন্দির অবস্থিত। লিঙ্গটী শ্বেত-প্রস্তরের।

কালীমন্দির:—বিন্ধ্যাচলের দুই মাইল

দূরে বালী-পাহাড়ের নিম্নে "কালী খোহ"-নামে একটি স্থান আছে। এখানে একটী কালী মূর্ত্তি অবস্থিত। কালীপ্রতিমা ক্ষুদ্র; পরন্তু ইহার মুখটী অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা বৃহৎ। কালীর ভক্তগণ দেবীকে প্রসন্না করিবার জন্য তাঁহার নামে কুক্কুট ছাড়িয়া দেয়। কুক্কুটগুলি মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করে। পাহাড়ে চড়িবার জন্য ১০৮টী সিঁড়ি আছে।

অষ্টভুজার মন্দির:—"কালী খোহ"র উত্তর-পশ্চিমে দুই মাইলের মধ্যে একটী বন আছে। সেই বনে অষ্টভুজা-দেবীর মন্দির অবস্থিত। রাস্তায় রামেশ্বর শিব-মন্দির আছে। এখান হইতে উত্তর-গঙ্গার তটে রামগয়া। এখানে পিণ্ডদান করা হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

ভাদ্রোৎসবের গান।

গৌড় মল্লার—চৌতাল।

হৃদয়-মন্দিরে
উদয় শুভক্ষণ, চিরন্তন পুরুষ-রতন
দাঁড়ায়ে সুন্দর শোভন সাজে!
হের বিশ্বরাজে!
নাচে তালে তালে ছন্দে ছন্দে,
উঠে গীত মধুর মন্দ্রে,
কুসুম চিরনন্দিত গন্ধে
বন্দে
পূর্ণ পরমানন্দে
পূর্ণ পরব্রহ্মে, নিখিল মন্ত্র-মুগ্ধ
এ কি সুন্দর সাজে!
রম্য বিশ্ব-বীণা সাথে
সুরে সুরে,
আজি, হৃদয়-পুরে
হৃদয় তন্ত্রী মম কি সুন্দর বাজে—
মহামহোৎসব মাঝে;

জাগ যাঁর লাগি দিবস-রাতি হৃদয়-সিংহাসন পাতি,
মিথ্যা মোহ-বন্ধ টুটি,
শত আনন্দ পড়ে লুটি,
সব সংশয় ঘুচায়ে সব অশ্রু মুছায়ে
চির-মঙ্গল-মাঝে !—
চির সুন্দরে,
শোভন
হৃদি-মন্দিরে,
জ্যোতির্ম্ময় সাজে—
হের রাজাধিরাজ মহারাজ
হৃদিরাজে !

রচয়িতা—শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহ। সুর—শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর মিশ্র।

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

০ ৩ ৪ ‖ ১´ ০ ২
II সা ণধা । -া র্সা । -ণর্সা র্রা । র্সা -ণর্সা । -ধা পা । -মপা পা I
হৃ ০দ ০ য় ০০ ম ন্দি ০০ ০ রে ০০ উ

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I ণধা -া । র্সা -নর্সা । -র্সা -র্সা । ধা পা । -মপা ধা । -র্সা ধা I
দ০ ০ য় ০০ ০ ০ শু ভ ০০ ক্ষ ০ ণ

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I -পা -া । মপা -মা । রা -া । মা -রা । -া সা । -া -া I
০ ০ চি০ ০ র ০ সু ০ ০ ন ০ ০

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I সা সা । -ধ্া -ণ্ধ্া । সা -া । রা মা । -মজ্ঞা -মা । -রা -া I
পু ষ্প ০ ০০ ষ ০ র ত ০০ ০ ০ ০

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I সা -া । -া সা । সা -রা । মজ্ঞা মা । -া -রা । রা -পা I
ন ০ ০ দাঁ ড়া ০ য়ে০ ০ ০ ০ সু ০

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I -া ণধা । -া র্সা । র্রা -না । -র্সা র্সা । -ধা পা । -মপা মা I
০ ন্দ ০ র শো ০ ০ ভ ০ ন ০০ সা

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I -মজ্ঞা -মা । -রা সা । সা -ধ্‌া । -ণ্‌া -ধ্‌া । সা রা । -া সা I
০০ ০ ০ জে হে ০ ০ ০ র বি ০ শ্ব

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I রা -মজ্ঞা । -া -া । -মা -রা । -মা -রা । -া সা । -া -া II
রা ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ জে ০ ০

অন্তরা।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
II র্সা র্সা । -ধা না । -র্সা র্সা I র্সা র্সা । -া র্সা । -া র্সা |
না চে ০ তা ০ নে তা লে ০ ছ ০ ন্দে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্রা -া । র্সা র্সা । র্সা -ধা I পা -া । পা পা । ধা র্সা |
ছ ০ ন্দে উ ঠে ০ গী ০ ত ম ধু র

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| ধা -পা । -া পা । -মা জ্ঞা I মজ্ঞা মজ্ঞা । মজ্ঞা মা । রা -া |
ম ০ ০ ন্দ্রে ০ ০ ০দু স্থ০ ০ম চি র ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| সা -ন্‌সা । সা -া । সা রা I -পা মজ্ঞা । মা -রা । পা -া |
ন ০০ ন্দি ০ ত গ ০ ন্ধে ব ০ ন্দে ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| মা -জ্ঞা । মা রা । মা রা I সা -া । সা র্সা । -ধা নর্সা |
পূ ০ র্ণ প ব মা ন ০ ন্দে পূ ০ র্ণ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্সা র্সা । -া র্সা । -া র্সা I র্সা র্সা । র্সা র্সা । -র্রা র্রা |
প র ০ ব্র ০ হ্মে নি খি ল ম ০ ন্ত্র

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্মজ্ঞা -র্মা । র্রা র্সা । -ধা পা I মজ্ঞা -মা । রা -া । সা মজ্ঞা |
মু০ ০ গ্ধ এ ০ কি স্থ০ ০ ন্দ ০ র সা০

১´ ০ ২
| -া -া । -মা -রা । সা -া II
০ ০ ০ ০ জে ০

সঞ্চারী।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
II সধাঃ -'সধা' । -'ণধা' ণর্সাঃ । -া র্সা I র্সা র্সা । র্সা র্সা । -া র্সা |
স্ন০ ০০ ০০ ম্য০ ০ বি শ্ব বী ণা সা ০ থে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্রা র্সা । -া র্সধা । -া পা I পা ধর্সা । -া ধা । পা পা |
সু রে ০ সু০ ০ রে আ জি০ ০ হৃ দ য়

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| -মা -জ্ঞা । -মা রা । -া সা I র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্মা -র্রা । -া -া |
০ ০ ০ পু ০ রে হৃ দ য় ০ ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্রা -া । র্সা র্সা । র্সা -ধা I না -র্সা । ধা পা । পা -মা |
ত ০ শ্রী ম ম ০ কি ০ সু ন্দ র ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| -র্গা -া । -মা রা । -া সা I পা র্সধা । -র্সা র্সা । র্সা -া |
০ ০ ০ বা ০ জে ম হা০ ০ ম হো ৎ

১´ ০ ২
| জ্ঞ জ্ঞা । -মা রা । -া সা II
স ব ০ মা ০ ঝে

আভোগ।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
II সা ণধা । -া ধা । -া ধা I -ণধা ণধা । র্সা -া । র্সা -া |
জা গ০ ০ যাঁ ০ র ০০ লা০ ০ ০ গি ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্সা র্সধা । -নধা -া । -র্সা র্সা I র্সা -না । -র্সা -ধা । -ধা পা |
দি ব০ ০০ ০ ০ স রা ০ ০ ০ ০ তি

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| মা পা । -া ধা । -র্সা র্সা I ধা -পা । -মা পা । পা মা |
হৃ দ ০ য় ০ সিং হা ০ ০ স ন ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| -জ্ঞা জ্ঞা । -মা রা । -া সা I -ন্ সা । স্ধ্ -ণ্ধ্ । সা -া |
০ পা ০ তি ০ মি ০ থ্যা মো০ ০০ হ ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| সা -া । সা সা । ধ্ পা্ I পা্ সধ্ । সা রা । -পা পা |
ব ০ ন্ধ টু ০ টি শ ত০ আ ন ০ ন্দ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| মা -জ্ঞা । -মা রা । -সা -া I -রা -া । জ্ঞা -মা । -রা সা |
প ০ ০ ড়ে ০ ০ ০ ০ লু ০ ০ টি

১´　০　২　০　৩　৪
| সা সা | -া সা | -া রা I -া মজ্ঞা | -মরা রা | -পা পা |
স ব　০ স　ং শ　য় দ্দ•　০০ চা　০ য়ে

১´　০　২　০　৩　৪
| পা না | -ধা র্সা | -া ধা I পা -মা | -পা মজ্ঞা | -মা রা |
স ব　০ অ　০ শ্রু　মু ০　০ ০ছা　০ য়ে

১´　০　২　০　৩　৪
| মা রা | -া সা | -া রা I রা মজ্ঞা | -মা -রা | সা -া |
চি ব　০ ম　• ঙ্গ　ল মা০　০ ০　ঝে ০

১´　০　২　০　৩　৪
| র্সা র্সা | -ধা না | -র্সা র্সা I র্সা -া | র্সা -া | র্সা র্সা |
চি র　০ সু　০ ন্দ　বে •　শো ০　ভ ন

১´　০　২　০　৩　৪
| র্সা র্রা | -া র্মজ্ঞা | -র্সা র্রা I র্সা -র্রা | র্সা -নর্সা | র্সা র্রা |
হৃ দি　০ ০ম　০ ন্দি　রে ০　জো ০•　তি র্ম

১´　০　২　০　৩　৪
| র্সা -া | র্সা -ধা | পা পা I ণা -ধা | র্সা -া | র্সা র্সা |
য় ০　সা ০　জে হে　র ০　রা ০　জা ধি

১´　০　২　•　৩　৪
| র্সা -ধা | পা -া | -া -া I পা ধা | -র্সা মা | -র্গা র্গা |
রা ০　জ ০　• ০　ম হা　০ রা　• জ

১´　•　২
| মা রা | -া সা | -া সা II II
হৃ দি　০ রা　০ জে

অতিলোভে তাঁতি নষ্ট।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কনে দেখা।

রামদাস, হরনাথবাবু ও তাঁহার সম্বন্ধী পূর্ব্বমুখে কিয়দ্দূর গিয়া একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া সম্মুখে তাঁহারা একটা প্রকাণ্ড দোতালা বাটী দেখি-লেন। বাটীর কর্ত্তা রামদাস, হরনাথবাবু ও তাঁহার সম্বন্ধীকে বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। ভিতরে গিয়া একটী ঘরের সম্মুখে যাইতে না যাইতে ৩৷৪ জন ভদ্রলোক গাত্রোত্থান করিয়া, "আসুন্ আসুন্!—আস্তে আজ্ঞে হোক্" বলিয়া সম্বোধন করিলে হরনাথ-

বাবু ও তাঁহার সম্বন্ধী উভয়ে ঘরের মধ্যে গিয়া উপবেশন করিলেন। হরনাথবাবু তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে কন্যার পিতা প্রভৃতির সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে একটী সালঙ্কৃতা সুসজ্জিতা কন্যাকে ধরিয়া একটী স্ত্রীলোক তথায় আসিল। কন্যাটী সলজ্জা ও বিনতাননা। আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া সে তথায় আসিল এবং হরনাথবাবু ও তাঁহার সম্বন্ধীকে করযোড়ে নমস্কার করিল। তাহারাও আশীর্ব্বাদ-সহ তাহা ফেরৎ দিলেন। হরনাথবাবু বলিলেন, "এস মা এস! ব'স মা এখানে ব'স।" কন্যাটী একখানি কেদারায় উপবেশন করিল।

হরনাথবাবু জিজ্ঞাসা কবিলেন, "মা, তোমার নাম কি?"

মেয়েটী বলিল, "স্বর্ণকুমারী।"

হ। বেশ—বেশ। তুমি কি পড়?

কন্যা। বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী, সীতার বনবাস, ব্যাকরণ।

হ। ইংরাজী?

কন্যা। Fourth Book, Grammar ও History

হ। হাঁ—হাঁ। বেশ বেশ। আমার ছেলেও এম্-এ, পাশ; বেশ মিল্‌বে। 'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।'

উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একজন বলিলেন, "বিধাতার নির্ব্বন্ধ ম'শাই!—ও যার যা তা'র তা হবেই হবে। যেমন হাঁড়ী তেমনি সরা হয়েই থাকে।"

দ্বিতীয় ভদ্রলোক—তা ত বটেই।

কনে দেখা হইয়া যাইলে পর সম্ভাবিত বা কল্পিত বৈবাহিকদিগের মধ্যে নানাবিধ কথা-বার্ত্তা চলিতে লাগিল। হরনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন" "এখানে কি আপনার বাসাবাটী?"

বৈবাহিক। আজ্ঞে হাঁ। আমি এখানে খুব কম থাকি। ছেলেরা থাকে, লেখাপড়া করে। আমার দেশে না থাক্‌লে চলে না। বিষয় আশয় দেখ্‌তে হয় কি না!

হরনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাকা-দেখা, বিবাহ কোথা থেকে হবে?"

হরিদাসবাবু। সে আমার দেশের বাটী রানাঘাট থেকেই হবে। সেখানে দশজন দেশস্থ লোক আমোদ আহ্লাদ কর্‌বে, আশা করে ত?

হ। হাঁ, তা বটে, তা বটে।

হরনাথবাবু তামাক খাইতেছিলেন, হুঁকা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন্, "তবে আজ আসি?"

হরিদাসবাবু বলিলেন,—"আপনাদের মতামত?"

হরনাথ। এই ঘটক-মহাশয়ের নিকট পাইবেন।

সেইদিন অপরাহ্নে রামদাস আসিয়া হরিদাসবাবুর সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া বলিলেন, "মেয়ে পছন্দ হয়েছে, আপনারা কবে ছেলে দেখ্‌তে যাবেন্ বলুন্? ছেলে আর দেখ্‌বেন কি? ও মার্কামারা ছেলে; এম্-এ পাশ। বাপের অবস্থাও মন্দ নয়। বাপ-মা দুই বর্ত্তমান। একেবারে পাকা দেখা ও আশীর্ব্বাদ করিবার দিন স্থির করুন্?"

হরিদাস। বেশ; দেবা-থোবার কথাটা কি?

ঘ। নগদ ৮০০০৲ আট হাজার আর গা-সাজান গহনা।

হরিদাসবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "—কি? আ—ট—হা—জা—র! অনেক যে হে! অত দিতে পারবো কেন?"

ঘটক। আপনার অভাব কি ম'শাই? আপনি জমিদার লোক!

হ। জমিদার বটে! আমার কি আর অন্য খরচ-পত্র নেই?

ঘ। তা থাকবে না কেন? আপনি সমুদ্রবৎ। আপনার এক কলসী জল নিলে, আপনি শুকিয়ে যাবেন না।

হরি। আর যদি, দশজনে দশ কলসী নিল, তা হলে কি হবে?

ঘটক। তা হ'লেও আপনি কখনই শুকাবেন না। সমুদ্র কখন কি শুকায়? তা'র যতই জলই নিক না কেন?

হরিদাস।—(হাসিতে হাসিতে) আবার শুধু আট হাজার নয়, তার উপর গা-সাজান গহনা! কত টাকা পড়ে ম'শাই?

ঘটক। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আজ্ঞে তা বটে, আজ্ঞে তা বটে। তবে কিনা, আপনি জমিদার লোক, আপনি মহাশয় লোক।—আপনার কুবেরের ভাণ্ডার, আপনার ভাবনা কিসের?

হরিদাসবাবু। (হাসিতে হাসিতে) কুবেরের ভাণ্ডার ব'লে কি আমি সব চেলিয়ে দেব? কোন্ দেশী কথা! তুমি একবার ছেলের বাপ্‌কে বল গে, এত টাকা আমি দিতে পার্ব্বো না। কিছু কম-জম না হলে আমি পারব না। এত মূলোক্ষেত নয় যে, একেবারে সব শেষ করে নিতে হবে! রেখে চেকে খেলে হয় না ভাল? আমি আগামী কল্য বাড়ীতে যাব! তুমি আস্‌ছে রবিবার সমস্ত খবর নিয়ে আমার কাছে আস্‌বে; তবে আমি পাকা দেখ্‌বার দিন ঠিক্ কোর্ব্বো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গরিবের কন্যা।

হরিদাসবাবু বাটীতে আসিয়াছেন। তাঁহার পত্নী মনোরমা তাঁহাকে বলিলেন, "দ্যাখ, তুমি ক'ল্‌কেতায় গেছেলে, মিত্তিরদের বড়বাবুর মেয়ে কমলার জন্যে যদি একটী পাত্র দেখ্‌তে, তা হলে বড় ভাল হ'ত।"

হরিদাস।—কেন? তার কি বিবাহ হয় নি?

মনো।—না, বিবাহ হ'ল কোথায়! তা'র মা কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চে, ব'ল্‌চে, "আমার কমলার দিকে আর চাওয়া যায় না।—এ-পর্য্যন্ত একটা সম্বন্ধ যুট্‌লো না যে, মেয়েটাকে পার করি।" আমাকে বলে, "আমি ত, দিদি, আর বাঁচি না, আমার প্রাণ যায়। দশজনে দশ কথা ব'ল্‌ছে—কানাঘুসো ক'রছে! তুমি যদি, দিদি, বড়ঠাকুরকে বলে এর কোন বিহিত করতে পার, তা হ'লে আমরা বাঁচি, নয়ত আমাদের জাত যাবে, সমাজ যাবে, আমাদিগকে দেশ থেকে পালাতে হবে! এখন তুমি বোন্ আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। যদি রক্ষা কর, তবে এ যাত্রা নিস্তার, নতুবা আমাদের মৃত্যু হাতে হাতে।"

হরিদাস। মেয়েটী দেখ্‌তে কেমন?

মনো।—তত ভাল নয়।—সেই ত হয়েছে ছেলের কথা। তার ওপর আবার বাপ্ গরিব,—খরচ করতে পারবে না!

হরিদাস।—(আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) ইস্! তবেই ত বড় মুস্কিল!

মনো।—যা হ'ক, ত একটা কিছু করতে হবে? ওরা আমাদের চিরকাল অনুগত।

হরিদাস।—তা ত বুঝলাম। শুনবে ব্যাপার! আমি ডালিমকে নিয়ে ক'লকেতায় মেয়ে দেখালাম। তারা চায় আট হাজার টাকা নগদ, আর গা-সাজানো গহনা।—বাজার কি দেখছ ত! এখন উপায় কি!

হরিদাস স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় কমলার পিতা বাহিরে আসিয়া, "বড়-দাদা, বড়-দাদা" করিয়া ডাকিলেন। মনোরমা বলিলেন, "ঐ বুঝি, ঠাকুরপো এসেছেন, তুমি বাহিরে যাও।"

হরিদাস।—খবর কি হে?

মথুরনাথ।—(কাঁদিতে কাঁদিতে হরিদাসের হাত ধরিয়া) দাদা আমাকে রক্ষা কর, নতুবা আমার জাত, ধর্ম্ম, সব যায়!

হরি।—কেন? কি হয়েছে? তুমি কাঁদছো কেন?

মথুর।—আমার মেয়ে যে অরক্ষণীয়া হয়ে উঠলো দাদা! আর যে রাখতে পারি নে!

হরি।—তা বলে কি ওর বে হবে না?

মথুর।—আমার ত কিছু আশা ভরসা নাই, দাদা! আমি গরীব ছাঁ-পোষা। আমার টাকা কোথায়?

হরি।—যা হ'ক আমি ক'রবো। স্থির হও।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পাকা দেখা।

হরিদাসবাবু রাণাঘাটের একজন প্রসিদ্ধ প্রভাবশালী জমিদার। সমস্ত প্রজা তাঁর বাধ্য, সমস্ত গ্রামের লোক অনুগত। তিনি রাতদুপুরে কাহাকেও ডাকিলে, সে তাঁহার কথা অবহেলা করিতে সাহস করে না। সকলেই তাঁহার গুণে বাধ্য। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে ভয়, ভক্তি ও সম্মান করিত। তিনি পরোপকারী; অনুগত জনকে রক্ষা করিতেন। তিনি আপনার মেয়ে ডালিমের বিবাহের কথা ভুলিয়া গিয়া 'কমলা'র বিবাহের কথাই মনে তোলা পাড়া করিতে লাগিলেন।

হরিদাসবাবু একদিন কলিকাতায় তাঁহার কন্যা ডালিমকুমারীর যে পাত্রের সহিত সম্বন্ধ হইতেছিল, সে পাত্রকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন। আসিবার সময় পাত্রের পিতা হরনাথবাবুকে রাণাঘাটে আসিয়া কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিবার কথা বলিয়া আসিলেন।

একটী শুভ দিনে ডালিম-কুমারীর পাকা-দেখা হইল। হরিদাসবাবুর রাণাঘাটের বাড়ীতে বরকর্ত্তাদিগকে খুব আদর আপ্যায়ন-পূর্ব্বক নানাবিধ স্বাদু ফল ও মিষ্টান্নে পরিতুষ্ট করা হইল। হরিদাসবাবু হরনাথবাবুর সমস্ত দাবীদাওয়াতে সম্মত হইলেন; আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। স্থির হইল যে বর, পুরোহিত, নাপিত এবং ৫।৭টী ভদ্রলোক ভিন্ন অধিক লোক বরযাত্রী হইয়া আসিবে না; যে-হেতু হরিদাসবাবুর বাটীতে একজন আত্মীয় শঙ্কটাপন্ন-পীড়ায় শয্যাগত। তাঁহার মুমূর্ষাবস্থা, এখন তখন। বাটীতে অধিক গোলমাল হইলে রোগীর কষ্ট হইবে, রোগ বাড়িবে।

পথে আসিবার সময় হরনাথবাবুর একজন সঙ্গী গুণধরবাবু হরিদাসবাবুর খুব সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "যা যা, ওরা হচ্ছে খুব উঁচু দরের। এক

একখানা পাতা ৫।৬ টাকার কম নয়।" আর একজন সঙ্গী সাধুবাবু বলিলেন,—"তা নিশ্চয়ই। হরিদাসবাবুরা ত কম নন, অনেক দিনের পুরাতন জমিদার-বংশ। এঁদের কলিকাতায় অনেকেই বড় ঘর বলে জানে। এঁদের বাটীতে অনেক ক্রিয়াকলাপ হয়েছে।—খাওয়ানো-দাওয়ানোতে এঁদের সমান এ-অঞ্চলে কেউ নাই। গুণধরবাবু তৎক্ষণাৎ বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে সাধুবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই, যা বলেছ সত্য। একটা কি আবার দেখ্‌লাম, আমি কলিকাতায় কখনও দেখি নি। কলিকাতায় অবাক্ সন্দেস, আবার খাবো, এম্প্রেস গজা প্রভৃতি কত খাবার দেখি, কিন্তু এ খাবার দেখি নি। সাধুবাবু বলিলেন, "ওর নাম রস-সরোবর-মাধুরী।"

গুণধর। তুমি জান্‌লে কি করে?

মধু বলিলেন যে তিনি আর দুই একবার এই জমিদারদিগের বাটীতে আসিয়া ঐরূপ সরোবর-মাধুরী খাইয়া গিয়াছেন্। গুণধরবাবু তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "বটে! বটে! বেশ জিনিস কিন্তু ভাই। আমি ক্ষীরের ছাঁচ, চিনির পুলি প্রভৃতি কত পাড়াগায়ের খাবার খেয়েছি, কিন্তু এ রকম কখনও খাই নি।"

গুণধরবাবু ঐ রস-সরোবর মাধুরীর রসে মুগ্ধ হইয়া কলিকাতায় যাহার তাহার নিকটে তাহার গুণ-ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

হরনাথবাবু ৮।১০টী মাত্র লোক লইয়া পুত্রের বিবাহ দিতে রাণাঘাটে আসিয়াছেন। তিনি আসিয়া দেখেন দেউড়িতে ৪।৫ জন ভোজপুরী দ্বারবান, বিবাহের আসরে ৪।৫জন দ্বারবান ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গ্রামের অনেকগুলি লোক কন্যা-যাত্রিরূপে উপস্থিত। বর আসিয়া সভায় বসিল। কতকগুলি বালক ও যুবা বরকে ঘিরিয়া বসিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বরকে ভিতরে লইয়া যাওয়া হইল। নিয়মিত স্ত্রী-আচারের পর বর, যখন সম্প্রদান-গৃহে নীত হইল, তখন উভয় পক্ষের পুরোহিত উপস্থিত, অপর দুই দশজনও উপস্থিত, খাটবিছানা, পিতল কাঁশার দান-সামগ্রী প্রভৃতিও সাজান, কিন্তু টাকা-গহনা নাই। বরের পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকা আর গহনা কোথায়?" উত্তরে একজন কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তি বলিলেন যে তাঁহাদিগের লোক কলিকাতায় গিয়াছে। ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ও স্বর্ণকারের দোকান হইতে গহনা আসিবে। এখনও সে আসিতেছে না কেন, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। বোধ হয়, ট্রেণ মিস্ করিয়াছে, তাই বসিয়া আছে।

হরনাথ একটু আশ্চর্য্যান্বিত ও ভাবিত হইলেন। তিনি বিবাহের পক্ষে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, "থাক্, একটু বিলম্ব করুন,—এখন সম্প্রদান-কার্য্য সম্পন্ন করিবেন না।"

অপর একটী বৃদ্ধ গ্রামবাসী কহিলেন, "সে কি মশাই! লগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়! আর দেরি কর্‌লে ত চল্‌বে না!—হিন্দুর বিবাহ!—লগ্নভ্রষ্ট হওয়া শাস্ত্র বিরুদ্ধ যে।"

হরনাথবাবু বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন।—

তিনি ও তাঁহার দুই একজন অনুচর সহগামী পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলে, কন্যাপক্ষীয় একজন তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন, "কি ম'শাই, মুখ চাওয়া-চায়ি কর্‌তেছেন কি? বিশ্বাস হতেছে না? বিলম্ব কর্‌তেছেন্ কেন?"

হরনাথবাবু হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, "না—না—না।"

বরকর্ত্তার পশ্চাদ্‌ভাগে একজন গ্রামবাসী আর একজন গ্রামবাসীকে বলিল, "তেমন তেমন করেন্, তা হলে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'।" হরনাথবাবুর কর্ণে তাহা প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল তাঁহার গা শিহরিয়া উঠিল; তিনি ভাবিলেন, এ বিদেশ, কলিকাতার সহর নয়, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন অধিক নাই;—আট-দশজন ভোজপুরী দ্বারবানের সমাবেশ! কতকগুলা গুণ্ডার দল! বড়ই বিপদ্!

পুরোহিতকে ইঙ্গিত করিবামাত্র পুরোহিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন। হরনাথবাবু শশব্যস্ত হইয়া আবার বলিলেন, "সে কি—সে কি—সে কি ম'শাই!—আমার টাকা কোথায়! আমার জিনিস-পত্তর কোথায়? আগে সব দেখি! একটু বিলম্ব করুন্ না।"

কন্যাপক্ষীয় এক ব্যক্তি ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "সে কি ম'শাই! আপনি ভদ্রলোক! ভদ্রলোকের মান-সম্ভ্রম, জাতকুল সমস্ত নষ্ট কর্‌বেন? আপনার একটু বিশ্বাস হইতেছে না যে, যে-লোকটা কল্‌কাতায় টাকা আর গহনা আন্‌তে গিয়েছে, সে নিশ্চয়ই কোন না কোন বিপদে পড়েছে। নয়ত এতক্ষণে কথন্ বাড়ীতে আস্‌ত।"

দু-একজন লোক বাহিরে যাইতেছে ও আসিয়া বলিতেছে, 'কৈ তাহাকে ত দেখিতে পাইলাম না। বোধ হয়, পরের ট্রেণে আসিবে।" ইত্যাদি

উভয়পক্ষের বাগ্‌বিতণ্ডায় এবং তর্ক-বিতর্কে সম্প্রদানকার্য্য সম্পাদিত হইয়া গেল। বরকন্যাকে বাটীর ভিতর লইয়া যাওয়া হইল। হরনাথবাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

রাগে ও দুঃখে হরনাথবাবু ভোর না হইতে হইতেই বৈবাহিকের বাটী হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা হরমোহনকে তিনি আদেশ করিলেন, "তুমি প্রাতেই ৮০০০৲ হাজার টাকা, সমস্ত গহনা এবং বর-কনে নিয়ে কল্‌কাতায় চলে আস্‌বে; এক পয়সা ছেড়ে আস্‌বে না।"

প্রাতঃকাল হইতে না হইতে,—বিবাহ বাড়ীর সকলের জাগিয়া উঠিতে না উঠিতে হরমোহনবাবু বৈবাহিক-মহাশয়ের বাটীর সম্মুখে একলা পদচারণা করিতে লাগিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, কি রকম করিয়া দাদার আদেশানুসারে বর-কন্যা ও অর্থালঙ্কারাদি সমস্ত উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবেন। তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের কলকাতায় যে লোক গিছিল, সে গহনা-টাকা নিয়ে ফিরেছে?"

লোক। আজ্ঞে, না!

হরমোহন। তবে কি হবে বল দেখি? আমাকে ত একটু পরে বরকনে, টাকা-গহনা সমস্ত নিয়ে বাড়ী যেতে হবে।

লোক। আজ্ঞে হাঁ।

দুই একজন গ্রামবাসী সেই সময় বলা-

বলি করিতে করিতে যাইতেছিল, "রাত্রে বড় বকাবকি হচ্ছিল। বরকর্ত্তা রেগে বল্‌ছিলেন, 'আমিএখনি ছেলে তুলে নিয়ে যাব; বে দোবো না।

১ম গ্রামবাসী।—কেন বল দেখি?

২য় গ্রামবাসী।—কল্‌কাতা থেকে টাকা গহনা এসে পৌছে নি বলে।

১ম গ্রামবাসী। এই অপরাধ! তাতে অত রাগ!

২য় গ্রামবাসী। জানেন না ত, হরিদাসবাবু কেমন লোক? কাল একটু বাড়াবাড়ি কর্‌লেই বরকর্ত্তাকে বঙ্গমতীর জলে চোক বুঝিয়ে ভাস্‌তে হ'ত; আর কল্‌কাতায় ফিরে যেতে হ'ত না!

১ম। নগদ কত দেবার কথা?

২য়—আট হা-জা-র!

১ম—এ ছাড়া গহনা?

২য়—তা বৈ কি।

১ম—উঃ কি সর্ব্বনাশ! হ'লো কি! হরিদাসবাবু যেন জমিদার-লোক; অন্য লোকের দশা কি হবে! ছেলের বাপের উদরটী ত জালার চেয়েও বড় দেখ্‌ছি! কিছুতেই ভরে না!

২য়। সেইজন্যেই ত দেশের এত দুর্দ্দশা! মেয়ের বাপের আর পরিত্রাণ নেই!

কিঞ্চিৎ অধিক বেলা হইলে হরমোহনবাবু বর-কন্যাকে পাঠাইবার জন্য তাগাদা করিতে লাগিলেন। হরিদাসবাবু আহার করিয়া আসিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন। হরমোহনবাবু ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে বলিলেন, "দাদা ভোরের ট্রেণে চলে গিয়েছেন; আমাকে টাকা, গহনা এবং বর-কন্যাকে নিয়ে যাবার ভার দিয়ে গিয়েছেন। আপনারা শীগ্‌গির শীগ্‌গির আমাদেরকে বিদায় করে দিন্।" বলিতে বলিতে, একখানা গাড়ী ঘর্ঘর-শব্দে বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হরিদাসবাবু বলিলেন, "ঐ বুঝি গাড়ী এসেছে—আমি যাই। আপ্‌নাদের সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেই গে।"

অনতিবিলম্বে বর-কন্যাকে লইয়া একজন ঝি আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। যে কয়জন স্ত্রীলোক তাহাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বাটীতে চলিয়া গেলেন্। গাড়ী ঘর্ঘর শব্দে আসিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌছিল।

(ক্রমশঃ)

পাতিব্রত্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে পাতিব্রত্য-সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে পুরাণাদি হইতে কয়েকটী শ্রেষ্ঠ পতিব্রতার দৃষ্টান্ত তুলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সর্ব্বাগ্রে আদ্যা সতী সতীর কথাই বলি। দক্ষ আপন যজ্ঞে সমস্ত দেবতাকেই আহ্বান করিয়াছিলেন, সমস্ত কন্যা ও জামাতাকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; করেন নাই কেবল মহাদেব ও সতীকে। নারদের মুখে এই কথা শুনিয়া সতী মহাদেবের নিকট পিতৃগৃহে যাইবার জন্য

আবদার করিলেন। ভোলানাথও তাঁহার আবদার কাটাইতে পারিলেন না। শেষে সতী অনুচরবর্গের সহিত পিতৃগৃহে গমন করিলেন। কিন্তু সতীকে আসিতে দেখিয়া দক্ষ অন্য কন্যার মত আদর অভ্যর্থনা করিলেন না। তাহাতে সতী দুঃখিত হইয়া পিতাকে বলিতে লাগিলেন—"পিতঃ, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার আজ্ঞাকারী, আপনি সেই দেবাদিদেব মহাদেবের অর্চ্চনা করেন নাই কেন? এবং আপনার কন্যাদিগের মধ্যে আমার অপেক্ষা যাঁহারা কনিষ্ঠা তাহাদিগকে পরম আদরে সংকার করিলেন, আমাকে এইরূপ অবজ্ঞা করিলেন কেন?" সতীর এই বাক্য শুনিয়া দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিলেন, "আমার অন্যান্য কন্যাগণ বয়সে তোমা অপেক্ষা ছোট হইলেও তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ও পূজনীয়া, এবং তাহাদের স্বামীরাও অতি সম্মানার্হ। সকল জামাতাই তোমার স্বামী ত্রিলোচন অপেক্ষা গুণবান্। তুমি সেই মূঢ়াত্মা, তমঃপূর্ণ শিবের পত্নী বলিয়া আমি তোমাকে অপমান করিয়াছি!" সতীকুলশিরোমণি সতী জনকের মুখেও পতিনিন্দা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ও তাঁহার পতি যজ্ঞস্থলে নিমন্ত্রিত না হইলেও, যে জন্মদাতার প্রতি একটা নৈসর্গিক মমতার আকর্ষণে তিনি স্বামীর নিকট আবদার করিয়া পিতৃগৃহে আসিতে কিছুমাত্র অপমান বোধ করেন নাই, সেই জন্মদাতারই মুখনিঃসৃত পতিনিন্দা তাহার কোমল মর্ম্মে দারুণ আঘাত করিয়া মমতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিল।—পতিচিন্তারত সতীর হৃদয়ে পিতৃচিন্তার ক্ষণমাত্র অবসর হইল না। তিনি জনকের প্রতি সন্তানোচিত সম্মান একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া সামান্যজ্ঞানে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—"হে দক্ষ, বিনা কারণে আমার সাক্ষাতে মহেশ্বরকে নিন্দা করিয়াছ। মহাদেবের নিন্দাকারী ব্যক্তি সদ্যঃ দণ্ডার্হ। সেইজন্য তোমার অত্যুৎকট পাপের সমুচিত দণ্ড শীঘ্রই সেই দেবের নিকট প্রাপ্ত হইবে। তুমি দেবদেবকে পূজা কর নাই বলিয়া তোমার বংশ চিরকলঙ্কিত হইয়া থাকিবে।" জনকের প্রতি এইরূপ তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ করিয়াও তাঁহার মন শান্ত হইল না। পতিনিন্দা তাঁহার কোমল মর্ম্মস্থলে যে নিদারুণ শল্য বসাইয়া দিয়াছিল, একমাত্র জীবন উৎসর্গ ব্যতীত সেই আমূলবিদ্ধ শল্যের উদ্ধার করা কোনরূপেই সম্ভবপর হইল না। তাই সতী পিতার সম্মুখে স্বেচ্ছায় জীবনবিসর্জ্জন করিলেন।

আর এক সতীকুলশিরোমণি রাজ্যভ্রষ্ট স্বামীকে সত্যভ্রংশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে ক্রীতদাসীরূপে পরিণত করিতেও সঙ্কুচিত হন্ নাই। তিনি হরিশ্চন্দ্র-পত্নী শৈব্যা। এই সাধ্বীচরিত্রা রমণী আবাল্য রাজভোগে লালিতা পালিতা, এবং স্বয়ং অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়াও, দানদ্বারা নষ্টসর্ব্বস্ব রাজ্যনিষ্কাসিত, পথে পথে ভ্রমণকারী পতির নিদারুণ অনুগমন-ক্লেশ কেবল হাস্যমুখে গ্রহণ করিয়াই পরিতৃপ্ত হন নাই, কিন্তু মহাদুর্দ্ধর্ষ বিশ্বামিত্রকে যজ্ঞদক্ষিণা দিবার সময় অতিক্রান্তপ্রায় দেখিয়া পতিকে তাহার অভিশাপানল হইতে রক্ষা করিবার জন্য অকুণ্ঠিত-হৃদয়ে বলিয়াছিলেন—

"রাজন্ জাতমপত্যং মে সতাং পুত্রফলাঃ স্ত্রিয়ঃ।
তস্মাৎ প্রদায় বিত্তেন দেহি বিপ্রায় দক্ষিণাম্।"

হে রাজন্, সাধুলোকদিগের পুত্রের জন্যই যখন স্ত্রীর উপযোগিতা, এবং আমারও যখন পুত্র জন্মিয়াছে, তখন আমাকে বিক্রয় করিয়া তল্লব্ধধনে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করুন।

এবং পরিশেষে কাশীস্থ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট বিক্রীত হইয়া তাঁহার সংসারে ক্লেশকর-পরিচারিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও স্বামীর সত্যরক্ষার জন্য সহধর্ম্মিণীর মত একটুও যে সাহায্য করিতে পাইলেন, তাহা ভাবিয়া মনে মনে পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অতীত রাজসুখের কথা একবারও মনোমধ্যে উদিত হইয়া সে পরিতোষ লেশ-মাত্রও ক্ষুন্ন করিতে পারে নাই।

তাহার পর সাধ্বীশিরোমণি সীতার পাতিব্রত্যবিষয় চিন্তা করিলে নারীর প্রতি স্বভাবতঃই হৃদয় এক অপূর্ব্ব ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া থাকে। কিশোরবয়স্কা সীতাকে বনবাসগমনোদ্যত রামচন্দ্র যখন গৃহে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন সীতা অভিমানস্বরে বলিয়াছিলেন—"নরোত্তম, তুমি আমাকে অল্পবয়স্কা ভাবিয়া একি বলিতেছ? তুমি যাহা বলিলে, অস্ত্রশাস্ত্রবিৎ বীর রাজপুত্রদিগের পক্ষে তাহা অনুচিত। আর্য্যপুত্র! পিতা, মাতা ভ্রাতা, পুত্র ও বধু, ইহারা স্ব স্ব ভাগ্যানুসারে সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু পুরুষশ্রেষ্ঠ! নারীরাই কেবল ভর্ত্তার ভাগ পাইয়া থাকে। অতএব আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমিও বনবাসার্থ আদিষ্টা হইয়াছি, জানিবেন। কি ইহকালে, কি পরকালে নারীদিগের পতিই একমাত্র গতি। আত্মা, মাতা, পিতা, পুত্র কিংবা সখীজন তাহাদের গতি নহে। রঘুনন্দন, যদি তুমি এখনই দুর্গম কাননে যাও, আমি কুশকণ্টক দলিত করিয়া তোমার অগ্রে গমন করিব। নাথ! তুমি আমায় সঙ্গে গ্রহণ কর। ভর্ত্তার যেরূপ অবস্থাই হউক না কেন, তাঁহার পদ-চ্ছায়াই নারীর একমাত্র আশ্রয়। আমি তোমার সহিত শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম অরণ্যে সুখে প্রবেশ করিব। আমি ত্রিলোকের চিন্তা ত্যাগ করিয়া কেবল পাতিব্রত্যচিন্তায় নিমগ্না হইয়া সংযতচিত্তে তোমার সেবা করিব। তুমি আমায় ক্ষান্ত করিও না। আমার জন্য কিছুই ক্লেশ পাইতে হইবে না; আমি ফল ও মূল ভোজন করিয়াই থাকিব, এবং তোমার ভোজনের পর ভোজন করিব। তোমার সহিত থাকিয়া নির্ভয়ে শৈল, নদী সরোবর ও পল্বল সকল দেখিব। রঘুনন্দন! তোমার সহবাসে শত বা সহস্র বৎসরকাল বনে বাস করিতে কুণ্ঠিত হইব না, কিন্তু তোমার বিহনে স্বর্গও আমার বাঞ্ছিত নহে। তুমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে আমি প্রাণত্যাগ করিব। তোমার বিহনে একদণ্ড বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। অতএব আমায় বনে লইয়া চল।"

অনন্তর দুরাত্মা রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া নির্জ্জন অশোক-বনে রাখিয়া কত স্তোকবাক্যে বুঝাইয়াছিল, পতি-ব্রতা সীতা কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র টলেন নাই। অক্ষুণ্ণ-তেজঃসহকারে তিনি রাবণকে বলিয়াছিলেন—রাবণ! আমি পতিব্রতা; বিশেষতঃ পরের পত্নী। সুতরাং আমি তোমার উপভোগের যোগ্যা নহি। তোমার স্ত্রী মন্দোদরীকে যেমন তোমার রক্ষা করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ অপরের স্ত্রীকেও তোমার রক্ষা করা উচিত। পরস্ত্রী ভোগের কল্পনা

ছাড়িয়া দিয়া নিজ স্ত্রীতে রত হও। এই লঙ্কা নগরীতে ইহকাল ও পরকালের হিতবক্তা কি কোন ব্যক্তি নাই, যে তোমাকে সদুপদেশ দেন? অথবা থাকিলেও তুমি তাহাদের কাছে যাও না। তোমার যেরূপ আচার-বর্জ্জিত বিপরীত বুদ্ধি দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে তোমার ধ্বংসকাল উপস্থিত। যদি বাঁচিবার সাধ থাকে ও লঙ্কা পুরী রক্ষার অভিলাষ থাকে, ত এখনও আমায় রামকে প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা কর।" তাহার পর রাবণের অনুরোধে শত শত নিশাচরী সীতাকে রাবণের অনুগতা হইবার জন্য কত অনুরোধ করিয়াছিল, কত ভীতি-প্রদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু পতিগতপ্রাণা সীতার চিত্ত কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই।

অনন্তর রাবণ সবংশে নিহত হইলে সীতা রামের নিকট আনীতা হইলেন, এবং রামও বহুদিন ধরিয়া তাঁহার রাক্ষসগৃহে বাসহেতু তাঁহাকে লইতে চাহিলেন না; পরুষবচনে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। লক্ষ্মণ, হনুমান, বিভীষণ প্রভৃতি বন্ধুগণ তাঁহাকে কত অনুরোধ করিলেন, তিনি কর্ণপাতও করিলেন না। সেই সময় সীতা কাতরভাবে লক্ষ্মণকে বলিলেন, "সৌমিত্রে! আমি এরূপ মিথ্যাপবাদগ্রস্তা হইয়া প্রাণধারণ করিতে পারিব না। তুমি আমার জন্য চিতা প্রস্তুত কর, আমি তাহাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করি।" পরে রামের ইঙ্গিত-ক্রমে চিতা প্রস্তুত হইল। সীতা দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নিকে বলিলেন—"যখন আমার মন কখনও রাম হইতে বিচলিত হয় নাই, তখন লোক-সাক্ষী অগ্নি অবশ্যই আমাকে রক্ষা করিবেন। আমি যদি কায়মনোবাক্যে কখনও ধর্ম্মজ্ঞ রঘুনন্দনকে লঙ্ঘন না করিয়া থাকি ত বিশ্বাবসু আমাকে রক্ষা করিবেন।"

এই বলিয়া সীতা অনলে প্রবেশ করিলেন। অগ্নি তাঁহার কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারিলেন না। তিনি নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবিকৃতরূপা সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া সত্বর উত্থিত হইলেন এবং সকলের সমক্ষে রামকে বলিতে লাগিলেন,—"রাম! এই তোমার বৈদেহীকে গ্রহণ কর; ইহাতে পাপের লেশ-মাত্র নাই। এই সুলক্ষণা সীতা বাক্য, মন, বুদ্ধি অথবা চক্ষুর্দ্বারা কখনও তোমাকে অতি-ক্রম করেন নাই। রাবণ-কর্ত্তৃক বারংবার অর্চ্চিতা ও প্রলোভিতা হইয়াও একমাত্র তোমাতেই অনুরক্তা এই জানকী ক্ষণমাত্র রাবণের চিন্তা করেন নাই। ইনি নিরন্তর একমনে তোমাকেই ধ্যান করিতেন। আমি আদেশ করিতেছি, পবিত্রস্বভাবা সীতাকে গ্রহণ কর।"

রাম সীতাকে গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু সীতার ভাগ্যবিধাতা তাঁহার ললাটে কখনও পতিসুখ লিখেন নাই। তাই রাজ্যাভিষেকের পর সীতার রক্ষোগৃহবাস-নিবন্ধন লোকাপবাদ শ্রবণ করিয়া জনরঞ্জক রাম আবার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পতিকর্ত্তৃক এই-রূপে আচরিতা হইয়াও সতীকুলরত্ন সীতা এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বামীর প্রতি কোন প্রকার বিরুদ্ধচিন্তা পোষণ করেন নাই। নির্জ্জন-কাননে বাল্মীকির আশ্রমে একাকিনী পরি-ত্যক্তা হইয়া সর্ব্বদাই স্বামীর মঙ্গলানুধ্যানে রতা ছিলেন।

তারপর অশ্বমেধ যজ্ঞস্থলে রামচন্দ্র কুশ

ও লবের পরিচয় পাইয়া মহর্ষি বাল্মীকির নিকট আর একবার সমবেত সকল লোকের সমক্ষে সীতার বিশুদ্ধি-বিষয়ে পরিচয় দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তদনুসারে সভাস্থলে সীতাকেও আনা হইয়াছিল। বিশুদ্ধির পরিচয় দিতে গিয়া সীতা সমবেত সকল লোকের সমক্ষেই নতমুখে বলিতে লাগিলেন—

"যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥

"আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও মনে স্থান দিই নাই; সেই-হেতু ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে বিবর প্রদান করুন। আমি যদি কর্ম্ম, মন- ও বাক্য-দ্বারা রামকে অর্চ্চনা করিয়া থাকি, ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে বিবর প্রদান করুন। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও না জানিয়া থাকি, ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে বিবর প্রদান করুন্।"

সীতার এই বাক্য শেষ হইবামাত্র ভূগর্ভ হইতে স্বর্ণসিংহাসন উত্থিত হইল, এবং বসুন্ধরা দুই হস্তে সীতাকে সেই সিংহাসনে তুলিয়া একেবারে রসাতলে লইয়া গেলেন। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই রাজদুহিতা ও রাজকুলবধূ হইয়াও যিনি সর্ব্বংসহার মত অদৃষ্টের কঠোর উৎপীড়ন হাস্যমুখে সহ্য করিয়াছিলেন, জঘন্য লোকাপবাদ শারদজ্যোৎস্নার মত সুনির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কারোপপূর্ব্বক যাঁহাকে পতিসেবন-সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া একটা জীবনব্যাপী মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিল, আজ সেই সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি মূঢ়-জনমণ্ডলীর সমক্ষে অতিশয় অদ্ভুত বিশুদ্ধির পরীক্ষা দিয়া চলিয়া গেলেন।

অশ্বপতিদুহিতা সাবিত্রী পিতৃ-কর্ত্তৃক পতিনির্ব্বাচনের জন্য প্রেরিত হইয়া রাজ্যচ্যুত দারিদ্র্যপীড়িত বনবাসী দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান্‌কে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। পরে দেবর্ষি নারদ অশ্বপতিকে, "সত্যবানের সংবৎসর পূর্ণ হইলে মৃত্যু হইবে" এই কথা বলিলে, অশ্বপতি কন্যাকে অন্য পতি নির্ব্বাচনের জন্য অনুরোধ করেন। সাবিত্রী তাহাতে বলেন—"পিতঃ, আমি সত্যবান্‌কে যখন একবার পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন তিনি দীর্ঘায়ুঃই হউন্, অল্পায়ুঃই হউন্, সগুণই হউন্, বা নিগুর্ণই হউন্, তিনিই আমার পতি। আমি কদাপি আর কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না।"

এইরূপে যৌবনের প্রারম্ভে যাঁহার অনন্যসাধারণ পাতিব্রত্যের পরীক্ষার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, সেই সাবিত্রী শেষে সত্যবানের পত্নী হইয়া সহাস্যবদনে কুটীরবাসিনী বনচারিণীর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভক্তি ও শুশ্রূষার দ্বারা অল্পদিনের মধ্যেই শ্বশুরাদি সকলকে বশীভূত করিয়া সকলেরই আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিলেন, এবং আসন্নমৃত্যু পতির জীবনরক্ষার্থ কঠোর ত্রিরাত্রব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক উপবাসক্লিষ্ট শরীরে পতির সহিত দুর্গম অরণ্যে গমন করিয়া পাতিব্রত্য-লব্ধ দিব্যজ্ঞান দ্বারা স্বামীর প্রাণসংহারী দুর্দ্ধর্ষ কালের সন্তোষ-সাধন করিয়া তাহার কবল

হইতে মৃত পতিকে উদ্ধার করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। ইহা পাঠক-পাঠিকাদিগের অবিদিত নাই।

পাতিব্রত্যপ্রভাবে মৃতস্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করার আর একটী বৃত্তান্ত আমরা মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেখিতে পাই। প্রতিষ্ঠান-নগরে কুশিক-বংশসম্ভূত কোন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ছিলেন। স্বামী কুষ্ঠরোগী হইলেও তাঁহার পতিব্রতা ভার্য্যা তাঁহাকে সবিশেষ সেবা করিতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ রোগাতুর ও কোপনস্বভাব বলিয়া তাঁহার সেই শুশ্রূষাপরায়ণা স্ত্রীকে নিরন্তর ভর্ৎসনা করিতেন। পত্নী নীরবে তাহা সহ্য করিতেন। ব্রাহ্মণ চলনশক্তি রহিত হইয়াও একদিন পত্নীকে আদেশ করিলেন—"এই রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে যে কুলটা বাস করে, আমি তাহাকে দেখিয়া অধীর হইয়াছি। তুমি আমাকে তাহার আলয়ে লইয়া চল। তাহাকে না পাইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব।"

স্বামীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সৎকুল-সম্ভূতা পতিব্রতা পত্নী প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিয়া ও স্বামীকে স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া মৃদুমন্দ গতিতে গমন করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল; কেবল বিদ্যুতের আলোক দেখিয়া সেই স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী রাজপথে যাইতে লাগিলেন। তখন মাণ্ডব্য-মুনি মিথ্যা চৌর্য্যাপরাধে শূলবদ্ধ হইয়া পথিমধ্যে অন্ধকারে অত্যন্ত যাতনাভোগ করিতেছিলেন। হঠাৎ সেই পত্নীস্কন্ধ-সমারূঢ় কৌশিক ব্রাহ্মণের অঙ্গস্পর্শে তাঁহার চরণ নড়িয়া গেল। তাহাতে মাণ্ডব্য মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন,—"যে ব্যক্তি আমার পদচালনা করিয়া এরূপ যাতনা প্রদান করিল, সেই পাপাত্মা নরাধম সূর্য্যোদয় হইলেই অসহ্য যন্ত্রণাভোগে অবশ হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে।" তখন তদীয় পত্নী মুনিবরের এই নিদারুণ শাপ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "যদি আমি অবিচলিত পাতিব্রত্যধর্ম্ম পালন করিয়া থাকি, তবে 'সূর্য্যো নৈবোদয়মুপৈষ্যতি—সূর্য্য আর কখনও উদিত হইবেন না।" অনন্তর সতীর মাহাত্ম্যে সূর্য্য আর উদিত হইলেন না। সূর্য্যোদয়ের অভাবে সমস্ত দিনই নিশা রহিল। এইরূপ ক্রমাগতই অন্ধকার থাকিয়া গেল। আলোকের অভাবে বৎসরের গণনা বিলুপ্ত হইল, কালজ্ঞান অন্তর্হিত হইল, স্নানদানাদি কার্য্য বিলুপ্ত হইল, যজ্ঞের অভাব ঘটিতে লাগিল। যজ্ঞাভাবপীড়িত দেবগণের কাতরতা দর্শনে দেবশ্রেষ্ঠ প্রজাপতি কহিলেন—"হে অমরগণ! দেখ, তেজের দ্বারা তেজঃ ও তপস্যা-দ্বারা তপস্যার বিনাশ হয়, অতএব আমার বাক্য শ্রবণ কর। দেখ, পতিব্রতার মাহাত্ম্যে দিবাকর উদিত হইতেছেন না, সূর্য্যোদয়ের অভাবে দেবগণের ও মর্ত্ত্যগণের অত্যন্ত হানি হইতেছে; অতএব তোমরা যদি সূর্য্যোদয়ের অভিলাষ কর, তবে একমাত্র পতিব্রতা তপস্বিনী অত্রিমুনির পত্নী অনসূয়াকে প্রসন্ন কর।" তৎপরে দেবগণ-কর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইয়া অনসূয়া সেই সতীর আলয়ে গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "কল্যাণি, তুমি ত স্বামীর মুখদর্শনে আনন্দিত হইতেছ, এবং সকল দেবতা অপেক্ষা স্বামীকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর ত? দেখ, পুরুষগণ দেবপূজা,

পিতৃপূজা, অতিথিসৎকার, সত্য, সরলতা তপঃ, দান ও শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ার দ্বারা যে পুণ্য অর্জ্জন করেন, স্ত্রীগণ একমাত্র-পতি-সেবন দ্বারা তাহাদের দুঃখোপার্জ্জিত পুণ্যের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্ত্রীগণের ভর্তৃসেবা ব্যতীত পৃথক্ যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ বা উপবাস-ক্রিয়া নাই। একমাত্র স্বামিসেবা-দ্বারাই তাঁহারা অভিলষিত লোকে গমন করিয়া থাকেন। অতএব হে পতিব্রতে! যখন পতিই নারীর একমাত্র গতি, তখন পতিশুশ্রূষায় সর্ব্বদা মনোবিবেশ করিবে।"

অত্রিপত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বিজরমণী পরম সমাদরে বলিলেন,—"অদ্য আপনার অমৃতপ্রায় বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি ধন্য হইলাম। আমি জানি যে, নারীদিগের পতির তুল্য আর গতি নাই। তিনি প্রসন্ন থাকিলেই ইহলোকে পরলোকে উপকার হয়। পতির প্রসাদেই নারীগণ ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগ করে। কারণ, "নার্য্যা ভর্ত্তা হি দেবতা"—ভর্ত্তাই নারীর দেবতাস্বরূপ। অতএব আপনি যখন আমার আলয়ে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন আমাকে বা আমার স্বামীকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন্।"

তখন অনসূয়া বলিলেন,—"তোমার বাক্যে সূর্য্যোদয় রহিত হওয়ায় জগতের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব যদি জগৎকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা হয়, তবে প্রসন্ন হইয়া সূর্য্যদেব যাহাতে উদিত হন্ তাহাই কর।" তখন ব্রাহ্মণী বলিলেন, "হে মহাভাগে! মাণ্ডব্য-মুনি অত্যন্ত ক্রোধে আমার স্বামীকে এইরূপ শাপ দিয়াছেন যে, সূর্য্যোদয় হইলেই তাঁহার প্রাণনাশ হইবে। সেইজন্যই আমি সূর্য্যোদয় রহিত করিয়াছি।" তখন অনসূয়া কহিলেন—"হে ভদ্রে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমি তোমার স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করিব; তিনি পূর্ব্বের মত নব কলেবর ধারণ করিবেন্। অতএব সূর্য্যকে উদিত হইতে দাও।"

ব্রাহ্মণী "তথাস্তু" বলিলে, অরুণবর্ণ সূর্য্যমণ্ডল উদয়াচলে আরোহণ করিলেন। অমনি ব্রাহ্মণের প্রাণবিয়োগ হইল, এবং তিনি যেমন ভূতলে পতিত হইবেন, অমনি ব্রাহ্মণী তাঁহাকে ধারণ করিলেন। তখন অনসূয়া বলিলেন, "ভদ্রে! বিষণ্ণ হইও না। আমি যদি অন্য পুরুষের চিন্তা না করিয়া থাকি, অক্ষুণ্ণ পাতিব্রত্যে রত থাকি ও পতিকে দেবতাগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকি, তবে তোমার স্বামী নিরাময় হইয়া জীবিত হইবেন্।" এই কথা বলিবামাত্রই ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত-শরীরে পুনর্জ্জীবিত হইয়া ভার্য্যার সহিত মিলিত হইলেন।

মহাভারতে বনপর্ব্বে দেখিতে পাই, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন মার্কণ্ডেয়ের নিকট পরমোৎকৃষ্ট স্ত্রীগণের মাহাত্ম্য-শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন মার্কণ্ডেয় বলিলেন, "পতিব্রতা স্ত্রী পরম মান্যা! তাঁহারা যে ইন্দ্রিয়গ্রাম-নিরোধ, মনঃসংযম ও সদাচার অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় পতিকে দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, উহা অত্যন্ত দুরূহ। কামিনী কেবল স্বামীর শুশ্রূষা-দ্বারা স্বর্গলাভ করিতে পারে। কিন্তু যে রমণী পতির প্রতি ভক্তি না করে, কি যজ্ঞ, কি শ্রাদ্ধ, কি উপবাস,—তাহার সকলই বৃথা হয়।" মার্কণ্ডেয় পতিব্রতা নারীর প্রসঙ্গ তুলিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিতে

লাগিলেন, "মহারাজ! কৌশিক নামে এক তপঃপরায়ণ ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদা ঐ ব্রাহ্মণ বৃক্ষমূলে বেদোচ্চারণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক বলাকা ঐ বৃক্ষের উপরিভাগ হইতে তাহার গাত্রে পুরীষ-পরিত্যাগ করিল। ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে ক্রোধাভিভূত হইয়া বলাকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্রই সে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। মুনি-বর কৌশিক বলাকার নিধনহেতু পরম অনুতপ্ত হইলেন। একদা ভিক্ষার জন্য গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক গৃহস্থ-ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষা-প্রার্থনা করিলে ঐ গৃহস্থপত্নী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন; আমি ভিক্ষা আনয়ন করিতেছি।" গৃহিণী এই বলিয়া ভবন-মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র পরিষ্কৃত করিতেছেন, এরূপ সময়ে তাঁহার স্বামী ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ পতিব্রতা কামিনী স্বীয় পতিকে সমাগত দেখিয়া, ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা প্রদান না করিয়া পাদ্যাদি-দ্বারা অতিবিনীতভাবে স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ঐ কামিনী প্রত্যহ ভর্ত্তার উচ্ছিষ্ট-ভোজন, তাঁহাকে দেবতার মত জ্ঞান, একমনে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা তাঁহার শুশ্রূষা ও মনোরঞ্জন করিতেন এবং সদাচারসম্পন্না, শুচি, দক্ষা ও কুটুম্ব-হিতৈষিণী ছিলেন। সতত সংযত চিত্তে দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের শুশ্রূষা করিয়া কাল-যাপন করিতেন। পতি-ব্রতা স্বীয় স্বামীর সেবা করিতে করিতে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ-পূর্ব্বক অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং ভিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ রোষকষায়িত নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'হে বরাঙ্গনে, তুমি কি নিমিত্ত, আমাকে ক্ষণ-কাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া এইরূপভাবে দীর্ঘকাল বসাইয়া রাখিলে? একেবারে বিদায় দিলে না কেন?"

পতিব্রতা ব্রাহ্মণকে ক্রোধসন্তপ্ত দেখিয়া বিনীতস্বরে বলিলেন, "হে বিদ্বন্, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন্। আমি ভর্ত্তাকে পরম দেবতা বলিয়া জ্ঞান করি। তিনি ক্ষুধার্ত্ত ও শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন, এই জন্য আমি এতাবৎকাল তাঁহার সেবা করিয়াছিলাম।"

ব্রাহ্মণ তখন বলিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণকে গুরু বলিয়া জ্ঞান কর না; কিন্তু কেবল স্বামীকেই গুরুতর বলিয়া বোধ করিয়া থাক? তুমি গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিয়া ব্রাহ্মণদিগের অবমাননা কর, ইহা অতিগর্হিত।"

পতিব্রতা বলিলেন, "হে তপোধন, ক্রোধ পরিত্যাগ করুন্। আমি বলাকা নহি যে, ক্রোধদৃষ্টিদ্বারা আমাকে দগ্ধ করিবেন! আমি কদাপি দেবতুল্য মনস্বী ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করি না। আমি ব্রাহ্মণের তেজঃ ও মাহাত্ম্যের বিষয় সবিশেষ অবগত আছি। হে ব্রাহ্মণ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন্। আমার মতে নারীগণের পক্ষে পতিশুশ্রূষাই প্রধান ধর্ম্ম এবং ভর্ত্তা সমুদয় দেবগণ অপেক্ষাও প্রধান। আমি অবিচলিত ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাকি। আপনি তাহার ফল প্রত্যক্ষ করুন্। আপনি যে ক্রোধানলে বলাকা দগ্ধ করিয়াছেন, আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি।" তৎপরে ঐ পতিব্রতা কেবল

পাতিব্রত্য-দ্বারা লব্ধ দিব্যজ্ঞানের দ্বারা ব্রাহ্মণকে যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ নতশিরে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সকল পৌরাণিক যুগের কথা। ঐতিহাসিক যুগেও আমরা দেখিতে পাই, ভীমসিংহপত্নী পদ্মিনী শত শত রাজপুত রমণীর সহিত হাসিমুখে অগ্নিকুণ্ডে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া আলাউদ্দিনের পাপকবল হইতে সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং পৃথ্বীরাজমহিষী যোধবাই একাকিনী মহাপ্রতাপান্বিত ভারত-সম্রাটের পাপবুদ্ধির বিষয়ীভূতা হইয়াও স্বকীয় সতীত্বতেজঃ-প্রভাবে তাঁহাকে ক্ষমা প্রার্থনা করাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

এইরূপ কত শত পতিব্রতা নারীর পুণ্যময় দৃষ্টান্ত ভারতের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমলঙ্কৃত করিয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আজও ভারতক্ষেত্র সতীর উজ্জ্বলপ্রভায় সমুদ্ভাসিত, সতীর মহিমায় গৌরবান্বিত। বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোনও দেশ এত সতী-সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী নয়।

থাক, জননীগণ, তোমরা চিরকাল ধরিয়া এই আর্য্যভূমি উজ্জ্বল করিয়া থাক। তোমাদের পুণ্যের আভায় পাপকালিমা মুহূর্ত্তের জন্য ইহাকে কলুষিত করিতে পারিবে না। কাল-প্রভাবে এই দেশ যতই অধঃপতিত ও অবনত হউক্ না কেন, তোমাদের পবিত্র পদরেণু মাথায় লইয়া জগতে চিরকালই ইহা মাথা উঁচু করিয়া থাকিবে!

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

সাধে বাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রাত্রি, বোধ হয়, ১টা বাজিয়া গিয়াছে! লাবণ্যর অশ্রুকাতর চক্ষে নিদ্রার নাম নাই। দ্বারের নিকট শব্দ শুনিয়া লাবণ্য চকিতে উঠিয়া বসিল। আবার দ্বারে আঘাতের শব্দ হইল। লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "কে?" উত্তর আসিল—"শীঘ্র দুয়ার খোল।" এত দ্রুতভাবে কথা-কয়টি উচ্চারিত হইল যে, কাহার কণ্ঠরব, তাহা লাবণ্য অনুমান করিতে পারিল না। বাড়ীরই কোন দাস-দাসী ভাবিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন খবর আসিয়াছে কি?" উত্তর আসিল "হুঁ"। লাবণ্যর মনঃ-প্রাণ একটু সংবাদের আশায় উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। সে জ্ঞানশূন্যার মত দুয়ার খুলিতেই সহাস্যমুখে বিপিন গৃহে প্রবেশ করিল। লাবণ্য বিদ্যুৎস্পৃষ্টার মত দশ-হাত পিছনে সরিয়া গেল। ঈষৎহাস্যে বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, "কি লাবণ্য! ভয় পেয়েছ?"

না। পাওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তোমায় দেখে দেখে ভয় ভেঙ্গে গেচে। বিশেষতঃ যে নিজেই ভয়ে সারা হচ্চে, তাকে আমার ভয় কর্‌বার কি আছে?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিপিন বলিল, "কি রকম?"

"তাও বল্‌তে হবে? আমার স্বামীর ভয়।

তাঁর ভয়ে তো চোরেরও অধম সেজেছ ;—তাঁর ছায়া দেখলেও কাঁপ্‌তে থাক্‌।

হাসিয়া বিপিন বলিল, "সে কথাটা একেবারেই মিথ্যে নয়। তাই তো এবার সব পাপ একেবারে চুকিয়ে এসেছি।"

কথা কহিতে আজ বিপিনের মুখে সুরার গন্ধ বাহির হইতেছিল। কথাগুলাও ঈষৎ জড়াইয়া আসিতেছিল। লাবণ্য বিপিনের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম?"

মৃদু মৃদু হাসির সহিত বিপিন বলিল, "লেবু, যেন কিছু জান না?"

লা। কি জান্‌ব বিপিন-দা? কৈ আমি তো কিছুই জানি নে। কি করেছ, বল দেখি শুনি।

বিপিন নিকটে সোফার উপর বসিয়া বলিল, "সরোজকে ধ'রে নিয়ে গেছে, জান না?"

কাতর স্বরে লাবণ্য বলিল, "হাঁ, সে-খবর কাল পিসীমার চিঠিতে জান্‌লাম।"

বি। সে-চিঠি কি পিসীমা লিখ্‌তো!—আমিই লেখালাম। আমি জানি, সে চিঠি পেলে তুমি কান্নাকাটি কর্‌বেই।—আর সরোজের সঙ্গে প্রমোদেরও ছোট থেকে বন্ধুত্ব; সে নিশ্চয়ই টাকাকড়ি নিয়ে তাকে খালাস কর্‌তে যাবে। তা হলেই এক ঢিলে দুই পাখী সাবাড়! সাবাস্‌ বিপিনচন্দ্র! তোমার বুদ্ধি!

বিপিনের কথা শুনিয়া লাবণ্য শিহরিয়া উঠিল; কি পিশাচ! মনে সাহস-সঞ্চয় করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তো বাপু কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। টাকাকড়ি নিয়ে খালাস কর্‌তে গিয়ে কি বিপদ্‌ হ'তে পারে?"

মাথা নাড়িতে নাড়িতে বিপিন বলিল, "হুঁ হুঁ, লাবণ্য, আমার বুকে ঘা দেওয়া বড় শক্ত কথা! ঐ সরোজ ছোঁড়া!—যখন বাপ্‌ মরে গেল, আমরা ওর কত করেছি। সে-সময় আমরা না থাক্‌লে এই গোবরে পদ্মফুল বোন্‌টী নিয়ে কি দুর্গতিই হ'ত, তা কে জানে! তা সে নিতান্ত অকৃতজ্ঞ কি না, তাই সে সব ভুলে বোনের বিয়ে দিলেন্‌ এক জমীদারের সঙ্গে। দুত্তোর জমীদার! তা'র ফল বাছাধন টের পাবে এখন; জমীদারই বা কোথায় থাকেন্‌, নিজেই বা কোথায় থাকেন্‌; দেখুন!"

বিপিনের বাক্যস্রোত আর থামে না দেখিয়া, লাবণ্য বাধা দিয়া বলিল, "থাম বিপিন-দা, একটা কথা শোন।"

"মদমত্ত বিপিন গদ্‌গদ-স্বরে কহিল, "কি বল্‌বে বল! লেবু, তোমার কথা শুন্‌ব না? এত কাণ্ড তবে কিসের জন্য!—"

ঘৃণায় লাবণ্য জ্বলিয়া উঠিল; কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া বলিল, "দাদা কি করেছিল, সেইটা বল দেখি! কেন যে দাদাকে ধরে নিয়ে গেল, আমি ত ভেবেই পাচ্ছি নে। দাদার মত লোক ডাকাতি কর্‌লে!"

বি। দূর পাগলি! সে ডাকাতিও করে নি, খুনের সংস্রবেও থাকে নি! তবে যা করেছিল, বল্‌লাম তো;—এই বুকে ছুরী বসিয়েছিল; সে কি কম কথা লাবণ্য! আমি তোমার জন্যে বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছি, লেবু!—

বিপিনেরনেশাটা বেশ জমিয়া আসিতেছিল; নেশার ঝোঁকে এইবার বিপিন প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

লা। তা তুমি কি কর্‌লে?

অর্দ্ধজড়িত স্বরে বিপিন আবার আরম্ভ করিল—"সে কি কম কাণ্ড করেছি! মা'র গহনাগুলি আর বাবার নগদ টাকাগুলি হাতাতে অসাধ্য সাধন করতে হয়েছে।—সেইগুলি সব ঘুস্ দিয়ে সরোজকে চালান করেছি।—প্রমোদও যেই ছাড়াতে যাবেন, অমনি জড়িয়ে পড়্‌বেন। হা হা হা! বাছাবা কিছু দিন আণ্ডামানের জল খান্; আমি একটু হাঁপ্ ছেড়ে সুখ-ভোগ করি!"

লাবণ্যর বুকের ভিতর তখন, বুঝি, নিদাঘের ঝঞ্ঝা প্রবলবেগে তোলপাড় আরম্ভ করিয়াছিল, তাই অনেক চেষ্টাতেও কিয়ৎক্ষণ লাবণ্য নিরুদ্ধ কণ্ঠ মুক্ত করিতে পারিল না; প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় সে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিপিন ডাকিল—"লেবু!" অনেক চেষ্টায় কণ্ঠ খুলিয়া লাবণ্য অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে বলিল, "কেন?"

বি। "তুমি কোথায় গেলে?

লা। "এখানেই আছি।—বিপিন-দা, তুমি আমার জন্যে এত করেছ ভেবে, আমার চক্ষে জল আস্‌ছে। আমি তোমার এ স্নেহ এতদিন বুঝ্‌তে পারি নি।

মত্ততার হাসি হাসিয়া বিপিন বলিল, "লেবু! "এ কি এত বেশী করেছি! তোমার জন্যে যে আমি বুক চিরে রক্ত ঢেলে দিতে পারি! তুমি যে আজ আমার অন্তর বুঝেছ,—এতেই আমার সব সার্থক হয়েছে।" পরে গদ্‌গদ স্বরে সে বলিল, "লাবণ্য! তবে এইবার আমার সঙ্গে চল। এ ছার লোকালয় ছেড়ে, শুধু প্রেমের রাজ্যে গিয়ে বাস করি গে।"

লা। সে আর বল্‌তে বিপিন-দা! তুমি যা ক'রে এসেছ, এখন তুমি ভিন্ন আমার আর কে আছে? আমি তোমারি আশ্রয় নিতে যাচ্চি। কিন্তু তোমায় একটি কাজ করতে হবে।

বি। কি কাজ? বল, লেবু!

লাবণ্য তৎক্ষণাৎ টেবিলের উপর হইতে দোয়াত, কলম, কাগজ লইয়া বিপিনের হাতের কাছে দিয়া বলিল, "দাদাকে গ্রেপ্তার করাবার জন্যে তুমি কোন্ লোক্‌কে কবে কত টাকা বা গহনা দিয়েছিলে, তা লিখে দিতে হবে; আর দাদা সেদিন যথার্থ কোথায় ছিল ও অপরাধী কিনা, সেটাও লিখে দিতে হবে।"

মাতাল তৎক্ষণাৎ একটু সজ্ঞাগপ্রায় হইয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ! তাও কি হয়, লাবণ্য!"

লা। কেন হয় না?

বি। তা হ'লে আমার সর্ব্বনাশ হয়।

লা। তা হলে আমারও তোমার সঙ্গে যাওয়া হয় না। আমরা তো দেশ ছেড়েই পালাচ্চি? তোমার সর্ব্বনাশ হবে কি করে? তারপর শুধু তোমার লেখায় কি দাদা খালাস পাবে? তুমি লিখ্‌লেই পুলিসে ঘুষ কবুল করবে কি? তবে দেখ, দাদা মায়ের পেটের ভাই, তা'র উদ্ধারের জন্যে এটা কখনো কাজে লাগ্‌তে পারে। আর এক কথা, এ-বাড়ীতে আসাও আমার বড় কম দিন হল না। আমার স্বামীর টাকা-কড়ির সন্ধান অনেক জেনেছি। আমরা এত সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব যে, পৃথিবীর যে কোন জায়গায় থেকেও রাজার হালে আমাদের চলে যাবে।"

"সত্যি নাকি?" বলিয়া আনন্দে বিপিন প্রায় লাফাইয়া উঠিল।

লাবণ্য আবার বলিল, "কিন্তু সবই তোমার উপর নির্ভর করছে। শীঘ্র কাগজটায় লিখে দাও।"

লাবণ্যের মুখের প্রতি চাহিয়া বিপিন বলিল, "তা হ'লে দিই লিখে। আমায় আর কে ধরবে? আর এ তো মিথ্যে ক'রে লিখ্‌চি নে। রীতিমত রসীদ নিয়ে রেখেছি। বিপিন-চন্দ্র কাঁচা ছেলে নয়। কি বল, লেবু?"

লা। সে তো সত্যিই!

বি। তা হ'লে আজ রাত্রেই যাবে তো?

কৃত্রিম রোষ-ভরে লাবণ্য উত্তর করিল, "আমায় বিশ্বাস হচ্চে না? তবে থাক তুমি, আমি চল্লাম।"

"না না, এই নাও, লিখ্‌চি" বলিয়া বিপিন আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা দিন-তারিখ দিয়া লিখিয়া দিল। লাবণ্য সেখানি সরাইয়া রাখিয়া বলিল, আর একখানি লিখ্‌তে আছে।"

বি। আবার কি?

লা। তাও বিপিন-দা তোমাকেও বল্‌তে হবে? এই বুঝ্‌তে পাচ্চ না? আমার স্বামীর কাছে একটা সংবাদ দিয়ে না গেলে, যদি তিনি ভেবে চিন্তে আমাদের পেছনে গোয়েন্দা লাগান্? মনে কর, যদি আমরা ধরা পড়ি!—

বিপিন হাসিয়া বলিল, "সে আর ফিরবে লেবু? তার ফিরবার আশা থাক্‌লে আমি কি তোমায় নিতে আস্‌তে সাহস কর্‌তাম? সে ভয় তোমার কিছু নেই।"

লাবণ্য মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল—'না' এবং বলিল "না না, সে ভয় কর্‌ছি নে। তুমি তো সবই জান। তাঁর স্ত্রী থাক্‌ যাক্, গ্রাহ্যই করেন্ না। তা'র উপর বংশের গৌরবে অস্থির। পাছে মানে ঘা পড়ে, সেই ভয়েও কিছু কর্‌বেন না। কিন্তু কি বল্‌ব বিপিন-দা, এতদিন আমায় এই যে তাচ্ছীল্যটা ক'রে আস্‌ছেন, এটা আমার বুকে কি হ'য়ে বিঁধে আছে, তোমায় কি বল্‌ব! আজ যদি তুমি আমার সকল কষ্টই মোচন কল্লে, তবে আমি একবার তাঁকে জানিয়ে যেতে চাই যে, তাঁর আদর-অনাদরে আমারও কিছু যায় আসে না। তিনি ভিন্নও জগতে আমার আদর ক'রে স্থান দেবার লোক আছে।"—কথাগুলি উচ্চারণ করিতে লাবণ্য অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। নেশা-বিহ্বল দুই চক্ষু লাবণ্যের মুখের উপরে তুলিয়া বিপিন বলিল—"আঃ! লেবু, আজ বাহিরের সকল আপদ্ দূর করে নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার কাছে আস্‌লাম, তুমিও আজ কতদিন পরে আমার সঙ্গে মন খুলে কথা কইলে! আজ প্রাণ পূরে একটু আমোদ কর্‌ব, তা নয়; তোমার আজই যত ফরমাস্!"

লাবণ্য উত্তর করিল, "আজই যখন সকল আপদ্ দূর কর্‌তেছ, তখন এটুকুও শেষ করে ফেল। আর রোজ রোজ তো এ আপদ্ ভোগ কর্‌তে হ'বে না! লিখবে তো শীঘ্র লিখে ফেল, ক্রমশঃ রাত শেষ হয়ে আস্‌তেছে। আবার যাওয়ার উদ্যোগ কর্‌তে হবে তো?"

যাওয়ার নামে আনন্দে আটখানা হইয়া বিপিন বলিল, "বল, তা হলে কি কি লিখ্‌তে হবে?" লাবণ্য বলিল, "তাও আমাকে বল্‌তে হবে? আমায় তুমি চিরকাল কি রকম ভালবেসেছ; আমায় পাবার জন্যে তুমি এ পর্য্যন্ত যা করেছ, আমার কাছেই বা কত লাঞ্ছনা সয়েছ; আর তা সহ্য করেও যে যে কাজ ক'রে আজ আমায় পেয়েছ, সব আমার স্বামীর উদ্দেশে এতে লিখে দাও।"

বিপিন যথাসম্ভব সকলই লিখিল; পত্র পড়িয়া লাবণ্যর যেটুকু সন্দেহ ছিল সব মিটিয়া গেল। কাগজ দুইখানি সযত্নে অঞ্চল-প্রান্তে বাঁধিয়া লইয়া লাবণ্য বলিল, "বিপিন-দা, তুমি একটু শোও, আমি ততক্ষণে সব গুছিয়ে নিই।"

বিপিন আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বিছানায় শয়ন করিতেই বেহুঁস হইয়া পড়িল। তখন লাবণ্য চারি দিকের দ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিয়া সে দ্বারেও চাবি বন্ধ করিয়া দিল। প্রমোদের সুরক্ষিত শয়ন-গৃহের ভিতর বিপিন বন্দী হইয়া পড়িয়া রহিল।

ভ্রমসংশোধন।

আষাঢ়-সংখ্যায় "কুলবধূ"-প্রবন্ধের শেষ-পংক্তির পূর্ব্বপংক্তিস্থ—'স্বার্থ' শব্দস্থলে 'স্বাস্থ্য' হইবে। (পৃঃ ৮৬)

শ্রাবণ-সংখ্যায় "পাতিব্রত্য"-প্রবন্ধে প্রথম পারাগ্রাফে 'আমি হৃদয় লইয়া কার্য্য করিব' স্থলে 'আমি তোমার হৃদয় লইয়া কার্য্য করিব" হইবে। (পৃঃ ১২৮)

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত [illegible] দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান্ লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 662. October, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬২ সংখ্যা।	আশ্বিন, ১৩২৫। অক্টোবর, ১৯১৮।	১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

গান।

(রাগিণী—মিশ্র ছায়ানট্)

কোন্ প্রাণেতে থাকি বল,
তুমি যদি নাহি আস!
মোর প্রভাত নিশি কাটে কিসে,
তুমি যদি নাহি আস!
অন্ধ বাসনা চৌদিকে মোর
গাঁথিছে কেবলি বন্ধন-ডোর,
আমি কেমন করে থাকি হেথায়
তুমি যদি নাহি আস!
ফুটে গো ফুল কানন-তলে,
হাসে তারা গগন-কোলে,
আমি কেমন করে থাকি ভুলে'
তুমি যদি নাহি আস।
তুমি যদি রহ পিছে,
আমার বেদন-কাঁদন নয়কো মিছে।—
বিফল হবে সকল আমার
তুমি যদি নাহি আস।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

সাপ্তে বাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১২

লাবণ্য যখন গৃহ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, তখন উষার শীতল বাতাস ধীরে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, নিম্নের দুই একজন দাস-দাসী উঠিয়া দুয়ার খুলিতেছে, তাহার শব্দ আসিতেছে। সমস্ত রাত্রির বিষম উত্তেজনার পর ভোরের হাওয়া গায়ে লাগায় লাবণ্য অত্যন্ত তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিল। একটু আঁচল পাতিয়া শুইবার ইচ্ছায় লাবণ্য সম্মুখের খোলা ছাদে গিয়া দাঁড়াইতেই, গরুর গাড়ীর শব্দ তাহার কানে গেল। বিস্মিতা লাবণ্য উঁকি দিয়া দেখিল, প্রমোদ গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেছে।

সে-দিন প্রমোদ অত তাড়াতাড়ি বাড়ী হইতে রওনা হইল বটে, কিন্তু যথাসময়ে কলিকাতায় পৌছিতে পারিল না। অর্দ্ধপথে এঞ্জিনের কল একেবারে খারাপ হইয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর ট্রেণ নাই। সমস্ত দিন অপেক্ষা করিলে তবে গাড়ী পাওয়া যাইবে। কিন্তু একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া অর্দ্ধপথে বাধা পড়ায়, প্রমোদের আর সে-দিন যাইবার ইচ্ছা রহিল না। সে মনে মনে ভাবিল, 'আজ বাড়ী ফিরিয়া যাত্রা বদলাইয়া আসাই ভাল। এরূপ বাধা-পড়া যাত্রায় কলিকাতায় গেলে কার্য্যসিদ্ধির কতদূর কি হইবে, তাহা সন্দেহস্থল।'

যেখানে 'ট্রেন' দাঁড়াইয়াছিল, তাহার প্রায় দেড় ক্রোশ দুই ক্রোশ দূরে গ্রাম। সেখানে গিয়া প্রমোদের একটা আশ্রয় খুঁজিয়া লইতে বেলা ২½ প্রহর হইয়া গেল। সেখানে স্নান-পূজা সারিয়া স্বপাকে দুইটি ভাত ফুটাইয়া খাইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। তারপর একখানি গরুর গাড়ী ঠিক করিয়া প্রমোদ গৃহাভিমুখে রওনা হইল। সমস্ত রাত্রি পথে কাটাইয়া ভোরে প্রমোদ বাড়ী আসিয়া পৌছিল।

লাবণ্যর ইচ্ছা হইতে লাগিল, এখনি ছুটিয়া গিয়া সে প্রমোদের সহিত সাক্ষাৎকার করে ও একবার কাতর স্বরে তাহার দাদার বিষয় প্রশ্ন করে। আর এই ঘরের ভিতর যে কাল-সাপ ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহার বোঝা প্রমোদের পায়ে অর্পণ করিয়া মুক্তিলাভ করে। কিন্তু অনেক কষ্টে লাবণ্য অশান্ত চিত্তকে সংযত করিল। প্রমোদের নিত্য কার্য্য শেষ হইলে, লাবণ্য আজ তাঁহাকে অন্দরে ডাকিয়া পাঠাইল।

আজ কতদিন—কতদিন পরে প্রমোদ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল! বিবাহের পূর্ব্বে কত সাধ করিয়া প্রমোদ এই অন্তঃপুর সুসজ্জিত করিয়াছিল, তারপর আর চক্ষু চাহিয়া এদিকে একবার দেখেও নাই। এই অন্তঃপুরের প্রসঙ্গও তাহার বক্ষে শেল বিদ্ধ করিয়াছে। আজ প্রথম পা বাড়াইবার সময় তাহার অন্তর একবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তারপর সে ধীরভাবে গিয়া লাবণ্যর বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল।

প্রমোদের পদশব্দে লাবণ্যর অন্তর আজ কি পুলকে নৃত্য করিয়া উঠিল! স্বামিগৃহে

আসা অবধি সে শ্মশানেই বাস করিয়া আসিতেছে। এতদিনে এই শ্মশানে আজ মহাদেবের পাদ-স্পর্শ হইল। আজ-তরে ভীষণ শ্মশান সুন্দর কৈলাসে পরিণত হইল। লাবণ্য ভক্তিভরে প্রমোদের পায়ে প্রণাম করিল। প্রমোদ অন্যদিকে মুখ রাখিয়া উদাসভাবে বলিল, "ও-সবে কিছু প্রয়োজন নাই। ভিতরে আস্‌তে বল্‌বার কারণ কি জান্‌তে এসেছি।'

লাবণ্য দীপ্তিভরা চক্ষু-দুইটি স্বামীর পায়ের দিকে স্থির রাখিয়া বলিল, "এতদিন কি-কারণে তুমি আমায় পায়ে ঠেলেছিলে, তা কিছুই বুঝ্‌তে পারি নি; তাই অজানিত আশঙ্কায় তোমায় কখন কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তেও সাহস পাই নি। ভগবান্‌ আজ সকল সংশয় ছিন্ন করেছেন। আমি তোমার অবিশ্বাসিনী দাসী নই; এই চিঠি দু'খানি প'ড়ে দেখ। তারপর যদি দয়া হয়—।" লাবণ্যর মুখের কথা আর শেষ হইল না। তাহার চক্ষুজল ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

যে-পত্রে প্রমোদ-লাবণ্যের সুখের কাননে দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, যাহার জ্বালায় শত সুখের মাঝখানেও দুইজনে মরণাধিক যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিল, প্রমোদ বহুবার সে পত্র পাঠ করিয়াছিল। তাহার হস্তাক্ষর প্রমোদের চক্ষুতে অতিপরিচিত হইয়া অঙ্কিত ছিল। সবিস্ময়ে প্রমোদ দেখিল, এ দুইখানি পত্র ও সেই পত্রের একই হস্তাক্ষর। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রমোদ পত্র পড়িতে লাগিল। লাবণ্য একদৃষ্টে চাহিয়া স্বামীর মুখভাব নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পত্র পড়া শেষ হইলে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রমোদ লাবণ্যর প্রতি চাহিল। কি কথা তাহার মুখে আসিতেছিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই লাবণ্য বলিল, "এই হতভাগ্য পশুকে আজ তোমার শয়ন-গৃহে বন্ধ ক'রে রেখেছি; আজ তুমি এসেছো, তোমার হাতে ত'াকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। আমি জানি শুধু এই পত্রের কোনই মূল্য নেই, তাই দোষীকে মুক্তি দিই নি।—"

তারপর প্রমোদের পায়ের তলে পড়িয়া লাবণ্য বলিল, "তোমায় গৃহে এসে অবধি আজ পর্য্যন্ত কি কষ্টে কাটিয়েছি, ঈশ্বর দেখেছেন। কতদিন মর্‌তে গিয়েছি, কিন্তু সংশয়ের বোঝা নিয়ে মর্‌তে পারি নি। আজ নিজে তুমি সব বুঝে নিয়ে আমায় মুক্তি দাও। আমিও তোমায় সকল দায় মুক্ত ক'রে জীবনের বোঝা নামিয়ে দিই।"

আজ—সেই বিবাহের দিনের পরে এই আজ আবার প্রমোদ লাবণ্যর হাত ধরিল। কিন্তু একি! সেই নবনীত-কোমল সুগোল বাহুবল্লরী! এ যে শীর্ণ অস্থিসারমাত্র; স্পর্শে কেবল হস্তে পীড়া প্রদান করে! যদি যথার্থই লাবণ্য নিরপরাধা হয়, তাহা হইলে প্রমোদ কি অপরাধই না করিয়াছে! লাবণ্যকে ভূমি হইতে উঠাইয়া প্রমোদ বলিল, "এখন অন্য কোন কথার সময় নেই; ঘরের চাবী দাও, আমি বিপিনকে দেখ্‌তে যাবো।" লাবণ্য তৎক্ষণাৎ চাবি দিল। তখনও প্রমোদের মন মেঘাচ্ছন্ন। সে ভাবিতেছিল, হায়! কুলটার ছলের অভাব কি?

আর লাবণ্য সেইখানে অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। অভাগিনী অনেক কান্না কাঁদিয়াছে, কিন্তু আজকার কান্না—এ কত তৃপ্তির! আজ স্বামী তাহার গৃহে আসিয়াছেন, লাবণ্য তাঁহার পায়ের তলায়

পড়িয়া কাঁদিতে পাইয়াছে, স্বামি-স্পর্শে সুখ অনুভব করিয়াছে! তার চক্ষের জলের এ কি সার্থকতা —!!

১৩

প্রমোদ যখন গৃহে প্রবেশ করিল, বিপিন তখন নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য দারুণ অনুশোচনায় দগ্ধ হইতেছিল। এই গৃহ হইতে বাহির হইবার জন্য অনবরত সে নানা চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কোন দিকেই পথ পায় নাই। প্রমোদের কর্ম্মচারীদের সে তত গ্রাহ্য করে না, কিন্তু কোন গতিকে স্বয়ং প্রমোদ আসিয়া পড়িলে তাহার পরিণাম যে কি হইবে, তাহা যেন আর তাহার জানিতে বাঁকি ছিল না। যখন সম্মুখে সেই প্রমোদকেই সে দেখিতে পাইল, তখন তাহার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সাহসে ভর করিয়া সে নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হইতে দিল না; যেমন ছিল তেমনই ভাবে বসিয়া রহিল।

প্রমোদ গৃহে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল এবং ধীরে ধীরে বিপিনের কাছে বসিয়া, তাহার পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া ডাকিল, "ভাই বিপিন!" এরূপ আহ্বানে বিপিন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রমোদের মুখের দিকে চাহিল। প্রমোদ আবার বলিল, "তোমায় যে বড় ম্লান দেখাচ্চে ভাই! ভাল আছ তো?"

বিপিন এবার হাসিয়া বলিল, "পশু-বলি দাও, অত ছলনার আবশ্যক নেই। আমি তোমার দয়ার ভিখারী নই।"

প্রমোদ তেমনই ধীরভাবে বলিল, "বিপিন, আমি তোমার শত্রুতা কর্তে আসিনি, ভাই! জগতে সকলেই ভ্রমে পড়ে আছে। কে কা'কে দণ্ড দেবে? তুমি যদি একটা ভুল করে থাক, যে আমি নিত্য শত ভুল কর্‌চি, সে তোমার একটা ভুলের মার্জ্জনা কর্‌তে পার্‌বে না? কিন্তু ভাই, একটা ভয়ানক ভুল করেছ। আমাদের নির্দ্দোষী হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু সরোজকে কেন দণ্ড দিয়েছ?"

বিপিন এবার মাথা হেঁট করিয়া রহিল। প্রমোদ আবার বলিতে লাগিল, "সত্য-মিথ্যা আমি কিছুই জানি না ভাই। তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, এ চিঠি তুমিই লিখেছ?" পত্রের প্রতি চাহিয়া বিপিন চমকিয়া উঠিল; পরে একটু সাম্‌লাইয়া বলিল, "কে বল্লে ও-চিঠি আমি লিখেছি?" প্রমোদ প্রশান্ত হাসির সহিত, বলিল, "বিপিন, এখনও তুমি ভাব্‌ছ, আমি তোমার শত্রু। তোমার শত্রুতা কর্‌বার ইচ্ছা থাক্‌লে, অনেকক্ষণ তোমায় গ্রেপ্তার করাতে পার্‌তাম। কিন্তু এই দেখ, এ চিঠি আমি এখনি ছিঁড়ে ফেল্‌ছি। কেবল তুমি প্রতিজ্ঞা কর সরোজকে বাচাবে।"

বি। প্রমোদ, আমি কি ক'রে বিশ্বাস কবব যে, তুমি আমার শত্রু নও, বন্ধু! একি কখন সম্ভব হয়!

প্র। কেন হবে না, ভাই? জগতে পরম আত্মীয় স্বামী হ'য়ে, বিনা প্রমাণে অতিসামান্য কারণে যদি নিজের স্ত্রীকে যন্ত্রণায় দগ্ধ ক'রে নিজের জীবন তিক্ত কর্‌তে পারি, তবে একজন অবোধ শত্রুকে বুকে টেনে তা'র ভুল শুধ্‌রে ভাল বাস্‌তে পারি নে?"

অনুতপ্ত বিপিন উত্তর করিল, "প্রমোদ! শুধু সরোজকেই বিপদে ফেলি নি। তোমার গৃহে আরও কত উপদ্রব করেছি। তোমাকে বিপদে ফেল্‌তেও বিধিমত চেষ্টা করেছিলাম।

জানি না, তুমি কি ক'রে তা থেকে মুক্ত হ'য়ে এসেছ। এমন ঘোর শত্রুকেও তুমি ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বে ?"

প্র। বিপিন! তুমি যদি সব ভুলে গিয়ে আমার বক্ষে আশ্রয় নাও, আমিও সব ভুলে তোমায় সেখানে স্থান দেবো। আজ শুধু এই ভিক্ষা কর্‌তেই তোমার কাছে এসেছি।

বি। প্রমোদ! আমি কি সত্যিই তোমার সঙ্গে কথা কচ্চি, না স্বপ্ন দেখ্‌চি ? যা'দের এত নির্য্যাতন করে এলাম, তারা সব ভুলে আমায় আলিঙ্গন কর্‌তে এসেছে ?"

প্রমোদ বিপিনকে নিজের আরও নিকটে আনিয়া বলিল, "ভাই, সকল মানুষই প্রবৃত্তির দাস। প্রবৃত্তির উত্তেজনার হ্রাস হ'লেই মানুষের স্বরূপ প্রকাশ পায়। তোমার তা'তে লজ্জার কিছু নাই। এখন আমার কথা শোন, ভাই! তুমি যে টাকা উৎকোচ দিয়ে সরোজকে গ্রেপ্তার করিয়েছ, আমার তবিল থেকে তার দ্বিগুণ দিয়ে সরোজকে মুক্ত কর।"

তখন বিপিনের চক্ষু সজল হইয়া আসিল। সে বলিল, "প্রমোদ! তুমি দেবতা। সরোজ যা'তে মুক্তি পায় তা'র চেষ্টা কর্‌ব; কিন্তু তাকে আর এ-মুখ দেখাব না।"

প্রমোদ বিপিনের চক্ষের জল মুছাইতে মুছাইতে বলিল, "ছোট থেকে সরোজকে তো জান ভাই! আমি, কি তুমি, শত অপরাধে অপরাধী হ'লেও তার হৃদয়ে আমাদের জন্যে কখনও ক্ষমার অভাব হবে না। এখন উঠে এসে ভাই! স্নানাহার ক'রে নিয়ে, আজ বিশ্রাম কর। কাল ভোরের ট্রেণে আমরা কলিকাতা যাব।"

বিপিনকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিয়া প্রমোদ ডাকিল, "লাবণ্য! তোমার বিপিন-দাদাকে প্রণাম ক'রে যাও।" কম্পিত দেহে কম্পিত পদে লাবণ্য আসিয়া বিপিনকে প্রণাম করিতে গেলে, বিপিন বাধা দিয়া বলিল, "না না, এ অধম অপবিত্রকে প্রণাম করিস্ না, লাবণ্য! আমি করজোড়ে মাপ চাচ্চি, আমায় মার্জ্জনা কর্। আমি এবার থেকে তোর প্রকৃত দাদা হব।"

লাবণ্য প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি তো তোমায় দাদার সঙ্গে ভিন্ন ক'রে কখন ভাবি নি। তুমিও আজ দাদার মত আশীর্ব্বাদ কর, যেন কখন ধর্ম্মপথচ্যুত না হই।"

সেদিন সন্ধ্যারতির সময় লাবণ্য গিয়া ঠাকুরের পায়ের তলায় পড়িল। লাবণ্যর চক্ষে সে-দিন অশ্রুর উৎস উথলিয়া উঠিতেছে। সে আর ফুরায় না,—ফুরায় না! সে ঠাকুরকে নিবেদন করিতে করিতে লাগিল, ঠাকুর! সত্যই কি এ মরা প্রাণ আবার আশার পুলকে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে? এই শুষ্ক মরু হৃদয়ে প্রেমের মন্দাকিনী-স্রোত আবার কি প্রবাহিত হইবে? হায়! এ স্বপ্ন না দুরাশা!!"

১৪

যথাসময়ে প্রমোদ ও বিপিন কলিকাতায় চলিয়া গেল। অর্থবলে কিনা হয়! সরোজকে নিরপরাধ প্রমাণ করাইতে বেশী বিলম্ব হইল না। তিন জনে সানন্দ মনে প্রমোদের গৃহে ফিরিয়া আসিল, লাবণ্য সরোজের পায়ের তলে আছ্‌ড়াইয়া পড়িয়া বুক-ফাটা কান্না কাঁদিতে লাগিল। যেন এতদিনের যত সঞ্চিত বেদনা আজ সব, বুঝি, বুক ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে! ভগ্নীকে সান্ত্বনা করিতে করিতে সজল চক্ষে সরোজ বলিল,

"লাবণ্য! একি! এমন চেহারা হ'য়ে গেছে! কোন অসুখ করেছে কি তোর?" লাবণ্য বলিল, "না দাদা, কোন অসুখই তো নেই।" সেই শীর্ণ লতিকার পানে চাহিয়া ছল্ ছল্-চক্ষে প্রমোদ বাহিরে চলিয়া গেল।

রাত্রিতে লাবণ্য সকল কাজ শেষ করিয়া তখন নিত্যকার মত মহাভারত লইয়া পড়িতেছিল। বিবাহ হইয়া, স্বামিগৃহে আসিয়া অবধি সে সংসারের কাজ লইয়াই দিন কাটাইয়াছে। কিন্তু সে শুধুই দিন কাটান মাত্র। একদিনও স্বামীর একটু সামান্য কাজ-টিও করিবার অধিকারটুকুও সে পায় নাই! আজ তাহার অদৃষ্টের সেই গুরু পাষাণ-ভার দেবতা অপসরণ করিয়াছেন, আজ সাধ মিটাইয়া সে স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে পাইয়াছে, তাহার দাদা আজ বিপন্মুক্ত হইয়া আসিয়াছেন, এই সকল ভাবিয়া লাবণ্যর দুঃখাতুর অন্তর আজ অমল আনন্দে পরিপূর্ণ। সুখোচ্ছ্বাসপূর্ণ ভক্তিমণ্ডিত অন্তরে লাবণ্য আজ পতিব্রতার আখ্যান পাঠ করিতেছিল, সে আর কোন কামনার আশা মনে স্থান দিতেছে না।—আজ যে পতিসেবার অধিকার-টুকু সে পাইয়াছে; শুধু সেইটুকু যেন বজায় থাকে। সে সুখের কাছে লাবণ্যর সব তুচ্ছ।

ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রমোদ অনেকক্ষণ লাবণ্যর পাঠ শুনিতে লাগিল; পরে অতি সন্তর্পণে আসিয়া লাবণ্যর পার্শ্বে উপ-বেশন করিল। স্বামীকে দেখিয়া বই বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি সে বলিয়া উঠিল, "ওখানে বস না। আমি আসন পেতে দিই।" প্রমোদ লাবণ্যর হাতে ধরিয়া বলিল, "কিছু দরকার নেই। তুমি এখানে বোস। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।" জীবনের মধ্যে এই প্রথম লাবণ্য স্বামীর পার্শ্বে বসিল।

"লাবণ্য, আজ দীর্ঘকাল যে নিষ্ঠুর বেদনার কশাঘাতে জর্জ্জরিত হয়েছিলাম, তুমি আমায় তা থেকে মুক্ত করেছ। আমিও তোমার অন্তরের বেদনা দূর করিতে এসেছি। লাবণ্য, আমি সত্যই নিষ্ঠুর, হৃদয়-হীন নই; তবু যে কেন এমন হয়েছিলাম তার'ই কৈফিয়ৎ দিতে এসেছি।" এই বলিয়া প্রমোদ পকেট হইতে একখানি রুমালে-বাঁধা পত্র বাহির করিয়া লাবণ্যের হাতে দিয়া বলিল, "পড়ে দেখ।" আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া লাবণ্য দেখিল, তাহারই ফুলশয্যার রুমাল। কি আশ্চর্য্য! এ রুমালের কথা তো একদিনও লাবণ্যর মনে হয় নাই! পরে পত্র বাহির করিয়া পড়িতে পড়িতে লাবণ্য ক্ষোভে রোষে আরক্ত হইয়া উঠিল। তখন প্রমোদ নিজ হাতের মধ্যে লাবণ্যর হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল, "লাবণ্য, যেদিন তোমার সঙ্গে প্রথম সম্ভাষণের আনন্দে আমি আত্মহারা হ'য়ে উঠেছিলাম, যে-দিন আমি পলকে প্রলয় জ্ঞান করে অধৈর্য্য হ'য়ে সময় কাটাচ্ছি, সেদিন যখন বহু কষ্টে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে তোমার কাছে আস্‌ব ব'লে উঠেছি, তখনি এই কাল চিঠি আমার হাতে এসে পড়্‌ল। লাবণ্য! কি কুক্ষণে জানি নে, তোমার নামের চিঠি দেখে, তার উপর খামে এখানকারই ছাপ দেখে, আমার পড়্‌বার নিতান্ত কৌতূহল হ'ল। যেমন পড়্‌লাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। তোমায় আমি কি সাধে কি আশায় বক্ষে ধর্‌তে ছুটেছিলাম, সে কথা কি

করে জানাব! আমার তৃষিত প্রাণ আকুল হয়ে সুধার হ্রদে ডুব্‌তে গিয়েছিল। কিন্তু হায় ভাগ্য! আমার সে অমৃত-হ্রদ নিমিষে দারুণ বিষে কালী হ'য়ে গেল। তোমায় দেখেই যেমন মুগ্ধ হয়েছিলাম, একখানি পত্রেতেই তেমনি সন্দেহ দৃঢ় হ'য়ে গেল। আমি কেবল নিজেরই হৃদয় পরীক্ষা করেছিলাম, কিন্তু রূপবতী বয়ঃস্থা অভিভাবকহীনা রমণী নবীন যৌবনে অপরেতে আসক্তা কি-না, একবারও তো অনুসন্ধান করি নি! সুতরাং, যখন সেরূপ একটা প্রমাণ-বিশেষ তোমারই হস্তচ্যুত অবস্থায় আমার চক্ষে পড়্‌ল, তখন আমার অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখ্‌লাম না। তার-পর দিনে দিনে আমার কাছে একটি দুটি ক'রে আরও এমন প্রমাণ আস্‌তে লাগ্‌ল, যা'তে আমার সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হ'ল। কিন্তু এখন বুঝ্‌তে পার্‌তেছি, সে বিশ্বাস কতখানি ভুল!" প্রমোদ ক্ষণেক চুপ করিলেন। লাবণ্যও কোন কথা কহিতে পারিল না। পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া লাবণ্যর চক্ষেও কেবলই জল আসিতেছিল।

কিয়ৎক্ষণ-পরে প্রমোদ আবার বলিতে লাগিল, "লাবণ্য! যে-দিন গিয়েছে, যে কষ্ট পেয়েছি, তা' মনে করায় আর কোন ফল নাই। এখন দু'জনেই বুঝেছি, কি কষ্টে দু'জনের দিন গিয়াছে। আমি তোমায় বিবাহ করে কত অনুতাপেই দগ্ধ হয়েছি! কিন্তু আজ আমি তার দ্বিগুণ আত্ম-প্রসাদে গৌরব অনুভব কর্‌ছি, লাবণ্য! আমি যে-হার গলায় পরেছি, তা শুধুই স্বর্ণকান্তিতে উজ্জ্বল নয়; হীরক-প্রভায় দ্বিগুণ সমুজ্জ্বল। আজ তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার অধিকারটুকু চাইতে পারি কি?"

বিহ্বলা লাবণ্য বহুচেষ্টা করিয়াও মুখে কথা আনিতে পারিল না। কেবলই তাহার উদ্বেল বক্ষ গুরুস্পন্দিত হইয়া ব্যথা জমাইতে লাগিল। দুই হাতে প্রমোদের পা-দু'টি ধরিয়া লাবণ্য তাহার উপর নিজের মুখ রক্ষা করিল। তখন ধীরে ধীরে দুই একটি করিয়া অশ্রুবিন্দু নামিয়া প্রমোদের চরণ সিক্ত করিল। প্রমোদ সাদরে লাবণ্যকে চরণ হইতে উঠাইয়া চক্ষু মুছাইয়া দিলেন ও সস্নেহে বলিলেন, "লাবণ্য! বিবাহ হ'য়ে অবধি কেবলি তো কাঁদ্‌বার দিনই গিয়েছে! দু'জনে এই দীর্ঘদিন অনেক কান্না কেঁদে কাটিয়েছি।—এতদিনের এই ঘোর ঝঞ্ঝা কেটে গিয়ে যখন আবার সুখের চাঁদ দেখা দিয়েছে, তখন আজ সকল দুঃখ-বিসর্জ্জন দিয়ে, আমার হৃদয়ের রাণী, এস; আজ তোমায় বক্ষে ধরে আমার বহুদিনের সাধ পূর্ণ করি।" এই বলিয়া ধীরে ধীরে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া প্রমোদ লাবণ্যকে বক্ষে আকর্ষণ করিলেন। মুগ্ধা সুখবিহ্বলা লাবণ্য তাহার চিরস্বর্গ প্রাপ্ত হইল। চঞ্চলা স্রোতস্বিনী এতদিন পরে সাগরে মিশিল। (সমাপ্ত)

শ্রীননীবালা দেবী।

দেওঘরে।

হে সুন্দর দেওঘর, কি অতুল সৌন্দর্য্যের বর
ধাতা তোরে দিল পুরস্কার ;
সম্পদ নেহারি তোর অন্তহারা পুলকে গলিয়া
ঢলি' প্রাণ পড়ে বারেবার !
মাথার উপরে তোর কি যে মহারহস্যের মত
আকাশ দুলিছে নিশিদিন ;
কি যেন গোপন কথা বলিবারে চাহি' শালতরু
গুমরি' মরিছে কথাক্ষীণ !
লয়ে ওই পুণ্যস্মৃতি দূরে ওই ত্রিকূট পাহাড়
মিলিয়াছে আকাশের গায় ,
কি সৌন্দর্য্য প্রাণারাম, জীবনের প্রিয়সঙ্গী মম,
আজ তুমি কোথায়—কোথায় !
শ্বেত-সৌধ-সারিগুলি বুকে লয়ে উদাস প্রান্তর
চেয়ে আছে দিগন্তের পানে !
দিগন্ত প্রান্তরে চায়, কি যেন মিলন আকুলতা
জাগে দু'টী হৃদি-মাঝখানে।

নিবিড় নীরদরাশি প্রান্তরের শেষ রেখা হ'তে
তরুপুঞ্জ করি' অন্ধকার,
উঠে যবে ধীরে ধীরে, একটী মহান্ কাব্য-সম
হিয়াপটে চিত্র ফোটে তার !
মেঘের সৌন্দর্য্য হেরি' প্রাণের সে আকুল উল্লাস,
কত শত অতীতের বাণী ;
কত ভাষাহীন স্মৃতি মরমে জাগিয়া উঠে ধীরে,
প্রকৃতির তুই রম্যরাণী।
মনে হয়, হেন জন যদি কেহ থাকিত গো কাছে,
প্রাণ দিয়া ভালবাসি যায় ;
দেখাতাম তারে তোর এ সৌন্দর্য্য অয়ি পুণ্যভূমি,
বসি' আজি মেঘের ছায়ায়।
হে তীর্থ শান্তির দেশ, লয়ে এ উদাস প্রাণ মোর
আসি' ওই প্রান্তরের তলে ;
দিগন্ত ঢাকা ও' কালো নিবিড় মেঘের মাঝে হিয়া
মিশে যায় মহাকুতূহলে।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বারাণসী (কাশী)।

বারাণসী তীর্থের রাজা। বেদোচিত তত্ত্বজ্ঞানানুষ্ঠানে অধিকারী ও অনধিকারীর বিচার আছে, কিন্তু স্থূলভোপায়ীভূত বারাণসী-ক্ষেত্রে মোক্ষপদ-প্রাপ্তি-বিষয়ে কোন জাতির বিচার নাই, স্ত্রী-পুরুষ বিচার নাই, কোন বর্ণের নিয়ম নাই, কোন মন্ত্রের বা কোন কর্ম্মের বিধি নাই, ধার্ম্মিক বা আধার্ম্মিকের কোন বিচার নাই, পণ্ডিত বা মূর্খ—এ বিবেচনাও নাই। যেই হউক্ না কেন, কাশীতে দেহত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষলাভ করে। এজন্য সর্ব্বশাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে—"যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ" ;—যে-সকল অধমের কোন স্থানে গতি নাই, সেই সকল আচারভ্রষ্ট অধম ব্যক্তির একা কাশীই পরমা গতি। এইজন্য বারাণসী সকল তীর্থের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বারাণসীতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১৪৫৪টী মন্দির আছে। তন্মধ্যে কোতোয়ালীতে ২৬১, কাল-ভৈরবে ২১৬, আদমপুরায় ৪৮, জাইতপুরায় ৩০, চেতগঞ্জে ৫৩, ভেলুপুরায় ১৫৪, এবং দশাশ্বমেধে ৬৯২টী। বারাণসীতে ৫৬টি স্থানে গণেশের, ৬৪টী স্থানে যোগিনীর, ৯টী স্থানে দুর্গার, ৮টী স্থানে ভৈরবের, ১১টী স্থানে শিবের, ১টী স্থানে বিষ্ণুর এবং ১২টি স্থানে সূর্য্যের পূজা হইয়া থাকে। মোট কথা, এখানে হিন্দুরা নানা দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন্। ব্রহ্ম জগন্ময়; তাঁহার স্বরূপতত্ব জানিয়া উপাসনার সম্ভাবনা নাই। এ কারণ, আত্মা সর্ব্বজীবের রুচি-বৈচিত্র্য-হেতু এক এক রূপ ধারণ করিয়া সকলের উপাস্য হইয়াছেন। ফলে, যে যে-রূপের উপাসনা করুক্ না কেন, তদ্দ্বারা এক পরমাত্মারই উপাসনা হইয়া থাকে; যেহেতু, তিনিই সর্ব্বরূপ- ও সর্ব্বনাম-বিশিষ্ট। সকল উপাসকের নাম-বিশেষণ-দ্বারা এক আত্মাকেই ভজনা করেন্। কেহই ইষ্ট-দেবতাকে অনাত্মা বলিয়া উপাসনা করেন্ না। নিরাধারে আত্মার নির্দ্দেশ করা যায় না, তাই ভগবানের রূপ-কল্পনার প্রথা হিন্দু-সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়।

বারাণসী-ধামে যে-সকল দেবতার পূজা হয়, তন্মধ্যে বিশ্বেশ্বরেরই মান অধিক। তিনিই বারাণসীর রাজা। কেবল যে সহরের মধ্যেই ইঁহার প্রভুত্ব, তাহা নহে; পঞ্চকুশী-স্থানের মধ্যেও ইহার হুকুমত আছে। হুকুম জারি করিতে হইলে, ইনি ভৈরবনাথকে স্বীয় অনুজ্ঞা জ্ঞাত করান। ভৈরবনাথ সেই আজ্ঞা স্বীয় প্রতিনিধিদ্বারা কার্য্যে পরিণত করান্। ভৈরবনাথ সহরের কোতোয়াল। সুতরাং তিনি নগরের ঘটনাবলী বিশ্বেশ্বরের নিকট জ্ঞাপন করেন। কোতোয়ালেরও প্রতিনিধি আছেন। তাঁহারা পঞ্চকোশীর দেবতা বলিয়া পরিগণিত। উক্ত প্রতিনিধিগণ সহরের চৌকিদার। ভূতাদিগণের অপসর্পণই চৌকি-দারদিগের কার্য্য। গ্রীষ্ম-সমাগমে বিশ্বেশ্বরের উপর ঝারা দেওয়া হয়। একটি ছিদ্র হাঁড়ি উপরে টাঙ্গাইয়া তাহাতে জল দিলে, তাহাকে ঝারা দেওয়া বলে। ছিদ্র দিয়া বিন্দু বিন্দু জল বিগ্রহের উপর পতিত হয়। সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলে বিশ্বেশ্বরের পূজা করিয়া থাকে। পূজার উপকরণ চিনি, আতপ চাউল, ঘৃত, শস্য, পুষ্প, জল ইত্যাদি। পুষ্পের মধ্যে পদ্মপুষ্প-দ্বারা পূজাই বিশেষত্বের পরিচায়ক।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিবার প্রধান দ্বারের উপর গণেশের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বেশ্বরের পূজা দিবার পূর্ব্বে গনেশের উপর জলের ছিটা দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। গণেশের এত মানের কারণ কি তাহা জানা উচিত। তাঁহার গজমুণ্ডই বা কি প্রকারে হইল? এবং দেবতাদিগের মধ্যে গণেশের স্থানই বা কিরূপ? হিন্দুরা গণেশকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া মান্য করেন্। ইনি বিষ্ণুর অবতার। চতুর্ব্বর্ণ বিষ্ণুরূপের মধ্যে গণেশ রক্তবিষ্ণু। ইনি চতুর্ভুজ—, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী। বনমালা ইহার গলদেশ শোভিত করিতেছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-মোক্ষ,—এই চারিটী হস্ত। যে-হস্তে শঙ্খ তাহাই ধর্ম্ম, যে-হস্তে চক্র তাহাই অভিলাষ, যে-হস্তে গদা তাহাই অর্থ, যে হস্তে পদ্ম তাহাই মোক্ষ। অথবা আত্মা, জীব, মন এবং অহঙ্কার-এই চতুর্বর্গপুঞ্জ। পদ্মহস্ত

আত্মা, চক্রহস্ত মন, শঙ্খহস্ত জীব এবং গদা-হস্ত অহঙ্কার। বনমালা সংগ্রথিত ভূতসমূহের পরিচায়ক; সুতরাং, ইনি বিরাড়্রূপী। শুভাশুভ সমস্ত বিষয়ের অধিদেব গণেশ; সুতরাং, ইনি বিঘ্নবিনাশন ও বিঘ্নরাজ। মূষিক-বাহন, এজন্য বিঘ্নরাজ নাম; সর্পভূষণহেতু তিনি বিঘ্ন-বিনাশন নামে পরিচিত। লোকের বিঘ্ন করা উন্দুরের স্বভাব, এবং তাহাকে সংহার করা ভুজঙ্গের। স্বভাব এ-কারণ বিঘ্নের। উৎপত্তি ও নাশ উভয় কার্য্যই এক গণেশেই বর্ত্তমান। আত্মার শুভাশুভ ভাব আছে, গণেশেও শুভাশুভ দর্শন হইয়া থাকে। এজন্য গণেশ বিঘ্নরাজ ও বিঘ্নবিনাশন।

গণেশের গজমুণ্ডের একটী আখ্যায়িকা আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি-পুরাণ কহেন যে, কালে গৌরী পুণ্যকব্রত করেন্। তৎকালে পরমাত্মা সর্ব্বগত নারায়ণ বরপ্রদ হইয়া কহিয়াছিলেন, "হে জগদম্বিকে! তোমার ব্রতানুষ্ঠানে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া কহিতেছি, আমি অবশ্য তোমার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিব।" অনন্তর কিয়ৎকালাবসানে হরপার্ব্বতী মহামৈথুন-ধর্ম্মে সংলগ্ন হওয়াতে ভগবান্ নারায়ণ অতিথি-ব্রাহ্মণরূপে শিবাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মহাদেব তাঁহাকে দেখিয়া আতিথ্য-ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিলেন। অবসরে হরতেজ শয্যাতলে পতিত হয়। দেবদেবী ব্রাহ্মণকে উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিয়া পূজার্থ সামগ্রীর আহরণে গমন করিলেন। তৎকালে নারায়ণ কপট বিপ্ররূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক অপূর্ব্ব চতুর্ভুজ-বালকরূপে হরগৌরীর সেই শয্যাতলে উত্তানশায়ী হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণানন্তর হরপার্ব্বতী স্বগৃহে আগমন করিয়া অতিথির অদর্শনে বিষণ্ণমনা হইয়া বিস্তর আক্ষেপ করেন্। পরে গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া শয্যাতলে উত্তানশায়ী অপূর্ব্ব বালক দেখিয়া পরম-হর্ষান্বিত চিত্তে পার্ব্বতী শয্যা হইতে ঐ বালককে উত্তোলনপূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া বাহিরে আসিয়া মহাদেবকে কহিলেন, "হে প্রভো! সেই ছদ্মবেশধারী অতিথি ব্রাহ্মণ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই সন্তান রাখিয়া তিরোধান করিয়া থাকিবেন্। সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণের অপরা মূর্ত্তি শঙ্কর সর্ব্বকারণজ্ঞ। কারণ জানিয়া তিনি কহিলেন, "পার্ব্বতি! এ শিশু সামান্য নহে; পরিপূর্ণ ব্রহ্ম। যত্নপূর্ব্বক ইহার পালন কর। অনন্তর পার্ব্বতী-নাথ পুত্রোৎসব-করণ-মানসে সমস্ত দেবদেবী-গণকে কৈলাসবাসে আহ্বান করিলেন। সদার দেববৃন্দ শিবপুত্র-দর্শন-জন্য শিবভবনে আগত হইয়া সম্মান-পুরঃসর যৌতুক-প্রদানে পার্ব্বতীকে পরিতুষ্টা করিয়া স্ব স্ব ভবনে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু ভগবান্ নারায়ণ স্বরূপ পূর্ণতার বিভাগ-করণে অসম্মত হইয়া শনিগ্রহকে প্রেরণ করেন। শনি পার্ব্বতীপুত্র-দর্শনার্থ সমাগত হইলেন, কিন্তু চক্ষুরুন্মীলন করিয়া পুত্রমুখ দর্শন করিলেন না। তাহাতে পার্ব্বতী অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া শনিকে কহিলেন, "অরে শনৈশ্চর! তুমি কি আমার পুত্র দর্শনে অসম্মত? তোমার কি ঈর্ষাভাবোদয় হইয়াছে?" মুদ্রিতচক্ষু শনি অধোবদনে উত্তর করিলেন, "হে মাতঃ জগদম্বিকে! আমি তোমার পুত্র-দর্শনে আসিয়াছি; ঈর্ষা বা অসূয়াভাবের প্রকাশক নহি। আমি বিধি-বিড়ম্বিত, আমার দৃষ্টি সর্ব্বানিষ্টকারিণী। কি জানি, তোমার পুত্রের যদি অনিষ্ট হয়, এজন্য

আমি উন্মীলিত নয়নে তোমার পুত্রের মুখদর্শনে শঙ্কা করিতেছি। শনিবাক্য-শ্রবণে পার্ব্বতী কহিলেন, "অরে বৎস! তোমার শঙ্কা নাই। তুমি নিঃশঙ্ক হইয়া পুত্রমুখ দর্শন কর।" শনি উত্তর করিলেন, "না, মা, আমি এরূপ সাহস করিতে পারি না।" গৌরী কহিলেন, "তুমি আমার আজ্ঞা লইয়া পুত্রমুখ দর্শন কর।" তখন দেবীকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া বামচক্ষু কোণে গণেশের মুখ দর্শন করিবামাত্র গণেশের স্কন্ধ হইতে মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং অবিলম্বে ঐ ছিন্নমস্তক নারায়ণ-শরীরে লীন হইয়া গেল। তাহাতেই গণেশের সম্পূর্ণতার খণ্ডন হইয়া অংশমাত্র রহিল। শনিও তৎস্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। পার্ব্বতী মৃত কবন্ধপুত্র ক্রোড়ে করিয়া রোরুদ্যমানা হইলে, মহাদেব নারায়ণকে স্মরণ করেন। স্মৃতিমাত্র ভগবান্ বিষ্ণু আগত হইয়া অধ্যাত্মযোগোপদেশ-দ্বারা পার্ব্বতীকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক হিমালয়শৃঙ্গে শয়ান শ্বেতহস্তীর মস্তকচ্ছেদন করিয়া আনয়ন করতঃ গণেশ-স্কন্ধে যোজনা করিয়া জীবন্যাস করিলেন; এবং কহিলেন, "হে দেবি! তোমাব এই পুত্র সর্ব্বদেবমান্য, সর্ব্বাগ্রপূজ্য হইলেন। ইঁহার অগ্রে অর্চ্চনা না করিলে, কোন দেবতার পূজা সিদ্ধ হইবে না।"

আমরা গণেশের গজমুণ্ডের কারণ বলিলাম, কিন্তু তাঁহার ত্রিলোচন কিরূপে হইল তাহা বলিতে হইবে। একদা দুর্ব্বাসা নামে কোন কোপন ঋষি বৈকুণ্ঠধামে বিষ্ণু-দর্শনার্থ গমন করেন্। তথায় উপস্থিত হইয়া নারায়ণকে প্রণাম-বন্দনাদি করিয়া ভগবদ্দত্ত নির্ম্মাল্য একটি পারিজাতপুষ্প লইয়া প্রত্যাগমন করেন। পথিমধ্যে স্বচিত্তে বিচার করিতে লাগিলেন যে, সুরেন্দ্রপূজিত-পাদারবিন্দ ভগবানের এই নির্ম্মাল্য পারিজাত-পুষ্প দিয়া কাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারা যায়! বিশেষতঃ ভগবন্নির্ম্মাল্যের অধিকারীই বা কে? মনুষ্য-লোকে ইহার অধিকারী নাই; যে-হেতু, এই নির্ম্মাল্য-গ্রহণে জীব সাক্ষাৎ বিষ্ণুত্ব ও রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং, এ নির্ম্মাল্য অখিল-দেবাধিদেব আখণ্ডলকেই প্রদান করা উচিত। এই বিচার করিয়া দুর্ব্বাসা ঋষি সুরলোকে অমরাবতী নগরীতে দেবেন্দ্রভবনে উপগত হইয়া, সুরপতিকে দেখিতে না পাইয়া শচীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মাতঃ! সুররাজ কোথায় আছেন? আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছি।" জাতসম্ভ্রমা ইন্দ্রাণী দুর্ব্বাসার বাক্য শ্রবণে মনে বিবেচনা করিলেন যে, দেবরাজ যেমন আজি আমাকে বঞ্চনা করিয়া রম্ভারসে আসক্ত হইয়া নন্দনবনে বিহারে গমন করিয়াছেন, তেমনই আজি এই কোপন ঋষির দ্বারা তাঁহার বিশেষ শাসন করিব। ইহা আলোচনা করিয়া সম্মুখস্থিত দুর্ব্বাসাকে প্রণাম করিয়া তিনি কহিলেন, "হে প্রভো! অদ্য দেবরাজ সুরলোক-পরিত্যাগপূর্ব্বক নন্দনকাননে অবস্থিতি করিতেছেন। অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি নন্দনোদ্যানে গিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন্। শচীবাক্যে সানন্দচিত্ত অব্যাহত-গতি ঋষিবর অভিধ্যানমাত্র নন্দনারামে উপস্থিত হইলেন। তথায় দেবরাজ পুরন্দর, ঐরাবতের বামপার্শ্বে বিদ্যাধরীকে লইয়া অসবোন্মত্ত-চিত্ত হইয়া বনে বনে ক্রীড়া করতঃ পর্য্যটন করিতেছেন, দেখিয়া দুর্ব্বাসা

সানন্দচিত্তে ইন্দ্রের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া আশীর্ব্বাদ-পূর্ব্বক বিষ্ণুপ্রসাদ পারিজাত-পুষ্প তাঁহাকে প্রদান করিলেন। গজোপরি স্থিত ইন্দ্র দুর্ব্বাশাকে প্রণাম করিয়া ঐ বিষ্ণুনির্ম্মাল্য পারিজাতপুষ্প গ্রহণ করতঃ মাধ্বীক-রসপানোন্মত্ততা-প্রযুক্ত ভ্রান্তিবশে উহা স্ব মস্তকোপরি ধারণ না করিয়া গজ-মস্তকোপরি সংস্থাপন করিলেন। তখন বিষ্ণু-নির্ম্মাল্য-প্রাপ্ত ঐরাবত সাক্ষাৎ শিবতুল্য হইয়া রম্ভার সহিত ইন্দ্রকে দূরে নিঃক্ষেপ করতঃ কৈলাসোপবনে প্রবিষ্ট হইল। এক্ষণে দুর্ব্বাসা নির্ম্মাল্য-হেলনাপরাধে সম্যক্ ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন, "ওরে দুর্ব্বৃত্ত! তোমার শান্তি নাই। তুমি মদ্যত্রয়ে আসক্ত। যে-ব্যক্তি এক মদ্যপান করে, তাহার শ্রী থাকে না। তুমি মদ্যত্রয়গ্রাহী হইয়াছ! গৌড়ী, পৌষ্টী, মাধ্বী এতত্রয় পেয় সুরা আর বারবধূ-সম্ভোগ-মদ্য, তদ্ভিন্ন ঐশ্বর্য্যরূপ মদ্য,—তোমাতে এই তিন মদ্যই বিদ্যমান আছে। সুতরাং তুমি দেব-ব্রাহ্মণাদির প্রতি অবহেলা না করিবে কেন? যেমন ঐশ্বর্য্যাদি-মদ্যে মত্ত হইয়া শ্রীপতির নির্ম্মাল্যের প্রতি অবহেলা করিলে, তেমনি তুমি অচিরকালের মধ্যেই ভ্রষ্টশ্রীক হইবে।" ইন্দ্রের প্রতি এই বাগ্‌বজ্র-বিসর্জ্জন করিয়া দুর্ব্বাসা আপন আশ্রমে গমন করিলেন। ইন্দ্রও অতিভীতিপ্রযুক্ত বিষণ্ণচেতা হইয়া অমরাবতীতে সমাগত হইয়া কিয়ৎকালাবসানে অসুরদিগের উদ্যমে নিরুদ্যম হইয়া সুরলোক-পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন। সেই হস্তিবর ঐরাবত বিষ্ণুনির্ম্মাল্য-গ্রহণ-ফলে শিবত্ব পায়। তচ্চিহ্নসূচক তৎক্ষণাৎ তাহার ললাটে অপর এক চক্ষু হইয়াছিল। সেই হস্তিমুণ্ড ছেদন করতঃ নারায়ণ সেই মুণ্ড হইতে দ্বিলোচন এক মুণ্ডোৎপাদন করিয়া ঐরাবত-স্কন্ধে যোজনা করিয়া দেন। তাহাতেই তাহার রুদ্রত্ব-মোচন হইয়া ঐ গণেশ মস্তকেই রুদ্রত্ব বর্ত্তে। হরিহরাঙ্গ একত্র মিলন-জন্য গণাধিপের শ্রেষ্ঠত্ব; সুতরাং, সকলের অগ্রে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে।

যাহা হউক্, গণেশের উপর জলের ছিটা দিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের সীমানায় অনেক দেবতাই অবস্থিত। লোকে ইচ্ছামত কোন একটী বা প্রত্যেকটীর পূজা করিতে পারে। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের পূজা করিতেই হইবে। বিশ্বেশ্বরের সমক্ষে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া দোদুল্যমান ঘণ্টাকে বাজাইতে হয়।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরটী চত্বরের মধ্যে অবস্থিত। উপরে ছাদ আছে। মন্দিরের চূড়া দূর হইতে দেখা যায়। প্রত্যেক কোণ খিলান করা। দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, মন্দিরটী তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম চূড়াটী মহাদেবের, দ্বিতীয়টী গিল্‌টি করা এবং তৃতীয়টী বিশ্বেশ্বরের। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের চূড়াটীও গিল্‌টি করা। প্রথমে তাম্রের আচ্ছাদন, তাহার উপর সোনার গিল্‌টি। সূর্য্যকিরণ-সম্পাতে চূড়াটী ঝক্‌মক্ করিতে থাকে। লাহোরের রাজা রণজিৎসিংহ স্বীয় ব্যয়ে গিল্‌টি করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের উপর চূড়াটীতে একটী ক্ষুদ্র ধ্বজা ও ত্রিশূল আছে। মন্দিরটী পঞ্চাশ ফিট উচ্চ। মন্দিরে নয়টী ঘণ্টা টাঙ্গান আছে। তন্মধ্যে যেটী অতিসুন্দর সেটী নেপালের রাজা দান করিয়াছেন।

মন্দিরের বহির্ভাগে উত্তর দিকে একটী

চত্বরের উপর অনেকগুলি দেবদেবী আছেন্। বোধ হয়, এ-গুলি ঔরঙ্গজেব-কর্ত্তৃক বিশ্বেশ্বরের পুরাতন ভগ্নমন্দির হইতে লওয়া হইয়াছে। মস্‌জিদের পশ্চিমদিকৃস্থ দেওয়ালের দিকে বিশ্বেশ্বরের পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। এই ভগ্ন মন্দিরটী দেখিলে বোধ হয়, তাহা বর্ত্তমান মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ ছিল। মসজিদটী দেখিতে তত ভাল নহে। ইহাতে কারিগরি কিছুই নাই। বিশ্বেশ্বরের ভগ্ন মন্দির লইয়া হিন্দু-মুসলমানে অনেকবার হাঙ্গামা হইবার উপক্রম হইয়াছিল। মুসলমান-গণ ভগ্ন মন্দিরের দিক্ হইতে দরজা ফুটাইয়া মসজিদে প্রবেশ করিতে চাহে, কিন্তু হিন্দুরা বলে যে, হিন্দুর স্থান দিয়া মুসলমান যাইতে পারিবে না। ইংরাজ-সরকারও মুসলমানদিগকে সেস্থান দিয়া মস্‌জিদে যাইতে দেন্ না।

বিশ্বেশ্বরের মন্দির ও মস্‌জিদের মধ্যস্থলে একটী বিখ্যাত কূপ আছে। ইহা জ্ঞানবাপী বা জ্ঞানকূপ নামে খ্যাত। হিন্দুদিগের বিশ্বাস, মহাদেব এখানে বাস করেন্। প্রবাদ এইরূপ, কাশীতে একবার দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হয়। একজন ঋষি শিবের ত্রিশূল লইয়া মাটিতে আঘাত করিবামাত্র তলদেশ হইতে জল উঠিয়া একটী কূপে পরিণত হইল। মহাদেব ঘটনাটি জানিতে পারিয়া তথায় চিরতরে বাস করিতে প্রতিশ্রুত হন। অন্য প্রবাদ এই যে, যখন ঔরঙ্গজেব পুরাতন বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভগ্ন করেন তখন একজন পূজারি বিগ্রহটিকে মুসলমানদিগের স্পর্শ হইতে বাঁচাইবার মানসে তাহাকে কূপে ফেলিয়া দেন্। লোকে কূপস্থিত মহাদেবের পূজার জন্য এখানে ফুলজল নিক্ষেপ করে। নিক্ষিপ্ত ফুলতণ্ডুলাদি পচিয়া কূপ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। পরন্তু ধর্ম্মবিশ্বাসের নিকট কোন বস্তুই পূতিগন্ধময় নহে। কূপটির চতুষ্পার্শে চল্লিশটি থাম আছে। থামগুলি ছাদ-বিশিষ্ট। ইহা ১৮২৮ খৃঃ গোয়ালিয়রের রাজা শ্রীমৎ দৌলত রাও সিন্ধিয়া বাহাদুরের বিধবা পত্নী শ্রীমতী বাইজ বাই-দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই স্থানটির পূর্ব্বদিকে একটি বৃহৎ ষাঁড়ের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ষাঁড়টি সাত ফিট উচ্চ। এখান হইতে কয়েক পদ দূরেই মহাদেবের মন্দির। ষাঁড়টি নেপালের রাজা এবং মন্দিরটি হায়দ্রাবাদের রাণী দান করিয়াছেন। ইহার দক্ষিণ দিকে লৌহ-রেলিং-দ্বারা পরিবেষ্টিত একটী স্থান দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে দুইটি দেবতার স্থান আছে। ইহাদিগের মধ্যে একটি শ্বেত-প্রস্তরের ও অন্যটি সাধারণ প্রস্তরের। উপরে একটি ঘণ্টা দোদুল্যমান।

এইখানে দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর-পশ্চিম দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আদি-বিশ্বেশ্বরের মন্দির দেখা যায়। এই মন্দিরটি মস্‌জিদ হইতে প্রায় দেড়শত গজ দূরে অবস্থিত। আদি-বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের পূর্ব্বদিকে কিছু দূরে কাশী-করওয়াত-নামে একটি বিখ্যাত কূপ আছে। ইহার নীচে যাইবার জন্য একটি রাস্তাও ছিল। লোকে এই রাস্তা দিয়া কূপের নিম্নদেশে অবতরণ করিত। একজন সন্ন্যাসী এখানে আত্ম-বলিদান দেয় বলিয়া ইংরাজ-সরকার রাস্তাটী বন্ধ করিয়া দেন। পাণ্ডারা কিন্তু সরকারকে এই বলিয়া আবেদন করে যে, রাস্তাটি বন্ধ করায় তাহাদিগের আমদানি কমিয়া গিয়াছে। সেইজন্য প্রতি-সোমবারে

রাস্তাটি উন্মুক্ত রাখিতে আদেশ দেওয়া হয়। তদবধি তাহা সপ্তাহে একদিন খোলা থাকে।

অনতিদূরে শনেশ্চর দেবতার মন্দির অবস্থিত। ইহাঁর মস্তকটী রূপার। মস্তকের নিম্নদেশে পরিচ্ছদ পরান আছে। বস্তুতঃ বিগ্রহটীর ধড় নাই। পরিচ্ছদ সে-তথ্য গুপ্ত রাখিয়াছে। শনির দশা ঘটিলে লোকে সাড়ে সাত বৎসর পর্য্যন্ত কষ্ট পায়। শাস্ত্রে বলে শনৈশ্চর গ্রহমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা। ইনি পরমধার্ম্মিক ও তত্বজ্ঞানী। ইনি নিরন্তর মুদ্রিত নয়নে হৃৎপদ্ম-মধ্যে ভগবানের রূপ দর্শন করেন। একদা ভগবচ্চরণারবিন্দে মনঃসংযোগপূর্ব্বক সমাধি অবস্থায় আছেন, এমন সময় নিশাযোগে তদীয় ঋতুমতী ভার্য্যা তাঁহার নিকটে সমাগত হন্। শনৈশ্চর কিন্তু ভগবৎপ্রেমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য থাকাতে স্বভার্য্যার প্রতি অপাঙ্গপাতও করিলেন না। তখন তৎপত্নী, আপনাকে অবজ্ঞাত মনে করিয়া ক্রোধভরে পতির প্রতি এই অভিসম্পাত দেন্, যে, "তুমি যেমন আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে না, তেমন অদ্যাবধি তোমার দৃষ্টি এরূপ কুৎসিৎ হইবে যে, যখন যাহার প্রতি দৃষ্টি-সঞ্চালন করিবে সে অবিলম্বে বিনষ্ট হইবে, এবং যেমন উত্থিত হইয়া আমাকে গ্রহণ করিলে না, তেমনই তুমি খঞ্জ হইবে এবং যেমন রূপগর্ব্বে আমাকে অশ্রদ্ধা করিলে, তেমন তুমি অঞ্জনের ন্যায় কুৎসিতবর্ণ-বিশিষ্ট হইবে। সেইজন্যই বোধ হয়, শনৈশ্চরের মূর্ত্তি এরূপ বিকৃতভাবে করা হইয়াছে।

এখান হইতে সামান্য দূরেই অন্নপূর্ণার মন্দির। ইনি বেনারসের প্রসিদ্ধ দেবী। ইনিই বারাণসীস্থ ও নিখিল জগতের জীবগণকে আহার যোগাইয়া থাকেন। প্রবাদ এইরূপ যে, সকলকে অন্ন যোগান কঠিন বোধে তিনি গঙ্গাকে একদা স্মরণ করেন। গঙ্গা আসিলে দুইজনে পরামর্শ করিয়া এই স্থির করেন যে, অন্নপূর্ণা এক অঞ্জলি শস্য দিলে, গঙ্গা এক ঘটি জল দিবেন। অন্নপূর্ণাও আশ্বস্ত হইলেন। বারাণসী-ধামের প্রথা এই যে, সমর্থ লোকেরা এক অঞ্জলি শস্য রাত্রিতে ভিজাইয়া প্রত্যুষে তাহা গরীবকে দিয়া থাকে। এইরূপে অনেক গরীব আহার পাইয়া থাকে। অন্নপূর্ণার মন্দিরের দ্বারে অনেক গরীবকে উপবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তীর্থকামী ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে একমুষ্টি চাউল দেয়। মন্দিরের পূজারিগণও গরীব ব্যক্তিদিগের জন্য তীর্থযাত্রীর নিকট হইতে তণ্ডুল আহরণ করে। মন্দিরের এক কোণে একটি প্রস্তরের বাক্স আছে। লোকে তাহাতেই তণ্ডুল, দুগ্ধ, ও জল দেয়। তাহাই গরীবকে দেওয়া হইয়া থাকে। অন্নপূর্ণার মন্দিরটী ১৮০ বৎসর পূর্ব্বে পুণায় রাজার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

অন্নপূর্ণার মন্দিরের চত্বরের এক কোণে সূর্য্যদেবের স্থান নিরূপিত আছে। ইহার রথে সপ্ত অশ্ব সংযোজিত। ইহা হইতেই সপ্তরশ্মি সমুদ্ভূত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিতেছে। চত্বরের অন্য কোণে গৌরীশঙ্করের স্থান আছে। এখানেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রস্তরের বাক্স দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় কোণে হনুমানের সুবৃহৎ মূর্ত্তি ও চতুর্থ কোণে গণেশের মূর্ত্তি অবস্থিত।

অন্নপূর্ণার মন্দিরের অনতিদূরে সাক্ষি বিনায়কের মন্দির। পঞ্চকোশী ভ্রমণ করিয়া যাত্রিগণকে এখানে আসিতেই হইবে, নতুবা

তাহাদিগের তীর্থের ফল হইবে না। অন্নপূর্ণা ও সাক্ষী বিনায়কের মন্দিরের মধ্যবর্ত্তি-স্থানে গণেশের মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। ইঁহার হস্ত, শুঁড়, পদ ও কান রৌপ্য-বিনির্ম্মিত। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্ত কুমারী দেবী।

গান।

[১]

নন্দন-সুধা তুমি সুন্দর হে !
অন্ধ জীবনে জ্যোতিঃ-কন্দর হে !
অকূল অতল নীরে ভাসায়ে তরণী,
তুফানে কোথায় টানে কিছুই না জানি !
আঁধার কুয়াসা-দলে
দৃষ্টি যে নাহি চলে,
কবে পাব তব শুভ বন্দর হে !
আমি যে দীনের দীন, নাহি সম্বল,
তুমি দীনসখা, এই ভরসা কেবল ;
তোমার কিরণাভাসে
আঁধারেও চাঁদ হাসে,
এস উছলিয়া হৃদি-অন্দর হে !

[২]

ওগো সব আছে মম আয়োজন,
শুধু দিব্য দীপক প্রয়োজন।
দীপাধার মম কোমল চিত্ত,
রাগ-দীপথোরী অমূল বিত্ত,
সাধন-তৈলে সাজাই নিত্য,
ব্যর্থ ব্যাকুল উদ্দীপন !
এস এস হে দীপক-রঞ্জনে,
মম অন্ধ-তমস-ভঞ্জনে।
সুন্দর তব দীপ-শিখা বিনা
অন্দর মাঝে অন্ধ অণিমা,
সুপ্ত পরাণে লুপ্ত গরিমা,
গুপ্ত সকল সন্দীপন !

দরবেশ।

বঙ্গরমণীর কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালা-দেশে জন্মিয়াছি, তাই আমরা বাঙ্গালী। দয়াময়ী মা এ দেশের উপর তাঁহার সুকোমল হস্তখানি বিস্তার করিয়া, আমাদের সুখ ও সুবিধার জন্য, অপর্য্যাপ্ত নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত শ্যামল, বিটপিশ্রেণী এবং এ দেশের ভূমিকে অতিশয় উর্ব্বরা করিয়া রাখিয়াছেন। এই সুজলা সুফলা বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করা কি কম সৌভাগ্যের কথা ! মায়ের অপর্য্যাপ্ত করুণা মস্তকে বহন করিয়া আমরা আজ এখানে সমবেত হইয়াছি। এখানে অধিকাংশ মহিলা আমার মাতৃস্থানীয়া। তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে পারি, এমন শক্তি ও সাধ্য আমার নাই। কিন্তু গত বৎসর আমরা কয়েকটি মেয়ে এই সমিতিতে সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছি। আজ আমার সেই ভগিনীদিগকে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। যদিও আমার সে সামর্থ্য অতিশয় অল্প, তবুও আজ সাহস করিয়া এ লেখনী ধারণ করিলাম। আপনারা কন্যা ও ভগিনী-জ্ঞানে আমার ত্রুটী-সকল মার্জ্জনা করিবেন।

* কাকিনা মহিলা-সমিতির উৎসবে পঠিত।

যে-দেশে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সে দেশের যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি করা যায়, আমাদের সে-দিকে দৃষ্টি রাখা কি কর্ত্তব্য নয়? "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী"—এই মহাবাক্য ভুলিলে চলিবে না। আমরা নিজেদের অতিশয় দুর্ব্বল মনে করি ও মনে ভাবি, আমরা স্ত্রীলোক, আমাদের দ্বারা কি হইবে? কিন্তু একবার ভাবুন দেখি, যে ভারতভূমির কন্যা আমরা, এমন সময় ছিল যে-সময়ে এই দেশের মেয়েরা বিদ্যা, বুদ্ধি, বলে ও সহিষ্ণুতায় পুরুষদিগের সমকক্ষই ছিলেন। যে দেশের রমণীগণ নিজ-হস্তে পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে যুদ্ধবেশে সজ্জিত করিয়া রণক্ষেত্রে পাঠাইতেন এবং পরাজয় বুঝিতে পারিলেই নিজ-সতীত্ব-রক্ষার্থে হাসিতে হাসিতে জহরব্রতে ব্রতী হইতেন, সেই দেশের কন্যা হইয়া আজ আমরা আমাদের এত হীন মনে করি কেন? এদেশের প্রাতঃস্মরণীয় মহিলাগণের পুণ্য-কাহিনী বক্ষে ধরিয়া ইতিহাস আজও অমর হইয়া রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস, চিরদিন এমনই থাকিবে। কত শত শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা এ ভারত-ভূমিকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, কত শত বৎসর পূর্ব্বেই তাঁহারা এ ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছেন, কিন্তু আজও ভারতে ঘরে ঘরে তাঁহাদের পুণ্যকাহিনী ঘোষিত হইতেছে, আজও সকলে তাঁহাদের নামে ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিতেছে।

আমাদের সম্মুখে অসীম বাধাবিঘ্নময় কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। এখনই ত আমাদের শিক্ষার সময়। এই শিক্ষার উপর ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা নির্ভর করে। ছোট বেলায় মনের মধ্যে যে ভাব প্রবেশ করে, পরিণত সময়ে তাহাই কার্য্যক্ষেত্রে অধিকতর কার্য্যকরী হয়। আমাদের কর্ত্তব্যের সীমা নাই। তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয় আজ আমি আপনাদের নিকট বলিতে চেষ্টা করিব।

বিদ্যাশিক্ষা, গৃহকর্ম্ম, সেবা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ও পরোপকার, এই গুলিই নারীজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনার বস্তু। বিদ্যাশিক্ষা যে শুধু অর্থোপার্জ্জনের জন্য তাহা নহে, বিদ্যাশিক্ষাই জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রধান সহায়। জ্ঞানের উন্মেষণা ব্যতিরেকে জীবন গঠিত হওয়া অসম্ভব। অতএব নারীমাত্রেরই শত প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও বিদ্যাশিক্ষার আতিশয় প্রয়োজন।

শুধু লেখা পড়া শিখিলেই হইবে না। গৃহকর্ম্মও আমাদের বিশেষ দরকারী। বাঙ্গালীর গৃহশ্রী মেয়েরা। তাঁহাদের কার্য্যকলাপের উপর পরিবারের সুখস্বাস্থ্য নির্ভর করে। এখন কেহ কেহ সহরে থাকিয়া রান্না-বান্না প্রভৃতি গৃহকর্ম্মগুলিকে হীন-চক্ষে দেখেন, সত্য, কিন্তু পল্লীগ্রামে এখনও অনেক, অনেক কেন, প্রত্যেক বাড়ীতে, বাড়ীর মেয়েরাই সংসারিক কার্য্য-সকল নিজ-হস্তে করিয়া থাকেন্। আমার বিশ্বাস, আমার আত্মীয় স্বজনের জন্য আমি যেরূপ পরিষ্কৃত ভাবে ও সুচারুরূপে সকল কার্য্য করিতে পারিব, দাস-দাসীরা কখনই সেরূপভাবে করিতে পারিবে না। সেবা নারীর অবশ্যকরণীয় কার্য্য। নিজহস্তে রান্না করিয়া আত্মীয় স্বজনকে খাওয়াইতে পারিলে, বেশ একটা তৃপ্তি হয় এবং ইহাতে সেবাও হইয়া থাকে। অসুস্থলোকের-ভার। ইহা সম্পূর্ণ

হওয়া অসম্ভব। যাঁহার শক্তি আছে, তিনি ৫ জন ঝি-চাকর, রাধুনী রাখুন, কিন্তু গৃহকর্ত্রীর কর্ত্তৃত্ব তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দিলে চলিবে কেন? তাহাতে সকল কাজ সুশৃঙ্খলরূপে চলিতে পারে না। কারণ, আমি আমার সংসারের কাজ করিব, সকলের সুখ, সুবিধা ও স্বাস্থ্যের দিকে চাহিয়া এবং অন্তরের টানে। কিন্তু তাহারা করিবে, তাহাদের দাসত্বের দিকে চাহিয়া। কাজেই, গৃহকর্ত্রীর সকল কার্য্যই দেখিতে হইবে।

বিলাসিতাই অধঃপতনের মূল। যাঁহার আয় ২৫৲ টাকা, তিনি যদি ১০৲ টাকা দিয়া একখানা কাপড় পরেন, তাহা কি তাঁহার উচিত হইবে? নিজের আয় বুঝিয়া ব্যয় করাকে মিতব্যয়িতা বলে। আমার আয় কম, অথচ বড়মানুষী দেখাইবার জন্য, অন্যের কাছ হইতে টাকা ধার করিয়া সংসার চালাইতেছি! তাহার পরিণাম কি, একবার ভাবিয়া দেখুন্ দেখি! সকলের অবস্থা সমান নয়। আমার যেমন অবস্থা, আমি সেই ভাবেই থাকিব, তাহাতে লজ্জা করিবার কি আছে? যে পরিবারে বিলাসিতা বর্ত্তমান, সে পরিবারের পরিণাম কখনই ভাল হইতে পারে না। গৃহকর্ত্রী যিনি, তাঁহার এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

শিশুদের শিক্ষাটা মহিলাগণের হাতে থাকা দরকার। তাহাতে শিক্ষার অনেক উন্নতি হইয়া থাকে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নানা উপদেশপূর্ণ গল্প বলিয়া, তাহাদিগকে খেলায় ও আমোদে রাখিয়া, অথচ সুন্দররূপে শিক্ষা দিতে মহিলাগণই ভাল পারেন্। আপনারা অনেকেই, হয় ত, বহুদিন যাবৎ এখানে আছেন এবং বোধ হয়, আমাদের স্কুলের কথা সকলেই জানেন। ৩ বৎসর পূর্ব্বে স্কুলে আমরা ১৮টি মেয়ে ছিলাম। শ্রীল শ্রীযুক্তা রাণীমাতার কৃপায় যিনি আমদের এই স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হইয়া আসেন, তাঁহার শিক্ষাগুণে আজ স্কুলে ৬০টি মেয়ে। এর কারণ কি? তিনি মেয়েদের এত ভাল বাসেন্ এবং এমন সুন্দর ভাবে শিক্ষা দেন যে, স্কুলের ছোট বড় প্রত্যেকটী মেয়ে তাঁকে নিজের মায়ের মত ভক্তি করে ও ভালবাসে।

সাংসারিক কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে ধর্ম্মেরও প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার। ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করিতে পারিলে, কখনই উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। নদ-নদী যেমন পর্ব্বতাদি হইতে বহির্গত হইয়া নানা জনপদের পদ ধৌত করিয়া একই সাগরে যাইয়া মিলিত হয়, ধর্ম্মও ঠিক সেইরূপ। যে যে-ভাবেই ডাকুক্ না কেন, সেই একমাত্র ভগবানকেই ডাকা হয় এবং সকল প্রার্থনাই সেই একই পরম মঙ্গলময় পিতার চরণে পৌঁছে। তাই কোন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন, "একই ঠাই, চলেছি ভাই, ভিন্ন পথে যদি।" তবে প্রাণ খুলে ভগবান্‌কে ডাকা চাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাল্যকালে যে ভাব হৃদয়ে প্রবেশ করে পরিণত সময়ে তাহারই বিকাশ হইয়া থাকে। যদি পরিবারের মধ্যে সর্ব্বদা ভগবানের উপাসনা ও সদালোচনা হয়, তবে সে পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ধর্ম্মভাব আপনি ফুটিয়া উঠে এবং তাহাদের ভবিষ্যৎজীবন শান্তি-ও যশঃপূর্ণ হয়।

সকল কার্য্যেই একটা আদর্শের আবশ্যক।

আমরা অনেক সময় বিদেশীয় রমণীগণকেই আদর্শ-স্থানে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু যে-দেশে বিদুষী, খনা, গার্গী, লীলাবতী, বীরত্বে দুর্গাবতী, কর্ম্মদেবী, সতীত্ব-রক্ষার্থে ভীমসিংহ-বনিতা পদ্মিনী, ভগবদ্‌ভক্তিতে মীরাবাই, পাতিব্রতে সীতাদেবী, ন্যায়-পরায়ণতায় কৌরব-জননী গান্ধারী, পরোপকারে কুন্তীদেবী প্রভৃতি কতশত পুণ্যবতী সতী সাধ্বীর ইতিহাস আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, সেই দেশেরই ত কন্যা আমরা! আমাদের স্বদেশে আদর্শের অভাব কি?

দয়াময়ি জগজ্জননি! আজ আমরা তোমারই আশীর্ব্বাদে এখানে সমবেত হইয়াছি। হে উৎসবের দেবতা! তোমারই অপার করুণায, আজ এ উৎসব-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, দয়াময়ি মা! তুমি আমাদের যে কার্য্য করিবার জন্য এ জগতে পাঠাইয়াছ, তোমার প্রতি চিরদিন ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিয়া আমরা যেন সুচারুরূপে সে-কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শ্রীপ্রভাতনলিনী দাসগুপ্তা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বস্ত্রসমস্যা ও বস্ত্রের আইন।—ভারতের কলে প্রস্তুত কার্পাস-বস্ত্রাদির মূল্য নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে ভারত-গবর্ণমেণ্ট এক নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বস্ত্রের আয়তন হ্রাস করিয়া এবং সূক্ষ্ম-সূত্রের পরিবর্ত্তে মোটা সূত্র ব্যবহার ও তিনটানা বুননের পরিবর্ত্তে পালো-বুননের আদেশ দিয়া ঐ সকল বস্ত্রের অল্প মূল্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এদেশের বস্ত্র-কলের সত্বাধিকারিগণ লাভ কমিয়া যাইবে, এই ভয়ে নূতন আইনের প্রতিবাদ করিয়াছেন। বোম্বাই নগরে সম্প্রতি বিলাতী ও জাপানী, সকল প্রকার বস্ত্রের মূল্য কমিয়া গিয়াছে। এখানেও যাহাতে এইরূপ মূল্য-হ্রাস হয়, তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

খাদ্য-দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা।—এতদিন বস্ত্রের [illegible] অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইলেও খাদ্য-দ্রব্য মহার্ঘ হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি এ সুবিধাও অন্তর্হিত হইয়াছে। চাউল, ময়দা, তৈল প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্যেরই মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায় সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ করা এক মহাসংগ্রামের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সঙ্কট অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হইলে, ভারতবাসীর প্রাণ কয় দিন বাঁচিবে, ইহা চিন্তার বিষয়।

বঙ্গেশ্বর লর্ড রোনাণ্ডসে ও বঙ্গের স্বাস্থ্য।—সংপ্রতি লর্ড রোনাল্ডসে মহোদয় জানাইয়াছেন যে, "হুকওয়ারম্"-নামক কীট বঙ্গদেশের প্রভূত অনিষ্ট করিতেছে। শতকরা ৭১ জন লোক "হুকওয়ারম-কীটদ্বারা আক্রান্ত হইয়া শক্তিহীন হইয়াছে। এই ব্যাধি হইতে তিনি বাঙ্গালী জাতিকে মুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যাহারা খালি পায়ে থাকে, তাহা-

দিগেরই না কি এই রোগ অধিক হয়। থাইমল এই ব্যাধির প্রধান ঔষধ। বঙ্গেশ্বর আমাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, সেজন্য আমরা তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ।

সম্রাটের আনন্দ।—বিগত দুই তিন মাসে সেনাবিভাগে কার্য্য করিবার জন্য অধিকসংখ্যক ভারতবাসী অগ্রসর হইয়াছে, দেখিয়া সম্রাট্ মহোদয় সন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক বড়লাট-বাহাদুরকে এক টেলিগ্রাম করিয়াছেন। সম্রাটের সন্তোষে সকলেই সুখী।

যুদ্ধের জন্য ঘোড়ার প্রয়োজন।—জেনারেল ষ্ট্রেঞ্জ এই বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন যে, কলিকাতা ও হাবড়ায় যুদ্ধের উপযুক্ত যাহার যত ঘোড়া আছে, তাহা তাঁহাকে জানাইতে হইবে। যুদ্ধের জন্য ঘোড়ার প্রয়োজন হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন।—লোকে যাহাতে সুলভে চাউল, গম প্রভৃতি পাইতে পারে, বোম্বাই মিউনিসিপালিটি তাহার জন্য নূতন নূতন দোকান স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। এখানেও এইরূপ ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

ভারতে শাসন-সংস্কার কমিটির চেয়ার-ম্যান।—ভারত-শাসন-সংস্কারের সংস্রবে নির্ব্বাচন-প্রথা ও নির্ব্বাচকদিগের নিয়মাবলী-বিষয়ে বিবেচনার জন্য যে কমিটি হইবে, তাহাতে লর্ড সাউথবরো চেয়ারম্যান হইবেন, স্থির হইয়াছে। আগামী শীতকালে কমিটির কার্য্য আরম্ভ হইবে।

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা।—এ বৎসর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ভারতীয় ছাত্রগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন ;—সি, ভি, দেশমুখ ; এস, কে, সিংহ ; কে, সি, চন্দর ; এস, জি, সেনোদাইয়র; এবং এস, লাল। ইঁহারা প্রথম হইতে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আর, এন, ব্যানার্জ্জি ও ভি, এন, বৈদ্য গুণানুসারে পরবর্ত্তি-স্থান দখল করিয়াছেন।

বিজয়া।

ভূপকল্যাণ (ভূপালী)—একতালা।

শারদ আননে, বঙ্গভবনে, শারদ ষষ্ঠী সান্ধ্য বাসরে,
বাজিয়া উঠিল বোধন-বাজনা, যে-দিন তোমার আহ্বান তরে !
এস মা, দুর্গে, দুর্গতি-নাশিনী, উঠিল ধ্বনি হৃদয় ভেদিয়া,
ভাসিল বঙ্গ পুলক-লহরে, তোমার অভয় চরণ লভিয়া।
দুঃখ, তাপ, জ্বালা, হৃদয় হইতে মুছাতে করুণ করে,
এসেছিলে তুমি, আশিস্ কুসুম ঢালিতে সন্তান-শিরে।
বর্ষ-পরে যদি এলে মা, জননি অধম সন্তান-ভবনে,
স্বল্প দিন্-এর, অন্তে পুনঃ আজ, চলিলে কেন গো সঘনে !

এলে যদি মা গো, হেরিতে সন্তানে একটী বরষ পরে,
যাবে কেন তাতে, সন্তান-বেদন না ঘুচালে কৃপা করে।
যাবে যদি তুমি, একান্ত জননি, আনন্দ-মঙ্গল-দাত্রি !
ব্যথিত এ ভক্তে রেখো কৃপাদৃষ্টি, কৃপাময়ি জগদ্ধাত্রি !
দিয়ে যাও তব সন্তানে শিখায়ে, মধুর মঙ্গল মন্ত্র,
যেন তারা সবে, প্রাণে প্রাণে মিলি, গায় প্রীতি-প্রেম-ছন্দ !
শান্তি সুখাবেশে, বরষে বরষে, একান্ত ভকতি ভরে,
সন্তান তোমার, পূজিতে তোমায় আহ্বানি আনিতে পারে।

কথা—"ব্রহ্মবাদী" হইতে উদ্ধৃত। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

	২´			৩			০			১			
II	গা	রা	রা ।	সা	ধ্‌া	সা ।	রা	গা	রা ।	গা	গা	গা	I
(১)	শা	র	দ	আ	ন	নে	ব	ঙ্‌	গ	ভ	ব	নে	
(৫)	দু	ঃ	খ	তা	০	প	জ্বা	০	লা	হৃ	দ	য়	
(৯)	এ	লে	০	য	দি	০	মা	গো	০	হে	রি	তে	
(১৩)	দি	য়ে	যা	ও	ত	ব	স	ন্তা	নে	শি	খা	য়ে	

	২´			৩			০			১			
I	.সা	রা	গা ।	পা	ধা	র্সা ।	র্সা	র্রা	র্রা ।	র্সা	-া	র্সা	I
(১)	শা	র	দ	ষ	ষ্‌	ঠী	সা	ন্ধ্য	বা	স	০	রে	
(৫)	হ	ই	তে	মু	ছা	তে	ক	রু	ণ	ক	০	রে	
(৯)	স	ন্তা	নে	এ	ক	টি	ব	র	ষ	প	০	রে	
(১৩)	ম	ধু	র	০	ম	ঙ্‌	গ	ল	০	ম	০	ন্ত্র	

	২´			৩			০			১			
I	পা	গা	পা ।	ধা	র্সা	র্সা ।	র্রা	র্গা	র্রা ।	র্রা	র্সা	র্সা	I
(২)	বা	জি	য়া	উ	ঠি	ল	বো	ধ	ন	বা	জ	না	
(৬)	এ	সে	ছি	লে	তু	মি	আ	শি	স্‌	কু	সু	ম	
(১০)	যা	বে	কে	ন	তা	তে	স	ন্তা	ন	বে	দ	ন	
(১৪)	যে	ন	তা	রা	স	বে	প্রা	ণে	প্রা	ণে	মি	লি	

	২´			৩			০			১			
I	পা	ধা	পা ।	র্সা	র্সা	র্সা ।	পা	পা	গা ।	রা	-া	সা	I
(২)	যে	দি	ন	তো	মা	র	আ	হ্বা	ন	ত	০	রে	
(৬)	ঢা	লি	তে	স	ন্‌	তা	০	০	ন	শি	০	রে	
(১০)	না	০	ঘু	চা	০	লে	০	কৃ	পা	ক	০	রে	
(১৪)	গা	০	য়	প্রী	০	তি	০	প্রে	ম	ছ	০	ন্দ	

	২´			৩´			০			১		
I {	পা	গা	গা ।	পা	ধা	পা ।	র্সা	র্সা	র্রা ।	র্সা	র্সা	র্সা I
(৩)	এ	স	মা	দু	র্	গে	দু	র্গ	তি	না	শি	নি
(৭)	ব	র্ষ	প	রে	য	দি	এ	লে	মা	জ	ন	নি
(১১)	যা	বে	য	দি	তু	মি	এ	কা	ন্ত	জ	ন	নি
(১৫)	শা	ন্তি	সু	খা	বে	শে	ব	র	ষে	ব	র	ষে

	২´			৩			০			১		
I	র্সা	র্রা	র্গা ।	র্গা	র্গা	র্পা ।	র্গা	র্রা	র্গা ।	র্রা	-া	র্সা I
(৩)	উ	ঠি	ল	ধ্ব	নি	হৃ	দ	য়	ভে	দি	০	য়া
(৭)	অ	ধ	ম	০	স	ন্	তা	ন	ভ	ব	০	নে
(১১)	আ	ন	ন্	দ	০	ম	ঙ্	গ	ল	দা	০	ত্রী
(১৫)	এ	কা	ন্	ত	০	ভ	ক	তি	০	ভ	০	রে

	২´			৩			০			১		
I	র্গা	র্গা	র্গা ।	র্পা	র্পা	র্পা ।	র্রা	র্গা	র্রা ।	র্সা	র্সা	র্সা I
(৪)	ভা	০	সি	ল	ব	ঙ্গ	পু	ল	ক	ল	হ	রে
(৮)	স্ব	ল্প	দি	ন্	এ	র	অ	ন্তে	পু	নঃ	আ	জ
(১২)	ব্য	থি	ত	এ	ভ	ক্তে	রে	খো	কৃ	পা	দৃ	ষ্টি
(১৬)	স	ন্তা	ন	তো	মা	র	পূ	জি	তে	তো	মা	য়

	২´			৩			০			১		
I	পা	ধা	পা ।	পধা	র্সা	র্সা ।	পা	ধা	পা ।	গা	রা	সা } II
(৪)	তো	মা	র	০অ	ভ	য়	চ	র	ণ	ল	ভি	য়া
(৮)	চ	লি	লে	০কে	ন	০	গো	০	০	স	ঘ	নে
(১২)	কৃ	পা	ক	০য়ী	০	০	জ	গ	দ্	ধা	০	ত্রী
(১৬)	আ	হ্	বা	০নি	০	০	আ	নি	তে	পা	০	রে

বিধাতার ভুল।

(গল্প)

ক্রমাগত তিনদিন ষ্টেসনে হাঁটাহাঁটি করার পর অতিকষ্টে একখানি 'সেকেণ্ডক্লাস' কামরা রিজার্ভ পাইলাম। ইচ্ছা তীর্থযাত্রা। কিন্তু সঙ্গের সাথী মজ্জাগত বিলাসিতা। রিজার্ভ কামরা ছাড়া যাতায়াত, অভ্যাসও নাই; ইচ্ছাও নাই। বিশেষতঃ এ সময়;—এ সময় সে ক্ষমতাও নাই। সরকার যখন আসিয়া শেষ নোটিশ দিল; কহিল, "বাবু, আমাদ্বারা হোল না। আপনি নিজে যদি পারেন, চেষ্টা করে দেখুন; আমার কথা কোনই গ্রাহ্য

করে না।" এবং মনের কষ্টে সে যখন সমস্ত রেলকর্ম্মচারীকে শ্বশুরবাড়ীর অতিপ্রিয় মধুর সম্বোধনে অভিহিত করিল, তখন অগত্যা মনিব-মহাশয়কে সশরীরে স্বয়ং টম্‌টম্ হাঁকাইয়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইতে হইল। তারপর তুচ্ছতর টিকিট বিক্রয়ের ঘর হইতে শ্রেষ্ঠতম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিস পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতে করিতে শঙ্কিতনেত্রে যাত্রিদলের দিকে চাহিয়া—শুধু চাহিয়াই, যেন প্রাণটা ওষ্ঠাগত বলিয়া মনে হইল। এর নাম কি ভিড় ?

পাঞ্জাব মেলের সেই দুর্লভ কাম্‌রাটীতে অধিষ্ঠিত হইয়া, মনে হইল, এখন আমরা সকল দুর্ভাবনার বাহিরে আসিয়াছি। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বিস্ময়-দৃষ্টিতে তখন সেই জন-সংঘের দিকে চাহিতে লাগিলাম। কি কৃপার পাত্র বেচারারা! এতটুকু জায়গার জন্য মারামারি কাটাকাটি পড়িয়া গিয়াছে; কোথাও বা সকরুণ প্রার্থনা! সে প্রার্থনা শুনিয়া মনে হয়, দ্বার খুলিয়া তাহাদের আমার অধিকৃত এই স্বল্পায়তন রাজ্যটীতে লইয়া আসি। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়িয়া যায়, এই ক্ষুদ্র কাম্‌রাটী আমাদের তিনজনের কাছে প্রচুর-আরামপ্রদ হইলেও এতগুলি লোকের অসুবিধা দূর করিতে একেবারেই সমর্থ হইবে না। আর সেই আরামও আমার কাছেই সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কত দুষ্প্রাপ্য ছিল! প্রাণের ভিতরটাতে দুঃখের সঙ্গেও বেশ একটা আনন্দ আসিতেছিল, আর সে আনন্দটা যে আদিম বর্ব্বরতার চিহ্ন স্বার্থপরতারই আনন্দ, তাহাও আমার নিজের কাছে অজ্ঞাত ছিল না।

মেল ছাড়িল। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর আর একটু, তারপর আরও একটু গতি বৃদ্ধি করিয়া, শেষে পুরাদমেই ট্রেন চলিতে লাগিল। আমি যাত্রার সুখটুকু চরম উপভোগ করিবার জন্য গরম 'র‍্যাগ্'খানা পায়ের উপর টানিয়া বেঞ্চিতে লম্বা হইলাম। অনিলের হাতের সিগার তখনও 'মনোদুঃখে ভগ্নাবশেষে' পরিণত হয় নাই। সে আমাকে শাসাইয়া বলিল, "মজা করে শুয়ে থাক্‌লেই হবে না। তোর বউ যা খাবার দিয়েছিল, তার হাঁড়িটা তো ষ্টেসনে ফেলে এসেছি, দেখ্‌তে পাচ্চি! বর্দ্ধমানে কিছু খাবার কিনে না নিলে, ট্রেণের মধ্যে একাদশী। আমি বলিলাম, "হাঁড়িটাও আসে নি, খাবারটাও না? তোর কাছেই সেটা বিশেষ করে জিম্মা করে দিয়েছিলুম না?" অনিল রাগিয়া উঠিল। আমি হাসিয়া, চোখ বুজিলাম।

রাত্রি নিস্তব্ধ। কানন, প্রান্তর শব্দিত করিয়া ট্রেণ ছুটিতেছিল। ক্রমে সে শব্দও কানে সহিয়া আসিল। শুধু ঘুম-পাড়ানো দোলার মত একটা অতিধীর দোল লাগিতেছিল। আমি বড় আরামেই পড়িয়া রহিলাম।

সহসা আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সাধের দোল কখন্ থামিয়া গিয়াছে! গাড়ী একটা জন-কোলাহল-মুখরিত ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং আমাদের এত কষ্টের ফল—'রিজার্ভ'-কামরাটুকুও বিনা বিচারে অধিকার করিবার নিমিত্ত একদল কাবুলী দ্বারের সম্মুখে সার দিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অর্দ্ধমুক্ত দ্বারের পাদানে পা দিয়া প্রকাণ্ড বোচ্‌কা ও মস্ত পাগ্‌ড়ী-সমেত এক কাবুলী দাঁড়াইয়া

রহিয়াছে। আমিও বিদ্যুদ্‌বেগে দাঁড়াইয়া উঠিলাম। বন্ধুবর অনিলচন্দ্র ঝুলানো বেঞ্চে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। মিহিদানার রূপ তিনি, বোধ হয়, স্বপ্নেই দেখিতেছেন! নীচের বেঞ্চে সুধীর নিতান্ত সুধীরের মতই শয়ান! শালের ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহার বামচরণ-খানি ট্রেনের তক্তায় লুটাইতেছে। আমার হাসি আসিল। কিন্তু সে দিকে দৃষ্টিপাত করিবার বিশেষ সময় ছিল না। 'সফ্‌রা-জেটে'র মত কাবুলীদের অধিকার নাকচ্‌ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইল। আমার বাক্যাবলীতে বিশেষ কোনও ফলোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল না। আমার অবস্থা প্রায় 'কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়'। এমন সময় একটা কুলী খুব জোরে হাঁকিয়া গেল—"আসেন্‌ সোল—আসেন্‌ সোল।"

এটা তবে আসেনসোল। সময়ও তা হ'লে যথেষ্ট আছে। আমি 'গার্ডে'র উদ্দেশে নামিয়া পড়িলাম। বঙ্গদেশের একজন প্রখ্যাতনামা জমিদারের অনুনয়-বিনয়, আদেশ-তিরস্কারে যে কাবুলীর দল এক পা নড়ে নাই, সোলা-হ্যাট্‌-শোভিত শুভ্রমুখের একটীমাত্র তীব্র-দৃষ্টিতে তাহারা মুহূর্ত্তমধ্যে কে কোথায় সরিয়া পড়িল, বুঝিতে পারিলাম না।

ফিরিতে ফিরিতে আপনার মনেই বলিলাম যে, "তাই তো বর্দ্ধমান ফেলে এসেছি! মিহিদানা কেনা হোল না!" এই সময় একজন বলিল; "দুঃখ কর্‌চেন কেন ম'শায়! এখানে বর্দ্ধমানের চেয়ে ভাল মিহিদানা পাওয়া যায়। এই খাবার-ওয়ালা।" এ অযাচিত অনুগ্রহ-বর্ষকটীতে দেখিবার জন্য আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলাম। সঙ্গে সঙ্গে চারিটী চক্ষুই বিস্ময়-বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "শ্রীপতি! তুমি কোথা থেকে? যাচ্ছ কোথা? সঙ্গে কে? ইত্যাদি।" তাহার প্রশ্ন শুনিয়া, সেই প্রশ্নধারার উপর প্রশ্নধারা বর্ষণ করিয়া বলিলাম, "তুমিও যে আশ্চর্য্য করে দিলে! মাটি ফুঁড়ে উঠ্‌লে নাকি হে?—আমি যাচ্ছি এলাহাবাদ কুম্ভমেলা। তুমি কোথায় যাচ্ছ?" দেবেন বলিল, "বেনারস্‌! কন্‌ফারেন্সে ডেলিগেট হয়েছি।—দেবেনকে সে বাকি কথা সম্পূর্ণ করিবার অবকাশ না দিয়াই আমি তাহার হস্ত টানিয়া বগলে পুরিলাম। গাড়ীতে উঠিয়া, চিৎকার করিয়া অনিলকে ডাকিলাম; বলিলাম, "বর্দ্ধমান ছাড়ে যে, শীগ্‌গির মিহিদানা কিনে নাও?" বেচারা অনিল, ও সুধীর আমার উচ্চকণ্ঠরবের দায়ে অগত্যা ধড়মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিল। তাহাদের সদ্যোনিদ্রোত্থিত বিস্ময়-বিহ্বল ভাব দেখিয়া আমি আর বাক্যব্যয় বৃথা বিবেচনা করিয়া দুইটা টাকা ফেলিয়া দিলাম। মিহিদানার চাঙাড়ী গাড়ীতে উঠিল। ট্রেণও আবার গন্তব্যপথে চলিল।

সুধীর শালটা টানিয়া লইয়া, দেবেনকে নমস্কার করিল ও সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, "দেবেন্‌-দা কোথা থেকে?" দেবেন তাহার সুপুষ্ট কোমল গৌর মুখখানি একটু নাড়িয়া দিয়া আমাকে বলিল, "এ নাবালকটাকে আবার কোথা থেকে যোগাড় করেচ? এ-ও কি কুম্ভমেলার সঙ্গী না কি?"

বুদ্ধিমান্‌ অনিলচন্দ্রের প্রেমটা তাঁহার জুতা-জোড়ার উপরই বেশী ছিল। চুরি যাই-

বার ভয়ে তিনি সদ্যপাকই নিদ্রা গিয়াছিলেন। এখন তাঁহার পদনিম্নে দণ্ডায়মান তিনটী ভদ্রলোকের উপর দিয়া সবুট অবরোহণটা কিরূপ হইবে, স্থির করিতেই, তাহার কিছু সময় কাটিয়া গেল। শেষে সাগরলঙ্ঘনকারীর ন্যায় উল্লম্ফনই তাঁহার বীরত্বের পরিচয় দিল। দেবেন হাসিয়া বলিল, "ব্রেভো অনিল।"

খানিকটা হাস্যোপহাস ও গোলমালের পর, আমাদের প্ল্যান্ ঘুরিয়া গেল। কুম্ভমেলার স্থান বেনারস্ কন্‌ফারেন্সই অধিকার করিল। সব স্থির হইলে, দেবেন্ বলিল, "আচ্ছা আমি তো সঙ্গেই রইলুম্; তা হোলে এখনকার মত এস, সব ঘুমোনো যাক্।"

অনিল এবার সবচেয়ে জোরে মাথা নাড়িল ও বলিল, "এখনো ঘুম? তোমাকে পেয়ে আবার ঘুম আসে?"

দেবেন সুধীরের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তুই ঘুমোবি নে? সুধীর সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "কল্‌কাতা থেকে আরম্ভ করে আসেন্‌সোল পর্য্যন্ত হয়েছে; আরো ঘুম হয়, দেবেন-দা?"

আমি অবশেষে। একমাত্র আমারই মূল্যবান্ অভিমত অবশিষ্ট দেখিয়া দেবেনকে তৃতীয় দফা কষ্ট স্বীকার না করাইয়া, বলিয়া উঠিলাম, "আমি সকলের আগেই ঘুমিয়েছি; আর আমাদেরি দল পুরু; সুতরাং, তুমিও অদ্য নিদ্রাকে আমল দিতে পাচ্চ না।"

অনিল আবার আমাকে আক্রমণ করিয়া বলিল, "রাস্তায় ঘাটে বেরোতে হ'লে যে একজোড়া তাস সঙ্গে করে বেরোতে হয়, সে জ্ঞান যে তোমার কবে হবে, তা বুঝ্‌তে পারি না! এদিকে হায় ম্যাজেষ্টির এত সুখ্যাতি হয়, বউ বুঝি এমনিই গোছাল!"

দেবেন বলিল, "সে বেচারার ওপর আর রেলের মাঝে এত আক্রোশ করে কি হবে? দোষটা যে তাঁর, তা তো সকলেই বুঝ্‌তে পার্‌চি।"

সুধীর হাসিতে হাসিতে বলিল, "বৌ-দি যে খাবারের হাঁড়ি দিয়েছিলেন, অনিল-দা সেটাকে রাস্তায় ফেলে এসেছেন্; আর তবু বৌদিরই যত দোষ!"

অনিলের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে চাহিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলাম। হাসি থামাইয়া আমি দেবেনকে বলিলাম, "আজকের রাতটা কাটানোর ভার তুমিই নাও। খুব ভাল দেখে একটা গল্প আমাদের বল। তোমার তো ভাঁড়ার অফুরন্ত।"

দেবেন হাসিয়া বলিল, "অফুরন্ত হ'তে পারে; তা বলে ভালর গ্যারাণ্টি আমি দিতে পারি না।"

সুধীর দেবেনের বাঁ দিক্‌টা ঘেঁসিয়া বলিল, "হাঁ দেবেন্-দা, বল্‌তে হবে! অনেক দিন তোমার গল্প শুনি নি।"

মাঝের বেঞ্চ মাঝেই রাখিয়া অনিল একেবারে ওধারের বেঞ্চে গিয়া বসিয়াছিল; শিষ্টতা-বহির্ভূত হইলেও তাহার পাদুকাসহ চরণ-দুইখানি মধ্যের বেঞ্চ অধিকার করিয়াছিল। আমি দেবেনকে আবার অনুরোধ করিলাম। দেবেন পিছনের কাঁচখানা খুলিয়া ফেলিল। শীতের কন্‌কনে বাতাস খানিকটা আসিয়া আমাদের মুখে চোখে ঝাপ্‌টা মারিল। রাত্রি অনুজ্জ্বল; তারাও নাই, জ্যোৎস্নাও নাই; যেন ছায়ামাখা; পাতলা মেঘের

চাদর-ঢাকা। গাছগুলা পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেবেন বলিতে আরম্ভ করিল,—"আমাদের দেশে একটী খ্রীষ্টান উকীল ছিলেন। দেশের সকল সৎকার্য্যে, সংস্কারের সকল চেষ্টার মূলে সকলের আগে তাঁহাকেই দেখা যাইত। যদিও নিজে তিনি খৃষ্টান ছিলেন, তবু অপর-ধর্ম্মাবলম্বীদের উপর তাঁহার কখনো কোন বিদ্বেষ দেখা যায় নাই। বরং যেখানে যে কেহ কোনও বিপদে পড়িত, যাহার কোন সাহায্যের আবশ্যকতা হইত, তিনি বুক দিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতেন, প্রাণ দিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেন্।

"সুবালা তাঁ'রই মেয়ে। পিতার উপযুক্ত কন্যা। শুধু গুণবতী নয়; অসামান্যা সুন্দরী। পিতা অতিযত্নে কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। মেয়েটীকে তিনি বড় বেশী ভাল বাসিতেন। সুবালার দুইটী ভাই আছে। তাহারা বড় তেমন কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু সুবালা সে-রকম ছিল না। লেখাপড়ায় তাহার আসক্তি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইত। এণ্ট্রান্স হইতেই সে বৃত্তি পাইতে আরম্ভ করে।

"ছোট বেলায় সে আমার সঙ্গে পড়িত। আমরা এককাসেই পড়িতাম। একসঙ্গে পড়া না করিলে, আমার পড়া ভাল হইত না। সুবালার মা-ও আমাকে সন্তানের মত স্নেহ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা ছিল না। আমি সর্ব্বদাই তাঁহাদের বাড়ী যাইতাম; পড়িতাম, খেলিতাম; বাগানে আমগাছে বাঁধা দোলায় বসিয়া দুইজনে দুলিতাম। এখনো সে দিনগুলি ছবির মত মনে পড়ে।

"নদীর ধারেই সুবালাদের বাড়ী ছিল। সুবালার পিতার একখানি জালি-বোট ঘাটে বাঁধা থাকিত। কতদিন সন্ধ্যার সময়, কখন বা জ্যোৎস্না-রাত্রিতে আমরা সেই জালিবোটে করিয়া বেড়াইতাম্। ছোট নদীটির কালো বুক কাঁপিয়া উঠিত। স্রোতের সঙ্গে তরতর করিয়া 'বোট্' ছুটিত। সুবালা আমার তরি-চালনের প্রশংসা করিত। আর আমি তাহার সেই জ্যোৎস্নামাখা শুভ্র-মুখ-বিনির্গত প্রশংসা-বাক্যে গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিতাম। সুন্দর মুখের চেয়ে, তখন প্রশংসা-বাক্যেরই কদর বেশী ছিল।

"সুবালা আমার চেয়ে বেশী ছোট ছিল না। দু'বছর কি তিন বছর আমাদের বয়সের ব্যবধান ছিল। দুইজনে সমবয়সীর মতই মিশিতাম্। আমি তো তখন বালক বলিলেই হয়; বড় জোর ১৬।১৭ আমার বয়স। আর সুবালা বোধ হয় ১৪ বছরের। কিশোর-লাবণ্য তাহার সুষমা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছিল; কিন্তু সে-দিকে লক্ষ্য করিবার মত মনের অবস্থা আমার একেবারেই হয় নাই। পিতামাতার শিক্ষার গুণে চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া কিশোরীও দশবছরের বালিকার ন্যায় সরলা ছিল। পাঠে আমরা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম, সেজন্য কলহও সময়ে সময়ে বড় অল্প হইত না। আবার বন্ধুত্বও তেমনই ছিল। কত রকমারি গল্প দুজনের মধ্যে হইত। বড় হইয়া চন্দ্রলোকের একটা পথ আবিষ্কার, আমাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কল্পনা ছিল। তা ছাড়া পুকুরে কেন পদ্ম ফোটে ও নদীতে কেন ফোটে না? এই তত্ত্বের গবেষণাতেও অনেক সময় কাটিয়া

যাইত। সময় সময় সমৃণাল পদ্ম-কোরক তুলিয়া, বেশী করিয়া মাটির চাপ্‌ড়া নালে বাঁধিয়া, নদীতে রাখিয়া আসিতাম। বিশ্বাস ছিল, এবার আমাদের স্থাপিত পদ্ম নিশ্চয়ই নদীতে ফুটিয়া উঠিবে। পরদিন কিন্তু চারিটি উৎসুক নেত্র বিষাদে ম্লান হইয়া পড়িত। নিরাশা-মলিন সুবালার চোখের কাল পাতা জলে ভিজিয়া উঠিত। আমি অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া, নিজের দুঃখ ভুলিয়া, তাহাকে ভুলাইবার জন্য, দিদিমার নিকট শ্রুত একটা অসম্ভব রকম রাজার গল্প নিজের মনে জোড়াতাড়া দিয়া বলিতে আরম্ভ করিতাম। শুনিতে শুনিতে সে আপনার নিষ্ফল দুঃখ কথন্ ভুলিয়া যাইত! অধর-প্রান্তে তাহার অজ্ঞাতসারেই মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিত। আর সেই সময় আমি সহসা বলিয়া উঠিতাম, "কই, কোথায় তোমার চোখের জল?" সুবালা তখন স্পষ্ট হাসিয়া উঠিত।

"একদিন দুইজনে বোট হইতে নামিয়া বাড়ী ফিরিতেছি; উদ্যানে দেখিলাম, আঠার-উনিশ বছরের একটী যুবক নতনেত্রে নম্রভাবে সুবালার পিতার নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সুবালার পিতা হাসিয়া বলিতে-ছেন, "আমি সে-ভার নোব, তোমার কোন চিন্তা নেই, বিনয়! বিলেতে আমি তোমাকে যেমন করেই হোক্ পাঠাব। আজ থেকে তুমি আমার সন্তানস্থানীয় হ'লে। তোমার বই-টই নিয়ে এসে, আজ থেকে আমার এখানে থাক; বি, এ-টা দেবার জন্যে প্রস্তুত হও। পরের বাসায় থেকে আর কাজ নেই।" সুবালার পিতার করুণ হৃদয়ের কথা আমাদের দেশে কাহারই অজ্ঞাত ছিল না। আমরা পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিলাম।

তারপর জানো তো, আমি সিটিকলেজে ভর্ত্তি হই। দুই বৎসর দেশে যাই নাই; দুই বৎসর সুবালাকেও দেখি নাই। দুই বৎসর পরে যখন যাইলাম, তখন আমার প্রকৃতিরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। স-বৃত্তি এফ্-এ পাশের উত্তাপে মনের ভিতরটাও বেশ উত্তপ্ত ছিল। কলিকাতার উচ্চ সভ্যতা তখন আমার শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়াছে, লক্ষ্যও বড় উচ্চ।

"সেই গর্ব্বস্ফীত হৃদয় লইয়া সুবালাদের বাড়ী যাইলাম। সুবালার পিতামাতা আমাকে সস্নেহে কাছে বসাইলেন। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, কিন্তু সুবালাকে দেখিলাম না; মনে করিলাম, হয় তো তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিতেও কেমন ইচ্ছা হইল না। উঠিয়া আসিবার সময় বারান্দা হইতে দেখিলাম, সুবালা বোট হইতে নামিতেছে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় তাহার যৌবন-সৌন্দর্য্য-পূর্ণ মুখ হইতে যেন লাবণ্য ঝরিয়া পড়িতেছে, বোধ হইল। এই দুই বৎসরে সুবালার এ-রকম পরিবর্ত্তন হইয়াছে! আমি বিস্মিতনয়নে চাহিয়া রহিলাম।

"সুবালা কি বলিল, বুঝিলাম না; কিন্তু নিজের যেন চমক ভাঙ্গিয়া আত্মস্থ হইলাম। দেখিলাম, সেই আশ্রয়-প্রার্থী যুবক বিনয় নদীর ধারে দাঁড়াইয়া আছে। সুবালা তাহাকেই কি বলিতেছে। আমি মুখ ফিরাইয়া লইলাম।

"কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। বলিতে ভুলিয়াছি, সুবালাও আমার সহিত এফ্-এ পাশ করিয়াছিল।

"আমার ছাত্রজীবনের বৈচিত্র্যহীন কাহিনীর ভিতর চোখে পড়িবার বা মনে রাখিবার মত একটাও ঘটনা ঘটে নাই। সুবালার কথাও ভুলিতেই চেষ্টা করিতাম। জানি না, কেন মাঝে মাঝে সেই শান্ত মুখ, খর্ব্ব কৃশকায় বিনয়ের উপর মনে মনে একটা আক্রোশ উপস্থিত হইত।

'বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাদেবীর করুণা-কটাক্ষ লাভ করা বড় সহজে হয় না। মানব-জীবনের অনেকখানি সার্থকতা তাঁহার চরণতলে দান করিয়া, তবে তাঁহার চিহ্নিত একটা মানুষ (?) হওয়া যায়। আমিও একটা চিহ্নলাভের জন্য ব্যস্ত ছিলাম। অন্য সকলই সেই সাধনায় চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

"কলিকাতায় আসিবার মাস কত পরে, ক'মাস ঠিক মনে নাই, একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে, বিলাত-যাত্রিজাহাজ দেখিতে গিয়াছিলাম। তখনই জাহাজ ছাড়িবে, কোলাহলে জেটী ও ষ্টীমার মুখরিত। আমি বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে সেই কোলাহল-পূর্ণ জাহাজখানা দেখিতেছিলাম। এমন সময় একখানা গাড়ী অতিদ্রুতবেগে জেটিতে আসিয়া লাগিল। গাড়ী হইতে নামিলেন, সুবালার পিতা মিষ্টার দত্ত ও কন্যা সুবালা। আমি সম্মুখেই ছিলাম। তাঁহারা বোধ হয় আমাকে লক্ষ্য করেন্ নাই, কিংবা চিনিতে পারেন্ নাই। উভয়ে দ্রুতপদে জাহাজে উঠিলেন। আমি কারণ না বুঝিয়া চাহিয়া রহিলাম। অল্প পরেই তাঁহারা নামিয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ষ্টীমারও দূরে সরিতে লাগিল। এবার আমি সুবালার মুখ পরিষ্কার দেখিতে পাইলাম। তাহার চোখে জল। আমি এবার চেষ্টা করিয়া একটা পাটের স্তূপের পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলাম্। দেখিলাম, জাহাজের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া, সেই বিনয়। কৃশকায়ের উপর সাহেবী পরিচ্ছদ। হাতে একখানি সাদা রুমাল। তখন কারণ বুঝিলাম। বিনয়কে বিদায় দিতেই সুবালা ও মিষ্টার দত্ত আসিয়াছিলেন। আরও বুঝিলাম ভাবী বিরহের আশঙ্কাতেই সুবালার চোখে জল।

"যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, সুবালা একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। জাহাজ অদৃশ্য হইলে সেও গাড়ীতে উঠিল। অঙ্গহীন দেবতাটীর প্রতাপের কাহিনী ভাবিতে ভাবিতে আমিও মেসে ফিরিলাম। মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলাম, বিনয় সিভিল সার্ব্বিশ পাশ করিয়া আসুক্, সুবালা তাহার সহিত মিলনে সুখী হউক্। আশীর্ব্বাদটা, বোধ হয়, মনের সঙ্গে করি নাই।"

দেবেনের কথায় বাধা দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?" দেবেন আমার মুখের দিকে চাহিল; চাহিয়া হাসিল। এই অবসরে রুদ্ধশ্বাস মুক্ত করিয়া আমি একবার অনিলের দিকে চাহিলাম। গাড়ীর শার্সিতে ঠকাঠক্ মাথা ঠুকিতেছে, তবু ভায়া বসিয়া বসিয়াই নিদ্রা আরম্ভ করিয়াছেন্। দেবেনের কোলে মাথা রাখিয়া সুধীরও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জাগরিত শুধু আমরা দুইটী প্রাণী। রজনীর নিস্তব্ধতা আরো যেন বেশী বলিয়া অনুভব হইতে লাগিল। দেবেন আবার বলিল, "কেন?—আশীর্ব্বাদটা নিষ্ফল হইতে দেখিয়া। তবে সর্ব্বাংশে নিষ্ফল হয় নাই। বিনয় সিবিল সার্ব্বিস পাশ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে

ফিরিয়াছিল বটে; কিন্তু সুবালাদের গৃহে নয়। আমার প্রাইভেট্ টিউশনির ছাত্র ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেটের পুত্র অরুণের ভগ্নীর বিবাহে আমি আহূত হইয়াছিলাম। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, পাত্রটী সেই বিনয়। অরুণ ছেলেটী বড় সুন্দর; কিন্তু তাহার ভগিনী মিস্ উষাঙ্গিনীকে দেখিলে কাহারও মনে যে প্রেমোদয় হয়, একথা এক-গলা গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া বলিলেও আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু উষাঙ্গিনীর পিতা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, আর সুবালা হইল সামান্য উকীলের কন্যা। যদিও সুবালার পিতার নিজের অর্থে ও তাঁহার চেষ্টা-সংগৃহীত অর্থ-দ্বারাই বিনয় আজ সিবিলিয়ান্, কিন্তু বলিতে পারি না, কারণ আমি সিবিলিয়ান নই, কৃতজ্ঞতা বা সত্যরক্ষা করাটা বোধ হয় সকলের উপযুক্ত কাজ নয়। তাই বিনয় আজ ম্যাজিষ্ট্রেটের জামাতা। আর মুগ্ধা সরলা পিতৃহীনা সুবালা অসহনীয় হৃদয়ক্ষত বহিয়া আজও অবিবাহিতা।"

আ। মিস্ দত্তকে আর কখনো দেখেছিলে, দেবেন?

দেবেন বলিল, "দেখেছিলাম। আর একবার তাহাকে দেখিয়াছি। তুমি জান, আমি—বালিকাবিদ্যালয়ের সেক্রেটারী। গত বৎসর প্রাইজের সময় নূতন ডিষ্ট্রিক্ট জজ মিঃ মিত্র সভাপতি হইয়াছিলেন। আমি প্রাইজের পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখি নাই। সেইদিন প্রথম দেখিলাম। তাঁহার পত্নী পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন। আর ঐ ডিবিসনের স্কুল ইন্স্পেক্ট্রেস্ মিস্ দত্তও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। দেখিলাম যে বানরের গলে মুক্তার মালা পড়িতে পায় নাই। মিঃ মিত্র ওরুফে বিনয়ের সহিত তাহার পত্নীটী যথার্থই শোভমানা হইয়াছেন। আরো দেখিয়াছিলাম, হৃদয়ানলতাপিতা, অগ্নিশুদ্ধা, পবিত্রা সন্ন্যাসিনী সুবালার সেই অনুপম রূপরাশি। তপস্যায় যেন রূপের আলোক শত গুণ বাড়িয়াছে। ভাবিলাম, ইহার মধ্যে একমাত্র দুঃখ এই যে, এক নরাধমের জন্য তাহার অমূল্য জীবন উৎসর্গ হইয়াছে। কিন্তু সে নরাধম এ রত্নের আদর বুঝিল না। রত্ন অনাদরে ধূলায় লুটাইল। বিবরণী-পাঠের সময় সুবালার সেই স্পষ্ট কম্পিত স্বর, লজ্জারুণ মুখ আমি ক্ষুব্ধহৃদয়ে দেখিলাম; মনে মনে বলিলাম।' "ভগবন্, একি তোমার বিচার! যে যাকে চায়, সে তাকে পায় না কেন, প্রভু?"

আমি বলিলাম, "দেবেন, সত্য বল, তুমি মিস্ দত্তকে ভালবাস? তাঁরি জন্যে তুমি আজ ও অবিবাহিত?"

দেবেন সদর্পে কহিল, "কারোই জন্য নয়, শ্রীপতি!—চিরকালের জন্য, মরণের জন্য!"

দেবেন চস্‌মাটা খুলিয়া আবার পরিষ্কার করিয়া লইল। বাহিরে কুলিরা চিৎকার করিয়া উঠিল, "মোকামা" "মোকামা"।

শ্রীলতিকা দেবী।

দয়া।

পরদুঃখ-নিবারণেচ্ছার নাম দয়া। দয়া ঈশ্বরসৃষ্ট গুণ। কেবল নরদেহ ধারণ করিলেই লোকে মনুষ্যপদ বাচ্য হয় না তাহার অন্তর্মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ থাকা চাই, যাহাতে সে সেই সকল গুণে মনুষ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারে। এতন্মধ্যে দয়া একটি প্রধানতম গুণ। শিক্ষা, দীক্ষা ইত্যাদি হয়তঃ সকল সময় সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু ঈশ্বরপ্রদত্ত এমন কতকগুলি আভ্যন্তরিক গুণ আছে, যাহারা, চেষ্টা করিলেই অথবা স্বভাবতঃই, নিজ নিজপ্রভাব বিস্তার করিতে প্রয়াস পায়। দয়া তাহাদের অন্যতম।

পরদুঃখ-নিবারণ যে কেবল অর্থ-দ্বারাই সাধিত হয়, তাহা নহে। শারীরিক সামর্থ্য দ্বারাও তাহা সংসাধিত হয়। অনেক লোক অর্থ-দ্বারা সাহায্য করিতে পারে না, কিন্তু চেষ্টা করিলে শরীর-দ্বারা অনেকেই অনেকের বহুল-পরিমাণে উপকার করিতে পারে।

বাল্যকাল হইতেই মনুষ্যের সকল গুণ ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইবার চেষ্টা করে। বাল্যকালই মনুষ্যের ভবিষ্যজীবন গঠনের একমাত্র ভিত্তিস্থল। এই সময় যে, যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, সে সেই প্রকারের লোক হইয়া থাকে। সুতরাং, এই সময় হইতে বালকবালিকাগণকে মাতাপিতার নানা সদ্‌বিষয়ে শিক্ষাদান করা এবং নিজেদেরও সদ্‌ভাবাপন্ন হওয়া উচিত। অনেকে স্বীয় সন্তানসন্ততিদিগকে সদয় ব্যবহার শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদিগকে অভাবগ্রস্থ ব্যক্তির দান-কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাহারা তাহাতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করে, এবং ইহা হইতেই তাহাদের অন্তঃকরণ দয়ায় পরিপূর্ণ হইতে থাকে।

বিধাতা আমাদিগকে কেবল স্ব স্ব সংসারকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে পরিচালনের জন্যই সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা মহতী। তিনি আমাদিগকে সৃষ্ট করিয়াছেন ও মনুষ্যোপযোগী যাবতীয় গুণাদি দিয়াছেন এবং এমন কতকগুলি মহৎ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, যাহার নির্ব্বাহের ভার মনুষ্যমাত্রের উপরই অর্পিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা এমনই অকৃতজ্ঞ যে, আমরা তাঁহার সেই নিয়ম পালন করিবার জন্য বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করি না; কেবল আত্মপরিজন লইয়াই ব্যস্ত থাকি। ইহাতে আমরা নিশ্চয়ই পাপভাগী হই এবং নানা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া বৃথা তাঁহার উপর দোষারোপ করিয়া পাপের ভার আরও বর্দ্ধিত করি।

যদি ঈশ্বরের প্রীতি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে প্রত্যেকের ঈশ্বরের নিয়ম পালন করা উচিত। ঈশ্বর প্রীতির সকলকার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে দয়ালু হওয়া কর্ত্তব্য। নিষ্ঠুর মনুষ্য সকলের ঘৃণার্হ ও সমাজে নগণ্য বলিয়া পরিচিত। দয়ালু মনুষ্য তাঁহার সদয় ব্যবহারের জন্য চিরকাল সুফল প্রাপ্ত হয়। তাঁহার মৃত্যুতে জনগণ সকলেই শোক প্রকাশ করে; এবং দেহান্তে সে পরম পিতা পরমেশ্বরের শ্রীচরণে স্থান প্রাপ্ত হয়।

এই দয়ার জন্য বিদ্যাসাগর, 'দয়ার সাগর' বলিয়া আজও কীর্ত্তিত হইতেছেন, আজও তাঁহার সদয় ব্যবহার লোকমুখে কথিত হইতেছে, আজও তিনি যেন জগতে বিদ্যমান রহিয়াছেন। দেহান্তে যে তিনি নিশ্চয়ই অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহারাণী স্বর্ণময়ী এই সদয় ব্যবহারের জন্যই আজও জগতে বিরাজমানা আছেন, আজও তাহার সুযশ চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত করিতেছে। এই স্থলে তাঁহার সদয়-ব্যবহার-সম্বন্ধে কিছু বলা কর্ত্তব্য। মহারাণী স্বর্ণময়ী একজন আদর্শ হিন্দুরমণী ছিলেন। তাঁহার নিজের সন্তানাদি ছিল না। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি-বিষয়ে শিক্ষিতা ছিলেন না। তথাপি তিনি দরিদ্রে দান, বিধবার অশ্রু-মোচন, ক্ষুধার্ত্তের অন্নসংস্থান, বস্ত্রহীনে বস্ত্রদান,

আশ্রয়হীনে আশ্রয়দান, নির্ধন ছাত্র ও উচ্চমনা গ্রন্থকারদিগকে সাহায্যদান এবং পীড়িত ব্যক্তির সুখ-শান্তি-বিধান প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষিতা ছিলেন। তিনি সমগ্র মানবদিগকে আপনার পরিবার মধ্যে গণ্য করিতেন। তাঁহার দানশীলতা, মহানুভবতা ও বিচক্ষণতা তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচায়ক ছিল। তিনি তুল্য অথবা নিম্নপদস্থ সকল মহিলাগণকে সহানুভূতি ও যথাসম্ভব তাহাদিগের অভাব দূরীকরণে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। তাঁহার হৃদয় দয়া-দাক্ষিণ্যাদিগুণে গঠিত ছিল। এই সকল কারণেই তিনি আদর্শরমণী বলিয়া পরিচিতা।

দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়া রমণী হইয়াও এই সদয় ব্যবহারের গুণে এইরূপে অসাধারণ প্রভুত্বের সহিত রাজ্যশাসন করিয়া প্রচুর যশোরাশি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, একদিন প্রধান সেনাপতি তাঁহার নিকটএকজন সৈনিকের প্রাণদণ্ডের আদেশপত্রে স্বাক্ষর করাইবার জন্য আনয়ন করেন্। মহারাণী তদ্দর্শনে সৈনিকপুরুষকে বলিলেন, "পলায়নের অপরাধ প্রাণদণ্ড!" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল এবং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি ইহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই?" সেনাপতি উত্তর করিলেন, "এই দুষ্ট সৈনিক তিনবার পলায়ন করিয়াছে; সুতরাং এ-সম্বন্ধে আমার বলিবার আর কিছুই নাই।"

মহারাণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটু চিন্তা করিয়া দেখুন, এই সৈনিকের কোনও সদ্‌গুণ আছে কি না?" তখন সেনাপতি উত্তর করিলেন, "অনেকে বলে, তাহার চরিত্র মন্দ নহে।" মহারাণী এই কথা শুনিয়া দণ্ডাজ্ঞাপত্রে "ক্ষমা করা গেল।" এই কয়টি কথা লিখিয়া দিলেন।

অন্য একদিন মহারাণী ভ্রমণে বহির্গত হইলে ফ্রান্সিস্ নামক এক দুষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করে, কিন্তু তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তাঁহার জীবন রক্ষা হয়। সেই ব্যক্তি তাঁহার দেহরক্ষিগণ-কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ ধৃত হয় এবং বিচারার্থ প্রেরিত হয়। বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, কিন্তু মহারাণী সেই দুর্বৃত্ত যুবকের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করেন। তখন বিচারক তাহাকে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করেন। দয়াই মানুষকে দেবতা করে।

শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ।

বঙ্গের প্রেস-সেন্সার শ্রীযুক্ত জে, এন্, রায় মহাশয়ের অনুরোধে প্রকাশিত।

মুদ্রাসঞ্চয় কিরূপে জর্ম্মণদিগকে সাহায্য করে।

অধুনা ভারতবর্ষের প্রত্যেক ব্যক্তির চিত্তে এই প্রশ্ন জাগরূক থাকা উচিত যে, 'যুদ্ধ-জয়ে আমি কিরূপে সাহায্য করিতে পারি।' সহস্র সহস্র ভারতীয় সৈন্য তাহাদিগের বৃটিশ বন্ধুদিগের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ফ্রান্স, মেশপটেমিয়া, ইজিপ্ট প্যালেষ্টাইন ও অন্যান্য প্রদেশে বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে এবং ভারতীয় লস্কর ও ভারতের নানাস্থান হইতে সংগৃহীত শ্রমজীবিগণ-কর্ত্তৃক প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। প্রত্যেকেই যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতে পারেন না; কিন্তু এরূপ ব্যক্তি কেহই নাই, যিনি কোনও না কোন প্রকারে যুদ্ধক্ষেত্রাবতীর্ণ আমাদিগের সৈন্যকলাপ-প্রতিপালনার্থ সাহায্য করিতে না পারেন্। ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ও ইউনাইটেড ষ্টেট হইতে সংগৃহীত মানবের দ্বারা গঠিত সৈন্য-সকল ভারতবর্ষকে এরূপ এক শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছে যে, সে-

শত্রু জয়ী হইলে এতদ্দেশীয় মানবগণকে উৎপীড়িত ও তাহাদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবে। সুতরাং, যে-সকল সৈন্য তাহাদিগের জন্য সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদিগকে সর্ব্ব-প্রকারে সাহায্য করা প্রত্যেক প্রকৃত ভারতবাসীর কর্ত্তব্য। ইহা আশ্চর্য্যজনক হইলেও অতিশয় সত্য যে, অধুনা ভারতবর্ষে এরূপ লোক বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহারা যুদ্ধজয়ে সাহায্য করিবার পরিবর্ত্তে আমাদিগের সৈন্যগণের চেষ্টায় প্রতিবন্ধকতা করিতেছেন এবং বলিতে কি, শত্রুর সহায়তা করিতেছে! তাহারা যে কি ক্ষতি করিতেছে, তাহা তাহারা জানে না। তাহারা বুঝে না যে, তাহাদিগের কার্য্য, জয়লাভ এবং পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি-প্রতিষ্ঠা কিরূপ কঠিনতর করিয়া তুলিতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে যে কেবল সৈন্যগণই তাহাদের কার্য্য করিবে, তাহা নহে। যে-সকল সৈন্যদল যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদিগকে বন্দুক, কামান, বারুদ, খাদ্য এবং অন্যান্য বহুতর দ্রব্য প্রদান করিতে হইবে। যে-সকল লোক গৃহে অবস্থান করিবেন, তাহাদিগের দ্বারাই এই সকল সামগ্রী উৎপন্ন করিতে হইবে; এবং জাহাজ দ্বারা বহু দূরদেশে সাগরের পরপারে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদিগের নিকট তাহা প্রেরণ করিতে হইবে। যাহারা এই সকল আবশ্যক দ্রব্য প্রস্তুতের এবং যোদ্ধৃগণের নিকট পোত-দ্বারা প্রেরণ করা কঠিনতর করিয়া তুলিতেছে, তাহারা জর্ম্মণ এবং তাহাদিগের মিত্রদিগকে সাহায্য করিতেছে; যেন বাস্তবিকই, তাহারা তাহাদের শত্রুর জন্যই কার্য্য করিতেছে!

ইহা বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে এরূপ কেহই নাই, যে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদিগের যুধ্যমান সৈনিকদিগের অনিষ্ট করিবে বা তাহারা যে-সকল ক্লেশ ভোগ করিতেছে তাহা আরও বর্দ্ধিত করিবে। ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু ইহাও সত্য যে বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় যে সকল ব্যক্তি ভূগর্ভে মুদ্রা প্রোথিত করিয়া বা মঞ্জুষা-মধ্যে তাহা আবদ্ধ রাখিয়া এবং অলঙ্কারার্থ দ্রবীভূত করিয়া মুদ্রা-সঞ্চয় করে, তাহারা সমগ্র মানব-জাতির স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেশসমূহের এবং নিজেদের দেশেরও অত্যন্ত ক্ষতি করিতেছে। এমন কি, সেই সকল বিবেচনাশূন্য ব্যক্তিগণও, যাহারা রৌপ্যালঙ্কারাদি ক্রয় করে, এই দ্রবীকারণের প্রথাতে উৎসাহ-দান করে। যেহেতু এই সকল অলঙ্কার প্রস্তুতের রৌপ্য বর্ত্তমান সময়ে অন্য কোন উপায়ে লভনীয় নহে। সম্ভবতঃ এই লোকগণ জানে না যে, ভারতবর্ষে মুদ্রা সঞ্চিত করিয়া রাখিলে, এতদ্দেশের কার্য্য-পরিচালনার্থ আবশ্যক নূতন মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য গবর্ণমেণ্টকে সুদূর বিদেশ হইতে রৌপ্য ক্রয় করিতে হইবে এবং বিস্তৃত সাগরের উপর দিয়া সুদীর্ঘ পথ বহন করিয়া তাহা আনিতে হইবে। ভারতবাসিগণ অবিবেচকের ন্যায় যে মুদ্রা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার স্থান পূর্ণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিগত দুই বৎসরের মধ্যে অন্যূন ৫০ কোটী মুদ্রা প্রস্তুতের উপযোগি-রৌপ্য ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই রৌপ্যের অধিকাংশ ভারতে আগমন করিতেছে এবং অবশিষ্টাংশ অচিরাৎ প্রেরিত হইবে।

এই প্রভূত পরিমাণ রৌপ্যের উপস্থাপন ও ক্রয় নানাপ্রকারে ক্ষতিকারক। প্রথমতঃ এই ক্রয়ের অর্থ এই যে—সামান্য ধাতুর পরিবর্ত্তে ভারত তাঁহার বিভব বিদেশে প্রেরণ করিতেছে। ভারতগবর্ণমেণ্ট যদি এই রৌপ্য-ক্রয়ের অর্থ ঋণদান করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভারত বার্ষিক পাঁচ কোটীর অধিক টাকা সুদ পাইতে পারিত। এই আয় বৃদ্ধি হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর-হ্রাস করা বা উচ্চতর শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া ভারতের মঙ্গলের জন্য অধিকতর ব্যয় করা সম্ভবপর হইত।

শত্রুদিগের নিকট এবিষয়ে আমরা শিক্ষা-লাভ করিতে পারি। জর্ম্মণী যে এই সুদীর্ঘ-কাল যুদ্ধপরিচালনায় সমর্থ হইয়াছে, তাহার

প্রধান কারণ তাহার একমাত্র মূল মন্ত্র "কিছুই নষ্ট করিওনা।" ভারতে রৌপ্য-সঞ্চয়ে যুদ্ধের একটী প্রধান সামগ্রীর দারুণ অপচয়। স্বর্ণ-সঞ্চয়ের বিষয়েও ঠিক এই একই কথা। গোলা-বারুদাদি সামগ্রী শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার পরিবর্ত্তে ভূগর্ভে প্রোথিত রাখা যেরূপ নিন্দনীয়, ইহাও তদ্রূপ। ইংলণ্ডের প্রধান সচিব আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, রৌপ্য-গুলিকাই যুদ্ধজয় করিবে; কিন্তু তথাপি এই ভারতবর্ষে আমরা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চিত করিয়া রৌপ্য- ও স্বর্ণ-গুলিকা লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছি; যাহাতে যুদ্ধজয়ে তাহাদের দ্বারা সাহায্য না হয়।

ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত ধাতুর ব্যয়লাঘবার্থ ভারতবর্ষ ভিন্ন সমুদায় দেশেই নোটের প্রচলন বর্দ্ধিত ও লোকপ্রিয় হইয়াছে। জাপানে এই প্রথা বিশেষরূপে চলিয়াছে। বাস্তবিক, সেস্থানে অতিক্ষুদ্র নোট-সকল এখন চলিতেছে। কেবল ভারতবর্ষেই একমাত্র নোটের পরিবর্ত্তে লোকে বহুল পরিমাণে ধাতুমুদ্রা ব্যবহার করিতেছে। ইহার ফলে, অন্য দেশের লোক এই উপায়ে প্রভূত লাভ করিতেছে এবং ভারতের ব্যয়ে তাহারা অধিকতর ধনবান্ হইতেছে।

এই ধনসঞ্চয়ের কুফল ব্যতীত ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমেরিকার খনি সমূহ হইতে রৌপ্য সংগ্রহের জন্য মানুষের পরিশ্রম আবশ্যক। এইরূপে নিযুক্ত না থাকিলে এই সকল লোক যুদ্ধে নিযুক্ত হইতে পারিত। আমেরিকার এই রৌপ্য ট্রেণে করিয়া বন্দরে আনিতে হয় এবং তথা হইতে জাহাজে করিয়া ইহা এদেশে আসে। যুদ্ধ-সামগ্রীর বহন-কালে এরূপভাবে ট্রেণ প্রভৃতি নিযুক্ত রাখাতে আমেরিকার অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে। জাহাজের অভাবেও ভারতের নিত্য-প্রয়োজনীয় লবণ, তুলা, বস্ত্র প্রভৃতির অনাগমনে ইহাদের মূল্যও বর্দ্ধিত হইয়াছে। যাহারা এইরূপে অর্থসঞ্চয় করিতেছে, তাহারা নিজেদের মিত্রদের ক্ষতি করিতেছে।

ভারতবাসীদিগের মুদ্রা সঞ্চিত রাখিবার কোনও কারণ নাই। কারণ, গবর্ণমেণ্ট ন্যায়-পরায়ণ ও শক্তিশালী। যে টাকার সম্প্রতি প্রয়োজন নাই, তাহা নিরাপদে নিয়োজিত করিবার অনেক সুবিধা আছে। ইহাতে সুদ পাওয়া যায় এবং ধনাধিকারীর ধনবৃদ্ধি হয়। বিদেশের সমৃদ্ধ রাজ্যসমূহ ধনসঞ্চয় না করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ নানাভাবে নিয়োগ-দ্বারা বর্দ্ধিত করে। এইরূপে তাহারা স্বয়ং ও তাহাদিগের দেশবাসী উপকৃত হয়। ভারতেও সম্পূর্ণ নিরাপদে ও উপযুক্ত লাভে অর্থনিয়োগ করিবার অনেক সুবিধা আছে। উদ্বৃত্ত অর্থের শীঘ্র প্রয়োজন থাকিলে, লোকে তাহা ডাকঘরে Savings Bankএ জমা দিতে বা উহার দ্বারা ডাকঘরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ক্রয় করিতে পারে। যদি উহার শীঘ্র আবশ্যকতার সম্ভাবনা না থাকে, তবে war bond ক্রয় করা যাইতে পারে। ইহাতে ধনস্বামীর প্রত্যক্ষ লাভ হইবে এবং দেশেরও উপকার হইবে। কারণ, গবর্ণমেণ্টকে ঋণরূপে প্রদত্ত অর্থ, সৈন্যদিগের জন্য গম, চাউল, তুলা, পাট প্রভৃতি ক্রয়ের নিমিত্ত ভারতেই ব্যয়িত হইবে। ইহাতে সমগ্র দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

বিবেচনার অভাবে সংসারে অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে মুদ্রাসঞ্চয় এই সত্যের একটি দৃষ্টান্ত। যাহা হউক, এ বিষয়ে একবার বুঝিতে পারিলে প্রত্যেক দেশবৎসল ভারতবাসীই কেবল যে স্বয়ং সঞ্চয় হইতে বিরত হইবে, তাহা নহে; পরন্তু যাহাতে দেশের পরম শত্রুগণের উপকার ও সাহায্য হইতেছে, অপরকেও সেই অভ্যাস হইতে নিবৃত্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও

৺ বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 663. November, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬৩ সংখ্যা। | কার্ত্তিক, ১৩২৫। নবেম্বর, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

গান—শারদোৎসবে।

(মিশ্র খাম্বাজ)

আমি পরাই মাল্য আমার
প্রাণের ঠাকুরে!
রয়েছে যে নানাসাজে
নদী-গিরি-বন-মাঝে!
যাঁর বীণা রাত্রিদিনে
বাজে হৃদয়পুরে!
সে যে বাজে ওগো দুঃখে সুখে,
ঢেউয়ের দোলায় দোলে বুকে,
আমার প্রাণের দেবতা সে
আছে জগৎ জুড়ে!
তাঁরেই দেখি সকাল সাঁঝে
প্রাণে যতই বেদন বাজে,
অশ্রু-ধোওয়া পথে আমার
সে যে বেড়ায় ঘুরে ঘুরে!

তাঁরই বাঁশী পাখীর গানে,
তন্দ্রা-আনা শাখীর তানে,
নিমেষ-হারা নীল আকাশে
কানন প্রান্তরে!
আমার ঠাকুর নাই তো ঘরে
আঁধার যেথায় নাহি সরে,
বিশ্ব-জুড়ে প্রকাশ তাঁহার
গন্ধে গীতে সুরে!
তাঁরেই আমি প্রণাম করি,
তাঁরই চরণ সদাই ধরি,
সবার সাথে সবার মাঝে
সে যে আছে কাছে দূরে॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের সন্নিকটে এবং শনৈশ্চরের মন্দিরের দক্ষিণে শুক্রেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। এখানে ব্যক্তিগণ সুন্দর অপত্যের কামনা করিয়া থাকে। তাহাদিগের বিশ্বাস ইনি সুন্দর পুত্র দান করিয়া থাকেন্।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের এক মাইল দূরে ভৈরবনাথের মন্দির অবস্থিত। ইনিই কাশীর কোতোয়াল। ইনি সর্ব্বদাই দণ্ড-পাণি। দণ্ডটী প্রস্তরের। কিন্তু এই দণ্ডটী ভৈরবনাথের মন্দিরে নাই; একটু দূরে অন্য মন্দিরে আছে। দণ্ডপাণির পূজা মঙ্গল ও রবিবারে হইয়া থাকে। দণ্ডপাণির দুই দিকে শুভ্রম ও বিভ্রম নামে দুইটী গণ আছে। কাশীখণ্ডে ও শিবপুরাণে লেখা আছে যে, হরিকেশ্ব নামে জনৈক তপস্বী আনন্দবনে তপস্যা করিতেছিলেন্। শিব তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কাশীর রক্ষক করেন ও শত্রুকে দণ্ড দিতে আদেশ দেন। বীরভদ্র ও অগস্ত্য-মুনি দণ্ডপাণির অপমান করাতে কাশীবাস হইতে বঞ্চিত হন। দণ্ডের সম্মুখে তিনটী ঘণ্টা ঝুলিতেছে। একদিকে একজন পুজারি ময়ুর-পাখার দণ্ড ধারণ করিয়া যাত্রীদিগের গাত্রে স্পর্শ করায়। এই স্পর্শের উদ্দেশ্য এই যে, ভক্তগণ তাহাদিগের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত পাপের শাস্তি পাইল এবং মৃত্যুর পর আর তাহাদিগকে স্বকৃত পাপের জন্য শাস্তিভোগ করিতে হইবে না। ভৈরবনাথের মন্দিরের অভ্যন্তরে দুই দিকের দেওয়াল আলেখ্য-দ্বারা পরিশোভিত। দক্ষিণ দিকে ভৈরবনাথের একটি বড় আলেখ্য আছে। ইঁহার বর্ণ কৃষ্ণাভ নীল। ইঁহার পশ্চাতে একটি কুকুরের ছবিও আছে। কুকুর ইঁহার বাহন। দ্বারের বাম দিকে কুকুরের একটি বৃহৎ প্রতি-মূর্ত্তি দেখা যায়। ইহার উপরিভাগে বিষ্ণুর দশ অবতারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র অবস্থিত।

ভৈরবনাথের মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে দুই পার্শ্বে দুইটী মূর্ত্তি আছে। তাহারা দ্বার-পালেশ্বর নামে খ্যাত। মন্দিরের মধ্যে তাম্র-বিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহটীই ভৈরবনাথের আবাস-গৃহ। মূর্ত্তিটী প্রস্তরের কিন্তু মুখটী রৌপ্যের। ইঁহার চারিটী হাত। গলে পুষ্পহার। সন্নি-কটে একটি প্রদীপ জলিয়া থাকে। পুরোহিত পার্শ্বে উপবেশন করেন ও লোকদিগের কপালে তিলক দেন্। তিলক দেওয়াকে হিন্দিতে কুঁদি বলে। এই মন্দিরে কুকুরের প্রবেশাধিকার আছে, কিন্তু অন্য মন্দিরে নাই। মন্দিরটী পুণার বাজিরাও-দ্বারা নির্ম্মিত। মন্দিরটীতে মহাদেব, গণেশ এবং সূর্য্য-নারায়ণের মূর্ত্তিও আছে। মন্দিরের পশ্চিম দিকে শীতলাদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিতা। ইঁহার সাত ভগ্নীরও মূর্ত্তি উক্ত মন্দিরে দেখা যায়। সমগ্র বারাণসী-ধামে শীতলা দেবীর ৪টী মন্দির আছে।

ভৈরবনাথের মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে সামান্য দূরে এবং দণ্ডপাণির মন্দিরের মাঝামাঝি নবগ্রহের মন্দির অবস্থিত। সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু, এই নয়টী নবগ্রহ নামে খ্যাত। মূর্ত্তি-

গুলি তিন শ্রেণীতে স্থাপিত। প্রত্যেক শ্রেণীতে তিনটী করিয়া মূর্ত্তি আছে। মন্দিরটী সমস্ত দিনই রুদ্ধ থাকে, কেবলমাত্র প্রাতঃ-কালে পূজার জন্য উদ্ঘাটিত হয়।

সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া বামদিকের ফটক পার হইয়া যাইলে, পূর্ব্বোল্লিখিত দণ্ডপাণির মন্দিরে আসা যায়। এখানে কালকূপ নামে একটী প্রসিদ্ধ কূপ আছে। প্রবাদ এই যে, এই কূপে যে-ব্যক্তি স্বীয় আস্য না দেখিতে পায়, তাহার ছয়মাসের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে। এখানে মহাকালের বিগ্রহ স্থাপিত আছে। মহাভারতোক্ত পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তিও এখানে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পঞ্চপাণ্ডবের কল্পনা অতীব উত্তম। ভগবান্ এক যোগমায়া-দ্বারা পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূত-সমষ্টিতে দেহরূপ এক মহাবৃক্ষকে উৎপাদন করতঃ আপনিই পক্ষিধর্ম্মী জীবেশ্বররূপে সখিভাবে তাহাতে অধিবাস করেন্। শরীরজ কর্ম্মরূপ যে ফল উৎপন্ন হয়, তিনি তাহা আত্মরূপে ভোগ না করিয়া জীবরূপে তাহার ভোক্তা হয়েন। এখন বিষয়টীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সহিত সমন্বয় করা যাইতেছে। এই পঞ্চ পাণ্ডব পঞ্চ মহাভূত এবং যোগমায়া দ্রৌপদী। সাক্ষিরূপে সখিভাবে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন্। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে নর-নারায়ণ বলে। নর অর্থে লিঙ্গোপাধিক জীব, নারায়ণ অর্থে ঈশ্বর। উভয়ের সমানাবস্থা। উভয়েই সমানরূপ এবং অভেদ। অর্জ্জুন কেবলমাত্র ভোক্তা।—কৃষ্ণ ভোক্তা নহেন্। তিনি সারথ্যাদি ক্রিয়ার ছলে কেবলমাত্র প্রেরয়িতৃত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি পাণ্ডবদিগের সখা, পাণ্ডবদিগকে দেখেন মাত্র। সৃষ্টিসেতুভেদক শত দোষ নিবারণ করিবার জন্য তিনি দুর্য্যোধনাদি শত কুরুর এক ভীমের দ্বারা বিনাশ করিয়াছেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞানে কামাদি শত দোষ একমাত্র বায়ুসাধন প্রাণায়ামেই বিনষ্ট হয়। সুতরাং তিনি এক ভীমের দ্বারা কামাদি-দোষরূপ দুর্য্যোধনাদি একশত কুরুর বিনাশ করেন্। এখন পঞ্চপাণ্ডব ও পঞ্চভূতের গুণের দিকে দৃষ্টি করা যাউক্। তাহা হইলে বিষয়টী স্পষ্টীকৃত হইবে। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ, এইগুলি পঞ্চভূত। পৃথিবীই সমস্ত ধর্ম্মের আধার-স্বরূপা এবং ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ ক্ষমা। এ-কারণ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মাংশভূত ধর্ম্মরাজ বলিয়া খ্যাত। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ক্ষমাশীল ছিলেন। ভীম বায়ুস্বরূপ। মহাভারতেও ভীম বায়ুপুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন্। অর্জ্জুন আকাশস্বরূপ; এ-কারণ ইনি ইন্দ্রপুত্র বলিয়া খ্যাত।' আত্মার সদৃশ আকাশ সর্ব্বব্যাপক। এজন্য কৃষ্ণার্জ্জুনকে সমরূপে বর্ণন করা হইয়াছে; অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণ তিনিই অর্জ্জুন। সর্ব্বভূতাপেক্ষা আকাশকেই ব্রহ্মসান্নিধ্য বলা যায়। ইহাই দেখাইবার জন্য অর্জ্জুনের সহিত কৃষ্ণের সখ্য এবং এই সন্নিধি-প্রযুক্ত সারথ্যে বৃত হইয়া তিনি এক রথে সহবাস করিয়াছেন। সারথি বলাতে কৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে গতি, অতএব ভূতের জড়ত্ব স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। নকুল ও সহদেব জল ও অগ্নিস্বরূপ। এ-কারণ অশ্বিনীকুমারের পুত্র বলিয়া ইঁহারা উক্ত হইয়াছেন্। সূর্য্যতনুজ অশ্বিনীকুমার জলাগ্নিরূপ। কারণ, সূর্য্য হইতে জলের এবং অগ্নির উৎপত্তি হয়।

জলের গুণ শীতলতা ও আর্দ্রতা। নকুলে তাহা বিদ্যমান আছে। অগ্নির গুণ রূপ; সুতরাং সহদেব অত্যন্ত রূপবান্ এবং জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন। এজন্য তাঁহাকে অগ্নিস্বরূপ বলা যায়। শরীর-ধারণার্থ পঞ্চীকরণ-প্রস্তাবে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ প্রভৃতিকে এবং অংশানুসারে ঐশ্বরী শক্তি লইয়াই দ্রৌপদী যোগমায়ারূপা। ইনি আত্মার সখী অর্থাৎ পরমেশ্বরের সহচারিণী মায়া। দ্রৌপদীকেও শ্রীকৃষ্ণ সখী বলিয়া সম্বোধন করিতেন্। যেমন মায়া আত্মাতে লিপ্ত না থাকিয়া তৎসন্নিধানস্থা হইয়া বিশ্বকার্য্যকে চেতনবৎ সম্পাদন করেন্, সেইরূপ দ্রৌপদীও শ্রীকৃষ্ণে লিপ্তা নহেন; কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধানে থাকিয়া পঞ্চপাণ্ডবাখ্য পঞ্চভূতকে পঞ্চীকরণ-রূপে অংশানুসারে একত্র করিয়া রাখিয়া-ছেন্। লোকে বলে পাণ্ডবগৃহিণী দ্রৌপদী। ফলে প্রকৃতিরূপে মহামায়া ভগবদিচ্ছানুসারে বিশ্বকার্য্যের সম্পাদিকা হইয়াছেন্। নতুবা এক স্ত্রীর পঞ্চপতি কি সম্ভব? ইহা যেমন লোকবিরুদ্ধ তেমনই শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সুতরাং, রূপকচ্ছলে পঞ্চভূতাত্মক শরীরকে পঞ্চ-পাণ্ডবাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

আত্মা নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতির গুণে নির্লিপ্ত। সন্নিধানস্থা মায়া স্বীয় গুণে তাঁহাকে গুণবান্ করেন। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য নিষ্ক্রিয়; দ্রৌপদী-সান্নিধ্য থাকায় পাণ্ডবার্থ বহুকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। ফলে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোপ-করণ সামর্থ্যরহিত, কেবল দ্রৌপদীই ভারতীয় সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছেন। "যুদ্ধে স্থিরতীতি যুধিষ্ঠিরঃ।" বিনা যুদ্ধে পৃথিবী স্থির থাকেন না। পৃথিবীর অংশ বলিয়া পাণ্ডবরাজকে যুধিষ্ঠির নামে খ্যাত করা হইয়াছে।

পঞ্চভূতাত্মক শরীরকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়া "দ্বা সুপর্ণা ইত্যাদি" শ্রুতির অব-লম্বনে যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। ভীম ও অর্জ্জুন স্কন্ধশাখা। অর্থাৎ বৃক্ষাবয়বের ধারক স্কন্ধ। সুতরাং, সমস্ত দেহের ধারক বায়ু। 'শাখা'-পদে বিস্তার বুঝায়। বিস্তার আকাশ ভিন্ন অন্য নহে। এ-কারণ ভীমার্জ্জুনকে স্কন্ধশাখা বলা হইয়াছে। ফলপুষ্প-পদে রূপ ও রস। পুষ্পের সুদৃশ্যতা-প্রযুক্ত সহদেবের সৌকুমার্য্য। ফলের রস জলীয়াংশ, তৃপ্তিকারক। এ-কারণ নকুলকে ফল কহিয়াছেন। অর্থাৎ জলেই শরীরকে সুতৃপ্ত করিয়া থাকে। যেমন শরীরের সমস্ত অবয়ব জলপ্রিয়, তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরাদি সকল ভ্রাতাই নকুলপ্রিয়। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবের সখা। তাঁহার সত্তাতেই পাণ্ডবগণ সচেতন হইয়া আপন আপন অধিকারগত কর্ম্ম করিয়া-ছেন। যেমন শ্রুতি-প্রমাণে পক্ষিধর্ম্মী জীবেশ্বর শরীররূপ বৃক্ষে অবস্থিতি করিয়া শরীরজ-কর্ম্ম-নিষ্পন্ন স্বাদু ফল আপনি ভোগ না করিয়া জীবকেই ভোগ করান্, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধকর্ম্ম-নিষ্পন্ন স্বাদু রাজ্যফল আপনি ভোগ না করিয়া অর্জ্জুনকেই ভোগ করাইয়াছেন্।

বারাণসীধামে যে-সকল লোক তীর্থ করিতে আসে, তাহাদিগকে একবার মণিকর্ণিকাতে আসিতেই হইবে। অন্ততঃ পক্ষে শাস্ত্রের আদেশ এইরূপ। মণিকর্ণিকা একটী কূপমাত্র। ইহার জল পূতিগন্ধবিশিষ্ট হইলেও পাপবিমোচক বলিয়া হিন্দুদিগের বিশ্বাস।

মহাপাপীও ইহার জলে বিগতকল্মষ হয়। কাশীখণ্ডে লেখা আছে যে, বিষ্ণু এই কুপটী স্বীয় চক্রদ্বারা খনন করেন, সেই জন্য ইহার নাম চক্রপুষ্করিণী। কূপ-খনন করিয়া জলের পরিবর্ত্তে বিষ্ণু স্বীয় ঘর্ম্ম-দ্বারা তাহাকে পূর্ণ করেন্। পরে তিনি উত্তর দিকে যাইয়া যোগ-সাধনে রত থাকেন্। ইতোমধ্যে মহাদেব এখানে আসিয়া কুপটী দর্শনপূর্ব্বক বিস্ময়ান্বিত হয়েন। তিনি দেখিলেন যে, কূপমধ্যে কোটী সূর্য্যের প্রকাশ রহিয়াছে। তখন তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বিষ্ণুকে বর দিতে উদ্যত হন্। বিষ্ণু তখন এই বর প্রার্থনা করেন যে, মহাদেব উক্ত কুপটীতে তাঁহার সহিত বাস করিবেন্। এই প্রার্থনায় মহাদেবের এত আনন্দ হয় যে, তাঁহার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিতে থাকে। এই কম্পন-নিবন্ধন মহাদেবের কর্ণের কুণ্ডল কূপে পতিত হয়। এই নিমিত্ত কূপের নাম মণিকর্ণিকা হয়। ইহার অপর একটী নাম মুক্তিক্ষেত্র এবং পূর্ণ-শুভকরণ। মহাদেব এই কুপটীকে তীর্থশ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত করেন। মণিকর্ণিকা-সম্বন্ধে কাশীখণ্ডের কথা আমরা বলিয়াছি; এখন লোকপ্রবাদ কি তাহাও বলিতেছি। একদা হর-পার্ব্বতী কূপের সন্নিকটে উপবেশন করিয়া আছেন্, এমন সময়ে পার্ব্বতীর কর্ণ হইতে আভরণ চ্যুত হইয়া কূপে পতিত হইল। তদবধি মহাদেব কূপটীকে মণিকর্ণিকা আখ্যা দেন। কূপের চারিধারে সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি দ্বারা জলে অবতরণ করা যায়। উত্তর দিকের সিঁড়ির ধাপে বিষ্ণুমূর্ত্তি অবস্থিত। কূপের মুখের পশ্চিম দিকে পিতৃদিগকে জল দিবার ১৬টী স্থান আছে। কূপোদক পূতিগন্ধ-বিশিষ্ট।

মণিকর্ণিকা ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তি-স্থানে তারকেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। ইনিই মৃত্যু-কালে মানবের কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম দিয়া তাহাকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করেন্। ইঁহার মূর্ত্তিটী ভৃঙ্গারের মধ্যে রক্ষিত। বর্ষাকালে স্থানটী নদীজলে নিমজ্জিত হয় ও তদবস্থায় বিগ্রহটীকে কয়েক মাস থাকিতে হয়। এইজন্য মন্দিরের ভিত্তি দুর্ব্বল।

মণিকর্ণিকার ঘাটে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী উচ্চ স্থানের মধ্যে মর্ম্মর-প্রস্তরের দুইটী পদচিহ্ন আছে। ইহা চরণপাদুকা নামে খ্যাত। পদচিহ্নটী বিষ্ণুর! প্রবাদ এইরূপ যে, বিষ্ণু এই স্থানটীতে মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। কার্ত্তিক মাসে চরণপাদুকা পূজার জন্য লোকের অনেক ভিড় হইয়া থাকে। বরুণা-নালায়ও অনুরূপ পাদুকা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মণিকর্ণিকা-ঘাটের দ্বিতীয় থাকের সিঁড়ি চড়িলে সিদ্ধবিনায়কের মন্দিরে পঁহুছিতে পারা যায়। সিদ্ধবিনায়ক গণেশ ব্যতীত অন্য কোন দেবতা নহেন। মূর্ত্তিটী লাল; ত্রিনেত্র; গলে ফুলের মালা! মস্তকটী হস্তীর। ইদুর ইহার বাহন। মন্দির-মধ্যে দুই পার্শ্বে দুইটী রমণীমূর্ত্তি আছে। ইহাঁরা সিদ্ধি ও বুদ্ধি নামে খ্যাত।

মণিকর্ণিকা-ঘাটের সন্নিকটে সিন্ধিয়া ঘাট এবং নাগপুর-রাজার ঘাট। পূর্ব্বোক্ত ঘাটটীর উপর একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা অবস্থিত। তাহার গুরুভারে ঘাটটী বসিয়া গিয়াছে।

বারাণসীর উত্তর দিকে বৃদ্ধকালের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটী অতিশয় পুরাতন। প্রবাদ এইরূপ যে, সত্যযুগে জনৈক বৃদ্ধ রাজা জরাগ্রস্ত

হইয়া বারাণসীধামে আগমনপূর্ব্বক তপস্যায় রত হন্। মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে জরামুক্ত করেন্ ও পুনরায় যৌবন দেন। এই ঘটনার স্মৃতি-রক্ষার্থ রাজা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বৃদ্ধকাল আখ্যা দেন। লোকদিগের বিশ্বাস যে, বৃদ্ধকালের পূজা করিলে একদিকে লোকে যেমন জরামুক্ত হয়, তেমনই অন্যদিকে দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে। বারাণসী-ধামে সর্ব্বাপেক্ষা যে সকল পুরাতন মন্দির আছে, তন্মধ্যে বৃদ্ধকালের মন্দির একটি।

এখান হইতে সিড়ি ভাঙ্গিয়া মহাবীরের মন্দিরে যাইতে হয়। ইনি হনুমানের মূর্ত্তি। বিগ্রহটী লাল। ইহার সন্নিকটে কালীর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের সম্মুখে একটী ষণ্ডমূর্ত্তি আছে। কালীর দক্ষিণদিকের দেওয়ালে গণেশ ও পার্ব্বতী, বামে ভৈরব, সূর্য্য, হনুমান, নারায়ণ (বিষ্ণু), এবং তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি অবস্থিত। কালীর মন্দিরের বিপরীত দিকে দুইটী কূপ আছে। তন্মধ্যে একটী অম্লোদক এবং তাহার জলও পূতিগন্ধ-বিশিষ্ট। জরাগ্রস্ত ব্যক্তিগণ দীর্ঘায়ু হইবার প্রত্যাশায় ইহাতে স্নান করে। প্রবাদ এইরূপ যে, কুষ্ঠরোগিগণ দ্বাদশবর্ষ ব্যাপিয়া এখানে স্নান করিলে সেই রোগ হইতে মুক্ত হয়। দ্বিতীয় কূপটীর জল পান করিতে হয়। কূপোদক মিষ্ট। এখানে অন্যান্য দেবতারও প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। তাহাদিগের সংখ্যা নয়টী। ইহার মধ্যে দুইটী সতীমূর্ত্তিও আছে। পুরাকালে স্বামীর বিয়োগে যে-দুইটী রমণী সতী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের স্মরণার্থ এই দুই প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

এই চত্বরের দক্ষিণদিকে মহাদেবের একটী মন্দির আছে। বিগ্রহটীর অঙ্গে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত সর্প বিজড়িত। ইনি নাগেশ্বর নামে খ্যাত। এই চত্বর অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় চত্বরে যাওয়া যায়। এখানে দুইটী অশ্বত্থ ও একটী নিম্ববৃক্ষ আছে। এখানে কোন মন্দিরাদি নাই। সন্ন্যাসিগণ এখানে অবস্থান করেন্। ইহার সন্নিকটে আর একটী চত্বর আছে। এখানে বৃদ্ধকালের মন্দির দৃষ্ট হয়। বৃদ্ধকাল একটী ভৃঙ্গারের মধ্যে অবস্থিত। ইঁহার উপর ঝারা দেওয়া হয়। বৃদ্ধকাল একটি শিবলিঙ্গ মাত্র। বারান্দায় গণেশ ও হনুমানের মূর্ত্তি বিরাজিতা।

সন্নিকটে মার্কণ্ডেশ্বর ও দক্ষেশ্বরের মন্দির দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, মহাদেবের অনুকম্পায় মার্কণ্ডেয় অমর হন্। তাই তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ মহাদেবের একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন্। কাশীখণ্ডে দক্ষের বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। এখানে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। কারণ, দক্ষযজ্ঞের ঘটনা সকলেই জানেন্। বৃদ্ধকালের মন্দিরের মধ্যে দক্ষেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। বৃদ্ধকালের মন্দিরের সংলগ্ন অল্পমৃত্যেশ্বরের মন্দির দৃষ্ট হয়। বৃদ্ধকালের মন্দিরের রাস্তায় প্রতি-রবিবারে একটি মেলা হয়। এতদ্ব্যতীত এখানে বৎসরে একটি করিয়া বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। মেলাটী শ্রাবণ মাসে হয়।

বৃদ্ধকালের মন্দিরের রাস্তায় রত্নেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। প্রবাদ এইরূপ যে, একজন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট বারাণসী-সহরের উন্নতি-কল্পে রত্নেশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ইচ্ছা প্রকটিত করেন। মহাদেব স্বপ্নে ম্যাজি-ষ্ট্রেটকে দেখা দেন ও বলেন, যেন তাঁহার

মন্দির ভগ্ন করা না হয়। প্রত্যুষে উঠিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মন্দির-ভঙ্গাজ্ঞা রহিত করেন।

* * *

বারাণসী-সম্বন্ধে আলোচনা করিলে রাজা দিবোদাসের কথা আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। একদিন এমন ছিল যে, বারাণসীধামে মহাদেবের পূজা না হইয়া রাজা দিবোদাসের পূজা হইত। কাশীখণ্ডে লেখা আছে, ব্রহ্মার বরে রাজা দিবোদাস ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া দেবতা ও মনুষ্যের উপর সমভাবে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন্। দেবতাদিগের কিন্তু তাহা সহ্য হইল না। তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র হয়, কিন্তু ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন্। মহাদেব অনেক চেষ্টার পর গণেশকে উপায় উদ্ভাবন করিতে অনুমতি দেন। গণেশই রাজা দিবোদাসের পতনের মূল। দিবোদাস রাজ্যচ্যুত হইয়া কৈলাসে নীত হন্।

মীরঘাটের সামান্য দূরে দিবোদাসেশ্বরের মন্দির বিরাজিত। ইহা কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ। এখানে অন্যান্য দেবতাও আছেন। তন্মধ্যে একটীর নাম বিশবাহুক। ইঁহার কুড়িটী হস্ত। মন্দিরের সম্মুখে একটী দীপাধার আছে। সময়ে সময়ে তাহা দীপ্ত করা হয়। মন্দিরের সীমানার মধ্যে ধর্ম্মকূপ নামে একটি বিখ্যাত কূপ আছে। এই কূপের সম্মুখে অন্যান্য পঞ্চদেবতার স্থান। দ্বারের সম্মুখে মহাদেবের একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে। ইহা চারি ফিট উচ্চ। উক্ত পঞ্চদেবতার স্থানের মধ্যে পঞ্চমুখ শিবের বিগ্রহ দেখা যায়।

মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাস্তায় আসিলেই দেখা যায় যে, অনতিদূরে বিশালাক্ষীর মন্দির অবস্থিত। বিশালাক্ষী পার্ব্বতীর অন্য একটি নাম। এখান হইতে কিছু দূরেই মীরঘাট। ঘাটটী ক্ষুদ্র। এই ঘাটের দক্ষিণ কোণে রাধাকৃষ্ণের মন্দির অবস্থিত। কৃষ্ণ বেণুবাদন করিতেছেন। তাঁহার গলে বনফুলের হার।

অওসানগঞ্জের সংলগ্ন নাগকূয়া-মহল্লায় “নাগকূপ” নামে একটী কূপ আছে। কূপটী অতিপুরাতন। কবে যে ইহা খাত হইয়াছে, তাহা বলা দুঃসাধ্য, কিন্তু কাশীখণ্ডে ইহার উল্লেখ আছে। এখানে সর্পের পূজা হইয়া থাকে। সিঁড়িতে প্রস্তর-নির্ম্মিত তিনটী সর্প-মূর্ত্তি দেখা যায়। মহাদেবের বিগ্রহেও সর্প বিজড়িত আছে। বৎসরে একবার করিয়া এখানে মেলা হয়। শ্রাবণ মাসের ২৪ ও ২৫শে মেলাটী হইয়া থাকে। প্রথম দিনে রমণীগণ ও দ্বিতীয় দিনে পুরুষগণ এখানে আসিয়া নাগেশ্বরের পূজা করেন। সিঁড়ির দক্ষিণদিকে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। তাহার তলে অনেকগুলি দেবতামূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সন্নিকটস্থ একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে হনুমানের মূর্ত্তি অবস্থিত।

নাগকূপের সামান্য দূরে জাইতপুরা-মহল্লায় “বাগেশ্বরীর” মন্দির আছে। তাঁহার মুখটী অষ্টধাতু-দ্বারা নির্ম্মিত। ইঁহার মস্তকে মুকুট, অঙ্গে বসন ও গলে ফুলহার। ইনি সিংহবাহিনী। চত্বরের মধ্যে একটি সিংহ-মূর্ত্তিও দেখা যায়। আমেটীর রাজা লাল বাহাদুর সিংহ উক্ত সিংহ-মূর্ত্তিটী দান করিয়াছেন্। উক্ত রাজা-সাহেব প্রদত্ত আরও চারিটী সিংহমূর্ত্তি চারিটী স্থানে দেখা যায়। তন্মধ্যে একটী দুর্গাকুণ্ডের মন্দিরে, একটী

বাঙ্গালী-টোলাস্থিত চৈসথী-দেবীর মন্দিরে, একটী বুলহানালাস্থিত সিদ্ধিমাতা-দেবীর মন্দিরে এবং চতুর্থ সিংহমূর্ত্তিটী গুজরাতী পণ্ডিত গোরজীকে প্রদত্ত হয়। বাগেশ্বরীর মন্দিরের দেওয়ালে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি অবস্থিত। তন্মধ্যে একদিকে রাম, লক্ষণ ও সীতার মূর্ত্তি এবং অন্যদিকে বাগেশ্বরীর বাহন "অগওয়ানে"র মূর্ত্তি। তৃতীয় থাকে সিংহপৃষ্ঠে বিন্ধ্যাচল দেবীর মূর্ত্তি অবস্থিত। এখানকার ঠাকুর দোয়ারের একটী কামরায় একটী গণেশমূর্ত্তি, নবগ্রহমূর্ত্তি, ও হনুমানের মূর্ত্তি আছে। হনুমানের স্কন্ধের উপর রামলক্ষণ অবস্থিত।

এখানকার মন্দিরের সীমানার মধ্যে অন্য দুইটী মন্দির আছে। তাহাতে জ্বরহরেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বরের মূর্ত্তি দেখা যায়। ব্যাধি-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণ জ্বরহরেশ্বরের মন্দিরে পূজা করে ও ব্যাধিমুক্ত হইলে দুধ ও ভাং (সিদ্ধি) চড়াইবার কামনা করে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

আত্মবিসর্জ্জন।

(সামাজিক নাটক)

চরিত্র।

পুরুষ।

হেমচন্দ্র ঘোষ	জমীদার।
সুবোধ	জমীদার-পুত্র।
সর্ব্বেশ্বর	ঐ কর্ম্মচারী।
হরিদাস	ঐ পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য।
নন্দলাল বসু	গৃহস্থ ব্যক্তি।
প্রফুল্লকুমার	গৃহস্থ-পুত্র (মেডিকেল কলেজের শিক্ষিত ছাত্র)
বিজয়কুমার মিত্র	প্রফুল্লের বন্ধু।
মণীন্দ্র রায়	জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খল পুত্র।
ভোলানাথ	মণীন্দ্রের খুল্লতাত।
প্যারিচাঁদ, হারাধন, গোবর্দ্ধন	মণীন্দ্রের তিন ইয়ার।
নরেন্দ্রকৃষ্ণ	শ্যামনগরের জমীদার।
জহরলাল	ঐ কর্ম্মচারী।

ঘটক, ভৃত্য, দ্বারবান্‌, কনষ্টেবল ইত্যাদি।

স্ত্রী।

অন্নপূর্ণা	হেমচন্দ্রের স্ত্রী।
রমা	ঐ কন্যা।
সুকুমারী	নন্দলালের স্ত্রী।
লীলা	মণীন্দ্রের স্ত্রী।
জয়াবতী	মণীন্দ্রের মাতা।
সরলা	দরিদ্রা গ্রাম্য-রমণী।

ঘটকী, দাসী, পরিচারিকা, ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(হেমচন্দ্রের বাটীর অন্তঃপুর ;—
অন্নপূর্ণার প্রবেশ।)

অন্নপূর্ণা। আজ দশ দিন হ'ল তবুও তাঁর কোন খবর পেলুম না কেন? এমন ত কখন করেন্ না! যদি কোথাও যান্, দু'দিন দেরী হ'লে অম্নি খবর দেন্; চিঠি লেখেন্। এ-বারে এমন কর্লে'ন কেন? মহলের গোল-মাল হয়েছে ব'লে মহলে গেলেন; বল্লেন্, দু'তিন দিন দেরী হবে; কিন্তু আজ দশদিন হ'য়ে গেল, এলেনও না, কোন খবরও দিলেন্ না! কেন, কি জানি, প্রাণটা আমার কেবল কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। যেন কি অমঙ্গল ঘ'টেছে ব'লে মনে হচ্ছে! হে লক্ষ্মী-জনার্দ্দন! হে কুলদেবতা! আমার স্বামীকে রক্ষা কর। তাঁর যেন কোন অমঙ্গল ঘটে না, প্রভু!—কাল হরিদাস ব'ল্লে সর্ব্বেশ্বরের কাছে চিঠি এসেছে, তিনি কাল আসবেন্! কিন্তু সর্ব্বেশ্বর ত' আমাকে কিছু ব'লে পাঠায় নি! অন্য বারে যখন মহলে যান্, তখন সর্ব্বেশ্বরের কাছে চিঠি এলে পরে, সর্ব্বেশ্বর আগে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। এবারে কেন তা দিলে না! তবে কি কোন দুঃসংবাদ এসেছে? তাঁর কি অসুখ ক'রেছে? কি জানি, আমার প্রাণ কেন এমন ক'চ্ছে? কিছুতেই যে স্থির হ'তে পাচ্ছি না।

(হরিদাসের প্রবেশ।)

হরিদাস! কাল তুমি যে ব'ল্লে তাঁর চিঠি এসেছে, তা সত্যি কি?

হরি। সত্যি ব্যই কি, বৌ-ঠাকরুন্!

অন্ন। তিনি ভাল আছেন?

হরি। হ্যাঁ, ভাল আছেন বৈ কি! আপনি কেন এত ভাবছেন?

অন্ন। কেন ভাব্‌ছি? কি জানি হরিদাস! আমার প্রাণের ভেতর আজ কেমন ক'চ্ছে। বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, কেন এমন হচ্ছে।

হরি। আপনি এত উতলা হবেন না। এখ্‌নি বাবু এসে পড়্‌বেন্। সর্ব্বেশ্বরবাবু এষ্টেসনে লোক পাঠিয়েছেন্।

অন্ন। লোক পাঠিয়েছেন? তা আমাকে কোন কথা বলেন নি কেন?

হরি। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, সর্ব্বেশ্বরবাবুর কাছে। দেখি।—

(প্রস্থানোদ্যত হইয়া)

ঐ যে বাবু আস্‌ছেন!

অন্ন। কই? কই? (নেপথ্যে দেখিয়া) তাই ত। আস্‌ছেন্, কিন্তু অত বিমর্ষ কেন? কি হয়েছে! কিছুই যে বুঝ্‌তে পাচ্ছি না!

[হেমচন্দ্রের প্রবেশ।]

হেম। অন্নপূর্ণা! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! আমার সব গিয়েছে। যাকে বড় বিশ্বাসী জ্ঞান ক'রে, সর্ব্বে-সর্ব্বা ক'রে রেখে আমি আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম্, আমার সেই পরম হিতৈষী আপন ভগ্নীপতি সড় ক'রে মহল নীলাম করিয়ে নিজে বেনামিতে কিনে নিয়েছে! সব নিয়েছে, আমাকে পথের ভিকিরী করেছে! আমার কি হবে অন্নপূর্ণে! আমি কি ক'রে সংসার প্রতিপালন কোর্ব্বো? আমি যে কিছুই ভেবে ঠিক্ ক'র্ত্তে পাচ্ছি না!

অন্ন। সে কি কথা! কি সর্ব্বনাশ!

হেম। হা ভগবন্! আমার মৃত্যু হ'ল না কেন?

অন্ন। ও কি কথা! অমন অলুক্ষুণে কথা বল্‌তে আছে কি! বিষয় গেছে যাক্। আবার বিষয় হবে। তার জন্যে এত ভাবনা কেন? তোমার শরীর ভাল থাক্। তোমার শরীর ভাল থাক্‌লে, আবার সব হবে। (হেমচন্দ্রের হাত ধরিয়া) আমার মাথা খাও, স্থির হও, ঠাণ্ডা হও। অমন কোরো না।

হেম। বল কি অন্নপূর্ণা! আমার পিতৃ-পিতামহের সঞ্চিত এত টাকা মূল্যের সম্পত্তি, সব গেল! আমি স্থির হব! ঠাণ্ডা হব! অন্নপূর্ণা! স্থির হয়েই আছি, ঠাণ্ডা হ'য়েই গেছি। আমি পাষাণ; নইলে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছি! আমি যে পাগল হয়ে যাই নি, এই আশ্চর্য্য!

অন্ন। কি ক'র্ব্বে? ভেবে কি হবে? লক্ষ্মী-জনার্দ্দন যা কোর্ব্বেন্, তাই হবে।

হরি। ভাবনা কি বাবু! আপনার ত ব্যবসা-বাণিজ্য রয়েছে।—তাই থেকে কত টাকা আস্‌বে; আবার বিষয় কিন্‌বেন। ভগবান্ অবিশ্যি, মুখ তুলে চাইবেন্। অকৃতজ্ঞ লোকে ঠকিয়েছে, তিনি ঠকাবেন্ না! আপ্‌নি ভেবে কি কোর্ব্বেন্? তাঁর ভাবনা তিনি ভাব্‌ছেন্।

হেম। হরিদাস! আমার পিতৃপিতামহের সঞ্চিত সম্পত্তি সব গেল রে! আমি কি দিয়ে আর বিষয় কোর্ব্বো? কি ক'রেই বা তোমাদের প্রতিপালন কোর্ব্বো?

হরি। ভয় কি? কেন আপনি কাতর হ'চ্ছেন? বিষয় গেছে, গেলই বা! ব্যবসাতে এইবার ভাল ক'রে মন্ দিন্। আপনি নিজে কল-কারখানাগুলো দেখুন, তাতেই বেশ সংসার চ'লে যাবে। না হয়, দু'দিন একটু কষ্ট হবে। আপনি নিজে যদি পাটের ব্যবসাটা দেখেন, তা' হলে দু'দিনে কতটাকা ঘরে আস্‌বে।

অন্ন। হ্যাঁ, তাই কোরো। হরিদাস যা বল্‌ছে, তাই শোন। ভেবে ত আর উপায় নেই? ভাব্‌লে ত আর কোন ফল হবে না? তখন কেন মিছি মিছি, ভেবে শরীরটে মাটি কোর্ব্বে? তোমার শরীর ভাল থাক্‌লে পর, সব হবে।

হেম। (ভাবিয়া) আচ্ছা, তাই কোর্ব্বো, অন্নপূর্ণা! তাই কোর্ব্বো। বিষয় গেছে, তাতে তোমাদের যে-কালে দুঃখ হয় নি; তখন আমিও দুঃখ কোর্ব্বো না! তোমাদের সুখেই আমার সুখ, তোমাদের দুঃখেই আমার দুঃখ।

(সুবোধের প্রবেশ)

সুবোধ। বাবা, বাবা, আমার জন্যে কি এনেছেন্? দুটো ময়ূর আন্‌বেন্ বলেছিলেন, এনেছেন্?

হেম। (নিরুত্তর)

সুবো। (হেমচন্দ্রের হাত ধরিয়া) চুপ করে রইলেন্ কেন, বাবা? কথা কইছেন না কেন? কি এনেছেন্? হরিণ এনেছেন্? আমার হরিণটা মরে গেছে; আমার একটা হরিণ চাই।

হেম। হরিদাস! তোমরা আমাকে স্থির হ'তে বল্‌ছ, ভগবান্ আমাকে স্থির হতে দিচ্ছেন কই? এই আমার নয়নের মণি সামান্য একটা জিনিষের জন্যে এম্নি আব্দার ক'র্ব্বে, আর আমি অচল পাষাণের মত স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো?? ভগবান্ আমার বাক্‌শক্তি ত রহিত করেন্ নি?

হরি। (সুবোধের প্রতি) চল সুবোধ! আমি ময়ূর এনে দোব, আমার সঙ্গে এস।

অন্ন। যাও বাবা! তোমার হরি-কাকার সঙ্গে বেড়িয়ে এস। তোমার দিদি কোথায়? কি কচ্ছে?

সুবো। দিদি তার খরগোস নিয়ে খেলা ক'চ্ছে। আমার হরিণটা ম'রে গেল! বাবা আমাকে আর একটা হরিণ কিনে দিলেন না! দিদির চারটে খরগোস্!

হরি। চল, চল, আমি দোব এখন। হরিণের জন্যে আবার ভাবনা কি?

[সুবোধকে লইয়া হরিদাসের প্রস্থান]

(নেপথ্যে) বাবু!—

হেম। কে ও? সর্ব্বেশ্বর?

(নেপথ্যে) আজ্ঞে হঁ্যা।

হেম। কি বল্‌ছ? ভিতরে আস্‌তে পার।

(সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ ;—
অবগুণ্ঠন দিয়া অন্নপূর্ণা একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন)

সর্ব্বে। (বিচলিত স্বরে) বাবু,—বাবু, বিপদের উপর বিপদ্ উপস্থিত! আমাদের পাটের গুদামে আগুন লেগেছে। এইমাত্র সরকার এসে ব'লে গেল। কি হবে বাবু! কি উপায় করা যাবে?

হেম। আগুন লেগেছে? বে-শ হয়েছে। সু-সং-বা-দ-এনেছ। আর কিছু সংবাদ নেই সর্ব্বেশ্বর? যাগ্-যাগ্, সব যাগ্; আমি যাই, তুমি যাও, সুবোধ যাগ্, রমা যাগ্! একেবারে সব যাগ্। একদিন ত সব যাবেই, তবে আর মায়া কেন?

সর্ব্বে। অমন ক'চ্ছেন্ কেন বাবু? স্থির হোন্!

হেম। তোমরা সবাই বল্‌ছ স্থির হ'তে! আমি স্থির ত' হ'য়েই আছি! অস্থিরতার আর কি দেখ্‌লে তুমি? এইমাত্র হরিদাস আমায় বুঝিয়ে গেল, পাটের ব্যবসায় চালাতে! তাতেই দুঃখ দূর হবে; আবার বিষয় আশয় হবে। আবার তুমি খবর আন্‌লে গুদোমে আগুন লেগেছে!

সর্ব্বে। আপ্‌নি স্থির হোন্; যাতে গুদোমের অবশিষ্ট মাল রক্ষা হয়, তার একটা উপায় করুন্।

হেম। উপায় আমি কি কোর্ব্বো সর্ব্বেশ্বর? উপায় ক'চ্ছের্ন্ নারায়ণ!

সর্ব্বে। কি করা যাবে, অনুমতি দিন্!

হেম। অনুমতি? অনুমতি আমি কি দোব বল? আগুনকে ব'ল্‌ব কি, তুমি নিবে যাও?

সর্ব্বে। না, না, তবে আমি যাই; দেখি গে, যদি কোন উপায়ে কিছু রক্ষা ক'র্ত্তে পারি। তবে আমি চল্লুম্!

[হেমচন্দ্রকে প্রণাম ও প্রস্থান]

হেম। অন্নপূর্ণা! দেখ্‌লে বিধাতার খেলা? যার যখন যায়, তখন তার এম্নি ক'রেই কি সব যায়?

অন্ন। ভেবে আর কি হবে? আবার সব হবে। আমার গয়না আছে, টাকা আছে, তাতেই এখন চল্‌বে। আবার সব হবে।

হেম। অন্নপূর্ণা! এতদুঃখেও তোমার সহিষ্ণুতা দেখেও আনন্দ হয়।

অন্ন। চল, মুখে হাতে জল দেবে চল।

(অন্নপূর্ণা হেমচন্দ্রের হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(মণীন্দ্রের বৈঠকখানা।
মণীন্দ্র, প্যারিচাঁদ, হারাধন ও গোবর্দ্ধন।)

মণি। বাবা, আমার সঙ্গে চালাকি? বড়

লোকের বাড়ীতে ব'সে মাত্‌লামী? দুঃত্তোর মাতালের মুখে আগুন। মদের মুখে মারি লাথি!

[প্যারির নিকট হইতে মদের বোতল কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাহা সশব্দে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইল।]

প্যারি। আহা হা! সব নষ্ট ক'র্লে, সব নষ্ট ক'র্লে!

ভোলা। দূর-হ—দূর-হ,—বেরো বাড়ী থেকে। (ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন্।)

মণি। আহা, ওদের মেরো না কাকা! মার্‌তে হয়, আমাকে মার।

ভোলা। একেবারে উচ্ছন্ন গেছিস্? দেখ্ ম'ণে! যদি ভাল চাস্ ত' খবরদার, আর এমন কাজ করিস নে। এবার যদি বাডীতে এ-সব দেখি, তা হ'লে তোকে বাড়া থেকে দূর ক'রে দোবই। তুই হ'লি কি? দাদার নাম ডোবাতে বসেছিস্? একেবারে গোল্লায় গেছিস্?

[ভোলানাথের প্রস্থান]

মণি। খুড়ো গাইলে মন্দ নয়। কি বল হে?

প্যারি। বাবা, আমাকে যে ধাক্কা দিয়েছে, আমি তাই সাম্‌লে গেছি! অপর কেউ হ'লে চিৎপাত্ হ'ত!

গোব। আর একটু টান, তা হ'লেই সব ভাল হ'য়ে যাবে। আমাদের ও-সব ঢের সওয়া আছে।

প্যারি। খাব কি? খুড়ো কি আর কিছু রেখেছে? আহা! বোতলটা না ভেঙ্গে যদি আর দু'ঘা মারত, তাহলেও ভাল ছিল। একটুও রাখে নি, বোতলশুদ্ধ চুরমার!

মণি। খাবি তুই? আমার আলমারীতে আছে। বার ক'র্ত্তে ভয় হ'চ্ছে; কি জানি আবার যদি এসে পড়ে?

গোব। চল মণিবাবু! একটু বাইরে যাওয়া যাক্। ঘরের ভিতরে আর ভাল লাগে না।

মণি। আমার মাথা ঘুরছে, গা টল্‌ছে, আমি আর দাঁড়াতে পার্চ্ছি না।

প্যারি। ভয় কি বাবা! আমরা কাঁধে ক'রে তোমায় নিয়ে যাব।

[মণীন্দ্রকে ধরাধরি করিয়া স্কন্ধে লইয়া সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

হেমচন্দ্রের শয়ন-কক্ষ;—হেমচন্দ্র ও অন্নপূর্ণা।

অন্ন। আমি যা' বলি তা' শোন; মেয়েমানুষ বলে অগ্রাহ্য কোরো না। মিছি মিছি ব'সে ভাবলে কি হবে? তা'তে মন খারাপ, আর শরীর মাটী হবে বই ত নয়? আমার গয়নাগুলো নাও, একটা সেক্‌রা ডাকিয়ে সে-গুলো বিক্রি ক'রে দাও। সেই টাকাতে একটা ব্যাবসা ট্যাবসা চালাও। তাতে সংসারও চল্‌বে, মনও বেশ ভাল থাকবে।

হেম। বল কি অন্নপূর্ণা তোমার গায়ের গয়না নিয়ে ব্যাবসা ক'র্ব্বো।

অন্ন। তাতে তোমার কি হ'য়েছে? গয়না কিসের জন্যে? টাকা লোকের হাতে থাকে না, খরচ হ'য়ে যায়। সময়-অসময়ে দরকার হবে ব'লেই লোকে গয়না গড়িয়ে রাখে। নইলে গয়না কি কেবলই প'রে সেজেগুজে-বেড়াবার জন্যে? তা কখন নয়। (আলমারি হইতে গহনার বাক্স বাহির করিয়া)

এই নাও। বাইরে গিয়ে একজন সেক্‌রা ডাকিয়ে, এগুলো এখুনি বিক্রি করিয়ে দাও!. সেই টাকা ব্যবসাতে ফেল। বিপদের সময় কাতর হওয়া পুরুষ মানুষের উচিত নয়।

হেম। (অন্নপূর্ণার হস্ত হইতে বাক্স গ্রহণ করিয়া পার্শ্বে রাখিলেন।) আবার কি ব্যবসা কোর্ব্বো? যে ব্যবসা ছিল, তাত গেল!

অন্ন। যে-ব্যবসা তোমার ছিল সেই ব্যবসাই চালাও, নয় ত' যা ভাল বুঝ্‌বে, তাই কর! ব্যাবসা ট্যাবসার কথা আমি মেয়ে-মানুষ, কি বুঝ্‌ব? সর্ব্বেশ্বরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা ভাল হয়, তাই কর। সর্ব্বেশ্বর খুব বুদ্ধিমান্ লোক। আর একটা কথা—(ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন)।

হেম। বল, কি কথা?

অন্ন। অত লোক-জনের দরকার কি? যখন যেমন তখন তেমন ক'র্ত্তে হয়। লোক-জন সব ছাড়িয়ে দাও। নিতান্ত যা না হ'লে নয়, তাই দু'-একজন রাখ! কাজ তুমি নিজে দেখ। তুমি দেখ্‌লে, নিজের কাজ নিজে কর্ত্তে পার্লে, একা পাঁচজন লোকের কাজ ক'র্ব্বে। তোমার একটু কষ্ট হবে, তা কি হবে? সময়ের মত ত চল্‌তে হবে?

হেম। আচ্ছা, যা বল্‌ছ, তাই কোর্ব্বো! তোমার মতন স্ত্রী যার সহায়, তার ভাবনা কি? আর ভাব্‌বো না! এইবার মন্ত্রীর পরামর্শ নিয়েই সব কাজ কোর্ব্বো! কেমন?

অন্ন। অত ঠাট্টা কেন?

হেম। ঠাট্টা করি নি; সত্যি বল্‌ছি! এইবার থেকে সব কাজ তোমার মত নিয়ে কোর্ব্বো! দেখি ঈশ্বর কি করেন্।

অন্ন। আমাদের বাড়ীর ঝি-চাকরদেরও এখন জবাব দিয়ে দিই। ভগবান্ যদি দিন দেন, তখন আবার রাখা যাবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।)

গানের স্বরলিপি।

মিশ্র ললিত (হিন্দুস্থানী সুর)—আড়াঠেকা।

দিবা হলো অবসান ডুবিছে মিহির,
যামিনী আনিতে ধীরে চলেছে সমীর।
মেঘের বরণ জল, সাগরেতে শতদল,
একি কামিনীর ছল, গ্রাসে করিবর।
পত্র পরে চারি ধারে সখীগণ নৃত্য করে,
করতালি দিয়ে করে উড়ায় ভ্রমর।
ছড়ায়ে কুন্তলপাশ, অধরে মধুর হাস,
পবনে উড়ায় বাস ভুলাতে অমর।
এসো কে দেখিতে যাবে, এ মায়া ফুরায়ে যাবে,
এখনি ভানু ডুবিবে, আসিবে তিমির।
যামিনী আনিতে ধীরে চলেছে সমীর।

কথা ও সুর—কবি ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

১ ২´ ৩
II সা ঋা -া মা । -া -া মা মা । দা -া -া -পদা ।
দি বা ০ হ ০ ০ লো অ ব ০ ০ ০০

০ ১ ২´
| -ণদা -দা পা -া I গা মা -া -গা । মা দা -া পা |
০০ ০ সা ন ডু বি ০ ০ ছে মি ০ হি

৩ ০ ১
| -া মা -গমা -পমা । -গঋা -সা -ঋসা ণ্া I পা দা র্সা -া |
০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০০ র যা মি নী ০

২´ ৩ ০
| -া র্সা না র্সনা । -দা -পদা ণদা পা । -া -া -া -া I
০ আ নি তে০ ০ ০০ ধী০ রে ০ ০ ০ ০

১ ২´ ৩
I গা মা -া -গা । মা দা -া পা । -া -মা -গমা -পমা |
চ লে ০ ০ ছে স ০ মী ০ ০ ০০ ০০

০
| -গঋা -সা -ঋসা ণ্া I
০০ ০ ০০ র

I পা পা -দপা -মা । পা দা দা র্সা । -া -নর্সা -ঋর্সা র্সা |
মে ঘে ০০ ০ র ব র ণ ০ ০০ ০০ জ
প ত্র ০০ ০ প রে চা রি ০ ০০ ০০ ধা
এ সো ০০ ০ কে দে খি তে ০ ০০ ০০ যা

| র্সা -া -া -া I র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা ঋা -া -র্সঋা |
ল ০ ০ ০ সা গ রে তে শ ত ০ ০০
রে ০ ০ ০ স খী গ ণ নৃ ত্য ০ ০০
বে ০ ০ ০ এ মা য়া ফু রা য়ে ০ ০০

| -জ্ঞঋা -র্সা না র্সনা । -দা -পদা -ণদা -পা I পা দা র্সা -া |
০০ ০ দ ল০ ০ ০০ ০০ ০ এ কি কা ০
০০ ০ ক রে০ ০ ০০ ০০ ০ ক র তা ০
০০ ০ যা বে০ ০ ০০ ০০ ০ এ ম নি ০

| -া র্সা না র্সনা । -দা -পদা -নদা দা । পা -া -া -া I
০ মি নী ০র ০ ০০ ০০ ছ ল ০ ০ ০
০ লি দি ০য়ে ০ ০০ ০০ ক রে ০ ০ ০
০ ভা নু ০ড়ু ০ ০০ ০০ বি বে ০ ০ ০

I গা মা -া -গা । মা দা -া পা । -া -মা -গমা -পমা |
গ্রা সে ০ ০ ক রি ০ ব ০ ০ ০০ ০০
উ ড়া ০ ০ য ভ্র ০ ম ০ ০ ০০ ০০
আ সি ০ ০ বে তি ০ মি ০ ০ ০০ ০০

| -গঋা -সা -ঋসা ণ্া I
০০ ০ ০০ র
০০ ০ ০০ র
০০ ০ ০০ র

I সা সা সা সা । সা ঋা -া -া । -া -া -সঋা -জ্ঞঋা |
ছ ড়া যে কু ন্ত ল ০ ০ ০ ০ ০০ ০০

| ঋা সা -া -া I সা ঋা মা মা । মা মা -া -া |
পা শ ০ ০ অ ধ বে ম ধু র ০ ০

| -া -গমা -পমা -মা । গমা পমগা -ঋা -সা I পা দা র্সা র্সা |
০ ০০ ০০ ০ হা০ ০০স ০ ০ প ব নে উ

| র্সা র্সা -া -া । -না -সনা -দা -পদা । ণদা দা -পা -া I
ড়া য় ০ ০ ০ ০০ ০ ০০ বা০ স ০ ০

I গা মা -া -গা । মা দা -া পা । -া -মা -গমা -পমা |
ভু লা ০ ০ তে অ ০ ম ০ ০ ০০ ০০

| -গঋা -সা -ঋসা ণা I পা দা র্সা -া । -া র্সা না র্সনা |
০০ ০ ০০ র যা মি নী ০ ০ আ নি তে০

| -দা -পদা ণদা পা । -া -া -া -া I গা মা -া -গা |
০ ০০ ধী০ রে ০ ০ ০ ০ চ লে ০ ০

| মা দা -া পা । -া -মা -গমা -পমা । -গঋা -সা -ঋসা ণ্া II
ছে স ০ মী ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০০ র

সদাচার।

ন্যায়বান্ নরপতির সাম্রাজ্যশাসনের বিধি-সমূহ যদ্রূপ মানবকে দুর্বৃত্তদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করে, সদাচারও তদ্রূপ মানবকে স্বার্থান্বেষণপর অবিমৃষ্যকারী স্বল্পদৃক্ ব্যক্তিগণের অশিষ্টতা ও রুক্ষভাব কবল হইতে পরিত্রাণ দিয়া থাকে। বিভিন্ন দেশের সদাচারপদ্ধতি বিভিন্ন প্রকার হইলেও তাহাদের উদ্দেশ্য সর্ব্বত্রই এক এবং সে উদ্দেশ্য সমাজে পরস্পর-সংঘর্ষ-নিবারণ এবং দৈনন্দিন জীবনে সুখ ও সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধিসাধন। কারণ, পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে যে, সদাচারে এবং দয়ার কার্য্যে কোনও পার্থক্য নাই। বাস্তবিক, সদাচার বা সদ্ব্যবহারের মূলে নিঃস্বার্থতা, উদারতা,—আপনার অপেক্ষা প্রতিবেশী জনেই সমধিক প্রীতি এবং মহাজন-প্রদর্শিত উন্নত আদর্শ স্বকীয় জীবনে প্রকটিত করিবার জন্য নরনারীর ঐকান্তিকী বাসনা।

সুতরাং স্থলবিশেষে কখনও যদি আবশ্যক প্রকৃত সদাচার-বিষয়ে মানব অজ্ঞ বা সন্দিহান হয়, তাহা হইলে তখন তাহার অন্তঃকরণে কেবলমাত্র এই প্রশ্ন উদিত হওয়া উচিত যে, সেস্থলে নিঃস্বার্থ ও বিবেচনাপূর্ণ কর্ত্তব্য কি? এবং তাহা হইলে সদাচারের বিরুদ্ধাচরণ করিবার সম্ভাবনা অতিশয় অল্পই থাকে। প্রকৃতির ক্রোড়পালিত নরনারীর মধ্যে আমরা প্রায়শঃই এই তথ্যের যাথার্থ্য অবলোকন করিয়া থাকি। সামাজিক-শিক্ষা লাভ না করিয়াও তাহারা তাহাদিগের নিঃস্বার্থপরতা এবং পরানুভূতিতে সদাই সমাদরশীলতা প্রভৃতির গুণে স্বভাবতই কেমন উদার ও অমায়িক।

সমাজে প্রতিপত্তিলাভ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কিন্তু সদাচার-দ্বারা প্রায় অধিকাংশ মনুষ্যই সকলের প্রীতিভাজন হইতে সমর্থ। এবং সদ্ভাবাপন্ন ব্যক্তি, দুর্ভাগ্যবশতঃ যৌবনকালে সম্যক্ সুশিক্ষালাভে বঞ্চিত হইয়া থাকিলেও, উন্নত সভ্য সমাজের সাধারণ রীতিনীতিগুলি শিক্ষা করিতে ঘৃণাবোধ করে না। কারণ, যদিও এ-সকল বিষয়ে অজ্ঞতা কোনও লজ্জার বিষয় নহে, কিন্তু তথাপি অতীব সহজলভ্য জ্ঞানার্জ্জনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা মূর্খতামাত্র। এইসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের জ্ঞানের সহিত মানুষ যদি নিঃস্বার্থ স্বভাবের অধিকারী হইতে পারে, তাহা হইলে সমাজিক ব্যবহারে ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা অতিশয় অল্প। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোনও বক্তাকে—তিনি তাঁহার বাক্যদ্বারা শ্রোতার চিত্তহরণে যতই অসমর্থ হউন্ না কেন,—বাধা প্রদান করা সদাচার-বিরুদ্ধ। কারণ এই কার্য্যদ্বারা বক্তার বাক্য অপেক্ষা আপনার বাক্যের অধিকতর গুরুত্ব ও সারবত্তা প্রকাশ করা হয়। সুতরাং, ঔদ্ধত্য প্রকাশ না করিয়া শান্ত শ্রোতা হওয়া সদাচার-সঙ্গত।

অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, কোনও নির্দ্দিষ্ট সদাচার-পদ্ধতির অন্ধ অনুসরণ সামাজিক আচার-ব্যবহারকে এক প্রাণহীন বৈচিত্র্যহীন একরূপতায় পরিণত করে। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তেই দেখা যাইতে পারে যে, নীরস বক্তাকে সদাচারানুরোধে যদি সংযত না করা হয়, শ্রোতৃবর্গের অন্যমনা হইবার

যথেষ্ট সম্ভাবনা এবং প্রকৃষ্ট বাগ্মিবরের পক্ষে শ্রোতা ও তাঁহাদিগের ধৈর্য্যলাভ দুষ্কর হইয়া পড়ে। কেহ কেহ পুনরায় সদাচারের কৃত্রিমতা-বিষয়ে অভিযোগ করিয়া থাকেন্। যিনি আপনাকে বাক্যমনে একরূপ বলিয়া ঘোষণা করেন্, সেই সরলতাভিমানী ব্যক্তির নির্ব্বন্ধ—"সহজ হও, কৃত্রিমতা পরিত্যাগ কর।" কিন্তু এই সকল প্রকৃত বিপৎসমূহ সত্ত্বেও জগতের সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কেবলমাত্র কৃত্রিমতাবর্জ্জনই, সহজ হওয়াই সমাজের রীতি হয়, অন্য কোনও লক্ষ্য না থাকে, তাহা হইলে সামাজিক জীবন অবশেষে অসহ্য হইয়া উঠিবে। মানব-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মানব স্বভাবতঃই পরস্পর-সংগ্রাম-প্রিয়, বিরোধাভিলাষী জীব এবং এস্থানে এই সদাচাররূপ সমাধান না থাকিলে সমাজের অস্তিত্বও বিপৎসঙ্কুল হইয়া উঠে।

শ্রীযুক্ত—

হিয়ার বনে তোমার বেণু।

আমার হিয়ার বনে তোমার বেণু
বেজেছে;
তব অভিসারের ভূষণ লয়ে'
অবশ তনু সেজেছে!
কুঞ্জ-দ্বারে মানস-ভ্রমর
গুঞ্জরি কয় তোমার খবর,
শুনে' বসন্ত-গান, প্রাণের বাগান
ফুলের হাসি হেসেছে;
হিয়ার বনে তোমার বেণু
বেজেছে!

জেগে দেখি তোমার হাওয়া
উড়িয়ে নেছে সকল চাওয়া,
আমার সকল অণু শুনিয়ে বেণু
অরুণ-রাঙায় রেঙেছে!
যা' আছে মোর ধব ধর,
পরশ দিয়ে সরস কর,
ওগো এতদিনে সহজ ধরম
সরম-বেড়ি ভেঙেছে।
হিয়ার বনে তোমাব বেণু
বেজেছে! *

দরবেশ।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পশুচিকিৎসা।

পশুদিগের মধ্যে সংক্রামক রোগ দেখা দিলে পীড়িত পশুগুলিকে অন্যত্র রাখা কর্ত্তব্য। অন্যথা সুস্থ পশুগুলিও রোগাক্রান্ত হইবে। শুশ্রূষাকারিগণ সর্ব্বদা রোগনাশক পদার্থের দ্বারা হস্তপদ ধৌত করিবে। পীড়িত পশুদিগের গৃহে চূণ ছড়াইয়া দেওয়া উচিত।

স্তন-স্ফীতি :—গাভী ও মহিষের স্তন-

* রবীন্দ্রনাথের "অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চল্‌বে না"র সুর।

গ্রন্থির স্ফীতি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এই রোগে দুগ্ধ কমিয়া যায়। শরীরের উষ্ণাবস্থায় শৈত্যের আক্রমণ, খারাপ দোহন, দোহনের পূর্ব্বে বহুক্ষণ ধরিয়া স্তনে দুগ্ধের অবস্থিতি, গোয়ালঘরের পাকা মেজ, দোহনকালে বাঁটে খামচি কাটা, দুগ্ধ নিঃস্থিতিতে বাধা, বাঁট ধৌত করণান্তর তাহাকে আর্দ্র রাখা প্রভৃতি কারণে উক্ত রোগ জন্মিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে এই রোগটী প্রায়ই দেখা যায়। এই রোগে নিম্নলিখিত লক্ষণ নিচয় ঘটিয়া থাকে :—গ্রন্থির স্ফীতি, স্পর্শে যন্ত্রণা, চর্ম্ম লাল এবং গাভীর পশ্চাতের পদদ্বয়ের মধ্যে একটি পদ খঞ্জ হয়। দুগ্ধ কমিয়া যায়, জাল দিলে দুগ্ধ ফাটিয়া যায় এবং দুগ্ধের সহিত রক্ত প্রায়ই মিশ্রিত থাকে। পুঁজ জন্মিলে বাঁট নরম হয়। নবপ্রসূতা গাভীর বাঁট প্রায়ই ফুলিয়া থাকে। সামান্য ফোমেণ্ট করিলেই তাহা আরোগ্য হয়। উষ্ণ রেড়ীর তৈল দিয়া বাঁটটী দিনে তিনবার ডলিয়া দিবে। ধূম লাগাইলেও উপকার দর্শে। এরূপ অবস্থায় জুলাপ দেওয়া উচিত। দেড় সের ঘৃত খাওয়াইলেই জুলাপের কার্য্য করিবে। এই জুলাপের সহিত দুই সের পুরাতন গুড় ও এক সের কাল জিরে পূর্ণবয়স্ক গাভীকে তিন দিন খাওয়াইবে। ম্যাগ্‌নেসিয়া গাভীকে দিবে না। কারণ, তদ্দ্বারা দুগ্ধ অপকর্ষ প্রাপ্ত হয়। জলের সহিত সোরা মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে। সময়ে সময়ে দুগ্ধ টানিয়া বাহির করিয়া দিবে অথবা বাছুরের দ্বারা দুগ্ধ খাওয়াইয়া দিবে। উত্তমরূপে ফোমেণ্ট করিয়া বেলেডোনার পুলটিস্ সমস্ত গ্রন্থিতে লাগাইয়া একটা ব্যাণ্ডেজ কোমর পর্য্যন্ত বাঁধিয়া দিবে। কখনও ফোড়া আপনিই ফাটিয়া যায়, কিন্তু অস্ত্রোপচার-দ্বারা যন্ত্রণার আশু লাঘব হয়। ক্ষতের গর্ত্তটীতে কার্বলিক অথবা মোমের মলম লাগাইবে। যদি রোগ সময়ে ধরা যায় ও ফোমেণ্ট করা যায়, তবে তাহা কঠিন হইতে পায় না। এমন কি আরোগ্য হইয়া যায়।

মহিষের বাঁটে প্রায়ই একটা গোল পদার্থ জন্মিয়া দুগ্ধ নির্গমনে প্রতিবন্ধকতা করে। বাঁটে হস্ত প্রদান করিলেই সেই গোল পদার্থের অনুভব করিতে পারা যায়। যে-সকল গাভী বা মহিষের বাঁটে গোল পদার্থ থাকে, সে-সকল গাভী বা মহিষ কখনও ক্রয় করিবে না।

বাঁটে ক্ষত :—বাঁটে ঘা অনেক কারণে হইয়া থাকে। গাভীর গৃহের মেজেতে চূণ দিলে বাঁটে ফুস্কুড়ি জন্মে ও পরে তাহা ঘায়ে পরিণত হয়। বাঁটের নব দুগ্ধ যদি মুছাইয়া না দেওয়া হয়, তবে গাভীর বাঁটে ঘা জন্মে; বাঁট দিয়া রক্তও বাহির হয়। এরূপ অবস্থায় একটা তাওয়া খুব গরম করিয়া তাহার উপর দুগ্ধ দোহন করিবে, অবশ্য উষ্ণ তাওয়াটী বাঁটের খুব সন্নিকটে ধরা চাই। এতদ্দ্বারা ধূমটী বাঁটে লাগিবে; সুতরাং রোগেরও উপকার দর্শিবে। যে-সকল স্থলে গাভীর বাঁট আক্রান্ত হয়, সে-সকল স্থলে জুলাপ দেওয়া কর্ত্তব্য। জুলাপের উপকরণ—১ সের ১ পোয়া ঘৃত এবং চার আউন্স (২ ছটাক) কাল জিরা। স্তন ও বাঁটে উষ্ণ রেড়ীর তৈল প্রত্যহ কয়েকবার লাগাইবে এবং জলে নিম-পাতা সিদ্ধ করিয়া ফোমেণ্ট করিবে। বাছুর বাঁট কামড়াইলেও বাঁটে ঘা জন্মে।

আব :—বাছুরের আব প্রায়ই দেখা

যায়। তাহারা স্বতঃই সময়ে অন্তর্হিত হয়। যদি আবে পূজ জন্মে, তবে অস্ত্রোপচার করাই উচিত। পূজ বাহির করিয়া দিয়া ক্ষতের গর্ত্তটীতে কার্বলিক বা মোমের মলম দেওয়া উচিত। মোমের মলমের উপাদান :—মোম, নারিকেল তৈল, ভেসেলিন এবং সামান্য তুঁতে। বৃদ্ধ পশুতে অস্ত্রোপচারই আরামপ্রদ। পূজ ইত্যাদি মুছাইয়া দিবে। কিন্তু বাছুরে আব স্বতঃই লোপ পাইতে দিবে।

পশুর ক্ষত যদি সাবধানতাপূর্ব্বক ধৌত করা হয় ও বিষ-বিনষ্টকারী ঔষধ ব্যবহার করা হয়, তবে শীঘ্রই আরাম হইয়া যায়। যদি রক্ত পড়ে, তবে তাহাকে প্রথমে রোধ করিতে হইবে। দোষ-বিনষ্টকারী ঔষধের মধ্যে কখনও ফেনাইল ব্যবহার করা হয়। এতদ্দ্বারা মক্ষিকাও থাকে না। কিন্তু নিমতৈল-দ্বারা শেষোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে এবং জলে নিমপাতা সিদ্ধ করিয়া ধৌত করিয়া দিলে, ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়। শরীরের ও স্তনের সকলপ্রকার ক্ষত নিমজল-দ্বারা দুই বা তিনবার ধৌত করিবে এবং মোমের মলম ব্যবহার করিবে।

দাদ :—বাছুরেরা প্রায়ই দাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত স্পর্শাক্রামক রোগ। ইহার প্রতিকার না করিলে ইহা কষ্টের নিদান হইয়া পড়ে। ঔষধ করিতে হইলে গাত্রের দাদগুলি হইতে মামড়ি উঠাইয়া দিতে হইবে ও পরে তাহাতে nitrate of mercury ointment, nitrate of silver, এবং জল-মিশ্রিত sulphuric acidএর দ্বারা ধৌত করিবে। তার্পিন তৈল ও তুঁতে তিনবার করিয়া লাগান উচিত। দাদের দ্বারা আক্রান্ত পশুগুলিকে অন্য পশু হইতে অন্যত্র রাখিয়া দিবে।

Mange—Mange-নামক রোগ মহিষ-শিশুরই হইয়া থাকে। ছয় সপ্তাহ হইতে ৬ মাসের বাচ্ছা পর্য্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত হয়। বড় বড় মহিষের যে এ রোগ হয় না, তাহা নহে। মাতার দুগ্ধেই উক্ত রোগের বীজ নিহিত থাকে। এই রোগাক্রান্ত বাছুরকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহার গাত্র কাঁচা-মাংসের ঢিবিমাত্র। এই রোগ হইলে বৎসগুলিকে অন্যত্র রাখাই বিধি এবং তাহাদিগকে দেখিবার জন্য অন্য লোক নিযুক্ত করা উচিত। বাছুরগুলিকে দেশীয় সাবান-দ্বারা ধৌত করিবে ও তার্পিণ তৈল মালিস করিয়া দিবে এবং গন্ধক ও তুঁতে রোগাক্রান্ত স্থানে দিনে একবার করিয়া লাগাইবে। কেহ কেহ ফেনাইল ব্যবহার করিবার পরামর্শ দেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্তই অধিক ফলপ্রদ।

বসন্ত :—বসন্ত হইলে গাভীর শরীরের কোন কোন স্থান লাল হইয়া উঠে এবং পরে স্তন ও বাঁটে চাকা চাকা দাগ হয়। রক্তবর্ণ স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন দানা বাহির হয়। আট বা দশ দিন পরে দানাগুলি ফুটিয়া পূঁজ নিঃসৃত হইতে থাকে। দানা না ফুটীয়াও শুষ্ক হইয়া যায়। রোগের প্রাবল্য দুই হইতে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকে। এই রোগে গাভীর অত্যন্ত জ্বর হয়, মুখ হইতে লালা নিঃসৃত হইতে থাকে এবং উদরাময় সঙ্ঘটিত হয়। এই রোগে জুলাপ দেওয়াই বিধি। জুলাপের উপকরণ ম্যাগ্নেসিয়া। পূর্ণবয়স্ক

গাভীর জন্য ইহা ২ পাউণ্ড (১৬ ছটাক) প্রযোজ্য। এতদ্ব্যতীত বিরেচক আহারও দিতে হইবে। দুগ্ধ যেন সাবধানতার সহিত পূর্ণমাত্রায় বাহির করা হয়। বসন্ত রোগাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ যেন কেহ ভুলক্রমেও আহার না করে।

উকুন :—মহিষের গাত্রে বড়ই উকুন হইয়া থাকে। এই রোগে দুগ্ধ কমিয়া যায় এবং বাছুরের শারীরিক উন্নতি হয় না। এই রোগ হইলে লোমগুলি কর্ত্তন করিয়া দগ্ধ করিয়া দিবে। তামাকের জল দ্বারা গাত্র-ধৌতি এবং তামাকের গুঁড়ার দ্বারা সমগ্র গাত্র ঘর্ষণ করিয়া দিবে। শীতকালেই এই রোগ প্রবল হয়। ফেনাইল জলে মিশ্রিত করিয়া অঙ্গে লাগাইলে উকুন মরিয়া যায়। ফেনাইলে জল মিশ্রিত করিতে হইলে, জলের মাত্রা অধিক হওয়া চাই, নতুবা মহিষের গাত্রে ফোস্কা পড়িতে পারে। কেরোসিন তৈল দ্বারাও উকুন মরে বটে, কিন্তু তাহা সাবধান হইয়া লাগান উচিত। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

নিরাশ।

ব্যথা পায় নিতি সেই ভালবাসে যেই ;
যে-জন বাসে নি ভাল তার সুখ কই ?
সব চেয়ে ব্যথা দেয় সেই ভালবাসা,
ভাল বেসে অবশেষে করে যে নিরাশা।

শ্রীঅমল দত্ত।

অভাগিনী।

পাটনা সহর। ক্ষুদ্র বাংলা সহরের একটু দূরে। তখন বেলা দেড়টা বাজিয়া গিয়াছে ; রাস্তায় লোক-চলাচল একেবারে নাই বলিলেই হয়। ক্বচিৎ ২।১ জন মুটে-মজুর বা পথিক শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। বাংলাটী বেশ ছোট-খাট। তাহার সাম্‌নে একটু ফুলের বাগান। বাগানে কয়েকটা গাছে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। রাস্তার উপরেই বাংলাটী। রাস্তার ধারের জানালায় একটী ১৮।১৯ বৎসরের সুন্দরী রমণী নীরবে বসিয়া রহিয়াছে। তাহার দৃষ্টি রাস্তা ছাড়িয়া আরও দূরে নিবদ্ধ। কোনও বস্তু যে সে বিশেষ করিয়া দেখিতেছে, তাহা নহে। তাহার বিষাদক্লিষ্ট মুখ দেখিলে মনে হয়, যেন সে গভীরভাবে কাহারও চিন্তা করিতেছে। মাঝে মাঝে তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া তাহার দৃষ্টিরোধ করিতেছে কিন্তু চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া ক্ষিপ্রহস্তে সে চক্ষু মুছিয়া ফেলিতেছে। হঠাৎ গানের শব্দ শুনিয়া সে রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিল ৮ হইতে ১০ বৎসরের ৮।১০টী বালিকা গাহিতে গাহিতে যাইতেছে ;—

"ও মা, কেমন মা তা কে জানে!
মা বলে মা ডাক্‌ছি কত,
বাজে না কি মা তোর প্রাণে!"

রমণীটীর নাম শান্তি। একমনে গান শুনিতে শুনিতে পশ্চাদ্‌গামী একটী গৌরবর্ণা বালিকাকে দেখিয়া শান্তি চমকাইয়া উঠিল। তাহার চক্ষু পুনরায় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বালিকার দলও নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। সেই হইতে শান্তি শতকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যহ বেলা একটা-দেড়টার সময় জানালাটীর নিকট আসিয়া দাঁড়ায়। কেন দাঁড়ায়?—শুধু সেই গৌরবর্ণা বালিকাকে এক মুহূর্ত্তের দেখা দেখিবার জন্য। মুহূর্ত্তের দেখা!—সে চলিয়া গেলেই একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শান্তি কর্ম্মান্তরে চলিয়া যাইত। দৈনিক জীবনে ইহাই তাহার একটী প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। সেই সময়ের জন্য সে এতই অন্যমনা হইত যে, তাহার আর বালিকাকে ডাকিয়া কথাবার্ত্তা কহা ঘটিয়া উঠিত না।

(২)

"শান্তি, শান্তি"—বিমল ব্যস্ত হইয়া ডাকিল। স্বামীর আহ্বান শুনিয়া শান্তি জানালার নিকট হইতে ছুটিয়া আসিল। আজ স্বামীর শীঘ্র গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য সে বিস্মিত হইল। সে এতক্ষণ জানালার নিকট দাঁড়াইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল, এজন্য স্বামীর আগমন সে কিছুই লক্ষ্য করে নাই। সে যথাসাধ্য মুখ ও চক্ষু পরিষ্কার করিয়া আসিল বটে, কিন্তু তাহার ঈষৎ রক্তবর্ণ চক্ষু ও মুখ দেখিয়া বিমল সকলই বুঝিল; দীর্ঘঃনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "শান্তি, এখনও আমি চলে গেলে একলা বসে কাঁদ? যে চলে গেছে, সে কি আর ফিরে আসবে? তবে কেন কাঁদ?" শান্তি স্বামীর পদতলে পড়িয়া কহিল, "না গো, না, সে আমাদের আজ প্রায় একবৎসর ছেড়ে গেছে। আজ কতদিন তার জন্যে কাঁদি নি। নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর বিধাতা আমার বুকের ধনকে কেড়ে নিয়ে কেন আবার—আবার তা'র স্মৃতি জাগিয়ে দিলেন? একেবারে যে তার মত দেখ্‌তে!"

বিমল সাদরে তাহাকে তুলিয়া বসিল, "কার মত দেখ্‌তে? খোকার মত দেখ্‌তে? কে দেখ্‌তে?—কা'কে তুমি দেখেছ?"

শান্তি তখন সেই বালিকাটীর কথা বলিয়া বলিল, "একেবারে আমার বিনয়ের মত দেখ্‌তে! সেই নাক, সেই মুখ, সেই রং; যেন আমার সে আবার মেয়ে হয়ে—!"

বিমল তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "পাগল আর কি? কা'দের মেয়ে, না কাদের মেয়ে যাচ্ছে! যাক্, বড় ক্ষিদে পেয়েছে! আপাততঃ কিছু খেতে পাব কি?"

শান্তি ব্যস্ত হইয়া জলখাবার আনিতে চলিয়া গেল। বিমলও ২।৩ দিন পূর্ব্বে রাস্তায় সেই বালিকাকে দেখিয়াছিল; দেখিয়া তাহারও মন বিষণ্ণ ছিল। কিন্তু সে শান্তিকে ইহার কিছুই বলে নাই। কারণ, সন্তানহারা জননীর শোক ঘনীভূত করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না।

বিমলকুমার রায় আজ প্রায় দেড় বৎসর হইল পাটনায় মুন্সেফি করিতেছে; পূর্ব্বে অন্যান্য স্থানের মুন্সেফ ছিল। সংসারে স্বামী, স্ত্রী, ও একটী পুত্র,—বিনয়কুমার। আজ দশমাস হইল সোনার সংসার অন্ধকার করিয়া দিয়া তিনবৎসরে বিনয়কুমার মায়ের কোল

শূন্য করিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছে। শান্তি বিমলের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। প্রথমা পত্নীর পঞ্চদশ বৎসর বয়সে পিত্রালয়ে হঠাৎ মৃত্যু হয়, ইহাই বিমল জানেন্। সে আজ প্রায় ৮ বৎসরের কথা। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পরবৎসরেই বিমলের শান্তির সহিত বিবাহ হয়। শান্তির বয়স তখন দশবৎসর ও বিমলের বয়স ২৪ বৎসর। শান্তি দেখিতে সুন্দরী; বিমলও গৌরবর্ণ সুন্দর যুবক। বিনয়-কুমার পিতার ন্যায় দেখিতে হইয়াছিল। শান্তি পুত্রের মৃত্যুর পর বড়ই কান্নাকাটী করিত। কয়েক দিন সে দেখিল, সে কাঁদিলে স্বামীর মুখ ম্লান হইয়া যায়, স্বামী অসুখী হন্; ঘরে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠে। সেই হইতে সে মনের দারুণ ব্যথা মনেই চাপিয়া সংসারের কাজ করিয়া যায়। স্বামীর মুখ পুনরায় অম্লান হাসিতে হাসিয়া উঠিল। আজ কয়েকদিন হইতে হঠাৎ পুত্রের মুখের সহিত সেই গৌরবর্ণা বালিকার সাদৃশ্য দেখিয়া শান্তির পুত্রশোক জাগিয়া উঠিল।

(৩)

আজ দুইদিন হইল শান্তি সমস্ত দুপুর ধরিয়া জানালায় দাঁড়াইয়াও বালিকার সাক্ষাৎকার পাইল না। মনটা তাহার ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সঙ্গীরা চলিয়া যায়, কৈ সেই মেয়েটী ত তাহাদের মধ্যে নাই? কি হইল তাহার? দুই দিন পরে আজ শান্তি আর থাকিতে না পারিয়া সেই বালিকাদিগকে নিকটে ডাকাইল। মেয়েটীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিল যে, সে তাহাদের সঙ্গিনী নহে; সে ভদ্র গৃহস্থের কন্যা। তাহার মাতা বর্ত্তমান; তিনি কাহারও সঙ্গে বড় একটা মেশেন্ না। মেয়েটীর নাম বিজয়া। কয়েক দিন বিজয়া কেবলমাত্র সখ করিয়াই তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। বিজয়ার দুইদিন ধরিয়া সামান্য জ্বর হইয়াছে। শান্তি সেই মেয়েটীর বাটী কোথায়, তাহার কে কে আছেন, ইত্যাদি সমস্ত জানিয়া লইয়া বালিকা-দিগকে বিদায় দিল। সেইদিন রাত্রেই এক ঝিকে লইয়া শান্তি বিজয়াকে দেখিতে গেল। বিমলও ইহাতে তাহাকে বাধা দিল না। কারণ, শান্তি যাহাতে মনে শান্তি পায়, সে সর্ব্বদা তাহারই চেষ্টা করে।

শান্তি বিজয়ার মাতাকে দেখিল। শ্যামবর্ণা করুণাময়ী মূর্ত্তি। তাহার নাম কমলা। বয়স তেইশ বৎসরের অধিক বলিয়া মনে হয় না। ঝির নিকট হইতে শান্তির পরিচয় পাইয়া বিজয়ার মাতা চমকাইয়া উঠিল এবং কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে অনিমেষনেত্রে তাকাইয়া রহিল। শান্তিকে নিজের বিস্ময়ভাব বুঝিতে না দিয়া কমলা তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া বসাইল; খুব আদর-যত্ন করিল; ঘর-সংসারের নানা কথা জিজ্ঞাসা করিল। শান্তিও তাহার যথাযোগ্য উত্তর দিয়া তাহাকে নিজের প্রাণের ব্যথা, পুত্রশোকের কথা প্রভৃতি শুনাইল। শান্তি বলিল, "দিদি! আমি তাকে ভুলে গিয়েছিলাম; না, না, ভুলি নি। সে কি ভুলিবার জিনিষ! স্বামীর সুখের জন্যে, তাঁর প্রীতির জন্যে তা'র শোককে চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু দিদি! যে-দিন থেকে বিজয়াকে দেখ্লাম্, সে-দিন থেকেই তা'র শোক আবার নূতন করে জেগে উঠ্ল। বিজয়া যে একেবারে তারই মত দেখ্তে। বিজয়া পরের মেয়ে [illegible]

আর রাত দিন নিজের কাছে বুকে করে রাখ্‌তে পারি না?" বলিতে বলিতে শান্তি আকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিল। কমলার চক্ষুও শুষ্ক থাকিল না। সে শান্তিকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া মৃদুস্বরে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া, কমলা একটীমাত্র ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া শান্তিকে কন্যার বিছানার পার্শ্বে লইয়া গেল এবং বলিল, "শান্তি! আমার বিজয়া সদ্বংশজাতা কায়স্থকন্যা। তা'র পিতা বর্ত্তমান। তিনি শিক্ষিত, বিনয়ী, ধনী; কিন্তু বিজয়া তা'র দুর্ভাগ্যক্রমে পিতার স্নেহে বঞ্চিত। পিতার মর্ম্ম সে কিছুই বুঝে নি। সে শুধু তার অভাগিনী মাকেই জানে। আমিও কপালক্রমে স্বামী হতে বঞ্চিতা। তিনি পুনরায় একটী সতীলক্ষ্মী সুন্দরীকে বিবাহ করিয়া সুখে আছেন্। আমার পিতাও প্রচুর অর্থের অধিকারী। আমি তাঁর একমাত্র কন্যা। আমার একটী ভ্রাতাও আছেন্। মৃত্যুসময়ে পিতা তাঁর অগাধ সম্পত্তি আমাদের দুই ভাই-বোনকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে দিয়ে গেছেন। তবে মৃত্যুশয্যায় তিনি আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে গিয়েছেন যে, বিজয়াকে গৌরীদান কর্‌তে হবে। বিজয়াও সম্প্রতি আট বছরে পড়েছে। এই বছরেই তা'র বিবাহ দিতে হবে।" এই বলিতে বলিতে কি ভাবিয়া কমলার চক্ষু-দুইটী অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। একটু থামিয়া, কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া সে শান্তির ডান হাতখানি টানিয়া লইয়া বিজয়ার ডানহাত তাহার উপর রাখিয়া বলিল, "শান্তি, আজ হতে আমি তোমার হাতে আমার বিজয়াকে দিলাম। আজ হ'তে তুমি তা'র মা হলে। সে তোমারই কন্যা। তা'র বিবাহও তুমি দিবে। তোমার স্বামীর মতামত কি, জানি না; কিন্তু মনে হয়, তিনি তোমার কথায় আপত্তি কর্‌বেন না। তুমি তা'কে তোমার ঘরে রাখ্‌তে চাইবে জানি, কিন্তু আমি কিরূপে তা'কে ছেড়ে থাক্‌ব? না, না, তোমার হাতে বিজয়াকে সমর্পণ করেছি, তুমিই নিয়ে যেও। বিজয়া! মা, আমার বুকের ধন, আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছি, আমি তোমার হতভাগিনী জননী। আমাকে ভিন্ন তুমি কা'কেও জান না। কিন্তু মা, আজ তোমার আর এক মা হ'ল। আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে তুমি পিতৃস্নেহ কখনও পাও নি; ভগবানের আশীর্ব্বাদে পিতার আদরে তুমি আদরিণী হবে। তবে যাই। যাও মা, তোমার পিতা ও নূতন মা'র নিকট যাও; কোনও দুঃখ পাবে না, আশীর্ব্বাদ করি।"

শান্তি নিজকর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। আয়তনেত্রে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কমলার অশ্রুপ্লাবিত, বেদনাকাতর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া যখন বুঝিল যে, তাহার কথা সত্য, সে ঠাট্টা করিতেছে না, শান্তির হৃদয়-মন বিস্ময় ও আনন্দে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে আকুলভাবে কমলার পা-দু'টী জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল; রুদ্ধস্বরে বলিল, "দিদি, দিদি, কে আমি যে, আমার জন্যে তুমি এত দয়া দেখাচ্ছ? দিদি, তুমি কি দেবী, দিদি? আমি পুত্রহারা জননী; জানি না, কি পাপে আমাদের এ শাস্তি। তোমার এত দয়ার যোগ্য কি আমরা!"

কমলা তাহাকে নীরবে পদতল হইতে উঠাইল; মনে মনে বলিল, 'কেন আমি আমার হৃদয়ের মাণিককে, চোখের তারাকে আজ বুক খালি করে তোমাদের দিলাম, তা'র তুমি কি বুঝ্‌বে, শান্তি? আজ কিরূপে আত্মবলিদান কর্‌লাম, তার মর্ম্ম তোমার উপলব্ধি করা সুদূরাহত। তুমি আমার কে? জান না? উঃ! কা'কে কি বল্‌ছি! দয়াময়! এতদিন যখন সহ্য করে এসেছি, জীবনের শেষ ক'টা দিনের জন্য বল দাও, শান্তি দাও, আর দাও সহ্য কর্‌বার শক্তি।"

* * *

বিজয়া এখন শান্তির নিকটেই থাকে। তাহাকে আনয়ন করাতে বিমল কিছুমাত্র দুঃখিত নয়; বরং আনন্দিত। শান্তির নিকট কমলার যে পরিচয় শুনিয়াছিল, তাহা সে অবিশ্বাস করে নাই। তাহার মনে কিন্তু সন্দেহ হইয়াছিল যে, কমলা তাহার জীবনের সমস্ত কাহিনী বলে নাই; গোপন করিয়া গিয়াছে। তবে সে কমলার এই স্বর্গীয় ব্যবহারে চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে বুঝিতে পারিল না, তাহাদের জন্য তাহার এ স্বার্থত্যাগের কারণ কি? তাহার সার্থকতাই বা কি? পতিপ্রেমে বঞ্চিতা, ধনিকন্যা, সন্তানবতী জননীর, তাহার ও শান্তির জন্য কেন এ অনুগ্রহ—কেন এ অসামান্য দান? কমলার সহিত চাক্ষুষ আলাপ পরিচয় না থাকিলেও তাহার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, তাহাকে দেবী মনে করিয়া সে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। বুঝিল না বিমল, কমলার এ স্বার্থত্যাগের কারণ কি?

(৪)

প্রভাতের মৃদু মৃদু শীতল বায়ুর সহিত সানাইয়ের করুণধ্বনি মিশিয়া দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। পাটনাসহর তখনও জাগিয়া উঠে নাই। শুধু বিবাহবাড়ী আজ আনন্দ কোলাহলে ধ্বনিত হইতেছে। আজ বিজয়ার বিবাহ; শান্তির গৃহ আজ লোকে লোকারণ্য। কমলা বিবাহ-বাটীতে আসে নাই। শান্তির শত ক্রন্দন, অনুযোগ-অনুরোধেও সে আসিতে স্বীকৃত হয় নাই।—কেন তাহা কমলাই জানে। সে শান্তিকে শুধু বলিয়াছিল যে, বিজয়ার বিবাহের পর সে যেন একবার কন্যা ও জামাতাকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দেয়। শান্তি ও বিমল কমলার এ ব্যবহারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও বিস্মিত হইল। কিরূপ মা যে সন্তানের শুভপরিণয়ে উপস্থিত থাকিতে চাহে না?

এক সুশিক্ষিত সুপাত্রের সহিত বিজয়ার বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল। কমলার পিতার ইচ্ছানুসারে তাহাকে গৌরীদান করা হইয়াছিল। কন্যা-জামাতাকে লইয়া শান্তি বিবাহের পরদিন প্রাতঃকালে কমলার নিকট গেল। কমলা তাহাদিগকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। বিজয়া সেইদিন বৈকালেই শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল। তিনটী হৃদয় তিন জনের বিচ্ছেদে কাতর হইয়া পড়িল। বিজয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পাল্কিতে উঠিল। শান্তি কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে বিদায় দিল। আর কমলা বিজয়া-বিদায়ের শঙ্খধ্বনি শুনিয়া শয়নগৃহে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আজ কমলার সব শেষ হইয়া গেল!—স্বামী অনেক দিন তাঁহাকে পরি-

ত্যাগ করিয়াছেন, মাতাপিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কন্যা বিজয়াও আজ পর হইয়া গেল!

বিজয়ার শ্বশুরালয়-গমনের দুইদিন পরে শান্তি কমলার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে গেল। সে গিয়া দেখিল বাটী শূন্য; কমলা সে গৃহে নাই। পার্শ্বের বাড়ী হইতে জানিল, গত রাত্রিতে কমলা দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে; কোথায় গিয়াছে তাহা তাহাদিগকে বলিয়া যায় নাই। কমলার সহসা এরূপভাবে তাহাদিগকে কোনও খবর না দিয়া চলিয়া যাওয়াতে শান্তি স্তম্ভিত ও বিস্মিত হৃদয়ে বাটী ফিরিয়া আসিল এবং বিমলকে সমস্ত খুলিয়া বলিল। বিমলও শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে কমলার দাসী আসিয়া শান্তির হস্তে একখানি পত্র দিয়া বলিল, "কাল যাবার সময় মা-ঠাকরুন্ আমার হাতে এই চিঠিখানি আপনাকে দিতে বলে গেছেন।" শান্তি চিঠিখানি লইয়া নিজ শয়নগৃহে অতিক্রুত চলিয়া গেল; পত্র খুলিয়া দেখিল কমলা তাহাকেই পত্রখানি লিখিয়াছে। পত্রের মর্ম্ম বুঝিয়া তাহার শুভ্র কপোল বাহিয়া অশ্রু-ধারা ঝরিতে লাগিল! অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিয়া আবার সে পড়িতে লাগিল—

"চিরায়ুষ্মতীষু,

স্নেহের শান্তি, আজ আমি তোমাদের কোনও সংবাদ না দিয়া চলিয়া যাওয়াতে, বোধ করি, তোমরা কিছু ক্ষুণ্ণ হইবে; কিন্তু তোমাদের কোনও ক্ষতি হইবে না। আমার বিজয়া ফিরিয়া আসিলে তাহাকে আমার কথা বলিও। তাহার জন্যই আমি এ জীবন ধারণ করিয়াছিলাম। তাহাকে তোমাদের হাতে দিয়া, আমার সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে সে সুখে থাকুক্ ও সকলকে সুখী করুক্, এই আমার কামনা। তোমরাও তাহাকে চিরদিন কন্যা-স্নেহে প্রতিপালন কর।

"আমার ব্যবহারে তোমরা যে আশ্চর্য্য বোধ করেছিলে, জননী হইয়া সন্তানের শুভকার্য্যে যোগদান করে না,—এই সবের কারণ ও আমার প্রকৃত পরিচয় আজ তোমাদের দিব। জানি না, শুনিয়া আমার উপর তোমার ও তোমার স্বামীর মনের অবস্থা কিরূপ হইবে। আমার পিতার নাম তোমার স্বামীর অজ্ঞাত নয়; সেইজন্যই তাঁহার নাম তোমার নিকট পূর্ব্বে উল্লেখ করি নাই। আমার পিতার নাম স্বর্গীয় কাশীরাম মিত্র। আমার পিত্রালয় নদীয়া জেলায় রামপুর গ্রামে। পূর্ব্বেই বলেছি, আমরা দুই ভাই-বোন। শৈশবেই আমরা মাতৃহীন হই। শান্তি। আমার সুখের রশ্মি জীবনের প্রাতঃ-কাল হইতেই অস্তমিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ক্রমে বড় হইতে লাগিলাম, বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। বনিয়াদী ঘর ও বংশ দেখিয়া অনেকে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু কন্যা দেখিয়া কাহারও পছন্দ হয় না। কেন? কি দেখিয়া আমাকে পছন্দ হয় না? আমার গুণ কেহ দেখিল না, দেখিল শুধু বাহিরের রূপ। আমার সে চাকচক্যময়, গৌরবর্ণ রং ছিল না, ছিল শুধু পিতার প্রচুর অর্থ ও আমার জীবনের প্রধান বৈরী শ্যামবর্ণ। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে সংসারে কাহারও বিবাহ আট্‌কায় না; আমারও বিবাহ হইয়া গেল। লিখিলাম বটে বিবাহ হইয়া গেল,

কিন্তু পরমসুন্দর স্বামীর মনোমত হইতে পারিলাম না। শ্বশুর প্রচুর অর্থলোভে তাঁহার পুত্রের জীবন অসুখী করিয়া তাঁহার গৃহে আমাকে স্থান দিলেন এগার বছরে আমার বিবাহ হয়। সেই বয়সে অনেক বালিকাই কিছুই বুঝিতে পারে না। কিন্তু অবস্থাবিশেষে আমি তাঁহার মনের অশান্তির কারণ বুঝিতে পারিলাম। আমার শ্বশুরের নাম, স্বামীর পরিচয় ও দেশের নাম কিছুই বলিব না। আমার যে পরিচয় দিলাম, তাহাতেই তোমার স্বামী আমাকে বিশেষ-রূপেই চিনিতে পারিবেন এবং তুমিও আমাকে বুঝিতে পারিবে। আমার সহিত অশ্রদ্ধা ও অনিচ্ছার সহিত তিনি কথাবার্ত্তা ও ঘরসংসার করিতেন। অভাগিনী আমি! তাঁহাকে তখন আমি ইচ্ছাসত্বেও মুক্তি দিতে পারি নাই। তাহার কারণ, আমার শ্বশুরঠাকুর। তিনি আমাকে বড়ই স্নেহাদর করিতেন। সেই নিরাশামণ্ডিত অন্ধকারময় শ্বশুরালয়ে আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল ও আকর্ষণের বস্তু তিনিই ছিলেন। তিনিও সমস্ত বুঝিতে পারিয়া পুত্রকে কত তিরস্কার করিতেন, কিন্তু আমি ভাবিতাম, কেন তিনি এ চেষ্টা করিতেছেন? জোর করে কি ভালবাসা যায়? যদিও বুঝিতাম, তিনি আমার উপর স্নেহবশতঃ ঐরূপ করিতেন, কিন্তু তাঁহার এরূপ চেষ্টায় আমি লজ্জায় মরমে মরিয়া যাইতাম। অভাগিনীর এ সুখটুকুও, বুঝি, বিধাতার সহ্য হইল না! তিন দিনের জ্বরে আমার শ্বশুর আমাকে ঘোরতর অন্ধকারে ফেলিয়া পর-লোকে চলিয়া গেলেন। আমার দুঃখ ষোলকলায় পূর্ণ হইল। শ্রাদ্ধশান্তি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। আমার স্বামীর ভাবান্তর দেখিলাম। তিনি বাহিরে বাহিরে বেড়াইয়া বেড়ান; গৃহে খুব কমই থাকিতেন। অবশেষে একদিন তাঁহার মুখে শুনিলাম যে, তিনি পিতৃ-শোক-সংবরণের জন্য কিছুদিন ধরিয়া বিদেশে ভ্রমণ করিতে যাইবেন। শুনিয়া নীরবে রহিলাম বটে, কিন্তু হৃদয় পুড়িয়া গেল; বুঝিলাম, কি জন্য এ গৃহত্যাগ; পিতার দোহাই কেন মিথ্যা দিলেন? এতদিনে যাহা করিতে পারি নাই, সে দিন তাহা করি-লাম। স্বামীর অনুমতি লইয়া চিরদিনের নিমিত্ত তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে ফিরিয়া গেলাম। শুন্‌বে শান্তি, তখন আমার বয়স কত? পনের বৎসর বয়সে জীবনের সর্ব্বসুখে বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাসিনী হইলাম। আর বিশেষ কিছু বলিবার নেই। যখন পিত্রালয়ে আসিলাম, তখন বিজয়া অভাগিনীর গর্ভে। তিনি কিছুই জানেন না; আমিও স্বামি-গৃহত্যাগকালে বুঝিতে পারি নাই। বিজয়ার ভূমিষ্ঠ হইবার পর অর্থাৎ আটমাস পরে রটাইয়া দিলাম যে, অভাগিনীর মৃত্যু হইয়াছে। পিতাকে অনেক কষ্টে এ সংবাদ রটাইতে সম্মত করাইয়াছিলাম। আমার স্বামী এ মৃত্যুসংবাদে কিছু অবিশ্বাস করিলেন না, কোন খোঁজ-খবরও লইলেন না। বোধ হয়, মুক্তির ও তৃপ্তির একটা ক্ষুদ্রনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনের ভার লঘু করিয়াছিলেন। কন্যার জন্মের কথাও তাঁহাকে শুনান হয় নাই। কিছুদিন পরেই শুনিলাম যে, তিনি একটী পরমসুন্দরী বালিকাকে বিবাহ করিয়া সুখে ঘরসংসার করিতেছেন। আমিও আর তাঁর কোন খোঁজ লইতাম না, পাইতামও

না। শুন্‌লে ত শান্তি, অভাগিনী, দুঃখিনী, পতিপরিত্যক্তার জীবনকাহিনী? চলিলাম;—কোথায় জানি না।—কোনও অনুসন্ধান কোরো না। আশীর্ব্বাদ করি তোমায়, তুমি স্বামী-সোহাগে সোহাগিনী হয়ে চিরদিন সুখে স্বচ্ছন্দে থেক। বিদায় শান্তি!—

দুঃখিনী
কমলা"

সে-দিন বিমলের ছুটী ছিল। আহারের পর বিশ্রামের সময় শান্তি আসিয়া সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিল, "দেখ, দিদি আমার নামে একটা পত্র লিখে গিয়েছেন; বাস্তবিক পড়্‌লে তাঁর জন্য বড় দুঃখ হয়। দিদির জীবনে কোনও সুখই নেই। রং ময়লা হলেই কি অন্তরও কাল হবে? দিদির মতন মেয়ে আর হয় না; কি ভয়ানক নিষ্ঠুর তাঁর স্বামী! আমার কিন্তু মনে হয়, দিদির প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু, প্রত্যেক উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে তাঁর সপত্নী ও স্বামীর কখনও মঙ্গল হয় নি; বোধ হয় কখন হবেও না। দেখ, দিদির জীবনকাহিনী পড়ে, কি রকম দুঃখময় জীবন তাঁর!"

বিমল চিঠিখানি লইয়া পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে তাহার চক্ষু দিয়া অজস্রধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আদ্যোপান্ত পড়িয়া দুইহস্তে চক্ষু চাপিয়া নীরবে সে বসিয়া রহিল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সমস্ত দেহ থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল, "উঃ, শান্তি, এস, এস, শীঘ্র আমার কাছে এস। আমার বুকের মধ্যে কি রকম কর্‌ছে! জ্বলে গেল, পুড়ে গেল।" বলিতে বলিতে বিমলের মাথা বিছানার উপর ঢলিয়া পড়িল। শান্তি বিমলের সহসা এরূপ অবস্থা দেখিয়া ভীত হইল; নিজক্রোড়ে মস্তক উঠাইয়া লইয়া জলআছ্‌ড়া দিয়া পাখার বাতাস দিতে লাগিল। একটু সুস্থ হইয়া বিমল বলিল, "শোন শান্তি, আমার জীবন-কাহিনী তুমিও শোন। এতদিন তোমাকে কিছুই বলি নাই; এবং তখন ভাবিতাম যে, বলিবার কিছুই নাই। হতভাগিনী কমলা আমারই প্রথমপক্ষের স্ত্রী। চমকাইও না শান্তি! সমস্ত স্থির হইয়া শোন, নিষ্ঠুর স্বামীর পাপকাহিনী শোন। বিবাহকালে আমার উচ্চআশা ছিল, আমি অর্থ লইব না, কিন্তু কন্যা দেখিতে সুন্দরী হইবে। পিতৃদেব আমার সে সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়া দিলেন। কমলাকে বিবাহ করাইয়া প্রচুর অর্থ আনিলেন; কিন্তু সে আমার মনোমত সুন্দরীও হইল না! আমি তাহাকে ভালবাসিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু একদিনের জন্যও তাহার প্রতি কোনও অযত্ন বা কর্ত্তব্যের ত্রুটী করি নাই। পিতার মৃত্যুর পর তাহার সঙ্গ যখন অসহ্য হইল, গৃহত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলাম। সতী-সাধ্বী কমলা তাহা বুঝিতে পারিয়া আমাকে শান্তি দিয়া চিরদিনের জন্য পিত্রালয়ে চলিয়া গেল; কিছুদিন পরে তাহার মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম। সত্যকথা বলিতে কি, তাহার জন্য আমার বিশেষ কিছুই কষ্ট হইল না। সেই বৎসরেই কয়েকমাস পরেই তোমাকে বিবাহ করিলাম। তুমি আমার মনোমত সুন্দরী স্ত্রী হইলে। তোমাকে লইয়া আমি সোনার সংসার পাতিলাম। মাঝে মাঝে সুখে ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভাবিতাম যে, কমলার যদি সহসা মৃত্যু না হইত, তাহা হইলে

তোমাকে পাইতাম না, এ মধুর প্রেমের, এ অনাবিল সুখশান্তির আস্বাদও পাইতাম না। সে জন্য মনে মনে তাহার মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করিতাম। কিন্তু শান্তি! এ পৃথিবীতে যে নিষ্ঠুর অন্যকে সুখ, শান্তি, সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করে, দণ্ডদাতা বিধাতা যে তাহাকেও নিক্তির ওজনে শাস্তি দিয়া থাকেন, তাহা তখন জানিতাম না। আমাদের দুইজনের মধুর বিশুদ্ধ প্রেমের পরিণাম সেই দিব্য সুন্দর শিশু, আমাদের প্রাণের ধন বিনয়কুমার আজকার নিষ্ঠুরতার জন্য এ সংসার হইতে চলিয়া গেল? কমলার প্রতি আমার নিষ্ঠুরতার ফলে যে আমরা তাহাকে হারাইয়াছি, তাহার কি কোনও সন্দেহ আছে, শান্তি? কিন্তু আমার জন্য তোমার এ শাস্তি কেন? বুঝি, আমার পত্নী হয়েছ বলেই তোমার উপর এ অভিশাপ। এখন বুঝেছি, কমলা কেন আমাদের বাটীতে পদার্পণ করিত না; কেন সে বিজয়াকে আমার হাতে দিয়া গেল, আর কেন নিজ কন্যার শুভবিবাহে সে যোগদান করিল না? একদিন যে অভিমানিনী কমলা আমার সুখের জন্য নিজ সর্ব্বসুখ বিসর্জ্জন দিয়া আমার গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল, আবার সেই কমলা কিরূপে আমার বিনা আহ্বানে সেই গৃহে পদার্পণ করিবে? ধনিকন্যা সে, তাই বলিয়া সে ধনমদে গর্ব্বিতা বা বিলাসিনী নহে। সেই চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে তাহার কর্ম্মকুশলতা, স্বার্থত্যাগ, নিরলসতা, সহ্যশক্তি, শ্বশুরের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও যত্ন, স্বামীর প্রতি নীরব একাগ্র ভালবাসা দেখিয়া আমি বাস্তবিক বিস্মিত হইতাম। এই সব গুণের জন্যই আমার পিতা কমলার অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, 'বউমা' বলিতে অজ্ঞান হইতেন।"

বিমল চুপ করিল; উভয়েই নীরব। বহুক্ষণ পরে সে গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শান্তি বলিল, "এতদিন এ-সব কথা বল নাই কেন? এ-সব জানিলে দিদিকে কি কখনও ছাড়িয়া দিতাম? দিদির স্বামী, দিদির সংসার, দিদির কন্যা, আমি কোন্ অধিকারে অধিকার করিয়া বসিয়া আছি? তাঁকে তুমি এনে দাও। তাঁর স্বামী, কন্যা, ঘর-সংসার তাঁকে দিয়ে আমি তোমাদের সেবা করে তোমাদের স্নেহের ছায়ায় সুখে ও শান্তিতে বাস করি। অভিমানিনী দিদি আমার, সেইজন্যই সপত্নীকে যাইবার পূর্ব্বে কোনও আভাস দিয়া যান্ নাই। আর না, তোমার জন্য দিদি গৃহত্যাগিনী, রাজরাণী হয়েও আজ পথের ভিক্ষারিণী, নবীন যৌবনে সন্ন্যাসিনী! আর পাপের ভার পূর্ণ করিতে দেব না! যাও তুমি, দিদির অনুসন্ধান কর, গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে এস।"

অনুতপ্ত বিমল চারিদিকে খোঁজ করিল; দেশবিদেশে, যেখানে কমলার যাওয়া সম্ভব, সব জায়গাতেই অর্থের মায়া না করিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাইল না। শান্তি ও বিমল নিরাশ হইয়া পড়িল। বিজয়া ৭ দিন পরেই শান্তির নিকট ফিরিয়া আসিল। তখন শান্তি তাহার নিকট প্রকৃত ঘটনা কিছুই খুলিয়া বলিল না।

(৫)

কমলার অন্তর্হিত হইবার পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। একদিন প্রাতঃকালে বিমল তাহার বাটীর বারান্দায় বসিয়া আছে, সহসা

এক অতিশয় অপূর্ব্ব বস্তু তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। সে দেখিল, তাহার বাটীর সম্মুখের ক্ষুদ্র উদ্যান পথে দীর্ঘ, উন্নত, শুভ্রবর্ণ জটাকুল-সমাচ্ছন্ন, গৌরবর্ণ, সৌম্য-স্নিগ্ধ ভস্মাচ্ছাদিত এক সন্ন্যাসী আসিতেছেন। ক্রমে ক্রমে তিনি বারাণ্ডায় আসিয়া উঠিলেন। বিমল তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে ব্যস্তভাবে উঠিয়া প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী নিজ ব্যাঘ্রাসন পাতিয়া উপবেশন করিবার পর, বিমল অতিবিনীত ভাবে তাঁহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন। বিমল সেই অবসরে সন্ন্যাসীকে দেখিতে লাগিল।—কি জ্যোতিঃপূর্ণ, হাস্যময় প্রশান্তমূর্ত্তি! বয়স—আশীর উপরেই হইবে। এই জ্যোতিষ্মান্ অশীতিপর সংসারত্যাগী বৃদ্ধকে দেখিলে স্বতঃই ভক্তিশ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী বলিলেন, "আপনার নামই, বোধ হয়, শ্রীমান্ বিমলকুমার রায়। মা-লক্ষ্মী এই পত্রখানি আপনাকে দিতে বলিয়া গিয়াছেন এবং আমি স্বহস্তে যেন দিই, ইহাই তাঁহার শেষ অনুরোধ ছিল। পত্র পরে পড়িবেন, অগ্রে আমার বক্তব্যটা একটু শুনুন। বৎসর-দুই পূর্ব্বে কমলা-নামে এক মা-লক্ষ্মী কাশীতে আমার নিকট গিয়া আমার আশ্রয়-ভিক্ষা করেন্ ও এতদিন তিনি আমার নিকটেই কন্যারূপে ছিলেন। বৃদ্ধবয়সে সংসার-ত্যাগ করিয়া পুনরায় মায়াজালে জড়াইয়া পড়িলাম। তাঁহার কিন্তু কোনও পরিচয় পাই নাই!—মাআমার সাক্ষাৎ কমলাই ছিলেন। যাহা হউক ১৫ দিন পূর্ব্বে সতীলক্ষ্মী মা আমার, আমার শূন্য আশ্রয় পুনরায় শূন্য করিয়া এ মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমি আবার আমার সেই শূন্য আশ্রয়ে ফিরিয়া যাইতেছি। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে একবার জিজ্ঞাসা করি, সেই সতীলক্ষ্মী কমলার আপনি কে হ'ন?"

বিমলের এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; শূন্যদৃষ্টিতে অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমিই সেই কমলার, সেই সতী সাধ্বীর হত-ভাগ্য স্বামী।" কিয়ৎক্ষণ পরে সে দেখিল, সন্ন্যাসী নাই। কখন চলিয়া গিয়াছেন, তাহা সে জানিতে পারে নাই। পত্রখানি পড়িয়া রহিয়াছে। বিমল বেদনাবিদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "কমলা চলে গেলে, চিরদিনের জন্য অপরাধী করে রেখে গেলে? একবার ক্ষমা চাহিবার অবসরও দিলে না? যাও কমল, যে রাজ্যে শান্তি আছে, প্রেমের প্রকৃত প্রতিদান যে রাজ্যে আছে, যাও সেখানে। আমার প্রায়শ্চিত্ত ইহজগতে শেষ হইলে পুনরায় মিলিত হব, তখন আমাকে ও শান্তিকে ক্ষমা কর্‌বে ত?"

পত্র খুলিয়া বিমল দেখিল কমলা স্বহস্তে মুক্তাক্ষরে লিখিয়াছে—"আমার যাবতীয় সম্পত্তির অর্দ্ধেক আমার কন্যা ও জামতাকে দিবেন, বাকী অর্দ্ধেক দিয়া অনাথ ও দুঃখীদের সাহায্যের জন্য একটী আতুরাশ্রম খুলিবেন। চলিলাম। যদি মার্জ্জনা করিয়া থাকেন, তবে পরলোকে পুনরায় সাক্ষাৎকার হইবে। শান্তি ও বিজয়াকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবেন ও আপনার চরণে শতকোটী প্রণাম।

হতভাগিনী কমলা।"

* * *

বিজয়া ও শান্তি সমস্তই শুনিল। বিজয়া মাতার আশীর্ব্বাদে স্বামিসৌভাগ্যে গর্ব্বিতা। আর শান্তি কমলার কথা উঠিলেই কাঁদিয়া আকুল।

সকলে দেশে ফিরিয়া আসিল। বিমল কার্য্য ছাড়িয়া দিল। অর্থের ভাবনা তাহার ছিল না; পিতার প্রচুর অর্থের অধি-কারী সে। বিমল "কমলালয়" নাম দিয়া দেশে একটী সুবৃহৎ অনাথাশ্রম খুলিল। সে ও শান্তি দরিদ্র ও মাতাপিতৃহীন শিশুদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া দিল।

শ্রীসুষমা সিংহ।

সোনার বাংলা দেশ।

(কোরাস্)

বন্দি মা তোর চরণ চুমি, আমার সোনার জন্মভূমি,
বিশ্বপ্রেমের শোলোক-রচা তোর ওই বেদীর তলে,
উদার আকাশ স্নিগ্ধ বাতাস অমলধবল জলে ;

(পূর্ণ কোরাস্)

লুটিয়ে দে মা আমার মাথা ঘুচিয়ে সকল ক্লেশ।
নিখিল নরের ধাত্রী যে তুই সোনার বাংলা-দেশ !

(কোরাস্)

ছন্দে ছন্দে গঙ্গামাতা, বন্দে কাহার পুণ্য গাথা,
চন্দনেরি গন্ধ মাখি' মলয় বহে ধীরে,
ভৃঙ্গ কোথায় কমল-বনে মাতাল হ'য়ে ফিরে !

(পূর্ণ কোরাস্)

মেঘের তলায় দোল দিয়ে যায় কাহার কাজল কেশ !
নিখিল নরের ধাত্রী সে তুই সোনার বাংলা-দেশ !

(কোরাস্)

সঙ্গীতে কার পরাণ মাতায়, কানন-তরুর পাতায় পাতায়,
ঔষধি কে বইছে স্নেহে মানব-জীবন-দানে,
ভক্ত প্রাণের প্রেমের লহর ছুটলো সে কোন্‌খানে ?

(পূর্ণ কোরাস্)

শ্যামল শোভায় লুটিয়ে পড়ে মধুব মধুর বেশ !
নিখিল নরের ধাত্রী সে তুই সোনার বাংলাদেশ !

(কোরাস্)

বিজয়-তুষার-মুকুট শিরে, ফুট্‌ছে গো রূপ ভুবন ঘিরে,
হাজার কবির হৃদয়-চেরা ললাটে টীপ্ রাজে ;
কার সে মাটী তীর্থ ওরে মর্ত্ত্য ভুবন মাঝে।

(পূর্ণ কোরাস)

কাহার কোলের শীতল পরশ ঘুচায় সকল ক্লেশ ?
নিখিল নরের ধাত্রী সে তুই সোনার বাংলাদেশ।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

(মহাকবি ৺দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার জন্মভূমি"র সুর)

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 664. December, 1918.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ।	অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। ডিসেম্বর, ১৯১৮।	১১শ কল্প।
৬৬৪ সংখ্যা।		৩য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

পরজ—ঝাঁপতাল।

আমায় ভাবের ভেলায় ভুবন-স্রোতে ভাসাও এবার ভাই!
এই ভয়ের বাঁধন চাইনে কখন, অকূলে কূল নাই বা পাই।
আমায়—নিয়ে চল জগৎ ছেড়ে; সব কলরব শান্ত করে
শূন্য হতে শূন্যান্তরে—দিগন্তে দূরে—
জীবন্ততা সজীব যেথা, প্রান্ত-সীমার অন্ত নাই!
তোমায় আমায় খেল্‌ব সেথা উড়িয়ে পরাণ-পোড়া ছাই;
ভাবের ভেলায় ভুবন-স্রোতে ভাসাও এবার ভাই!
চোখে চোখে মুখে মুখে হৃদয়ে হৃদয়—
মাটীর মানুষ জানে না সে প্রেমের পরিচয়;
মহা স্বচ্ছ মুক্ততাতে বিশ্বছাড়া বিশ্বাসেতে
মহাপ্রাণে প্রাণ মিশাতে ব্যাকুল মরম আকুল তাই!
দণ্ডী খেটে দম যে ছোটে—(এবার) গণ্ডী কেটে মুক্তি চাই!
আমায় ভাবের ভেলায় ভুবন-স্রোতে ভাসাও এবার ভাই;

কথা—শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া সরস্বতী।

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩

II র্সা সর্সা। ঋা ঋা র্সা। না ননা। দা দা পা I ক্ষক্ষা পা। দা দা ক্ষা |
আ মায় ভা বে র ভে লায় ভু ব ন স্রো॰ তে ভা সা ও

০ ১ ২´ ৩ ০ ১

| গা গা। ক্ষা সা সা I সা সসা। গগা গা গগা। দা ক্ষা। দা না র্সর্সা I
এ বা র ভা ই এ ইভ য়ের বাঁ ধন চা ই নে ক খন

২´ ৩ ০ ১

I না র্সা। ঋা র্সা র্সা। না না। দা ক্ষা দা II
অ কূ লে কূ ল না ই বা পা ই

অন্তরা।

২´
[র্সা সর্সা]
আ মায় ৩ ০ ১ ২´ ৩

II ক্ষা দা। না -া না। র্সা ঋা। র্সা না র্সা I না র্সা। না না দদা |
নি য়ে চ ০ ল জ গ ৎ ছে ড়ে স ব ক ল রব

০ ১ ২´ ৩ ০ ১

| দা ননা। না -া না I দা দা। পা পা -ক্ষা। গা গগা। গগা গা -া I
শা ন্ত ক ০ রে শূ ন্য হ তে ০ শু ন্যা॰ ন্ত রে ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩

I পা ক্ষা। গগা -া -ঋা। া -ঋা। সা -া -া I না সা। গগা গা -া |
দি গ ন্তে ০ ০ দূ ০ রে ০ ০ জী ব ন্ত তা ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১

| দা ক্ষদা। দা না র্সা I র্সা র্গর্গা। ঋা র্সা র্সা। না নন্না। দা -ক্ষা দা I
স জী॰ ব যে থা প্রা ন্ত সী মা র অ ন্ত না ০ ই

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩

I ক্ষা দদা। না -র্সা র্সর্সা। ঋা ঋর্সা। না সা -া I না র্সা। ঋা র্সা -া |
তো মার আ মার যে সব লে থা ০ উ ড়ি য়ে প ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| না দা । পা -া ক্মা I পা ক্মা । র্গা র্গা র্গা । র্গা র্গর্গা । দা ক্মদা না I
রা ণ পো ॰ ড়া ছা ই ভা বে র ভে লায় ভু ব॰ ন

২´ ৩ ০ ১
I ননা র্সা । না র্সা র্গা । র্ঋা র্সর্সা । না -দক্মা দা I I
স্রো॰ তে ভা সা ও এ বার ভা ॰॰ ই

সঞ্চারী।

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I র্সা র্সা । র্ঋা র্সা -া । না দা । দা পা -ক্মা I ক্মা পা । দা -া ক্মা |
চো খে চো খে ॰ মু খে মু খে ॰ হৃ দ য়ে ॰ হৃ

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| গা -া । -র্ঋা -া সা I না সা । গা -া গা । গা গা । ক্মা দা না I
দ ॰ ॰ ॰ য় মা টি র ॰ মা সু য জা নে না

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I র্সা র্সা । র্গা -া র্গা । র্ঋা র্ঋা । না -দা -ক্মদা I না র্সা । র্ঋা -া সর্সা |
সে প্রে মে ॰ র প রি চ ॰ ॰য় ম হা স্ব ॰ চ্ছ

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| র্সা র্সর্সা । না র্সা -া I না র্সর্সা । না -া দা । দা ননা । না না -া I
মু ক্ত তা তে ॰ বি শ্ব॰ ছা ॰ ড়া বি শ্বা॰ সে তে ॰

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I ক্মা ক্মা । গা -া গা । গা ক্মা । দা না সা I ননা র্সর্সা । র্গা র্ঋা র্সা |
ম হা প্রা ॰ ণে প্রা ণ মি শা তে ব্যা॰ কুল ম র ম

আভোগ।

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| না দাদা । দা -ক্মা দা I র্গা র্গর্গা । র্সা দা -া । ক্মক্মা র্গা । র্ঋা র্সা নননা I
আ কুল তা ॰ ই দ ণ্ডী খে টে ॰ দম যে ছো টে এবার

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I র্সা র্গর্গা । র্ঋা র্সা -া । না ননা । দা -ক্মা দা I র্সা র্সর্সা । র্ঋা র্ঋা র্সা |
গ ণ্ডী কে টে ॰ মু ক্তি চা ॰ ই আ মায় ভা বে র

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| না ননা । দা দা পা I ক্মক্মা পা । দা দা ক্মা । গা গা । ক্মা সা সা II II
ভে লায় ভু ব ন স্রো॰ তে ভা সা ও এ বা র ভা ই

আত্ম-বিসর্জ্জন।

চতুর্থ দৃশ্য।

(মণীন্দ্রের বাটীর অন্তঃপুর।
মণীন্দ্র এবং জয়াবতীর প্রবেশ।)

মণি। আমার কাল টাকা না হলেই নয়। তুমি দেবে কি না, তাই বল?

জয়া। আমার কাছে টাকা নেই। রোজ রোজ আমি টাকা কোথায় পাব?

মণি। রোজ আমি টাকা চাইছি?

জয়া। রোজ নয় ত আর কি? এই এক বছর তিনি মারা গেছেন, এর মধ্যে তুই কত টাকা ওড়ালি বল দেখি? এই ক'দিনেই ত তিন হাজার টাকা উড়িয়ে দিলি।

মণি। হ্যাঁ, টাকার পালক গজিয়েছে, তাই আমি তা'কে উড়িয়ে দিলুম! কালকে আমার পাঁচ শ' টাকা চাই-ই। কাল পাঁচ শ' টাকা দিও, তার পরে আর না দাও না দেবে।

জয়া। আমার কাছে আর একটী টাকাও নেই।

মণি। দেখি, তোমার লোহার সিন্দুকের চাবিটা দাও দেখি! টাকা আছে কি না দেখি।

জয়া। আমার কাছে লোহার সিন্দুকের চাবি নেই।

মণীন্দ্র। কি হ'ল চাবি?

জয়া। চাবি তোর কাকা নিয়েছে।

মণি। কাকাকে দিয়েছ? তবেই সর্ব্বনাশ ক'রেছ! তোমার পায়ে পড়ি মা, আমাকে পাঁচ শ' খানি টাকা দাও, আর কখনও চাইব না।

জয়া। তুই যখনি নিস, তখনি ত ঐ কথা বলিস্। কিন্তু তার পরে আর মনে থাকে না।

মণী। মাইরি বল্‌ছি মা, আর আমি তোমার কাছে টাকা চাইব না। যে চাইবে সে গাধা, সে ষ্টুপিড। আজ আমাকে পাঁচ শ' খানি টাকা দাও; আমার বড় দরকার।

জয়া। তোর টাকার দরকার কখন নয়? লক্ষ্মী বাপ আমার! অমন ক'রে টাকাগুলো নষ্ট করিস্ নি। এর জন্যে তিনি কত দুঃখ ক'র্ত্তেন্। মর্‌বার সময় তোকে কি ব'লে গেলেন, তা কি মনে নেই? তুই আমার বড় ছেলে। আমার ভরসা তুই। তুই যদি বাবা, এম্নি ক'রে টাকা-কড়ি সব ওড়াবি, তবে আমি আর সব অপোগণ্ড মানুষ কোর্ব্বো কি ক'রে?

মণীন্দ্র। ঐ তোমার এক কথা! কাঁদুনি গাইতে বস্‌লে। আমি কি উড়িয়েছি? বাবার ভাঁড়ার সব ত তোমার কাছে! আমি কি আর তা' জানি না?

জয়া। থাকে, তোদেরই থাকুবে।

মণীন্দ্র। সে-টাকা থাকায় ফল? যখন আমার দরকার হবে, তখন যদি টাকা না পেলুম, তবে সে টাকা থেকে আমার কি লাভ? সে থাকা না-থাকা সমান।

জয়া। কিসের দরকার কাল তোর?

মণীন্দ্র। আমাদের বাগানে পার্টী আছে, নাচ দিতে হবে। আমি বড় লোকের ছেলে, তাই আমায় সবাই ধরে! এতে আমার মান কত!

জয়া। কায়েতের ছেলে, লেখা-পড়া

শিখেছিস্, বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে গেল? মানের মুখে আগুন!

মণীন্দ্র। গালাগাল দিও না বল্‌ছি।

জয়া। দোব না গালাগাল? একশ' বার দোব! আমাকে যেমন জ্বালাচ্ছিস্ পোড়াচ্ছিস্, এম্নি জ্বালায় নিজে জল্‌বি! আমাকে যেমন কাঁদাচ্ছিস্ এম্নি তোকে কাঁদ্‌তে হবে।

মণীন্দ্র। আরে ম'ল, ভাল ক'রে বল্‌ছি না? উনি শাপ-গাল দিতে এলেন্! এতেই ত আমার সঙ্গে বনে না। পৃথিবীতে জন্মেছি, একটু আমোদ ক'র্ব্ব না?

জয়া। আমোদের মুখে আগুন! .... বৃত্তি-ছাড়া আর কি কিছু আমোদ নেই? ঘরে বসে গান-বাজ্‌না কর্, অমন লক্ষ্মী বৌ রয়েছে ঘরে! তা' নয় ত! যত বদ্ ছোঁড়ার সঙ্গে জুটে কেবল বদ্‌খেয়ালি ক'রে বেড়াবি! একদিন রাত্তিরে বাড়ী থাক্‌বি না!

মণীন্দ্র। (অঙ্গভঙ্গি-সহকারে) আহা, হা! ম'রে যাই তোমার বোয়ের গুণের বালাই নিয়ে! চেহারাখানিত মা-কালী! হাতে খাঁড়া দিলেই হয়!

জয়া। আমি রূপের কথা বলি নি, গুণের কথা বল্‌ছি।

মণীন্দ্র। গুণ! তাও যে অষ্টরম্ভা! কি গুণ আছে তোমার বৌয়ের? তোমার বৌ গান গাইতে পারে? তোমার বৌ হার্‌মনিয়ম বাজাতে পারে?

জয়া। গেরেস্ত ঘরের বৌ-ঝি কি গান-বাজ্‌না করে যে, আমার বৌ গান বাজ্‌না ক'র্ত্তে পার্ব্বে? নইলে আমার বৌ স্বয়ং লক্ষ্মী! তুই তাকে কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা দিস্, সে একটী দিনের জন্যেও মুখ ফুটে কারো কাছে বলে নি। উল্টে তোকে যদি কেউ কিছু বলে ত সে লুকিয়ে কাঁদে, আমি কত দিন দেখিছি। সে একলা আমার এত বড় সংসারটার ভার নিয়েছে! আমাকে আর কিছু দেখ্‌তে হয় না। বুদ্ধি, বিবেচনা, দয়া, মায়া ঐ কচি মেয়ের কত! তোর চোক আছে কি যে দেখ্‌বি?

মণীন্দ্র। না, আমার চোক নেই! আমি কাণা! তাই অমন কাল-পেঁচীকে সুন্দরী দেখ্‌তে পাই না। আচ্ছা, তুমি এখন আমাকে টাকা দাও; বেলা যাচ্ছে, আমাকে এখনি যেতে হবে।

জয়া। কোন্ চুলোয় যাবি যা। আমি তোকে আর এক পয়সাও দোব না।

মণি। না, দেবে না? তোমার বাবার টাকা!

জয়া। কি? কি বল্লি! আমি তোর মা, দশমাস দশদিন পেটে ধরিছি, বুকের রক্তে তোকে মানুষ করিছি, তুই আজ আমায় বাপ্ তুল্লি? নইলেই বা লোকে নেশাখোর বল্‌বে কেন? মদ খেলে লোকের এম্নি বুদ্ধিই হয়, বটে!

মণি। তা, আমাকে রাগাচ্ছ কেন? টাকা ফেলে দিলেই ত আমি চ'লে যাই।

জয়া। না, আজ কিছুতেই তোকে টাকা দোব না। তুই কি কর্ত্তে পারিস্ কর্।

(জয়াবতীর প্রস্থান ও অপর দিক্ হইতে লীলার প্রবেশ।)

লীলা। কা'কে যে কি বল, তার কিছুই ঠিক্ থাকে না!

মণি। কেন? কা'কে আবার কি বল্লুম!

লীলা। মায়ের কি অগ্নি ক'রে বাপ্ ভোলে!

মণীন্দ্র। ওঃ!—ভাট্‌পাড়ার পণ্ডিতের কাছে বিধান নিতে ভুলে গেছলুম্!

লীলা। কোথায় যাবে?

মণীন্দ্র। যেখানেই যাই না কেন?

লীলা। তবু বল না, শুনি?

মণীন্দ্র। তোমার কাছে সে কৈফিয়ৎ দিতে আমি বাধ্য নই!

লীলা। আমি কি তোমার কেউ নয়?

মণীন্দ্র। না। কে আবার তুমি?

লীলা। সত্যিই কি আমি তোমার কেউ নই? তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী, তোমার সহধর্ম্মিণী, আমি তোমার পাপ-পুণ্যের ভাগী। আমাকে কেন তুমি বল্‌বে না?

মণীন্দ্র। কেন ব'লব না শুন্‌বে?

লীলা। বল।

মণীন্দ্র। আমি তোমাকে ভাল বাসি না।

লীলা। কেন আমাকে ভালবাস না? কি ক'র্লে আমায় ভাল বাস্‌বে বল, আমি তাই কোর্ব্বো।

মণীন্দ্র। তুমি কালো, তাই ভালবাসি না। সুন্দর হ'তে পার্ব্বে? আমি সুন্দরী চাই।

লীলা। সৌন্দর্য্য বিধাতার দান। বিধাতা তা আমায় দেন্ নি। সৌন্দর্য্য আমি কোথায় পাব? তা'ছাড়া আর কি কর্লে তুমি সন্তুষ্ট হবে বল, আমি তাই কোর্ব্বো।

মণীন্দ্র। গান গাইতে পার্ব্বে? হার-মণিয়ম বাজাতে পার্ব্বে?

লীলা। গান-বাজনা ত' শিখি নি! ছেলেবেলায় কেউ ত তা আমায় শেখায় নি। তুমি শেখাও। তুমি শেখালেই শিখ্‌তে পার্ব্বো। মানুষের অসাধ্য কি কাজ আছে? ছেলেবেলা থেকে যা শিখেছি, তাই জানি। গান-বাজনা কেউ ত' শেখায় নি!

মণীন্দ্র। তবে আমার মাথামুণ্ডু কি পার্ব্বে? এ পার্ব্বে না, ও পার্ব্বে না, তবে কি পার্ব্বে? কেবল রান্না-ঘরে বসে তেল-কালী মাখ্‌তে পার্ব্বে? কল-তলাতে বসে কাদা ঘাঁট্‌তে পার্ব্বে?

লীলা। আমরা গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে, গৃহস্থ-ঘরের বৌ, গৃহস্থ-ঘরের যা কাজ তাই শিখেছি, তাই জানি। এ ছাড়া যদি কিছু শিখ্‌তে হয়, তুমি শিখিয়ে দাও।

মণীন্দ্র। আমি কেন শেখাতে যাব? আমার কি দায়?

লীলা। তুমি না শেখালে কে শেখাবে? তুমি গুরু, তুমি প্রভু! তুমি না শেখালে কে শেখাবে? স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন পৃথিবীতে আর কেউ নেই। স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র গুরু, দেবতা, রক্ষক।

মণীন্দ্র। আর বক্তৃতা কর্ত্তে হবে না, থামো! (পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া) পাঁচটা বাজে, এখুনি তারা ডাক্‌তে আস্‌বে, আমায় যেতে হবে।

(প্রস্থানোদ্যত)

লীলা। কে ডাক্‌তে আস্‌বে?

মণীন্দ্র। সে-কথায় তোমার দরকার কি?

(পুনঃ প্রস্থানোদ্যত)

লীলা। না, না, একটু দাঁড়াও। (মণীন্দ্রের হাত ধরিল) সমস্ত দিনের ভিতর ত বাড়ী

আস না। যদি দয়া করে এসেছ, একটু দাঁড়াও।

মণীন্দ্র। (সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া) আঃ! নোংরা হাত আমার গায়ে দিও না।—জামাটা নোংরা করে দিলে! (জামা দেখিতে লাগিল) জ্বালাতন কোরো না, সর; যাই।

লীলা। কোথায় যাবে? আমি যেতে দোব না। যেতে পাবে না। তুমি যাই বল না কেন, তুমি আমার! আমার ভিন্ন আর কারও নও।

মণীন্দ্র। আচ্ছা, একটা কথা বলি, শুন্‌বে?

লীলা। কেন শুন্‌বো না? তোমার কথা শুন্‌তে পাই না, এই আক্ষেপ! তোমার কাজ কর্ত্তে পালে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে কোর্ব্বো। তোমার আদেশ-পালন কর্ব্বার জন্যে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কি কর্ত্তে হবে বল?

মণীন্দ্র। আমাকে পাঁচ শ' টাকা দিতে পার্ব্বে?

লীলা। টাকা!! টাকা আমি কোথায় পাব?

মণীন্দ্র। এই যে বাবা, এত কেঁড়েলি কচ্ছিলে! আর যেই কথাটা বল্‌ছি অম্নি পেছুচ্ছ! এটা পার্ব্বে না, ওটা পার্ব্বেনা, তবে আর পার্ব্বে কি আমার মাথামুণ্ডু? আমি জানি, মেয়ে-মানুষ কেবল কথার সর্ব্বস্ব; বিশেষতঃ তোমাদের মতন মেয়েছেলে!

লীলা। আমরা স্ত্রীলোক, আমাদের ত নিজেদের রোজগারের ক্ষমতা নেই। স্ত্রীলোক স্বামীর টাকায় ধনবতী। আমাকে ত তুমি কোন দিন টাকা দাও নি! তবে আমি টাকা কোথায় পাব?

মণীন্দ্র। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে আর একটা কাজ কর্ত্তে পার্ব্বে?

লীলা। কি বল?

মণীন্দ্র। (চুপি চুপি) কাকার কাছ থেকে লোহার সিন্ধুকের চাবিটা চুরি করে আন্‌তে পার্ব্বে?

লীলা। (শিহরিয়া) চুরি? কি সর্ব্বনাশ! চুরি আমি কর্ত্তে পার্ব্ব না!

মণীন্দ্র। দূর হও আমার কাছ থেকে!

(নেপথ্যে) মণিবাবু! বলি, অ মণিবাবু!—)

মণীন্দ্র। ঐ তারা এসেছে! (প্রস্থানোদ্যত)

লীলা। তোমার পায়ে পড়ি, যেও না! ওদের সঙ্গে মিশো না। চেয়ে দেখ দেখি আর্শি ধরে নিজের চেহারাখানা! কি ছিলে আর কি হয়ে গেছ? আমার মাথা খাও, তোমার পায়ে পড়ি, একটা দিন ঘরে থাক। একদিন আমায় তোমার সেবা কর্ত্তে দাও।

(মণীন্দ্রের পায়ে ধরিল)

(নেপথ্যে) মণিবাবু! আজ বেরুবেন্ না?

মণীন্দ্র। ঐ আবার তারা ডাক্‌ছে। (স্বগত) আঃ! কোথা হতে এ পাপটা জ্বালাতন কর্ত্তে এল? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তোমার গলা থেকে ঐ হার-ছড়াটা দাও দেখি। তা হলে আজ থাক্‌বো এখন।

লীলা। (কণ্ঠ হইতে হার খুলিয়া মণীন্দ্রের হাতে দিয়া) এই নাও। কোন্ তুচ্ছ এ হার! তোমাকে পেলে আমি এ বিশ্বসংসারের কিছুই চাই না।

মণীন্দ্র। (হার গ্রহণ করিয়া) পথ ছাড়, আমায় যেতে হবে।

লীলা। এই বল্লে, যাবে না?

মণীন্দ্র। সে আমার খুসি!

লীলা। না, আজ কিছুতেই যেতে পাবে

না। আমি আজ কিছুতেই তোমাকে ছাড়্‌বো না। (পুনর্ব্বার মণীন্দ্রের পায়ে ধরিল।)

মণীন্দ্র। (বিরক্তি-সহকারে) আঃ! একশ-বারি জ্বালাতন ভাল লাগে না। সজোরে পা ছাড়াইয়া লইয়া মণীন্দ্র চলিয়া গেল; লীলা পড়িয়া গেল। (জয়াবতীর পুনঃ প্রবেশ।)

জয়া। আহা হা! মরে যাই! হতভাগা বাছাকে ফেলে দিয়ে গেল গা? এমন লক্ষ্মী বৌ কি এখনকার দিনে হয়? কপালটা কেটে গেছে বুঝি? (গায়ে হাত দিয়া ডাকিলেন) বৌ-মা! ও বৌ-মা!

(ভোলানাথের প্রবেশ।)

ভোলা। বৌদিদি! তুমি আবার মণেকে টাকা দিয়েছ?

জয়া। না, ভাই, আমি ত তাকে টাকা দিই নি! আমি বলেছি লোহার সিন্দুকের চাবি তোমার কাছে।

ভোলা। বেশ করেছ! ছোঁড়া আমাকে তবু একটু ভয় করে। কি করে যে ছোঁড়া শোধ্‌রাবে! (লীলাকে দেখিয়া) এ কি! বৌমা, এমন করে পড়ে কেন? কপাল দিয়ে রক্ত পড়্‌ছে যে!

জয়া। মণে ঠেলে ফেলে দিয়ে গেছে। হারছড়াটা বুঝি নিয়ে গেছে?

ভোলা। ওঃ! এত দূর! আমিও দেখলুম্ বটে, তার হাতে একছড়া হার রয়েছে; জিজ্ঞাসা ক'র্লুম, বল্লে,"এ তোমাদের বাড়ীর নয়, আমার এক বন্ধুর!" মনে কর্লুম, হবেও বা! ওঃ! বড় ঠকিয়ে পালিয়েছে! আচ্ছা, আমিও তাকে জব্দ কোর্ব্বো। এখ্‌নি পুলিশে খবর দিচ্ছি, দাঁড়াও। যেমনকে তেমন! নইলে কিছুতেই শোধরাচ্ছে না!

[ভোলানাথের প্রস্থান।]

লীলা। (উঠিয়া) মা, কাকাকে বারণ করুন্, পুলিশে খবর দিতে বারণ করুন্। আমি হার দিয়েছি; তিনি ত নিজে নেন নি! ওমা! শীগ্‌গির যান, কাকাকে বারণ করুন্। পুলিশে নয় ত তাঁকে ধ'রে নিয়ে যাবে। ওমা, কি হবে?

জয়া। তোমার কোনো ভয় নেই মা, তোমার কাকা ভালই ক'চ্ছেন। ওকে একটু শাসন না ক'র্লে চল্‌ছে না। চল, এখন কাপড় কাচ্‌বে চল, সন্ধ্যে হয়ে এল।

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

(হেমচন্দ্রের বাটী—লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মন্দির। পূজার উপকরণ হস্তে লইয়া হরিদাসের প্রবেশ; অপর দিক্ দিয়া অন্নপূর্ণার প্রবেশ।)

হরি। বৌ-ঠাকরুন্, এখানে এসেছেন্ এই যে! সর্ব্বেশ্বরবাবু একবার আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে চাইছেন্।

অন্ন। কেন হরিদাস?

হরি। আমাকে সে কথা ত কিছু ব'ল্লেন না। ব'ল্লেন, আপনার কাছে বল্‌বেন্। কোন কাজের কথাই হবে।

অন্ন। কাজের কথা ত বুঝলুম! তা কাজের কথা আমার কাছে কেন? সে ত ওঁকে বল্লেই পার্ত্তেন্।

হরি। আজকাল বাবু যে কোথায় থাকেন্, বাবুর ত দেখাই পাওয়া যায় না। হয় বাড়ীর ভেতর, নয় ত গঙ্গার ধারে ব'সে থাকেন্। সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক! তাঁকে কোন কাজের কথা ব'ল্লে উত্তরই পাওয়া যায় না।

অন্ন। (স্বগত) হা—ভগবন্! যত মনে

করি কাতর হব না, ততই মন ভেঙে পড়ে কেন? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তাঁকে আস্‌তে বল। কি কথা আছে বল্‌তে বল।

হরি। তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন; আমি ডেকে দিইগে।

[মন্দির-মধ্যে পূজার দ্রব্যাদি রাখিয়া হরিদাসের প্রস্থান ও সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ।]

অন্ন। আপনি আমাকে কি বল্‌তে চাচ্ছিলেন্?

সর্ব্বে। আজ্ঞে হ্যাঁ, মা। জমীদারী যাওয়া অবধি বাবুর মন এমন হয়েছে, তিনি ত আর কিছুই দেখেন্ না! কোথায় থাকেন্! দরকার হ'লে তাঁকে খুঁজেই পাই না। আমি এত বোঝাই, কিছুতেই তাঁর মন ফেরাতে পার্‌লুম না। তিনি যেন কেমন এক রকম হ'য়ে গেছেন। সে-দিন মণিরায়ের একটা লোক রাস্তায় এত অপমান ক'র্লে, বাবু একটা কথাও কইলেন না। মাথা নীচু ক'রে চলে এলেন। আমার এ-সব সহ্য হয় না।

অন্ন। আমি কি কোর্ব্বো? আমাকে কি কর্ত্তে বলেন্?

সর্ব্বে। মা, আপনি বুদ্ধিমতী, সাধ্বী। আপনি চেষ্টা ক'রে যাতে বাবুর মন পরিবর্ত্তন কর্ত্তে পারেন, তা করুন্। আপনি নিশ্চেষ্ট হয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না! আপনার গহনা বিক্রীর টাকায় বেশ ব্যবসা চল্‌ছিল, কিন্তু বাবুর অমনোযোগে সব নষ্ট হ'য়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। আর থাকে না!

অন্ন। আপনি ত রয়েছেন্, আপনি কেন দেখেন্ না?

সর্ব্বে। মা, সিংহের ভার কি শৃগালে বইতে পারে? বাবুর এই রকম ভাব দেখে লোকজন কেউ আমাকে গ্রাহ্য করে না। মহাজনে মাল ধারে দেয় না। কি বল্‌ব মা, যেখানে আমি প্রবল প্রতাপে কাজ করে এসেছি, সেখানে আমি যেন জুজু হ'য়ে আছি! এই বেলা বাবুর মন ফেরাতে না পার্লে সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ হবে।

অন্ন। ঈশ্বর যা ক'র্ব্বেন তাই হবে। অদৃষ্ট ছাড়া ত পথ নেই। নইলে এমন হবে কেন?

সর্ব্বে। অদৃষ্ট ব'লে চুপ ক'রে থাক্‌লে চল্‌বে না, মা! চেষ্টা কর্ত্তে হবে। চেষ্টার অসাধ্য জগতে এমন কি কাজ আছে মা? বাবুর যে রকম মনের অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তা'তে আমার ভয় করে।

অন্ন। আমি মেয়ে-মানুষ, আমার উপায় কি? আমি কি কর্ব্বো?

সর্ব্বে। আপনাকে কিছু ক'র্ত্তে হবে না, আপনি কেবল সর্ব্বদা বাবুর কাছে কাছে থাকবেন্, আর তাঁকে বোঝাবেন্। তিনি চির-কাল ঐশ্বর্য্যের কোলে লালিত হয়েছেন, দুঃখ-কষ্টের মুখ কখনও দেখেন্ নি! হঠাৎ একেবারে দারিদ্র্যের কোলে পড়েছেন, সেইজন্যেই মনের এত বিকৃতি ঘটেছে। তাঁকে বুঝিয়ে কাজকর্ম্মের দিকে একটু মন দেওয়াতে পার্লেই সব সেরে যাবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা। আমি অনেক ভাল লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করেছি, সকলেই বল্লেন, একটু চেষ্টা কর্লেই আমাদের বিষয় আমরা ফেরত পেতে পারি। আমি এজন্যে প্রাণপণ চেষ্টায় আছি। বাবু একটু মনোযোগ দিলেই, অনায়াসে আবার বিষয়টা ঘরে আসে। বড় জোর ও যে-টাকায় কিনেছে, সেই টাকাটা ওকে দিতে হবে।

অন্ন। ওঁকে এ-কথা বলেছিলেন ?

সর্ব্বে। হ্যাঁ, বলেছিলুম, কিন্তু বাবু বল্‌লেন, "যা হ'বার হয়ে গেছে, আর আপনার লোককে বিপদে ফেলা কেন ?"

অন্ন। তা ত সত্যি কথা।

সর্ব্বে। বলেন্ কি! যে বিশ্বাসঘাতক এমন সর্ব্বনাশ কর্ত্তে পারে, সে আবার আপনার লোক কি ? আত্মীয় ব'লে তার প্রতি আবার মায়া-মমতা কিসের ? আমি এর জন্যে প্রাণপণ করেছি। নিমক-হারাম পাজী বেটাকে আমি একবার দেখে নেব। এর জন্য আমাকে নালিশ, মোকদ্দমা, যা কর্ত্তে হয়, আমি সব ক'র্ব্ব। কিছুতে ছাড়্‌ব না। এমন বদমায়েসকে শাস্তি না দিলে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ওঃ! বেটার কথা মনে হলে রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপে। নেমকহারাম ব্যাটা ম্যানেজার হয়েছিলেন, রাজার হালে ছিলেন। শেষে রক্ষককেই ভক্ষণ! বাবু তাই সে-দিন চুপ করে ফিরে এলেন, আমি হলে জুতোর চোটে সেইখানেই ব্যাটার বিষয়-ভোগ করা বার করে দিতুম। আমার বোধ হয়, মণিরায়ও এর ভেতর আছে। সে-দিন যে-ভাবে কথাগুলো কইলে, তাতে স্পষ্টই একথা মনে হ'ল। তা'কেও একবার দেখে নোব।

অন্ন। কেন! মণিরায়ের সঙ্গে ত আমাদের কোনও শক্রতা নেই! সে কেন এর ভেতর থাকবে ?

সর্ব্বে। শক্রতা কি বাবুর ভগ্নীপতির সঙ্গেই ছিল, মা ? হিংসুটে লোকের হিংসেয় সব করে। এ সংসারে লোকে ভালর ভাল কি দেখ্‌তে পারে ? আচ্ছা, আমিও একবার সবাইকে দেখে নোব। তবে এখন আমি যাই মা! বাবুর যাতে মন পরিবর্ত্তন হয়, আপনি সে-বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা ক'র্ব্বেন্।

[প্রস্থানোদ্যত]

অন্ন। আর একটা কথা।

সর্ব্বে। কি, আজ্ঞা করুন্।

অন্ন। বিষয়-সম্বন্ধে আপনি যা ব'ল্লেন, তা'তে ত অনেক টাকা খরচ হবে। অত টাকা এখন কোথায় ?

সর্ব্বে। সেজন্য আপনি ভাব্‌বেন না; সে ভার আমার। যত টাকা দরকার হবে, আমি যেমন করে পারি, তা সংগ্রহ কর্ব্বো। তারপরে আমাদের চিরকালের পৈতৃক সম্পত্তি একবার হাতে এলে, আর ভাবনা কি ? আমি এখন চল্লুম। আপনাকে যা বল্লুম, আপ্‌নি তা কর্ব্বেন্। [প্রস্থান]

অন্ন। (নতজানু হইয়া করযোড়ে) হে প্রভু! বিপদ্‌ভঞ্জন! মধুসূদন! হে অকূলের কাণ্ডারি! কূল দাও নাথ! এ বিপদ্ থেকে উদ্ধার কর, প্রভু! তুমি রাজসভায় দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ করেছিলে, বালক ধ্রুবকে মোক্ষপদ দিয়েছিলে, প্রহ্লাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলে! হরি, তুমি দয়ার সাগর! তোমার করুণার সীমা নেই। আমি অবলা, তোমার মহিমা কি জানি, ঠাকুর! তুমি ভিন্ন অনাথের যে আর কেউ নেই। দয়াময়! দয়া কর। আমার স্বামীকে প্রকৃতিস্থ রাখ; তাঁর বুদ্ধি-জ্ঞান হরণ কোরো না, তাঁর সুমতি থেকে তাঁকে বঞ্চিত কোরো না। বিপদে পড়ে যেন তাঁর বুদ্ধিলোপ না হয়। ঐশ্বর্য্য গেছে—যাক্! ভাগ্যে থাক্‌লে আবার হবে, কিন্তু আমার স্বামীর দেহ-মনঃ-প্রাণ ভাল থাকে যেন।

[গাহিতে গাহিতে একটী ভিখারীরপ্রবেশ।]

(গান)

হৃদয়-দুয়ার খুলে অনিবার
প্রাণ ভরে তাঁরে ডাক দেখি মন!
সে যে অকুল-কাণ্ডারি, ভব-ভয়হারী
তাপিতের তাপ করে নিবারণ!
এ সুখ-সম্পদ্, সকলি বিপদ্,
চিরদিন এ ত রবে না কখন!

কি ছার আশায়, ফিরিতেছ হায়,
বিষয়ের বিষে হয়ে অচেতন!
জলবিম্ব-প্রায়, মিশে সব যায়,
প্রাণে জাগে শুধু বিষাদ-বেদন।
ঘুচিবে তরাস, মিটিবে পিয়াস,
অভয়-চরণে নাও রে স্মরণ!

(ক্রমশঃ)

"আকাশ পানে চেয়ো"—

দিবস-রাতে মাঝে মাঝে
আকাশ পানে চেয়ো, বন্ধু,
আকাশ পানে চেয়ো!
খেলায় কাজে সকাল সাঁঝে
আকাশ পানে চেয়ো, বন্ধু,
আকাশ পানে চেয়ো!
মোহ যখন ফেল্‌বে ঘিরে,
বিপদ্ কুটিল চাইবে ফিরে,
আঁধার যখন নাম্‌বে ধীরে
আকাশ পানে চেয়ো, বন্ধু,
আকাশ পানে চেয়ো!

সুখের দিনে হাসির মাঝে
আকাশ পানে চেয়ো, বন্ধু,
আকাশ পানে চেয়ো।
বাদ্‌লা দিনের ঝঞ্ঝা-ঝড়ে
আকাশ পানে চেয়ো, বন্ধু,
আকাশ পানে চেয়ো!
মৃত্যু যে-দিন আস্‌বে কাছে
দেখ্‌বে আঁধার আগে পাছে,
তবু নীলাকাশে বন্ধু আছে,
তাই আকাশ পানে চেয়ো, বন্ধু,
আকাশ পানে চেয়ো!

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বারাণসী-ধামে ত্রিলোচনের মন্দির আছে। ইহার তিনটী চক্ষু আছে বলিয়াই ইনি ত্রিলোচন-নামে খ্যাত। প্রবাদ এইরূপ যে, যখন শিব ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, বিষ্ণু তখন তাঁহার পূজার জন্য এক সহস্র বিভিন্ন পুষ্প লইয়া আসিতেন। একদা বিষ্ণু সহস্র পুষ্প লইয়া আসিয়া পূজায় রত হইবেন, এমন সময় তাঁহার মন অন্য স্থানে আকৃষ্ট হইল। শিব সুযোগ বুঝিয়া একটী পুষ্প হরণ করিলেন। এ-দিকে বিষ্ণু একটী পুষ্প কম দেখিয়া বড়ই সংকটে পড়িলেন এবং সংখ্যা পূর্ণ করিবার মানসে স্বীয় চক্ষু উৎপাটিত করিয়া পূজায় দান করিলেন। শিবের কপালে চক্ষুটী রাখিবামাত্র উহা সংলগ্ন হইল। তদবধি তিনি

ত্রিলোচন-নামে খ্যাত হইলেন। অন্য প্রবাদ এই যে, শিব সপ্ত পাতাল পর্য্যটন করিয়া এই স্থানে আসিয়া অবস্থান করিলেন। গৌরী শিবের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে খুঁজিয়া পান নাই। শিব তৃতীয় চক্ষু দিয়া গৌরীর কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। লোকের বিশ্বাস এই যে, এই মন্দিরের তলে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর ত্রিবেণী-সঙ্গম হইয়াছে। সেইজন্য সরস্বতীশ্বর, যমুনেশ্বর, এবং নির্ব্বুধেশ্বর নামে তিনটী দেবতা এখানে বাস করেন্। মন্দিরের সীমার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দুইটী দেবতার মূর্ত্তি দেখা যায়, কিন্তু শেষোক্তটী ত্রিলোচনের মন্দিরের কিছু দূরে অবস্থিত। লোকদিগের বিশ্বাস এই যে, ত্রিলোচন-দেবের পূজা করিলে নরক-যন্ত্রণা ভুগিতে হয় না। বৈশাখ-মাসের কোনও এক রাত্রি ও দিবা যদি কেহ জাগরণ করিয়া ত্রিলোচনের পূজা করে, তাহা হইলে সে মুক্ত হইয়া যায়। মন্দিরটী পুণার নাথুবালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। চত্বরে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি আছে। ইহার দক্ষিণ দিকে যে-সকল দেব-মূর্ত্তি দেখা যায়, তন্মধ্যে একটীর নাম কোটী-লিঙ্গেশ্বর। চত্বরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটী অশ্বত্থ-বৃক্ষের নিম্নে হনুমানের মূর্ত্তি বিরাজিত। ইহার সন্নিকটে গণেশ ও শীতলার মূর্ত্তি দেওয়ালে দৃষ্ট হয়। দক্ষিণে বারনারসী-নামে একটী দেবতা আছেন। ইঁহাকেই রাজা বনার দান করিয়াছিলেন। গণেশ- ও সূর্য্য-মূর্ত্তি এখানে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিলোচন-দেবের মন্দিরটী আটটী থামের উপর অবস্থিত। ছাদটী আলেখ্য-দ্বারা ভূষিত। সম্মুখে দুইটী ঘণ্টা ঝুলিতেছে। পূজা-সমাপনান্তে ভক্তগণ ঘণ্টাগুলি বাজাইয়া থাকেন্। মন্দিরের দ্বারের বিপরীত ভাগে একটী শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত যণ্ড-মূর্ত্তি দেখা যায়। মন্দির-সংলগ্নীভূত প্রাচীরে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত গণেশ-মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। বামদিকের দেওয়ালের কুলুঙ্গীতে শিখগুরু নানক-সার মূর্ত্তি স্থাপিত। দক্ষিণ দিকের কুলুঙ্গীতে নারায়ণ এবং লক্ষ্মীর কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি অবস্থিত।

পাপীদিগের যে কিরূপ শাস্তি, তাহার একটি চিত্রও এখানে দেখা যায়। সম্মুখে মৃত্যুরূপী নদী অবস্থিত। জীবগণ ইহা পার হইয়া অপর পারে যাইতে চেষ্টা করিতেছে। কেহ কেহ বা একলা পড়িয়া নদী-তরঙ্গে বিধ্বস্ত হইতেছে; কেহ কেহ বা গো-পুচ্ছ ধারণ করিয়া বৈতরণী পার হইতেছে। কোনও স্থানে পাপীদিগকে তৈল-কটাহে নিক্ষেপ করা হইতেছে। কাহাকেও বা লগুড়াঘাতে শাসিত করা হইতেছে। কামুক-কামুকীগণ তপ্ত লৌহে আবদ্ধ হইয়া অনন্ত জ্বলনে জ্বলিতেছে।

এই স্থান ত্যাগ করিয়া ত্রিলোচন-ঘাটের দিকে অগ্রসর হইলে, দুইটী পথের কোণে একটী সুন্দর মন্দির দৃষ্ট হয়। ইহা কানুসাহু-দ্বারা নির্ম্মিত। ত্রিলোচন-মন্দিরের সন্নিকটে অনেক দেবতার স্থান আছে। এখানে একটী দেবীর নাম উমা। কেনেষিৎ উপনিষদে উমার এরূপ বর্ণনা আছে যে, অসুরবিজয়ে ইন্দ্রাগ্নি-পবনাদি দেবতাগণ আত্মার স্বরূপ না জানিয়া অসুরবধে আপনাদিগের ক্ষমতা মানিয়া মহাগর্ব্বী হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সেই অসদভিমানাপনয়ন-হেতু এবং আপ-নার স্বরূপলক্ষণ-বোধন-জন্য দেবাদির সম্মুখে

বিস্মাপনীয়রূপে ব্রহ্ম অবতীর্ণ হন্। ইন্দ্রাদি-দেবগণ কিন্তু ইন্দ্রিয়গোচরে প্রাদুর্ভূত ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই। অনন্তর ব্রহ্মের তিরোধান-সময়ে ইন্দ্রাদি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এ অদ্ভুত পুরুষ কে? যখন অগ্নি প্রভৃতি দেবতারা পরাভূত হইলেন, তখন ইনি পরমপূজ্য পুরুষ হইবেন, এই অভিধ্যান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে হৈমবতী উমা-নাম্নী পরা-বিদ্যা প্রাদুর্ভূতা হন্। তাঁহাকে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, "মাতঃ! উমে! এই যক্ষপুরুষ কে, যিনি দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হইলেন?" তখন সেই ব্রহ্ম-বিদ্যা উমা কহিলেন, "ইনি ব্রহ্ম। অসুর-সংগ্রামে তোমরা ঈশ্বর-কর্ত্তৃক জয়লাভ করিয়াছ। ঈশ্বরেরই এই বিজয়। তোমরা নিমিত্তমাত্র। ঈশ্বর ভিন্ন কাহারও কোন ক্ষমতা নাই। তোমরা যে বল, 'আমরা জয় করিয়াছি', সে শুদ্ধ অভিমানের কার্য্য। অতএব মিথ্যাভিমান ত্যাগ কর।" এই উমা-বাক্যে দেবতারা ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন। উমাই প্রণবরূপা! উ ম অ এই অক্ষরত্রয়-সম্বলিত হইয়া উমা হইয়াছে।

ত্রিলোচনঘাট পিলপিল-তীর্থ নামে খ্যাত। এখানে গঙ্গা-স্নান করিয়া তীর্থকামিগণ পঞ্চগঙ্গা-ঘাটে গমন করে ও তথায় যাইয়া পুনরায় স্নান করে; পরে মণিকর্ণিকা-কূপে যাইয়া কূপোদকে অবগাহন করে। পিলপিল-ঘাটের অনতিদূরে গাই-ঘাট অবস্থিত।

সন্নিকটে যে দুইটী মন্দির দেখা যায়, তন্মধ্যে একটী নির্ব্বুদেশ্বরের ও অন্যটী আদি মহাদেবের। দুইটী মন্দিরই কারুকার্য্য-হীন। আদি-মহাদেবের মন্দিরে ব্যাস-গদি আছে। ব্রাহ্মণ এই গদিতে উপবিষ্ট হইয়া কথকতা করেন। দ্বারের সমক্ষে একটি অশ্বত্থবৃক্ষ আছে এবং তথায় যে চত্বর দেখা যায় তদুপরি পার্ব্বতীশ্বরীর প্রস্তরমূর্ত্তি বিরাজমানা। এখানে আরও অনেক দেবতা আছেন। উক্ত অশ্বত্থবৃক্ষের পশ্চাতে গণেশের মন্দির অবস্থিত।

* * *

গঙ্গাতটে যে-সকল তীর্থস্থান অবস্থিত, তন্মধ্যে পঞ্চগঙ্গাঘাট একটি। হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, এখানে পাঁচটী নদী সম্মিলিত হইয়াছে; যথা ধূতপাপা, জবনানন্দ, কিরণ-নদী, সরস্বতী এবং গঙ্গা। প্রবাদ এইরূপ যে, ধৌতপাপা-নাম্নী একটী কুমারী ধর্ম্মনামক স্বীয় স্বামীকে উপহাসচ্ছলে শাপ দিয়া ধর্ম্মনদ-নামক নদীতে পরিণত করেন। স্বামীও প্রতিহিংসা লইবার মানসে তাহাকে পর্ব্বতে পরিণত করেন। কুমারীর পিতা বেদাসুর দয়াপরবশ হইয়া কন্যাকে চন্দ্রকান্ত-প্রস্তরে পরিণত করেন্। তৃতীয় স্রোতস্বতী কিরণ-নদী সূর্য্যের ঘর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। সূর্য্যদেব যখন মঙ্গল-গৌরীর আরাধনায় রত থাকেন্, তখন তাঁহার ঘর্ম্ম হইতে থাকে। সেই ঘর্ম্মই কিরণ-নদীর জনক। এখানকার সংলগ্নীভূত ঘাটে মঙ্গলগৌরীর মূর্ত্তি আছে। উক্ত তিনটী ও গঙ্গা এবং সরস্বতী একত্রে পঞ্চনদরূপে বিখ্যাত। কেবলমাত্র গঙ্গাই চক্ষের গোচরীভূত ও অন্যগুলি দৃষ্টির বহির্ভূত।

পঞ্চগঙ্গা ঘাটের সিঁড়ি চড়িয়া লক্ষ্মণবালা-ঘাটে যাইতে পারা যায়। এখানে লক্ষ্মণবালা-নামে একটি মন্দির আছে। দেওয়ালগুলি ছবি-দ্বারা পরিশোভিত। ছবির মধ্যে বৃক্ষের

ছবিই অধিক। অন্যান্য ছবি নাই, এ-কথা বলিতে পারা যায় না। এই ছবিগুলির মধ্যে দশ-মহাবিদ্যারও ছবি আছে। হিন্দুরা ব্রহ্মকে যেমন পুরুষ মানেন, তেমনই স্ত্রীও মানেন। তিনি বালকও বটেন্ এবং যুবাও বটেন। তাই শ্রুতিতে আছে—পুমাং স্তং স্ত্রী ত্বং উতস্তং বালো যুবা বৃদ্ধস্তং দণ্ডো দণ্ডেন জীযতি। এই দশমহাবিদ্যা বিষ্ণুর দশাবতারের রূপান্তর-মাত্র। যথা:—

কৃষ্ণস্তু কালিকা সাক্ষাৎ বরাহশ্চৈব তারিণী।
সুন্দরী জামদগ্ন্যস্তু বামনো ভুবনেশ্বরী।
ছিন্নমস্তা নৃসিংহস্তু বলভদ্রস্তু ভৈরবী।
কমঠো বগলাদেবী মীনো ধূমাবর্ত্তী তথা।
বুদ্ধোমতঙ্গী বিজ্ঞেয়া কল্কিস্তু কমলাত্মিকা।
এতে দশাবতারাস্তু দশ বিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

যিনি কৃষ্ণ তিনিই কালিকা। এই কৃষ্ণ-নামোল্লেখে রামমূর্ত্তি। বরাহরূপ তারা, ষোড়শী পরশুরাম। ভুবনেশ্বরী বামনরূপ। বলরাম-মূর্ত্তি ভৈরবী। ছিন্নমস্তা নৃসিংহ, কূর্ম্মরূপ বগলা, ধূমাবতী মীন, বুদ্ধরূপ মাতঙ্গী এবং কল্কিরূপ কমলাত্মিকা। এই দশাবতার দশ মহাবিদ্যা বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে।

উক্ত লক্ষণবালা-মন্দিরে, তীর্থকামিগণ মালা জপ করেন। এখানে গান-বাজনাও হইয়া থাকে। যেখানে বাদকগণ উপবেশন করে, তাহার কোণে তিনটী মূর্ত্তি আছে। মধ্যে যে মূর্ত্তি অবস্থিত, তাঁহার পরিধানে নীল বসন, মস্তকে নীল পাগড়ী ও গলায় ফুলহার। ইঁহার বামদিকে একটি গিল্‌টি করা চক্র দেওয়ালে গাঁথা আছে। তাহাতে নাক, চক্ষু, গাল, মুখ এবং জ্যোতির্ম্মণ্ডল দৃষ্ট হয়। ইহাই সূর্য্য-দেবের মূর্ত্তি। ইঁহার দক্ষিণ দিকে চন্দ্রের মূর্ত্তি। ইঁহাদিগের সামান্য দূরে একটি প্রদীপ জ্বলিতে থাকে।

পঞ্চগঙ্গাঘাটের সিঁড়ি চড়িয়া ঔরঙ্গজেব-নির্ম্মিত মস্‌জিদে যাওয়া যায়। ইহাই 'মধুদাসকা দেওড়া' নামে খ্যাত। মসজিদটী খুবই পাকা।—দেখিলেই বোধ হয় যেন নূতন তৈয়ার হইয়াছে। কত শতাব্দী এই মস্‌জিদের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তথাপি ইহা নবীনত্ব হারায় নাই। মস্‌জিদটীতে কেবলমাত্র শুক্রবারে লোকজন সমবেত হইয়া নমাজ পড়ে। ইহার তত্ত্বাবধানের জন্য একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ইহারই আয়ে মস্‌জিদের খরচার সরবরাহ চলিয়া থাকে। একজন মুল্লা এই মস্‌জিদের মালিক।

বারাণসী-ধামের উত্তর দিকে কামেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। ইহাই পুরাতন মন্দির। ইহা খুব যে পুরাতন, তাহা নহে, তবে আধুনিকও নহে। এখানে অনেক দেবতাই আছেন। চতুবস্রের মন্দিরগুলি লাল রঙ্গে রঞ্জিত। এখানকার প্রধান মন্দিরটি কামনাথ বা কামেশ্বরের। ইনিই কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। অন্য মন্দিরে রাম সীতা, লক্ষ্মী এবং সূর্য্যের মূর্ত্তি আছে। এখানে ১০।১২টি মন্দির অবস্থিত।

ইহার উত্তর দিকে একটি অশ্বত্থবৃক্ষ-তলে অনেকগুলি দেবতা আছেন। তন্মধ্যে একটি নরসিংহ-মূর্ত্তি। হিরণ্যকশিপুকে বধ করিবার জন্য একটি স্তম্ভ হইতে ইনি নরসিংহাকারে আবির্ভূত হন্। ইঁহার ক্রোড়ে হিরণ্যকশিপু অবস্থিত। এখানে মৎস্যোদরীর মূর্ত্তিও দেখা যায়। ইনি ময়ূরাসনা। এখানে দুর্ব্বাসা ঋষিরও মূর্ত্তি অবস্থিত।

কামনানাথের মন্দির-সংলগ্ন একটী ঝিল (পুষ্করিণী) ছিল। তাহা মৎস্যোদরী-তীর্থ নামে আখ্যাত হইত। পুষ্করিণীটী এখন বুজাইয়া ফেলা হইয়াছে। সুতরাং, কামনা-নাথের মন্দিরে তীর্থকামীদিগের ভীড়ও কমিয়া গিয়াছে।

অওসানাগঞ্জ মহল্লার ঈশ্বরনাদী শড়কে যজ্ঞেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। ইনি শিবলিঙ্গ। মন্দিরটীতে বারাণসীর মহারাজ হইতে দীন-হীন ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই আসিয়া থাকেন। মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে একটী ষাঁড় উপবিষ্ট দেখা যায়। ষাঁড়টী নন্দী-নামে খ্যাত। বিগ্রহটী কৃষ্ণপ্রস্তরের। উচ্চতায় ইহা ৬ ফিট এবং ব্যাসে ১২ ফিট। প্রবাদ এইরূপ যে, যখন দেবগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তখন যজ্ঞ-কুণ্ড হইতে শিব প্রস্তরাকারে আবির্ভূত হন। ইহার উপরে একটি সবা অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে ইহাকে ঝাড়া দেওয়া হয়।

অওসাতগঞ্জ-মহল্লার লাগাও কাশীপুর মহল্লা অবস্থিত। এখানে দুইটী ঘরবিশিষ্ট একটী মন্দির আছে। একটী ঘরের কুলুঙ্গিতে কাশীদেবী অবস্থিত। তীর্থকামিগণ অন্যান্য মন্দির দেখিয়া এখানে একবার আসিবেই আসিবে। এখান হইতে কিছু দূরেই ঘণ্টাকর্ণ-তালাও নামে একটি পুষ্করিণী আছে। ঘণ্টাকর্ণ নামে এক পিশাচ ছিল, তাঁহারই নামে এই পুষ্করিণীর নামকরণ হইয়াছে।

কতকগুলি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নিম্নে অবতরণ করিলে একটী চতুরস্রে যাওয়া যায়। জলে অবতরণ করিতে হইলে সিঁড়িই সম্বল। চতুরস্রের দক্ষিণদিকে তিনটী মন্দির আছে। তন্মধ্যে মধ্যস্থিত মন্দিরটী ব্যাসদেবের। ইহা ব্যাসেশ্বর-নামে খ্যাত। দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে বেদব্যাস উপবিষ্ট আছেন। ইহার গলে ফুলহার। রামনগরে বেনারসের মহারাজও ইহার নামে একটি মন্দির স্থাপনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা শিবের সহিত সম্বন্ধীভূত বলিয়া ব্যাসের পূজা শিব-পূজাতেই সম্পন্ন হয়। কর্ণঘণ্টা-তালাওয়ে সেটী হয় না। এখানে ব্যাসের স্বীয় মূর্ত্তি আছে। শ্রাবণ-মাসে হিন্দুগণ, বিশেষতঃ রমণাগণ, এই পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া অশ্বত্থ, কদম্ব ও বটবৃক্ষের পূজা করেন্।

আমরা এখানে বেদব্যাস-সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। যাঁহার অসামান্য প্রতিভা-বলে হিন্দুজাতি অদ্য জগৎপূজ্য আসন গ্রহণ করিয়াছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে কিছু না বলিলে ত্রুটি রহিয়া যাইবে। বেদব্যাসের আখ্যায়িকা এইরূপ:—দাসকন্যা সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে দুই পুত্র জন্মে। চিত্রাঙ্গদ যুদ্ধে যক্ষ-হস্তে হত হন। বিচিত্রবীর্য্য অত্যন্ত-রমণাসক্তি-প্রযুক্ত যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া অল্পকালেই মৃত হইয়াছিলেন। উক্ত দাসকন্যা সত্য-বতীর অনূঢ়া-কালে মহামুনি পরাশর-কর্ত্তৃক দ্বৈপায়নের উৎপত্তি হয়। ইনি অত্যন্ত ক্ষমতাবান্ ও অতিশয় পণ্ডিত ছিলেন। লোকে ইঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার মনে করিতেন্। বদরিকাশ্রমে বাস করাতে ইঁহার অপর এক নাম বাদরায়ণ। ইনি বেদকে চারি খণ্ডে বিভাগ করাতে "বেদব্যাস"-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ যজুর্বেদ ও সামবেদ হইতে বর্গ-বিভাগক্রমে মন্ত্ররাশি উদ্ধৃত করিয়া ইনি চারি সংহিতা করেন্। পরে বেদব্যাস আপনার চারি

শিষ্যকে আত্মসমীপে আহ্বান করিয়া সেই সকল বেদ-সংহিতার এক এক সংহিতা এক এক শিষ্যকে প্রদান করেন্। তিনি স্বশিষ্য পৈল-ঋষিকে ঋগ্‌বেদ-সংহিতা বলেন, আর বৈশম্পায়ন-নামক শিষ্যকে যজুর্ব্বেদ বলেন; জৈমিনিকে সামবেদ ও ছন্দোগ-সংহিতা বলেন এবং আঙ্গিরসীশ্রুতি-সমন্বিত অথর্ব্ববেদ সুমন্ত-নামক শিষ্যকে বলেন।

ব্যাস-শিষ্য পৈলাদি ঋষিগণের দ্বারা ঐ বেদ-চতুষ্টয় চারিভাগে পুনর্বিভক্ত হয়। যথা মন্ত্র, যজ্ঞ, উদ্গাত্র ও স্তোম। মন্ত্রময় ঋগ্বেদ, যজ্ঞময় যজুর্ব্বেদ, উদ্গাত্র সাম এবং স্তোম অথর্ব্ববেদ। এই চারিভাগের প্রণেতা পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্ত্র। ইহাদিগের শিষ্য-প্রশিষ্য-দ্বারা অনন্ত শাখায় বেদ বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম, ঋগ্বেদ-শাখা—ইন্দ্রপ্রমতি, বাস্কল, আশ্বলায়ন, অগ্নিমিত্র, মাণ্ডুকেয়, মণ্ডু, মাণ্ডুক্য, সৌভরি, সাকল্য, যাজ্ঞবল্ক্য, বাৎস্য, মুদ্গল, শালীয় গোখল, ও শিশির। অপর, জাতুকর্ণ। ঐ জাতুকর্ণ সমগ্র বেদের প্রথম নিরুক্তকার হন। পরে তাঁহার শিষ্য যাস্ক, শাকপুণি, উর্ণনাভ প্রভৃতি অনেক ভাষ্যকার হইয়াছিলেন। বলাক, পৈল, জাবাল, বিরজ, বাস্কলি, বালিখিল্য কাশরি, মণ্ডল ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় প্রভৃতি তিনশত পঞ্চাশৎ শাখায় ঋগ্‌বেদ বিভক্ত হয়।

যজুর্ব্বেদের প্রণেতা বৈশম্পায়ন। ইহার শিষ্যপ্রশিষ্য-দ্বারা যজুর্ব্বেদ দুই ভাগে বিভক্ত হয়; যথা শুক্ল-যজুঃ ও কৃষ্ণ-যজুঃ। ইহার শাখা—তৈত্তিরীয়, বাজসনেয়, কঠ, কাঠক, হিরণ্যকেশীয়, কাণ্ব, মাধ্যন্দিন, শ্বেতাশ্বতর, কালাগ্নিরুদ্র, গায়ত্রী প্রভৃতি একশত পঞ্চদশ।

সামবেদ-প্রণেতা জৈমিনি, তাঁহার পুত্র কৌথুম, ও ইন্দ্রপ্রমিতি। ইহাদিগের প্রণীত এই দুই শাখা। এগুলিও শিষ্যপ্রশিষ্যদ্বারা অনেক শাখায় বিভক্ত হয়। হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, পৌষ্পঞ্জি—এই তিন শাখা আবন্ত্য ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করে। ঐ পৌষ্পঞ্জি ও আবন্ত্য ব্রাহ্মণদিগের শিষ্যানুশিষ্যের চতুর্বিংশতি শাখা। তন্মধ্যে হিরণ্যনাভাদিও কেনেষিতাদি শত শত লোক, অর্থাৎ লোলাক্ষি, লাঙ্গল, কুল্য, কুলিশ, কুক্ষি, শাখা বিভক্ত করেন।

অথর্ব্ববেদ-প্রণেতা সুমন্ত্র তৎকৃত অথর্ব্ববেদ দুই ভাগে বিভক্ত করেন; যথা শান্তিকল্প, ও নক্ষত্রকল্প। শান্তিকল্পে ষট্‌কর্ম্মলক্ষণ, নক্ষত্রকল্পে জ্যোতিঃশাস্ত্র-বিচার। তাহাতে ভূগোল ও খগোল প্রভৃতি অনেক বিষয়ের উপদেশ আছে। রাজনীতিক, বৈষয়িক কর্ম্মের উপদেশ, পদার্থতত্ত্ব, শিল্পকার্য্য, বাণিজ্য প্রভৃতি অনেকানেক সাংসারিক বিষয়ে উপদেশও আছে। তদ্ব্যতীত পারমার্থিক বিষয়েরও অনেক প্রকার উপদেশের জন্য তৎশিষ্যানুশিষ্যেরা শাখা। ভেদ করেন; যথা প্রশ্ন, নারায়ণ, মহ, বানস্পত্য কৌশিতকী, শতপথ, গোপথ, অথর্ব্বশিখ, অথর্ব্বশিখরা, গর্ভ ক্ষুরিক, আত্মবোধ, কৈবল্যাদি এবং শৌনকায়নি, ব্রহ্মবলি, মোদোষ পিপ্পলায়ন, বেদদর্শক, কুমুদ, শুনক, জাজলি, বভ্রু, আঙ্গিরস, সৈন্ধবায়ন, সাবর্ণি প্রভৃতি কৃত বেদশাখা পঞ্চশত ভাগে বিভক্ত হয়। কেবল কশ্যপমুনি নক্ষত্রকল্প, আঙ্গিরাসাদিরা শান্তিকল্পীয় বেদাচার্য্য হন।

অপর এই চারিবেদের মুখ্য শাখাকে উপবেদ বলিয়া ধৃত করিলেন যথা ঋগ্বেদের

অন্তর হইতে আয়ুর্ব্বেদ, যজুর্ব্বেদের অন্তর হইতে ধনুর্ব্বেদ, সামবেদের অন্তর হইতে গান্ধর্ব্ববেদ, এবং অথর্ব্ববেদের অন্তর হইতে জ্যোতির্ব্বেদ ও শিল্পোপদেশ বাহির হইয়াছে।

বেদাঙ্গ-শাস্ত্রও বেদ হইতে নির্গত হয়। শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ ও ব্যাকরণ বেদের ছয়টী অঙ্গ। বেদান্ত-শাস্ত্রও বেদাঙ্গত্বে ধৃত ; যথা উপনিষৎ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ-সমষ্টি ও ব্রহ্ম-প্রশংসা।

অপর ব্রাহ্মণ-ভাগের অন্তর্গত পুরাণ, কাব্য ও ইতিহাস। এই সকল বৈদিক প্রস্তাবকে পঞ্চম বেদ বলে। অল্পবুদ্ধি জনের বেদার্থ-বোধের নিমিত্ত ভগবান্ বাদরায়ণ বিভাগানুক্রমে শ্লোক করিয়া ইতিহাস-পুরাণাদি রচনা করিয়াছেন। ইহার গ্রাহক ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন, হারীত ইত্যাদি। এই কয়েক জনের মধ্যে কাব্য-গ্রাহক বাল্মীকি, ইতিহাস-গ্রাহক বৈশম্পায়ন।

পুরাতন-কথাপ্রসঙ্গকে পুরাণ কহে। পুরাণের লক্ষণ ষট্‌সংবাদ। ইতিহাস কাব্যের এক সংবাদমাত্র। পঞ্চলক্ষণ ও দশ-লক্ষণাক্রান্ত মহাস্বল্পাখ্যায় পুরাণ দ্বিবিধ অর্থাৎ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। সৃষ্টি, প্রতিসৃষ্টি, বৃত্তি, রক্ষা, মন্বাদিরাজবংশ ও বংশানুচরিত-উপপুরাণের এই পঞ্চ লক্ষণ।

মহাপুরাণের লক্ষণ :—সৃষ্টি, প্রতিসৃষ্টি, সংস্থা, পোষণ, উচিত, মন্বন্তর, বংশানুচরিত, ভগবৎ-প্রসঙ্গ, মুক্তি ও আশ্রয় ইত্যাদি। সৃষ্টির লক্ষণ এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে :—অব্যাকৃত পরমাত্মা হইতে প্রথমতঃ মহতত্ব ও অহংতত্বাদি সূক্ষ্মরূপ মহাভূতাদির বৃত্তির, সূক্ষ্মেন্দ্রিয় বৃত্তির উৎপত্তি হয়। ইহার নাম সৃষ্টি (১)। তাহা হইতে স্থূল-ভূতাদির যে উৎপত্তি হয়, তাহাকে বিসর্গ বলে। যেমন আদিবীজ হইতে পুনঃ বীজোৎপত্তি হয়, তদ্বৎ ঈশ্বরানুগৃহীত মহদাদির পূর্ব্বকর্ম্ম বাসনার প্রধানরূপ সমাহার অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্যরূপ চরাচর প্রাণিমাত্রের উৎপত্তিকে প্রতিসৃষ্টি বলে (২)। অপর উৎপন্ন জীবের বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা-নির্দ্দেশ-করণকে বৃত্তি বলিয়া বেদে উক্ত করিয়াছেন। (৩)। দেব, তির্য্যক ও নরাদিরূপে অবতার হইয়া ভগবান্ এই বিশ্বের শান্তিবিধান করেন, সেই শান্তিবিধানের নাম রক্ষা (৪)। স্বায়ম্ভুবাদি অতীত ষট্‌মন্বন্তর ও বর্ত্তমান বৈবস্বৎ এবং অনাগত সপ্ত, এই চতুর্দ্দশ কাল বর্ণনার নাম মন্বন্তর (৫)। অনন্তর তত্তৎ মন্বাদির ক্রমান্বয়ে বংশ-বিস্তার-কথনকে বংশ বলে (৬)। এতদর্থে ঈশ্বরানুচরিত-বর্ণন করার নাম বংশানুচরিত (৭)। এই বিশ্বের চতুর্ব্বিপ্রলয়কে অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক ও মহাপ্রলয়াদি চারি প্রকার প্রলয়কে নিধো বলে (৮)। সালোক্য, সার্ষ্টী, সামীপ্য ও স্বারূপ্যাদি চতুষ্টয়াদিকে মুক্তি বলে (৯)। নিরতিশয় পরমাত্মাতে সমাশ্রিত হইয়া সর্ব্বসংসার-বন্ধের পরিমোচন এবং ব্রহ্মভূত জীবের পরব্রহ্মে লয়াবস্থার নাম আশ্রয়।

অনন্তর মহাপুরাণ ও উপপুরাণের সংজ্ঞা-ভেদে নাম হইয়াছে। ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, লিঙ্গ, গরুড়, নারদীয়, ভাগবত, অগ্নি, স্কন্দ, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মৎস্য, কূর্ম্ম ও ব্রহ্মাণ্ড, এই অষ্টাদশ মহাপুরাণ।

উপপুরাণের সংজ্ঞা যথা—আদি, বৃহন্ধর্ম্ম,

ধর্ম্ম, কালিকা, নৃসিংহ, নারদীয়, নন্দিকেশ্বর, বৃহন্নন্দিকেশ্বর, কল্কি, দেবী, মহাভাগবত, আশ্চর্য্য, বৃহৎকূর্ম্ম, বৃহন্নৃসিংহ, বিশ্ব, পরাশর, বৃহৎশিব, বৃহল্লিঙ্গ ইত্যাদি অষ্টাদশ উপপুরাণ। ইতিহাস মহাভারত। কাব্য বাল্মীকির রামায়ণ। ইহার গ্রাহক ভরদ্বাজ ঋষি।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বেদব্যাস ছিলেন বলিয়া ও তাঁহার শিষ্যকৃত পুস্তকাদি আছে বলিয়াই ভারত আজি সভ্য-সমাজে গণ্য; নতুবা আজ ভারতবাসীর গণনা অসভ্য দিগের সহিত হইত। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

আকাঙ্ক্ষা।

ঝর্ণাটী ওই ক্ষুদ্র বলে মিশ্‌তে ছুটে অতল জলে,
গন্ধবিহীন ফুল্‌টী সেও ফুট্‌তে যে চায় গোলাপ দলে!
ক্ষুদ্র কুমুদ যশের তরে ধায় গো চাঁদের কিরণ আশে,
বল্লরীও বৃহৎ হ'তে বৃক্ষে জড়ায় বাহুর পাশে!
ক্ষুদ্র ছুটে মহৎ হ'তে, মহৎ আরও উচ্চে ধায়,
উচ্চ হ'তে উচ্চে শেষে মিশ্‌তে তাঁরই চরণ-ছায়!
সব যে হেথা আপনহারা, যশের আশে অন্ধ যে,
ক্ষুদ্র হ'তে চায় না যে কেউ, সবাই সমান স্বাধীন যে!
মহৎ হ'তে মহৎ যে জন, দীনের হ'তে দীন যে সেই,
ক্ষুদ্র সবাই বৃহৎ হ'লে, গরব যে তা'র কোথাও নেই!

"কেন"—

জীবন আমার শূন্য এমন
মরুর মতন কেন?
—তুমি নাই, তুমি নাই, তুমি নাই, প্রিয়,
তাইতো এমনতর!
ফুল ফোটে না, ফল ধরে না,
গজায় নাকো শাখা,—
তুমি নাই, তুমি নাই, তুমি নাই, প্রিয়,
তাইতো এমনতর!
কেন পরাণ-পাখী আমার গাহে না গো গান?
নিঃশ্বসিয়া সদাই যেন তোলে বিলাপ-তান!
ধরণীর এই ছন্দে কেন বাজে না মোর প্রাণ!
তুমি নাই, তুমি নাই, তুমি নাই, প্রিয়,
তাইতো এমনতর!
হৃদয়-আকাশ সদাই যেন বিষাদ-মেঘে ঢাকা,
পৌর্ণমাসী রাতে তবু ফোটে না চাঁদ রাকা!
কেন সকল গীতি আমার নয়নজলে মাখা!
তুমি নাই, তুমি নাই, তুমি নাই, প্রিয়,
তাইতো এমনতর!
তোমায় যে-দিন পাব বুকের মাঝারে
হাহাকার মোর মিল্‌বে গীতি-ঝঙ্কারে
কাঁপ্‌বে আমার দেহ-বীণা, সুর পাবে না তারে,
ভেসে সব প্রেমের অকূল পাথারে।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শৃঙ্গভঙ্গ।—পশুরা গুতাগুতি করিয়া প্রায়ই শিং ভাঙ্গে। শিংয়ের অভ্যন্তর ভাগ নষ্ট না হইলে, তাহার প্রতিকার হইতে পারে। শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া দ্বিখণ্ড হইয়া যাইলেও অনেক সময় নূতন শিং উঠিতে দেখা গিয়াছে। শিং ভাঙ্গিলেই বন্ধন করা অতিশয় কর্ত্তব্য। এক-খানা কাপড় শৃঙ্গের চতুষ্পার্শ্বে ঢিলা করিয়া বন্ধন-পূর্ব্বক নিম-তৈল-দ্বারা তাহা আর্দ্র করিয়া দিবে।

জ্বর।—প্রসবান্তর কখনও কখনও গাভী-দিগের অত্যন্ত জ্বর হয়। অভ্যন্তরে বস্তুনিচয় পচিয়া যাইলে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। এরূপ স্থলে প্রসবের একসপ্তাহের মধ্যে জরায়ুর স্ফীতি হইয়া থাকে। রোগের বৃদ্ধির সহিত শারীরিক উত্তাপের হ্রাস হয়, ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে থাকে এবং গাভীর পশ্চাদ্দিকের পদ খঞ্জ হইয়া যায়। পৃষ্ঠে ভর দিলে গাভী বক্র হইয়া পড়ে। রোগটী ভয়ানক স্পর্শাক্রামক। গাভী অপেক্ষা মহিষদিগেরই এই রোগ অধিক হয়। এ রোগের ঔষধ-ব্যবস্থা করিতে হইলে, নিঃসৃত পদার্থগুলিকে ঔষধ দ্বারা দোষশূন্য করিবে। কার্বলিক এসিড জলে মিশ্রিত করিয়া পিচকারী করিতে হইবে। যে-সকল ক্ষততে ঔষধ লাগাইবার সুবিধা আছে তাহাতে গ্লিসিরিণ এবং কার্ব্বলিক এসিড মিশ্রিত করিয়া লাগাইবে। পথ্য মণ্ড, কিন্তু তাহাও হালকা হওয়া চাই। যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে এরূপ আহার দিবে।

চক্ষে বাহ্য বস্তুর পতন।—চরিবার সময় পশুদিগের চক্ষে অনেক বস্তু পতিত হয়, অথবা চক্ষে আঘাত লাগিয়া চক্ষুপ্রদাহের সৃষ্টি হয়। চক্ষু উঠিলে চক্ষুর পাতা স্থূল হওয়ায় চক্ষু বুজিয়া যায়, তাহা হইতে জল কাটিতে থাকে এবং আলোক সহ্য হয় না। এরূপ স্থলে চক্ষে ফোমেণ্ট দিবে এবং sub-acetate of lead (সফেদা) দ্বারা চক্ষু ধৌত করিয়া দিবে। চক্ষে যাহাতে আলোক না লাগিতে পারে, তাহা করা কর্ত্তব্য। চক্ষু অল্প পরিমাণে আক্রান্ত হইলে, জলে লবণ মিশ্রিত করিয়া সেই জলদ্বারা চক্ষু ধৌত করিয়া দিলেই যথেষ্ঠ হইবে; অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হইলে Calomel দেওয়াই শ্রেয়ঃ।

রক্তপ্রস্রাব।—রক্তপ্রস্রাব হইলে কোমরে শীতল জলের পটি দিবে এবং sulphuric acid দ্বারা রক্ত রোধ করিবে। সামান্য সামান্য পরিমাণে গ্লিসিরিণ অথবা মসিনার তৈল খাইতে দিবে। যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে এরূপ পথ্য দেওয়া উচিত।

শূলবেদনা।—গাভী অপেক্ষা ষাঁড়ের শূলবেদনা অধিক হয়। বেদনা উঠিলে ষাঁড়টী পদ-দ্বারা পেট পিটিতে থাকে, কখনও উত্থান কখনও উপবেশন করে, অত্যন্ত চঞ্চল হয় এবং ঘন ঘন প্রস্রাব করিতে থাকে। হঠাৎ আহারের পরিবর্ত্তন, আহারের পর শীতল জল-পান, অতিভোজন অথবা পচা জাব ভক্ষণ ইত্যাদি শূলবেদনার কারণ। এই রোগে এক বোতল দেশী মদ্য পশুটীকে খাওয়াইলে এবং তেজস্কর জুলাপ দিলে বেদনার উপশম হয়।

উদরাময়।—উদরাময়ে পশুগুলির জলের ন্যায় দাস্ত হয়। এই সময়ে তাহারা অল্পাহারী হয় অথবা তাহাদিগের ক্ষুধা আদৌ থাকে না। তাহারা জাবরও কাটে না। চরাই খারাপ হইলে, রেড়ির পাতা খাইলে অথবা সহসা আহারের পরিবর্ত্তন করিলে এই রোগ জন্মে। মহিষশিশুর পেটে পোকা হইলে উদরাময়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই রোগে দাস্তকর আহার, সামান্য জল, কটিলা এবং যবের ছাতু দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে উপকার দর্শে। অথবা খড়ি ১ আউন্স (অর্দ্ধছটাক), খয়ের এক আউন্স (অর্দ্ধছটাক), অহিফেন ৪ ড্রাম (১৬ মাসা) এবং গঁদ ১ আউন্স (অর্দ্ধছটাক) একত্র করিয়া যবের ছাতুর সহিত মিশ্রিত-করণান্তর গুলি পাকাইয়া খাওয়াইবে।

আমাশয়।—আমাশয়-রোগে পশুদিগের অন্ত্রের ঝিল্লী ফুলিয়া উঠে এবং তাহাতে ক্ষত হয়। পশু দণ্ডায়মান হইয়া গা মোচড়াইতে থাকে, পিঠ কোঁজা করে, তাহার জলের ন্যায় পেট নামায় এবং তাহার সহিত সামান্য রক্ত মিশ্রিত থাকে। এইকালে গাভীর শুশ্রূষা উত্তম হওয়া চাই। মসিনার ক্বাথ, যবের ছাতু এবং কালমরিচ-চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ-করণান্তর খাইতে দিবে। দুগ্ধের সহিত ভৃষ্ট যবচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়াই বিধি।

অজীর্ণ।—সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, গাভীকে উত্তমরূপে আহার দিলেও তাহার শারীরিক উন্নতি হইতেছে না। তখন বুঝিতে হইবে যে, গাভীর অজীর্ণ হইয়াছে। বিশৃঙ্খল-ভাবে আহার-দান, অনুত্তম আহার, ব্যায়ামের অভাব, শৈত্য, অপরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি কারণে অজীর্ণের উদ্ভব হয়। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে জুলাব দেওয়া আবশ্যক। এই সময় দেশী মদ্য খাইতে দেওয়াই বিধি, এবং আহারেরও পরিবর্ত্তন চাই। গুড় এবং সিদ্ধি আটার (মোটা ময়দার) গুলির সহিত মিশ্রিত করিয়া সপ্তাহে একবার গাভীকে খাইতে দিবে এবং গাভীর মুখে সপ্তাহে একবার লবণ ঘর্ষণ করিয়া দিবে।

বিষচিকিৎসা।—অনেক সময় মুচিরা চর্ম্মের লোভে অথবা পুরাতন গোয়ালারা ঈর্ষা-পরবশ হইয়া গাভীকে বিষ দেয়। কেহ কেহ গাভীর গাত্রের কোন স্থানে ক্ষত করিয়া বিষ প্রয়োগ করে। গাভী বিষাক্ত হইয়াছে বিবেচনা করিলে, গমের ছাতুতে ডিম্বের শ্বেতসার মিশ্রিত করিয়া, গুলি পাকাইয়া খাইতে দিবে এবং বমনকারক ঔষধ দিবে। এই সময় তেজস্বী জুলাপ দেওয়াই বিধি। জুলাপের ঔষধ, দেড় সের ঘৃত অথবা দুই পাউণ্ড (১৬ ছটাক) Epsom salt। এই ঔষধটী পূর্ণবয়স্ক গাভীকে দেয়; পরন্তু পূর্ব্বোক্তটীই উত্তম জানিবে।

অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, গাভী অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে, পেটে পদাঘাত করিতেছে, ঘন ঘন উঠিতেছে ও বসিতেছে, জাবর কাটিতেছে না, আহারেও বীতস্পৃহ রহিয়াছে, পিঠ কোঁকড়াইয়া আছে, উদর স্ফীত হইয়াছে, মুখ হইতে লালাস্রাব হইতেছে, চক্ষু ফুলিয়াছে ও একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, অন্যান্য স্থান অপেক্ষা দক্ষিণপার্শ্বটী অধিক স্ফীত হইয়াছে এবং তদুপরি অঙ্গুলি-দ্বারা আঘাত করিলে ঢপ্ ঢপ্ শব্দ হইতেছে। গাভী অপেক্ষা মহিষেরই এইরূপ রোগ অধিক

দেখা যায়। ঔষধ-ব্যবস্থা না করিলে পশুগুলি যন্ত্রণায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এরূপ রোগে তৎক্ষণাৎ এক বা দুই বোতল দেশী মদ্য এক আউন্স (অর্দ্ধ ছটাক) লঙ্কার সহিত খাইতে দিবে এবং জুলাপ দিবে।

সময়ে সময়ে বাছুরদিগের রোগের বিশেষত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদিগের মুখে ক্ষত হয়, ওষ্ঠ ফুলিয়া উঠে, মুখ দিয়া লালাস্রাব হইয়া থাকে, তাহারা মাতৃদুগ্ধ পান করিতে চাহে না এবং তাহাদের ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে থাকে। এরূপ ঘটিলে মুখটীকে ফট্‌কিরির জল-দ্বারা ধৌত করিয়া সামান্য পরিমাণে sulphuric acid এবং ঘৃত অথবা ৪ আউন্স (দুই ছটাক) Epsom salt দাস্ত হইবার জন্য খাইতে দিবে।

অন্ত্রে পোকা হওয়া।—অনেক সময় বাছুরদিগের দুগ্ধ-পরিপাক হয় না। উদরে যাইয়া তাহা উত্তেজনার উদ্ভব করে। মহিষ-শিশু গুলিরই প্রায় এই রোগটী ঘটিয়া থাকে। রোগটীর প্রথম লক্ষণ কোষ্ঠকাঠিন্য ও তদনন্তর ভয়ানক দাস্ত হইয়া থাকে। শীঘ্র ইহার প্রতিকার না করিলে শিশুগুলি মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এরূপ রোগে তেল বা ঘি ৮ আউন্স (চারি ছটাক) খাওয়াইয়া দাস্ত করাইবে। মসিনার ক্বাথের সহিত সামান্য পরিমাণে লঙ্কা ও ভৃষ্ট যবচূর্ণ (যবের ছাতু) মিশ্রিত করিয়া আহার করাইবে। এই রোগে অনেক ঔষধিই চেষ্টা করা গিয়াছে, কিন্তু নিমপাতা বাটিয়া তাহা লবণ-সংযুক্ত-করণান্তর তাহাতে নিমতৈল মিশ্রিত করিয়া মাতৃদুগ্ধ-পান-কালে দুই বা এক সেকেণ্ড পরেই মুখ টানিয়া লইয়া খাওয়াইয়া দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। পোকাগুলি প্রথম দুগ্ধ-পানমাত্রেই দুগ্ধের স্বাদে অগ্রসর হইয়া আইসে। এমন সময়ে ঔষধ পড়িলেই তাহার পরদিন পর্য্যন্ত অনেক পোকা বাহির হইয়া যায়। পোকা হইলে বাছুরেরা বর্দ্ধিত হয় না।

ক্ষুরারোগ:—অনেক সময় গাভীদিগের এই রোগ হইয়া থাকে। ইহার লক্ষণ এই:—শরীরের উত্তাপের আধিক্য, আহারে বীত-স্পৃহতা, জাবর না কাটা, মুখ বন্ধ হইয়া যাওয়া, ওষ্ঠদ্বয় এত জোরে লাগিয়া যায় যে কোন মতেই খুলে না, পশুটী কাঁপিতে থাকে, প্রায়ই দাঁত কড়্‌মড়্‌ করিতে থাকে, কোষ্ঠ-কাঠিন্য সঙ্ঘটিত হয়, শ্বাস দুর্গন্ধময় হয়, দুই দিন পরে শরীরে ফুস্কুড়ি নির্গত হয়, মুখ দিয়া লালাস্রাব হইতে থাকে, দানাগুলি বড় হয় কিন্তু স্তন বা বাঁটে তাহা কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পায়ে ঘা হইবার পূর্ব্বে পশুটী যন্ত্রণায় অস্থির হয়, এবং সর্ব্বদা পা ছুড়িতে থাকে। পায়ে ঘা হইলে মক্ষিকা পায়ে বসে এবং পশুটী খোঁড়া হইয়া যায়। রোগটী বড়ই স্পর্শাক্রামক। অনেক পশুই এই রোগে মারা পড়ে। এরূপ রোগগ্রস্ত পশুর দুগ্ধ কাহাকেও দিবে না। আক্রান্ত পশুগুলিকে অন্যত্র রাখিবে, অন্যান্য পশুর সহিত মিলিতে দিবে না। ঔষধ:—দুইপাউণ্ড (একসের) Epsom salt মহিষকে এবং ১½ পাউণ্ড (তিন পোয়া) গাভীকে খাওয়াইবে। ইহাতেও যদি জুলাপ না খুলে, তবে দুই সের পুরাতন মাত-গুড় দুই বেলা করিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত দিবে। খাদ্য কোমল হওয়া চাই। ফটকিরির জল-দ্বারা মুখ ধৌত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ক্ষুরে আল্‌কাতরা লাগাইয়া দিবে; তাহা

হইলে তাহাতে মক্ষিকা বসিতে পারিবে না। গোয়ালের মেজেতে চূণ এবং তুঁতে ছড়াইয়া দিবে, কিন্তু আহার দিবার কালে পশুটীকে ঘরের বাহিরে আনিয়া খাইতে দিবে।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

নারীজীবন।

জীবন উষায়
হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ধূলায় ধূসর হ'য়ে
শিশু বালা যায়,
যা' দেখে আপন চোখে তুলিয়া লইছে মুখে
খাইবার তরে ;
আধ আধ আধ বোলে, কত কি যে মুখে বলে,
কত কি যে করে !
মায়েরে দেখিয়া দূরে হামা দেয় বেগভরে
আনন্দের তানে ;
জননীও হাসিমুখে ধরেন্ তাহারে বুকে
হৃদয়ের টানে।

তারপর হেরি,—
চপলা বালিকা যায় পথে ঘাটে আঙিনায়
খেলা করি' করি' ;
মুখে বলে কত কথা, বুঝে না মনের ব্যথা,
লাজ নাহি জানে ;
নকল সংসার পাতি' কত খেলে দিবারাতি
সরল পরাণে ;
জননী ডাকিছে তায়—"আয় বাছা বাড়ী আয়",
কেবা শুনে কথা !
খাওয়া দাওয়া ফেলি দূরে, বালিকা নিয়ত ফিরে
সাথীগণ যথা।

তারপর একি !
কেন সে লুকাতে চায়, খেলিতে নাহিক' যায়,
নত রাখে আঁখি !
চপলতা পায় লয়, শান্তভাব জাগরয়,
কি ভাবিতে যায় !
বদনে কথা না ফুটে, অধর কাঁপিয়া উঠে
লাজের বাধায় !
নবমীর শশী মত আধ অঙ্গ বিকসিত,
আধ দেয় রেখা ;
মন আধ ফুটে রয়, পূর্ণতার পানে দেয়
চুপি চুপি দেখা !
তারপর সে যে
মন্থরগমনে যায়, কারো পানে নাহি চায়,
আরক্তিম লাজে !
পূর্ণ অঙ্গ বিকসিত, পূর্ণভাব উছলিত
মদবিন্দু-মাখা,—
যেন বিধাতার হাতে লাবণ্যের তুলিকাতে
প্রেম-ছবি আঁকা !
অন্তর দিয়েছে কারে, নিয়ত হেরিছে তারে
মানস-নয়নে,
সব কাজ ভুলে যায় শুধু তার অপেক্ষায়,—
বাঁধা সে যে প্রাণে !
একি অপরূপ !
তারপর হেরি তার মাতৃমূর্ত্তি অবিকার—
যেন স্নেহকূপ !
ভুলিয়া নিজের কথা ভাবে,—সন্তানের ব্যথা
ঘুচাবে কেমনে !
জীবন করিতে পণ সদা যেন সযতন
তাহারি কারণে ;

চাঁদমুখ হেরি তা'র　　ভুলে যায় জ্বালা-ভার,
না দেখিলে মরে !
তার সুখে সব সুখ,　　তার দুখে সব দুখ
ভাবে সে অন্তরে।
কি হেরি আবার !—
ল'য়ে কর্ম্মময় দেহ　　ভাবিছে সে অহরহঃ
সংসারের ভার !
সে লাবণ্য ক্রমে টুটে,　　মালিন্য সেথায় ফুটে
কুঞ্চন-রেখায় ;
প্রগাঢ় আকার ধরি'　　প্রেম থাকি' হিয়া ভরি'
মহিমা জাগায় !
রূপমোহ কাটি' যায়,　　কর্ত্তব্যের ভাবনায়
আলোড়িত চিত ;

সংসারের মায়া ল'য়ে　　সংসার-নায়িকা হ'য়ে
নিয়ত ব্যাপৃত !
তারপর হায় !
কি বিষাদ-মাখা ছবি !　　তাহার জীবন-রবি
অস্তপথে যায় !
চর্ম্ম লোল, দেহ ক্ষীণ,　　আঁখি-দুটী প্রভাহীন,
পলিত চিকুর !
পড়িয়া জরার গ্রাসে　　অন্তর স্মরিছে ত্রাসে
চরণ বিভুব।
সংসারের মায়া ঘিরে　　বদ্ধ করিবারে তারে,
বৃথা সে প্রয়াস !
একদিন ডাক এল,　　ছিন্ন করে নিয়ে গেল
সব মায়াপাশ !

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

জ্ঞানীর প্রভাব

বা পিথাগোরাস্।

"এক চন্দ্র আলো করে জগৎ সংসার,
পুঞ্জ পুঞ্জ তারা হেরে না হরে আধার।"

একচন্দ্র সমুদয় জগৎ-সংসার আলোকিত করে, কিন্তু শত শত তারকাবৃন্দ পৃথিবীর কণামাত্র আঁধারও নষ্ট করিতে পারে না। সেইরূপ একজন প্রকৃত জ্ঞানী লোক জগতের যতটা অজ্ঞানতা দূর করিতে ও উপকার করিতে পারেন্, শত শত অজ্ঞ লোক তাহার তিলার্দ্ধও পারে না। আমাদের দেশে একটী প্রবাদবাক্য আছে যে, 'যে ভাল খাইতে জানে, সে অন্যকেও ভাল খাওয়াইতে জানে,' কিন্তু সকলের পক্ষে একথা খাটে না। আমরা এমনও দেখিতে পাই, অনেকে নিজেকে লইয়া এরূপ ব্যস্ত থাকেন্ যে পৃথিবীতে তিনি ব্যতীত আর কেহ যে আছেন, এ কথা যেন তাঁর মনেই থাকে না। এই সকল আত্মসুখপ্রিয় লোকের দ্বারা জগতের উপকার সম্ভবপর নয়। যাহারা নিজের ন্যায় অন্যের সুখ-দুঃখও অনুভব করেন্, তাঁহারাই জগতের জন্য কিছু করিয়া যাইতে পারেন এবং এইরূপ পরদুঃখকাতর আত্মত্যাগী পুরুষ-দ্বারাই জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি যখন নিজের ন্যায় অন্যের অন্তরের অজ্ঞানতা-দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, তখনই তাঁহার জীবনের প্রভাব বিস্তারিত হইতে দেখা যায়। এখানে গ্রীস-দেশীয় তত্ত্বদর্শী খ্যাতনামা পণ্ডিত

পিথাগোরাসের জীবনের ঘটনাবলিতে এই কথার প্রামাণ্য দেখিতে পাই।

প্রথম বয়সে পিথাগোরাস জ্ঞানলাভের জন্য লালায়িত হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান; এবং পরে গৃহে ফিরিয়া পরিবারবর্গকে ও দেশবাসীকে এই আলোক-দানের জন্য বদ্ধপরিকর হন্। আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার জীবনের প্রভাবে শুধু তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও ছাত্রগণই জ্ঞানী হন্ নাই, তাঁহার পরিচারকবর্গের জীবনেও তাঁহার জীবনের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

পিথাগোরাসের তিনটী কন্যা ও দুইটী পুত্র ছিল। পুত্রদ্বয়ের নাম টিলোগিস ও নিসারকস। ইঁহারা উভয়েই পিতার ন্যায় তত্ত্বদর্শী হইয়াছিলেন। কন্যাত্রয়ের নাম এরিগনোট, ড্যামো ও মাইলা। এই তিনটী কন্যাই বিদ্যাবতী ও তৎকালের আদর্শ-স্থানীয়া হইয়াছিলেন। পিথগোরাসের স্ত্রী থিয়ানোও স্বামীর উপযুক্ত সহচরী ছিলেন। পিথাগোরাসের মৃত্যুর পর থিয়ানো পুত্রদ্বয়ের সহিত স্বামীর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বহুদিন অধ্যাপনা-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি কতকগুলি পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পিথাগোরাসের কন্যাদিগের লিখিত কতিপয় গ্রন্থও ছিল। তৎকালে তাঁহাদের সুপবিত্র চরিত্রের প্রভাবে তাঁহারা দেশবাসী ও জনসাধারণের বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন। এস্ট্রিয়স্ ও জ্যামোনিকস-নামক পিথা-গোরাসের দুইটী ভৃত্য ছিল, এই ভৃত্যদ্বয়ও তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল।

পিথাগোরাস তাঁহার ড্যামো-নাম্নী কন্যাকে স্বপ্রণীত গ্রন্থাবলী অর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে-'জীবন যাইলেও এই গ্রন্থ কাহাকেও সমর্পণ করিও না।' এক সময়ে কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেইসকল পুস্তক লইবার জন্য ড্যামোর নিকট উপস্থিত হন এবং বহু অর্থ দিবার প্রলোভন দেখাইয়া পুস্তকগুলি হস্তগত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পিতার উপযুক্ত পুত্রী তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া প্রত্যুত্তর দেন যে, 'আমি দারিদ্র্যক্লেশে নিপীড়িত হই সেও ভাল তথাপি পিত্রাদেশ-লঙ্ঘন করিতে পারিব না।"

পিথাগোরাসের জ্ঞানানুরাগ ছিল বলিয়াই তিনি এতগুলি জীবনে জ্ঞানের দীপ জ্বালিতে পারিয়াছিলেন। প্রকৃত জ্ঞানানুরাগ মানুষকে যে কতদূর ত্যাগী ও মহাপ্রকৃতি করিতে পারে এবং তদ্দ্বারা জগতের কি মহাকল্যাণ সাধিত হয়, পিথাগোরাসের জীবন তাহার একটী দৃষ্টান্তস্থল।

শ্রীমতী—

৺সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গজননীর সুসন্তান, বাঙ্গালীর গৌরব পূত-চরিত্র মনস্বী সার গুরুদাস্ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২রা নবেম্বর, সোমবার রাত্রি ১০টা ৫০ মিঃ সময়ে ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আসন্নকাল বুঝিতে পারিয়া তিনি একপক্ষকাল তাঁহার বাগ-

বাজারের গঙ্গাতীরস্থ বাটীতে মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া থাকেন। এই সময়ে তিনি কোন প্রকার ঔষধ সেবন করেন নাই।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারী গুরুদাস-বাবু কলিকাতা-সহরে নারিকেলডাঙ্গায় জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সওদাগরী অফিসের ৫০৲ বেতনে 'বুক-কিপার' ছিলেন। চরিত্রগুণে তিনি পরিচিত সকলেরই প্রিয় এবং সম্মানের পাত্র ছিলেন। গুরুদাসবাবু মাতা-পিতার পুণ্যফলে অশেষ সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। অল্প বয়সেই তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। একমাত্র মাতৃদেবীই তাঁহার পিতা এবং মাতার উভয়েরই কার্য্য করেন। তিনি অধ্যাপক পণ্ডিতের কন্যা। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীও উচ্চ অঙ্গের ছিল। তিনি বলিতেন, "শৈশবকাল হইতে ছেলেমেয়ে-দিগের সম্বন্ধে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ও-গুলি মাটির পুতুল নহে যে, খানিকক্ষণ নাচাইয়া রাখিয়া দিবে। উহাদিগের মন আছে এবং সেই মনে ভালবাসার সহিত দূরদর্শিতার ছায়া প্রথম হইতেই ফেলিতে হইবে; উহারা সেই প্রীতির ও জ্ঞানের আভাস অজ্ঞাতসারেই লাভ করিতে থাকিবে।" তিনি কোনও পৌত্রবধূকে বলিয়াছিলেন, "ছেলে দুরন্তপনা করিতেছে বলিয়া তুমি বলিলে যে, 'মারিয়া হাড় ভাঙ্গিয়া দিব', কিন্তু ও যখন দেখিবে যে প্রকৃতপক্ষে হাড় ভাঙ্গিয়া দিলে না, তখন উহার আর তোমার কথায় বিশ্বাস বা তোমার উপর সম্ভ্রম থাকিবে কি? মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া বল বা যেমন উচিত ঠিক্ সেইটুকু শাসন কর।"—আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসার তাঁহার 'এডুকেশন' বা শিক্ষাসম্বন্ধীয় পুস্তকে ঠিক্ এই উদাহরণটীই দিয়াছেন — সত্যপ্রিয়তা হইতে উভয় শিক্ষকই এই উপদেশ দিতে পারিয়াছিলেন। মাতাপিতাকে মিথ্যা সংসৃষ্ট দেখিলে ছেলের সুশিক্ষা যে হইতে পারে না, সত্যপ্রিয়তা হইতে উভয়েই এই সূত্র ধরিতে পারিয়াছিলেন।

গুরুদাসবাবু শৈশব হইতে আম্র খাইতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার চারিবৎসর-মাত্র বয়সের সময় তাঁহার মাতা ১লা আষাঢ় তাঁহাকে আম্র দিলেন না; বলিলেন, "আষাঢ় মাসে আর আম খাইতে হইবে না'। যখন যাহা খাইতে ইচ্ছা হইবে, তাহাই খাওয়ার জিদ করিতে নাই। তুমি বল, 'আষাঢ় মাসে আম চাহিব না।" অনেক কান্নাকাটি করিলেও এবং ঘরে আম থাকিতেও তিনি তাহা দিলেন না। মারপিট না করিয়া শুধু পাখী পড়ানর চেষ্টার ন্যায় "আম চাহিব না" নিজেই বলিতে থাকিয়া শেষে শিশুকে দিয়া তাহাই বলাইলেন। শ্বশ্রূদেবী তাঁহাকে বলিলেন, "মা, দিলেই বা'—অত জিদ্ করছে।" তিনি একটু ক্ষুব্ধভাবে উত্তর দিলেন, "মা! আপনি বলিলে এখনই দিব। কিন্তু আজিকার চেষ্টাতেই ভোজ্যদ্রব্য-সম্বন্ধে উহা উহার জিদ ছাড়িতে শিখিবে। দেশকাল ভাল নয়, ব্রাহ্মণের ঘর।" একান্ত বশীভূতা সংযত অধ্যাপক পণ্ডিতের কন্যার মধুর ও অতিশয় বিনম্র অনুরোধ কখনই উপেক্ষিত হয় নাই; এ ক্ষেত্রেও হইল না। পিতামহীর সহিত মাতার মতের মিল দেখিয়া শিশু বলিল, "আম চাহিব না, আষাঢ় মাস" বাটী শুদ্ধ সকলে একমত না হইলে শৈশবে সুশিক্ষা হয়

না। মাতার বিরুদ্ধে পিতামহীর নিকট 'আপীলে' সর্ব্বদা জয় হইলে শিশুর কর্ত্তব্যজ্ঞান দৃঢ় হয় না এবং আদিগুরু মাতাপিতার প্রতি ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞানের মূলে একটু না একটু আঘাত পড়ে।

গুরুদাসবাবুর মাতা ভোজ্য বা পানীয় দ্রব্য কিছুই অনাবৃত রাখিতে দিতেন না। ধূলিকীটাদি পড়িলে ভোজ্য অশুচি হয়; তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদনের অযোগ্য। এক সময়ে ঐরূপ অনাবৃত অন্ন তিনি বাটীর কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেন নাই। 'নিজেরা যাহা খাইব না, ঝি চাকরকেও তাহা দিব না', তাঁহার এই ব্যবস্থা হয়। এই ক্ষতিতে লজ্জিত হইয়া পরিবারবর্গের শিক্ষা সুদৃঢ় হয়। তিনি যাহা ভক্তির চক্ষে প্রকৃত হিন্দু-ভাবে অতিসহজে ধরিতে পারিতেন, শুধু দেহের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ তাহাই বিস্তর গবেষণার পর বলিতেছেন—"ভোজ্যদ্রব্য অনাবৃত রাখিতে নাই।"

গুরুদাসবাবু হেয়ার স্কুলের এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন এবং প্রত্যেক পরীক্ষাতেই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বি-এ ও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গণিতশাস্ত্রে এম-এ উপাধি লাভ করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েন এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। কলেজ হইতে বাহির হইয়া গুরুদাসবাবু জেনারল্ আসেম্বলি ইনষ্টিটিউসনে এক শত টাকা বেতনে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার মাতার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি বরাবরই কলিকতায় থাকেন—বাহিরে না যান্। বহরমপুরের আইনাধ্যাপকের কার্য্যে দুই শত টাকা এবং বহরমপুর কলেজে একঘণ্টা গণিত পড়াইলে একশত টাকা পাইবেন বলিয়া সটক্লিফ সাহেব গুরুদাসবাবুকে বিশেষ জিদ করেন। তাঁহার মাতুল মাতার মত-পরিবর্ত্তন করাইয়া বহরমপুর যাওয়ার মত করান্। বহরমপুর পৌঁছিলে সেই রাত্রিতেই গুরুদাসবাবুর মোহিনী-নাম্নী পরমসুন্দরী শিশুকন্যার কলেরায় মৃত্যু হয়।

বহরমপুরে গুরুদাসবাবুর সহজেই পসার হয়। টাকা জমাইয়া যখন মাসিক একশত টাকা সুদের কাগজ হইল, তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে কলিকাতা ফিরিতে বলিলেন। জেনারেল অ্যাসেম্বলির চাকরীর যেন পুরা পেন্‌সন পাইলেন, এই মনে করিয়া কলিকাতা হাই-কোর্টে ঢুকিতে মাতৃদেবীর দ্বারা আদিষ্ট হইলে, গুরুদাসবাবু দ্বিরুক্তি করিলেন না। গুরুদাসবাবুর মাতা হাতে নগদ বারশত টাকা রাখিয়াছিলেন, যাহাতে সুদের টাকা লইয়া প্রতিমাসে দুইশত টাকা খরচ করিয়াও হাইকোর্টের পসারের প্রতীক্ষা করিতে পারেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে গুরুদাসবাবু হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন; ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ডি-এল উপাধি লাভ করেন; ১৮৭৮ অব্দে ঠাকুর ল প্রফেসর নিযুক্ত হইয়া "হিন্দু-বিবাহ-আইন ও স্ত্রীধন"-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন; ১৮৭৯ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য ও ১৮৮৭ অব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হয়েন; ১৮৮৮ অব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী জজ হইয়া জানুয়ারী ১৮৮৯ হইতে জানুয়ারী ১৯০৭ পর্য্যন্ত হাইকোর্টের জজিয়তী করেন; ১৮৯০—৯৪ অব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্‌সলার হয়েন; ১৯০২ অব্দে ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটী কমিসনের সভ্য হয়েন; ১৯০৪ অব্দে নাইট বা সার উপাধি প্রাপ্ত হন্।

হাইকোর্ট হইতে অবসর-গ্রহণ করিয়া গুরুদাসবাবু দেশের শিক্ষা-সম্বন্ধে অধিকতর মনোযোগী হয়েন। ভারতবাসীর প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী দেখা যাইত। তাঁহার অভাবে ভারতবর্ষ আজ একজন প্রকৃত সদুপদেষ্টা হারাইয়াছে। এইস্থান পূর্ণ হওয়া সুকঠিন। সকল সমাজের সকল লোকেই তাঁহাকে ভক্তি ও প্রীতির চক্ষে দেখিত;—সকলেই তাঁহার অকপট সরলতা এবং আড়ম্বর-বিহীন জীবনযাত্রা দেখিয়া মুগ্ধ হইত। তাঁহার সংস্কৃত-বিদ্যা এবং ইংরাজী-চর্চ্চা অসাধারণ ছিল। বড় বড় ইংরাজও তাঁহার ইংরাজী বলিবার বা লিখিবার শক্তিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন।

তিনি ধর্ম্ম ও কর্ম্ম প্রভৃতি বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

গুরুদাসবাবু দুই কন্যা এবং উপযুক্ত চারি পুত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রফেসর শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "পোষ্ট গ্রাজুয়েট টিচিং" সভার সেক্রেটারী; দ্বিতীয় পুত্র ডাক্তর শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রষ্টের সভাপতি; তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয়-বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, এবং চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসর, হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় গুরুদাসবাবুর এক জামাতা।

[এডুকেশন গেজেট হইতে স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত।]

গৃহস্বামীর কর্ত্তব্য।

সংসার আশ্রমে যেরূপ সুগৃহিণীর প্রয়োজন, সেইরূপ সুবিজ্ঞ গৃহকর্ত্তারও আবশ্যকতা। "সুবিজ্ঞ এবং সাধুজনই গৃহস্বামীর উপযুক্ত।"

ট্যাসিটস্ বলেন, "পরিবারের কর্ত্তৃত্বকার্য্য এরূপ দুরূহ ব্যাপার যে, রাজ্য-শাসনও তাহার সমতুল নহে।" রাজকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালন করিতে না পারিলে, নৃপতি নিজেই অপদস্থ হয়েন, কিন্তু গৃহস্বামীর অবিজ্ঞতা- ও অসাধুতা-নিবন্ধন পরিজনবর্গের সকলেই কলুষিত ও সন্তপ্ত হয়েন;—এমন কি পুরুষানুক্রমে তাহার ফলভোগ করিতে হয়।

নির্ব্বোধ লোক সংসারের কর্ত্তা হইলে যত অনিষ্ট হয়, অধার্ম্মিকজন কর্ত্তৃত্ব পাইলে তদপেক্ষা অধিকতর অমঙ্গল ঘটে। গৃহকর্ত্তার অসাধু চরিত্রে ও কুদৃষ্টান্তে পরিজনবর্গের সকলেই অসচ্চরিত্র হইয়া পড়ে। যাহার কার্য্য-সকল অপবিত্র, কথাবার্ত্তায় পাপালোচনা, উপমা-সকল কুভাবে পরিপূর্ণ, তিরস্কার-পর্য্যন্ত অশ্লীল, তাহার পত্নী, সন্তানগণ ও পরিজনবর্গ তাহার নিকট হইতে কি শিখিতে পারে? অপবিত্র সংসারে যে কেহ লিপ্ত থাকে, গৃহস্বামীর দৃষ্টান্তের প্রভাবে সকলকেই অল্প-বিস্তর পাপ নিশ্চয়ই স্পর্শ করিবে।

এজন্য ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞতা সংসার-ধর্ম্মের

মূলীভূত উপাদান হওয়া আবশ্যক। বিজ্ঞতা যদিও সকল কর্ত্তৃপক্ষের ভাগ্যে না ঘটিয়া উঠে, ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করা তাঁহাদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা অনায়াসে ধীরতা শিষ্টাচার, ভদ্রতা, মিতাচার, মিতব্যয়িতা, শুদ্ধাচার, ধর্ম্মানুরাগ ও ভ্রাতৃভাব ও সহৃদয়তা দেখাইয়া সন্তান ও পরিজনবর্গকে ভদ্র এবং কর্ত্তব্যসাধনের উপযোগী করিতে সমর্থ হইতে পারেন। শান্ত, ধীর, ধার্ম্মিক জন যেখানে গৃহস্বামী সেই সংসারই প্রকৃত সুখময় শান্তি-নিকেতন। অতএব গৃহকর্ত্তার বিজ্ঞতা এবং ধার্ম্মিক হওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞ না হইতে পারিলেও ধর্ম্মকে আশ্রয় করা একান্ত কর্ত্তব্য। ধর্ম্মই সংসার-সুখের একমাত্র প্রস্রবণ।

শ্রীমতী—

ঐন্দ্রজালিক।

(রূপক)

বর্ষার সন্ধ্যা। ক্ষুদ্র বৃদ্ধ চড়ুই কড়ি-কাঠের কোটরে বসিয়া মাথার টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে, আপন মনে উদাসপ্রাণে অতীত জীবনের আনন্দ-স্মৃতির ধ্যান করিতে-ছিলেন; এমন সময় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র, আদরের নাতি—শ্রীমান্ তরুণচন্দ্র পাখা ঝট-পট্ করিয়া দ্রুত উড়িয়া আসিয়া হাজির! বৃদ্ধ বলিলেন, "কি হে, এমন সময় যে?"

স্বভাবসুলভ-চপলতা-সহকারে বৃদ্ধ পিতা-মহকে বেষ্টন করিয়া, তুড়্ তুড়াতুড়্ শব্দে লঘু নৃত্যে একচক্র নাচিয়া তরুণ ঠাকুর-দাদার গা ঘেঁসিয়া বসিল; চকমকে চাহনিতে এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া, চুপি চুপি বলিল, "মুস্কিলে পড়েছি, ঠাকুর-দা, শূন্য ঘরে মন টিক্‌ল না, তাই তোমার কাছে ছুটে এলুম্ —"

সবিস্ময়ে ঠাকুর-দাদা বলিলেন, 'কেন হে! বাড়ী শুদ্ধ লোক গেল কোথা?"

তরুণ উদাস দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল—"সবাই আছে ঠাকুর-দা,—কিন্তু—!" একটু থামিয়া বলিল "কেউ নাই, কেউ নাই!—" তাহার এই স্বর ভয়ানক হতাশা-মিশ্রিত!

ঠাকুর-দাদা ভয় পাইয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

মস্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তরুণ বলিল, "আমার শ্বশুর-ম'শাই এসেছেন, বাবা বৈবাহিককে নিয়ে আসর জাকিয়ে বসে গল্প জুড়েছেন!—বাড়ীশুদ্ধ সবাই সেখানে হাজির; কাজেই, শূন্য ঘরে···বুঝ্‌লে ঠাকুরদা, কেমন করে টিকি?"

ঠাকুর-দাদা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "রক্ষে পাই। এই নিয়ে মারামারি! আমি বলি, বুঝি, আরও কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে থাক্‌বে······!" একটু হাসিয়া বৃদ্ধ গোটা-দুই ছোট্ট পরিহাস করিলেন। সে-পরিহাস অত্যন্তই পরিষ্কার, সোজাসুজি। তাহাতে মিথ্যার মিষ্টতা একটুকুও ছিল না;—ছিল শুধু সুস্পষ্ট সত্যের তীব্র ঝাল!

নাতি অপ্রস্তুতে পড়িয়া বিরক্ত হইয়া

উঠিল ! ঠাকুর-দাদা সেটুকু লক্ষ্য করিয়া, আস্তে আস্তে নিজের পাকা-মাথাটি তরুণের কাঁধের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "চপল উচ্ছ্বাস-প্রিয় যুবক,—তোমরা স্বভাবের ওপর এত ভীষণ অস্বাভাবিকতার আতিশয্য এনে ফেলেছ যে, তোমাদের সচেতন প্রাণী বলে ভেবে নিতে আমার সময় সময় দ্বিধা-বোধ হয় !—ওহে উচ্ছৃঙ্খলতা-ধর্ম্মী স্নেহাস্পদ,—সংযম বলে একটা শব্দ সংসারে আছে, শুনেছ কি ?—"

মাটীর দিকে চাহিয়া সলজ্জ মুখে তরুণ বলিল, 'বেয়াদবি মাপ কর, ঠাকুর-দা, কান মল্‌চি তোমার কাছে।"

নাতির হাত ধরিয়া বৃদ্ধ তাহাকে নিরস্ত করিলেন। ক্ষুদ্র চক্ষুর অগ্রভাগে সস্নেহে তাহার ললাট-চুম্বন করিয়া কানে কানে বলিলেন, "ওটা নাত্‌-বৌয়ের দরবারে কোরো বন্ধু ! এ-সব অপরাধের জন্য সেই-খানে ক্ষমা চাওয়াই প্রশস্ত বিধি।—"

কথাটা চাপা দিবার জন্য তরুণ জোর গলায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ধন্যবাদ, উপদেশের জন্য বহু ধন্যবাদ ঠাকুর্দা !—এখন একটা ভাল গল্প সুরু কর দেখি ! বর্ষার সন্ধ্যাটা মাটী হয়ে যাচ্ছে !—"

বাহিরের বৃষ্টি-সজল বিশ্বপ্রকৃতির পানে চাহিয়া বৃদ্ধ চিন্তিতভাবে বলিলেন, "বর্ষার সন্ধ্যা জমিয়ে তোল্‌বার ভার পড়্‌ল এই বৃদ্ধের উপর ! বড় অবিবেচনা কর্‌লে হে ! তরুণদের মনস্তুষ্টি-সাধনের জন্য হাসির গান কি ঠিক্ তেমন মধুর সুরে এ বৃদ্ধের কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হতে পার্‌বে !—"

তরুণ বলিল, "পার্‌বে ঠাকুর্দা ! ভড়্‌কাচ্ছ কেন ? চালিয়ে যাও।—"

করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "না বন্ধু, অমন হঠকারিতায় আমি রাজি নই। মনে যখন হাসি নেই, তখন মুখে সেটা ফুটিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা কর্‌লে—চোখের জলের তোড় অত্যন্ত বেড়ে উঠ্‌বে এবং ঠোঁটের ফাঁকে দাঁত-খামটি-টাও ভয়ানক নিষ্ঠুর দৃশ্য হয়ে দাঁড়াবে ! অতএব ক্ষমা কর।"

ক্ষুণ্ণ হইয়া তরুণ বলিল,"আমি যে তোমার কাছে গল্প শোন্‌বার জন্যই এসেছি, ঠাকুর্দ্দা ! —নিরাশ হয়ে ফির্‌ব ?—না হয়, কাঁদাও একটু !—"

"তাইত—" বলিয়া বৃদ্ধ টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে খানিক ক্ষণ কি ভাবিলেন ; তারপর মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোমায় খুসী কর্‌বার জন্যে মিথ্যে দিয়ে গল্প বানিয়ে আজ হাসাতে পারব না। একটা সত্য ঘটনা সোজাসুজি বলে যাচ্ছি,—বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌ত কান পেতে শোন। তারপর হাসি বা কান্না, যা উচিত বিবেচনা হয়, কোরো।"

স্ফূর্ত্তির সহিত পালক ফুলাইয়া, গা-ঝাড়া দিয়া, নখর-কঙ্কতিকায় মাথার চুল আচ্‌ড়াইয়া, দেহ-প্রসাধন সমাপ্ত করিয়া, শ্রীমান্ তরুণ ভব্যযুক্ত হইয়া বসিল। বৃদ্ধ পা-দুইটি গুটাইয়া, বুকে ভর দিয়া বসিয়া শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে গল্প সুরু করিলেন।—

"সে অনেক দিনের কথা। তখন তোমা-রই মত আমার বয়স। আজিকার এই বার্দ্ধক্যের তীব্র জড়তা তখন আমায় আক্রমণ করিতে পারে নাই ;—আমি তখন তোমারই মত অমনি অধীর ও চঞ্চল ছিলাম। আজ প্রবীণত্বের গৌরবে পাকা-পোক্ত হইয়া,—

অগাধ আলস্যের মাঝে অটল হইয়া বসিয়া আছি, কিন্তু এখনকার দিনের আলস্য-সম্ভোগ আমি অসহ্য ঘৃণার চক্ষে দেখিতাম্।

"খাবার খাইয়া পেট ভর্ত্তি হইবার পর, অকারণ ব্যস্ততায় আকাশময় মহা ঔৎসুক্যে ছুটাছুটি জুড়িয়া দিতাম! কখনও বা লম্বালম্বি ছুট কাটাইয়া পৃথিবীর শেষ প্রান্তটা দেখিবার জন্যে মহাস্ফূর্ত্তিতে উধাও হইতাম!—সে নিরুদ্দেশ যাত্রা কি অসীম উল্লাসময়! মনে অশ্রান্ত কৌতূহল, প্রাণে অদম্য সাহস, শরীরে অপর্য্যাপ্ত শক্তি! ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ক্রোশের পর ক্রোশ অবহেলায় অতিক্রম করিয়া চলিতাম! তারপর অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে হাসিতে হাসিতে বসিয়া পড়িতাম!

"এমনি করিয়া একটানে ছুটিতে ছুটিতে একদিন গ্রীষ্ম-দ্বিপ্রহরের কড়া রোদ্রে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিলাম; ভারী ক্লান্ত হইয়াছিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ফিরিবার পথে সন্ধ্যার সময় একটা লোকালয়ের শেষ প্রান্তে যখন পৌছিয়াছি, তখন হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর মেঘ আকাশে আসিয়া বিষম ঝড় তুলিল! সে ঝড়ের গতিবেগ ঠেলিয়া, পাখা ঝাপ্‌টা দিয়া বেশী দূর উড়িয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে দেখিয়া আমি প্রমাদ গণিলাম! রাত্রির মত একটা আশ্রয় চাই।—প্রাণপণে ছুটিলাম। —নিকটেই একটা মানবগৃহ দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। বিনা দ্বিধায় সাম্নের খোলা বাতায়ন-পথে তাড়াতাড়ি একটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

"তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিক্‌টায় চাহিলাম। বৃহৎ ঘরখানা বোঝাই হাজার রকমের নির্জীব আস্‌বাব। তা'র মধ্যে একটিমাত্র সজীব মানুষ!—আমি সন্দিগ্ধ ভাবে বার বার তাহার দিকে চাহিলাম, কিন্তু দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম,—সে আমায় আদৌ লক্ষ্য করিল না। আমি নিঃশব্দে সুট্ করিয়া আসিয়া ঘরের কোণে কড়িকাঠের ফাঁকে আশ্রয় লইলাম সে ইহা জানিতে পারিল না। —জানালার কাছে, অপরিষ্কার ক্ষুদ্র বিছানায় শুইয়া, বাহিরের মেঘাড়ম্বরময়ী আকাশের দিকে অসহায় উদাস দৃষ্টিতে তাকাইয়া সে নিস্পন্দ-দেহে পড়িয়া রহিল। দৃষ্টিও তাহার স্থির নিষ্পলক রহিল।

"বাহিরে ক্রমে মেঘের পরে মেঘ জমিল কড়্ কড়্ করিয়া বজ্র ডাকিল, চক্‌মক্ করিয়া বিদ্যুত হানিল, তারপর তড়্‌বড়্ করিয়া বৃষ্টির ফোঁটা পড়িতে লাগিল। ঘরের মধ্যে জল আসিতে লাগিল। লোকের নিষ্পলক নয়নে, চেতনার আভস ফুটিয়া উঠিল। সে অতিকষ্টে ধীরে ধীরে একটু নড়িল; পাশ ফিরিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল; পারিল না, পড়িয়া গেল। একটা হতাশ যন্ত্রণার ব্যাকুল অর্ত্তনাদ বায়ুস্তরে অলক্ষ্যে মিলাইয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে আবার আকাশে বিকট বিদ্যুচ্চমকের সহিত উৎকট কর্কশ বজ্র-নির্ঘোষ শুনিতে পাওয়া গেল। লোকটা এবার আকুল আতঙ্কে কাঁদিয়া উঠিল।

"বাহির হইতে কেহ আসিয়া তাহাকে এতটুকু সান্ত্বনা দিল না, এতটুকু সাহায্য করিল না! আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল! কড়িকাঠের ফাঁক হইতে গলা বাড়াইয়া ভাল করিয়া তাহার অবস্থাটা দেখিবার প্রয়াস পাইলাম। ও হরি!—হতভাগ্যটা যে খঞ্জ, রুগ্ন! শুধু কি তাই! তাহার হাত-দুটা! হায় ভগবান্, ভয়াবহ গলিত কুষ্ঠে তাহার

দশটা অঙ্গুলের একটারও যে চিহ্ন অবশিষ্ট নাই।

"আমি অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম! মরি রে! সেই পরাধীনতার ব্যথা-কুণ্ঠিত মলিন নিষ্প্রভ নয়নে কি শোচনীয় দুঃখের রূপ বর্ত্তমান! ললাটের যন্ত্রণাকুঞ্চন-রেখায় যেন জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা রহিয়াছে,—'চির নিরুপায়—ক্রীতদাস'।

"লোকটা প্রাণপণ উদ্যমে অনেক চেষ্টায় উঠিয়া বসিল; তারপর কাঁচের জানালাটা টানিয়া দাঁতে ঘুরাইয়া ছিটকানি আঁটিয়া দিল। এইটুকু পরিশ্রমেই সে অসহ্য ক্লান্তিতে হাঁপাইতে লাগিল; অনেক কষ্টে হাত্ড়াইয়া শয্যার শিয়র হইতে একটা ছোট বোতল দুইহাতে ধরিয়া টানিয়া আনিল; দাঁতে করিয়া তাহার ছিপি খুলিয়া তাহার ভিতরের তরল পদার্থটুকু নিঃশেষে গলায় ঢালিয়া দিল।

"ওঃ! ও তবে মদ্যপ। এই ভাবিয়া অসহনীয় ব্যথার সহিত বিজাতীয় ঘৃণা বোধ হইল। হায়! একেই ত ভগবান্ উহার অদৃষ্টে মহাব্যাধির মৃত্যুর যন্ত্রণা চির-জীবন-ব্যাপী করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার উপর নির্ব্বোধ লক্ষ্মীছাড়াটা আবার ঐ আত্মঘাত-পাপতুল্য নিদারুণ বিশ্রী নেশার অধীন! ধিক্ ধিক্! কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিতেই ধীরে ধীরে তাহার ভাবপরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। ক্রমে সে অধীর, উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কড়িকাঠের নিরাপদ্ কোটর হইতে চ্যুত হইয়া অসাবধানে ঘরের মেঝেয় পড়িলে, আমাদের ভয়কাতর শাবকগুলি ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় যেমন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে, তাহার বুকের ভিতর-কার হৃৎপিণ্ডটা তেমনি করিয়া সশব্দ-স্পন্দন দ্রুত কাঁপিতে লাগিল। নিষ্ফল ব্যগ্রতায় উৎ-ক্ষিপ্তভাবে সে শয্যাময় হাতড়াইতে লাগিল;—তারপর অসহ্য আবেগে শয্যার উপর আছ-ড়াইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু কি নিদ্রার মাঝে, ঠিক্ বলিতে পারি না—তাহার দেহ স্থির নিস্পন্দ হইয়া গেল।

"আমি ভীরু চড়ুই হইলেও তখন যুবা বয়সের প্রাণী, কাজেই কৌতূহলী। জনশূন্য আলোকহীন গৃহে সেই নিস্পন্দ শায়িত দেহটাকে সন্তর্পণে একবার পরীক্ষা করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইল;...একটু ভাবিয়া, চিন্তিয়া নিঃশব্দে ফুড়ুৎ করিয়া উড়িয়া নামিয়া আসিলাম; শয্যার শিয়রে বসিলাম। তারপর তুড়ুক্ তুড়ুক্ করিয়া লাফাইয়া তাহার নিকটস্থ হইয়া উঁকি ঝুঁকি দিয়া তাহার মুখচোকের অবস্থাটা দেখিবার চেষ্টা করিলাম,—কিন্তু হঠাৎ পিছাইলাম! উঃ কি গরম! তাহার ব্রহ্মতালুর ভিতর হইতে অগ্নিজ্বালাময় ভীষণ উত্তাপ বাহির হইতেছে! পালকের জামার নীচে গাত্রচর্ম্মে তাহার তাপ আসিয়া ঠেকিল; চক্ষের নিমেষে চম্পট দিলাম! কড়িকাঠের মাথায় নিরাপদ্ স্থানে বসিয়া ব্যগ্র কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম।

"সেটা ভীষণ উত্তাপই সত্য; অন্ধকার ঘর-খানা সে উষ্ণ ঝাঁঝে যেন আশ্চর্য্য আলোকময় হইয়া উঠিল!—ক্রমেই উত্তাপটা তীব্রতর—স্পষ্টীভূত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহা অগ্নি-শিখা-প্রোজ্জ্বল একটা চমৎকার জ্যোতির্ম্ময় আলোক-তরঙ্গে পরিণত হইল। তরঙ্গ-স্রোত বহিয়া আসিয়া দেহটার শিয়র দেশে পুঞ্জীকৃত হইয়া জমাট বাঁধিল। ক্রমে তাহা

একটা অপূর্ব্ব সুন্দর মানব-মূর্ত্তিতে পরিণত হইল।

"মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ উজ্জ্বল। মর-জগতের ঊর্দ্ধে যদি কোন অপার্থিব প্রসন্ন সৌন্দর্য্য-মাধুরী থাকে,—সে মূর্ত্তি, বোধ হয়, তাহারই সত্তায় সুগঠিত।

"মূর্ত্তি স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সম্মুখের ব্যাধি-বিকলাঙ্গ কুৎসিত মানব মূর্ত্তিটা, বোধ হয়, তাহার চোখে ঠেকিল না।—সে স্তব্ধ নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, কাচাবরণ-মণ্ডিত জানালার বাহিরে আকাশের দিকে!—আমি কড়িকাঠের গুপ্ত আশ্রয়ে বসিয়া দেখিতে পাইলাম না,—সে বাহিরের দিকে একান্ত আগ্রহে চাহিয়া কি দেখিতেছে; কিন্তু দেখিলাম তাহার সুন্দর মুখ গভীর আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার দৃষ্টি যেমনই মুগ্ধ-মনোরম, তেমনই শান্ত-কোমল!—

"কিছুক্ষণ পরে সে হঠাৎ সজোরে ডানহাত তুলিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম! হরিবোল হরি!.....এতক্ষণ দেখি নাই, এই শান্ত সুকুমার প্রিয়দর্শন মানুষটার হাতে—ঠিক্ যেন তীক্ষ্ণ নৃশংসতা-মাখান একটা ভয়ানক চক্‌চকে উজ্জ্বল ছোরা!

"আমি ভয়ে ঘাড় গুঁজিয়া চক্ষু বুজিলাম, ক্ষণপরে চক্ষু খুলিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আতঙ্কে প্রাণ উড়িয়া গেল!—দেখিলাম, লোকটা, সেই শয্যার উপর পতিত অচেতন দেহটার পাঁজরে ছোরাখানা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে!

"দেহটা তীব্র যন্ত্রণায় সজোরে ধড়্‌ফড়্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল!' নির্দ্দয় নিষ্ঠুর হত্যা-কারীটা তাহার দিকে দৃক্‌পাত করিল না;—অম্লান বদনে অকম্পিত হস্তে ছোরাটা টানিয়া তুলিল!—

"রক্তস্রোত ফিন্‌কি দিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে সকৌতুকে হাসিতে হাসিতে তাড়াতাড়ি একটা মাটীর পাত্র আনিয়া তাহাতেই রক্তটা ধরিল। ক্ষণপরে রক্তের পাত্রটা ঘরের মেঝেয় নাবাইয়া রাখিয়া সে জানালার কাছে সরিয়া গেল। বাহিরে ঝড়-জল তখনও চলিতেছিল কি না, জানি না, কিন্তু সামান্য আলোক আসিতেছে, দেখিলাম। সেই ক্ষীণ আলোকে রক্তমাখা ছোরাখানা চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিয়া সে গভীর মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতে লাগিল। স্বর্গের সন্তোষে তাহার মুখ ভরিয়া গেল। সে নত হইয়া যুক্ত করে, মনে হইল, যেন কাহার উদ্দেশে নমস্কার করিল; তারপর ছোরাটা মুখে পুরিয়া অবলীলাক্রমে গিলিয়া ফেলিল!

"পরে সরিয়া আসিয়া সে সেই রক্ত-পাত্রটার কাছে বসিল। সরল শিশুর তরল চপল কৌতুকের হাসিতে আবার তাহার সুন্দর মুখ ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল! ঘরের কোণ হইতে একটা ছোট 'খড়ের নল' কুড়াইয়া, হাসিতে হাসিতে মুখে লাগাইয়া, সেই রক্তের ভিতর ডুবাইয়া সে 'ফুঁ' দিয়া বুদ্বুদ তুলিতে লাগিল!

কি অদ্ভুত ইন্দ্রজাল! দেখিতে দেখিতে সেই বিচিত্র-বর্ণের-বুদ্বুদ-রচিত কত কি আশ্চর্য্য-বস্তু প্রস্তুত হইল! কি বিরাট তাহাদের আকার! কি চমৎকার তাহাদের উজ্জ্বল শোভা!..... আমি কিছুই বুঝিলাম না, বিস্ময়-স্তম্ভিত-নয়নে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিলাম!

"বহুক্ষণ-পরে, একাগ্র মনোযোগে ক্রীড়ারত লোকটা হঠাৎ চট্‌কা ভাঙ্গিয়া লাফাইয়া উঠিল! তাহার মুখখানা অস্বাভাবিক বিবর্ণ হইয়া গেল! সে কাঁপিতে লাগিল, তাহার দেহটা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল! হঠাৎ সে অদৃশ্য হইয়া পূর্ব্বের মত একটা আলোক-তরঙ্গে পরিণত হইল! সেই জ্যোতিঃ তরঙ্গ-রেখা হিল্লোলিত হইয়া আসিয়া, সেই শয্যা-শায়িত দেহটার ব্রহ্মরন্ধ্রে সংলগ্ন হইল। ক্রমে তাহা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল!

"মৃতদেহটা নড়িয়া উঠিল! আমি ভয়-বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার ক্ষতস্থানে ক্ষত-চিহ্ন নাই! আছে শুধু অতি-ক্ষীণ একটু শুষ্ক-শোণিত-রেখা!

"শয্যাশায়িত লোকটা উৎকণ্ঠাকুল নয়নে শুষ্ক মুখে চারিদিকে চাহিল, তারপর প্রাণপণ আকিঞ্চনে উঠিয়া বসিল।—ব্যগ্রব্যাকুল হইয়া, দুই হাতে উদ্বেগ-স্পন্দিত বুকটা চাপিয়া ধরিয়া সেই রক্তের বুদ্বুদ-উদ্ভূত অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক বস্তুগুলার পানে চাহিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতের মত পড়িয়া গেল!

"রাত্রির কুয়াশা কাটিয়া ভোরের আলোক দেখা দিল।—জানালার কাচের ভিতর হইতে বাহিরের মেঘশূন্য নীলাকাশের একটুক্‌রা মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল; চারিদিকে দ্রুত দৃষ্টি-সঞ্চালন করিয়া ভাবিলাম, কোন্ ফাঁক দিয়া বাহির হই? চারিদিকই যে বন্ধ!

"হঠাৎ সশব্দে গৃহদ্বার ঠেলিয়া একদল লোক হুড়্ হুড়্ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বিচিত্র কণ্ঠে বিকট চীৎকার জুড়িয়া দিল!......সহস্র তর্ক, যুক্তি, প্রশ্ন, উত্তর, তাহারা যথেচ্ছভাবে আপনা আপনি মীমাংসা করিয়া লইল। তার-পর কেহ দম্ভভরে বিদ্রূপ করিল, কেহ ক্রুদ্ধ-স্বরে তিরস্কার করিল, কেহ কঠোর ঘৃণায় ধিক্কার দিল! সেই হতভাগ্য নির্ব্বোধটা অর্থহীন দৃষ্টি তুলিয়া নির্ব্বাক্‌ভাবে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল।

"উদ্ধত অবজ্ঞায় তাহার পিঠে লাথি মারিয়া, মুখে থুতু ফেলিয়া, দলকে দল ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল; রহিল শুধু অবশেষের দুইজন।—তাহারা দুইজনেই প্রশংসামুগ্ধ দৃষ্টিতে একত্রে মনোযোগে এতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া সেই ঐন্দ্র-জালিক কীর্ত্তি দেখিতেছিল। এইবার দুইজনে অগ্রসর হইয়া, প্রসন্ন উল্লাসে সমস্বরে জয়ধ্বনি করিল!

"নির্ব্বোধটা মূকের মত বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল; কিছু বলিল না।

"তাহারা আবার জয়ধ্বনি করিল। ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে আর একজন সবেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। হিংস্র ব্যাঘ্রের কঠোর উত্তে-জনায় সেই নির্ব্বোধটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিষ্ঠুরভাবে সে তাহার বুকে উপর্য্যুপরি বেত্রাঘাত করিল।—হতভাগার বুকের চামড়া কাটিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত ঝরিল! কিন্তু মুখে তাহার এতটুকুও বেদনার চিহ্ন দেখা গেল না! সে শুধু হতভম্ব হইয়া প্রহারকর্ত্তার ক্রুদ্ধ ভীষণ মুখখানার প্রতি চাহিয়া রহিল।

"শুনিলাম, হতভাগ্য নির্ব্বোধ ইহারই অন্ন-পুষ্ট, আশ্রয়ে পালিত—হতভাগ্য ক্রীতদাস।

"পদাঘাতে ভূমি কাঁপাইয়া, শাসনের বেত্র

আস্ফালন করিয়া প্রভু কর্কশ নিনাদে গর্জ্জন করিলেন .....'এত সাহস। এত স্পর্দ্ধা! অন্নদাতা প্রভুর অনুগ্রহ-ভিক্ষু, জঘন্য-জীবন লইয়া নিভৃত বিরাম-কুটীরের মাঝে মাথা গুজিয়া বিশ্রাম করিবার একটু স্থান পাইয়াছে বলিয়া সে কি না স্বচ্ছন্দে এমন দুঃসহ স্বেচ্ছাচার স্পর্দ্ধা-প্রকাশ করিবে! —কোন্ সাহসে সে এমন অসমসাহসিকতা প্রকাশ করিল?'

"ভৃত্য কোনই উত্তর দিল না; মাটীর দিকে চোখ নীচু করিয়া নীরব রহিল। প্রভু সদর্পে তাহার মাথায় পদাঘাত করিয়া গেলেন।

"জয়ধ্বনিকারী লোক-দুইজন স্তম্ভিতনেত্রে চাহিয়া ছিল। এইবার তাহারা ব্যথিত ম্লান মুখে ধীরে ধীরে অগ্রহসর হইয়া তাহার হাত ধরিল! তাহার মাথার ধুলা, পিঠের ধুলা ঝাড়িয়া, সস্নেহে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সান্ত্বনার স্বরে তাহাকে উৎসাহ দিল।— নির্ব্বোধ তবুও কোন কথ কহিতে পারিল না; লাঞ্ছনাহত করুণ-নয়নে নির্ব্বাগ্ভাবে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল! তাহার দুই চক্ষুর প্রান্ত বহিয়া শুধু দুইটি ফোটা তপ্ত অশ্রু টস্ টস্ করিয়া বুকে খসিয়া পড়িল।

"একজন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কি অন্যায়! ওরা নির্ব্বিচারে তোমার ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করে গেল?—'

"ম্লান হাসি মুখে টানিয়া, ভগ্নকণ্ঠে নির্ব্বোধ উত্তর দিল—"যেতে দাও বন্ধু,—ওঁরা ওতেই যদি পরিতৃপ্ত হন, হতে দাও।—'

"ফুলের মালা হাতে করিয়া অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি গম্ভীর স্বরে বলিল,'কিন্তু আমরা তোমার মহত্ত্বের অপমান করতে পারব না। আমরা প্রীতিভরে তোমায় এই সম্মানের অর্ঘ্য উপহার দেব।—ধর বন্ধু......"

"সভয়ে পিছাইয়া নির্ব্বোধ কাতরকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিল,—"না না, বন্ধু, ক্ষমা কর— আমি এ সম্মানের অযোগ্য;—আমি যে এর কিছুই জানি নে!"—

"তাহারা চমকিল! বিস্ময়-ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিল—'এই অজস্র ব্যয়িত শোণিত, একি তোমারই পঞ্জর-নিঃসৃত নয়?'

"সে মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল "হাঁ—।" পুনশ্চ প্রশ্ন হইল, "এই সুন্দর কীর্ত্তি, এ ইন্দ্রজাল তোমারই স্ব-কর-সৃষ্ট নয়?'—

"ক্ষুন্ন বেদনার হাসি হাসিয়া নির্ব্বোধ তাহার সেই কুষ্ঠক্ষত-শীর্ণ অকর্ম্মণ্য হাত-দুইখানি তুলিয়া দেখাইল, এ হাত যে অক্ষম! তারপর দৃঢ়ভাবে মস্তক-সঞ্চালনে নিঃশব্দে জানাইল— "না—!"

"প্রশ্নকর্ত্তা অবাক্ হইয়া গেল! অনেকক্ষণ চুপ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তবে? তবে এ কার কীর্ত্তি? জান, সেই অদ্ভুতকর্ম্মা? কোথায় তা'র নিবাস?—"

"মুহূর্ত্তের জন্য নির্ব্বোধের বুকটা প্রচণ্ড-বেগে স্পন্দিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে কোন উত্তর দিতে পারিল না!—নৈরাশ্যকাতর উদাস দৃষ্টিতে জানালার বাহিরে আকাশের দিকে হতবুদ্ধির মত সে চাহিয়া রহিল।—

"প্রশ্নকর্ত্তা তাহার দৃষ্টি-লক্ষ্যে বাহিরের দিকে ত্রস্ত চকিত কটাক্ষপাত করিল, তারপর ছুটিয়া আসিয়া, কাঁচের জানালা খুলিয়া ফেলিয়া, বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, ব্যস্ত চঞ্চল দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে নিষ্ফল উৎ-

সুকো অনুসন্ধান করিতে লাগিল! কিন্তু কোথায় কে!—

"নির্ব্বোধ হতাশ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল! হায়, সে হতভাগ্য নিজেও জানিতে পারিল না—তাহারই বুক-ভরা বেদনার আবেগ, উন্মাদ-আলোড়নে উৎক্ষিপ্ত হইয়া তাহারই সতেজ-মস্তিষ্কে যে তীব্র আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছিল, সেই আগুনেই বিরাট্ চৈতন্যময় এক মহতী মঙ্গলশক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল!—তিনিই তাহার মানবীয় দেহের দুর্ব্বল বক্ষে, শাণিত কঠিন লৌহ হানিয়া রোগদুষ্ট শোণিত টানিয়া বাহির করিয়া সেই রক্ত মাটীর পাত্রে ধরিয়াছিলেন। তারপর সরল শিশুর চপল কৌতুক-আনন্দে মাতিয়া ঐন্দ্রজালিক ফুৎকারে সেই রক্তে বুদ্বুদ গড়িয়া এই আশ্চর্য্যজনক ঐন্দ্রজালিক-কীর্ত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন! হায়, ইহারা এখন বাহিরে কোথায় তাঁহাকে খুঁজিতে চায়!—"

* * *

বৃদ্ধ চুপ করিলেন। তরুণ মাথা তুলিয়া সাগ্রহে বলিল, "তারপর?—"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তারপর আর কি? খোলা জানালা পেয়ে আমি সুড়ুৎ করে তা'র মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে পড়্লুম্, তারপর মুক্ত আকাশের বায়ুপ্রবাহে পাখা-সঞ্চালন করে সন্ সন্ শব্দে নিজের ডেরায় ছুট্লুম্।—"

তরুণ হতাশভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল, —"নিজের ডেরায়! পুলীশে খবর দিতে গেলে না? এমন ভয়ানক খুন-জখমের চমৎকার গল্পটা ডিটেক্টিভের হাতে পড়্‌ল না; গল্পটা মাঠে মারা গেল!—"

ঈষৎ হাসিয়া বৃদ্ধ চড়ুই মাথার টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "যেতে দাও, সুহৃদ্, জবরদস্তি করে রুদ্ধ গৃহের বদ্ধ বাতাসে আটকে রেখে বিষজীর্ণ করে মেরে ফেলার চেয়ে মুক্ত আকাশের কোলে খোলা মাঠের মেঠো হাওয়া খেয়ে মরা—ঢের স্বাস্থ্যকর! তুমি এখন নিজের ডেরায় যাও, তোমার শূন্যঘর এতক্ষণ নিশ্চয় পূর্ণ হয়েছে,—রাত্ ন'টা বাজে!

(সমাপ্ত)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। High courts' Instructions to and Regarding Police Officers (পুলিস্-কর্ম্মচারিগণের প্রতি ও তাহাদিগের সম্বন্ধে উচ্চ-বিচারালয়-সমূহের বিধি)।—শ্রীযুক্ত এইচ্ ব্যানার্জ্জি, বি এল্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত, গ্রথিত ও গিরিধি হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

এলাহাবাদ, বোম্বে, মান্দ্রাজ, কলিকাতা প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় উচ্চ-বিচারালয়গুলির পুলিস্-সংক্রান্ত বিধি-সমূহ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার সাতটী অধ্যায়ে পুলিস্-কর্ম্মচারী, পুলিসে সংবাদ, পুলিস্ রিপোর্ট, বন্ধন, কারারোধ, জামিন্, অনুসন্ধান, পুলিসের নিকট স্বীকারোক্তি, প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞাতব্য

বিষয় অতিসুন্দরভাবে গ্রথিত করিয়াছেন। সুতরাং ইহা পুলিস্-কর্ম্মচারী, আইন-ব্যবসায়ী, আইন-পাঠার্থী এবং পুলিসের শিক্ষাধীনে অবস্থিত ছাত্রগণের পক্ষে যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধারণ ব্যক্তিগণেরও জ্ঞাতব্য বহুবিধ বিষয় ইহাতে বিদ্যমান আছে। আমরা আশা করি, গ্রন্থকারের পরিশ্রম অচিরেই সার্থকতা লাভ করিবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিগত ২রা নবেম্বর মহাত্মা স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমর-ধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে আমরা এবং আমাদিগের মাতৃভূমি একটী উজ্জ্বলতম রত্ন হারাইলাম! মানুষ কেহই চিরদিনের জন্য এখানে আসে না। কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় কৃতী মনীষীর উজ্জ্বল চরিত্র যুগযুগান্তর ধরিয়া দেশবাসী আগ্রহ-সহকারে হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখে। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহলোক পরিত্যাগ করিলেও, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে তাঁহার সেই ঐকান্তিকী নিষ্ঠা, তাঁহার নিরহঙ্কারতা ও নিরভিমানতা, তাঁহার সেই সরল ও অমায়িক মধুর ব্যবহার, তাঁহার সেই গভীর জ্ঞানানুরাগ ও দেশবাসীর প্রতি প্রগাঢ় প্রেম তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও রাখিবে। স্বদেশবাসীদিগের উপর তাঁহার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক্। বিধাতা তাঁহার চিরোন্নতিশীল আত্মার চির উন্নতি বিধান করুন এবং দেশবাসীকে তাঁহার সদৃষ্টান্তানুসরণে শক্তি প্রদান করুন।

মহিলাদিগের প্রার্থনা।—আমেরিকার কতিপয় রমণী প্রেসিডেন্ট উইলসনের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে, আমেরিকার কয়েকজন মহিলাকে ইউরোপের শান্তি-সমিতিতে যোগদান করিবার সুযোগ দেওয়া হউক্।

রমণীদিগের এ প্রার্থনা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

নারীর কার্য্য।—ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ এক প্রকাশ্য সভায় নারীদের কার্য্যদক্ষতার বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইংলণ্ডের দশ লক্ষ নারী গোলাগুলি, বন্দুক ও কামানের নির্ম্মাণকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিন লক্ষ ষাট হাজার নারী কৃষিকার্য্য, দুই লক্ষ কুড়ি হাজার নারী জল- ও স্থল-সৈন্যের শুশ্রূষা-কার্য্য এবং বহু সহস্র নারী নানাপ্রকার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। মন্ত্রিমহোদয় বলিয়াছেন, 'নারীর সাহায্য না পাইলে আমরা যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিতাম না।'

বেথুন কলেজের ভূতপূর্ব্ব লেডী প্রিন্সিপ্যাল স্বর্গীয়া কুমুদিনী দাস।—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বেথুন কলেজের ভূতপূর্ব্ব লেডী প্রিন্সিপ্যাল শ্রীমতী কুমুদিনী দাস-মহাশয়া কয়েকদিনের পীড়ায় অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মার উন্নতি ও চিরকল্যাণ বিধান করুন্।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 665. — January, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ।
৬৬৫ সংখ্যা। | পৌষ, ১৩২৫। জানুয়ারী, ১৯১৯। | ১১শ কল্প।
৩য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

তোড়ী-ভৈরবী—একতালা।

শুনিয়া তোমার অভয়-বাণী

ঘুচিল বেদনা-জ্বালা,

নিভিল সকল চিত্ত-দহন,

ফুটিল কুসুম-মালা!

দূরে গেল মোহ-তিমির-ভার,

ঘুচে গেল ভয়, ছুটিল আঁধার,

(............শু)

শান্তি-কমল শুভ্র অমল

করিল জীবন আলা!

সংসার-পথে বিচরিব সুখে,

তোমারে ডাকিব সুখে দুঃখে শোকে,

নির্ভয়ে আমি গাহি যাব গান,

জীবন—পায়ে দিব ডালা!

(আজ) দুঃখ নাহি মোর, বেদন নাহি,

আনন্দে আজি সবা মুখ চাহি,

আনন্দে আমি তব গান গাহি—

গাঁথি হৃদি-ফুল-মালা॥

কথা—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি, এ।

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

২´ ৩ ০ ১
II ণ্‌সসা -া ণ্‌সা । দা ক্ষপা ক্ষপা । ক্ষপা ক্ষপা ক্ষপা । ণদা -া পা I
শুনি ০ য়া তো মা র অ ন্ত র বা০ ০ ণী

২´ ৩ ০ ১
I ক্ষপা ক্ষপা জ্ঞা । পক্ষা ণদা পা । পজ্ঞা -া -ঋা । সা -া -া I
ঘু চি ল ০বে দ না জ্বা ০ ০ লা ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I ণ্‌সা ণ্‌সা ণ্‌দা । দা দণা দণা । সা -া ঝজ্ঞা । ঝজ্ঞা ঝজ্ঞা ঝজ্ঞা I
নি ভি ল০ স ক ল চি ০ ত্ত দ হ ন

২´ ৩ ০ ১
I মণা দা পা । ক্ষপা ক্ষপা ক্ষপা । পজ্ঞা -া -ঋা । সা -া -া II
ফু০ টি ল কু সু ম মা ০ ০ লা ০ ০

অন্তরা।

২´ ৩ ০ ১
II দা মা মা । দা ণা ণা । ণর্সা র্সা র্সা । ণর্সা -া ণর্সা I
হু য়ে গে ল মো হ তি মি র ভা ০ র

২´ ৩ ০ ১
I র্সজ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্মা র্মা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্ঋা । র্ঋা র্সা র্সা I
ঘু চে গে ল ভ য় ছু টি ল আঁ ধা র

২´ ৩ ০ ১
I পদণা -র্সর্ঋর্সা র্সা । ণর্সা র্সা র্সা । ণা -া দা । দপা পা পা I
শা০০ ০০ন্ তি ক ম ল শু ০ ভ্র অ ম ল

২´ ৩ ০ ১
I ক্ষপা পা জ্ঞা । পক্ষা ণদা পা । পজ্ঞা -া -ঋা । সা -া -া II
ক রি ল জী০ ব ন আ ০ ০ লা ০ ০

সঞ্চারী।

২´ ৩ ০ ১
II ণ্‌সা -া সণ্‌া । দ্‌া দ্‌া ণ্‌া । ণ্‌া সা ঝজ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I
সং ০ সা০ র প থে বি চ রি ব হু খে

২´ ৩ ০ ১
I রজ্ঞা রজ্ঞা রজ্ঞা । জ্ঞমা ম্না মাপ । জ্ঞা জ্ঞা ঋা । ঋা সা সা I
তো মা রে ডা কি ব সু খে দু খে শো কে

২´ ৩ ০ ১
I পসা -া সদা । পা পা পা । পা ণা দা । দা পা -া I
নি র্ ভ য়ে আ মি গা হি যা ব গা ন

২´ ৩ ০ ১
I দণা -া দা । পা -া -া । জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । ঋা সা সা II
জী • ব ন • • পা য়ে দি ব তা লা.

আভোগ।

২´
[সা সা]
আ জ ৩ ০ ১
II দা মা মা । দা ণা ণা । ণর্সা র্সা র্সা । ণর্সা -া ণর্সা I
দু খ না হি মো র বে দ ন না • হি

২´ ৩ ০ ১
I সর্জ্ঞা র্জ্ঞা -র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্মা র্মা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্ঋা । র্ঋা র্সা র্সা I
আ ন ন্ দে আ জি স বা মু খ চা হি

২´ ৩ ০ ১
I পদণা -র্সর্ঋর্সা র্সা । ণর্সা র্সা র্সা । ণা -া দা । দপা পা পা I
আ•• •নন্ দে আ মি ত ব • গা ন গা হি

২´ ৩ ০ ১
I মপা পা জ্ঞা । পজ্ঞা পদা পা । পজ্ঞা -া -ঋা । সা -া -া II II
গাঁ থি ব্ব দি• ফু ল মা • • লা ০ ০

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কাশীদেবীর সামান্য দূরে উত্তর দিকে ভূত-ভৈরবের মন্দির আছে। ইঁহাকে কেহ কেহ ভীমভৈরবও কহিয়া থাকে। ইঁহাকে পূজা করিলে ভূতের ভয় আর থাকে না। ইহার দাড়ি আছে। ইহার কেবলমাত্র মস্তক ও মুখ দেখা যায়,অবশিষ্ট সমুদয় অঙ্গ পরিচ্ছদে আবৃত।

অওসানগঞ্জ-মহল্লায় বড় গণেশের মন্দির আছে। ইনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। বড় সড়ক হইতে একটি গলি চলিয়া গিয়াছে। তাহার কোণে জগন্নাথদেবের মন্দির। এখানে তিনটী মন্দির আছে। দক্ষিণে জগন্নাথ, বামে বলভদ্র, এবং মধ্যে তাঁহাদিগের ভগ্নী সুভদ্রা। প্রথম দুইটীর হস্তের কনুই পর্য্যন্ত আছে, কিন্তু হস্ত ও পদ নাই। শেষোক্তটি হস্তপদবিহীন। গলির অন্য কোণের একস্থানে দুইটী সতীমূর্ত্তি অবস্থিত। পুরাকালে যে-দুইটী রমণী সতী হইয়াছিল, এই মূর্ত্তি তাঁহাদিগেরই স্মারক। বড় গণেশের মন্দিরে গণেশের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ইনি হস্তিতুণ্ডবিশিষ্ট, চতুর্ভুজ। ইঁহার হস্ত ও পদ রৌপ্যনির্ম্মিত। মন্দির-মধ্যে চারিটী ঘণ্টা দোদুল্যমান।

* * * *

সহরের বাহিরে পশ্চিম দিকে পিশাচ-মোচন নামে একটী সুদীর্ঘ সরোবর আছে। ইহার তটে অনেকগুলি মন্দির দৃষ্ট হয়। পিশাচমোচন হিন্দুদিগের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। বারাণসীধামে আগন্তুক-মাত্রকেই এখানে আসিতে হয়। সহরের লোকেরা বৎসরে একদিন এখানে স্নান করে। প্রবাদ এইরূপ যে, এখানে স্নান করিলে পিশাচদিগের ভীতি আর থাকে না। জনশ্রুতি এইরূপ যে, একজন পিশাচ পবিত্রস্থানের গণ্ডীর মধ্যে ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করিতেছিল। পিশাচ-মোচনের পথের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাগণ তাহার পথরোধ করেন্। সুতরাং, ঘোর যুদ্ধ সমুপস্থিত হয়। যুদ্ধে পিশাচই জয়লাভ করে। ক্রমে সে পিশাচমোচনের স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। এই স্থানে সহরের কোতোয়াল ভৈরবনাথের সহিত সংঘর্ষ হয়। ফলে ভৈরবনাথ পিশাচের মস্তকচ্ছেদ করেন্। অতঃপর তিনি সেই মুণ্ড লইয়া বিশ্বেশ্বরের নিকটে আগমন করেন্। মুণ্ডটী দেহহীন হইলেও বাক্‌শক্তিহীন হয় নাই। সেই কাটামুণ্ড বিশ্বেশ্বরেব স্তব করিয়া এই বর প্রার্থনা করে যে, তাহাকে সহর হইতে না তাড়াইয়া পিশাচমোচন নামে যেন একটী পুষ্করিণী খনন করা হয় ও গয়া-যাত্রিগণ এখানে যেন প্রথমে আসিয়া স্থানটীকে দর্শন করে। মহাদেব 'তথাস্তু' বলিলেন। ঘাটের উপর মন্দিরের কোণে পিশাচের প্রস্তর-নির্ম্মিত মুণ্ড দেখা যায়। গয়াযাত্রীর মধ্যে যদি কেহ পূর্ব্বে পিশাচমোচন না দেখিয়া থাকে, তবে গয়ালীগণ তাহাকে বারাণসীর পিশাচমোচন দেখিতে অনুরোধ করে। ইহাতে যাত্রীদিগের কষ্ট হয় দেখিয়া গয়াতে পিশাচমোচনের একটী নকল স্থান কৃত হইল। তথায় স্নান করিলে বারাণসী-ধামের পিশাচমোচনের ফল হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেলা ব্যতীত বৎসরে পিশাচ-মোচনে একটী করিয়া বৃহৎ মেলা হয়। ইহা "লোটাভাণ্টা" নামে খ্যাত। এই দিনে লোকে বেগুনের বেগুনি করিয়া খাইয়া থাকে। ঘাটের পূর্ব্বদিকটি গোপালদাসসাহু এবং অবশিষ্ট স্থানটী মির্চ্চবাই-নামক জনৈক মহিলা নির্ম্মাণ করান্।

সরোবরের পূর্ব্বতটে দুইটী মন্দির আছে। তন্মধ্যে একটী ও নক্কুমিশ্র অন্যটি মির্চবাই নির্ম্মাণ করেন। শেষোক্ত মন্দিরের চতুষ্পার্শে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি আছে। মন্দিরের চারিদিকে চারিটি কুলুঙ্গি দৃষ্ট হয়।

মন্দিরে শিবলিঙ্গ ও তাঁহার সন্নিকটে পিশাচ-মোচনের মুণ্ড রক্ষিত দেখা যায়। ইহার পরেই বিষ্ণুমূর্ত্তি অবস্থিত। ইনি চতুর্ভুজ। এক হস্তে শঙ্খ, অপর হস্তে পদ্ম; তৃতীয় হস্তে গদা এবং চতুর্থ হস্তে চক্র। ইঁহার গলে বনফুল-হার। যিনি সর্ব্বব্যাপক তিনিই বিষ্ণু। বিষ অর্থে প্রবেশ, ণ বিশ্ব, উ চৈতন্য। (বিশ্বং ব্যাপ্নোতীতি বিষ্ণুরিতি)। বিশ্বব্যাপক পরমাত্মাকে বিষ্ণু বলা যায়। ইঁহার বক্ষঃস্থলে যে কৌস্তুভ মণি আছে, তাহাই চৈতন্যভাস, শ্রীবৎসমায়া, যাহাতে জগৎ মোহিত রহিয়াছে। জীবসমষ্টিই বনমালারূপে নানাবর্ণে গ্রথিত। হৈরণ্যপাত্র অর্থাৎ শুদ্ধ তেজঃস্বরূপ পীতবস্ত্র। যজ্ঞোপবীতই প্রণব, সাংখ্যযোগই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ শ্রবণকুণ্ডল। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গই প্রসিদ্ধ চতুর্ভুজ। আত্মার উপাসনাতেই চতুর্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। শুদ্ধ সত্ত্বগুণ পদ্মাকারে মোক্ষবর্গরূপে এক হস্ত হইয়াছে। তমোগুণ সলিল তত্ত্বরূপ-শঙ্খাকরে অর্থবর্গ-রূপে ইহার দ্বিতীয় হস্ত। তৃতীয় হস্তটী রজোগুণ তেজস্তত্ত্ব সুদর্শন-নামক-চক্রাকারে কামবর্গরূপে পরিণত। প্রাণতত্ত্ব গদা ত্রিগুণময়ী ধর্ম্মবর্গরূপে চতুর্থহস্ত হইয়াছে। সকাম ও নিষ্কাম, উভয় কর্ম্মই ইষুধিদ্বয়। ইন্দ্রিয়গণ শররূপে মণ্ডিত। ক্রিয়াশক্তি রথ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, ভূতবৃত্তি ক্রিয়াশক্তি চক্রকুরবাদিতে ব্যক্ত হইয়াছে। বর আর অভয় দুই মুদ্রা। ধর্ম্ম ও জ্ঞান দুই চামর দুই পার্শ্বে উপবীজন। গরুড় বেদরূপ; কারণ; বেদবেদ্য পরমাত্মাকে সর্ব্ববেদেই বহন করেন্। জ্ঞানস্বরূপা কমলাই চিৎশক্তি-রূপে সন্নিহিতা আছেন। নন্দসুনন্দাদি অষ্টদ্বারপাল; ইঁহারাই অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য। বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সংকর্ষণ, অনিরুদ্ধ, এই চতুর্ব্যূহই ব্রহ্মপুচ্ছ-চতুষ্টয়। বিষ্ণুর পরেই লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি। ইঁহার বামভাগে সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি অবস্থিত।

সহরেব দক্ষিণ পশ্চিম দিকে সূর্য্যকুণ্ড আছে। এখানে কূপের সংখ্যা ১২টী; পরন্তু দুইটির মাত্র নিদর্শন পাওয়া যায়। পুষ্করিণীর উপর একটী মন্দির আছে। ইহার কিছু দূরে সূর্য্য নারায়ণের মূর্ত্তি অবস্থিত। এই বিগ্রহটী কোটা-বুন্দীর রাজা স্থাপিত করেন্। রবিবারে এখানে সূর্য্যের একটী বিশেষ করিয়া পূজা হইয়া থাকে। হিন্দুরা সূর্য্যকে পরমেশ্বর বলিয়া মানেন্। স্থ গত্যর্থে, ঋ স্থলে উর্। উ-শব্দে গমন। রকারে অগ্নি। য স্বরূপ। অর্থাৎ তৈজস-স্বরূপ, শুদ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপে সর্ব্বত্র গ যিনি, তাঁহার নাম সূর্য্য। সূর্য্য অর্থে তেজঃস্বরূপ পরমাত্মাই জ্যোতিঃব্রহ্ম; যথা "ব্রহ্মজ্যোতিঃ রসোঽমৃতমিতি শ্রুতিঃ।" সুতরাং, সূর্য্য-শব্দে পরমাত্মাকে বুঝায়। বিশেষতঃ, সূর্য্য-মন্ত্র গায়ত্রীকে সকলে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া থাকেন্। মন্দিরের মেজেয় হোমকুণ্ড আছে। হোমের জন্যই সেই কুণ্ড ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হোমকালে সূর্য্যপুরাণ পঠিত হয়। এই স্থানটী শাম্বাদিত নামে খ্যাত। কৃষ্ণের স্ত্রী জাম্ববতীর পুত্র শাম্বের নাম হইতে শাম্বাদিত-শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ যে, একদা শাম্ব অতিগর্হিত পাপ করিলে কৃষ্ণ তাহাকে শাপ দেন। ফলে তাহার কুষ্ঠ হয়। শাম্বের মাতা কৃষ্ণকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিলে, তিনি বলেন, 'যদি শাম্ব বারাণসীধামে যাইয়া পুষ্করিণী খনন-

পূর্ব্বক তাহাতে স্নান ও সূর্য্য-পূজা করে, তবেই সে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইবে। শাম্ব তাহাই করেন। এইজন্য পুষ্করিণীর নাম শাম্বাদিত।

সূর্য্যকুণ্ডের নিকট একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে অষ্টাঙ্গ-ভৈরবের ভগ্ন মূর্ত্তি অবস্থিত। ঔরঙ্গজেব ইহাঁকে ভগ্ন করেন।

সহরটীর এই মহল্লায় ধ্রুবেশ্বরের মন্দির আছে। ধ্রুব একজন ঋষি। নক্ষত্রের মধ্যে ইহাঁর স্থান। মন্দিরটীতে শিবলিঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছে।

* * *

মানমন্দির-ঘাটের যাহা কিছু প্রখ্যাতি আছে, তাহা কেবল নক্ষত্র-পর্য্যবেক্ষণের যন্ত্রাদির জন্য। গঙ্গানদীতটে মন্দিরটী অবস্থিত। জয়পুরের রাজা জয়সিংহ মান-মন্দির নির্ম্মাণ করেন্। যে গলি দিয়া গমন করিয়া ঘাটে যাওয়া যায়, তাহাতে দালভী-শ্বরের মন্দির অবস্থিত। উক্ত দেবতার মেঘের উপর ক্ষমতা অধিক। দেবতাটী ভৃঙ্গার-মধ্যে অবস্থিত। তাহা জলমধ্যে নিমজ্জিত থাকে। দালভীশ্বরের মন্দিরের সংলগ্নীভূত চতুর্ভুর্জ শীতলা এবং অন্যান্য দেবতা আছেন্।

নিকটেই সোমেশ্বরের মন্দির। সোম অর্থে চন্দ্রদেব। ইহাঁর মন্দিরের অনতিদূরে বারাহী-দেবীর মন্দির।

মানমন্দিরে ভিত্তিযন্ত্র, যন্ত্রসম্রাট্, চক্রযন্ত্র, দিগংশযন্ত্র প্রভৃতি অনেক যন্ত্র আছে। এখান হইতে অনতিদূরে নেপালি মন্দির অবস্থিত। নেপালি মন্দিরের সহিত কোন পৌরাণিকী আখ্যায়িকার সম্বন্ধ না থাকিলেও এবংপ্রকারের মন্দির কাশীতে আর নাই। ইহা ললিতা-ঘাটের উপর অবস্থিত। মন্দিরের উপরিভাগে দোহরা চৌখুটা ও তদুপরি গিল্‌টি-করা কলস দেখা যায়। বারান্দার ধারে বন্দনবাড়ীর ন্যায় ঘণ্টা ঝুলিতেছে। সেই ঘণ্টাগুলি বায়ুবিতাড়িত হইয়া স্বয়ং বাজিতে থাকে। সমক্ষে বড় নন্দী দৃষ্ট হয়। মন্দিরের নিকটে নেপালিগণের থাকিবার জন্য ধর্ম্মশালা আছে।

* * *

মানমন্দিরের দক্ষিণে দশাশ্বমেধ ঘাট। এই ঘাটটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পবিত্র বলিয়া লোকদিগের বিশ্বাস। বারাণসীর পঞ্চতীর্থের মধ্যে দশাশ্বমেধ একটি। অপর চারিটীর নাম অসিসঙ্গম, মণিকর্ণিকা, পঞ্চগঙ্গা এবং বরুণাসঙ্গম। তীর্থকামিগণ অসি-ঘাটে ধর্ম্ম-কৃত্যাদি করিয়া দশাশ্বমেধ-ঘাটে আসে, এবং তথায় পূজাদি করিয়া মণিকর্ণিকায় গমনপূর্ব্বক কূপে স্নান করে। এখান হইতে তাহারা পঞ্চগঙ্গায় গমন করিয়া পরে বরুণাসঙ্গমে সমাগত হয়।

দশাশ্বমেধ-ঘাটের প্রবাদ এই যে, একদা হরপার্ব্বতী মন্দরাচলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে মহাদেবের মন সহসা উদ্বেগপূর্ণ হইল। কাশী তখন দিবোদাসের হস্তগত। সমস্ত দেবতাই কাশী হইতে বিতাড়িত হয়। মহাদেব তখন ব্রহ্মাকে স্মরণ করিলেন। ব্রহ্মাও তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন। তিনি ব্রহ্মাকে বারাণসীর সংবাদ আনিতে ও রাজা দিবোদাসকে রাজ্যচ্যুত করিবার উপায় উদ্ভাবিত করিতে আজ্ঞা করিলেন। ব্রহ্মার বাহন হংস আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা

তদুপরি আসন-গ্রহণ করিয়া বারাণসীতে যাত্রা করিলেন। কাশীতে পঁহুছিয়া তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ পরিগ্রহ করিয়া রাজা দিবোদাসের সহিত সাক্ষাৎকার করেন। রাজা ব্রহ্মাকে চিনিতে না পারিয়া, ব্রাহ্মণবোধে দান দিতে উদ্যত হইলে, ছদ্মবেশী ব্রহ্মা বলিলেন,' 'আমি প্রব্রজ্যা ধারণ করিয়াছি, সুতরাং আমি দান গ্রহণ করিব না। যদি দান দেওয়াই আপনার বাসনা থাকে, তবে দশটী অশ্বমেধ-যজ্ঞের উপকরণ দিন্, আমি অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিতে চাই।' রাজাও তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। ব্রহ্মা ভাবিয়াছিলেন যে, যজ্ঞের উপকরণ দিতে রাজার কোনও না কোন ত্রুটি সংঘটিত হইবে এবং অমনি সেই পাপের জন্য তিনি তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবেন। কিন্তু ফলে বিপরীত হইল। রাজার কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না। ব্রহ্মা যজ্ঞ-সমাপন করিয়া স্থানটীকে 'দশাশ্বমেধ'-নাম দিলেন। এই দশাশ্বমেধ-ঘাটে স্নান করিলে প্রয়াগ-যাত্রার ফল হয়। ব্রহ্মা এখানে দুইটী বিগ্রহ রাখেন; তন্মধ্যে একটীর নাম দশাশ্বমেধেশ্বর এবং অন্যটী ব্রহ্মেশ্বর। প্রথমটী কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত ও বৃহদাকার এবং দ্বিতীয়টী ক্ষুদ্র। প্রবাদ এইরূপ যে, দশাশ্বমেধেশ্বরের পূজা করিলে পুনর্জন্ম হয় না। ব্রহ্মেশ্বরের পূজায় ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হয়। যে-মন্দিরে উক্ত দুই বিগ্রহ আছে, তথায় অন্যান্য দেবতাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষার্দ্ধে অনেক ব্যক্তি দশাশ্বমেধঘাটে এবং নিকটস্থিত রুদ্রসরোবরে স্নান করে। পনের দিন ব্যাপিয়া পূজাদি চলিয়া থাকে।

দশাশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপন করিয়া ব্রহ্মা দেখিলেন যে, তিনি যে-কার্য্যে আসিয়াছিলেন, সে কার্য্যের কিছুই হইল না। এদিকে রাজাও তাঁহাকে সমাদরের সহিত তাঁহার জন্য একটি মন্দির-নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ব্রহ্মা তখন কাশীতেই বাস করিতে লাগিলেন। শিবের নিকট তিনি আর প্রত্যাগত হইলেন না। ব্রহ্মা হিন্দুর একটি প্রধান দেবতা। সৃষ্টির আদিতে কেবলমাত্র পরব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মা অবস্থিত ছিলেন। তিনি আপনার শরীর হইতে প্রকৃতি পুরুষ-জড়িত এক বিরাট পুরুষকে প্রকাশ করেন। সেই পুরুষই ব্রহ্মা। তিনি আপনি দুই ভাগ হইয়া স্ত্রী ও পুরুষরূপে উৎপন্ন হইলেন। পরে ঐ স্ত্রীতে সম্ভোগ-দ্বারা বিবিধ প্রজার সৃষ্টি করেন। ইহারই অভিপ্রায়ে স্মৃতি-পুরাণাদির প্রজোৎপত্তি-ব্যাপার-বিশিষ্ট ব্রহ্মার কন্যা-হরণ-প্রস্তাব কথিত হইয়াছে। ইহা রূপকমাত্র।

সিদ্ধেশ্বরী-মহল্লায় দুইটী মন্দির আছে। মন্দিরদ্বয়ের প্রখ্যাতি অধিক। তন্মধ্যে একটী মন্দির সিদ্ধেশ্বরীর। ইহাঁর মন্দিরের সংলগ্ন চন্দ্রকূপ নামে একটী কূপ আছে। চৈত্র পূর্ণিমায় এখানে লোকগণ সমাগত হইয়া কূপে চন্দ্রের পূজা করে। মন্দিরস্থিত দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে একটি দুর্গা-দেবীর মূর্ত্তি আছে। ইহাঁর এক হস্তে পদ্ম, অন্যটিতে অসি, তৃতীয়টি সিংহের উপর এবং চতুর্থটী মহিষের উপর। বারান্দার পশ্চাদ্ভাগে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত। ইনিই সিদ্ধিদাতা। সঙ্কটাদেবীর মন্দিরেরও সঙ্কট-নিবারণের প্রখ্যাতি আছে। সঙ্কটাদেবীর মন্দিরের সংলগ্ন একটি মঠ আছে। এখানে ব্রাহ্মণবালকেরা শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া

থাকে। সিঁড়ি দিয়া নিম্নে নামিলেই সঙ্কটাঘাট প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে মহাবীর ও মহাদেবের মূর্ত্তি আছে।

সঙ্কটাঘাটের উত্তরে রামঘাট। এখানকার সিঁড়ির উপর একটী মন্দির আছে। স্থানটীতে অনেকগুলি দেবতার সমাবেশ দেখা যায়। দেবতাদিগের পরিধানে কিংখাপের পরিচ্ছদ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

কবি-কুঞ্জ।

(১)

কবি-কুঞ্জ, মরি এই কি সুখের স্থান,
ভারতীর লীলাস্থল, সুখের উদ্যান !
হেথায় পঞ্চম স্বরে, কোকিল কুহরে জোরে,
পাপিয়া ললিত গায়, সুখের কেমন !
সুখকর বহে সদা মৃদুল পবন !

(২)

হেথায় কুসুম ফুটে সৌরভ বিলায়,
সাহিত্যের তীর্থযাত্রী ভাবুকে মাতায় ;
হেথায় আকাশ-বাসে কোটি চন্দ্র পরকাশে,
সুবিমল রশ্মি-রাশি করে বিতরণ ;
চকোর করিয়া পান সুখে নিমগন !

(৩)

প্রকৃতির কুঞ্জে এই বিটপীর দল
ফল-ফুলে সুশোভিত সুন্দর সরল ;
লতিকা আনন্দে করে পরিণয় তরু-বরে,
মুকুল-শঙ্খের মুখে ভ্রমর-গুঞ্জন !—
মরি কি সুধার ধারা শ্রবণ-রঞ্জন !

(৪)

বাণীর নিকুঞ্জ এই কিবা রম্য স্থল,
রাতুল চরণে তাঁর শোভে শতদল !
হস্তেতে বীণার তার ঝঙ্কারিয়া অনিবার,
মরি কি সুধার ধারা করে বরিষণ,
ভক্তের পিয়াস মিটে, জুড়ায় জীবন !

(৫)

ছয় রাগ মূর্ত্তিমতী ছত্রিশ রাগিণী,
বাণীরে বরণ করে দিবস-যামিনী ;
বাণীর তনয় কবি, প্রকৃতি সরল ছবি,
উৎসব আসবে সব মত্ত অনিবার,
অমৃতের নদী বহে সুখের আধার !

(৬)

শোক তাপ নাহি ভাবে, সব ভুলে যায়,
আপনি মাতিয়ে রসে সবারে মাতায় ;
সদাই আনন্দ হেথা, নাহি কিছু মনে ব্যথা,
আনন্দ-আশ্রম এই শুদ্ধ নিকেতন,
বাণীর নিকুঞ্জ এই ত্রিদিব-ভবন।

(৭)

ম্লানজ্যোতি হীরা-মুক্তা, সুদীপ্ত কাঞ্চন,
হেথায় লজ্জিত কাছে বাণীর চরণ ;
হেথা যশ প্রতিভার, ঐশ্বরিক ক্ষমতার,
হেথায় কবির রাজ্য, বাণীর আলয়,
কবির গৌরব সদা প্রতিষ্ঠিত হয় !

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

আত্মবিসর্জ্জন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(নন্দলালবাবুর বাটী)

(নন্দলাল ও ঘটকের প্রবেশ।)

নন্দ। কিহে, একটা মেয়ে টেয়ে জোগাড় কর্ত্তে পার্লে না ?

ঘটক। সে কি ম'শাই ? এত মেয়ে দেখালুম্, আপনি ত কোনটাতেই মনোযোগ কর্লেন না!

নন্দ। ছেলের বিয়ে দোব! জান কি, মোটে একটা ছেলে, তা' মনের মতন ঠিক্ না হ'লে ত দিতে পারি না! তবে বিয়েটা আমি শীগ্‌গির দিতে চাই। ছেলেটা 'বিলেত যাব, বিলেত যাব' করে অস্থির হ'য়েছে, সেই জন্যে আমার এত ইচ্ছে যে বিয়ে দিয়ে তবে বিলেত পাঠাই। যদি বিয়ে না দিয়ে পাঠাই, জানি কি, এখনকার সব ছেলে,—যদি বিলেত থেকে একটা মেম্ বিয়ে ক'রে আসে!

ঘট। কই, সেটা বড় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আগে সেটা হ'ত বটে! সে-কালে লোক বিলেত গিয়ে ক্রীষ্টান হ'ত, মেম বিয়ে ক'র্ত্ত; ফিরে এসে খাস্ সাহেব সাজ্‌ত। কিন্তু আজকাল ছেলেদের মন সে-রকম নেই। শুনেছি, এখন অনেক বাঙ্গালীর ছেলে বিলেত গিয়ে কাপড় পরে, একাদশী করে, জপ-আহ্নিক করে। মেম বিয়ে কোরে ক্রীষ্টান হওয়া ত দূরের কথা!

নন্দ। হ্যাঁ, সে-কথাটা মিথ্যা নয় তবে আজকালকার ছেলেরা বাপ্-মার বড় অবাধ্য। বিশেষতঃ, বিয়ে করা সম্বন্ধে! এই সেদিন আমার এক শালীর ছেলে, ছোঁড়া এম, এ, পাশ ক'রেছে, ছোঁড়া কারু কথা শুন্‌লে না—একটা দুঃখী বিধবার মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এল।

ঘট। (চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া) তারপর ?

নন্দ। তারপর আর কি ? এখনকার সব ছেলেদেরই এক দশা! এত ক'রে ছেলেটাকে লেখাপড়া শেখালুম, তারপর কোন্ দিন, হয়ত একটা গরিবের মেয়ে, নয় ত একটা ব্রাহ্ম কিংবা বিধবা বিয়ে ক'রে আন্‌বে। সেই জন্যেই সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে বিলেত পাঠাব মনে কচ্ছি।

ঘট। বেশ ত, ঐ মিত্তিরদের মেয়েটী ত খুব সুন্দরী! আর বনেদী বড় ঘরের মেয়ে। তা হলে ঐখানেই ঠিক্ ক'রে ফেলুন্ না ? কি বলেন্ ?

নন্দ। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তাঁ'দের আগে ছেলে দেখে যেতে বোলো, তারপরে যা হয় করা যাবে।

ঘট। আজ্ঞে, তাঁরা বলেছেন, ছেলে তাঁরা দেখ্‌বেন্ না। ছেলে ক'নের ভাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে, ছেলে তাঁদের দেখা আছে। তাঁরা আরও ব'লেছেন, আপনার যদি মত হয়, তা হ'লে দেনা-পাওনাটা মিটিয়ে ফেলে বিয়ের দিন স্থির কর্ব্বেন্।

নন্দ। দেনা-পাওনা মোটামিটি আর কি? আমি ত বলেই দিয়েছি, নগদ দশ হাজার টাকা দিতে হবে। এর কমে আমি পার্ব্বো না।

ঘট। ম'শাই, সে কথা আমি বলেছিলুম্, কিন্তু তাঁরা অনেক অনুনয়-বিনয় ক'রে বলে দিয়েছেন যে, অনুগ্রহ করে কিছু কম ক্ষম করে নিন্! তাঁরা নগদ ছ' হাজার টাকা দেবেন্। অনেক মিনতি ক'রে বলে দিয়েছেন যে, অনুগ্রহ ক'রে এইতেই রাজি হয়ে মেয়েটীকে নেবেন্। আপনার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে তাদের বড়ই ঝোঁক্ পড়েছে।

নন্দ। হুঁঃ,—আমার রূপ দেখে ঝোঁক্ পড়েছে; না, আমার ছেলের গুণে ঝোক্ পড়েছে? অনারে বি, এ, পাশ করেছে, বছর বছর মেডিকেল কলেজে পাশ ক'রে মেডেল পাচ্ছে! আমার হীরের টুক্‌রো ছেলে! দশ হাজার টাকা ত' আমি খুব কম ক'রে বলেছি; বিশ হাজার টাকা বল্লেও অন্যায় হ'ত না। দশ হাজার টাকা দিয়ে যে এমন জামাই পাবে, তার ভাগ্যি ভাল। হুঁঃ—!

ঘট। (স্বগত) ছেলের বিয়ে দেওয়া নয়, যেন গরু-ছাগল বেচ্‌তে ব'সেছেন! আমাদের যে দু'পয়সা রোজগারের আশা ছিল, তা এই ব্যাটাদের কশা-মাজাতেই সব যেতে বসেছে। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে, সেখানে তা হ'লে হবে না?

নন্দ। যাও, তুমি তাদের বল গে, আমার যে কথা, সেই কাজ। নগদ দশ হাজার টাকা দিতে পারে ত হবে, নইলে তাদের অন্য জায়গায় চেষ্টা দেখ্‌তে ব'ল। বিশেষ আমার ছেলেকে বিলেত পাঠাতে হবে, তাতে কত খরচ হবে, তার ঠিক্ রেখেছ?

ঘট। যে আজ্ঞে! আর একটী মেয়ে আছে, সেখানে বেশ পাওনা-থোওনা হ'তে পারে।

নন্দ। (ব্যস্তভাবে) কোথা? কোথা?

ঘট। আজ্ঞে, ঐ বি, এন্ মজুমদারের মেয়ে। তাঁর সবে ঐ একটী মেয়ে। ছেলে তাঁর পছন্দ হ'লে, যা চাইবেন্, তিনি তাই দেবেন্। এমন কি তিনি ছেলের বিলেত যাবার খরচ পর্য্যন্ত দিতে স্বীকৃত আছেন্।

নন্দ। (ঈষৎ বিরক্তভাবে) তবে সেখানে এতদিন কথা পাড় নি কেন?

ঘট। আপনার মেয়ে পছন্দ হবে কি না হবে, সেইজন্যে কথা পাড়ি নি।

নন্দ। কেন, মেয়ে কি বড় কুৎসিত?

ঘট। আজ্ঞে না, মেয়ে কুৎসিত নয়। নিখুঁত সুন্দরী না হ'লেও মেয়েটী দেখ্‌তে মন্দ নয়। তবে কিনা, মেয়েটী একটু বড়। আপনি ছোট মেয়ে খুঁজ্‌ছেন, এ মেয়েটী বছর-ষোল হবে। জানেন্ ত, ব্যারিষ্টারের মেয়ে, বিলেত-ফেরত লোক, তিনি বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী ন'ন্।

নন্দ। ওঃ, তা হোক্, তা হোক্! আজকালকার ছেলেরা ডাগর মেয়েই বেশী পছন্দ করে। আমার প্রফুল্লও বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী নয়। তুমি আজই সেখানে গিয়ে খপরটা নিও। বুঝ্‌লে? ভুল না!

ঘট। আচ্ছা, আমি আজই যাব। কাল আপনি নিশ্চয় সংবাদ পাবেন্।

নন্দ। (স্বগত) কি জানি, এমন সম্বন্ধটা যদি দেরি হ'লে ফস্কে যায়! শীগ্‌গির

একটা ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে গেলেই ভাল হয়। (প্রকাশ্যে) কেন আজ্‌কে খপরটা দিয়ে যেতে পার্ব্বে না ?

ঘট। আচ্ছা, চেষ্টা ক'র্ব্ব। এখন তবে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

[অপর দিক্ হইতে বিজয় এবং সুকুমারীর প্রবেশ]

সুকু। এলাহাবাদ থেকে কবে এলে ?

বিজ। কাল রাত্রের ট্রেণে এসে পৌঁছেছি, মাসীমা! আপনারা সব ভাল আছেন্ ?

সুকু। হ্যাঁ বাবা! তুমি ভাল আছ ?

বিজ। হ্যাঁ, সেখানকার জল হাওয়া বেশ ভাল, শরীর বেশ থাকে।

সুকু। একেবারে দেশ-ছাড়া হ'য়ে পড়্‌লে বাছা! দেখা পাওয়া দায় হ'ল। প্রফুল্ল আর তুমি ছেলেবেলায় দু'টীতে দিনরাত্ একসঙ্গে পড়্‌তে, একসঙ্গে বেড়াতে, যেন দু'টী মায়ের পেটের ভাইয়ের মতন! তুমি চ'লে গিয়ে প্রফুল্লর বড় কষ্ট হ'য়েছে।

বিজ। আমারও আপনাদের জন্যে ভারি মন কেমন করে। এক এক সময় এমন হয় মাসী-মা, কি আর বোল্‌বো ? বড় কষ্ট হয়, কিছু ভাল লাগে না। কিন্তু ক'র্ব্ব কি ? এই ত সংসারের দশা! পেটের দায়ে সব ক'র্ত্তে হয়। আজকাল উকিলদের এমন দুর্দ্দশা হ'য়েছে যে, কোর্টে বসে কাঁদ্‌তে হয়। দূরদেশে গিয়ে পড়্‌লে যদি দু'পয়সা পাওয়া যায়, এই আশা!

সুকু। পাচ্ছ কিছু ?

বিজ। এই ত সবে ঢুকেছি। এখন আর কি পাব ? তবে পুরোণো উকিলরা বল্‌ছেন, কিছুদিন থাক্‌লে কিছু হ'তে পারে।

সুকু। পশার হ'লে মাকে-বৌকেও নিয়ে যাবে না কি ?

বিজ। (হাসিয়া) আগে পশারই হোক্।

সুকু। হ্যাঁ বিজয়! শুন্‌লুম তোমার শাশুড়ী ষষ্ঠীর তত্ত্ব ভাল ক'রে করে নি ব'লে তোমার মা না-কি তত্ত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন্ ?

বিজ। হ্যাঁ। মা কি কাজটা ভাল ক'রেছেন ?

সুকু। তা, বাছা, প্রথম তত্ত্ব একটু ভাল ক'রে কর্ত্তে হয় বৈ কি!

বিজ। সে কোথায় পাবে ? সে দুঃখিনী বিধবা! তা'র কি সাধ যায় না, তার মেয়ে-জামাইকে ভাল জিনিষ দিতে ? ক্ষমতায় না কুলুলে, দেবে কি ক'রে ? যা দিয়েছিল, তা' অতি যত্নেই দিয়েছিল। যে ক'রে মা-কে চিঠি-খানা লিখেছিলেন্, তা' দেখ্‌লে পাষাণও গলে যায়, তবু আমার মায়ের প্রাণে দয়া হ'ল না।

সুকু। বড্ড শাশুড়ীর দিকে টেনে বল্‌ছ, বাছা! তোমার মা তোমাকে কত কষ্টে মানুষ ক'র্লে, তোমার বিয়ে দিয়ে দু'পয়সা পাবে কোথায়, তা' না হ'য়ে তা'রা ত এক পয়সাও দিলে না, আবার তত্ত্বও যদি একটা ভাল ক'রে না করে, তা হ'লে মায়ের মনে কষ্ট হয় না ?

বিজ। ছি ছি, মাসীমা! আপনি আমার কথা বুঝ্‌তে পার্লেন না। শাশুড়ীর দিকে টেনে বল্‌বার আমার কি দরকার ? সে আমার কে ? বরং মাকে ভাল মন্দ দু'টো কথা ব'ল্‌তে পারি, কেন না মা আমার। শাশুড়ী পর ব'লেই তাকে কোন কথা বলতে পার্ব্ব না। আর আপনি যে বল্‌ছেন,

মা কত কষ্টে মানুষ ক'রেছেন ! তা' আপনারা কি বল্‌তে চান্, লোকের বাপ্-মা মানুষ করে ছেলেকে মেয়ের বাপের কাছে বিক্রী কর্ব্বার জন্যে ? বাপ্-মা ছেলেকে লালন-পালন ক'র্ব্বেন, লেখাপড়া শেখাবেন, এত ঈশ্বরের নিয়ম ! বাপ্-মার কর্ত্তব্য বাপ্‌মায় কর্ব্বেন্, ছেলের কর্ত্তব্য ছেলেয় ক'র্ব্বে। ছেলে উপযুক্ত হ'লে, কাজ-কর্ম্ম ক'রে হোক্, মোট ব'য়ে হোক্, উপার্জ্জন ক'রে বাপ্ মাকে এনে দেবে, প্রাণপণে বাপ্-মার সেবা ক'র্ব্বে। তা' না হয়ে, কি বিয়ে ক'রে লোককে উৎপীড়ন ক'রে কতকগুলো টাকা আদায় ক'র্লেই ছেলের কর্ত্তব্য-পালন হয় ? সেটা টাকা নয়, মাসীমা ! মানুষের চোখের জল ! গরম রক্ত ! পরপীড়ন ক'রে টাকা নিলে তা'তে সুখ হয় না, সে অধর্ম্মের পয়সা ভোগে লাগে না।

সুকু। তোমরা বাছা, নতুন উকিল হ'য়েছ, তোমাদের বক্তৃতার কাছে আমরা কোথায় লাগ্‌ব ? তবে যা চ'লে আস্‌ছে, তাই লোকে করে ও ক'চ্ছে।

বিজ। এই জন্যেই আমাদের দেশেরও এত দুর্গতি ! আমাদের দেশের লোকের প্রাণে সমবেদনা নেই, কেউ কারও দুঃখে কাতর হয় না। একতা নেই, সাহানুভূতি নেই, কেবল যে যা'র স্বার্থ নিয়ে উন্মত্ত। তাই আজ আমাদের এত দুঃখ, এত কষ্ট।

সুকু। এ তোমার অন্যায় কথা, বাছা !

বিজ। আমার অন্যায় নয় মাসীমা, আপনারা বোঝেন্ অন্যায়। মাকে যদি একটা কথা বোঝাতে যাই ত' মা উল্‌টে আমার উপর রাগ করেন্।

সুকু। (স্বগত) উনি যে বলেন্, মিছে নয়। এখনকার ছেলেগুলো হ'ল কি ? লজ্জা-সরম একটু নেই, গুরুজনের কাছে একটু সমি নেই। (প্রকাশ্যে) তোমাদের সঙ্গে কথায় পার্ব্বো না। তোমাদের ছেলেপুলে হোক্, তখন দেখে নোব। এখন চল, একটু জলটল্ খাবে।

[প্রফুল্লর প্রবেশ]

প্রফু। কি হে কতক্ষণ ?

বিজ। এই আস্‌ছি ভাই ! তোমাদের দেখা-শুনো ক'র্ত্তে !

প্রফু। হ্যাঁ, দেখাশুনো ক'র্ত্তে আস্‌বে বৈ কি ! এখন যে তুমি বিদেশী !

বিজ। কি করি ভাই, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, পেটের দায়ে সব ক'র্ত্তে হয়।

প্রফু। তোমার আস্‌বার কথা শুনে আমি সকালে বিছানা থেকে উঠেই তোমাদের বাড়ী গিয়ে শুনলুম্, তুমি বাড়ী নেই। ভাবলুম্ দেখাটা হয় কি না সন্দেহ !

বিজ। অত ঠাট্টা কেন ? তুমিও আগে কলেজ ছাড়, তারপর দেখা যাবে। সংসারের স্রোতে কোথায় ভেসে বেড়াতে হবে !

প্রফু। এখন ভিতরে চল, তারপর তোমার লেক্‌চার শোনা যাবে।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ

[মণীন্দ্র ও প্যারিচাঁদের প্রবেশ।]

প্যারি। হা—হা—মণি ! ভারী মজা হ'য়েছে।—

মণি। কি হে, ব্যাপার কি ?

প্যারি। অ্যাঁ, ব্যাপার ? হাঃ—হাঃ—ব্যাপার বেশ চমৎকার !

মণি। কেন? কেন? কি হ'য়েছে?

প্যারি। হাঃ—হাঃ—ভারী মজা!

মণি। কি মজা তার নাম নেই?

প্যারি। সুন্দর! চমৎকার! হাঃ—

মণি। যাও, নাই বল, আমি চল্লুম।

[প্রস্থানোদ্যত]

প্যারি। (মণীন্দ্রের হাত ধরিয়া) আরে ভায়া, যাও কোথা? সুখপর হে, সুখপর?

মণি। তোমার পেটের কথা পেটে রইল, তা সুখপর কি কুখপর আমি জান্‌ব কি করে?

প্যারি। হেম ঘোষ, হেম ঘোষ!

মণি। আঃ—কি বিপদ্! কি হ'য়েছে হেমঘোষের? স্পষ্ট ক'রেই বল না ছাই!

প্যারি। ভারী দুঃখের দশা হ'য়েছে! সে বাবুয়ানা-ভুঁড়ি নেই, সে বড়মানুষী পোষাক নেই, গাড়ী নেই, ঘোড়া নেই; একটা মুটে-মজুরের মতন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে! ব্যাবসা ফ্যাব্‌সার দফা একবারেই রফা! একদিন আমি বেশ দু-কথা শুনিয়ে দিয়েছিলুম্।

মণি। হঁ্যা, তোমাকে যে কথা বল্লুম্, সে কাজের কি ক'র্লে?

প্যারি। কি কাজ?

মণি। (চুপি চুপি) তা'র সেই মেয়েটাকে ধরে আন্‌বার কথা?

প্যারি। (হাসিয়া) ওঃ!—তা'র জন্যে আর ভাবনা কি? সে মনে কর তোমার ঘরেই রয়েছে!

মণি। তাই না-কি?

প্যারি। আমি যে-কালে ব'লেছি ধ'রে এনে দোব, তা' যেমন ক'রে পারি এনে দোব। তা'র জন্যে তোমার কোন ভাবনেই।

মণি। হঁ্যা, তা'কে ধ'রে আন্‌তে না পার্লে, আমার মনে শান্তি নেই। তা'কে ধরে আনতে পার্লে তবেই আমার অপমানের প্রতিশোধ হবে। তবেই হেমঘোষ জব্দ হবে।

প্যারি। সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক, দাদা! নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। আমাকে যে-কালে এ কাজের ভার দিয়েছ, তখন আর কোন ভাবনা নেই। আমি তা'কে তোমার কাছে এনে দোবই, দোব!

মণি। (সহাস্যে) মেয়েটা যে ভাই, যেন স্বর্গের অপ্‌সরী! সে মেয়েটাকে পেলে আর আমি কিছুই চাই না।

প্যারি। চুপ্ চুপ্! কে আস্‌ছে না?

মণি। কৈ? [দেখিয়া] হঁ্যা, ও যে হেম ঘোষেরই লোক না?

প্যারি। হঁ্যা, হঁ্যা, সেই ত বটে! ও বেটার যে দর্প! যেন কেউটে সাপ। মনিবের চেয়ে এককাটি সরেস!

[সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ]

প্যারি। [অগ্রসর হইয়া] কি হে ম্যানেজারবাবু! কুশল ত?

সর্ব্বে। (স্বগত) আঃ! এ আপদ আবার কোথা থেকে জুট্‌ল? [প্রকাশ্যে] ঈশ্বরের যেমন অভিরুচি!

প্যারি। মহাশয়, পদব্রজে যাওয়া হচ্ছে কোথায়? মনিবের অত গাড়ী-ঘোড়া সর্ব্বদা চ'ড়ে বেড়াতেন্! আজ পদব্রজে কোথায় গমন হ'চ্ছে? ম'শায়ের চাকুরি বাকুরি গেছে না কি? মনিব তাড়িয়ে দিয়েছে বুঝি? মুখ অত শুক্‌নো কেন?

সর্ব্বে। [বিরক্তি-ভাবে] আমি ম'শায়ের

এ অযাচিত প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই। [স্বগত] উঃ, মানুষ এত নীচও থাকে! আমাদের এখন সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ ঘট্‌ছে, তাই দেখে লোকের আমোদ হচ্ছে! এ-সব নরকের কীটকে ধিক্‌।

প্যারি। [সপরিহাসে] আমাদের কাছে কাজ কর্ব্বেন! [মণীন্দ্রকে দেখাইয়া] আমাদের এই বাবুর মতন সদাশয় লোক আর নেই। যখন যা চাইবেন, তাই পাবেন। কাজও এমন কিছু ক'র্ত্তে হবে না; কেবল বাবুর বৈঠকখানায় ব'সে থাক্‌বেন, মজা ক'র্ব্বেন, খাঁটি খাবেন্‌। আর মেয়েমানুষ চান্‌, তাও পাবেন।

সর্ব্বে। ম'শায়! অনুগ্রহ ক'রে রাস্তা ছাড়ুন, আপনার সঙ্গে কথা কইবার এখন আমার সময় নেই।

[প্রস্থান]

প্যারি। দেখ্‌লে ব্যাটার তেজ দেখ্‌লে?

মণি। এ তেজ শীগ্‌গিরই যাবে।

প্যারি। ব্যাটা যা'র গুমোরে গুমোর করে বেড়াত, সে ত আজ একটা মুটে-মজুর বল্লেই হয়। ও-ব্যাটার তবুও অহঙ্কার ঘোচে নি!

মণীন্দ্র। এ অহঙ্কার বেশী দিন থাক্‌বে না। হেম ঘোষের মান-মর্য্যাদা সব যাবে,—সব যাবে, তার মাথা ধূলোয় লুটোবে, মণিরায়ের অভিশাপ বিফল হ'চ্ছে না।

[উভয়ের প্রস্থান]

[একদিক্‌ হইতে প্রফুল্ল ও অপর দিক্‌ হইতে সর্ব্বেশ্বরের পুঃন-প্রবেশ]

সর্ব্বে। এই যে প্রফুল্লবাবু! একবার আপনার সন্ধানেই যাচ্ছিলুম

প্রফু। (ব্যস্তভাবে) কেন, কেন? সব ভাল ত?

সর্ব্বে। ভাল আর বল্‌ব কেমন ক'রে?

প্রফু। কেন কারু অসুখ করেছে না-কি? সুবোধ ভাল আছে? রমা ভাল আছে ত?

সর্ব্বে। শারীরিক এক রকম সকলেই ভাল আছেন, কিন্তু বাবুর মানসিক অবস্থা বড় ভয়ঙ্কর! যেন উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে! নাওয়া খাওয়া ত নেই বল্লেই হয়, সহস্র ডাকে সাড়া দেন না। কখনও কখনও কথা ক'ন্‌ ঠিক্‌ পাগলের মতন। আমার বোধ হয়, তাঁর চিকিৎসা করা দরকার। তাই আপনার কাছে পরামর্শ কর্ত্তে এসেছি।

প্রফু। আমি সামান্য লোক, কি পরামর্শ দোব? একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক এনে দেখান্‌।

সর্ব্বে। এ সংসারে সব লক্ষ্মীর বরযাত্রী, প্রফুল্লবাবু! পয়সা না পেলে কেউ কথা কয় না! বাবুর অর্থের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সব গা-ঢাকা দিয়েছেন! বড় বড় লোক, যাঁরা বাবুর বৈঠকখানায় বস্‌তে পেলে নিজেকে কৃতার্থ মনে কর্ত্তেন, তাঁরা আজ বাবুর নাম কর্লে চিন্তে পারেন না। অনেক লোককে দেখ্‌লুম, কেবল দেখ্‌ছি আপনিই তাঁর আগেকার মত বন্ধু আছেন। তাই আজ আপনার কাছে পরামর্শ নিতে এসেছি; নইলে আসতুম্‌ না। সর্ব্বেশ্বর সে ধাতের লোক নয়।

প্রফু। [সলজ্জভাবে] আপনি বয়সে আমার পিতৃতুল্য, আমাকে লজ্জা দেবেন না। কি ক'র্ত্তে হবে বলুন। আমাকে যা বল্‌বেন তাই ক'র্ব্ব।

সর্ব্বে। আপনি মেডিকেল কলেজের একজন উচ্চশিক্ষিত ছাত্র; চিকিৎসা- ও চিকিৎসক-সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতাও জন্মেছে। কোন্ ডাক্তারকে দেখান যাবে, আপনি বিবেচনা ক'রে বলুন্! আর,—আপনি সঙ্গে ক'রে আপনার কোন চেনা ডাক্তারকে নিয়ে গেলে তিনি যত্ন ক'রে চিকিৎসাও ক'র্ব্বেন। বাবুর আর্থিক অবস্থা কি-রকম হ'য়েছে, তা ত আপনি জানেন্। এতবড় লোকটার এমন শোচনীয় অবস্থা বড় ভয়ানক, বড় কষ্টদায়ক। আমি আর দেখ্‌তে পারি না। আমি তাঁর বাপের আমল থেকে এই কাজ কচ্ছি। সব দেখেছি, সব জানি। কি ক'রে যে আবার তাঁর অবস্থা ফিরবে, আমি ভেবে কিছুই ঠিক্ ক'র্ত্তে পাচ্ছি না।

প্রফু। আপনিই সার্থক সংসারে এসেছিলেন। আপনার মতন মহৎ ব্যক্তি অতি-বিরল! আপনি চেষ্টা ক'র্লে, আপনি যত্ন ক'র্লে, নিশ্চয়ই তাঁর আবার উন্নতি হবে। যে ব্যবসাটা চালাচ্ছিলেন, তার কি হ'ল?

সর্ব্বে। সেও ত গিয়েছে! একে অর্থের অনাটন, তা'তে বাবুর অমনোযোগ। মহাজনরা মাল ধারে দিতে চায় না। আমি একা আর কি ক'র্ব্ব?

প্রফু। দেখুন্, আপনাদের মতন লোক্‌কে পরামর্শ দেওয়া আমাদের ধৃষ্টতা, কিন্তু আমার বোধ হয়, তাঁকে এ-সময় কোন কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত রাখ্‌তে পার্‌লে ভাল হয়। অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাঁর মনের বিকৃতি ঘটেছে। মনের বিকার ও'ধে কি উপশম হবে? কাজকর্ম্ম কিছু না ক'রে, মানুষ যদি নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকে, তা'হ'লে কাজেই ত'ার মনের বিকৃতি ঘটে। হয় পাগল হয়, নয় বিপথে যায়।

সর্ব্বে। সে কথা ত আমিও বুঝ্‌তে পার্চ্ছি, কিন্তু এখন কি কাজ আর আছে? কাজ-কর্ম্মে তাঁকে ব্যস্ত রাখ্‌ব কি করে! বিষয়-আশয় সব গেল, ব্যবসায় বাণিজ্য গেল, আর কোন ব্যবসারও ত উপায় দেখ্‌ছি না। তবে আর তাঁকে কি কাজে ব্যস্ত রাখ্‌ব?

প্রফু। কাজের ভাবনা কি? মানুষের চোখের সাম্‌নে কত কাজ প'ড়ে রয়েছে, বেছে নেওয়াই শক্ত! আমার বিবেচনায় তাঁর এখন কোনও চাকৃরি ক'র্লে ভাল হয়। বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেল, ব্যবসা চল্‌বে না; সুতরাং, এমন অবস্থায় চাকৃরি করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় ত দেখ্‌তে পাই না। তিনি এখন যদি কোনখানে চাকৃরি করেন, অর্থোপার্জ্জনও হয়, মনও ভাল থাকে।

সর্ব্বে। আপনি বেশ বলেছেন! আমি একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি, তিনি কি বলেন!

প্রফু! যদি তিনি চাকৃরি ক'র্ত্তে স্বীকার করেন্, তা হ'লে আমি তাঁর জন্যে কাজের চেষ্টা ক'র্ত্তে পারি।

সর্ব্বে। এখন তাঁর মত হ'লে হয়!

প্রফু। আচ্ছা, আমিও তাঁকে বল্‌ব। তবে এখন আসি। নমস্কার।

সর্ব্বে। নমস্কার।

[প্রস্থান]

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

বিয়োগ-বিলাপ।

(৺ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বর্গারোহণে)

দেব !
সত্যই কি গেছ তুমি,
আঁধারিয়া মাতৃ-ভূমি,—
ডুবেছে গঙ্গার জলে দরিদ্রের ধন ?—
মা'র বুকে হানি ছুরি,
সত্যই করেছে চুরি
লুকা'ন মাণিক তার, কৌস্তুভ রতন ?

দেব !
সত্যই কি অমানিশা
অন্ধ করি দশ দিশা,
বঙ্গের আঁখির আলো দিয়াছে নিভিয়ে ?—
কি শুনিনু এ কু-রব,
দিগন্ত আকুল সব,
পুণ্যব্রত ঋষিবর, গিয়াছ চলিয়ে ?

দেব !
এযে চন্দ্র-সূর্য্য-পাত,
দেশ-যোড়া বজ্রাঘাত,
পিতৃহীন বন্ধুহীন দেশবাসিগণ,
এ যে শোক সীমাশূন্য,
হৃদিপিণ্ড শতচূর্ণ !
তুমি নাই—নাই সেই সাত্বিক ব্রাহ্মণ ?

দেব !
জননীর চির-ভক্ত,
জন্ম-ভূমি-অনুরক্ত,
অক্রোধ, অজাত-শত্রু, উদার, সরল,
ধর্ম্মতে ধর্ম্মাত্মা ধীর,
আত্মজয়ী চিত্ত স্থির,
বিশুদ্ধ, অপাপ-বিদ্ধ, নিষ্কাম, নির্ম্মল

দেব !
মুখে মধুমাখা হাসি,
সতত মধুর-ভাষী,
মধুর স্বভাবে তব বিশ্ব মধুময়,
তথাপি তেজস্বী বীর
বরণীয় পৃথিবীর,
নির্ভীক শূরেন্দ্র তবু ক্ষমা স্নেহময়!

দেব !
"কঠোর বজ্রের তুল্য
কোমল-কুসুম-ফুল্ল",
সার্থক সে মহা-বাক্য তোমাতে ধরা
হেন পুত্র তপোনিষ্ঠ—
—জানি না কি শুভাদৃষ্ট—
লভিলা এ বঙ্গভূমি কত তপস্যায়।

দেব !
স্বর্ণপ্রসূ—রত্নখনি,
মাতৃদেবী সোণামণি,
তাঁরি পুণ্যে বিধি তোমা পাঠালে মরতে
আলোকে হইল রাঙ্গা,
গৃহ "নারিকেল ডাঙ্গা",
সেই আলো উজলিল সমস্ত ভারতে

দেব !
বাঙ্গালী হইল ধন্য,
বাঙ্গালা কৃতার্থম্মন্য,
অকলঙ্ক শশধরে ললাটে ধরিয়া।
কিন্তু হায় ! কয় দিন
রাজভোগ ভুঞ্জে দীন,
পোড়া ভাগে এত সুখ স'বে কি করিয়া !

দেব !

দেশের গৌরব-সূর্য্য,
সর্ব্বত্র সর্ব্বথা পূজ্য,
সত্যই গিয়েছ চলি ছাড়িয়া ভূতল ?—
সত্য তবে সর্ব্বনাশ,
আমাদের "গুরুদাস"
চলি গেছে !—ফুরায়েছে পরিচয়-স্থল !

দেব !

তাই হাহাকার করি,
সপ্ত কোটি কণ্ঠ ভরি,
চতুর্দ্দশ কোটি নেত্রে বহে অশ্রুধারা !
আজি মোরা বড় দীন,
আজি মোরা "ভাগ্যহীন,"
সকলেই স্নেহময়-গুরু-পিতৃহারা !

দেব !

পুণ্যযোগ ভূমণ্ডলে,
পুণ্যদা-জাহ্নবী-কোলে,
তুমি গেলে স্বর্গধাম অমর-সদনে !
আমরা স্মরিয়া হরি,
সশ্রদ্ধ তর্পণ করি,
লহ এই তিলাঞ্জলি স্নেহ-সিক্ত মনে !

শ্রীবীরকুমারবধ-রচয়িত্রী

অতিলোভে তাঁতি নষ্ট।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আক্কেল গুড়ুম !

বর-কন্যা বাটীতে পদার্পণ করিতে না করিতে হরনাথবাবু দৌড়াইয়া গিয়া সর্ব্বাগ্রে হরমোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরু ! সব টাকা পেয়েছ ? গহনা পেয়েছ ? বুঝে নিয়েছ ?"

হরু ম্লানমুখে বলিল, "না !"

হরনাথবাবু তৎক্ষণাৎ কপালে করাঘাত করিয়া ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ ! আমাকে একেবারে দহে মজা'ল ! আমাকে ঠকাল ! অমন জমিদার হয়ে ঠকাল !"

বরের মাতা গৃহিণী-ঠাকুরাণী দ্রুতপদে আসিয়া নববধূর মুখচন্দ্রমা দেখিবার অভিলাষে তাহার মুখাবরণ অপসারিত করিলেন। কিন্তু তাহা উন্মোচন করিয়াই, নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া অন্যদিকে মুখখানি ফিরাইয়া লইলেন। তাঁহার রাজীব-লোচনদ্বয় প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা গণ্ডোপরি প্রবাহিত হইল। পুত্রবধূর নিকট তিনি আর অবস্থান করিতে পারিলেন না ; কাঁদিতে কাঁদিতে স্বকক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সকলে বলিতে লাগিল, 'কি হয়েছে, কি হয়েছে গো ?' তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "কি হবে গো আর ! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে ! আমার কপাল পুড়েছে !"

সকলে পুনরায় কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, "আমার ছেলে, এমন সুন্দর ! যেন কার্ত্তিক ! আর তার জন্যে কি-না একটা ঘোর কাল লালিত্যিহীন লক্ষ্মীশ্রীহীন জলার পেত্নীকে ধরে তার বৌ করে আনলে ?

কি আশ্চর্য্য বাবা! টাকার লোভটাই হ'লো বেশী! একটা পছন্দ, অপছন্দ নেই। হায় হায় হায়!!"

কর্ত্তা হরনাথ, তখন, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া লাফাইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "কি? বৌ ভাল নয়? আমি নিজে চোখে দেখে পছন্দ করে এসেছি, ভাল নয়? সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!" হঠাৎ কি ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ আবার বলিলেন, "সে কি নয়! অ্যাঁ-অ্যাঁ।" দৌড়িয়া আসিয়া তিনি পরিচারিকাকে বলিলেন, "ওগো বৌয়ের মুখটী খোলো ত দেখি?" কুটুম্ব-বাটীর পরিচারিকা বধূর মুখের কাপড়টি তুলিলে, কর্ত্তা দেখিয়া নির্ব্বাক্ হইলেন ও আবার কপালে করাঘাত করিলেন। তিনি বলিলেন, "হায় রে, বৌয়েতেও ঠকা'ল! সর্ব্বদিকে আমার ক্ষতি কর্‌ল। আমাকে আশায় বঞ্চিত কর্‌ল! এ মেয়ে ত নয়, আমি যে দোসরা মেয়ে দেখেছিলাম। সে যে ভাল! এ কে?" তাড়াতাড়ি তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়ে, তোমার নাম কি গা?" কুটুম্ববাটীর ঝি বলিল, "কমলা।" বাপের নাম জিজ্ঞাসা করায় ঝি উত্তর দিল—'মথুর মিত্তির।'

কর্ত্তা বলিলেন, "অ্যাঁ! অ্যাঁ! মথুর মিত্তির! ও সর্ব্বনাশ! আমার ডান গালে কি চড় মেরেছে! এত সে ডালিম-কুমারী নয়! এ ত জমিদার হরিদাসবাবুর কন্যা নয়! এ যে অপর লোকের কন্যা! কি—জুয়াচুরি! কি সর্ব্বনাশ! এখন উপায়!"

সকলে নিশ্চিন্ত ভাবে বলিল, "এখন উপায় আর কিছুই নেই। এখন বৌটীকে তুলে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যান্। আহা ছেলেমানুষ, অনেকক্ষণ গাড়ীতে বসে আছে!"

কে লইয়া আসিবে! গৃহিণী আসিলেন না। পল্লীর অপর স্ত্রীলোকগণ আসিয়া বধূকে হরনাথবাবুর বাটীর ভিতর তুলিয়া লইয়া গেল। সকলের পরস্প কহিতে লাগিল, "যেমন লোভ, তেমনি শাস্তি হয়েছে! বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়! অনেকে হরনাথবাবুকে গম্ভীরভাবে বুঝাইয়া বলিতে লাগিল, "তোমার আর উপায় নেই। হরিদাসবাবু একজন প্রতাপশালী জমিদার! তাঁর সঙ্গে পেরে উঠা দায়।" (সমাপ্ত)

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

আবার।

আবার পরাণে কেন বাসনা জাগাও!
আবার আবার কেন
মুগ্ধ কর মোরে হেন,
আবার, আবার কেন ভ্রান্তেরে ভুলাও?
দেখাইয়া প্রলোভন
কেন আর টান মন,
নারায়ণ, দীনে আর কেন তাপ দাও?
ভুলাও আমারে হরি সকল ভুলাও!

উন্মাদ দুরাশা জাগে আকুল নয়নে!
যা কভু হ'বার নয়
কেন তাহা মনে হয়?—
হবে না, হবে না,—যাহা আর এ জীবনে!
দেখায়ে স্বরগ-চিত্রে
কেন দুঃখ দাও চিত্তে—
আর কেন দাও তাপ মৃত্যু-হত প্রাণে,
কেন ভাঙ্গ ভাঙা বুক নিষ্ঠুর পীড়নে!

হবে না, হবে না আর,—ও কি কভু হয় ?
ঐ মনোহর ছবি
ঢাক নাথ ঢাক সবি—
দেখায়ো না, দেখিব না,—ও আমার নয় !
বিচিত্র বরণে আঁকা
ঐ চিত্র থাক্ ঢাকা—
আঁধারে ; ঘুমাও হৃদে তুষ্ট আশাচয় !
আর নয়, আর নয়,—ও হ'বার নয় !

জেগো না বাসনা আর, ঘুমাও ঘুমাও !—
জাগিলেই সেই জ্বালা,
বিষাক্ত যাতনা ঢালা !—
ওহো না—এ জন্ম মত যাও নিদ্রা যাও !
হায় আশা কুহকিনী
কেন দেখা দাও তুমি,
কেন বুক্ ভেঙ্গে চুরে পরাণ পোড়াও !—
ভেঙ্গেছে স্বপন,—তুমি স্বপনে মিলাও !

জেগো না দারুণ তৃষা, নাই হেথা বারি।
রসনা টেন না তুমি,
এ যে ঘোর মরুভূমি ;
আসিও না অবসাদ, যাও দূরে সরি !
চল অবসন্ন হিয়া,
পায়ে দলি মোহ মায়া,
অতীত জীবন-স্মৃতি, যাও চিত ছাড়ি— ;
আর কেন হুত অগ্নি, জ্বল বিশ্ব জুড়ি !

কুহকিনী লো কল্পনে, ধন্যবাদ তোরে,
এতটুকু ছুতা পেলে
সেই দণ্ডে উঠ জ্বলে !
বাসনার বিষলতা, চিত্ততরু বেড়ে
তর্ তর্ বাড়ি উঠে,
শত শত ফুল ফোটে,
নিমেষেতে এ জগৎ নবমূর্ত্তি ধরে !—
অপরূপ ইন্দ্রজাল !—পরাণ শিহরে !—

সহসা হেরিলে ছায়া, ধরি বসে তারে
অসত্য বাস্তব ভাবে,
'হাঁ'-কে 'না' করিতে চাবে,
ছায়ারে করিবে মূর্ত্তি আপনার জোরে।
বেশ-ভূষা পরাইয়া
আনে সত্য সাজাইয়া ;
জাগাইয়া উন্মাদনা, উদ্ভ্রান্ত বিকারে
বিহ্বল করিয়া তোলে দৃঢ় মানসেরে !

তারপরে অকস্মাৎ সব মিশে যায় !
উজ্জ্বল সুন্দর বিশ্ব
হয় গো বীভৎস দৃশ্য
দৃষ্টিমাত্রে সুখ-সৃষ্টি সহসা ফুরায় !
তখন হৃদয় ভাঙ্গে,
শত বজ্র বুকে হানে,
থেমে যায় গীতি তান, উঠে হায় হায় !
হতাশা হৃদয়ে জ্বলে, বাড়বাগ্নি প্রায় !

হে নবাশা, এ হৃদয়ও হইয়াছে ছাই,
তবে কেন পথ ভুলে
আবার কাঁদাতে এলে ?
আর কেন ? আর কেন !—আর কিছু নাই
দেখায়ে দুর্লভ ধন
কেন লুব্ধ কর মন ?
ভ্রান্ত মম ক্ষুদ্র চিত্ত,—যা দেখি তা চাই ;—
ক্ষিপ্ত অসন্তোষে সদা জ্বলে মরি তাই !

এ হৃদেও সব ছিল, ছিল না আঁধার,
একদিন সব ছিল,
ছিল পূর্ণিমার আলো,—
বহিত মলয়, হ'ত পাপিয়া-ঝঙ্কার—
বসন্তের চারু প্রভা
ফুল্ল-পুষ্প-বীথি-শোভা
পুষ্পন্ধয়-ধ্বনি, সব সৌন্দর্য্য সম্ভার !
একদিন ছিল সব,—কিন্তু নাই আর !

সরি গেছে এবে পৃথ্বী পদতল হতে—
ডুবে গেছে রবি শশী,
ভেঙ্গেছে সাধের বাঁশি,
উড়ে গেছে আশা-পাখী অনন্ত শূন্যেতে ?
সে শুধু গো মরীচিকা,
আয় আয় কুজ্ঝটিকা,
ঢেকে ফেল চরাচর, পারি নে দেখিতে !
সহে না, সহেনা আলো আর এ আঁখিতে !

মিশি যাও নীলিমায় কামনা কল্পনা,
হবে না হবে না আর,
শূন্যে গৃহ গড়া সার !
কিছু নয়, কিছু নয়, মায়ার ছলনা !
হে মানস, ভুলি যাও,
সব দূরে ঠেলি দাও,
নব-আশা, আর তুমি কাঁদাতে এস না !
ফুটে ফুল ঝরে গেছে, আর ফুটিবে না !

সুখ ত গিয়েছে চলে, হে অতীত স্মৃতি,
কেন ক্লেশ দাও মোরে,—
খড়্গাঘাত মৃত 'পরে,—
ক্ষমা কর মোরে, আমি হতভাগ্য অতি !

যাও যাও যাও সরে,
জ্বালায়ো না আর মোরে ;
জাগিয়া হৃদয় মাঝে কর বড় ক্ষতি !—
এবার ঘুমাও, দাও অনন্ত নিষ্কৃতি !

মগ্ন হও দীপ্ত-স্মৃতি, বিস্মৃতি-সাগরে,
অন্ধে জাগরণ কিবা ?—
সম সব, রাত্রি-দিবা !
আমারেও দাও, নাথ, দাও তাই করে !
এখনো কামনা করি,
দাও দাও দাও হরি,—
অসীম অটুট ধৈর্য্য দাও এ অন্তরে,
ছিঁড়ে নাও চিত্তবৃত্তি টানিয়া সজোরে !

আমার কি ? আমি কে বা ? কি হবে আমার?
কিছু নয় কিছু নয়,
মনে শুধু ভুল হয়,
মন-মাঝে মিথ্যা সাজে সাজান সংসার !—
বাসনা, আসক্তি, লোভ,
ঘুচাও বেদনা, ক্ষোভ
ভুলাও, ভাঙ্গিয়া দাও—জগদ্-ব্যাপার !
ভুলাও—ভুলিতে দাও, যন্ত্রণা এবার !

নাও নাও নাও হরি, মম কর্ম্মফল—
ক্রোধ হিংসা অভিমান,
নাও ব্যথা অপমান,
নাও নাও ভগবান্ অন্তর গরল !—
গোপিনী-বসন-হারী—
নাও মম চিত্ত কাড়ি,
হর হরি, হর-হরি—কুহক সকল !—
দাও প্রাণে শান্তি, হৃদে ভক্তি, বুকে বল !

ক্ষুদ্রত্ব নীচত্ব সব লহ নারায়ণ!
মম কায়-মনো-বাণী
সঁপিনু তোমারে স্বামী,
হে কর্ম্মী, করাও কর্ম্ম,—যা তব মনন!—
বুদ্ধি বৃত্তি শক্তি-স্মৃতি
লহ নাথ, মতি গতি—
করিনু চরণমূলে আত্মসমর্পণ—!
যোগ্য কর তব কাজে,—দীনের জীবন!

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

পালামৌ-ভ্রমণ।

পালামৌ-জেলার অধিকাংশ স্থান নিবিড় জঙ্গল এবং পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। ইহা পূর্ব্বে রঁাচির একটী সবডিভিসন ছিল, কিন্তু এক্ষণে জেলায় পরিণত হইয়াছে। এই জেলার সিবিল ষ্টেসন ডালটন্‌গঞ্জ। পালামৌর দক্ষিণে রঁাচি, উত্তরে গয়া, পূর্ব্বে হাজারীবাগ, পশ্চিমে মির্জ্জাপুর এবং আরা জেলার কতক অংশ। এ জেলায় সমতল পথ একটিও নাই বলিলেই চলে। কারণ, ডালটনগঞ্জ হইতে রঁাচির রাস্তা যদিও প্রশস্ত, কিন্তু তাহা সর্ব্বত্রই বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডে সমাকীর্ণ। বেগে শকট চালনা করা অতিশয় বিপজ্জনক। এখানে ছোট ছোট গিরিনদীগুলিতে পুল নাই। দুই এক ঘণ্টা বৃষ্টি হইলেই "বাণ আসে" এবং তখন কিছুতেই পার হওয়া যায় না। আরও দুই চারিটি গাড়ী চলিবার পথ আছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই এক অবস্থা। অধিকাংশ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা অশ্বারোহণেই পরিদর্শন-কার্য্য করিয়া থাকেন্। কিন্তু প্রায় সকলকেই অশ্ব ধীরে ধীরে চালাইতে হয়। দৌড়াইবার পথ নাই।

পালামৌ-নাম শুনিলেই মনে হয়, ইহার সঙ্গে "পলাতক"-কথার কিছু সংস্রব আছে। পালামৌ-দুর্গ দেখিতে দেখিতে এ বিষয়ের কিছু অনুসন্ধান করিয়া শুনিলাম, বহু পূর্ব্বে রাজপুতানার কোন ক্ষত্রিয় রাজা পালাইয়া আসিয়া এখানে রাজ্য স্থাপন করেন। পালামৌ দুর্গের গঠন এবং আগ্রার দুর্গের গঠন একই প্রকার। এ স্থানে আরও অনেক ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। সে-গুলি দেখিলেও উক্ত জনরবের মধ্যে যে কিছু না কিছু সত্য আছে, তাহা স্পষ্টই মনে হয়।

পালামৌ দুর্গ ডালটনগঞ্জ হইতে ১৬।১৭ মাইল দূরে। এখন উহা ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত এবং ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি ভীষণ হিংস্র জন্তুনিচয়ের আবাসভূমি। মার্চ্চ মাস অতীত না হইলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল এবং ঘাসের জন্য তথায় যাওয়া যায় না। গ্রীষ্মারম্ভে জঙ্গল শুষ্ক হইলে, কোন প্রকারে তথায় যাইতে পারা যায়; কিন্তু বন্দুক এবং সঙ্গে দুই চারিজন লোক না লইয়া যাওয়া নিরাপদ্ নহে। দুর্গ দুইটি। একটি নূতন এবং একটি পুরাতন। উভয় দুর্গই আংশিক রূপে পাহাড়ের গায়ে। বর্ত্তমান কালে দুর্জ্জয় না হইলেও, পূর্ব্বে ইহা দুর্জ্জয়ই ছিল।

এখন রাজবংশের আর কেহই নাই।

তজ্জন্য সমস্ত রাজ্যটি গবর্ণমেণ্টের খাস-মহল হইয়াছে। পালামৌতে জনরব নির্ব্বংশের বিষয় লইলে নির্ব্বংশ হইতে হয়, এই ভয়ে নিকট-জ্ঞাতির মধ্যে কেহই উহা গ্রহণ করেন নাই। নোয়া জয়পুরের রায়বাহাদুর পালামৌ-রাজার জ্ঞাতি বলিয়া খ্যাত। রাজবাটীতে যাহারা ছিলেন, সিপাহী-বিদ্রোহের গোলযোগে তাহাদেরও অস্তিত্ব গিয়াছে; এবং ক্রমে কেল্লাও ধ্বংসাবশে পরিণত হইয়াছে। শেষে কালের ভীষণ চক্রে এখন উহা বন্য জন্তুর লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

কেল্লার মধ্যে রাজার অন্তঃপুর, কাছারি এবং অন্যান্য সমস্ত ঘরগুলির কতক অংশ ইষ্টক এবং প্রস্তর-স্তূপে পরিণত হইয়াছে, কতক অংশ এখনও দণ্ডায়মান আছে। ঘরগুলি ছোট ছোট ও অনুচ্চ। দুর্গ-প্রাচীরের বাহির হইতে ভিতর বনাকীর্ণ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ভিতরে বেশ পরিষ্কার। এক একটি দুর্গে ১০।১৫ হাজার সৈন্য অনায়াসে বাস করিতে পারে বলিয়া মনে হয়। এক সময়ে রাজবাটীর সম্মুখে প্রশস্ত উদ্যান এবং চতুর্দ্দিক্ যে অতিমনোরম ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু জঙ্গল এবং ব্যাঘ্রভীতিতে সকল স্থানে যাওয়া যায় না। যাঁহারা কৌতূহল-পরবশ হইয়া ঐ সকল স্থান দেখিতে যান, তাঁহারা ভিন্ন অন্য কেহই সহজে দুর্গে প্রবেশ করে না। সুতরাং, বন্য জন্তুরা অনায়াসে তথায় বিচরণ করে। আমরা দেখিলাম, স্থানে স্থানে কত ময়ূর পেখম ধরিয়া রহিয়াছে, কত স্থানে হরিণের পাল নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে, কত শত জন্তু বিশ্বস্ত হৃদয়ে শব্দ করিতেছে, কত চীৎকার করিতেছে! আমরা মধ্যাহ্নে তথায় গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রাণভয়ে দ্রুত-গতিতে চলিয়া, দুই তিন মাইল দূরে লোকালয়ে পঁহুছিলাম।

শ্রীরজনীকান্ত দে।

ভক্তিকৃপা।

এই ক্ষুদ্র জীবনে আমরা প্রায়ই দেখি যে, আমাদিগের হৃদয় কখন কেমন সরস থাকে, ঈশ্বর-পূজার কেমন অনুকূল হয়, ভগবান্‌কে ডাকিবার জন্য তথায় কেমন গভীর ব্যাকুলতা বিরাজ করে; আবার কখনও বা শত সহস্র চেষ্টাতেও সেই হৃদয়কেই ঈশ্বরমুখীন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, ভগবৎপূজার জন্য তাহাতে আদৌ স্পৃহা থাকে না, ব্যাকুলতা থাকে না। অনেক সময় আমাদিগের এই শোচনীয় হীন দশা উপলব্ধি করিয়া আমরা মুহ্যমান হই এবং পরস্পর বা আপনা আপনিই জিজ্ঞাসা করি, "হরিতে আমার ভক্তি নাই কেন? ভগবান্‌কে ডাকিতে ইচ্ছা হয় না কেন? এবং ইচ্ছা হইলেই বা তাঁহার নাম করিতে পারি না কেন? কি হইলে, কি করিলে, ভগবানে ভক্তি হয়, সর্ব্বদা হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত থাকে?" জগতে এইরূপ অবস্থা আমরা অহর্নিশ আমাদিগের মধ্যে এবং আমাদিগের চতুষ্পার্শ্বস্থ নরনারীদিগের মধ্যে অবলোকন করিতেছি। এই অবস্থা-বিপর্য্যের

হেতু যে কি, তাহা হৃদয়-মধ্যে একবার প্রবেশ করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। যতই আপনার অন্তরকে পরীক্ষা করি, আমা হইতে প্রসূত ক্রিয়াকলাপ যতই বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে থাকি, ততই ইহার কারণ আমাদিগের সম্মুখে প্রকাশিত হইতে থাকে। সে কারণটী অতিসামান্য—"আমি যাহা চাহি না, তাহা পাই না। যাহা চাহি, তাহাকে লইয়াই বসিয়া থাকি। আমার ঐ ভক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা ক্ষণিকমাত্র, ঐ ইচ্ছা মৌখিক ইচ্ছামাত্র, উহার মধ্যে যাথার্থ্যের অভাব, উহার মধ্যে প্রাণের অভাব। ঐ ইচ্ছা আমার নিজকৃত নয়; উহা অপর এক শক্তির দ্বারা উদ্বোধিত। সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারে বিচরণ করিতে করিতে আমরা আপনা ভুলিয়া সংসারের কীট হইয়া যাই, আপনার জ্ঞান হারাইয়া ফেলি। পরমপ্রেমময় সর্ব্বব্যাপী হৃদয়বিহারী হরি আমাদিগের এবংবিধ অবস্থা দেখিয়া, আমাদিগকে পথভ্রান্ত হইয়া উৎপথে ধাবিত দেখিয়া, মধ্যে মধ্যে আমাদিগের চেতনা-সম্পাদন করেন্, আমাদিগকে জাগরিত করিয়া দেন্ এবং তখনই আমরা আমাদিগের চিত্তকে সরস দেখি, ভক্তিপ্রবণ দেখি। এ ভক্তি সেই প্রেমময়ের কৃপা।

ভগবানের এই ভক্তিরূপ কৃপা লাভের জন্য প্রাণপণ শক্তিতে গভীর অন্বেষণ করিতে হইবে, ইহার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল প্রার্থনা করিতে হইবে, ধৈর্য্য ও বিশ্বাসের সহিত ইহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ইহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, দীনভাবে ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে, আলস্য-পরিহার-পূর্ব্বক ইহার সহিত সাধনা করিতে হইবে এবং যে পর্য্যন্ত না এই কৃপা অবতীর্ণ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

যখন হৃদয়মধ্যে ভক্তির অল্পতা বা অভাব অনুভূত হইবে, তখন আপনাকে বিশেষভাবে দীন হীন দরিদ্র মনে করিতে হইবে, কিন্তু তাহা বলিয়া নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে আপনাকে নিঃক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে, অযথা শোকে মুহ্যমান হওয়াও বিধেয় নহে। লীলাময় পরমেশ্বর বহুদিন যাবৎ যাহা প্রদান করেন নাই, অনেক সময়, মুহূর্ত্তমাত্রে তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন, ভক্তের প্রার্থনার প্রারম্ভে যে কৃপার স্রোত তিনি রুদ্ধ করিয়া রাখেন, প্রার্থনার অবসানে তাহাই উন্মুক্ত করিয়া দেন। প্রার্থনামাত্রই যদি ভগবৎ-কৃপা অবতীর্ণ হইত, ইচ্ছামাত্রই যদি ইহা আমাদের নিকট উপস্থিত হইত, তাহা হইলে আমাদিগের ন্যায় দুর্ব্বল মনুষ্য এই কৃপা ধারণ করিতে পারিত না। তিনি পরম কৃপাময়, সেইজন্যই আমাদিগকে আহ্বান করিয়াই আমাদিগের আকুলতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করেন, আমাদিগকে সবল করেন, তাঁহার কৃপালাভের উপযুক্ত করেন। এই জন্যই, বোধ হয়, কবি গাহিয়াছেন—

"যত পাছে পাছে ছুটে যাব আমি,
তত আরো আরো দূরে রবে তুমি;
যতই না পাব, তত পেতে চাব,
ততই বাড়িবে পিপাসা আমার।"

দীনভাবে ধৈর্য্যের সহিত আশান্বিত হৃদয়ে ভগবৎকৃপার প্রতীক্ষা করিতে হয়। তখন হৃদয় কবির সহিত বলিতে থাকে,—

"রয়েছি বসি দীর্ঘ নিশি, চাহিয়া উদয়-দিশি,
ঊর্দ্ধমুখে করপুটে, নব সুখ, নব প্রাণ,
নব দিবা-আশে।
কি দেখিব, কি জানিব, না জানি সে
কি আনন্দ,
নূতন আলোক আপন মন মাঝে ;"

আপনাদিগের অন্তরের মধ্যে নিরন্তর দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, এরূপ ক্ষুদ্র, এরূপ মলিন, এরূপ অকিঞ্চিৎকর বিষয়সমূহে আমরা আপনাদিগকে লিপ্ত করিয়া রাখিয়াছি, এরূপ ঘৃণার্হ বিষয়ে চিত্তকে আসক্ত করিয়া রাখিয়াছি যে, তাহা একবার চিন্তা করিলে স্বভাবতই আপনাদিগের প্রতি আপনাদিগেব ধিক্কার আসে, এবং বুঝিতে পারি, এ হেন মলিন আসক্ত হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি আসিবে কিরূপে! যখন হৃদয়ে ভক্তি অনুভূত হয় না, অথবা গুপ্তভাবে ইহা হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখন ক্ষুদ্র আসক্তি, হৃদয়ের মলিনতাই যে তাহার কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেক সময় দেখা যায়, ক্ষুদ্র বস্তুই, যদি জগতে বাস্তবিকই কাহাকেও ক্ষুদ্র বলা যায়, অনেক সময়ে ঈশ্বরকৃপা-লাভে অন্তরায় হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র বা বৃহৎ অন্তরায় যদি দুরীভূত করিতে পারা যায়, এবং সম্পূর্ণরূপে ইহার গণ্ডী অতিক্রম করা যায়, তাহা হইলে আমরা আমাদিগের অভিলষিত বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হইব। কারণ, যে মুহূর্ত্তে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করি এবং মন যে বস্তুর অভিলাষ করে তাহার পশ্চাতে ধাবিত না হইয়া সম্যক্রূপে ঈশ্বরে স্থিত হই, সেই মুহূর্ত্তেই আমরা তাঁহার সহিত যুক্ত হই এবং পরমা শান্তি উপভোগ করিতে থাকি। ঈশ্বরেচ্ছার অনুবর্ত্তী হওয়া অপেক্ষা অধিকতর সুখ জগতে আর কিছুতেই নাই। হৃদয় যদি যথার্থভাবে বলিতে পারে, "ত্বয়া হৃষীকেশ, হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি", তাহা হইলে ইহা আপক্ষা আর সুখকর অবস্থা কোথায়! আমাদিগের দায়িত্ব কিছু নাই। 'হে ভগবন্, যে কার্য্যে তুমি নিযুক্ত করিতেছ, আমি তাহাই করিতেছি। আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী। আমি কে! তোমার ক্রিয়ার আমি উপলক্ষ মাত্র।" কি সুন্দর অবস্থা! ইহাই ত প্রকৃত অবস্থা।

যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে আপনার সমুদায় বাসনা পরমেশ্বরে অর্পণ করে, সৃষ্টি-রাজ্যের কোনও বস্তুব প্রতি অস্বাভাবিক আসক্তি বা ঘৃণা হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই ভগবৎ-কৃপার অধিকারী, ভগবদ্ভক্তি লাভের উপযুক্ত। ভগবান্ শূন্য হৃদয়েই তাঁহার আসন রচনা করেন, শূন্য হৃদয়েই তাঁহার কৃপা বর্ষণ করেন্। যত সত্বর ও যে পরিমাণে মানব ক্ষুদ্র বস্তুর আসক্তি পরিহার করিতে পারে, যে পরিমাণে আপনার বাসনা বর্জ্জন করিতে পারে, সেইরূপ শীঘ্রতরই ভগবৎকৃপা অবতীর্ণ হয়, সেইরূপ প্রচুর পরিমাণেই উহা হৃদয়ে প্রবেশ করে এবং সেই পরিমাণেই উহা বিমুক্ত হৃদয়কে উন্নত করে।

চিত্তে ভগবদ্ভক্তির সমাগম হইলে, সে চিত্ত আপনার সৌন্দর্য্যে আপনই বিস্ময়াবিষ্ট হয়, আপনাকে চিরদিনের জন্য হারাইয়া ফেলে, অনন্ত প্রেমময়ে আপনাকে লীন দেখে। তাহার দৃষ্টিতে আর আত্মভাব থাকে না, সে দৃষ্টি প্রেমময়ের দৃষ্টি হয়, চিত্ত প্রসারিত হইয়া

এই বিশ্বজগৎকে আলিঙ্গন করিয়া সমুদয়কে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলে। যে সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবান্‌কে চায়, ভগবান্ যে আপনাকেই তাহাকে দান করেন্। ভগবৎ-সান্নিধ্য-লাভ করিলে আর কি চিত্ত ক্ষুদ্র থাকিতে পারে! তাহা যে তখন শুদ্ধ মহান্ আনন্দে বিলীন হইয়া যায়!

দেবীর স্থান।

পল্লীবাসী দ্বিজ এক মহাপ্রাণ, নাম সনাতন,
বৃথা-বাক্য-আন্দোলন ব্যসনেতে অনাসক্ত-মন;
আপনার মত পরে প্রেম-ব্রতে ঢালি দিয়া প্রাণ,
মর্ত্ত্যের মাঝারে রহি' পেয়েছিল স্বর্গের সন্ধান।
গ্রামবাসী নিরক্ষর হীনমতি যুবকের দল
উপহাসি' বিপ্রসুতে, উপেক্ষায় হাসি খলখল্,—
অবোধ পাগল বলি' তা'র পানে চাহিত না ফিরে,
দীন বিপ্র সে উপেক্ষা মানিয়া লইয়া নতশিরে,—
দেবতার পানে চাহি বলেছিল হইয়া কাতর,
'হে প্রভু জগতে যারা পাপকর্ম্মে নাহি করে ডর,
অবোধ অভাগা তা'রা, নাহি জানে তোমার সন্ধান,
দয়া করি দীননাথ, তাহাদের ক'র পরিত্রাণ।'

সেই সব পাষণ্ডেরা, একদিন দিবা দ্বিপ্রহর,
স্নানান্তে ফিরিতেছিল নদীতীর করিয়া মুখর;
সহসা হেরিল এক ছাগশিশু নয়ন-রঞ্জন
তৃষিত হইয়া বারি পান করে হ'য়ে একমন;
হেরি উপজিল লোভ কচিমাংস ভক্ষণের তরে,
চুপি চুপি পিছে গিয়া চাপিয়া ধরিল বজ্রকরে।
করস্পর্শে চমকিয়া উঠে ছাগ আকুল চঞ্চলে,
প্রাণের ভিতর কাঁপি উঠিল কি যেন অমঙ্গলে।
আড়ষ্ট গভীর দৃষ্টি, সকরুণ বেদনায় চাহি',
রহিল ব্যাকুল পশু; যদিও রে মুখভাষা নাহি,
নয়নে ফুটেছে যাহা হৃদয়ের গুপ্তবাণী তা'র,
বুঝিবে কে তার অর্থ, খোলে কে সে রহস্য-দুয়ার!

অভাগা আঁখির ভাষা বুঝিল না পাষণ্ডের দল;
রজ্জু দিয়া বাঁধে তা'রে। সারাদিন ফেলি' অশ্রুজল,
রহিল ব্যাকুল ছাগ বেদনায় উদ্বেল পরাণ;—
মৌন-নির্ব্বাকের জ্বালা, কে করিবে তা'র পরিমাণ?

দুঃখিনী জননী তা'র আজি হায়, সারাদিন বুঝি,
বনে বনে পথে পথে হইয়াছে ক্লান্ত কত খুঁজি ;
ওই ক্ষুদ্র শিশু ত'ার পুঁজি শুধু, বুক-জোড়া ধন!
পশু-জীবনেরো আছে স্নেহ-প্রেম-আনন্দ-বেদন।

ভীম অট্টহাস্য ঘোষি' প্রকটিল দানব-দিবস
নিষ্ঠুর মাংসাশি-দল, নরত্বের ঘোষি' অপযশ! —
সেই ছাগশিশুটীরে লয়ে যায় গ্রামপ্রান্ত দেশে,
কালীর মন্দির-দ্বারে, উত্তরিল পূজারীর বেশে!
বাদ্যকর-স্কন্ধোপরি বাজি ওঠে পটহের রোল,
সংস্কার-প্রবাহমত্ত নরনারী তোলে গণ্ডগোল।
ভীম নিষ্ঠুরতা ঘোষি' সে পশুত্ব-উৎসব ভিতর,
সনাতন-ধর্ম্মতরু কাঁপি' ওঠে থর্ থর্ থর্!

তখনো জাগিছে আশা ক্ষুদ্র-ছাগশিশু-কল্পনায়,
ফিরে যেতে পারে বুঝি, জননীর বক্ষের সীমায়।
সুখ-স্বপ্ন ভাঙি দিল হেনকালে ভীম আকর্ষণ,
করিল না কেহ তা'র বেদনায় নয়ন-বর্ষণ!
চিৎকারি উঠিল ছাগ মর্ম্মঘাতী যন্ত্রণার সনে,
আর পাষণ্ডেরা হর্ষে নৃত্য করে মায়ের প্রাঙ্গণে!
সহসা নিমেষ-মাঝে সদ্যউষ্ণ শোণিত ধারায়,
রঞ্জিত হইল স্থান, বর্ব্বরতা-ভরা আঙ্গিনায় ;—
হতভাগ্য ছাগশিশু স্কন্ধচ্যুত পড়িল বিকট,
কর্ত্তিত সে দেহখানি পড়ি' পড়ি' করে ছট্‌ফট্!

হেন কালে সেই দীন মহাপ্রাণ দ্বিজ সনাতন,
পথশ্রমে পরিশ্রান্ত উপনীত দেবীর-ভবন ;
গিয়া দেখে প্রাঙ্গণেতে খণ্ড ছাগ পড়িয়া লুটায়,
আর পাষণ্ডেরা হাসি' নাচে হর্ষে পিশাচের প্রায়!

রহিল না ব্রাহ্মণের বুঝিবারে বাকী কিছু আর ;
হেরি' সে করুণ দৃশ্য বেড়ে ওঠে অন্তরের ভার!
মন্দির বাহিরে এক স্নিগ্ধ শান্ত বটের ছায়ায়,
বসে গিয়া শোকাচ্ছন্ন, ঘোরদুঃখে বক্ষ ফাটি' যায়!
অন্তরে ফুটিয়া ওঠে বেদনার তীব্র অনুভূতি,
মর্ম্মতলে জ্বলি ওঠে যন্ত্রণার জ্বলন্ত আহুতি।
ছাগ-বধা খড়্গ যেন তারি বুকে ঘা দিয়াছে আসি,
মহান্ মানবধর্ম্ম সনাতন সত্যেরে বিকাশি'!

এ-দিকেতে সেই সব পশু-হন্তা যুবকের দল
লয়ে খণ্ড ছাগশির মহাশব্দে করি' কোলাহল,
দেবীর সম্মুখে আসি' রাখি' দিল আনন্দ-উন্মাদ ;
বিশ্বের জননী হায়, কত আর সহে আর্ত্তনাদ
নিঃসহায় পশুদের ! নড়ি' ওঠে দেবী-সিংহাসন,
জড়মূর্ত্তি-হস্তে কাঁপি খসি' পড়ে কৃপাণ ভীষণ !

মানবের অত্যাচারে নিরাশ্রয় পশুর চিৎকার,—
করুণা গলিল বিশ্বে ; কাঁদি ওঠে বক্ষ দেবতার !
সহসা কালিকামূর্ত্তি থর থর দোলে কম্পমান,—
ওকি ! ওকি ! অকস্মাৎ, ফাটি' গেল মূরতি পাষাণ !
ভীম শব্দে দুই খণ্ডে দেবীমূর্ত্তি পড়ে বেদীতলে,
স্তম্ভিত চকিত ভীত রোমাঞ্চিত হেরিল সকলে !!

'হায় কি হইল' বলি' চাপি' হাতে ভীত-বক্ষভার,
পাষণ্ডেরা বেদীতলে লুটাইল করি' হাহাকার।
বলে, 'মাগো আমরা যে এত পূজি' দিনু বলিদান,
উন্মাদন অর্চ্চনায় এত যে মা ঢালিনু পরাণ ;
জননি গো, একি আজি সর্ব্বনাশ হ'ল পাপে কার,
কি প্রচণ্ড অপরাধে আজ দেবি, হেন অবিচার !

অকস্মাৎ বেদী হ'তে দৈববাণী ধ্বনিল ভীষণ—
"রে নির্ব্বোধ নরপশু, ঘৃণিত এ পূজা-আয়োজন,
এ নহে অর্চ্চনা মোর—এ উৎসব শুধু যন্ত্রণার !
নাহি যেথা দয়া-প্রেম, নহে সেথা প্রতিষ্ঠা আমার !
রে বর্ব্বর, তোরা দায়ী আজিকার পাপোৎসব তরে,
নাহি আর স্থান মোর প্রেমশূন্য এ মন্দির 'পরে।
দয়া, দয়া, কোথা দয়া ! ছোটে প্রাণ যেথা অশ্রুজল,
সনাতন কাঁদে যথা, সেই মম আশ্রয় শীতল !"

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

সংবাদ।

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে :—

(১) হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী স্বর্ণপদক—বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান। (২) ঠাকুরদাস-দত্ত স্বর্ণ-পদক—বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব। (৩) ব্যোমকেশ মুস্তফী-স্বর্ণপদক—প্রাচীন

বাঙ্গালা-সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল। (৪) রাম-গোপাল-রৌপ্যপদক—স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কাব্য-সমালোচনা। (৫) শশিপদ-রৌপ্যপদক—জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব। (৬) ব্যোমকেশ মুস্তফী-রৌপ্য-পদক—২৪ পরগণায় ও কলিকাতায় জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ। (৭) বাধেশচন্দ্র-জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি (২১৲)—এমার্সনের চিন্তাপ্রণালীর সহিত ভারতবর্ষীয় চিন্তা-প্রণালীর সম্বন্ধ। (৮) শিশিরকুমার ঘোষ-পুরস্কার (২৫৲)—নরহরি সরকারের জীবন। প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা এবং বিচারশক্তির পরিচয় থাকা চাই। ৩য় বিষয় পরিষদের সদস্যগণের জন্য এবং ৬ষ্ঠ বিষয় পরিষদের ছাত্রসভ্যগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বসাধারণে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। আগামী ২রা বৈশাখ (১৩২৬) তারিখের পূর্ব্বে প্রবন্ধগুলি পরিষদের সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

২। আগামী গুড্‌ফ্রাইডের ছুটিতে, ১৩২৬ সালের ৬ই ও ৭ই বৈশাখ, হাবড়া-সহরে "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের" দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। সেই সঙ্গে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে একটি প্রদর্শনী (Exhibition) হইবে। যাঁহারা সম্মিলনে পাঠের জন্য প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রথমে প্রবন্ধের বিষয়টি সম্পাদকের নিকট জানাইবেন্ এবং ১৫ই চৈত্রের মধ্যে প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি অভ্যর্থনাসমিতির সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। যাঁহারা প্রদর্শনীর জন্য দ্রষ্টব্য সামগ্রী পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও তদ্বিবরণ সত্বর জানাইবেন এবং নির্দ্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্বে দ্রষ্টব্যসামগ্রী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। যাঁহারা প্রতিনিধিরূপে সম্মিলনের কার্য্যে যোগদান করিতে চাহেন, তাঁহারাও যত সত্বর সম্ভব, পত্র-দ্বারা আপন আপন অভিমত জানাইবেন। বিদুষী মহিলাগণের জন্যও এই সম্মিলনে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইতেছে।

ভগিনী-হীন।

জানি নি কেমন শোক,
ভগিনি আমার—ভগিনি আমার গো!
কোমল-কলিকা সন্তান-দু'টী
অবসাদ-ভরে পড়েছে যে লুঠি',
তুমি ত নিয়েছ জীবনের ছুটি,
পশেছ অমৃত-লোক!
সান্ত্বনা কি-বা দিয়া গেলে মোরে
কেমনে তাদের রাখি বুকে ধরে?
আকুল নয়ন খুঁজে নিশা-ভোরে,
মানে না কাহিনী-শ্লোক!

ভগিনি আমার, ভগিনি আমার গো!
বার বার বল, মিছা কথা বলি'
নিশি দিন আর কত করে' ছলি?
'আসিবে জননী!!' শুনে কুতূহলী
'রাতিটা প্রভাত হোক্!'
বিশ্বাস আজ করে না'ক, মুখে
গ্রাস ল'য়ে ফুলে' কেঁদে' ওঠে দুখে!
কেমনে তা'দের চেপে রাখি বুকে
লুকায়ে আপন চোখ?
ভগিনি আমার, ভগিনি আমার গো!
বুঝেছি কেমন শোক!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এন্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 666. February, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬৬ সংখ্যা। | মাঘ, ১৩২৫। ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

উনননবতিতম মাঘোৎসবে ব্রাহ্মিকাসমাজে উপদেশ।

বন্ধুতে বন্ধুতে যখন সাক্ষাৎকার হয়, তখন আমরা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি, "কেমন আছ ভাই?" কেহ বলে, "ভাল আছি, ভাই! তুমি ভাল আছ তো?" কখনও বা শুনি, একজন বলিতেছেন—"আর কি বলি, ভাই, বিপদ্ যে আর কাটে না!"

মুখের দিকে চাহিয়া যদি কাহাকেও একটু শীর্ণ দেখি, অমনি ব্যস্ত হইয়া স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করি। কারণ, আমরা জানি, স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইলেই শরীর জীর্ণ, মুখ নিষ্প্রভ হয়।

আজ আমার সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, "কেমন আছ বোন্, কেমন আছ?" আজ বাহ্য শিষ্টাচার, মৌখিক ভদ্রতা, কপট হাস্য দূর করিয়া এক মায়ের সন্তান আমরা সকলে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করি।

উদাসীন ভাবে আজ উত্তর দেওয়ার ও লওয়ার দিন নহে। আজ কেবল বাহিরের কথা নয়, ভিতরের কুশলও জানিতে চাই। আমরা এ-জগতে কেবল দেহখানা লইয়াই কি আছি? দেহ সুন্দর, দেহ বিধাতার পবিত্র দান, রক্ষা ও যত্ন করিবার জিনিষ; কিন্তু ঐ দেহের আচ্ছাদনে যে মানুষটি ঢাকা আছে, তাহার খবর কি?

যে সুখ দুঃখ দেহের উপরে দেখা যায়, সে তো খানিকটা মাত্র; সমস্ত সুখ-দুঃখ কি আমরা বাহিরে দেখিতে পাই? চক্ষের জ্যোতিতে, অধরের হাস্যে, কণ্ঠের স্বরে, দেহের গতিতে ও ভঙ্গীতে যে আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যায়, তদপেক্ষা গভীর আনন্দ তাহার নিভৃত অন্তরে সঞ্চিত আছে। মলিন মুখে, জীর্ণ বস্ত্রে যে-দৈন্য ধরা পড়ে, তাহা হইতে সহস্রগুণ মলিনতা ও দারিদ্র্য, হয় ত, তাহার গুপ্ত অন্তরকে লজ্জা দিতেছে।

আজ সভ্যসমাজের অনুকরণে কেহ এ-কথা বলিও না, "আমার গুপ্ত দারিদ্র্য, আমার নিভৃত বেদনার কথা জানিবার তোমার অধিকারই বা কি, আবশ্যকতাই বা

কি ?" আজ তো আদান-প্রদানের দিন; আজ জননীর গৃহে মিলিয়া পরস্পরের অভাব পূরাইয়া লইবার দিন। আজ সকলের দৃষ্টি বিশ্বজননীর দৃষ্টিতে মিলাইয়া আমাদের সৌভাগ্যের সঙ্গে, মহত্ত্বের সঙ্গে, শক্তির সঙ্গে, উন্নত অধিকারের সঙ্গে হীনতা, দুর্ব্বলতা ও জড়তা চিনিয়া বুঝিয়া লইবার দিন। তাই দৃষ্টি আজ খুলুক্;—আত্ম-দৃষ্টি। তোমার খুলুক্, আমার খুলুক্, সকলের খুলুক্।

তরুণ-বয়স্কারা, তোমাদের মুখে কি আনন্দ, প্রাণে কত আশা। ওগো, জরাজীর্ণ দেহের সঙ্গে যাহাদের আশা স্তিমিত হইয়া আসিতেছে, রোগ-শোকের আঘাতে যাহারা অতিমাত্র জর্জ্জরিত, তোমাদের আনন্দ, তোমাদের আশা-ভরসা তাহাদের মধ্যে একটু সঞ্চার কর। তাহাদের দুঃখের অভিজ্ঞতা-টুকু লও, তোমাদের দীপ্ত দুর্দ্দম সাহসের ভাগ তাহাদিগকে দাও। আজ দিবার দিন, লইবার দিন; আজ হৃদয়ে হৃদয়ে প্রবাহ সঞ্চারিত হউক্।

আজ উৎসব করিবে বলিয়া কেমন সুন্দর নববস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছ! পিতা বা স্বামী কত আদর করিয়া তোমাদিগকে বস্ত্রালঙ্কার দিয়াছেন! বড় আনন্দেরই কথা। কিন্তু ভিতরের দিকেও একবার চাও।—সেখানেও কত সৌন্দর্য্য আছে, আরও কত সৌন্দর্য্য সঞ্চয় করা যায়? কত অসুন্দরতা মুছিয়া ফেলা যায়? কাহারও মন কি ঈর্ষ্যায় মলিন, রূপগুণের অহঙ্কারে স্ফীত, ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে মত্ত, ক্রোধে ও অ-ক্ষমায় অশোভন? তাহার প্রাণ আজ নূতন প্রেমে উজ্জ্বল হউক্, সকল অবিনয় ও ঔদ্ধত্য সরিয়া যাউক্। আজ সকলের দিকে চাহিয়া সকলে আনন্দিত হই, আজ ভালবাসার ঐশ্বর্য্যে সকলেই মহিয়সী হই। ভালবাসার দ্বারা কি-ই না গড়া যায়? এমন জিনিষ যে আর নাই! আত্মার জন্য আশা, সাহস, কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা এবং করিবার সামর্থ্য, সবই ভালবাসায় আসে। অন্যের ভিতরকার সৌন্দর্য্য দেখিবার চক্ষু, আর দোষ ক্ষমা করিবার শক্তি, ভালবাসাই দেয়। এস, আজ মায়ের ভাণ্ডার হইতে ভালবাসা লুটিয়া লই; বাঁটিয়া দিই, প্রেমময়ী জননী দেখুন্।

আজ তো সাজিবার দিন। আজ কত-জনে হয়তো রং মিলাইয়া কাপড় পরিয়াছেন। আজ-কাল যাহারা পারেন্, পরণের শাড়ী, গায়ের জামা, পায়ের মোজা, হাতের রুমাল, এমন কি অলঙ্কার পর্য্যন্ত এক-রঙ্গা করিয়া পরেন্। আজ এই রুচি ভিতরের দিকে লইয়া যাইতে অনুরোধ করি। ওগো ব্রাহ্ম-গৃহের কন্যারা, তোমাদের মুখের কথা, মনের চিন্তা, আর হাতের কাজ মিলাইয়া পর; তোমাদের শিক্ষার সঙ্গে তোমাদের দৈনিক ব্যবহার মিলাও, তোমাদের আদর্শের সঙ্গে তোমাদের সমস্ত জীবনখানা এক-রঙ্গা হউক্। তোমরা নারী, সৌন্দর্য্যের দিকে তোমাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ; সকলে ভিতরে ভিতরে সুন্দর হও। সৌন্দর্য্য ভাল বাস বলিয়া সুন্দর হও, তোমাদের সৌন্দর্য্য প্রিয়জনকে সুখী করে বলিয়া সুন্দর হও। ভিতরের সৌন্দর্য্য বাহিরেও যে ফুটিয়া উঠে। প্রদীপের আলোতে তাহার আধারটিও উজ্জ্বল হয়।

আমি দর্শন-বিজ্ঞানের বড় কথা বলিতে

পারি না, কিন্তু গোটা কত মোটা কথা জানি, আর তাহাই বলিতে পারি। আমি জানি একথা সত্য যে, ভিতর মধুর হইলে বাহিরও মিষ্ট ও সুন্দর হয়। এই রোগ, শোক, আশা ও আনন্দের জগতে কোথায় না সৌন্দর্য্য আছে? যদি কেহ সৌন্দর্য্য দেখিয়া তৃপ্ত হইতে চাও এবং আপনার ভিতরে উহা সঞ্চয় করিতে চাও, ভিতরের দিক্‌টা অবহেলা করিলে চলিবে না। সত্য বলিতেছি, সৌন্দর্য্য বাহিরে পাইলেও আনন্দটা বাহিরের জিনিষ নয়। তাহার উৎস অন্তরে। আনন্দ যদি না পাইলাম, না দিলাম, সকল সৌন্দর্য্য-চেষ্টা ব্যর্থ। যেখানে প্রেম নাই, ভক্তি নাই, সেখানে আনন্দও নাই; সেখানে সৌন্দর্য্য মৃত।

সংসারে রোগ, শোক, দারিদ্র্য আছে, মৃত্যু আছে, কিন্তু জ্ঞানময় আনন্দময় বিধাতা এই রোগ, শোক, মৃত্যু ও নানা অভাবের মধ্যেই আনন্দের বীজ বপন করিতেছেন। দুঃখ যে অপরিহার্য্য, মানুষের পক্ষে অতীব আবশ্যক। অন্ধকার যে আলোকেরই পরিচয় দেয়, মৃত্যু যে জীবনকে জানিবার জন্য, যত্ন করিবার জন্য আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তোলে; বেদনা যে চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করে, শক্তিকে বিকাশ করে, আনন্দকে চিনাইয়া দেয়। ঘরে ঘরে দুঃখ, সেই—দুঃখের পরিচয় লইয়া, একলা মানুষ তাহার একলার দুঃখ ভুলিয়া গিয়া সকলের আনন্দে আনন্দিত হইতে চায়। বস্তুতঃ সে তো একলার নয়, সে যে সকলের। ক্রমে সে সুখ-দুঃখ নিয়তি-সূত্রে অবিচ্ছিন্ন জানিয়া, দুঃখকে সঙ্গে লইয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া, তাহার ভয় হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া তাহাকে নবজীবনের পথে আপনার বাহন করিয়া লয়।

কৃশা গোতমীর গল্প অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। শিশু-পুত্রের শোকে কাতর হইয়া এই নারী বুদ্ধের নিকট গিয়া বলিল, "প্রভু, আমি বড় দুঃখিনী, আমার এই একটি পুত্র আমার জীবনের সর্ব্বস্ব। ইহাকে হারাইয়া আমি কিরূপে বাঁচিব, জানি না। প্রভু, তুমি ইহাকে বাঁচাইয়া দাও।" বুদ্ধ বলিলেন, "আমি ইহাকে বাঁচাইবার একটি মাত্র ঔষধ জানি, সংগ্রহ করিতে পারিবে কি?" নারী বলিল, "আদেশ করুন্ প্রভু, আমি যেখান হইতে হয়, ঔষধ-সংগ্রহ করিব।" বুদ্ধ বলিলেন, "আমাকে মুষ্টিমাত্র সর্ষপ আনিয়া দাও; কিন্তু দেখিও, যে গৃহে পিতামাতা, ভাইবোন্, দাস-দাসী কেহ মরে নাই, এমন গৃহ হইতে আনিবে, তাহা না হইলে ঔষধের ফল হইবে না।" শোকে উন্মত্তা সেই নারী সরিষা ভিক্ষা করিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিল। এক এক গৃহে যায়, আর বলে, "একমুষ্টি সরিষা দাও গো, একমুষ্টি সরিষা।" যেমন সরিষা আনে, সে জিজ্ঞাসা করে, "ওগো, এ ঘরে কেহ মরে নাই তো? মা-বাপ, ভাইবোন্, পুত্রকন্যা, দাস-দাসী, কেহ মরে নাই তো?" গৃহস্থ বলে, "সে কি কথা! কেউ মরে নাই, এমন ঘর তো এ নয়।" সেই নারী সারাদিন ঘুরিয়া নগরে যত গৃহ আছে, সব গৃহে একই উত্তর পাইল। এমন ঘর নাই, যেখানে মৃত্যু প্রবেশ করে নাই। তখন তাহার চৈতন্যের সঞ্চার হইল। সে বুদ্ধের নিকট ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "প্রভু, এমন গৃহ নাই, যেখানে মৃত্যু যায় নাই; আমার ঔষধ আনা ঘটিল না। তুমি এখন

আমাকে মৃত্যু হইতে মুক্তি-লাভের উপায় বল।”

আজ এই আনন্দের দিনে মৃত্যু শোক লইয়াও তো কত নারী উপস্থিত আছি; কৃশা গোতমীর মত মৃত্যু হইতে মুক্তির উপায় প্রার্থনা করিতেছি। আনন্দ-স্বরূপ অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মের স্পর্শে মৃত্যুর আকৃতি-প্রকৃতিও যে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাহা কি আমাদের মধ্যে কেহ অনুভব করেন নাই? মৃত্যু যে দৃষ্টি খুলিয়া দিয়া প্রিয়জনকে সুন্দরতর করে, নিকটতর করে! এখান হইতে যে গেল, তাহার সন্ধানে দৃষ্টি চালিত করিয়া আমরা যে অপর-লোকের একটু আভাস পাই। বিশ্বজননীর অনন্ত কোলে হারাধনকে খুঁজিতে গিয়া তাঁহার ক্রোড়ের স্পর্শটা অনুভব করিবার জন্য ব্যাকুল হই। তাঁহাকে বিদায় দিলে, আর কাহাকেও কাছে পাই না বলিয়া তাঁহাকেই শক্ত করিয়া ধরিতে চাই।

তাঁহার স্পর্শ কি কেবল দুঃখের দিনেই চাই? রোগ ও মৃত্যুর বেদনার ভিতরেই চাই? সুখ, স্বাস্থ্য ও সম্পদের মধ্যে কি তাঁহার আবশ্যকতা নাই? তাহা নয়, তাহা নয়। সুখ, স্বাস্থ্য, সম্পদ, সকলই যে অস্থায়ী। তাঁহাকে ছাড়ি বলিয়া আরও অস্থায়ী। যদি আনন্দ এবং শান্তি পাইতে হয়, সুখ, দুঃখ, সকল অবস্থাতেই হৃদয়ের মধ্যে আনন্দময়ের জন্য একটু স্থান রাখিতে হইবে। দৈনিক জীবনের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের, জ্বালা-যন্ত্রণার, চিন্তা-চেষ্টার মধ্যে মাঝে মাঝে লুকাইয়া আসিয়া তাঁহাকে আত্ম-নিবেদন করিয়া যাইতে হইবে। আমরা দুর্ব্বল, সুখেও শ্রান্ত ও অশান্ত হইয়া পড়ি। মাঝে মাঝে সেই স্পর্শমণিকে ছুঁইয়া গেলে, অশান্তি ও অস্বস্তি দূর হইবে।

নারীর জীবন সহস্র খুঁটিনাটী লইয়া ব্যস্ত ও বিব্রত। তাহাকে ছোট বিষয়ের পশ্চাতে অনেক ছুটাছুটী করিতে হয়। কেবল সেই অনন্তের স্পর্শেই ছোট চেষ্টা একটা বড় ব্রত, একটা দুশ্চর তপস্যার অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার আলোকেই জীবনের ছবি সাদা-কালো রেখাতে সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠে।

আজ এই সম্মিলনে যাঁহারা উপস্থিত, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও নূতন গৃহ গড়িয়া উঠিতেছে, কাহারও অনেক দিনের অনেক প্রয়াসে প্রতিষ্ঠিত সাধের সংসার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সকলেই আনন্দময়ী জননীর ক্রোড়ে বসিয়া, নূতন দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখি, তাঁহার ক্রোড়ে ইহলোক পরলোক সম্মিলিত। তাঁহার স্নেহ সকলেরই জন্য। সকলের অটল অনন্ত আশ্রয় তিনি। আমরা তাঁহার সেই প্রেম, আনন্দ ও সৌন্দর্য্যে ভরা মূর্ত্তি হৃদয়ে লইয়া জীবনের ব্রত-পালন করিতে ফিরিয়া যাই। তিনি আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন্।

শ্রীকামিনী রায়।

আঁধার সাঁঝে।

আঁধার সাঁঝে আকাশ মাঝে
কোন্ তারাটি জ্বলে গো—
কোন্ তারাটি জ্বলে ?
গুপ্ত কোণে সুপ্ত সাগর
মুক্ত হয়ে চলে গো—
মুক্ত হয়ে চলে !
কাহার প্রেমের মলয় হাওয়া
উড়িয়ে দিল সকল চাওয়া ?
উদার আঁখির পরশ-পাওয়া
বক্ষ আমার দোলে গো—
বক্ষ আমার দোলে !
কে গো আমার ভাঙা গানে
রাঙিয়ে দিল অগ্নি-বাণে ?
সদ্যঃসুধার মদ্য পানে
চরণ কেন টলে গো—
চরণ কেন টলে !
আঁধারে যা' ছোট ছিল,
আলোর মালায় তা' বাড়িল,
জীবন সমাদরে দিল
মরণ-মাল্য গলে গো—
মরণ-মাল্য গলে !
আমার কান্না, আমার হাসি,
বাজায় তাহার হাতের বাঁশী,
সেই লহরে বিশ্ব আসি'
লুটায় চরণ-তলে গো—
লুটায় চরণ-তলে !

দরবেশ

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বারাণসীর বাসিন্দার মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক। তাহারা একটী স্থান লইয়া বাস করে। সেই স্থানটী বাঙ্গালি-টোলা নামে খ্যাত। বিদ্যায় ইহারা হিন্দুস্থানীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। বাঙ্গালি-টোলায় অনেকগুলি মন্দির আছে। এই পল্লিটীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। কিন্তু বাঙ্গালিগণ কেদারেশ্বরের মন্দিরেই অধিক যাইয়া থাকে। কেদারেশ্বরের অন্য একটি নাম কেদারনাথ। মন্দিরের বারান্দায় অনেকগুলি দেবতা আছে। প্রধান মন্দিরটী চত্বরের মধ্যে অবস্থিত। দ্বারদেশে কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত দুইটী মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। ইহারা দ্বারপাল। মূর্ত্তি দুইটী দেখিতে অতিচমৎকার। প্রত্যেক মূর্ত্তিরই চারিটী হাত আছে। তাহাদিগের এক হস্তে ত্রিশূল, দ্বিতীয় হস্তে গদা, তৃতীয় হস্তে পুষ্প এবং চতুর্থ হস্তটী খালি। এই চতুর্থ হস্তটী যেন অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে যাত্রিগণকে বলিতেছে; যে, "তোমরা এখানে অপেক্ষা কর ; দেবাদেশ প্রাপ্ত হইলে ভিতরে যাইও।" মোট কথা এই যে, একদল লোক মন্দিরে প্রবেশ করিলে দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায় এবং যতক্ষণ না তাহা উদ্‌ঘাটিত হয়, ততক্ষণ ভিতরে প্রবেশ করিতে পাওয়া যায় না।

মন্দিরের বহির্ভাগে সম্মুখের দেওয়ালে বাটটী দীপ দিবার জন্য দীপাধার আছে। সন্ধ্যাকালে সেগুলিকে তৈল-সংযুক্ত করিয়া প্রজ্জ্বলিত করা হয়। মন্দিরের মধ্যে কেদারেশ্বরের মূর্ত্তি অবস্থিত। প্রবাদ এইরূপ যে, কেদার নামে এক ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ ঋষির সহিত হিমালয়ে যাইয়া মৃত্যুলোক প্রাপ্ত হন্। তাহার মৃত্যু হইলে, শিব তাহাকে দেবত্ব অর্পণ করেন্। সুতরাং, মহাদেবের মূর্ত্তিতে তাহার পূজা হইয়া থাকে। বশিষ্ঠকে স্বপ্নে মহাদেব দেখা দিয়া বর-গ্রহণ করিতে বলেন। বশিষ্ঠ এই বর চান যে, তিনি (মহাদেব) যেন বারাণসী-ধামে বাস করেন।

কেদারেশ্বরের সহিত অন্যান্য দেবতাও দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা লক্ষ্মীনারায়ণ, ভৈরবনাথ, গণেশ ও অন্নপূর্ণা। যে দ্বার দিয়া ঘাটে অবতরণ করা যায়, তাহার উপর বাঙ্গলা ও হিন্দিতে কেদারেশ্বরের মাহাত্ম্য লেখা আছে। মন্দিরের বহির্ভাগে অনেক দুঃস্থ নরনারী ভিক্ষা-প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে। এবিষয়ে কেদারেশ্বরের মন্দিরটী অন্নপূর্ণার মন্দিরের সমতুল। শেষোক্ত মন্দিরেও দরিদ্র ব্যক্তিগণ ভিক্ষা-প্রত্যাশায় গমন করে। সিঁড়িতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার স্থান আছে। নিম্নে একটী কূপ দৃষ্ট হয়। ইহা গৌরীকুণ্ড নামে খ্যাত। ইহার জলে জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে বলিয়া লোকদিগের বিশ্বাস।

কেদারনাথের মন্দিরের পশ্চিমে প্রায় সিকি মাইল দূরে মান-সরোবর নামে একটী পুষ্করিণী আছে। ইহার চতুর্দ্দিক্ মন্দির-দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে অন্যূন পঞ্চাশটী মন্দির আছে। প্রত্যেক মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এক একটী আছেন। এতন্মধ্যে রাম-লক্ষণের মন্দিরটীই প্রসিদ্ধ। কুলুঙ্গিতে দত্তাত্রেয়ের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ইনি অত্রি ঋষির পুত্র। দুর্ব্বাসা ইঁহার ভ্রাতা। রাজা মানসিংহ মান-সরোবরের খনন-কর্ত্তা। এখানে প্রায় এক সহস্র দেবতা দৃষ্ট হইয়া থাকেন্।

মান-সরোবরের নিকটে পূর্ব্বদিক্স্থিত দ্বারের একটী রাস্তার কোলে দুইটী মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে বালকৃষ্ণ ও অন্যটী চতুর্ভুজ। এখান হইতে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই মানেশ্বরের মন্দির দেখা যায়। রাজা মানসিংহ ইঁহার প্রতিষ্ঠাতা।

বাঙ্গালীটোলায় মান-সরোবরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। লোকের বিশ্বাস, ইনি প্রত্যহ তিল-পরিমাণে বর্দ্ধিত হন্। দেবতার সমক্ষে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী বৃষ জানু পাতিয়া বসিয়া আছে। মন্দিরের দ্বারের দুইপার্শ্বে অনেকগুলি দেবতা আছেন্; তন্মধ্যে একটির নাম শ্যাম কার্ত্তিক। মন্দিরের পূর্ব্বদিকের কুলুঙ্গিতে অনেক দেবতাই আছেন্। একটী কুলুঙ্গিতে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত বিষ্ণুর পদচিহ্ন তিনটী সর্প দেবতা, তিনটী মহাদেব ও একটী গণেশের মূর্ত্তি দেখা যায়। অন্য কুলুঙ্গিতে মহাদেবের মূর্ত্তিটী ঠিক্ মনুষ্যের ন্যায়। এরূপ বিগ্রহ প্রায়ই দেখা যায় না। মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তিই প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

যে স্থানে তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দির অবস্থিত, তথায় একটী অশ্বত্থবৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষে একটী বৃহৎ মূর্ত্তি ঠেসান দেখা যায়। ইনি বীরভদ্র-নামে খ্যাত। ইহাঁর চতুর্দ্দিকে অন্যূন ত্রিশটী দেবতা আছেন। কয়েক পদ

দূরে একটী নিম্ববৃক্ষের তলে অষ্টভুজা দেবী অবস্থিত।

কেদারনাথের মন্দির হইতে দশাশ্বমেধের মন্দিরে যাইতে হইলে রাস্তায় অনেক দর্শনীয় পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। তুলারেশ্বরের মন্দিরটী দেখিবার উপযুক্ত। সাতুবাবু-নামক জনৈক বাঙ্গালীবাবু এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করেন। অত্যুচ্চ মন্দিরটী মধ্যে অবস্থিত এবং তাহার দুইপার্শ্বে সাতটী করিয়া মন্দির আছে। এই সমস্তগুলিতে শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নদীতটস্থিত চৌকীঘাটে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে; তাহার চতুষ্পার্শ্ব চবুতরা-দ্বারা বেষ্টিত। এই স্থানটীতে অনেকগুলি দেবতা আছেন্। এখানে কতকগুলি সর্পমূর্ত্তিও দেখা যায়। অশ্বত্থ বৃক্ষের সমক্ষে রুক্ষেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। ইহার সন্নিকটে অনেক মন্দিরই আছে।

বাঙ্গালিটোলায় সর্ব্বাপেক্ষা অনেক দেবতার অবস্থিতি।

* * * *

বারাণসীর দুর্গাবাড়ীর প্রসিদ্ধি অধিক। অনেকেই এখানে আসিয়া দেবীর পূজা করে। সহরের দক্ষিণ-সীমায় মন্দিরটী অবস্থিত। দুর্গাদেবীর সমক্ষে বলিপীঠ আছে। নাটোরের রাণী ভবানী এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী। এখানে মঙ্গলবারে একটী করিয়া ক্ষুদ্র মেলা হয়। সংবৎসরের মধ্যে শ্রাবণমাসের মঙ্গলবারেই অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। দুর্গাবাড়ীর পার্শ্বেই বাঁদরের যত আড্ডা। বাঁদরগুলি আহার পাইয়া থাকে। অবশ্য সেই আহার যাত্রিগণই দেয়।

দুর্গাদেবীর মন্দিরের দরজার সমক্ষে নহবৎখানা আছে। প্রত্যহ তিনবার দেবীর সম্মানার্থ বাজনা বাজিয়া থাকে। দেবীর মন্দিরের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিলেই দুইটী প্রস্তর-নির্ম্মিত সিংহ দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহের বামদিকে গণেশের মূর্ত্তি। শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত মহাদেবের ও বৃষের মূর্ত্তিও এখানে দৃষ্ট হয়।

মন্দিরের উত্তর দিকে দুর্গাকুণ্ড অবস্থিত। দেবীভাগবতে লেখা আছে, যখন ভগবতী রাজা সুবাহুর উপর প্রসন্না হ'ন্, তখন রাজা এই প্রার্থনা করেন যে, 'হে দেবি! যতদিন কাশী-নগরী রহিবে', ততদিন আপনি ইহার রক্ষার্থ দুর্গা-নাম ধারণ করিয়া সেথায় থাকিবেন্।' উত্তরে দেবী বলেন যে, 'যতদিন পৃথিবী থাকিবে, ততদিন আমি কাশীতে থাকিব।' দুর্গাকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে কুরুক্ষেত্র তালাও নামে একটী পুষ্করণী আছে। রাণী ভবানীই এই পুষ্করিণীর খনন-কর্ত্রী। চন্দ্র-গ্রহণের সময় স্নানের নিমিত্ত এখানে অনেক জনতা হয়। ইহার পশ্চিমদিকে উক্ত রাণীর দ্বারা একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

ভাদাইনি মহল্লায় কুরুক্ষেত্র-তালাওয়ের উত্তরপূর্ব্বে লোহারিক কুঁয়া নামে একটি কূপ আছে। ইহার মুখ দুইটী। রাণী অহল্যা-বাই, বেহারের জনৈক রাজা এবং অমৃতরাও ইহার খননকর্ত্তা। সিঁড়ির একটী কুলুঙ্গিতে সূর্য্যের চক্র অবস্থিত। একটী চত্বরের উপর গণেশ উপবিষ্ট আছেন্। এখানে ভদ্রেশ্বরের মন্দিরও দৃষ্ট হয়। ভদ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ-মাত্র।

* * *

রামনগরের কেল্লার এক মাইল দূরে বেনারসের মহারাজার রাজবাটী। এখানে

একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে একটি সুন্দর মন্দির আছে। মন্দিরটীতে অনেক শিল্পকার্য্য দেখা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নের থাকে হস্তী ও তৎপরে সিংহের শ্রেণী আছে। প্রত্যেক সিংহ দুইটী করিয়া হস্তীর উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উপরকার তিনটী থাকে অনেক দেবতার মূর্ত্তিই দেখা যায়। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী, তিনটী পৃথক্ কুলুঙ্গিতে অবস্থিত। কৃষ্ণও তথায় স্থান পাইয়াছেন; পরন্তু তিনি একা নহেন্। তাঁহার সহিত দুইটী গোপীও আছেন্। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, কুবের, ভৈরব, রাম, সীতা, হনুমান, গণেশ ও বলদেবের মূর্ত্তিও এখানে অবস্থিত। বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্রমাও বাদ পড়েন নাই। চন্দ্রমা দুইটী হরিণ-দ্বারা বাহিত শকটের উপব উপবিষ্ট আছেন। ইঁহার মস্তক হইতে জ্যোতি নির্গত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিতেছে। নারদ গজেন্দ্রমোক্ষ কার্ত্তবীর্য্যও আমাদিগের নয়ন-পথের পথিক হয়। উপরিস্থিত থাকের কেন্দ্রস্থান হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি ও পূর্ব্বদিকে কালীর মূর্ত্তি অবস্থিত। উত্তরদিকের কুলুঙ্গিতে কৃষ্ণের মূর্ত্তি আছে। ইনি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ব্রজবাসীগণকে ইন্দ্রের বারিবর্ষণ হইতে রক্ষা করিতেছেন। মন্দিরের তিনটী দ্বারের সমক্ষে, মার্বেল প্রস্তরনির্ম্মিত তিনটী মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে একটীতে নন্দি (সাঁড়) মূর্ত্তি, অন্যটীতে গরুড়ের মূর্ত্তি এবং তৃতীয়টীতে সিংহ মূর্ত্তি। দ্বারের উপর ময়ূর ময়ূরী মুখোমুখি করিয়া দণ্ডায়মান আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে দুর্গা দেবী বিরাজিত। বিগ্রহটী মার্বেলপ্রস্তর নির্ম্মিত। ইহার অঙ্গে স্বর্ণের অলঙ্কার পরিধানে পীতবসন। বিগ্রহের সমক্ষে একটী মেজ আছে। ইহার উপর পূজার বাসনগুলি সজ্জিত থাকে। বামদিকে আর একটী ক্ষুদ্র মেজ আছে, তাহাতে পূজার জন্য কেবল মাত্র পুষ্প থাকে। সন্নিকটে দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি অবস্থিত। দুর্গাদেবীর দক্ষিণে পঞ্চবক্ত্র শিব অবস্থান করিতেছেন।

সন্নিকটে রাজা চেতসিংহকৃত একটী পুষ্করিণী ও উদ্যান অবস্থিত। পুষ্করিণীটীতে সুবৃহৎ ঘাট আছে। এখানে হাজার হাজার ব্যক্তি একত্রে স্নান করিলেও কাহারও অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

প্রবাদ এইরূপ যে বেদব্যাস কাশীর মাহাত্ম্য দেখিয়া তাহার অনুরূপ ব্যাসকাশী সৃষ্টি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দৈব মায়ায় তাহার বিপরীত হইল। কাশীতে মরিলে মুক্তি হয় কিন্তু ব্যাসকাশীতে মরিলে গর্দ্দভ যোণী প্রাপ্ত হয়, সেই জন্য ব্যাস কাশীতে কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলে মরিবার জন্য কাশীতে আগমন করে। এই ব্যাস-কাশী রামনগরে অবস্থিত। বেদব্যাস ব্যাস-কাশীর অবস্থা দেখিয়া এরূপ বিধান করেন যে মাঘ মাসে যে ব্যক্তি ব্যাস কাশীতে তীর্থ করিতে আসিবে তাহাকে আর গর্দ্দভ যোনী প্রাপ্ত হইতে হইবে না। এই জন্য রাম নগরে সকলেই একবার ব্যাসকাশীতে তীর্থ করিতে যায়। তীর্থটী সারা মাঘ মাস হইয়া থাকে কিন্তু সোম ও শুক্র বারেই লোকের সংখ্যা অধিক হয়।

রামনগরে রাজার কেল্লায় বেদব্যাসের মন্দির আছে। গঙ্গাঘাট প্রস্থিত সিঁড়ি দ্বারা মন্দিরে গমন করিতে পারা যায়। বাম দিকের সিঁড়িতে গঙ্গার মূর্ত্তি অবস্থিত। ইনি

মকরবাহিনী। মূর্ত্তিটী শ্বেত প্রস্তরের। ইনি চতুর্ভুজা। একটী হস্ত অবনত, অপরটী উন্নত, তৃতীয়টীতে পদ্ম এবং চতুর্থটীতে কমণ্ডলু। এখানে অনেকগুলি দেবতাই আছেন। বেদব্যাসের মন্দিরে কোন মূর্ত্তি নাই। বেদব্যাসকে পূজা করিতে হইলে শিবের উপাসনা করিতে হয়।

পঞ্চকুশী রাস্তার আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। দুর্গাবাড়ীর নির্ম্মাতা ও পুষ্করিণীর খননকর্ত্রী রাণীভবানী এই রাস্তাটী সংস্কার করেন। তাঁহার সময় হইতে পঞ্চকুশী রাস্তাটী ভাল অবস্থায় আছে। পঞ্চকুশী রাস্তা হিন্দুর পক্ষে অত্যন্ত পবিত্র স্থান। এখানে মরিলে অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পঞ্চকোশী রাস্তার পরিক্রমার ও ফল অনেক। যাঁহারা পরিক্রমা করেন তাঁহারা নগ্নপদে থাকেন—জুতা পরেন না। রাজাই হউন আর প্রজাই হউন, ধনীই হউন বা নির্দ্ধনই হউন পরিক্রমা সম্বন্ধে সকলেরই নিয়ম এক। তবে পীড়িত ব্যক্তির নিয়ম অন্য।

মনিকর্ণিকা হইতে আরম্ভ করিয়া তীর্থযাত্রীগণ পরিক্রমা করিতে করিতে অসি-সঙ্গমে গমন করে। এখান হইতে জগন্নাথের মন্দিরে যাইতে হয় এবং তথা হইতে "কানধাওয়া" গ্রাম পর্য্যন্ত যাইলেই পরিক্রমা শেষ হয়। ইহাই ছয় মাইল রাস্তা। পরদিবস ধুপচণ্ডী গ্রাম পর্য্যন্ত যাইলেই দশ মাইল পূর্ণ হয়। এখানে ধুপচণ্ডীর পূজা করিতে হইবে। তৃতীয় দিবসে পরিক্রমায় বাহির হইয়া রামেশ্বর পর্য্যন্ত যাইলেই ১৪ মাইলের পরিক্রমা শেষ হয়। চতুর্থ দিনে শিবপুর যাইয়া পঞ্চপাণ্ডব দর্শন করিতে হইবে। পঞ্চম দিনে কপিলধারায় সমাগত হইয়া মহাদেবের অর্চ্চনা না করিলে চলিবে না। ষষ্ঠদিনে কপিলধারা হইতে বরুণা সঙ্গম ও তথা হইতে মনিকর্ণিকা ঘাটে ফিরিয়া আসিলেই পঞ্চকুশী রাস্তার পরিক্রমা শেষ হয়। কপিলধারা হইতে মনিকর্ণিকা পর্য্যন্ত তীর্থযাত্রীগণ যব ছড়াইতে ছড়াইতে যায়। ঘাটে পঁহুছিয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়া সাক্ষী বিনায়কের মন্দিরে যাইতে হইবে এবং পরে তীর্থযাত্রী বাটী প্রত্যাগত হইতে পারে। কতকগুলি যব "যব বিনায়কের" পূজার জন্য রাখিতে হয়। সাক্ষী বিনায়ক ও যব বিনায়ক দুইটী গণেশ মূর্ত্তি। এই দুই মূর্ত্তিই মনিকর্ণিকা ঘাটে অবস্থিত।

কানধাওয়ার কর্দ্দমেশ্বরের মন্দিরই বারানসী ধামে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও সুন্দর। হিন্দুশিল্পের পরাকাষ্ঠা এই মন্দিরে দেখা যায়। এখানে প্রায় ছয় শত শিব মন্দির আছে।

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

গান—

সকল জ্বালা জুড়িয়ে দেওয়া
আসবে কবে বসন্ত,
হৃদয়-বিতান ফুলে ফুলে
আবার হবে ফুলন্ত!

বিকশিবে রাকাশশী—
চিদাকাশ যাবে ভাসি,
বুকের মাঝে বয়ে যাবে
দখিন হাওয়া দুরন্ত!

ভুলে যাব দুঃখ শোক,
শীতল হবে দগ্ধ চোখ,
গানে প্রেমে প্রাণে হৃদয়
আবার হবে দুলন্ত!

বইবে দখিন পবন ধীরে
প্রেম-তটিনীর কালো নীরে,
উচ্ছ্বসিয়া উঠিবে ঢেউ,
বাক্ হবে না স্ফুরন্ত॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

সেই পথে।

চল্ মন চল্ সেই পথে—
যেথা প্রতিদান তরে প্রণয় না কেঁদে মরে,
দীর্ঘশ্বাস শূন্যে নাহি যায়;
ঠিক্ মরমের মাঝে মরমের কথা বাজে
অন্তহীন মধুর গাথায়;
অন্তরে অন্তর মিশি হাসে ছলহীন হাসি,
বাহ্যতায় নাহি যায় ভুলে;
এক সুখ, এক দুখ, এক-আশা-ভরা বুক,
ভাসে যেন এক স্রোতোজলে।

চল্ মন আরও সেই পথে—
যেথায় মোহের ছলে অন্তর না কভু ভুলে,
তুচ্ছতায় চলে না'ক প্রাণ;
সামান্য নিধির তরে কর্ত্তব্য রাখিয়া দূরে
সুখে মন নহে ভাসমান;
মদ-অন্ধকার পশি' হৃদয়ে ফেলে না গ্রাসি'
বিবেকে রাখিয়া অন্তরালে;
স্নেহ ভক্তি দয়া মায়া মরতে অমৃত ছায়া
না বিকায় কাঞ্চনের ছলে!

চল্ মন আরও সেই পথে—
যেথায় উন্মুক্ত হাসি দেয় সব জ্বালা নাশি'
বিষাদের নাহি ক্ষীণ ছায়া;
মহান্ হৃদয় যেথা ঘুচায় পরের ব্যথা,
নাহি ধরে পিশাচের মায়া;
তুচ্ছ তরে হিয়া যেথা ভুলে না'ক কৃতজ্ঞতা
দগ্ধ নয় অতৃপ্তি-শিখায়;
বিশ্বাসের পাল বুকে চলে মন ঋজুমুখে,
কুটিল প্রবাহে নাহি যায়!

চল্ চল্ আরও দূর পথে—
নশ্বর জগতে ভুলি' প্রাণ যেথা কুতূহলী
ধায় সেই অনন্তের পানে,
জগতের সুখদুখ সকলে হ'য়ে বিমুখ
রত মন মোচনের ধ্যানে!
পৃথিবীর মায়া আসি' হৃদয়ে ক্ষণেক পশি'
নির্য্যাতন করে না তাহায়,
তন্ময় অন্তর মাঝে সুধার প্রবাহ রাজে,
ভাবে মন জগৎ-পিতায়।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

আত্ম-বিসর্জ্জন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় দৃশ্য।

[হেমচন্দ্রের বাটীর পশ্চাদ্‌ভাগ।
সুবোধ মাটীতে পড়িয়া ঘুমাইতেছে,
ধীরে ধীরে হেমচন্দ্রের তথায় প্রবেশ।]

হেম। (সুবোধকে দেখিয়া) আহা! আমার ননীর পুতুল ধূলোয় প'ড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে! বেলা দুপুর হ'য়ে গেছে, বোধ হয়, এখনও কিছু খেতে পায় নি? খিদের জ্বালায় বাছা আমার বেহুঁস হ'য়ে ঘুমুচ্ছে। দু'দিন আগে যা'র ঘুমের জন্য কত সাধনা ক'র্ত্তে হ'ত, সে আজ মেজের উপর ধূলায় প'ড়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে! (কিছুক্ষণ পরে তিনি ডাকিলেন) সুবোধ!—আহা! অজ্ঞান হ'য়ে ঘুমুচ্ছে৷ সাড়া নেই। ভগবান্! একি ক'র্লে? যদি এত অবনতি ঘটাবে, তবে একদিন কেন ঐশ্বর্য্যের শিখরে তুলে ছিলে? তাতেইত' আজ এত কষ্ট! তাই ত' আজ এত দুঃখ! সেই স্মৃতিইত আজ পুড়িয়ে মাচ্ছে! চিরদিন যদি এম্নি দুঃখে কষ্টে কাট্‌ত', কখনও যদি সুখের আস্বাদ না পেতুম্, তা হ'লেত আজ এ যন্ত্রণা পেতে হ'ত না। জগদীশ্বর! কেন আমাকে দীন হীন দরিদ্র কর নি? যা'রা সামান্য, দীন হীন, যারা কুলি মজুর, তারাও আজ আমার চেয়ে সুখী। স্মৃতি তাদের গত সুখ তাদের সাম্‌নে এনে জ্বালা দেয় না। দুঃখ দুঃখ ব'লে তারা আমার মতন, স্মৃতির দংশনের জ্বালায় চিৎকার ক'চ্ছে না! ওঃ—কি ছিলুম কি হয়েছি! লক্ষপতি ছিলুম, ভিখারী হয়েছি! একদিনে এক কথায় ভোজ-বাজীর মতন, সব উড়ে গেল! স্ত্রীর গহনা বেচে আবার ব্যাব্‌সা আরম্ভ কর্লুম, তাও গেল! আর দিন কতক পরে পেটের ভাতের জন্যে দোরে দোরে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে হ'বে! আত্মীয়, বন্ধু, লোক জন, দাসদাসী, প্রভাতের তারার মতন মিলিয়ে গেছে! কেবল সর্ব্বেশ্বর আর হরিদাস এখনও আমাকে ত্যাগ করে নি। এই হতভাগার অদৃষ্ট চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে তারাও কষ্ট পাচ্ছে। এত বল্‌ছি কিছুতেই শুন্‌ছে না। আমি কি কোর্ব্বো? যার কপালে যা আছে, তাই হ'বে। আমি আর দেখ্‌তে পারি না। দেখ্‌তে বাকিই বা কি আছে? আর কি দেখ্‌তে হবে? অন্নপূর্ণা রাঁধ্‌ছে, বাসন মাজ্‌ছে। আমার এত সাধের রমা! রমার অঙ্গ নিরাভরণ হয়েছে। সুবোধ সময়ে খেতে পাচ্ছে না। খিদের জ্বালা বরদাস্ত কচ্ছে, ছেঁড়া কাপড় পর্‌ছে, তবে বাকি আর কি আছে? বাকি কেবল এখনও তারা পেটের ভাতের জন্যে হাহা করে বেড়ায় নি! তাও হবে, তাও হবে! আমি বেঁচে থেকে কি ক'রে তা' দেখ্‌বো? তার চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল!

(হতাশ ভাবে তিনি বসিয়া পড়িলেন। সুবোধের নিদ্রাভঙ্গ হইল। পিতাকে দেখিয়া সে ছুটিয়া কাছে আসিল। তাঁহার ভাব দেখিয়া সভয়ে বলিল—)

সুবো। বাবা, বাবা, ওকি? অমন ক'রে বসে রয়েছেন্ কেন? আমার বড্ড

হয় কচ্ছে, চলুন্ বাড়ীর ভেতর চলুন্। অমন ক'চ্ছেন্ কেন, বাবা ?

(হেমচন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিল) ওমা, মা, শীগ্‌গির এস !)

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ।)

অন্ন। কি হ'য়েছে, সুবোধ? অমন চেঁচিয়ে উঠ্‌লি কেন ?

সুবো। বাবা বসে বসে আপ্‌না আপ্‌নি কি বল্‌ছেন্। আমার বড় ভয় ক'চ্ছে।

অন্ন। (হেমচন্দ্রের প্রতি) কিসের জন্যে তুমি এত আত্মবিস্মৃত হ'চ্ছ ? নির্ব্বোধের মতন দিন রাত হা হুতাশ করা তোমার সাজে না। তোমার ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, তোমার মুখ চেয়ে কত সুখে আছে। তোমার এমন অবস্থা দেখ্‌লে, তা'দের কি হবে তা'কি তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না ?

হেম। সুখ, অন্নপূর্ণা সুখ ?

অন্ন। হ্যাঁ সুখ বৈকি ?

হেম। এ যদি সুখ হয়, অন্নপূর্ণা, তবে দুঃখ কা'কে বলে ?

অন্ন। দুঃখ ? সতীর পতি-বিচ্ছেদে দুঃখ, শিশুর পিতৃ-মাতৃ-বিচ্ছেদে দুঃখ, মাতার সন্তান-বিচ্ছেদে দুঃখ, তা' ভিন্ন জগতে দুঃখ আর কিছুই নেই।

হেম। কিছুই নেই ? এই যে তুমি সমস্ত দিন দেহ পাত ক'রে খেটে খুটে দু'টী শাক ভাতও পেট ভরে খেতে পাচ্ছ না, এ সুখ ? কচি ছেলে সুবোধ খালি গায়ে খালি পায়ে ছেঁড়া কাপড়টী পরে বেড়াচ্ছে,—এ সুখ ? সোণার পুতুল রমা শুক্‌নো মুখে আমাদের মুখ চেয়ে চেয়ে দিন কাটাচ্ছে,—এ সুখ ?

অন্ন। হ্যাঁ, সুখ। এ পূর্ণমাত্রায় সুখ। এতদিন ধনের গর্ব্বে মত্ত হ'য়ে বেড়াতুম্, তোমার সেবা কর্ব্বার অবকাশ পেতুম্‌না; আমার কাজ দাস দাসীতে কোর্ত্তো। আজ আমি নিজের হাতে সে কাজ ক'রে, বড় সুখ পাচ্ছি। আর রমা সুবোধের কথা বল্‌ছ ? তাদেরও ত কোন কষ্ট আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা, তোমার কোল, আমার বুক্, এ সকল থেকে ত' তারা বঞ্চিত হয় নি ? তবে আর তাদের দুঃখ কিসের ? সুখ মানুষের অন্তরে। দু'খানা গয়না গায়ে দিলেই সুখ হয় না, দুখানা ভাল কাপড় প'রে বেড়ালেও সুখ হয় না।

হেম। তবে সংসারে সুখ কিসে অন্নপূর্ণা ? মানুষ অর্থ উপার্জ্জন করে কিসের জন্যে ?

অন্ন। সুখ কর্ত্তব্য-পালনে। পুরুষে অর্থ উপার্জ্জন করে সংসার প্রতিপালনের জন্যে। আর, আত্মীয়, বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র, প্রতিপালন করা পুরুষের কর্ত্তব্য ! অর্থ না হ'লে সংসার প্রতিপালন হয় না। সুতরাং, কর্ত্তব্য-পালনও হয় না। তাই পুরুষকে অর্থ উপার্জ্জন ক'র্ত্তে হয়।

হেম। তবে অন্নপূর্ণা ! আমার কর্ত্তব্য-পালন হচ্ছে কই ?

অন্ন। তুমি গুরু, আমি শিষ্যা, আমি অবলা আমি তোমাকে কি উপদেশ দোবো ? পুরুষের দশ দশা ! চিরদিন তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ছিলে। আজ দু'দিন অর্থহীন হ'য়েছ ব'লে এত দুঃখ করা কি তোমার উচিত ? ঐশ্বর্য্য কার চিরদিন

থাকে ? সুখ দুঃখ সমান ভাবে, কবে কার ছিল ? আমরাত ক্ষুদ্র মানুষ, স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র রাজা হ'য়ে বনে গেছ্‌লেন। রাজা যুধিষ্ঠিরকেও বনবাস করতে হয়ে ছিল। নল, শ্রীবৎস প্রভৃতি কত রাজা ঐশ্বর্য্য হারিয়ে বনে বনে বেড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু তাত জান, তাঁরা স্বধর্ম্ম ছাড়েন্ নি! আমি আর কি বল্‌ব ? এ সংসারে সবই ক্ষণস্থায়ী সুখ দুঃখ কিছুই নয়, কেবল মানুষের মনের বিকার মাত্র!

হেম। আমি কি কর্ব্বো অন্নপূর্ণা! তোমাদের এ কষ্ট আমি যে চখে দেখ্‌তে পার্চ্ছি' না।

অন্ন। বেশ! তুমি একটা চাকৃরি বাকৃরি কর।

হেম। (অন্যমনস্ক ভাবে) চাকৃরি? চাকৃরি আমি কি কো'র্ব্বো? চাকৃরি ত' কখনও করিনি, অন্নপূর্ণা! আর কেই বা আমাকে চাকৃরি দেবে? 'চাকৃরি দাও', 'চাকৃরি দাও' ক'রে কা'র খোসামোদ কোর্ব্বো? কা'র পায়ে ধোর্ব্বো?

অন্ন। তোমাকে কারুর খোসামোদ ক'র্ত্তে হবে না। প্রফুল্ল বলেছে তুমি যদি চাকৃরি ক'র্ত্তে রাজী হও, তা'হ'লে সে চেষ্টা ক'র্ব্বে। আরও বলেছে কোথায় নাকি চাকৃরি খালিও আছে, চেষ্টা ক'র্লে তোমার জন্যে সে ভাল চাকৃরি যোগাড় ক'র্ত্তে পার্ব্বে। তোমার মত না হ'লে আমি ত' কিছু বল্‌তে পারি না।

হেম। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তাই কোর্ব্বো, তোমাদের কথাই শুনবো। দেখ্‌ব, পরের গোলামী কো'র্ত্তে পারি কিনা? প্রভুর আজ্ঞা পালন ক'র্ত্তে হয় কি করে, তা' শিখ্‌বো। জীবনের নতুন পথে চল্‌তে চেষ্টা কো'র্ব্বো।

অন্ন। এতে যদি তোমার কষ্ট হয়, তবে নাইবা চাকৃরি ক'র্লে? আমাদের ত' কোন কষ্ট হয়নি, বেশ চলে যাচ্ছে। তোমার যাতে মন ভাল থাকে তাই কর।

হেম। না, চাকৃরি কোর্ব্বো, একবার ক'রে দেখ্‌ব। তুমি ব'ল প্রফুল্লকে।

(এই সময়ে প্রফুল্লর প্রবেশ।)

এই যে প্রফুল্ল এসেছ; ভালই হ'য়েছে। কোথায় চাকৃরি খালি আছে, তুমি নাকি বলেছ, বাবা?

প্রফু। আজ্ঞে হ্যাঁ, দু'টো কাজ খালি আছে। একটা এইখানেই 'মার্চ্চেণ্ট' আফিসে। মাসিক একশ' টাকা মাইনে। আর একটা শ্যামনগরের জমীদারের ষ্টেটে। জমীদারের ম্যানেজারি খালি হ'য়েছে। জমীদারের ভাই, আমাদের ক্লাসফ্রেণ্ড্ একজন উপযুক্ত লোক খুঁজ্‌ছেন। মাইনে আপাততঃ দুশো টাকা। যে মার্চ্চেণ্ট আফিসে কাজ্‌টা খালি আছে তা'র সাহেবের সঙ্গে আমাদের একজন 'প্রফেসরে'র খুব ভাব আছে। আপ্‌নার যেটা ইচ্ছা, চেষ্টা ক'র্লে সেইটাই হ'তে পারে।

হেম। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তুমি শ্যামনগরের কাজটাই চেষ্টা ক'রে দেখ। সাহেবের কানমলা খাওয়ার চেয়ে স্বজাতির লাথি খাওয়াও ভাল। আমি শ্যামনগরেই যাব।

অন্ন। কেন এইখানে কা'জ কর্লেইত' বেশ হত! বিদেশে বন্ধুহীন দেশে একলা কি করে থাকৃবে?

প্রফু। তা'তে কি মা! ম্যানেজারী কাজটায় মান-সম্ভ্রমও আছে, পয়সাও আছে। কিছুদিন কাজ ক'রে আবার চলে আস্‌বেন্‌।

হেম। হ্যাঁ, তুমি সেইটেই দেখ।

প্রফু। আচ্ছা, আমি আজই দেখ্‌ব। কি হয়, এসে আপ্‌নাকে ব'লে যাব।

চতুর্থ দৃশ্য।

(মণীন্দ্রের অন্তঃপুর।

লীলার কক্ষ।

লীলা ও পরিচারিকা।)

লীলা। এ-কথা তুই নিজের কানে শুনেছিস্‌?

পরিচারিকা। মাইরি, বৌ-দিদি! মাইরি।

লীলা। কখন্‌ শুন্‌লি?

পরি। খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরবেলা দাদাবাবু আজ বৈঠক্‌খানায় শুয়েছেল না? সেই সময় সেই পোরে, না কে, একটা ছোঁড়া আছে না? সে এসে বলাবলি কচ্ছিল। এতদিন হেমঘোষ বাড়ীতে ছেল ব'লে পারে নি। হেম ঘোষের নাকি চাকরি হ'য়েছে, সে কোন্‌ দেশে চাকরি ক'র্ত্তে যাবে। সে দেশ নাকি অনেক দূর। সে চলে গেলেই মেয়েটাকে ধরে আন্‌বে।

লীলা। দূর পোড়ার মুখী!

পরি। সত্যি বল্‌ছি বৌদিদি! তোমার দিব্যি! শুনে আমার গা'টা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো!

লীলা। তুই শুনে ছিলি, তা আমাকে শোনালি কেন, পোড়ারমুখি?

পরি। ওমা! সেকি গো! এমন কথা শুনে কি কেউ চুপ ক'রে থাক্‌তে পারে?

লীলা। তোর মিছে কথা। তুই দুপুর বেলা কি ক'র্ত্তে বাইরে গেছ্‌লি? তোর দাদাবাবুর কাছে না কি?

পরি। (হাসিয়া) আমার কি আর সে বয়েস আছে গা, বৌদিদি? তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে!

লীলা। কবে ধ'রে আন্‌বে, তা' কিছু শুনেছিস্‌?

পরি। তা' পষ্ট কিছু শুনিনি। কি বল্‌ছে ওরা শোন্‌বার জন্যে অনেকক্ষণ আড়ি পেতে ছিলুম্‌, তা' সব কথা বুঝ্‌তে পারলু্‌ম না। তবে এই পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পারলু্‌ম্‌, হেমঘোষ শীগ্‌গির সে দেশে চলে যাবে; আর সে গেলে পরেই মেয়েটাকে ধ'রে আন্‌বে।

লীলা। কত বড় মেয়ে?

পরি। তা কি আমি দেকিচি?

লীলা। দেখিস্‌ নি, শুনেছিস্‌ ত'?

পরি। অত কথা কি আর শুন্‌তে পেয়িছি? তারা ধ'রে আন্‌বার কথা বল্‌ছেন; বয়েসের কথা ত আর বলে নি! তবে আই-বুড় মেয়ে, বের যুগ্যি—সোমত্তই হবে। তোমাদের ঘরে কি আর এখন কাঁচি মেয়ের বে হয়?

লীলা। না, আমাদের ঘরে বুড়ো মেয়ের বে'হয়! যাক্‌ সে মেয়েটা বুঝি, খুব সুন্দরী?

পরি। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! ব'ল্লে যেন স্বগ্যের পরী।

লীলা। আচ্ছা, ক'বে ধ'রে আন্‌বে ঠিক্‌ করে জেনে আমাকে খপর দিস্‌ দেখি!

পরি। কেন, তুমি কি কোর্ব্বে?

লীলা। কি আর কোর্ব্বো? আমি কালো, তাই তোর দাদাবাবুর পছন্দ হয় না। সে সুন্দর, যদি তার সঙ্গে থেকে সুন্দর হতে পারি, তাই দেখ্‌বো।

পরি। তোমার যেমন কথা! সকল তাতেই তোমার হাসি, সকলতাতেই তামাসা।

লীলা। তুই আমাকে খপর এনে দিস্‌না, আমি তোকে বখ্‌শিশ দোব। এখন তুই যা।

পরি। আচ্ছা। মা'কে এ কথা বল্‌বো কি?

লীলা। মাকে ব'লে কি হবে? মা সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বেন্ না, বকাবকি ক'র্ব্বেন্; তাতে উল্টো হবে। কাকেও বলিস্ নি। বুঝ্‌লি?

পরি। আচ্ছা।

[প্রস্থান]

লীলা। (স্বগত) স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া) ছিঃ ছিঃ, এ তোমার কেমন কাজ? তুমি দিন দিন কি হ'চ্ছ? তোমার উপরে আমার যে ভক্তি কমে যাচ্ছে।—নারায়ণ! আমার মনে শক্তি দাও। স্বামীর প্রতি ভক্তি যেন না হারাই।—আমি তোমার স্ত্রী, তোমার পাপ-পুণ্যের ভাগী। তোমার এ অধর্ম্ম আমি কি ক'রে দেখ্‌বো? তোমায় কিছুতেই এ পাপ ক'র্ত্তে দোবো না। যাক্। হেমবাবু যতদিন এখানে রয়েছেন্ ততদিন কিছু কর্ত্তে পার্ব্বো না। তিনি গেলে পর, আমায় একটা উপায় কর্ত্তেই হবে।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

(হেমচন্দ্রের বাটীর দরদালান।
হেমচন্দ্র, অন্নপূর্ণা, রমা, সুবোধ, প্রফুল্ল,
সর্ব্বেশ্বর এবং হরিদাস।)

হেম। সর্ব্বেশ্বর, হরিদাস! তোমাদের ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ ক'র্ত্তে পার্ব্বো না। আমি চল্লুম্, এদের দে'খ।

সর্ব্বে। বাবু কিছু দিনের জন্যে বিদেয় নিতে এসেছি।

হেম। (সা-শ্চর্য্যে) অ্যাঁ, সেকি? এত-দিনের পর এসময় তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে সর্ব্বেশ্বর?

সর্ব্বে। ছেড়ে কোথায় যাব বাবু? কিছু দিনের জন্য তীর্থে যাব মনে ক'রেছি। বয়েসও হয়েছে, সব ঠিক্ ক'রেও ফেলেছি; নইলে আপনি যখন বিদেশে যাচ্ছেন্, আমি যেতুম্ না? কিন্তু কি কোর্ব্বো? সব ঠিক করে ফেলেছি যে!

হেম। এত দিন থেকে, আজ তুমি তীর্থে যাবে সর্ব্বেশ্বর? তবে আমার সুবোধ-রমাকে দেখ্‌বে কে? কোন্ তীর্থে যাবে? (হরিদাসের প্রতি) হরিদাস! তুমিও কি সর্ব্বেশ্বরের সঙ্গে তীর্থে যাবে ভেবেছ?

হরি। না বাবু, আমার সুবোধকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে পার্ব্বো না।

হেম। চুপ করে রইলে কেন, সর্ব্বেশ্বর?

সর্ব্বে। আজ্ঞে, এই—

হেম। বল্‌তে কি কোনও বাধা আছে?

সর্ব্বে। বাধা নেই বাবু, তবে বল্লে পাছে আপ্‌নি বাধা দেন, তাই—

হেম। তুমি তীর্থে যাবে, তা'তে আমি বাধা দিতে পারি না। তবে আমি যাচ্ছি,—এমন সময় তোমার তীর্থে যাবার কথা শুনে কিছু আশ্চর্য্য হলুম্ এইমাত্র! এদের দেখ্‌বার কেউ থাক্‌বে না, তাই বল্‌ছিলাম্। তা' যাও, তোমার উপর আমার জোরই বা কি? গরীবের ঈশ্বর সহায়। সকলে ছেড়ে গেলেও তিনি ছেড়ে যাবেন্ না।

সর্ব্বে। এ রকম নিষ্ঠুর কথা ব'লে মনে কষ্ট দেবেন্ না বাবু! সর্ব্বেশ্বরকে এমনই নেমকহারাম ঠাওরালেন্ যে সে আজ অসময়ে

আপনাদের ছেড়ে চলে যাবে? তীর্থ ত দূরের কথা, জগতে এমন কোন জিনিষ নেই যার জন্যে আপনাদের ছেড়ে যেতে পারি। আর তীর্থ! পুণ্যাত্মা আপ্‌নি, পুণ্যময় এই সংসার, এই আমার পরম তীর্থ। কাশী-বৃন্দাবন এর চেয়ে আমার বেশী বাঞ্ছনীয় নয়। তবে আপ্‌নাকে সত্য গোপন কর্চ্ছিলুম্ তা'র কারণ বল্লুম্, পাছে আপ্‌নি বাধা দেন। বাবু, আপনার মঙ্গল সাধনই জীবনের একমাত্র ব্রত। আর আপ্‌নার নষ্টসম্পত্তির পুনরুদ্ধার আমার প্রথম ও প্রধান সঙ্কল্প। সেই জন্যে এখন আমায় অনেক যায়গায় ঘুরে বেড়াতে হবে। বাড়ীতে থাকৃতে পাব না। তাই আপনার কাছে কিছুদিনের ছুটী চাইছিলুম।

হেম। তোমার এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর, সর্ব্বেশ্বর!

সর্ব্বে। ত্যাগ কোর্ব্বো? কেন? কি জন্যে? আমার নিজের সম্পত্তি একজন প্রবঞ্চকে ফাঁকি দিয়ে ভোগ কোর্ব্বে, আর আমি তাই নীরবে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো? বাবু, তা' আমি কখনও পার্ব্বো না। এর জন্যে যদি মাম্‌লা মোকদ্দমা, জাল জোচ্চুরি, এমন কি খুন খারাপি পর্য্যন্ত কর্ত্তে হয়, তাও স্বীকার।

হেম। সর্ব্বেশ্বর! সে আমার আত্মীয়, আমার ভগ্নীপতি। সে যদি আমার বিষয়-ভোগ ক'রে সুখী হয়, হোক্। তার অদৃষ্টে ছিল, সে পেয়েছে, আমার অদৃষ্টে ছিল, আমি হারিয়েছি। অদৃষ্ট কেউ খণ্ডাতে পারে না।

অদৃষ্টের সঙ্গে যুঝে কোনও লাভ নেই। আর বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে বিরোধ কর্ব্বারও আমার ইচ্ছা নেই।

সর্ব্বে। বাবু—

হেম। না, আর কোনও কথা ক'য়োনা। আমার অনুরোধ অথবা আদেশ যাই বল,—তার সঙ্গে কোনও বিরোধ কোরো না। বিষয় হারিয়েছি, সে কথা ভুলে যাও। কোন কালে আমাদের যে বিষয় ছিল, সেকথা ভুলে যাও। আমিও তা' ভোল্‌বার জন্যেই কর্ম্মস্রোতে দেহ মন দিতে যাচ্ছি। মনে কর, আমরা চিরদিনই এম্‌নি গরীব। যাক্ এসব কথা বাদ দাও, আমার যাবার সময় হ'য়ে এল, আমার জিনিষপত্র গুছিয়ে ষ্টেষনে পাঠিয়ে দাও গে।

(ধীরে ধীরে সর্ব্বেশ্বর চলিয়া গেলেন।)

হেম। আর বেশী সময় নেই, এখনি আমাকে বেরুতে হবে, অন্নপূর্ণা!

(অন্নপূর্ণা চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন)

হেম। ছিঃ,—অন্নপূর্ণা! তুমি কাঁদ্‌ছ? আমায় হাসি মুখে বিদায় দাও। তুমি যদি কাঁদ; তবে ছেলে পুলে কি কোর্ব্বে? আমি কি করে স্থির হব?

সুবোধ। কবে আস্‌বেন্, বাবা?

হেম। শীগ্‌গির আস্‌বো বাবা। তোমায় ছেড়ে কি বেশী দিন কোথাও থাকৃতে পারি?

সুবোধ। তবে কি ক'রে থাক্‌বেন্? আমি আপ্‌নার সঙ্গে যাবো।

হেম। আমার সঙ্গে কোথায় যাবে বাবা! আমি যে অনেক দূর দেশে যাব।

সুবোধ। সে কতদূর বাবা? আমি চল্‌তে পার্ব্বো না?

হেম। সে পাহাড় পর্ব্বতের দেশ,

জঙ্গলের দেশ, তুমি কি সে দেশে যেতে পার ?

(সুবোধ হেমচন্দ্রের হাত লইয়া নিজের মুখে ঢাকা দিল।)

হেম। একি বাবা, সুবোধ! তুমি কাঁদ্চ কেন? কান্না কিসের? আমি আবার শীগ্‌গিরই আস্‌ব। (স্বগতঃ) একি মোহ? এদের কষ্টের জন্যেইত যাচ্ছি, বিদেশে অর্থ উপার্জ্জন ক'র্ত্তে; তবে প্রাণ এমন করে কেন? এত ভাব্‌না হয় কেন? এদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে না যে! ভগবান্‌! তুমি এদের দেখ। তুমি এদের রক্ষা কোরো।

অন্ন। বিদেশে যাচ্ছ, খুব সাবধানে থেক, সর্ব্বদা চিঠি লিখ, বেশী দিন থেক না, শীগ্‌গির চলে এস।

হেম। আস্‌ব। রমা, তবে যাই মা?

রমা। বাবা, এ পর্য্যন্ত কখনও আপনার কাছ ছাড়া থাকিনি, বাবা, বড় প্রাণ কেমন কচ্ছে, আপনাকে যেতে দিতে ইচ্ছে কর্চ্ছে'না। মনে হচ্ছে, যেন কি অমঙ্গল ঘট্‌বে। (কাঁদিতে লাগিলেন)

অন্ন। ছিঃ—রমা! ওকথা কি বল্‌তে আছে, মা!

হেম। হরিদাস! তোমাকে কোন কথা বলা আমার বাহুল্য, তবু বলি ভাই, আমার রমা সুবোধ রইল, দেখ। আমার রমা সুবোধকে তোমায় দিয়ে যাচ্ছি।

হরি। কোন ভাব্‌না নেই বাবু, আমি প্রাণ দিয়ে ওদের রক্ষা কোর্ব্বো। দিনরাত ভেবে ভেবে আপনার শরীর, মন, খারাপ্‌ হয়ে যাচ্ছে, তাই আপনাকে যেতে দিচ্ছি, নইলে আমার একটুও ইচ্ছে নেই যে, আপনাকে সে-দেশে যেতে দিই।

হেম। বাবা, প্রফুল্ল! আমি চল্লুম্‌, এরা থাক্‌বে তুমি দেখ। আমার আত্মীয় বন্ধু আর কেউ নেই। আমার ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে সব গিয়েছে।

প্রফু। সেজন্যে আপ্‌নার কোন চিন্তা নেই। যতদিন পর্য্যন্ত আপ্‌নি বাড়ীতে ফিরে না আস্‌বেন্‌, ততদিন আমি প্রাণপণে এঁদের সেবা কোর্ব্বো।

হেম। রমা, মা আমার! সুবোধ, বাবা! যাই তবে? আমার গাড়ীর সময় হয়ে এল।

(সুবোধ ও রমা পিতাকে প্রণাম করিল)

হেম। অন্নপূর্ণা! তোমাকে বেশী আর কি বল্‌ব? তুমি বুদ্ধিমতী, যতদিন আমি ফিরে না আসি, ততদিন তোমারই উপর সকল ভার। খুব সাবধানে থাক্‌বে।

অন্ন। (স্বগতঃ) পাষাণী আমি পয়সার জন্যে স্বামীকে কোন্‌ দূরদেশে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হচ্ছি। (প্রকাশ্যে) চল, লক্ষ্মী-জনার্দ্দনকে প্রণাম কর্ব্বে চল।

হেম। চল।

(সকলের প্রস্থান। পট-পরিবর্ত্তন। লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের মন্দির। হেমচন্দ্র, অন্নপূর্ণা ও রমা।)

অন্ন। এই নাও লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের প্রসাদী ফুল। নারায়ণ তোমাকে সর্ব্বত্র রক্ষা কর্ব্বেন্‌।

হেম। দাও। (ফুল গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মী-জনার্দ্দনকে প্রণাম করিলেন্‌।)

রমা। (করযোড়ে)

জয় জয় কৃষ্ণ, কংস দমন,
বিপদ্-ভয়-ভঞ্জন !
লক্ষ্মী-জনার্দ্দন, শ্রীমধু সূদন
রাধিকা-হৃদয়-রঞ্জন !
জয় বিপিন-বিহারী, মুকুন্দ, মুরারী,
শ্যাম-সুন্দর, ভব-ভয়-হারী,
অগতির গতি, হে দেব শ্রীপতি !
ভকত বৎসল ব্রহ্মসনাতন !
মিনতি ও-পদে, ফেলনা বিপদে,
কৌস্তুভ-ভূষণ, নন্দ-নন্দন !

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

যেওনা হেলায় চলে।

বিশাল নভের ওই একা প্রভাকর প্রায়,
তুমি যে উজলি ছিলে প্রাণ-মন সমুদায়।
ক্ষণেক আড়াল হলে দিবাকর বাদলায়,
সমগ্র ধরণী রহে কি আঁধারে হায়। হায় !
আরাম-সুখের মূল জরা-ব্যাধি-অপহারী,
কে রহে বিশ্বেতে আর তারি মত উপকারী ?
ধরা সদা নত হয়ে করে ওই পদ ধ্যান,
নানা ছন্দে বেদমন্ত্রে গাহে নিত্য যশোগান।
তুমি যে আমার প্রভো ! জীবনের রবি সম
একাই হাজার রূপে নাশ যত অমা-তমঃ।
তব অদর্শনে নাথ ! কি যাতনা বুক জুড়ে,
কেমনে বুঝাব হায় ! আজি যেগো বড় দূরে !
না পাই প্রবোধ হেন যা' লয়ে বাঁধিয়ে প্রাণ,
মুছিব নয়ন-ধারা ভুলিব বিষাদ-গান।
ভেবেছিনু এতদিন হও তুমি দয়াধার,
আজি হেরি তব সম নাহিক নিঠুর আর !
যখন নিকটে ছিলে ঢেলে দিয়ে প্রেমধারা,
ভুলাইলে মন-প্রাণ করিলে আপনা-হারা।
দূরে গিয়ে এবে হায় ! একি তব ব্যবহার,
হৃদয় দহিয়া যায় নাহি বিন্দু দয়া আর !
প্রেমময় ! দয়াময় ! আমার হৃদয়-ধন !
কোন্ অপরাধে বল আজি দাসে বিস্মরণ ?
মোর যে কিছুই নাই, তুমিই সংবল-সার,
তোমার চরণ বিনা লুটাইব পদে কার ?
যত দুঃখ দিবে দাও, যেওনা হেলায় চলে,
জুড়াব সকল জ্বালা তোমার চরণ তলে। *

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

উপন্যাসিকের বিপদ্।

(১)

আদিত্যবাবুর স্ত্রী অণিমা স্বামীর নব-প্রকাশিত উপন্যাস-"মৃগতৃষ্ণার" সমালোচনা পাঠ করিতেছিল। মাসিক পত্র "সত্যপ্রকাশে" তাহার সমালোচনা বাহির হইয়াছে। সমালোচক লিখিয়াছেন—"উপন্যাস-জগতে আদিত্যবাবু এইবার নবযুগ আনয়ন করিলেন। বইখানির আগাগোড়া সবটুকুই নিখুঁত ভাল হইলেও, একমাত্র নারীচরিত্র—

* এই কবিতাটী লেখিকার অন্তিম রোগ-শয্যায় লিখিত ও অপ্রকাশিত "বৈশাখী" কাব্য হইতে সঙ্কলিত।

অতুলনীয়। নারীচরিত্র চিত্রণে আদিত্যবাবু যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন,—ভয়, ভক্তি, স্নেহ, প্রেম, সহ্যশক্তি, ধৈর্য্য, অন্তরের ব্যর্থ হাহাকার, তৃপ্তির বিমল উচ্ছ্বাস প্রভৃতি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল নারীচিত্তের অপূর্ব্ব উদাহরণ এমনই স্বাভাবিক ভাবে ফুটাইয়াছেন যে, তাহার তুলনা নাই। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, একমাত্র আদিত্যবাবু ছাড়া এমন লেখা আর কাহারও লেখনী হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই, বুঝি, হইবেও না।" ইহা পাঠ করিয়া ঘোর অবজ্ঞাভরে মাসিক পত্রখানি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া, অণিমা শূন্যনেত্রে জানালার বাহিরে কপিশ বর্ণযুক্ত আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

আদিত্যবাবুর নাম শিক্ষিত সমাজে সম্মানের সহিতই উচ্চারিত হইয়া থাকে। আজকাল প্রায় সকল মাসিক পত্রেই তাঁহার লেখা, উপন্যাস, ছোটগল্প, কিছু না কিছু বাহির হইতেছে। বাঙ্গালা "মাসিকে"র সমধিক আদর বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে। সেই একটিমাত্র লেখকের লেখার আশায় পাঠিকারা সারামাসটি উৎকণ্ঠা, আগ্রহে কাটাইয়া, দ্বিতীয়মাসের ১লা তারিখ হইতেই পথচাহিয়া বসিয়া থাকেন্। কেহ কেহ নাকি "ডাক" পৌঁছাবার পূর্ব্বেই সাংসারিক কাজ যথাসাধ্য সারিয়া রাখেন।—পাছে পত্রিকা পাইলে কাজের ঝঞ্ঝাটে পাঠে বিলম্ব ঘটিয়া যায়,—তাই এ সাবধানতা। এখন্ এমন হইয়াছে, মাসিকপত্র পাইলেই পাঠকপাঠিকা আগেই সূচীপত্রে নামের তালিকা দেখিয়া লয়েন, "আদিত্যনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ে"র নাম আছে কি না। যে বার তাহা না থাকে, সে-মাসের পত্রিকাখানি পাঠিকাবর্গের কাছে শুধুই নীরস নয়, একেবারে মূল্যহীন হইয়া যায়। এ অবস্থা যে শুধু অন্তঃপুরিকাদের মধ্যেই তাহা নহে, উপন্যাস বা গল্প-প্রিয় নর-নারী-চিত্তই এখানে সহানুভূতিতে সমবস্থ।

অনবরত মাসিকপত্রের খোরাক যোগাইয়া আদিত্যনাথের কল্পনার গতি যখন মন্থর হইয়া আসিতেছিল, তখন তাঁহার অপেক্ষা পত্রিকা-সম্পাদকদেব অবস্থা বড় কম শোচণীয় হয় নাই। উৎসাহ দিয়া,—তাগিদ্ দিয়া অনুরোধ জানাইয়াও তাঁহারা আদিত্যবাবুর "ভাবের ঘরে" প্রয়োজনানুরূপ মাল জমাইতে পারিতেছিলেন না। বই ছাপা লইয়া "পাব্লিসার"দের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। দুই বৎসরে চারিখানি উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়া গেল—নবীন লেখকের পক্ষে এ কি কম সম্মান! যশের নেশায় আদিত্যনাথের লেখার সাধও ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছিল, এমন কি ইহারই সাধনায় তাঁহার স্নানাহারের সময় কুলায় না, মেজাজও সেই অনুপাতে সদাই সপ্তমে চড়িয়া থাকে।

আদিত্যবাবুব স্ত্রী অণিমা শিক্ষিতা ও সুন্দরী। তাহার বাহিরের সৌন্দর্য্যের সহিত তাহার অন্তরটীও বসন্তকালের কচিপাতাগুলির মতই রমণীয় নবীনতার স্ফূর্ত্তিতে ঝল্মলায়মান। স্নেহ-প্রেম-দয়া-দাক্ষিণ্যমণ্ডিত অন্তরটুকু বর্ষাকালের কূলে কূলে ভরা ছোট নদীটির মতই ভরপুর। সে গৃহিণী-পণায় নিপুণা, রোগশয্যায় শিক্ষিতা ধাত্রী; আবার দ্রৌপদী বলিয়া রন্ধনেও সে পিতামহের কাছে প্রশংসাপত্র আদায় করিয়া লইয়াছে। বিবাহের

পর দুইবৎসর বড় সুখেই তাহাদের দাম্পত্য-জীবন কাটিয়াছিল। তখন অণিমার মনে হইত—পৃথিবী শুধু আনন্দের রাজ্য? ইহার কোনখানে কোন অভাব অভিযোগ, দুঃখ বেদনা, কোন মলিনতা নাই। নিজের সৌভাগ্য-গর্ব্বে পরিপূর্ণ প্রাণমন সে তাহার পতিদেবতার পায়েই উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল, নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য রাখে নাই। তারপর ধীরে ধীরে তাহার সাধের ধরিত্রীর বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। এখন তাহার নয়নের হাসি অধরে নামিয়াছে; তাহাতেও বিষাদের ম্লান ছায়া ফুটিয়া থাকে। কাজকর্ম্মে সদানন্দময়ীর আর সে আনন্দভাব নাই। মিছামিছি হাসিখেলায় আর সে ছেলেমানুষি করে না! করিলে অকারণে চোখের জল এখন অনেক সময় দুর্নিবার বেগে বহিতে চায়। অনেক সময় মনে মনে সে নিজ মৃত্যু-কামনাও করিয়া থাকে। তাহার সুখের ঘরে ভূতে বাঁসা বাঁধিয়াছিল। শরীরের ক্লান্তিনাশ ও মনের স্ফূর্ত্তি বিধানের জন্যে কিছুদিন হইতে আদিত্যনাথ যে নূতন ঔষধ সেবন করিতে শিখিয়াছিল, তাহা এমনি অসংযত ও অশোভনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে, অণিমার অনুনয় অভিমান, ক্রোধ, ক্রন্দন, কিছুতেই আর তাহা সে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না বরং গোপনতার লজ্জা এড়াইয়া আদিত্য তাহার স্ত্রীকে এখন আর গ্রাহ্যও করে না। স্ত্রীর অল্পবুদ্ধি ও অসংস্কৃত জ্ঞানের তুলনায়, অনেক সময় অনুকম্পার সহিত সে, তাহাকে আহা বেচারি এই রূপই মনে করিয়া থাকে। কখন বা সে তাহার স্ত্রীর প্রত্যেক ভাব-ভঙ্গিমাটি ভাবের রঙ্গে রাঙ্গাইয়া লেখার তূলিকাতে আঁকিয়া তুলে। স্ত্রীর হাসি-ক্রন্দনের রৌদ্রবৃষ্টির মধুর অভিনয়—মান-অভিমানের করুণ দৃশ্য—আদিত্যকে ব্যথা না দিয়া আনন্দ দেয়। কখনও অত্যধিক যত্নসোহাগে কখনও বিরক্তি-তাচ্ছীল্যে, কখন অত্যন্ত কাছে টানিয়া, কখন বা নিজের প্রতি অকারণে পত্নীর সন্দেহের উদ্রেক করাইয়া নারী-হৃদয়ের গোপন-মাধুর্য্য,—প্রতারিতার মর্ম্মবেদনা, ঈর্ষাপরায়ণার মনের ভাব,—সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিয়া সে 'নোট' করিয়া রাখে। জীবন্ত আদর্শের অনুসরণে এই শক্তিশালী নবীন লেখক যে নারীচিত্র-চিত্রণে অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, সে-সম্বন্ধে কাহাকেও দ্বিধা-গ্রস্ত হইতে দেখা যাইত না।

ঘরের বাহিরে জুতার শব্দ থামিবার পূর্ব্বেই অণিমা দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইল। তাহার শরীরের মধ্যে একটা আনন্দের বিদ্যুৎ শিহরিয়া গেল; আসন ছাড়িয়া শান্ত-কণ্ঠে সে কহিল, "এত দেরী"? স্ত্রীর প্রশ্নে উত্তর না দিয়া, হাতের ছড়ি ও মাথার টুপী টেবিলের উপর রাখিয়া আদিত্য কহিল, "—ওঃ কি গরমই পড়েছে?" হাতের তাল-পাতার পাখাখানি একটু জোরে জোরে চালাইয়া অণিমা কহিল, বাবা ত কতবারই আমাদের যাবার জন্যে লিখ্‌লেন্ তা তুমি যাবে না ত? শিমুলেয় এখন ত সময় ভালই! "স্ত্রীর অভিমান-ক্ষুণ্ণ কণ্ঠস্বরে আদিত্য তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিল। সংসারের অনেক ছোট, বড় জিনিষকেই সে যেমন তীক্ষ্ণ অন্তর-ভেদী দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখে, তেমনি করিয়াই সুন্দরীর হাসিমুখে কেমন

দ্রুতগতিতে বেদনার ছায়া ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাই লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল ; স্ত্রীর কথার উত্তর-স্বরূপ কহিল, "চেষ্টা কর্‌ব পূজার সময়! তুমি ত জান, তাঁর সঙ্গে আমার মত্ কথনও মিল্‌লো না! গেলে আমিও সুখ পাব না, তিনিও না! নৈলে ক্ষতি কি ছিল আর!"

অণিমা গলা ঝাড়িয়া সহজ সুরে কহিল, "জল খাবে চল। কাপড় বদ্‌লাবে না?" আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে হাই তুলিয়া আদিত্য উত্তর করিল, "না,—খাবও না, কাপড়ও বদ্‌লাব না। তা'র কারণ, এখুনি আমায় আবার বেরুতে হ'বে।" অণিমা বলিল, "খাবে না কেন? কোথাও খেয়েচ বুঝি?" অণিমার স্বর সংশয়পূর্ণ। আদিত্য কহিল "না, খাইনি কোথাও।" তদুত্তরে অণিমা বলিল, "তকে খাবে না কেন?—সেই ছাই ভস্ম খেয়েচ বুঝি?" স্ত্রীর বিরক্তিপূর্ণ মুখের পানে সগর্ব্ব দৃষ্টিপাতে স্বামী বিজয়ী বীরের মত উত্তর দিল, "কিছু,—কল্পনাকে সতেজ কর্ত্তে দুর্ব্বলমস্তিষ্কে এটা যে কত উপকারক—তা যদি একটুও বুঝ্‌তে; তা হলে এমন্ নেইআঁকড়ে তর্ক কর্‌তে চাইতে না।" অণিমা রাগরক্তমুখ ফিরাইয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, "থাক্—ও আর আমার বুঝে কাজ নেই।" কথা ফিরাইবার ইচ্ছায় আদিত্য কহিল, "বাঃ, তোমার নূতন চুড়ি দিয়েগেছে যে দেখ্‌চি!—খাসা মানিয়েচে ত?" "কিন্তু এর বিল যখন আস্‌বে তখন, আর খাসা মনে হবে না। বলেছিলাম ত আমার ও-সব চাইনে।—অণিমা ঐ কথা বলিলে আদিত্য "ওঃ তাতে কি", বলিয়া, মৃদু হাসিয়া পত্নীর অভিমানপূর্ণ মুখের পানে চাহিয়া পুনরায় কহিল, "তোমায় খুসীকর্‌তে এ কি এমন বেশী অণি!"—অণিমা কহিল, "আমায় খুসী কর্‌তে চাও তুমি? সত্যি বল্‌চ? তবে ও ছাইভস্ম খাও কেন?" আদিত্য ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া কহিল, "বলেচি ত', কিন্তু তুমি যে আজ বড় সাজ্‌গোজ্ করে বসে আছ? কোথাও যাবে না কি? না, আস্‌বে কেউ?" অণিমা স্বামীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া শান্তভাবে কহিল, "আমার মনে হচ্চে আজ আমাদের বায়স্কোপ দেখ্‌তে যাবার কথা ছিল না?" আদিত্য বলিল, "ওঃ, হোঃ, তাই ত—একদম ভুলে গেছি যে!—কিন্তু আজ ত আর হোল না, তা—রমেশ যাচ্চে, আমার সঙ্গে সঙ্গীত-সমাজে, রাতে তার বাড়ী নিমন্ত্রণও আছে, ফির্‌তে ঢের রাত হ'বে আমার। তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পোড়ো। কখন্ ফির্‌ব কিছুই ঠিক নেই ত।" অণিমা অভিমান ভুলিয়া মিনতির সুরে কহিল, "বাঃ সে হ'বে না। আজ আমি সারাদিন ধরে খাবাব টাবার সব তৈরি কল্লুম, তুমি খাবে না? সে হবে না।" "মাপ্ কর্‌তে হচ্চে আজ কিছুতেই খেতে পার্‌ব না, আর একদিন আবার কোরো তখন! রমেশের বোন্ নিজেহাতে আজ রান্না করে খাওয়াবেন্, খেয়ে গেলে ভারী রাগ কর্ব্বেন্। শণিবার চেঞ্জে যাওয়াই ঠিক্ করা গেছে,—গদাধরকে বোলো আমার গরমের সুটটুট্‌গুল যেন ইস্ত্রী করিয়ে রাখে। ফির্‌তে মাস দুই দেরী হতে পারে, শীতের কাপড় কিছু বেশী সঙ্গে থাকাই ভাল। সারাদিনের পরিশ্রম-যত্নে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যের শোচনীয় পরিণামকল্পনা

করিয়া অণিমার মনে যে দুঃখের মেঘ জমা হইয়া উঠিতেছিল, অনুকূল বাতাসে তাহা মুহূর্ত্তে সরিয়া মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে সে কহিল, "কোথায় যাব আমরা ?" "আ-ম-রা" বলিয়া আদিত্য অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ স্ত্রীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "না, আমি একাই যাবো, তোমার যাওয়া ত' হ'চ্ছে না।" "একলা থাক্‌তে পার্‌বে ?" বলিয়া অণিমা স্বামীর পানে ফিরিয়া চাহিল। আদিত্য একটুখানি ভাবিয়া কহিল, "তা চলে যাবে এক রকম। অসার কল্পনা জাগিয়ে তুল্‌তে, দুর্ব্বল মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখ্‌তে শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়, বাইরের সকল ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি নেওয়াই হয়েছে আমার দরকার। ঘরের বাইরে হিন্দুর মেয়ে ঘাড়ের বোঝা বই ত' আর কিছু নয়।" অণিমা টেবিলের উপরকার মাসিকপত্রখানি তুলিয়া নাড়াচাড়া করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "তুমিই কিন্তু বলে থাকো যে স্ত্রী চিন্তারও সঙ্গী।" বক্রকটাক্ষে মাসিকপত্রের দিকে চাহিয়া আদিত্য কহিল,—"বিলক্ষণ! চিন্তা ত' তোমার কর্‌তেই হবে সেখানে। বিরহ-সম্বন্ধে এবার সেখান থেকে যা রচনা করে আন্‌বো,—সাহিত্যজগতে একেবারে তাক্ লেগে যাবে—তাতে।—তারপর একটু স্বর নামাইয়া পুনরায় কহিল, "তুমি ত' জান স্ত্রীভাগ্যে নিজেকে আমি ভাগ্যবান বলেই মনে করি।"

অণিমা হাতের বইখানির পাতা উল্টাইয়া কহিল, "লেখায় তুমি মেয়েদের যে রকম শ্রদ্ধা, সম্মান, অধিকার দেওয়া উচিত বল—কাজের বেলায়—!" বাক্যপূরণের অবসর না দিয়া আদিত্য বলিল, "বাঃ একেবারে আনিবেসান্ত ! এই ত! কতকগুল নভেল পড়ার এই ফল! সংসারটা বইয়ের অক্ষরে ত' আর তৈরী নয়, এটা সত্যিকার; তাই পুঁথির লেখা আর সত্যিমানুষ আকাশ পাতাল তফাৎ।" অণিমা একটা ছোট রকম নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ভালবাসাও কি তাই ? এও কি শুধু বইয়ের কথা ? সত্যি কি কিছু নেই এর মধ্যে ?"

স্বামী ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, ছ'টা বাজিতে মিনিট-পনের বাকী। ঘড়িটি যথা-স্থানে রাখিয়া গম্ভীর মুখে তিনি কহিলেন, "আজ্‌গুবি প্রশ্ন! আমার মনে হচ্ছে এ-সম্বন্ধে তোমায় আগেও অনেক কথা আমি বলেছি। ভালবাসা একটা মনোবৃত্তির বিকার,—কল্পনার ক্ষণিক মোহ,—স্নায়ুর উত্তেজনা। এর দৌলতে অর্থাৎ বর্ণনা করে হাজার হাজার টাকা অনায়াসে আমাদের পকেটে এসে তোমাদের লোহার সিন্ধুকে বা গহনা-কাপড়ে পরিণত হয়। এ একটা সাময়িক মোহমাত্র। যারা এই ভালবাসার ইতিহাস শোন্‌বার জন্য পাগল, তাদেরও সে একটা সাময়িক মোহের বিকৃত অবস্থার কাল। নদীর জল যেমন তিথি বিশেষে হু হু করে বেড়ে তটের প্রান্ত ডুবিয়ে তট ভেঙ্গে চুরে দিয়ে আবার নদীর বুকেই ফিরে যায়,—এও তেমনি মনোরূপ নদীতে ভালবাসার বান্ ডাক্‌লেও তা বেশীদিন টিকে থাকে না।" আরো একটা উপমা ঔপন্যাসিকের মনে জাগিয়া উঠিল। চলিতে গিয়া হটাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া সে কহিল, "সাদা কথায় বোঝাতে গেলে বলতে হয়, যেমন বেশমী কাপড়

বেনারসী শাড়ী প্রভৃতি রোদে দিলে বা পুরোণো হ'লে তার রং চটে যায়, ভালবাসা ব্যাধিরও রং তেমনি পুরণো হলেই এরও রং চটে যায়। ভাল চিকিৎসক হলে এর চিকিৎসাও জানেন্। আচ্ছা এই ছটা বাজলো, আমি এখন তা'হ'লে আসি।" অভ্যস্ত পর্য্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর বিষণ্ণ নত-মুখের পানে বারেক চাহিয়া লইয়া বাহিরে যাইবার জন্য দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া মুখ না ফিরাইয়াই আদিত্যনাথ পুনরায় কহিল,—"যে কথাগুলো বল্‌লাম্, নোট করে রেখ ত! দরকারে লাগ্‌তে পারে কখন না কখনো।"

এ রকম ফরমাইস্ অনিমাকে অনেক সময়েই খাটিতে হইয়াছে, আজ কিছু নূতন নয়। তবু তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া জলের ঝারা ঝরণার মত ঝরিতে চাহিতে ছিল। প্রাণ-পণে নিজের মনকে চোখ রাঙ্গাইয়া অনেক কষ্টেই সে চোখের জল বন্ধ রাখিল। তাহার মনে হইল, তাহার বেণারসীর গোলাপী রং নিঃশেষেই সাদা হইয়া গিয়াছে।

২

জানালার গোলাপী-ছিটের পর্দ্দার রং অন্ধকারে ক্রমেই অস্পষ্ট হইয়া আসিল। চাঁপা ঝি বাহির হইতে ডাকিয়া কহিল,—"মা, ঘরে আলো জ্বেলে দিই, সন্ধে লেগেছে।" অনিমা তেমনি উদাস নেত্রে শূন্যে চাহিয়া বসিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

দ্বারের বাহিরে জুতার শব্দের সহিত পুরুষ কণ্ঠের গম্ভীর স্বর শোনা গেল,—"ঘরে যাব? না, প্রবেশ নিষেধ?" এবং উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই প্রশ্নকর্ত্তা সঙ্গে সঙ্গে দ্বার খুলিয়া ঘরে ঢুকিতেই অনিমা ঘোর বিস্ময়ে অস্ফুট চিৎকার করিতে গিয়া, পরক্ষণে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া স্মিতমুখে কাছে আসিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কি ভাগ্যি! মনে পড়েছে যে বড়?" আগন্তুক বিনা আতিথ্যেই একখানি কেদারা টানিয়া লইয়া জাঁকিয়া বসিয়া—"মনে মনে গাঁথা সখী—ই—ই—, আমার মন হয়েছে উড়ো পাখী—উড়ো—পা-খী-ই-ই—" সুর ধরিতেই দাসী ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া বক্রকটাক্ষে চাহিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলে, অনিমা হাসিয়া বলিল,—"গান থামান মুখুজ্যে ম'শাই! আপনার মনের খবর জান্‌তে ত আমার বাকী কিছু নেই। তা'পর ইন্দোর ছেড়ে হঠাৎ যে বড় বাঙ্গলা দেশে?"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্রজেন্দ্রনাথ গম্ভীর মুখে কহিলেন,—হটাৎ আর কই বল? অণু, নিরু কিছুদিন থেকে তোমার দিদির কাছে এম্‌নি ভার হয়ে উঠেছে যে, সে ভার না নামিয়ে তিনি আর অন্ন-জল গ্রহণ কর্‌বেন্ না,—এমনি তাঁর কঠিন পণ। অগত্যা ছুটী নিয়ে বারুইপুরে একখানা বাড়ী ভাড়া করে তাইতে আসা গেছে। দেখা যাক্, মেয়ে দু'টোকে বিদেয় কর্‌বার কি উপায় ক'র্ত্তে পারা যায়। তা'পর তোমাদের খপর বল দেখি। অন্ধকারে একা ঘরে কি হচ্ছিল? কান্না?" "যান—কাঁদ্‌তে গেলুম কি দুঃখে?" বলিয়া অনিমা উঠিয়া পর্দ্দা সরাইয়া জান্‌লাগুলি ভাল করিয়া খুলিয়া বায়ু প্রবেশের পথমুক্ত করিয়া দিল। ব্রজেন্দ্র কহিলেন, "বয়সে দৃষ্টিশক্তি কমে যায় সত্যি,

কিন্তু বিধাতা কাকেও একেবারে বুড়ো করেই সৃষ্টি করেন না—আমারও এককালে বয়স ছিলো রে?" অণিমা কাছে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "ছিল নাকি মুখুজ্যে মশাই!—আমি কিন্তু চিরদিনই আপনাকে ঐ একই রকম দেখ্‌ছি।" মুখুজ্যে মহাশয় হাসিমুখে কহিলেন, "তা হ'লে ত' বেঁচে যেতুম্ অণি! চিরদিন একরকম দেখাটাই না কঠিন!—তোমার কথা শুনে তবু আশ্বস্ত হলুম্। সত্যি কথা বল্‌তে কি, তোমায় দেখে আমার ত' ভয়ই হয়েছিল!" "কেন বলুন ত—আমি কি এমনি ভয়ানক দেখ্‌তে?" বলিয়া অণিমা দুষ্টুমির হাসি হাসিয়া সকৌতুকে ব্রজেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে কথার উত্তর না দিয়া দেওয়ালে টাঙ্গান একখানা বড় এনলার্জ করা ছবীর পানে চাহিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ কহিলেন, "এই বুঝি তোমার সাহেব?" অণিমাকে নীরব দেখিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ উঠিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া অভিনিবেশ সহকারে ছবিখানা দেখিতে লাগিলেন; কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। ছবিদেখা শেষ হইলে তিনি ফিরিয়া কহিলেন, "রাস্কেলটা না বই লেখে? তোমার দিদিত তাঁর লেখার শতমুখে স্তুতি করে থাকেন্। লোকটা লেখে ভাল তাহলে, নাঃ?" সমালোচক মাসিক পত্রখানির দিকে বক্রকটাক্ষে চাহিয়া অণিমা উদাসীন ভাবে কহিল, "দেখুন না লোকে কি বলে?" ব্রজেন্দ্রনাথ পত্রিকাখানি তুলিয়া পাতা উল্টাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানটুকু চিহ্নিত করিয়া কহিলেন, "লোকে যা ব'লে তা লোকের মুখেই শোনা যায়। তুমি কি বল, তাই আগে শুনি।" "আমি"—বলিয়া সবেগে কি একটা কথা বলিতে গিয়া তখনি আত্মসংবরণ করিয়া অণিমা কহিল, "পড়ুন্ না!"

পাঠশেষ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ শ্যালিকার বিষন্নমুখের পানে বক্রকটাক্ষে বারেক চাহিয়া লইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"বাঃ খাসা ব'লেছে ত'? লোকটা তা হ'লে গোঁয়ার টেঁায়ার নয়,—কেমন? বেশ স্নেহময় হৃদয়বান্ স্বামী! স্ত্রীচরিত্র আঁক্‌বার এ অসাধারণ শক্তি ও যে কোথায় পেলে তাও ত আমার অজানা নয়!—এ শক্তির উৎস যে সেই ছোট বেলার ছোট্ট অণুটী, তা তার মুখুজ্যে মশাই ইন্দোরে বসে ও টের পেয়েছে। সত্যি অণু—তোমার ঘরকন্না দেখে, তোমায় দেখে, বড় সুখী হলুম্। এই চার বচ্ছরে আশ্চর্য্য বদ্‌লে গেছ তুমি! সুন্দরীর সৌন্দর্য্য বাড়ে কি সে বলত;—স্বামীর প্রেমে? আদিত্য যথার্থ ভাগ্যবান্—কারণ তুমি তার স্ত্রী?" "তাতে কি আসে যায়"—বলিয়া অণিমা অন্যদিকে চাহিয়া রহিল। মুখুজ্যে মহাশয় বলিল, "তাতে কি এসে যায়?—আমি বল্‌ছি, খুব এসে যায়, বাজী রাখ্‌তে রাজী আছি।" "মিছে হার্‌বেন,—না মুখুজ্যে মশাই, তাতে আর এখন কিছু আসে না।" —এই কথা অণিমার মুখ হইতে বাহির হইলে ব্রজেন্দ্রনাথ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে শ্যালিকার ভাবব্যঞ্জক মুখের দিকে চাহিয়া সংশয়পূর্ণস্বরে কহিলেন,—"এখন বল্লে যে? কখন ও আস্‌ত তা হ'লে? কথাটা দ্ব্যর্থমূলক হোল কি না? অণিমা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, "চার বছর বিয়ে হোল,—বুড় হ'য়ে গেলুম,—আবার ও-সব কি? চা খাবেন্?" ব্রজেন্দ্রনাথ গম্ভীর

মুখে কহিলেন,—"তাই ত' অণি, আমারই ভুল! চার-বচ্ছর-তোমাদের বিয়ে হয়ে গেছে! তোমরা ত' এখন তাহ'লে বুড় বুড়ী! আহা তোমার দিদির মাথায় কবে এমন সুবুদ্ধির উদয় হবে! তিনি ত তোমার চেয়ে আট বচ্ছরের বড় না?—তবু তাঁর বিশ্বাস মুক্তোর চুড়ী আর হিরের ব্রেস্‌লেটে, তাঁকে যেমন মানায়, দুগাছি রাঙা শাঁখা আর কল্কাপেড়ে সাড়ীতে, কিছুতেই তেমন মানাতে পারে না। তুমি, যদি দয়া করে তাঁর বানপ্রস্থের সময় উপস্থিত, এই সত্যটুকু বুঝিয়ে দিতে পার ভাই,—তাহ'লে অনায়াসেই ব্যাঙ্কের স্মরণ না নিয়ে তাঁর আয়রণচেষ্টের প্রসাদেই কন্যাদায়ে রেহাই পাই। আহা আদিত্য কি ভাগ্যবান্! থিয়েটার, বায়স্কোপে রাত কাটিয়ে এলেও তাকে বোধকবি বাড়ী ঢুকতে দরোয়ানের গলাধাক্কা খেতে বা প্রবেশ নিষেধ শুনতে হয় না।" অণিমা এবার রাগ করিয়া সত্যসত্যই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে ব্রজেন্দ্রনাথ রহস্য রাখিয়া কহিলেন, "না—না—বোস। এইবার কাজের কথা! আমি যে তোমায় নিতে এলুম্ তার কি হবে বল দেখি? তোমার দিদি, অণু, নিরু, তেঁতুল সবাই যে তাদের মাসীমার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে! ব'লে এসেছিলুম আজই নিয়ে যাব। তা ত' হোল না, তা হলে! তোমার বেহারা বল্লে—সাহেবের ফিরতে অনেক রাত্ হবে। তুমি তা হ'লে ঠিক হ'য়ে থেক, কাল দুপুর বেলা এসে তোমায় নিয়ে যাব। তোমার দিদির ইচ্ছে ছুটীটা একটু লম্বা হয়,—অবশ্য উভয় পক্ষের মত থাকলে—"বলিয়া মাটিতে আস্তে আস্তে জুতা ঠুকিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। ভূলুণ্ঠিত অঞ্চলপ্রান্তটী উঠাইয়া লইতে মুখনিচু করিয়া অণিমা কহিল,—"আজই আমায় নিয়ে চলুন মুখুজ্যে ম'শাই—কতদিন দিদিকে দেখিনি, বলুন্ ত?" "সত্যি অণি, অনেক দিন!—সেও বড় ব্যস্ত হ'য়েছে,—কিন্তু গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামিনীকে নিয়ে পলায়ন ঠিক্ আইন-সঙ্গত বা ভদ্রতা-সম্মত হবে না ত! কাল নিশ্চয় আমি নিতে আস্‌বো! সাহেব বাড়ী থাকেন কোন সময়?—অর্থাৎ তাঁর দেখা পাব ঠিক্ কটায় এলে বল ত?" মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশ্নে স্বামীর প্রসঙ্গে অণিমার সুপ্ত অভিমান, রাগ, দুঃখ সমস্তই আবার জাগিয়া উঠিতেছিল। সে বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, "আজই কেন নিয়ে চলুন্ না! কেউ কিচ্ছু বল্‌বে না—দেখবেন্ তখন! গেলেই বা কার ক্ষতি?" ব্রজেন্দ্র ভয়ের অভিনয় করিয়া কহিল,—"সর্ব্বনাশ! অয়ি সাহসিকে—তুমি কি বৃদ্ধ মুখুজ্যে মশায়কে দিয়ে 'ডুয়েল' লড়াতে চাও? না—না—লক্ষ্মি আজ আর নয়, কাল! কিন্তু ক্ষতিটে কারু নেই কেন শুনি? গৃহিণী-হীন গৃহ সে ত অরণ্যের সঙ্গে উপমেয়। গৃহকর্ত্তার বনবাসের ব্যবস্থা দিয়েও বল ক্ষতি নেই!" তাচ্ছীল্যে মাথা হেলাইয়া অণিমা কহিল, 'তিনি ত' যাচ্ছেন শৈলাবাসে,—বনবাস ত' আমারই ব্যবস্থা।" ব্রজেন্দ্রনাথ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "ওঃ, তাই রাগ হয়েছে,—ক'দিন থাকবে সেখানে?" "আমি তার কি জানি? যতদিন ইচ্ছে! মস্তিষ্ক শীতল রাখতে, কল্পনাকে প্রাণ দিতে মনের শক্তি সঞ্চয় কর্ত্তে প্রাকৃতিক দৃশ্যই হচ্ছে প্রধান ওষুধ। সংসারের ঝঞ্ঝাট্ থেকে মুক্ত থাকা—

সে সময় কত প্রয়োজন আপনি তা হয় ত' অনুমানও কর্ত্তে পার্‌বেন্ না।" মুখুজ্যে মহাশয় বলিলেন "না বাবু! তা আমি পাল্যুম না,—তা ঐ সব কর্‌বার সময় তোমার ব্যবস্থা কি রকম হবে?—তোমায় সঙ্গে নিলেই ত' বেশ হ'ত। কল্পনার পেছনে ছুটোছুটী না করে, বাস্তবের ফটো তোলা সে ত আর ও!-" "দয়া করুণ মুখুজ্যে ম'শাই! আপনিও শত্রুতা কর্ব্বেন্ না—তা হ'লে আমি মরে যাব" বলিয়া ফিরিয়া বসায় আধ-অন্ধকারে অণিমার মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতে ছিল না,—তবু তাহার কণ্ঠস্বরের আর্দ্র ও আর্ত্তভাব ব্রজেন্দ্রনাথকে বিস্মিত করিয়া দিল। কিছুক্ষণ নীরবেই কাটিয়া গেলে প্রথমে অণিমাই কথা কহিল। কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "চলুন, আজ আপনাকে আমার রান্না খেতে হবে। আমি নিজে হাতে সব তৈরী করেছি! 'কেবল কচুরি ক'খানা ভাজ্‌তে বাকী। আপনি বসে থাক্‌বেন্, আমি ভেজে দেবো, সব ঠিক্ করাই আছে, দেরী একটুও হবে না।" (ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

গানের স্বরলিপি।

কেদারা—মধ্যমান।

কি সুধা ওই মদির নয়নে;
মন ভৃঙ্গ আকুল লোভে ধায়, তাহারি পানে।
মরতে কি স্বরগে কোথায় আছি জানি নে;
মৃদুল মোহের ঘোর লাগিল অবশ অলস পরাণে॥

কথা ও সুর—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

০ ১ ২´
II র্সা -া না -া। ধপজ্ঞাপা -ধনা -জ্ঞধপা -মগা। জ্ঞাপা -জ্ঞপা -ধা জ্ঞপা ||
কি ০ সু ০ ধা০০০ ০০ ০০০ ০০ ও০ ০০ ০ ই০

৩ ০ ১
| মা -গা গা মা I মা -ধা জ্ঞা -পা। -গা -মা -র্মা সা |
-ম ০ দি র ন ০ য় ০ ০ ০ ০ নে

২´ ৩ ০
| -া সসা সা সমা। -মগা গা পা পা I পজ্ঞা -া পা -া |
০ মন ভৃ ঙ্গ ০০ আ কু ল লো০ ০ ভে ০

১ ২´ ৩
| জ্ঞাপা -ধনা -জ্ঞধা -পা। র্সা না -ধা পধা। ধনধা -পা -জ্ঞাপা পা II
ধা০ ০০ ০০ য় তা হা ০ রি০ পা০০ ০ ০০ নে

৩ • ১
II পা ধা পা পা I র্সা -না র্সা র্সা । -া র্সা -র্সর্মা -া |
ম র তে কি স্ব • র গে • কো •• •

২´ ৩ •
| র্রা -র্সা -া র্রা । র্সা -া -া -া I -র্সর্সা -ধা -পা -া |
থা • য় আ ছি • • • •• ০ • •

১ • ২´ ৩
| ক্ষা -পা -ধা পা । মা -া -গা -া । -া গা মা -ধা I
জা • • নি নে • ০ • • মৃ দু •

• ১ ২´
| -ক্ষা পা -া মা । -া -গা মা -পা । গমা রা -া -সা |
• ল ০ মো • • হে • র০ ঘো • র্

৩ ০ ১
| সা সা সা -মা I -া গা পা পা I ক্ষপা ক্ষপা ধনা -ক্ষপধপা |
লা গি ল • • অ ব শ •অ ল০ স০ ••••

২´ ৩
| র্সা নধা -পা -ধা । -না -ধপা -ক্ষধা পা II II
প •রা • • • •• •• ণে

জীবন দান।

সবাই মুখে বলে,
মস্তবড় ওস্তাদ এক গাইবে আজি গান
রাজার সভাতলে,
সন্ধ্যা হ'য়ে এলে,
দেশ-বিদেশের পুরবাসী বালক বৃদ্ধ যুবা
ছুটল দলে দলে
রাজার সভাতলে।
নানা রংয়ের বেশে
সভার মাঝে যেথায় হ'বে কালোয়াতি গান
জুটল তারা এসে।
পরে সবার শেষে
বিশাল কায় ওস্তাদ মশাই এলে ধীরে ধীরে
সিংহাসনের পাশে
যেথায় রাজা ব'সে।

সন্ধ্যা হ'লে পার
হাত পা ছুড়ে দাড়ি নেড়ে সুরু হল গান
সবে বলে বারে বার
"আহা— সুরের কি বাহার
তালমানের জ্ঞানটা এনার রীতিমতই আছে,
তবে গানটা বোঝাই ভার,
গলাবাজিই সার।"
এমন সময় ধীরে
স্নিগ্ধ কান্তি রুক্ষ কেশ একতারাটি হাতে
কেও আসে ঘরে?
আরে—এ যে পাগলা হরে!
সবাই বলে;—'বাঃ আজ তোমারে গাইতে হবে গান
রাজার দরবারে।" ১

অনেক সাধার পরে
করুণ কণ্ঠে পাগলা হ'য়ে আত্মহারা হ'য়ে
স্বরু করল গান,
মায়ের মধুর নাম।
শুরু হ'ল সভা—সজল হ'য়ে উঠল আঁখি
শীতল হ'ল প্রাণ
শুনে হরির গুন-গান।
আবেগ ভরে রাজা গলা হ'তে মুক্তামালা খুলে
হরিরে করে দান।
হেসে বল্লে হরি ;
"কেমনে বল পরি ;
গানের রাজা আপনি আজি আছেন যেথা বসি,
মালা সাজে তারি।"
চরণ পরে পড়ি
ওস্তাদ কন, "যে গান আজি শোনালে তুমি প্রভু
তাহারি সুরে সুরে
পরাণ গেছে ভ'রে।—
শিখেছি যে গান
বুঝিনু আজি মিথ্যা সব—নিরতার প্রতিমূর্ত্তি
কঠিন পাষাণ,
ছিল না তাতে প্রাণ।
মানবের মূর্ত্তি ধ'রে প্রভু, কোন দেবতা তুমি
তা'তে কর্‌লে জীবন দান!"

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পিতৃবিলাপ কাব্য ও বিবিধ রচনা।—শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার দত্ত, আডংপাড়া খুলনা। মূল্য ১৲; বাঁধাই ১।০ মাত্র।

গ্রন্থকার পুত্রশোকাতুর প্রবীণ ব্যক্তি। তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলির মধ্যে এরূপ একটী প্রাণমনোবিমোহিনী করুণস্বরলহরী উত্থিত হইয়াছে যে, তাহার আকর্ষণী শক্তিতে পাঠকমাত্রেরই চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং সহানুভূতিপাশে আবদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে অশ্রু-সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কবিতাগুলির মধ্যে সাক্ষাৎ শোক যেন মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। বিধাতা গ্রন্থকারের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্ররত্নগুলিকে তাঁহার হৃদয়দেশ হইতে উৎপাটিত করিয়া সেস্থানে যে শোকের উৎস উৎসারিত করিয়াছেন, তাহার পূত স্নিগ্ধ বিমল প্রবাহের সৌন্দর্য্যে সকলেই মুগ্ধ ও স্তম্ভিত। এতদ্ব্যতীত পরিশেষে "বিবিধ কবিতা"-নামে যে কয়েকটী কবিতা নিবেশিত হইয়াছে, তন্মধ্যেও ছত্রে ছত্রে কবিত্বের বিকাশ দেখিলে, হৃদয়ে আনন্দ লাভ হয়। শোকে নিপীড়িত গ্রন্থকারের ৮ মাস বয়সের শিশুর শেষদশা দর্শনে লিখিত কবিতাটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল!—

প্রাণধন! মুদিছ নয়ন?
কে আর দেখাবে হায়, ডেকে ডেকে অভাগায়
রবি-শশি-তারকা-গগন!
কে খেলিবে জোনাকীর সনে?
সন্ধ্যার আলোক মাখি, উড়ে যাবে নীড়ে পাখী,
—চেয়ে রবে চকিত নয়নে?
—চুপি চুপি করিবে বরণ,
আসি যবে উষা বালা, শিরে লয়ে স্বর্ণডালা,
ফুল্লফুল করিবে চয়ন?
কেবা বল খল খল হাসি;
প্রভাতের পানে চেয়ে, সাধা সুরে আধা গেয়ে
পরাজয়ে স্বরগের বাঁশী?
হারা হ'লে সোহাগ চুম্বন,
সুদ্ধ খেলনাগুলি, অলিন্দে মাখিবে ধূলি,
"পুষী" কত করিবে ক্রন্দন!
প্রাণাধিক ফিরাও বদন!
তোতা সম প'ড়ে প'ড়ে ছি ছি ছি ঘুমায়ে পড়ে,
কোন্ শিশু তোমার মতন?
আহা মরে যাই! মরে যাই!!
অই ঢুলু ঢুলু আঁখি, অভাগারে দিলে ফাঁকি
কে শুনাবে "ভাই ভাই ভাই"?

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 667. March, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬৭ সংখ্যা। | ফাল্গুন ১৩২৫। মার্চ্চ, ১৯১৯। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

শারদ-প্রাতে।

(রাগিণী ভৈরোঁ)

যে আলোয় রবি জাগিল প্রভাতে
সেই আলোয় মোরে ছাও,
সুন্দর তুমি হৃদয়নাথ,
হৃদয় পানে মম চাও!
যে আনন্দে পাখী উঠিল গাহিয়া
নবীন আলোকে পুলকে ছাইয়া,
যে আনন্দে তরু ধরিল কুসুম,
সে আনন্দ মোরে দাও!

তরু গাহে কলগীতি
মর্ম্মরিয়া বনবীথি,
সঙ্গীত উঠে মুখরিয়া
আকাশে বাতাসে নিতি নিতি!
ওগো হৃদয় আমার ভরিয়া দাও,
পুলকে আলোকে ভাসায়ে যাও,
এস হে নাথ, হৃদয়াসনে,
ভানু-সম চিতে ভাও॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

অষ্টাবক্র গীতা।

ত্রয়োদশ প্রকরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অকিঞ্চনভবং স্বাস্থ্যং কৌপীনত্বেঽপি দুর্লভম্।
ত্যাগাদানে বিহায়াস্মাদহমাসে যথাসুখম্ ॥ ১ ॥

"আমার কিছুই নাই," এই মহাজ্ঞান হইতে যে সুস্থতা উৎপন্ন হয়, তাহা কৌপীন-ধারী সন্ন্যাসীর পক্ষেও দুর্লভ। অতএব গ্রহণ ও ত্যাগ, উভয়প্রকার আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া আমি যথাসুখে অবস্থান করিতেছি। ১।

কুত্রাপি খেদঃ কায়স্য জিহ্বা কুত্রাপি খিদ্যতে।
মনঃ কুত্রাপি তত্ত্যক্ত্বা পুরুষার্থে স্থিতঃ সুখম্ ॥ ২ ॥

যদি ব্রততীর্থাদি সেবন করি, তবে শরীরের ক্লেশ উপস্থিত হয়, যদি স্তোত্রাদি পাঠ করি, তবে বাগিন্দ্রিয়ের ক্লেশ উপস্থিত হয়, যদি ধ্যান-সমাধি করি, তবে মানসিক ক্লেশ হয়; (কিন্তু এই সকলের দ্বারা আমার

কিছু লাভ নাই, কেননা, আমার স্বরূপের তাহাতে কোন উপচয় বা সমৃদ্ধি ঘটিবে না; কিংবা এই সকল ত্যাগ করিলে, কোন ক্ষতিও নাই; কেননা কূটস্থ স্বরূপের হানি অসম্ভব অতএব এই সকল বিষয়ে সচেষ্ট না হইয়া যথাসুখে আত্মস্বরূপে অবস্থান করিতেছি। ২।

কৃতং কিমপি নৈব স্যাদিতি সঞ্চিন্ত্য তত্ত্বতঃ।
যদা যৎ কর্ত্তুমায়াতি তৎ কৃত্বাসে
যথাসুখম্॥ ৩॥

শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যে-সকল কর্ম্মে ব্যাপৃত হয়, তাহাতে আত্মার পরমার্থতঃ কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব ঘটে না, ইহা বিচারপূর্ব্বক যখন যাহা কর্ত্তব্যরূপে সমুপস্থিত হয়, তাহাই করিয়া যথাসুখে অবস্থান করিতেছি। (অতীত বা ভবিষ্যতের কোনপ্রকার ভয় বা ভাবনা রাখি না; কেননা, কূটস্থস্বরূপের যখন কোন প্রকার লাভ বা ক্ষতি অসম্ভব, তখন কিসের ভাবনা রাখিবে?)। ৩।

কর্ম্মনৈষ্কর্ম্ম্যনির্ব্বন্ধভাবা দেহস্থযোগিনঃ।
সংযোগাযোগবিরহাদহমাসে যথাসুখম্॥ ৪॥

"কর্ম্মই কর্ত্তব্য অথবা নৈষ্কর্ম্ম্যই শ্রেষ্ঠ," এরূপ বিচার দেহাভিমানী যোগীর পক্ষেই হইতে পারে (কেননা, স্বরূপতঃ আত্মা নিষ্ক্রিয়, অতএব ঐ বিচারের তত্ত্বতঃ কোন প্রয়োজনই নাই), কিন্তু আমার দেহের সহিত সংযোগও নাই, বিয়োগও নাই; অতএব আমি যথাসুখে স্বরূপে অবস্থান করি। ৪।

অর্থানর্থৌ ন মে স্থিত্যা গত্যা ন শয়নেন বা।
তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ তস্মাদহমাসে
যথাসুখম্॥ ৫॥

আমার দাঁড়াইয়া থাকিলে, চলিতে থাকিলে অথবা শয়ন করিয়া থাকিলে, কোন অবস্থাতেই প্রয়োজনও নাই ক্ষতিও নাই; অতএব যখন যে অবস্থা উপস্থিত হয়, দাঁড়ান, চলা বা নিদ্রা, সকল অবস্থাতেই আমি যথাসুখে স্বরূপে অবস্থান করি। ৫।

স্বপতো নাস্তি মে হানিঃ সিদ্ধির্যত্নবতো নবা।
নাশোল্লাসৌ বিহায়াস্মাদহমাসে
যথাসুখম্॥ ৬॥

নিদ্রা গেলেও আমার কোন ক্ষতি নাই, যত্নবান্ হইলেও আমার কোন লাভ নাই, (কেননা, কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ আমার লাভ, ক্ষতি অসম্ভব। অতএব সকলপ্রকার হর্ষ-শোক ত্যাগ করিয়া আমি যথাসুখে অবস্থান করি। ৬।

সুখাদিরূপানিয়মং ভাবেষ্বালোক্যভূরিশঃ।
শুভাশুভে বিহায়াস্মাদহমাসে যথাসুখম্॥ ৭॥

সকল পদার্থেই বহুশঃ সুখদুঃখাদির অনিত্যতা বা অনিয়ম অবলোকন করিয়া শুভ ও অশুভ এই উভয়ই ত্যাগ করতঃ আমি যথাসুখে স্বরূপে অবস্থান করিতেছি।

ইতি অষ্টাবক্র গীতার ত্রয়োদশ প্রকরণ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ প্রকরণ।

প্রকৃত্যা শূন্যচিত্তো যঃ প্রমাদাদ্ভাবভাবনঃ।
নিদ্রিতো বোধিত ইব ক্ষীণসংসরণো হি সঃ
॥ ১॥

যিনি স্বভাবতঃ শূন্যচিত্ত, কেবল প্রারব্ধ-কর্ম্মের প্রমাদবশতঃ সাংসারিক বস্তু সকল অবলোকন করেন এবং যাঁহার নিদ্রা ও জাগরণের অবস্থা তুল্যপ্রকার, তাঁহার সংসার-ভোগ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ১।

ক ধনানি ক মিত্রাণি ক মে বিষয়দস্যবঃ।
ক শাস্ত্রং ক চ বিজ্ঞানং যদামে গলিতা স্পৃহা ॥২॥

যখন সকল বিষয়ে আমার বাসনা আকাঙ্ক্ষা ও তৃষ্ণা সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে, তখন আমার ধন, আমার মিত্র, আমার বিষয়, আমার শাস্ত্র, আমার বিজ্ঞান—এ সকল কোথায়? (রূপরসাদি বিষয়-সকল ইন্দ্রিয়-গণের তেজ ও স্বাস্থ্য হরণ করে, এজন্য তাহারা দস্যুস্বরূপ)। ২।

বিজ্ঞাতে সাক্ষিপুরুষে পরমাত্মনি চেশ্বরে।
নৈরাশ্যে বন্ধমোক্ষে চ ন চিন্তামুক্তয়ে মম ॥৩॥

দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সাক্ষী (দ্রষ্টা) সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মার জ্ঞান হইলে বন্ধন ও মোক্ষ কোন বিষয়েই আশা থাকে না; অতএব মুক্তির জন্য কোনরূপ চিন্তা, ব্যগ্রতা বা ব্যস্ততা, কিছুই থাকে না। ৩।

অন্তর্বিকল্পশূন্যস্য বহিঃ স্বচ্ছন্দচারিণঃ।
ভ্রান্তস্যেব দশাস্তাস্তা স্তাদৃশা এব জানতে ॥৪॥

অন্তরে সকল প্রকার সঙ্কল্প-বিকল্প-পরি-শূন্য ও বাহিরে পাগলের ন্যায় যথেচ্ছ আচ-রণকারী মহাজ্ঞানীর সেই সেই অবস্থা তপদ্ধ ব্যক্তিরাই জানেন। অন্যে সেই সেই অবস্থার অনির্বচনীয় পরমানন্দের লেশ কল্পনাও করিতে পারে না।

ইতি অষ্টাবক্রগীতায় শান্তিচতুষ্কনামক চতুর্দশ প্রকরণ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ প্রকরণ।

যথাতথোপদেশেন কৃতার্থঃ সত্ত্ববুদ্ধিমান্।
আজীবমপি জিজ্ঞাসুঃ পরস্তত্র বিমুহ্যতি ॥১॥

যাহার সাত্ত্বিকী বুদ্ধি, সে যথাকথঞ্চিৎ উপদেশ পাইলেই আত্মজ্ঞানলাভ করতঃ কৃতার্থ হয়, কিন্তু অন্যে (যাহাদের বুদ্ধি রাজসিকী অথবা তামসিকী) তাহাদিগকে মরণ পর্য্যন্ত উপদেশ করিলেও তাহাদিগের আত্মস্বরূপের জ্ঞান জন্মে না, পরন্তু সে-বিষয়ে অনেক সময় তাহারা বিপরীত-বুদ্ধিযুক্ত হয়।১।

মোক্ষো বিষয়বৈরস্যং বন্ধো বৈষয়িকো রসঃ।
এতাবদেব বিজ্ঞানং যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥২॥

বিষয়-সম্বন্ধে আসক্তি না করাই-ও বিষয়-মোক্ষ সম্বন্ধে আসক্তি থাকাই বন্ধন। ইহাই সর্ব্ব বেদান্ত-বিজ্ঞানের সার। এখন তোমার যাহাতে রুচি তাহাই কর।২।

বাগ্মিপ্রাজ্ঞমহোদ্যোগং জনং মূকজড়ালসম্।
করোতি তত্ত্ববোধোঽয়মতস্ত্যক্তো বুভুক্ষুভিঃ॥৩॥

সর্বলোকপ্রসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান মহাবাগ্মীকে মূক করে, মহাপণ্ডিতকে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন করেও মহোদ্যোগশালী পুরুষকে অলস করে। অতএব ভোগবাসনাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় ইচ্ছা করেন্ না। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী বিষয়-ভোগ-সম্বন্ধে মূক, জড় ও অলস হন্।৩।

ন ত্বং দেহো ন তে দেহো ভোক্তা কর্ত্তা ন বা ভবান্।
চিদ্রূপোঽসি সদাসাক্ষী নিরপেক্ষঃ সুখং চর ॥৪॥

(হে শিষ্য,) তুমি দেহরূপ নহ, কিম্বা দেহও তোমার নহে, তুমি চিন্মাত্র; অতএব তুমি কর্ম্মফলের ভোক্তাও নহ, কর্ম্মকর্ত্তাও নহ, তুমি কেবল সর্ব্বদা সকল বস্তুর দ্রষ্টরূপে বর্ত্তমান আছ। অতএব স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি সকল বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া সুখে বিচরণ কর।৪।

রাগদ্বেষৌ মনোধর্মৌ ন মনস্তে কদাচন।
নির্বিকল্পোঽসি বোধাত্মা নির্বিকারঃ সুখং চর ॥৫॥

(হে শিষ্য,) রাগ ও দ্বেষ মনেরই ধর্ম, তোমার নহে; এবং মনের সহিত তোমার কদাপি কোন প্রকার বাস্তব সম্বন্ধ নাই; তুমি সর্ব্বপ্রকার-সঙ্কল্প-বিকল্প-রহিত জ্ঞান স্বরূপ, অতএব তুমি রাগাদিবিকার-রহিত হইয়া সুখে বিচরণ কর।৫।

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
বিজ্ঞায় নিরহঙ্কারো নির্ম্মমস্ত্বং সুখী ভব ॥ ৬ ॥

আত্মা সকল প্রাণীতে অবস্থিত ও সকল প্রাণী আত্মায় অধ্যস্ত—ইহা জানিয়া অহঙ্কার ও মমতা ত্যাগ করিয়া সুখী হও। ৬।

বিশ্বং স্ফুরতি যত্রেদং তরঙ্গা ইব সাগরে।
তত্ত্বমেব ন সন্দেহশ্চিন্মূর্ত্তে বিজ্বরো ভব ॥ ৭ ॥

সাগরে যেরূপ তরঙ্গ উত্থিত হয়, সেইরূপ যাহাতে এই বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হয়, তাহা তুমিই—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব হে চৈতন্যস্বরূপ শিষ্য, সর্বপ্রকার সন্তাপরহিত হও। ৭।

শ্রদ্ধস্ব তাত শ্রদ্ধস্ব নাত্র মোহং কুরুষ্ব ভোঃ।
জ্ঞানস্বরূপো ভগবানাত্মা ত্বং প্রকৃতেঃ পরঃ ॥৮॥

হে তাত, তুমি প্রকৃতির অতীত জ্ঞানস্বরূপ সর্বশক্তিমান্ আত্মা—এবিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন কর, কোনরূপ সংশয় বা বিপরীতবুদ্ধি করিও না। ৮।

গুণৈঃ সংবেষ্টিতো দেহস্তিষ্ঠত্যায়াতি যাতি চ।
আত্মা ন গন্তা নাগন্তা কিমেনমনুশোচসি ॥৯॥

ত্রিগুণ হইতে উৎপন্ন চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব-সংবলিত দেহই সংসারে অবস্থান করে, উৎপন্ন হয় বা নষ্ট হয়; (আত্মা নিত্য ও সর্বব্যাপী), ইহা সংসারে আসেও না যায়ও না; অতএব (দেহের মৃত্যু, জন্ম প্রভৃতি ধর্ম ইহাতে আরোপ করিয়া) কেন শোকগ্রস্ত হও? ।৯।

দেহস্তিষ্ঠতু কল্পান্তং গচ্ছত্বদ্যৈব বা পুনঃ।
ক বৃদ্ধিঃ ক চ বা হানিস্তব চিন্মাত্ররূপিণঃ ॥১০॥

দেহ কল্পান্ত পর্য্যন্ত থাকুক্, অথবা অদ্যই নষ্ট হউক, (হে শিষ্য) ইহাতে তোমার ক্ষতি, বৃদ্ধি, কিছুই নাই; কেননা তুমি নিত্যচৈতন্য-স্বরূপ।১০।

ত্বয্যনন্তমহাম্ভোধৌ বিশ্ববীচিঃ স্বভাবতঃ।
উদেতু বাস্তমায়াতু ন তে বৃদ্ধির্ন বা ক্ষতিঃ ॥ ১১ ॥

হে শিষ্য, তুমি অনন্ত-চৈতন্যসাগরস্বরূপ; ইহাতে বিশ্বরূপ তরঙ্গ স্বভাবতঃ উদিত হউক্ বা আস্তমিত হউক, তাহাতে (নিত্যচৈতন্য-স্বরূপ) তোমার লাভালাভ কিছুই নাই।১১।

তাত চিন্মাত্ররূপোঽসি ন তে ভিন্নমিদং জগৎ।
অতঃ কস্য কথং কুত্র হেয়োপাদেয়কল্পনা ॥১২॥

হে তাত, তুমি এক অখণ্ড চৈতন্য-স্বরূপ, জগৎ তোমা হইতে ভিন্ন অতিরিক্ত কিছুই নহে। অতএব কে, কি-জন্য, কোথায়, কি গ্রহণ বা ত্যাগ করার কল্পনা করিবে? ।১২।

একস্মিন্নব্যয়ে শান্তে চিদাকাশেঽমলে ত্বয়ি।
কুতো জন্ম কুতোঃ কর্ম কুতোঽহঙ্কার এব চ॥১৩॥

হে শিষ্য, এক অখণ্ড শান্ত নির্মল চিদা-কাশস্বরূপ তোমার জন্মই বা কোথা হইতে হইবে? কর্ম্মই বা কি করিয়া সম্ভব, অহঙ্কারই বা কোথা হইতে আসিবে? ।১৩।

যত্ত্বং পশ্যসি তত্রৈকস্ত্বমেব প্রতিভাসসে।
কিং পৃথক্‌ভাসতে স্বর্ণাৎ কটকাঙ্গদনূপুরম্ ॥১৪॥

যেরূপ বলয়, বাজু, নূপুর প্রভৃতি স্বর্ণাভরণ-সমূহ স্বর্ণ হইতে অতিরিক্ত কিছুই নহে, তদ্রূপ তুমি যাহা কিছু দেখিতেছ, তাহাতে তুমিই প্রতিভাত হইতেছ, ঐ সকল তোমা হইতে অতিরিক্ত কিছুই নহে।

অয়ং সোঽহময়ং নাহং বিভাগমিতি সন্ত্যজ।
সর্ব্বমাত্মেতি নিশ্চিত্য নিঃসঙ্কল্পঃ সুখী ভব ॥১৫॥

'ইহা আমি', 'ইহা আমি নয়'—এইরূপ বিভাগ বা ভেদ ত্যাগ কর। সমস্তই আত্মা, এইরূপ স্থির করিয়া সকলপ্রকার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া সুখী হও।১৫।

তবৈবাজ্ঞানতো বিশ্বং ত্বমেকঃ পরমার্থতঃ।
ত্বত্তোঽন্যো নাস্তি সংসারী নাসংসারী চ কশ্চন ॥১৬॥

হে শিষ্য, তোমারই অজ্ঞানবশতঃ এই বিশ্ব প্রতিভাত হইতেছে, পরমার্থতঃ তুমিই একমাত্র আছ। তোমা-ব্যতিরিক্ত সংসারী অথবা অসংসারী আর কেহই নাই।১৬।

ভ্রান্তিমাত্রমিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চয়ী।
নির্বাসনঃস্ফূর্ত্তিমাত্রো ন কিঞ্চিদিব শাম্যতি॥১৭॥

এই জগৎ ভ্রান্তিমাত্র, বাস্তবিক কিছুই নহে—এইরূপ স্থির নিশ্চয় যাহার হইয়াছে, তিনি সকলপ্রকার বাসনারহিত ও প্রকাশ-স্বরূপ হইয়া কেবল চৈতন্যস্বরূপে শান্ত হন্।১৭।

একএব ভবাম্ভোধাবাসীদস্তি ভবিষ্যতি।
ন তে বন্ধোঽস্তি মোক্ষো বা কৃতকৃত্যঃ সুখংচর ॥১৮॥

এই ভবমহার্ণবে একমাত্র তুমিই ছিলে, আছ ও থাকিবে; অতএব তোমার বাস্তবিক বন্ধনও নাই, মোক্ষও নাই—এই জ্ঞানলাভ-পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া সুখে বিচরণ কর।১৮।

মা সঙ্কল্পবিকল্পাভ্যাং চিত্তং ক্ষোভয় চিন্ময়।
উপশাম্য সুখং তিষ্ঠ স্বাত্মন্যানন্দবিগ্রহে ॥১৯॥

হে চৈতন্যস্বরূপ শিষ্য, সঙ্কল্প ও বিকল্পের দ্বারা চিত্তকে চঞ্চল করিও না, সঙ্কল্প-বিকল্প শান্ত করিয়া, আনন্দবিগ্রহ নিজাত্মায় সুখে থাক ॥ ১৯ ॥

ত্যজৈব ধ্যানং সর্বত্র মা কিঞ্চিদ্ধৃদি ধারয়।
আত্মা ত্বং মুক্তএবাসি কিং বিমৃশ্য করিষ্যসি ॥২০॥

হে শিষ্য, সর্বত্র ধ্যান ত্যাগ কর, কোন প্রকার সঙ্কল্প-বিকল্প হৃদয়ে ধারণ করিও না; কারণ, আত্মস্বরূপ তুমি ত সর্বদা মুক্তই আছ, পুনরায় ধ্যান-ধারণা-দ্বারা আর অধিক কি লাভ করিবে?

ইতি অষ্টাবক্রগীতার তত্ত্বোপদেশ-নামক পঞ্চদশ প্রকরণ সমাপ্ত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

বরুণাসঙ্গম হিন্দুর পক্ষে অতি পবিত্র স্থান। এখানে গঙ্গা ও বরুণা উভয়ে মিলিত হইয়াছেন। এখানে যে সকল মন্দির দেখা যায় তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎটীর নাম আদিকেশব। আদিকেশব অন্য কেহ নহেন—স্বয়ং বিষ্ণু। মন্দিরটী প্রস্তর নির্ম্মিত ও শিখরদার। আদি কেশবের বর্ণটী শ্যাম এবং ইনি চতুর্ভুজ। মূর্ত্তিটী দেখিবার যোগ্য বটে। বিগ্রহটী উচ্চে

দুই হাত। চারিটী হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম আছে ; এগুলি রৌপ্যের। মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে জয় বিজয় নামে দুইটী পারিষদের প্রতিমা আছে। আদিকেশবের মন্দিরের উত্তরে একটী প্রাচীন ও জীর্ণ ধর্ম্মশালায় বামনজীর শিখরদার মন্দির অবস্থিত। শুনা যায় যে ইং ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময় আদিকেশবের মন্দির বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে ১৮৬১ সালে উহা পুনরায় খোলা হয়। স্কন্দপুরাণে লেখা আছে যে মাঘ শুক্ল সপ্তমীর দিনে আদি কেশবের পূজা করিলে সাত জন্মের পাপ মুক্ত হয়। আদি কেশবের মন্দিরের অভ্যন্তরে সূর্য্যের মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের ছাদটী ১০টী স্তম্ভের উপর স্থাপিত। ইহার নিম্নে অনেক-গুলি বিগ্রহ আছে, তন্মধ্যে সঙ্গমেশ্বর এবং ব্রহ্মেশ্বরের নাম উল্লেখ যোগ্য ; প্রথমটী শিব-লিঙ্গ এবং দ্বিতীয়টী চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার। এখানে বিষ্ণুর পাদপদ্মও আছে। মণিকর্ণিকা ঘাটেও অনুরূপ পাদপদ্ম দেখা যায়।

বরুণা সঙ্গম ঘাটের উপর পুরাতন ভগ্ন-দুর্গের নিদর্শন আছে। ইহার কিছু দূরে লালখাঁ নামক জনৈক মুসলমানের একটি বৃহৎ গোর দৃষ্ট হয়।

রাজঘাটের সেতুটী দেখিতে অতি সুন্দর। লোক জন, মাল পত্র ইহার উপর দিয়া গমন করে। ইহার দক্ষিণে কিছুদূরে প্রহ্লাদ ঘাট। ইহার প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে "কপিল মোচন" নামে একটি পুষ্করিণী আছে। ইহাকে কেহ কেহ ভৈরবকা তালাও ও কহিয়া থাকে। পুষ্করিণীর উত্তরে একটি স্তম্ভ আছে। ইহা উচ্চে ৮ ফিট ও স্থৌল্যে ৩ ফিট। ইহা লাট নামে খ্যাত। এই লাট লইয়া হিন্দু মুসলমানে একটি ভয়ানক হাঙ্গামা হয়। ঘটনাক্রমে হিন্দুর হোলী ও মুসল-মানের মহরম একই দিনে পড়ে। দুই দলই এক রাস্তায় আপন আপন ধর্ম্ম সজ্জ লইয়া যাইতেছিল। উভয়ে সম্মুখিন হইলে কেহ কাহাকেও পথ দিল না। ফলে হাঙ্গামা ঘটিল। মুসলমানেরা লাট ভাঙ্গিয়া ফেলিল। হিন্দুরা মুসলমানদিগের মসজিদ ধ্বংস করিল। মুসলমানগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ইংরাজ সরকারের হস্তক্ষেপে শান্তি স্থাপনা হইল নতুবা ব্যাপার বড়ই ভয়ঙ্কর হইত।

* * * *

শিবালা ঘাটটী রাজা চেত সিংহের অধঃপতনের সহিত সম্বন্ধীভূত। কাশীতে সর্ব্বশুদ্ধ ৫১টী ঘাট আছে। নিম্নে তালিকা দেওয়া গেল :—

১	বরুণা সঙ্গম ঘাট	৮	লাল ঘাট	১৫	লক্ষণবালা ঘাট
২	রাজঘাট	৯	শীতলা ঘাট	১৬	রাম ঘাট
৩	প্রহ্লাদ ঘাট	১০	রাজমন্দির ঘাট	১৭	অগ্নীশ্বর ঘাট
৪	মরা ঘাট	১১	ব্রহ্মা ঘাট	১৮	ভোঁসলা ঘাট
৫	ত্রিলোচন ঘাট	১২	দুর্গা ঘাট	১৯	গঙ্গামহল ঘাট
৬	মহঁমা ঘাট	১৩	পদ্মগঙ্গা ঘাট	২০	সঙ্কটা ঘাট
৭	গায় ঘাট	১৪	মাধবরাম ঘাট	২১	সোঁমিয়া ঘাট

২২	মণিকর্ণিকা ঘাট	৩২	পাণ্ডে ঘাট	৪২	শ্মশান ঘাট
২৩	চিতা ঘাট	৩৩	মুন্সী ঘাট	৪৩	হনুমান ঘাট
২৪	রাজরাজেশ্বরী ঘাট	৩৪	সর্ব্বেশ্বর ঘাট	৪৪	দণ্ডী ঘাট
২৫	ললিতা ঘাট	৩৫	রাঙ্গা ঘাট	৪৫	শিবালা ঘাট
২৬	মীর ঘাট	৩৬	নারদ ঘাট	৪৬	রক্ষরাজ ঘাট
২৭	মানমন্দির ঘাট	৩৭	মানসরোবর ঘাট	৪৭	জানকী ঘাট
২৮	দশাশ্বমেধ ঘাট	৩৮	সোমেশ্বর ঘাট	৪৮	তুলসী ঘাট
২৯	অহল্যা বাঈ ঘাট	৩৯	চৌকী ঘাট	৪৯	বাজীরাও ঘাট
৩০	রাণামহল ঘাট	৪০	কেদার ঘাট	৫০	রালামিশ্র ঘাট
৩১	চৌসট ঘাট	৪১	ললী ঘাট	৫১	অসিসঙ্গম ঘাট

বারাণসী ধামে যে সকল মেলা হইয়া থাকে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে :— পঞ্চগঙ্গা মেলা কার্ত্তিক মাসে, চৈত্রমাসে দুর্গাকুণ্ডে নবরাত্রী মেলা, ৩রা চৈত্র রাজমন্দির ঘাটে গৌ গৌর মেলা, চৈত্রমাসে রামঘাটে রাম নবমী মেলা, বৈশাখ মাসে বড়াগণেশ মহল্লায় নরসিংহ চতুর্দ্দশীর মেলা, গঙ্গাতটে গঙ্গা সপ্তমীর মেলা, জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষীয় দশমীতে দশহরা মেলা, ১১ই জ্যৈষ্ঠ অসিঘাটে জগন্নাথের মন্দিরে স্নান যাত্রীর মেলা, আষাঢ় মাসে পণ্ডিত বেণীরামের উদ্যানে রথযাত্রার মেলা, ১৫ই আষাঢ়ে চৌকাঘাটে বাতাস পরীক্ষার মেলা, শঙ্খধারা পুষ্করিণী তটে (দ্বারিকা তীর্থে) শঙ্খধর মেলা, শ্রাবণ মাসে প্রতি রবিবারে বৃদ্ধকাল মহল্লায় বৃদ্ধকাল মেলা, শ্রাবণ মাসে প্রতি মঙ্গলবারে দুর্গাকুণ্ডে দুর্গা মেলা, শ্রাবণ মাসের ১৫ই নাগকূয়ায় নাগ পঞ্চমীর মেলা, ভাদ্রমাসে ঈশ্বরগাদী এবং শঙ্খধারায় কজরি মেলা, ভাদ্রমাসের ৪টা বড়াগণেশের মন্দিরে ঢেলা চৌথ মেলা, ভাদ্রমাসে ৬ই অসি সঙ্গমের নিকট লোহারিক কুণ্ডে লোহারিক চৌথ মলা ভাদ্র মাসের ১২ই বরুণা সঙ্গম এবং চিত্রকোটে বামন দ্বাদশীর মেলা, ১৪ই ভাদ্র রামনগরে অনন্ত চতুর্দ্দশীর মেলা, ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত লক্ষ্মীকুণ্ডে সূর্য্য মেলা, কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত চিত্রকোটে রামলীলা, আশ্বিনমাসে দুর্গা মেলা, কার্ত্তিক মাসে থাথেরী বাজার এবং চৌখাম্বাতে ধনেতেরস মেলা, কার্ত্তিক মাসে ভাদাইনি মহল্লায় মীবঘাটে অনর্ক চতুর্দ্দশ মেলা, ১৫ই কার্ত্তিক দেওয়ালী (দীপমালিকা), কার্ত্তিক মাসে যমঘটে যমাদীত্য (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া) মেলা, কার্ত্তিক মাসে পঞ্চগঙ্গা ঘাটে কার্ত্তিক পুর্ণিমায় মেলা, অগ্রহায়ণ মাসে চৌকাঘাটে এবং শিবপুরে বরুণাপিয়াল মেলা, অগ্রহায়ণ মাসে শিবপুরে পঞ্চকুশী মেলা, অগ্রহায়ণ মাসে পিশাচ মোচনে লোটা ভাঁটা মেলা, অগ্রহায়ণ মাসে চৌকাঘাটে নগর প্রদক্ষিণ মেলা, মাঘ মাসে বড়া গণেশে গণেশ চৌথ মেলা, মাঘ মাসে রামনগরে বেদব্যাস মেলা, ফাল্গুন মাসে বিশ্বেশ্বর এবং বাইজনাথে

শিবরাত্রী মেলা, ফাল্গুনমাসে হোলী, চৈত্র মাসে দশাশ্বমেধ ঘাটে ধরদ্ধি মেলা, হোলীর পর মঙ্গলবারে গঙ্গাতটে বুড়ুহামঙ্গলের মেলা, বুড়ুহামঙ্গলের পর জগন্নাথ মন্দিরে জঙ্গল মেলা হইয়া থাকে।

যাঁহারা কাশীতে আসেন তাঁহারা যেন একবার সারনাথ দর্শন করেন। সারনাথে বৌদ্ধদিগের এককালে কীর্ত্তি ছিল। যদিও এখন তাহা লোপ পাইয়াছে তথাপি বিহার, স্তুপ, হরিণ বন, দেখা যায়। এখানে বৌদ্ধদিগের উত্তমোত্তম স্থপতির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সারনাথের চৈত্যটী দেখিবার বস্তু।

হাবেলী পরগণার ফয়জাবাদ তহসিলভুক্ত অযোধ্যা একটি সহর। ইহা ঘর্ঘরা উপকূলে অবস্থিত। ঘর্ঘরার অন্য একটি নাম সরযু। অযোধ্যাঘাটের সেতু দ্বারা নদীর পরপারে যাইতে হয়; অযোধ্যার জনসংখ্যা ২১৫৮৪। সহরটীতে একটি মধ্যবৃত্তি স্কুল, দশটী সংস্কৃত পাঠশালা এবং একটী হাঁসপাতাল আছে। শেষোক্তটী রসুলপুরের রায় শ্রীরাম বাহাদুর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। পাঠশালাগুলি মন্দির দ্বারা পরিচালিত।

অযোধ্যা বহু পুরাতন সহর। সপ্তপুরীর মধ্যে অযোধ্যাই প্রথম। সূর্য্যবংশাবতংশ রামচন্দ্রের ইহা জন্মস্থান। এইখানেই তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়। রামচন্দ্রের ইতিহাস সকলেই জানেন; তথাপি সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক। অজ রাজার মৃত্যুতে তৎপুত্র দশরথ রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী অযোধ্যার সিংহাসনারূঢ় হইয়া সাম্রাজ্যভার গ্রহণ করেন। যথোক্ত দুর্বিধ ধর্ম্মই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল। কোনমতে ধর্ম্মপদবী হইতে তিনি স্খলিতপদ হন নাই। শৌর্য্যবীর্য্য ও গাম্ভীর্য্যগুণে তিনি অতি মাননীয় ছিলেন। তিনি বাহুবলে সকল রাজাকেই জয় করিয়া সমুদ্রমেখলা ধরণীপৃষ্ঠে সর্ব্বত্রেই তাঁহার জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন। তিনি কুলজন হিতকারী ও বন্ধুবর্গানুমোদী হইয়া রাজ্য করেন। কেবল দৈবদুর্বিপাক বশতঃ অনপত্যতা দুঃখেই চিরদিন তাঁহার চিত্ত সন্তাপিত ছিল। মহারাজা দশরথ অনেকগুলি রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন! তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা কোশল রাজকন্যা কৌশল্যা, মধ্যমা কেকয়দেশীয় গিরিব্রজ রাজধানীর অধিপতি কেকয়রাজদুহিতা কৈকেয়ী, আর সুমিত্র দ্বিপীয় রাজকন্যা সুমিত্রা, এই তিন মহিষীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। এতদ্ভিন্ন সিংহল, তারকট, মরীচি, বারুণ, তাম্রবর্ণ, নাগদ্বীপ এবং ইন্দুদ্বীপীয় অনেকানেক রাজকন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। কিন্তু কোন গর্ভেই সন্তান জন্মে নাই—কেবল শান্তা নামে এক কন্যামাত্র হইয়াছিল। সেই কন্যাকে প্রতিপালন করিতে প্রিয়সখা অঙ্গদেশীয় রোমপাদ রাজাকে প্রদান করেন। বিভাণ্ডক ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত শান্তার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। সেই ঋষ্যশৃঙ্গ দশরথ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করেন। অনন্তর প্রবীনা তিন রাজ্ঞী পুত্রীয় চরু ভক্ষণ করিয়া কালে গর্ভধারণ করেন। ঐ তিন মহীষীর গর্ভে চারিটী সন্তান হয়। কৌশল্যা গর্ভে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠগুণশালী শ্রীরাম, মধ্যমা গর্ভে ভরত, কনিষ্ঠা গর্ভে সর্ব্বগুণান্বিত লক্ষণ ও শত্রুঘ্নের উৎপত্তি হয়। লক্ষণ শ্রীরামানুগত,

শত্রুঘ্ন ভরতানুগত হয়েন। এই চারিপুত্রের অদ্ভুত চরিত্রগুণে, আর ভবিষ্যদ্বক্তা মহর্ষি বাল্মীকি রাম জন্মের পূর্ব্বে রামায়ণগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রত্যক্ষ হওয়াতে সকল লোকেই তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

ইক্ষ্বাকুবংশীয় মিথি নামক রাজা মিথিলা নামে এক নগর স্থাপন করেন। আধুনিক ইহার নাম ত্রিহুত। এই মিথিলা নগরে সেই সময়ে সীরধ্বজ জনক নামে এক মহা-সম্ভ্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি মহাযোগী, যোগ-প্রভাবে রাজর্ষিকল্পে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ঐ জনক যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিবার কালে মৃত্তিকা হইতে এক কন্যারত্ন লাভ করেন। তাঁহার নাম সীতা, তদ্ভিন্ন জনকের আরও কন্যাত্রয় ছিল। শ্রীরামচন্দ্র সেই সীতার পাণি গ্রহণ করেন এবং শ্রুতকীর্ত্তি, উর্ম্মিলা প্রভৃতি আর তিন কন্যার সহিত ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের বিবাহ হয়।

অনন্তর মহারাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষেক করিবার কালে তৎপ্রিয়তমা পত্নী ভরত জননী কৈকেয়ী স্বীয় পুত্র ভরতকে রাজ্য দিবারকারণ অনুরোধ করেন। তাহার কারণ রাজা কৈকেয়ীকে বরদ্বয় প্রদান করিব বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই বর যাচিঞা ছলে কৈকেয়ী এক বরে শ্রীরামের বনবাস ও দ্বিতীয় বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করেন। তন্নিমিত্ত রাজসভায় মহা বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ভরত তৎকালে মাতামহাশ্রয়ে অধিবাস করিতেছিলেন। মহাধার্ম্মিক শ্রীরামচন্দ্র তৎকালে এই বিবেচনা করিলেন, যে পিতা মহারাজ ধার্ম্মিক সত্যপরায়ণ, তাঁহাকে সত্যে বিচলিত করা আমার কোন মতেই শ্রেয়ঃকল্প নহে, এবং সর্ব্বাভিমত-সিদ্ধ না হইলেও রাজ্যে সুখলাভ হইতে পারে না, একারণ শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বসন্তোষার্থে আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চীরবল্কল জটাধারণ পূর্ব্বক সীতাসহ দণ্ডকারণ্যে গমন করেন, ভ্রাতৃ স্নেহানুসারে ধনুর্দ্ধর লক্ষণ ও তৎসমভিব্যাহারী হন। পরে পুত্রশোকাভিসন্তপ্ত রাজা দশরথ সুতীব্র যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া কেবল রামানুস্মরণ করতঃ দিনত্রয় মধ্যেই নশ্বর পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া সুরলোকে গমন করেন। তৎসংবাদ শ্রবণে অতিব্যাকুল হইয়া মাতামহালয় হইতে ভরত সত্বর গমনে অযোধ্যায় আগমন করেন। আগত হইয়া রাজার মৃতদেহ দেখিয়া এবং প্রিয়তর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম নির্ব্বাসন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত মনে মাতাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া রামানয়নে দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করেন। পথিগত চিত্রকুটে শ্রীরামের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে অনেক বিনয় সহকারে আনিতে যত্ন করিলেন, কিন্তু রাম কর্ত্তৃক তাঁহার তচ্চেষ্টা সফল হইল না। অনন্তর ভরত শ্রীরামচন্দ্রের কুশপাদুকা লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হন। সেই পাদুকা দ্বয়কে রাজসিংহাসনে সংস্থাপন করতঃ আপনি জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক নন্দীগ্রামে বাস করিয়া মন্ত্রীরূপে রাজকার্য্য করিয়াছিলেন।

অনন্তর শ্রীরাম, লক্ষণ, সীতা সমভিব্যাহারে দণ্ডকারণ্য মধ্যে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ বনে বিরাধ নামক এক রাক্ষস চমূপতিকে বিনাশ করিয়া একাত্রিকাননে

অগস্ত্যাশ্রমে উপস্থিত হন। অতি প্রীতমনা হইয়া মুনিবর শ্রীরাম লক্ষণকে দুইখানি অজেয় ধনু ও দুইটি অক্ষয় শায়কতূণ প্রদান করেন। তথা হইতে গমনকালে তাঁহারা কবন্ধ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। পরে কবন্ধকে নিহত করিয়া গোদাবরী তীরে পঞ্চবটী মধ্যে উটজ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাসকরতঃ অনেক সময়কে সমতিপাত করেন। অধুনা তৎস্থানের নাম পুণা-সেতারা হইয়াছে।

একদা দশানন ভগিনী সূর্পণখা ঐ আশ্রম-গতা হইয়া শ্রীরামলক্ষণ রূপসন্দর্শনে স্মর শরে উন্মথিত চিত্তা হয়। হৃদয়াগ্নিতাপে সন্তপ্তা নিশাচরী অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য ধারণপূর্ব্বক উৎপন্ন স্মররোগপশান্তি নিমিত্তক মহৌষধি জ্ঞানে রামলক্ষণ সন্নিধানে আসিয়া স্বীয়াভিলাষ প্রকাশ করিয়া কহে, তৎশ্রবণে জাতামর্ষী হইয়া রামেঙ্গিতানুসারে ধনুর্দ্ধর লক্ষণ শাণিত ক্ষুর প্রেষণ দ্বারা তাহার নাসাকর্ণ চ্ছেদন করেন। তাহাতে সূর্পণখা সত্বরগমনে আসিয়া তৎপরিত্রানদ খর, দূষণ ও ত্রিশিরাদি পুরুষত্রয়কে সংবাদ করে। তৎসংবাদ শ্রবণে কূটযোধী নিশারত্রয় সন্নদ্ধ হইয়া রামনিগ্রহার্থে পঞ্চবটীতে সমাগত হয়। রঘুনাথ তদ্দৃষ্টে জানকীর রক্ষার্থে অনুজ লক্ষণকে সংস্থাপন করতঃ ধনুষ্পাণি হইয়া তাহাদিগের সম্মুখে সংগ্রামার্থ সমুপস্থিত হইয়া বীরত্রয়কে শমন সদনে দর্শন করাইলেন। তাহা দেখিয়া সূর্পণখা নিকষাগর্ভসম্ভূতা দশস্কন্ধকে আপনার বিরূপীকরণ বিষয়ক সংবাদাবগত করিয়াছিলেন।

রাক্ষসরাজ সূর্পণখা মুখে রামঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত ও রামপত্নী সীতার রূপলাবণ্যাদির প্রশংসাবগতি করিয়া সীতা গ্রহণে সাভিলাষী হইয়া বাহ্যে ভগ্নিপ্রিয়চিকীর্ষা ছলে সন্ন্যাসীরূপে রামাশ্রমে সমাগত হইয়া রাম লক্ষণ বিরহিত কুটীরস্থা সীতাকে হরণ করিয়াছিল। পুষ্প-কারূঢ় রাবণ পথিগমনকালে গতিবিরোধক পক্ষীরাজ জটায়ুকে বিনিহিত করতঃ লঙ্কায় গিয়া অশোক কাননে সীতাকে রক্ষা করেন।

পরে শ্রীরামচন্দ্র সীতাহরণ জন্য শোক কর্ষিত হইয়া সীতান্বেষণার্থে বানরপতি সুগ্রীবের সহিত সখ্য করিয়াছিলেন। চারি মাস বর্ষায় মাল্যবান পর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়া শরদাগমে বানরদূত দ্বারা লঙ্কাস্থিতা জানকীর উদ্দেশ পাইয়া লঙ্কাধিপ বধে প্রযত্নবান হন।

শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে বসাইয়া তদ্দ্বারা বানরচমু সংগ্রহ করতঃ সাগরোপরি সেতু বন্ধন করিয়া বানরানীক সমভিব্যাহারে রাবণ নগরী লঙ্কায় প্রবেশ করেন। পরে যুবরাজ অঙ্গদ রামদূত হইয়া রাবণ সভায় গিয়া সংগ্রামকরণার্থে সংবাদ দেন। অনন্তর রাবণ ভ্রাতা বিভীষণ শ্রীরাম-চন্দ্রকে সীতা প্রত্যর্পণ জন্য উপদেশ দেওয়াতে লঙ্কেশ্বর জাতক্রোধী হইয়া বিভীষণকে পদাঘাত করতঃ বিধিমতে অপমানিত করেন। তাহাতে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া বিভীষণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া রামের সহিত মিলিত হন। শ্রীরামও বিভীষণকে প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা লঙ্কার ও রাক্ষসরাজের সম্যক বিবরণ পরিজ্ঞাত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন।

রাজাধিপতি রাবণ ত্রিলোক বিজয়ী ছিলেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধনাধিপতি কুবের। সুতরাং বলা বাহুল্য যে রাবণের

কোষাগার পরিপূরিত ছিল। তিনি স্বয়ং বরদর্পিত মহাবীর পুরুষ। তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি সকলেই সংগ্রামকুশল। ত্রিলোক-গ্রাসক অনুজ ভ্রাতা মহাবীর কুম্ভকর্ণ এবং বিদ্যুজ্জিহ্বাদি অনেকানেক কৌশলকারী যন্ত্র নির্ম্মাতা শিল্পকর ছিল। তাহারা অভাবনীয় এক এক প্রকার শিল্প দ্বারা জগৎকে সম্মোহিত করিয়াছিল। এরূপ বহুতর ধনজনাদি সম্পন্ন রজনীচর রাজা সপ্ত উপদ্বীপা ধরণীকে জয় করিয়া স্বয়ং ত্রিলোকাধিপত্য গ্রহণ করিয়াছিল। লঙ্কার দুর্গ অতি দুর্গম, সুদৃঢ় তাম্র লৌহাদি ধাতুতে প্রাচীর বিনির্ম্মিত, এবং অজেয়রূপে পরিগণিত ছিল। একারণ রাবণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে নিরস্ত্র বানরী-সেনা সহায়ে লঙ্কা প্রবেশ পূর্ব্বক রাক্ষসকুল জয়ে কখনই কোন মনুষ্য সমর্থ হইবে না। সুতরাং বিভিষণ বাক্যের অনাদর করতঃ তিনি রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণ প্রমুখাৎ সমুদয় গোপনীয় সন্ধান অবগত হইয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়া সদলবলে রাক্ষসাধিপতিকে বিনাশ করতঃ দুর্ভেদ্য লঙ্কাদুর্গকে একেবারে ছারখার করিয়াছিলেন। সবংশে রাবণ হত হইলে বিভীষণকে তৎপুরাধীশ্বর করতঃ সীতা লইয়া পুনঃ অযোধ্যায় আগমন করেন এবং চারি ভাই একত্র মিলিত হইয়া রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন।

পুরাবৃত্তে জনশ্রুতি আছে যে রাম-রাজ্যে প্রজার কোন উদ্বেগ বা আধিব্যাধি, জরা রোগ, অকাল মৃত্যু ছিল না, নিরাময় স্বচ্ছন্দসুখে প্রজাগণ কালযাপন করিয়াছেন, সর্ব্ব শস্যে পৃথিবী পরিপূর্ণা, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্ট্যাদির শঙ্কা ছিল না।

লক্ষ্মণ যমুনার উপকুলাবধি সাগরান্ত দক্ষিণদেশের পরিরক্ষণার্থে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ভরত, সংগ্রামে গন্ধর্ব্ব রাজ্য জয় করিয়া তদ্দেশে আধিপত্য করেন। শত্রুঘ্ন লবণকে নিহত করিয়া মথুরার রাজা হন, কিন্তু সকলেই রামাজ্ঞাবশবর্ত্তী ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

বসন্তে।

(১)

দখিন হাওয়ার প্রথম পরশ
লাগল যখন প্রাণে,
হৃদয় আমার ভেসে গেল
পুলক-স্রোতের টানে।
শুষ্কপত্র মর্ম্মরিল,
নবীনতা মুঞ্জরিল,
আকুল ভ্রমর গুঞ্জরিল
আপন মনে মনে।

(২)

প্রভাত এল হেসে হেসে
সোনার বরণ রথে,
রক্ত উজল অরুণ কিরণ
ছড়িয়ে সারা পথে।
দখিন দুয়ার খোলা পেয়ে,
মত্ত পবন ধেয়ে ধেয়ে,
কি বারতা এল গেয়ে
যোজন শতে শতে ?

(৩)

প্রচণ্ড এই রৌদ্র তাপে
ফাগুন দ্বিপ্রহরে,
বসন্তরাজ অতিথি আজ
ভুবন-ভবন দ্বারে।
নিঃশ্বাসে তার মলয় পবন,
ইন্দ্রধনুর মধুর বরণ,
শ্যামলতা অঙ্গাভরণ
গায় সে কুহুর স্বরে।

(৪)

গোধূলির ধুসরতা
আকাশ যখন মাথে
পাখীরা সব কূজন গানে
ফিরে লাখে লাখে
গন্ধে ভরা পুষ্প ছেড়ে
ভোমরা গেছে ঘরে ফিরে
হৃদয়তারে স্বপন স্বরে
বাজাল সুর ওকে ?

(৫)

মায়াপুরীর সোনার কিরণ
কেগো বর্ষি গেল ?
(কখন) প্রাণে প্রাণে পারিজাতের
কোমল গন্ধ এল' ?
নীল আকাশের নীরবতা,
প্রাণে জাগায় ব্যাকুলতা,
এই কি তোমার সফলতা
মনের মাঝে জাগল ?

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

আত্ম-বিসর্জ্জন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[শ্যামনগর নরেন্দ্রকৃষ্ণের বাটী।
নরেন্দ্র ও হেমচন্দ্র]

নরেন্দ্র। আপনাকে পেয়ে আজ আমি বড় সুখী হ'য়েছি। আপনার মতন বিজ্ঞ লোক একটী আমি অনেক দিন ধ'রে খুঁজ্‌ছিলুম্। এতদিনে ভগবান্ আমার আশা পূর্ণ কর্লেন্। এসমস্ত বাড়ী-ঘর আপ্নার মনে কর্ব্বেন্। কোন বিষয়ে কুণ্ঠিত হবেন্না! আপ্নার যখন যা দর্‌কার হ'বে, অনুমতি ক'র্ব্বেন্। কোন বিষয়ে আপনার যেন কোন কষ্ট না হয়, এই আমি চাই।

হেম। আমিও আপ্নার মত প্রভু পেয়ে বড় সুখী হলুম্। বড় ভাব্‌ছিলুম কেমন ক'রে মনিবের মন যোগাব। আপ্নার সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে আমার সে ভয় দূর হ'ল। আপ্নার মতন উদার লোকের মনস্তুষ্টি-সাধন ক'র্ত্তে অধিক প্রয়াস পেতে হবেনা।

নরে। ও কি কথা বল্‌ছেন? আমি আপ্নাকে বন্ধু ব'লে মনে কর্চ্ছি। আপ্নিও আমাকে তাই ভাব্‌বেন্।

হেম। আমি অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছি। আপ্নার মতন লোকের অধীনে থাক্‌বো, এ আমার পরম সৌভাগ্য!

[জহরলালের প্রবেশ ।]

নরেন্দ্র। এই যে জহর এসেছ। (হেম-চন্দ্রকে দেখাইয়া) আমার ছোট ভাই এঁকে পাঠিয়ে দিয়েছে। আজ থেকে আমার বিষয়ের সমস্ত ভার এঁর জান্‌বে। তুমি এঁর তত্ত্বাবধান ক'র্ব্বে। দেখ্‌বে যেন কোন বিষয়ে কোন দিন এঁর কোনও কষ্ট না হয়। উত্তরের বাগান বাড়ীটা এঁর বাসার জন্যে দেবে। লোকজন, জিনিষ পত্র, যখন যা দরকার হবে, তা' তুমি সব ঠিক ক'রে দেবে। দেখ বিদেশে এসেছেন, যেন কোন কষ্ট না পান্‌।

জহ। যে আজ্ঞে। (স্বগতঃ) ওঃ—বাবারে! কে আমার নবাব খাঞ্জাখাঁ এসেছেন, তাঁর জন্যে এত বন্দোবস্ত ? চাকরি ক'র্ত্তে এসেছে, মাইনে নেবে, চাকর, তার জন্যে এত কেন ?

নরে। (হেমচন্দ্রের প্রতি) দেখুন্‌ হেমবাবু! আপ্‌নি এঁর কাছ থেকে কাগজ-পত্র সব বুঝে নেবেন্‌। ইনি হচ্ছেন আমার একজন পুরোণো বিশ্বস্ত লোক। আমার ম্যানেজারের মৃত্যুর পরথেকে ইনিই আপাততঃ সে কাজ কর্চ্ছিলেন। কিন্তু এত বড় ষ্টেটের কাজ ইনি একা পেরে ওঠেন্‌ না। ইনি আপনার সহকারীরূপে থাক্‌বেন। আপনি এঁর কাছ থেকে কাজকর্ম্ম কাগজপত্র সব দেখে শুনে নেবেন্‌।

হেম। যে আজ্ঞে।

জহর। (স্বগতঃ) আমি প্রবীণ লোক, আর ওটা একটা ছোঁড়া বল্লেই হয়, আমি থাক্‌ব ওঁর সহকারী হয়ে ?

নরে। দেখুন্‌ হেমবাবু! কাজ-কর্ম্ম ক'র্ত্তে দিন কতক আপনার বড্ডই কষ্ট হবে। বিষয়-সম্পত্তির বড়ই গোলমাল হ'য়ে আছে। পুরাণো ম্যানেজার মারা গেছেন, তারপর বাবা মারা গেলেন, আর উপযুক্ত লোক পাইনি, নিজে কিছুই বুঝি না, বাপের আদুরে ছেলে ছিলুম, ঘুরে ফিরে আমোদ ক'রে বেড়িয়েছি, ও-সব কিছুই দেখতুম্‌ না! এখন বিষয় নিয়ে ভারী মুস্কিলে প'ড়েছি। জানেন্‌-ইত, আজকালকার বাজারে বিশ্বাসী লোক পাওয়াই যায় না। যে যা পাচ্ছে তাই, কর্চ্ছে, পাঁচজনে লুট ক'রে নিচ্ছে।

হেম। আশা করি আমি কিছু দিন আপনার কাজ ক'র্লে, সমস্ত বিষয় দুরস্ত ক'রে দিতে পার্ব্ব।

নরে। নিশ্চয়ই পার্ব্বেন্‌। ধার্ম্মিক বিশ্বাসী লোকের হাতে পড়্‌লে অনায়াসেই আমার বিষয় দুরস্ত হয়ে যাবে। আমি মানুষের মুখ দেখ্‌লে মানুষ চিন্তে পারি। আপনার ঐ সৌম্য মূর্ত্তিতে আপনার হৃদয়ের ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে।

হেম। এ আপনি অযথা আমার প্রশংসা কর্চ্ছেন্‌। আগে আপ্‌নি দেখুন্‌, আমি আপনার কি-রকম কাজ কর্ম্ম করি!

নরে। আমি ত বলেইছি যে, আমি মানুষের মুখ দেখ্‌লে মানুষ চিন্তে পারি! আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপ্‌নার মতন লোক আমার ম্যানেজারী ক'র্ত্তে এসেছেন্‌।

হেম। (স্বগতঃ) লোকটিকে দেখে বড় ভাল লোক বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু মানুষের সময়ও অদৃষ্টের গুণে কর্ম্মের বিকাশ পায় আমার এখন বড় দুঃসময়, জানি না ঈশ্বর কি ক'র্ব্বেন্‌।

নরে। চলুন্‌' একটু বিশ্রাম ক'র্ব্বেন্‌

(জহরের প্রতি) তোমাকে যা বল্লুম্, তা' ঠিক্ ক'রে রাখ্‌বে। এঁর যেন কোন কষ্ট না হয়।

[হেমচন্দ্রকে লইয়া নরেন্দ্রকৃষ্ণ চলিয়া গেলন্।]

জহর। বার বার কেবল, দেখ যেন এঁর কষ্ট না হয়, 'দেখ' যেন এঁর কষ্ট না হয়'! কেন্‌রে বাবু? কে গুরুঠাকুর এসেছে? লোকটা কি যাদুকর নাকি? একেবারেই যে বাবুকে বশ করে ফেল্লে, দেখ্‌তে পাচ্ছি! কি আশ্চর্য্য! আমি আজ ত্রিশ বছর এই কাজ কর্চ্ছি, আমাকে যে বিশ্বাস নেই,—আর ও লোকটাকে একবার চখের দেখা দেখেই, এত বিশ্বাস? "বিশ্বাসী লোক পাওয়া যায় না," "সবাই লুটে খাচ্ছে,"—এসব কা'কে উপলক্ষ্য ক'রে বলা হ'ল? কথা কইতে কইতে দু'তিন বার আমার মুখের দিকে চেয়েছিল। কি অপমান! এতদিন কাজ ক'রে শেষ দশায়,—এই বুড়ো বয়েসে, কিনা একটা ছোঁড়ার অধীনে আমায় কাজ ক'র্ত্তে হবে? বাবুর বল্‌তেও একটু লজ্জা হ'লনা? আম্‌রা চোর? আমরা অবিশ্বাসী? আর কোথাকার কে একটা বিদেশী লোক এসে ওঁর বিশ্বাসী হবে? জামাই আদরে থাক্‌বে, সুখ্যাতির উপরে সুখ্যাতি কিন্‌বে, আর আমরা হ্যাংলা কুকুরের মতন তার প্রসাদ পাবার জন্যে মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌ব? না, না, তা কখনও হবে না, ঐ ছোঁড়ার গোলাম হ'য়ে কখনও কাজ ক'র্ত্তে পার্ব্বো না যেমন ক'রে পারি ওকে তাড়াব, তাড়াব, তাড়াব, তবে আমার নাম জহর! এত স্পর্দ্ধা! আমি ওর অধীনে কাজ কোর্ব্বো? আমি ওর সহকারী হব? আমি পুরণ চাকর, আমাকে ম্যানেজারী দিলে কি ক্ষতি হ'ত? কি লোকশান্ হ'ত? আচ্ছা, আমিও একবার দেখ্‌ছি। যেমন ক'রেই হোক্ পাজী ব্যাটাকে তাড়াতেই হবে।

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[হেমচন্দ্রের বাটীর সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান।
—রমা—]

রমা। মানুষের এক জীবনেই কত পরিবর্ত্তন হয়! দেহের পরিবর্ত্তন, মনের পরিবর্ত্তন, অবস্থার পরিবর্ত্তন, কত পরিবর্ত্তনই হয়! মনটা যেন ক'দিন ধ'রে অস্থির হয়ে রয়েছে। কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। ক'দিন তিনি আসেন্‌নি কেন? অসুখ করেনি ত? বাবা চ'লে গিয়ে অবধি ত তিনি প্রায় দিন-রাতই আমাদের বাড়ী থাক্‌তেন্। আজ ক'দিন ধ'রে একবারও দেখ্‌তে পাই নি! মনে হয়, কা'কেও জিজ্ঞাসা করি, আবার লজ্জা করে। কেন লজ্জা করে কে জানে? আগে ত এমন হ'ত না। তাই বলি, বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে মনের পরিবর্ত্তন হয়। তাঁর খপর জান্‌বার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্ ক'চ্ছে, কিন্তু মুখফুটে তাঁর কথা কাকেও জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে সাহস হ'চ্ছেনা। কি আশ্চর্য্য! তিনি আমার কে? কেউত ন'ন্! তবে তাঁকে দেখ্‌বার জন্যে মন এমন করে কেন?

[রমা গান গাহিতে লাগিল।
প্রফুল্ল ধীরে ধীরে আসিয়া রমার
পশ্চাতে দাঁড়াইলেন।]

রমা। কেন প্রাণে জাগে সে-বদন?
কেনবা হেরিতে তারে আকুল পরাণ মন!

আকাশ-কুসুম সম,
কেনবা হৃদয়ে মম
নবীন-বাসনারাশি আসি দেয় দরশন।
বসায়ে হৃদয়ো পরে
মনে হয় পূজি তারে,
সাধ হয় তারি করে ডালি দিতে এ জীবন!

প্রফু। রমা! কাকে উপলক্ষ্য ক'রে এ গান গাচ্ছিলে? সে কোন ভাগ্যবান্?

রমা। (স্বগতঃ) ছিঃ ছিঃ, সব শুন্তে পেয়েছেন?

[লজ্জায় নতমুখী হইলেন]

প্রফু। (সহাস্যে) বলনা রমা?

রমা। (লজ্জানতমুখে) তুমি কখন এসেছ? আমি জান্‌তেই পারি নি।

প্রফু। এই একটু আগে এসেছি। তোমার এ গান শোনা যে আমার ভাগ্যে ছিল!

রমা। (লজ্জায় নতমুখী রহিলেন)

প্রফু। [সযত্নে রমার হাত ধরিয়া] আমার কাছে এত লজ্জা কেন, রমা?

রমা। তুমি ক'দিন আসনি কেন? ভাল আছ ত?

প্রফু। হ্যাঁ রমা, একজামীনের জন্যে ক'দিন ভারী ব্যস্ত ছিলুম্, তাই আস্‌তে পারি নি।

রমা। একজামীন শেষ হয়ে গেছে?

প্রফু। হ্যাঁ, হয়েছে।

রমা। এবার রোজ আস্‌বে?

প্রফু। আস্‌ব। আমি না এলে তোমার মন কেমন করে?

রমা। [নীরব]

প্রফু। বলনা রমা? আমার জন্যে মন কেমন করে?

রমা। করে বৈ কি!

প্রফু। (রমার হাত ধরিয়া) কেন করে রমা?

রমা। তা বল্‌তে পারি না। বোধ হয়, তুমি আমাদের যত্ন কর ব'লে।

প্রফু। শুধু কি এই জন্যে?

রমা। (নীরব)

প্রফু। বল রমা! বল আমাকে ভাল বাস কি?

রমা। তোমার কি আমার জন্যে মন কেমন করে না?

প্রফু। আমার? কেমন ক'রে বল্‌ব রমা? মন ত কাকেও দেখাবার নয়? যদি দেখাবার হত তাহলে দেখাতুম্।

[সুবোধের প্রবেশ।]

সুবো। প্রফুল্লবাবু যে? এতদিন আসেন্‌নি কেন?

প্রফু। বড় ব্যস্ত ছিলুম্, তাই কদিন আস্‌তে পারিনি, ভাই!

সুবো। হ্যাঁ, তাই বৈ কি? আপ্‌নি ভারি দুষ্টু। বাড়ী থেকে বেরুলে আর আপনার কিছু মনে থাকে না!

প্রফু। কেন ভাই?

সুবো। আপ্‌নি বলেছিলেন কাল আমাকে চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে যাবেন, এই বুঝি আপ্‌নার কাল?

প্রফু। ওঃ—হো। ভুলে গেছলুম্ ভাই! কাল তোমাকে নিশ্চয় নিয়ে যাব।

সুবো। হ্যাঁ,—আর আপনার কাল নিয়ে যেতে হবে না। আমি হরিকাকার সঙ্গে দেখে এসেছি।

রমা। ছিঃ—সুবোধ, তুমি বড় দুষ্ট

হয়েছে! প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে এম্নি ক'রে কথা কয় কি? আমি মা'কে সব বলে দোব।

প্রফু। কেন রমা! আমাকে পর মনে হয় বুঝি?

রমা। না, না, তা নয়।

সুবো। প্রফুল্লবাবু, হরিকাকা আমাকে মস্ত একটা কাকাতুয়া কিনে দিয়েছে, বাড়ীতে চলুন্ আপনাকে দেখাব।

প্রফু। চল যাচ্ছি।

সুবো। দিদি,' এস না? সন্ধ্যে হ'য়ে এল!

রমা। তোমরা যাও। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

সুবো। হ্যাঁ, দিদির কেমন ঐ দোষ! এখানে এলে পরে দিদি আর বাড়ী যেতে চায় না। চুপ্ টি ক'রে একলা বসে থাক্‌বে, ভাব্‌বে, কাঁদ্‌বে, গান গাইবে। চলুন্ প্রফুল্ল বাবু! আমরা যাই।

[সুবোধ প্রফুল্লর হাত ধরিয়া
টানিয়া লইয়া গেল।]

রমা। সুবোধ বলেছে মিছে নয়! এখানে এলে আমার আর সত্যিই বাড়ী যেতে ইচ্ছে করে না। এ জায়গাটি বড় সুন্দর! সন্ধ্যার মৃদু বাতাস বইছে, ফুলগুলি কেমন একটি একটি ক'রে ফুটে উঠ্‌ছে, আকাশে চাঁদ উঠ্‌ছে, তারাগুলি কেমন একে একে জ্ব'লে উঠ্‌ছে, আহা কি সুন্দর দৃশ্য! এই বেদীটার উপরে একটু বসি। বাবা আমার রোজ এম্নিসময় এইখানে বসে থাকতেন্।

[মর্ম্মরপ্রস্তরের বেদীর উপরে বসিয়া]

ভগবানের সৃষ্টির সবই সুন্দর! একদিকে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, একদিকে চাঁদ উঠ্‌ছে, একদিকে দিনের আলো চলে যাচ্ছে, অন্য দিকে সন্ধ্যার অন্ধকার উঁকি দিচ্ছে। কেমন সুন্দর ফুল ফুটেছে, ফুলের সুগন্ধে মনের কি তৃপ্তি হচ্ছে। চারিদিকে আরতির শাঁক ঘণ্টা বাজ্‌ছে! এ সময়টি ভগবানের নাম কর্ব্বার বড় উপযুক্ত সময়! তাই ঋষিরা সন্ধ্যা-বন্দনার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন্! সমস্ত দিনের পরে মানুষ এই সময় একটু ভগবানের নাম ক'রে মনে শান্তি পায়!

[রমা গাহিতে লাগিলেন]

মাখি ফুল-পরিমল তারা-হার পরি গলে,
এস ওগো সন্ধ্যারাণী নেমে এস ধরাতলে!
কুসুম-সুবাস লয়ে,
অনিল যেতেছে ব'য়ে,
তোমার পূজার তরে, কুমুদ ফুটেছে জলে!
ছড়ায়ে কিরণ-রাশি,
শশী হাসে মধু-হাসি,
এস সতি! সেজে এস ব'স পতি-পদতলে!

[উদ্যানের প্রাচীর অতিক্রম করিয়া
উল্লম্ফনপূর্ব্বক প্যারিচাঁদ ও
গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।]

গোবর্দ্ধন। বিবিজান, বেশ গাইছ যে! বাবুর মন একেবারে তর্-বু-বু ক'রে দেবে!

প্যারি। চুপ্ শালা! চুপ্! এখানে কোন কথা নয়!

রমা। (ভীত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কে তোমরা? এখানে কেন এসেছ? এ বাগানে কি ক'রে ঢুক্‌লে?

প্যারি। [গোবর্দ্ধনের প্রতি] রুমাল-খানা কোথায়? শীগ্ গির মুখটা বেঁধে ফেল। নইলে এখনি চ্যাঁচাবে।

রমা। কি? তোমরা আমাকে বাঁধ্‌বে কেন? সুবোধ,—সুবোধ,—প্রফুল্ল বাবু—

গোব। আর প্রফুল্লবাবু নয়, এই-বার—

প্যারি। গাধা, কি বল্‌ছিস? শীগ্‌গির কাজ শেষ করেনে, দেরী হ'য়ে যাচ্ছে!

রমা। হায়! কেন তাদের সঙ্গে গেলুম না?

[রমার মুখ-বন্ধন করিয়া উভয়ে রমাকে ধরিয়া লইয়া গেল।]

[অন্নপূর্ণার প্রবেশ]

অন্ন। রমা! সন্ধ্যে হ'য়ে গেল মা, একলাটী এখানে কেন বসে রয়েছিস্? (দেখিয়া) কই, রমা ত' এখানে নেই। কোথায় গেল? সুবোধ যে ব'ল্লে এইখানে ব'সে আছে। তাইত, কোথায় গেল?

[ছুটিয়া সুবোধের প্রবেশ।]

সুবো। মা, মা,—দিদিকে কা'রা ধরে নিয়ে গেল!

অন্ন। সেকিরে? ধরে নিয়ে গেল কি? কে ধরে নিয়ে গেল?

সুবো। কি জানি মা! কারা দু'জন দিদিকে বেঁধে জোর করে গাড়ীতে তুল্লে।

অন্ন। কি সর্ব্বনাশ! তুই চেঁচালিনা কেন? কি হ'বে?

সুবো। আমি দিদিকে ডেকে নিয়ে যাবার জন্যে ফিরে আস্‌ছিলুম, দেখ্‌লুম্, গেটের ধারে কার গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা দিদিকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে, আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম, কেউ শুনতে পেলে না। সেখানেত কেউ ছিল না, মা?

অন্ন। কি হবে? ভগবান্! একি কর্লে? প্রফুল্ল কোথায়?—চলে গেছে?

সুবো। না, বাড়ীতে আছেন্।

অন্ন। যা বাবা, শীগ্‌গির প্রফুল্লকে ডেকে আন্ দেখি।

সুবোধ। যাই। (প্রস্থানোদ্যত) ঐ যে মা, প্রফুল্লবাবু এইখানেই আসছেন্।

[প্রফুল্লর পুনঃ প্রবেশ।]

অন্ন। প্রফুল্ল! সর্ব্বনাশ হয়েছে। জাত-কুল-মান, সব গেল।

প্রফু। কি হয়েছে?

অন্ন। রমাকে কারা ধ'রে নিয়ে গেছে।

প্রফু। ধরে নিয়ে গেছে!! অ্যাঁ, সেকি কথা? এইত সে এখানে বসেছিল।

অন্ন। কি জানি বাবা, সুবোধ বল্‌ছে, ধরে নিয়ে গেছে!

প্রফু। সুবোধ ছেলেমানুষ, কি বল্‌তে কি বল্‌ছে। বোধ হয়, সে বাড়ী গিয়ে থাকবে, চলুন্ দেখি গিয়ে।

সুবোধ। না প্রফুল্লবাবু, আমি দেখেছি কা'রা দু'জন দিদিকে ধ'রে জোর ক'রে গাড়ীতে তুলে। দিদির মুখ বেঁধে দিয়েছিল। আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম, কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না, কেউ শুনতে পেলে না।

প্রফু। অ্যাঁ, কখন দেখ্‌লে? কোন্ দিকে নিয়ে গেল তারা? একি বিপদ! না, আর দেরী করা হবে না। আপনি স্থির হোন্ মা। ভয় নেই, আমি এখনি রমাকে আপনার কাছে এনে দোব।

[প্রফুল্লর দ্রুত প্রস্থান।]

সুবোধ। মা, ঘরে চল। এখানে আমার বড় ভয় কচ্ছে।

অন্ন। চল বাবা! সর্ব্বেশ্বরকে, হরিদাসকে খপর দিই গে। নারায়ণ! এ কি কর্লে? এ কি বিপদের উপর বিপদে ফেল্লে হরি!

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ।

(একদিক দিয়া প্রফুল্ল অপর দিক দিয়া লীলার পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। প্রফুল্লবাবু, আপনার একখানা চিটি আছে।

প্রফু। চিটি? কে দিয়েছে?

পরি। বৌ-দিদি।

প্রফু। আমায়? সে কি?

পরি। হ্যাঁগো, এই নাও।

প্রফু। আমায় চিটি দিয়েছে? কি বল্‌ছ তুমি?

পরি। হ্যাঁগো, আমি কি মিছে কথা বল্‌ছি? ভাল বিপদ! এই দেখনা কেন?

প্রফু। না, বাবু আমি চিটী-পত্র কিছু নিতে পার্ব্বো না, তুমি যাও!

পরি। সেকি কথা গো! ভারী দরকারী চিটী যে!

প্রফু। (ইতস্ততঃ করিয়া) দেখি দাও। (পত্রপাঠ) ওঃ—হুঁঃ—আমি ঠিক্‌ই ভেবে ছিলুম্। চিঠিখানা কিছু আগে পেলে কাজ হ'ত। (পরিচারিকার প্রতি) তুমি যাও।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

একেবারে পুলিশ নিয়ে গেলেই ঠিক্ হয়। কিন্তু তাহলে আবার একটা কেলেঙ্কারী হয়। যাক্— দরকার নেই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

(মণীন্দ্রের বৈঠকখানা মণীন্দ্র ও হারাধন।)

হারা। মণিবাবু, খাও বাবা! (নিজে মদ্যপান করিয়া মণীন্দ্রকে দিল)

মণীন্দ্র। দাও। (পান করিয়া) কিন্তু ভাই, আজ আমার কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। প্যারি এখনও ফির্‌ল না!

হারা। ভয় কি চাঁদ? এখনি তোমার আঁধার হৃদয় আলো ক'রে প্যারিচাঁদ উদয় হবে।

মণীন্দ্র। না, হে না। যে কাজে গেছে, কি জানি কি করে আস্‌বে। আমার মনটা কিছুতেই স্থির হচ্ছে না।

হারা। কুচ্‌পরোয়া নেই, বাবু সাব! কাম সাফ্ ক'র্কে অভি দোস্ত আবে গা।

মণীন্দ্র। তুমি যাই বল না কেন, আমার মন বুঝ্‌ছে না। ভয় হচ্ছে! আশায় নিরাশায় প্রাণটা টল্‌মল্ ক'চ্ছে!

হারা। ভ্যালা মোর ভাই রে! বিরহ-শয়নে শয়ন ক'রে সুন্দরীর মুখ-পদ্মখানি ভাব্‌ছ বুঝি?

(রমাকে লইয়া প্যারিচাঁদ ও গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।)

প্যারি। এই নাও বন্ধু! তোমার বহু-কালের আশার জিনিষ এনেছি মনপ্রাণ ঠাণ্ডা কর। হেমঘোষের অপমানের প্রতিশোধ নাও।

মণীন্দ্র। (অগ্রসর হইয়া) এসেছ? এনেছ? কি ক'রে পেলে? কেমন ক'রে আন্‌লে?

প্যারি। হাঃ—হাঃ! আমি আস্‌মান থেকে চাঁদ ধ'রে আন্‌তে পারি বন্ধু! এ ত' কোন্ কথা? আমি যে কাজে যাব, সে-কাজ কি কখনও নিষ্ফল হয়, দাদা?

(রমার বন্ধন মোচন।)

হারা। বাহবা! এ কেয়া চিজ্? স্বর্গের না মর্ত্ত্যের?

রমা। এ কি, এ তোমরা আমাকে কোথায় আন্‌লে? আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছ?

প্যারি। হাঃ—হাঃ—! তোমার আজ বিয়ে সুন্দরী, বিয়ে! এইবার যত পার ডাক তোমার প্রফুল্ল বাবুকে। যমেরও সাধ্য নেই যে, এখান থেকে তোমাকে টেনে বার করে।

রমা। কে তোমরা? কেন আমাকে ধ'রে আন্‌লে?

আমার সঙ্গে ত তোমাদের কোনও শত্রুতা নেই!

হারা। আছে বৈ্যকি? পৈতৃক একটু একটু আছে।

রমা। তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে রেখে এস।

গোব। হ্যাঁ, রেখে আস্‌বার জন্যেইত এত কষ্ট করে ধ'রে আনা হ'ল।

হারা। এগিয়ে এস বিবিজান, এগিয়ে এস, বাবুর পা, টিপে দাও।

প্যারি। নাও, মণিবাবু, আলাপ কর।

[প্যারি ইয়ার দ্বয়কে চলিয়া যাইতে ইসারা করিল তাহারা মুখ-ভঙ্গী করিয়া চলিয়া গেল]

মণীন্দ্র। (জড়িত স্বঃরে) এগিয়ে—এস।

রমা। কে তুমি?

মণীন্দ্র। আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছ না? আমি মণীন্দ্র!

রমা। মণীন্দ্র? এ নাম আমি কখনও শুনি নি! আমাকে তোমার কি প্রয়োজন?

মণীন্দ্র। প্রয়োজন আছে ব্যই কি! এমন জিনিষে কার না প্রয়োজন থাকে?

রমা। পরিহাস কোরোনা, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও।

মণীন্দ্র। পরিহাস করিনি, সত্যি কথা বল্‌ছি। কাছে এস, মনে করেছিলুম তোমাকে দিয়ে পা টেপাব, কিন্তু দেখ্‌ছি তুমি পা টেপ্‌বার উপযুক্ত নও; তুমি বুকে রাখ্‌বার জিনিষ। এস এগিয়ে এস, (অগ্রসর হইয়া) কথা শোন।

রমা। (পশ্চাৎপদ হইয়া) বিনা অপরাধে কেন আমাকে বেঁধে আন্‌লে? আমি ত তোমাদের কোন অনিষ্ট করিনি! আমাকে ছেড়ে দাও,—তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও!

মণীন্দ্র। কাছে এস, ভয় কি? আমিও তোমার মতন মানুষ।

[অগ্রসর হইয়া রমার হাত ধরিতে গেল]

রমা। (দ্রুত পশ্চাৎপদ হইয়া) মানুষ? তোমরা মানুষ? অসহায়া বালিকাকে এম্নি ক'রে ধ'রে এনে এত অপমান ক'চ্ছ, তোমরা মানুষ? তোমরা পশুরও অধম!

মণীন্দ্র। (সক্রোধে) কি? ছোটমুখে বড় কথা? আমার ঘরে দাঁড়িয়ে, আমার মুখের উপর এম্নি উত্তর? দেখি, কে আজ তোকে রক্ষা করে।

[দ্রুত অগ্রসর হইয়া রমার হাত ধরিল]

[রমা হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল]

রমা। ছাড়, শীগ্‌গির ছাড়। যদি নিজের মঙ্গল চাও তবে এখনও বল্‌ছি, হাত ছাড়। মাথার উপরে ঈশ্বর আছেন্, একবার উপর দিকে চেয়ে দেখ। এত অধর্ম্ম তিনি কখনও সইবেন্ না।

প্যারি। ওরে বাবা! ছুঁড়ীর কথা শোন্!

মণীন্দ্র। একটা কথা বলি শোন, কেন ইচ্ছা ক'রে অপমান হবে ?

[রমার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল]

রমা। রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর, কে আছ অসহায়া বালিকাকে রক্ষা কর! ভগবান্! এ আমার কোন মহাপাতকের ফল ?

মণীন্দ্র। কোথায় যাবে সুন্দরি! এই আঁধার হৃদয় আলো ক'রে তোমায় থাকতে হবে। কতদিন ধ'রে চেষ্টা ক'রে, তবে তোমায় পেয়েছি, অনেক দিনের বাসনা আজ পূর্ণ কোর্ব্বো।

রমা। ওগো কে কোথায় আছ, আমাকে পিশাচের হাত থেকে রক্ষা কর।

[মণীন্দ্রের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল]

[ছুটিয়া লীলার প্রবেশ]

লীলা। ভয় নেই, বোন্! আমি আছি, (রমাকে জড়াইয়া ধরিলেন) আমি তোমায় রক্ষা কোর্ব্বো।

মণীন্দ্র। একি ? তুমি এখানে কেন, মেয়েমানুষ ?

লীলা। (রমাকে দেখাইয়া) এও ত মেয়ে মানুষ, এ এখানে কেন বল্‌তে পার ?

মণীন্দ্র। ওকে আমার দরকার আছে। তুমি ঘরের বৌ এত লোকের সাম্‌নে বাইরে কেন ? ভাল চাও ত শীগ্‌গীর চলে যাও। তুমি এখানে কি ক'র্ত্তে এসেছ ?

লীলা। আমি নারী, তাই নারীর মর্য্যাদা, সতীর সতীত্ব কুমারীর ধর্ম্ম রক্ষা ক'র্ত্তে এসেছি।

মণীন্দ্র। ওঃ—ভারি আমার রক্ষাকর্ত্তা! ভাল চাও ত ছেড়ে দিয়ে চলে যাও।

লীলা। না, কিছুতেই যাব না।

মণীন্দ্র। কি ? যাবি না ?

লীলা। না।

মণীন্দ্র। প্যারি! শীগ্‌গির এর হাত হাত থেকে মেয়েটাকে ছাড়িয়ে নাও ত'।

(প্যারি লীলার কাছ হইতে রমাকে টানিয়া আনিতে যাইল।)

লীলা। (লীলা বিরক্তি ও ঘৃণা ও তেজস্বিতার সহিত বলিলেন) খপরদার! নীচ কুলাঙ্গার!

প্যারি। (চমকিয়া উঠিল) ও বাবা! এ ছুঁড়ী যে আবার আগুণের ফুল্কি!

মণীন্দ্র। এখনও ভাল করে বল্‌ছি, চলে যাও।

রমা। (লীলার প্রতি) তুমি কে তা' জানি না, তুমি যেই হও, তুমি দেবী, আমাকে রক্ষা কর, আমায় ছেড়ে চলে যেও না!

লীলা। না, ভাই যাবনা!

মণীন্দ্র। কি ? এখনও গেলে না ? (লীলার হাত ধরিয়া টানিয়া) চলে যাও, দূর হও।

লীলা। তুমি এই বালিকাকে ছেড়ে দাও আমি একে নিয়ে চলে যাই।

মণীন্দ্র। হঁ্যা, তাই দোব! তোমার জন্যেই ত ওকে এনেছি!

লীলা। তবে আমিও যাব না।

মণীন্দ্র। কি ? মেয়ে মানুষের এতবড় আস্পর্দ্ধা! কিছুতে কথা শুন্‌বি নি ?

লীলা। তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার ধর্ম্ম-পত্নী, সহধর্ম্মিণী, কিছুতেই আমি তোমাকে এ পাপ ক'র্ত্তে দোব না। এ পাপের হাত থেকে আমি যেমন ক'রে পারি তোমায়

রক্ষা কোর্ব্বো। কিছুতেই আমি এ বালিকাকে ছেড়ে দোবো না।

মণীন্দ্র। বটে? তবে দেখি, কি ক'রে রক্ষা কর্ত্তে পারিস্!

(ধাক্কা দিয়া লীলাকে ফেলিয়া দিয়া রমাকে আকর্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন।)

রমা। রক্ষা কর ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও।

মণীন্দ্র। ভাল কথার কেউ নয়! এখনও বল্‌ছি আমার কথা শোন নইলে—

(ইত্যবসরে প্রফুল্ল বেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে মণীন্দ্রের গলা চাপিয়া ধরিয়া)

প্রফু। নইলে-? নইলে, কি ক'র্ব্বে বল? আর যে কথা বেরুচ্ছে না?

[প্যারি অবসর বুঝিয়া সরিয়া পড়িল]

মণীন্দ্র। (স্ফীতশিরা) ওঃ—মরে গেলুম! মরে গেলুম, কে তুমি? ও—উঃ—

প্রফু। (ঈষৎ ছাড়িয়া) চিন্‌তে পার, কে আমি? মণি রায়, তুমি এতদূর বেড়েছ? এম্নি লম্পট তুমি যে, প্রতিবেশীর মেয়ে, যাকে নিজের বনের মতন দেখা উচিত তাকে সুযোগ পেয়ে নিজের বাড়ীতে ধ'রে এনে, তার উপরে অত্যাচার কর্ত্তে যাছ। ভেবে দেখ দেখি, তুমি কি? তুমি কি একটা মানুষ? দিনরাত মাতলামি ক'চ্ছ, রাত্রে তোমার চিৎকারে পাড়ার লোক ঘুমুতে পারে না! তোমার চরিত্রগুণে তোমার বাড়ীর মেয়েরাও তোমাকে দেখে ঘোম্‌টা দেয়। এততেও তোমার একটু লজ্জা করে না? কি আর বলব তোমায়, তুমি উপদেশের অনেক বাইরে।

মণীন্দ্র। তুমি কার হুকুমে আমার বাড়ীতে ঢুকেছ? জান, আমি তোমার নামে ট্রেস পাসের চার্জ্জ আন্‌তে পারি!

প্রফু। বটে? আজকাল আবার আইন দেখিয়ে কথা কইতে শিখেছ, যে? আর তুমি যা ক'রেছ, তার কি শাস্তি জান? সুদীর্ঘ কালের জন্য শ্রীঘর বাস! শোন্ মণিরায়! এবার আমি তোমায় ক্ষমা কর্লুম্, নিজের বাড়ীতে বসে যা ইচ্ছে তাই কর, তাতে আমদেব ক্ষতিবৃদ্ধি বেশী নেই, কিন্তু তার বেশী যদি কিছু কখনও দেখ্‌তে পাই, তখন তুমি আছ, আর আমি আছি। আমি আইন আদালত বুঝি না, ভগবানের কৃপায় এই কব্‌জির জোরই আমার আইন, তা বোধ হয় কিছু পূর্ব্বেই মালুম্ করেছ!

[রমাকে লইয়া প্রফুল্ল চলিয়া গেলেন।]

মণীন্দ্র। কে ওকে খপর দিলে? কি করে ও জান্‌তে পার্লে? কে খপর দিলে?

লীলা। আমি দিয়েছি!

মণীন্দ্র। তুমি? তুমিই—আমার এই শত্রু?

লীলা। না 'আমি তোমার শত্রু নই, তোমার মঙ্গলের জন্যে-ই করেছি।

মণীন্দ্র। আমার মঙ্গল? আমার আশা নিষ্ফল ক'রে, লোকের কাছে আমাকে অপদস্থ 'করে, আমার মঙ্গল হচ্ছে? এত বড় স্পর্দ্ধা! (পাদাঘাত করিল) প্রফুল্ল বোস্ তোর কে হয়?

লীলা। কেউ নয়!

মণীন্দ্র। কেন তবে তাকে তুই খপর দিলি?

লীলা। বালিকার রক্ষার জন্যে, তোমার মঙ্গলের জন্যে।

মণীন্দ্র। ফের ঐ কথা? আমার মঙ্গলের জন্যে? আমার ঘোর অনিষ্ট ক'রে, আবার আমার মঙ্গল! বল্‌তে লজ্জা করে না? (পদাঘাত)

লীলা। (পড়িয়া গেলেন) মার, মার, মেরে ফেল, প্রাণের দায়ে আমি মিছে কথা বল্‌ব না। যৌবনের উন্মাদনায় আজ তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না যে, কি কু কাজ ক'র্ত্তে বসেছিলে! কিন্তু একদিন বুঝ্‌বে! একদিন অনুতাপের আগুণ হৃদয়ে জ্বলে উঠ্‌বে। তখন বুঝ্‌তে পার্ব্বে, আজ তুমি কি কুকাজ কর্চ্ছিলে! আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, আমার উচিত তোমাকে সর্ব্বতো ভাবে পাপের হাত থেকে রক্ষা করা,—তাই আমি জান্‌তে পেরে গোপনে প্রফুল্ল বোস্‌কে খপর পাঠিয়েছিলুম।

মণীন্দ্র। বড় কাজ করে ছিলে! এই তার ফল ভোগ কর।

(পুনঃ পুঃ পদাঘাত করিতে লাগিল]

লীলা। মাগো! গেলুম্‌!

মণীন্দ্র। মর, মর, আমি নিশ্চিন্ত হই। আর প্রফুল্ল, তোমার বড় তেজ হয়েছে, আচ্ছা, দাঁড়াও, তোমার এ তেজ ভাঙ্গব। যেমন করে পারি, তোমায় জব্দ কোর্ব্বো। আজ থেকে তোমার সর্ব্বনাশ করাই আমার প্রধান কাজ। বড় আশা ক'রে আছ রমাকে বিয়ে ক'র্ব্বে, সে পথ তোমার আগে বন্ধ কর্ত্তে হচ্ছে।

[প্রস্থান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

ভাবনা ভীতি নাই।

ও তোর ভাবনা ভীতি নাইরে
ও তোর ভাবনা ভীতি নাই!
মনের তরী জীবন-স্রোতে
আপনি চালা ভাই।

হালের রসি ধররে কষে
অকূলে যেন না যায় ভেসে
বিশ্বাসে তুই মধুর হেসে
চালারে তরী ভাই।

গহন রাতে তিমির ঘন
যবে ছাইবে আকাশ তল,
চারিদিকের সজীবতা
ভুল্‌বে কলরোল,

তখন তুই ডাকিস মোরে
বাহুর তলে রাখ্‌ব ঘেরে
ভাবনা ভীতি ভুলে যারে
ও তুই ভাবনা ভীতি ভোল!

ঝঞ্ঝাবাতের ভীষণ ঘাতে
যদি কাঁপিয়ে তোলে তরী
ডাকিস মোরে মনের মাঝি
ডাকিস্‌ পরাণ ভরি

ভাবনা ভীতি যাবে দূরে
চল্‌বে তরী নামের জোরে
ডাকিস্‌ ও তুই ডাকিস্‌ মোরে
ডাকিস্‌ পরাণ ভরি।

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাস—আমরা অত্যন্ত সন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে বামাবোধিনীর অন্যতমা লেখিকা "ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা' ও 'জীবনের দৃশ্যমালা' রচয়িত্রী, ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সদস্যা ও প্রধান কর্ম্মী, আদর্শ রমণী কৃষ্ণভাবিনী দাস মহাশয়া তাঁহার প্রাবর্ত্তিত ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া, কত নিরাশ্রয় অনাথিনীকে পুনরায় নিরবলম্বন করিয়া ১৭ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাত্রি নয় ঘটিকার সময় নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। এই মনস্বিনী নারীরত্নকে হারাইয়া বঙ্গদেশের নারীজাতির মহাক্ষতি হইল। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ আদর্শ নারীর একান্ত প্রয়োজন ছিল।

কৃষ্ণভাবিনীর চরিত্রে ভারতনারীর আদর্শ লজ্জাশীলতা, সহিষ্ণুতা, কমনীয়তা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মহৎগুণ সকল যেমন প্রস্ফুটিত হইয়াছিল তেমনি পাশ্চাত্যদেশের সাহস, তেজস্বিতা, স্বাধিনতা-প্রিয়তা, কর্ম্মনিষ্ঠা, জনহিতৈষণা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। এরূপ অমায়িক, আড়ম্বর শূন্য ধীর প্রকৃতির মানুষ দেখা যায় না। এই মহীয়সী নারীর বয়স হইয়াছিল প্রায় ষাটের কাছাকাছি কিন্তু আমরা কখনও তাঁহার মাথার ঘোমটা একটুও সরিতে দেখি নাই।

ইনি বিখ্যাত শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের পুত্রবধূ ও "পাগলের প্রলাপ" প্রণেতা সুপণ্ডিত দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের পত্নী। ইনি স্বামীর সহিত বহুবৎসর বিলাতে বাস করিয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু ইঁহাকে দেখিয়া কেহ মনে করিতে পারিতেন না যে তিনি ধনী গৃহের বধূ কিম্বা পাশ্চাত্যদেশের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা বিলাত প্রত্যাগতা!

হায়! আর সে নিস্বার্থ, পবিত্র, উজ্জ্বল, সুন্দর, কমনীয় মুখখানি নারীগণের মধ্যে সকলকার পশ্চাতে কেহ দেখিতে পাইবে না। আর সে পরহিতব্রতে আত্মোৎসর্গকৃতা দেবীকে নারীজাতির সেবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে দেখিবে না।

বিধাতা কন্যা ও স্বামীশোকে সন্তপ্তা দেবী কৃষ্ণভাবিনীকে তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দিয়া চিরশান্তি দান করুন।

সাহিত্য-সম্মিলনে আমন্ত্রণ—এবার হাওড়া-সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন। আগামী ৬ই বৈশাখ শনিবার হইতে অধিবেশন আরম্ভ হইবে। বঙ্গের সাহিত্যসেবী সাহিত্যানুরাগী সকলকেই আমরা আমন্ত্রণ করিতেছি।

আমারা সকলের ঠিকানা অবগত নহি। সুতরাং আমরা সকলকে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ করিবার সুযোগ পাইব না। তাই সাধারণভাবে বঙ্গসাহিত্যের সেবক ও সুহৃৎ সকলকেই আমরা আমন্ত্রণ করিতেছি,—আসুন, ভাই ভাই সকলে একপ্রাণ একমন হইয়া মায়ের মন্দিরে অঞ্জলি দানের জন্য উপস্থিত হউন।

সম্মিলনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার ব্যবস্থা যথাশক্তি করা হইতেছে। সম্মিলনের অধিবেশন জন্য হাওড়ার ময়দানে প্রকাণ্ড এক

মণ্ডপ প্রস্তুতের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে; আর, সে মণ্ডপ বেষ্টন করিয়া, তাহার চতুষ্পার্শ্বে সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান কৃষি শিল্প প্রভৃতি বিষয়ক বিবিধসামগ্রীপূর্ণ প্রদর্শনী খুলিবার আয়োজন হইতেছে। মহিলাগণের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। প্রতিনিধিগণের বাসস্থানের জন্য হাওড়ার ষ্টেশনের উত্তরস্থিত প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা স্থির করা হইয়াছে।

যে সকল সাহিত্যসেবী এই সম্মিলনে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সত্বর আমাকে পত্র লিখিয়া বিস্তারিত বিবরণ অবগত হউন।

উন্মাদের আত্মকথা।

ছুটে যাই পুনঃ চাই, ফিরায়ে বদন
পায়ে পায়ে পিছু হেঁটে, পুনঃ হেথা আসি ছুটে
আবার,—আবার হই, বিভ্রমে মগন।
দারুণ মোহেতে মজি, আপনি বন্ধন গড়ি
শৃঙ্খলিত করি নিজ কর ও চরণ
ভুলে যাই, আত্মলক্ষ্য—আপন সাধন!

ছেয়ে আসে কুজ্ঝটিকা চরাচর ছেয়ে
জাগে শব্দ কোলাহল, জ্বালা ভরা হলাহল
ঝালাপালা করে প্রাণ, উদ্বেগ বিস্ময়ে—
ঐ কে কোথায় ডাকে, অন্ধকারে মুখ ঢাকে
ওকি বলে ওকি চাহে, মরি সদা ভয়ে,
অশান্তি বিদ্যুৎ অগ্নি, ঝলসে হৃদয়ে!—

"হবে না, হোল না কিছু" একি বিড়ম্বন?
ইচ্ছা মাঝে শক্তি নাই, ভয়ে ভীত সদা তাই,
শিখিয়াছি অসন্তোষে নারীর রোদন!
সতত অবজ্ঞা ভরে, সবাই শুনায় মোরে
আমার যা কিছু শক্তি বৃথা আস্ফালন!
অর্থহীন, ভিত্তিহীন, আকাশ কুসুম!

* * *

তোমরা কাজের লোক কাজ কর ভাই,
আমার আঁধার কোণে, আমি আছি নিজ ধ্যানে
তোমরা কোরনা দৃষ্টি যোড় হাতে চাই!
দর্পিতের পদ ভরে আমার এ খেলা ঘরে
বাধে যে বিপ্লব কত সংখ্যা তার নাই
অন্তরে আতঙ্ক ত্রাসে, কেঁদে মরি তাই!

সংসারে কাজের লোক আছে নিজ কাজে—
আমি আছি নিজ ধ্যানে, লাঞ্ছনা আগুন প্রাণে
অতীত ভবিষ্য ভুলি অলক্ষ্যের মাঝে!
বর্ত্তমানে ভাবিবার, শক্তি নাই প্রাণে আর
তাইত চলেছি—দীন আত্মহারা সাজে
খুঁজিতে অন্তর অন্তে—আত্মেতর রাজে!

নারী

অজ্ঞানের অন্ধকারে কতকাল ঘুমাইয়া রব?
বিষাদের মহাগাথা নিরজনে কতদিন গাব?
শত অপমান সহি পড়ে রহি প্রাচীরের তলে;
পুরুষের কঠিন চরণ ধরণীতে পড়ে অবহেলে।
নারীর কোমল দেহ ততোধিক কোমল চরণ,
কণ্টক বিঁধিবে ভয়ে চিররুদ্ধ রহে আগরণ।
হায় মূর্খ! কাঁটা হেরি পুষ্পবনে করনা ভ্রমণ!
কণ্টক বাছিয়া কভু কমল কি করনা চয়ন?
সমাজের শত কাঁটা সবে মিলি দূর কর যদি,—
আঁধারের অবরোধ রহিবে না তবে নিরবধি।

শ্রী অমিয়া গুপ্তা।

৺কৃষ্ণভাবিনী দাস।

অবতারণা

যে আদর্শ-নির্ম্মলচরিত্রা রমণী আমাদের এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, স্বভাবসিদ্ধ সরল ধর্ম্মপ্রাণে অনুপ্রাণিত ও স্বগৃহ এবং স্বদেশীয় নারীকুলের শিরোমণি হইয়া, ধীর ও সহিষ্ণু ভাবে জীবনের প্রতিকূল অবস্থায় দুঃখ-বেদনা-বহন-পূর্ব্বক ভগবচ্চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, যিনি স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি-কল্পে রত থাকিয়া, নিজ বিগত-দিনের উচ্চ-বংশানুগত পদমর্য্যাদা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যশঃস্পৃহা বিস্মৃতির অগাধ জলে বিসর্জ্জন দিয়া দেশ-সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যাঁহার মনোবেদনার অংশ চিরদিন আমার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, তাঁহারই পবিত্র নিষ্ঠাময়-প্রকৃতি ও কার্য্যের কথা সংক্ষেপে কিয়দংশ জ্ঞাপন করিতে অভিলাষিণী হইয়া প্রিয় বামাবোধিনীর পাঠিকা, আমাদের স্নেহের কন্যা ও ভগ্নীগণকে উপহার দিতেছি।

শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী যখন জীবিতা ছিলেন, তখন এই জীবনী লিখিয়া তাঁহাকে দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিবার জন্য পাঠাই। তাহাতে তিনি যে পত্রখানি আমাকে লিখেন, তাহা এতৎ সহ প্রকাশিত করিলাম। পাঠিকাগণ এই পত্রখানি পাঠ করিলেই দেবী কৃষ্ণভাবিনীর মহৎ জীবনের প্রকৃত পরিচয় পাইবেন।

আজ কৃষ্ণভাবিনী আর ইহলোকে নাই! তাঁহারই কথামত আমি সাধারণের সমক্ষে এই জীবনাদর্শ প্রকাশিত করিয়া কৃতার্থ হই।

কৃষ্ণভাবিনীর পত্র :— "প্রিয়-ভগিনি! আমায় মাপ করিবে। আমি এ খাতা পড়িতে বা ইহাতে কিছুই লিখিতে পারিব না। তোমরা আমায় অত্যন্ত ভালবাস জানি এবং সেই অযাচিত স্নেহের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া থাকি। কিন্তু ভাই! তোমার পায়ে পড়ি, আমায় নির্জ্জনে নীরবে খাটিতে দাও, সাধারণের সমক্ষে আমার এ ক্ষুদ্র জীবনের ঘটনা প্রকাশ করিও না, আমায় মৃত্যুর পর যদি তুমি বাঁচিয়া থাক তখন প্রকাশ করিতে পার। এখনও সময় আসে নি। ভাই! কিছু মনে কোরো না। তোমার স্নেহ ভাবিয়া আমার চোকে বাস্তবিক জল পড়িতেছে, কিন্তু কেহ যেন টের না পায়, তুমি উহা লিখেছ। আমায় বড় লজ্জা করবে। আগামী কাল ৫টার সময় আমাদের বাড়ীতে শিক্ষয়িত্রী-সম্মিলনী হবে, তুমি যদি আসিতে পার ত জানাবে, গাড়ী পাঠাব। ভালবাসা লও। তোমার অভিন্নহৃদয়া বন্ধু

কৃষ্ণভাবিনী"

কৈশোর জীবন।

যখন আমার বয়স ১৫।১৬ বৎসর, তখন কলিকাতায় আমার প্রথমা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার পরও ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিস্তার পাই নাই। আমার পূজনীয় শ্বশুরমহাশয়, শাশুড়ী-ঠাকুরাণী, স্বামী, ননন্দৃগণ সকলেই আমার জন্য ভাবিত। আমার পিতৃব্য-সম নন্দাই যিনি আমার পিতার পরম বন্ধু ও যিনি আমাকে শ্বশুরালয়ের একমাত্র-পুত্র-বধূরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই ডাক্তার-মহাশয়ের যত্ন-চিকিৎসা সত্ত্বেও

মাঝে মাঝে জ্বরে পড়ি। একদিন আমার অল্প জ্বর আছে, সূতিকা গৃহে ৭।৮ দিনের কন্যা লইয়া শয়ন করিয়া আছি, দেখিলাম, আমার কনিষ্ঠা ননদিনীর ননদিনী, কলিকাতার কোন খ্যাতনামা ধনাঢ্যের পত্নী, বধূকন্যা-সহ তাঁহার ভাতৃজায়া-সমীপে আগমন করিলেন, (বোধ হয় আমার শ্বশ্রূমাতা বা ননদিনীর সাদর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে)। বধূটীর সেই কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলের সুকোমল রূপলাবণ্য, সেই অনিন্দ্য মাধুর্য্যময়ী সরলতা-মণ্ডিত মুখখানির প্রথম দর্শনেই আমি মুগ্ধ হইলাম। আমার মাতৃসমা ননদিনীঠাকুরাণীর নিকট অনেক বার ইহার গুণের কথা শুনিয়াছি। ইহার স্বামীর বিলাত-গমনের বিষয় ও তজ্জনিত ইহার বিলাস-বাসনা-বর্জ্জিত হইয়া অবস্থানের কথা কত প্রশংসার সহিত ননদিনীকে বারংবার কহিতে শুনিয়া পূর্ব্বেই ইহার অনেক পরিচয় পাইয়াছিলাম ও মাঝে মাঝে ইহাকে দেখিবার জন্য বলবতী ইচ্ছাও হইত। এক্ষণে চাক্ষুষ দর্শনে আমার অসুস্থতার মধ্যেও প্রফুল্লতা দেখা দিল, কিন্তু শরীর ভাল না থাকিলে সকলটাই পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয় না, তাই তেমন উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারিলাম না। ইনি শ্রীনাথ দাসের চতুর্থ-পুত্রবধূ। ইঁহার ১ বৎসরের কন্যাটীকে মধ্যমা বধূ বসন্তকুমারীই স্নেহবশতঃ কাছে কাছে রাখেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই। ইনি একাই শ্বশ্রূমাতার সঙ্গে আসিয়াছেন, শাশুড়ী ইহাকে তিলার্দ্ধ চক্ষের অন্তরাল করিতে পারেন না।

সচরাচর বঙ্গগৃহে যেমন ননদ-ভাজ হইয়া থাকে, আমাদের সেরূপ নয়। প্রথমতঃ, আমার ননদগুলি আমার জননীরও বয়োজ্যেষ্ঠা; দ্বিতীয়তঃ, সকলে একমাত্র ভ্রাতাকে পুত্রবৎ দেখিতেন ও সেই কারণে আমাকে অতিরিক্ত আদর যত্ন করিতেন। কত যে আদর-যত্ন, তাহা যে কেহ দেখিয়াছেন, তিনি ছাড়া আর কেহ বুঝিবেন না। আমাকে কন্যা সম ভাবিলেও আদর করিয়া সকলে "বউদিদিই" বলিতেন ও যত কিছু আবদার আদরের সহিত শুনিতেন। আমি তাঁহাদের দিদি বলিয়া ডাকিয়াই তৃপ্ত হইতাম। যখন বধূটী আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার কন্যাটীকে সযত্নে বুকে তুলিয়া লইলেন, আমার যেন তাহাকে চির-পরিচিতের মতই বোধ হইল। সমস্তক্ষণ আমার কাছে থাকিয়া সেই চতুর্দ্দশবর্ষীয়া প্রবীণার ন্যায় স্থিরবুদ্ধি স্নিগ্ধমূর্ত্তি বালিকা অতিসংক্ষেপ সরল ও অল্পভাষে যে কয়টি কথা আমার সহিত কহিলেন, তাহা যেন অমৃতময় লাগিল। তখন ছোটদিদি বলিলেন, "বউদিদি! এই ন' বউমার কথা বলে বলে তোমার কাছে পুরণো করে দিয়েছি।" তাঁহাকে তিনি বলিলেন, "ন'বউমার মেয়ে ফেলে এসে বুঝি মন কেমন কচ্ছে, তাই আঁতুড়ে গিয়ে আমার ভাইঝি কোলে করে এতক্ষণ বসে আছ?" বধূ কিছু বলিলেন না; এমন একটী সরল ঈষৎ হাস্যরেখা তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল, যে তাহা এখনও আমার মনে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। মনে মনে ভাবিলাম, বিষণ্ণ অন্তরের মুখ ত গম্ভীরই দেখায়; এত তাহা নয়! বিষণ্ণভাবের ছায়াযুক্ত প্রফুল্ল ধীর স্থির মুখখানি! তখন তাহা পবিত্র স্বভাবের স্বর্গীয় শোভা বলিয়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই নাই। যাহা হউক, সে-দিনকার সামান্য

জ্বরেও আমার আরামে কাটিল। একত আঁতুড়ে একা থাকিতে হইল না, তাহাতে কথা কহিবার লোক পাইলাম। বাটীতে অন্যসমবয়স্কা কেহ ছিল না, ছোটদিদি সংসার দেখেন, শ্বশ্রূমাতা প্রাচীনা, (আপন কক্ষেই প্রায় পড়িয়া থাকেন। শরীরও তাঁর অসুস্থ), সুতরাং সকল দিন চুপ্‌টী করিয়াই আমার কাটে। যাহা হউক্, ঝির হাত হইতে আমার ক.াটীকে সমস্ত দিন সযত্নে রাখিয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী যাইবার জন্য বিদায় লইয়া যখন তিনি চলিয়া গেলেন, তখন সমস্ত দিনের উপকার আমি যেন ভুলিতে পারিলাম না। কিন্তু আমি এমনই বর্ব্বর ছিলাম যে, তাহার যাইবার সময় তাঁহাকে একটুও কৃতজ্ঞতা জানাইলাম না। সেই সরল মুখখানি যেন আমার চিরদিনের প্রাণের বন্ধু বাল্য-সঙ্গিনী ভগ্নী কাত্যায়নীর মতই লাগিল, এবং তাহার মতই আপনার লোক বলিয়া ভালবাসিতে ইচ্ছা হইল। মানুষ জগতে কত লোকের সহিত পরিচিত হয়, কিন্তু কাহাকে কাহকে হৃদয় এত নিকটবর্ত্তী করিতে চায় কেন, আর হৃদয়ের আদান-প্রদানে এত তৃপ্তই বা হয় কেন? ইহা বুঝিতে পারা কঠিন। অবশ্য স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগত ঐক্য বা একমত কি একধর্ম্ম হইলে বন্ধুত্ব জন্মে, কিন্তু এস্থলে তাহা কিছুই নয়, এ যেন সেই রামে-সুগ্রীবে মিত্রতা, আমার মনে হইল। কৃষ্ণভাবিনী ও কাত্যায়নীর প্রকৃতির সরলতা ও ধীরতা একই প্রকার। আমার তদ্বিপরীত। কিন্তু দুজনেই আমাকে কেন এত ভালবাসার চক্ষে দেখিল, জানি না। বিবাহের অল্পকাল পরেই কাত্যায়নীসহ বিচ্ছিন্ন; মনে হইল কিশোরী যেন সে-অভাব দূর করিতে আবির্ভূতা হইলেন। কৃষ্ণভাবিনী আমার অন্তরের মমতা আকর্ষণ করিলে, ছোটদিদির কাছে তাঁহার সব বিষয় শুনিবার আগ্রহ বাড়িল। ইহার পরই কৃষ্ণভাবিনীদিগের পরিবারের একটী দুর্ঘটনায় তাঁহার আত্মবিস্মৃত হইয়া সেবার কথায় তাঁহার উপর শ্রদ্ধা আরও দ্বিগুণ হইল।

রোগীর শুশ্রূষা।

কৃষ্ণভাবিনীর শ্বশুর মহাশয় শ্রীনাথ দাসের ৫টী পুত্র ও ৪টী কন্যা। পুত্র-উপেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র, সুরেন্দ্র, দেবেন্দ্র, ও যোগেন্দ্র। জ্যেষ্ঠ উপেন্দ্র পত্নীবিয়োগান্তে বিলাত যাত্রার পর হইতেই স্বতন্ত্র। তাহার একমাত্র পুত্র পিতামহ-পিতামহীরও বড় আদরের ধন। মাতৃহীন বালককে সকলেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিতেন। সেই বালক যখন দীর্ঘকাল লিভারের অ্যাব্‌শেস্‌-রোগ ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল, কৃষ্ণভাবিনী নিজ কন্যাকে বসন্তকুমারীর কাছে সমর্পণ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রাণ-ঢালা যত্নেও তাহাকে বাঁচাইতে না পারিয়া পুত্রশোক-তুল্য বোধ করিলেন। পরিবারের সকলেই নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। পিতামহী শোকে অধীর হইলেন। ছোট-দিদির মুখে যখন এ-সকল শুনিলাম, কৃষ্ণভাবিনীর এ বয়সে এত সহিষ্ণুতা ও সেবাপরায়ণতার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কৃষ্ণভাবিনী ছায়ার মত শ্বশ্রূমাতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, দিবাভাগে গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত রহিয়া সন্ধ্যাকালে ইষ্টদেব-স্মরণান্তে কন্যাটীকে বুকে লইয়া স্বামীর অপরিসীম প্রেম-কাহিনী ভাবিতে ভাবিতে যে-দিন নিদ্রাভিভূত হইতেন স্বপ্নেও সেই পতিদেবতার মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন; আবার যে-রাত্রে স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিতেন, সে রাত্রি নিদ্রা তাঁহার নিকট বিদায় লইত। দিবাভাগে কন্যা তিলোত্তমা বসন্তকুমারীর নিকট ও জ্ঞানেন্দ্রের চক্ষু সম্মুখে দাস দাসীর কাছে থাকিত, সন্ধ্যাকালে তাহাকে বক্ষে ধরিতে তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইত।

ইহার কিছুদিন পরে একদিন আমি কন্যাসহ নিজ কক্ষে বসিয়া আছি, এরূপ সময় একখানি পত্র পাইয়া পড়িলাম—"প্রিয় ভগিনি, তোমাকে দেখিয়া অবধি সর্ব্বদা মন তোমার কাছে ছুটিয়া যায়। এত দূরে থাকিয়া ইচ্ছামত দেখা সাক্ষাৎ অসম্ভব। পত্র-দ্বারা আলাপ চলিলে সে-অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর হইতে পারে।

দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী ভগ্নী কৃষ্ণভাবিনী

আমি এ-পর্য্যন্ত তাঁহাকে নাম জিজ্ঞাসা করি নাই। তবে কোনোদিন ছোটদিদি হয়ত বলিয়া থাকিবেন, তাঁদের ন'বউএর নাম কৃষ্ণভাবিনী। তাই আন্দাজে বুঝিলাম, নতুবা আর ত এরূপ কেহ লিখিবার নাই। এক কাত্যায়নী! এতো তার হস্তাক্ষরও নয়, সে এ পত্রও নয়। অবশেষে ছোটদিদির কথাই মনে করিয়া তাহার ন'বউয়ের নামই কৃষ্ণভাবিনী স্থির করিয়া পত্রোত্তর দিলাম। এবার কৃষ্ণভাবিনীর সুদীর্ঘ পত্রোত্তর পাইয়া পুলকে পূর্ণ হইলাম, সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণভাবিনীর মুখখানি, তাহার গুণের কথা, পতিবিরহিত গৃহে অবস্থানের কথা, গুরুজনে ভক্তি, ধর্ম্মভাব, জ্ঞান-চর্চ্চা, সমস্ত ভাবিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসার উদ্রেকে আপনাকে কত হেয় মনে হইতে লাগিল, এবং এমন অযোগ্যকে বন্ধু বলিয়া প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছে, ভাবিয়া আমার আরও গৌরব বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন কৃষ্ণভাবিনীকে প্রাণ খুলিয়া পত্রোত্তর দিলাম। এইরূপে কত শত পত্রের আদান-প্রদানে কৃষ্ণভাবিনী আমার নিকট হইতেও নিকটতর অন্তরঙ্গ বন্ধু হইলেন। মধ্যে মধ্যে মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতা-আসিলে কয়েক দণ্ড মাত্র দেখা হইত। তাহাতে উভয়েরই মনের সাধ মিটিত না। ইহার কিছুদিন পরে শুনিলাম রাধারাণী ও মাতৃসমা শ্বশ্রূমাতার লোকান্তর-গমনে কৃষ্ণভাবিনী শোকার্ত্তা হইয়াছেন। কৃষ্ণভাবিনী সমস্ত দিন শাশুড়ী ছাড়া থাকিতেন না, শাশুড়ীও বধূকে এক দণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার মৃত্যু-শয্যায় কৃষ্ণভাবিনী প্রাণপণে শাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া চিকিৎসক হইতে দাস-দাসীকে অবধি আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন। ছোটদিদির মুখে সে সব শুনিলাম। পত্রেও কৃষ্ণভাবিনীর মর্ম্মবেদনা ব্যক্ত হইল। আমার কাছে তাহার আর কোন বিষয়ই গোপন নাই। যখন অবসরকালে কৃষ্ণভাবিনীর জীবনালেখ্য আমার স্মৃতি পথারূঢ় হইত, সে বিষাদের ঘন মেঘ যেন হাত দিয়াই সরাইতে ইচ্ছা হইত। কত দিনে তাহার স্বামী দেশে ফিরিয়া তাহাকে সুখী করিবেন, ইহাই ভাবিতাম। তাঁর শ্বশ্রূমাতার মনে পাছে ক্লেশ হয়, সেজন্য কৃষ্ণভাবিনীর পিত্রালয়ে যাওয়াও প্রায় ঘটিত না। তাঁহার মাতৃসন্নিধানে যাইতে সময় সময় প্রাণ ব্যাকুল হইত, ইচ্ছামত মাতৃ-দর্শন ঘটিত না। ভগ্নীগণ যাহারা কলিকাতায় থাকেন তাঁহারা মধ্যে মধ্যে লইয়া যাইতেন বা কোন ক্রিয়োপলক্ষে কৃষ্ণভাবিনীদের বাটীতে নিমন্ত্রণে আসিতেন, তাহাতেই দেখা-সাক্ষাৎ হইত। কর্ত্তব্যপরায়ণা কৃষ্ণভাবিনীর কিছুতে বিরক্তি বা অসন্তোষ নাই। শাশুড়ী বর্ত্তমানে তাঁহার আজ্ঞাধীনে সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতেন, সদাসর্ব্বদা বিবিধ কর্ম্মে সাহায্য করিয়া তাঁহাকে যারপর নাই সুখী ও সন্তুষ্ট করিতেন, দেবর, ননদ, আত্মীয়গণ দাস-দাসী পর্য্যন্ত সকলেরই এক দিনও ন'বউ বিনা চলে না। কৃষ্ণভাবিনীর জীবনের একটী মহাগুণ কর্ম্ম-তৎপরতা; ইহা-দ্বারা তিনি অল্প বয়স হইতেই মনের সকল দুঃখ, তাপ, গ্লানি হইতে চিত্তবেগ শান্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন। চিন্তায় বাক্যে ও কার্য্যে ইনি সদাসর্ব্বদা একইরূপ শুদ্ধতা ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন; বয়স্যা-গণসহও ইঁহাকে কখনও বৃথা বাক্যব্যয় বা চটুল হাস্য-রহস্য, পরিহাস করিতে শোনা যায় নাই। সকলের সার মানব-হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটীই কৃষ্ণভাবিনীতে চিরদিন সমভাবে বর্ত্তমান দেখিয়াছি! সেটী ঈশ্বরে ঐকান্তিক বিশ্বাস ও নির্ভরতা, নিঃস্বার্থ অন্তঃকরণ ও সেবাপরায়ণতা। ইহা কৃষ্ণ-ভাবিনীর স্বভাবজাত গুণ। শিক্ষায়, চেষ্টায় কাহারও এত গুণ লাভ হয় বলিয়া আমি জানি না। (ক্রমশঃ)

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৬৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 668. April, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬৮ সংখ্যা।	চৈত্র ১৩২৫। এপ্রিল, ১৯১৯।	১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

মিশ্র—কাওয়ালী।

প্রভু তোমার সঙ্গীত ভেসে আসে
সুগন্ধ মলযজ পবনে ;
তোমার সঙ্গীত ভেসে আসে
এই নিমেষ-হারা নীল গগনে !
তোমার সঙ্গীত ভেসে আসে
রবি-তারা-চন্দ্রমা-কিরণে,
সকাল সাঁঝের অরুণাকাশের
ঝর ঝর নির্ঝর ছিরণে !
প্রভু তোমার সঙ্গীত ভেসে আসে
এই কূজিত গুঞ্জিত কুঞ্জ-বনে ;
প্রভু তোমার সঙ্গীত ভেসে আসে
এই ফল-ফুল-পূজিত কাননে !
প্রভু তোমার সঙ্গীত ভেসে আসে
মম বিজন মানস-উপবনে,
শিহরিয়া বাঁশী বাজে মরমে
ভাষাহীন মধু-কল-স্বননে।

কথা ও সুর—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এল্। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

[গগা]
সসা

২´ ৩ ০
II সা সা -পা পা । পা -া পা পা । পা পা পা -ধা ।
তো মা ০ র স ঙ্ গী ত ভে সে আ ০

১ ২´ ৩
। পা -া -া -মা I মা মা -া মা । গা রা সা সা ।
সে ০ ০ ০ সু গ ন্ ধ ম ল য় জ

০ ১ ২´
। সা রমা গা সসা । সা সা -া সা I সা -া সা সা ।
প ব০ নে প্রভু তো মা ০ র স ঙ্ গী ত

৩ ০ ১
। সা সা সা -রা । রসন্‌া -া সসা মা । মা মা মা গরা I
ভে সে আ ০ সে০০ ০ এই নি মে ঘ হা রা০

২´ ৩ ০
I সসা সা রসা গা । পা পা -া না । না -া না না ।
নীল গ গ০ নে তো মা ০ র স ঙ্ গী ত

১ ২´ ৩
। না না না -া I র্সা পা -া -া । পা পা পা পা ।
ভে সে আ ০ সে ০ ০ ০ র বি তা রা

০ ১ ২´
। মা -া গা রসা । সা রমা গা সসা I গা পা পা পা ।
চ ন্ দ্র মা০ কি র০ ণে প্রভু স কা ল সাঁ

৩ ০ ১
। পা -া -া পনা । ধা ধা পা পা । ধা পা -া -া I
ঝে ০ ০ র০ অ রু ণা কা শে ০ ০ র

২´ ৩ ০
I মা মা মা মা । গাঃ গঃ সা সা । সা রা -মা গা ।
ঝ০ র ঝ র নি র্ ঝ র ছি র ০ ণে

১
। -া -া -া গগা II
০ ০ ০ প্রভু

২´　　　　　　　৩　　　　　　　০
পূপ্ II পা। পা। -া সা । সা -া সা সা । সা সা সরা -রা ।
প্রভু　　তো মা ০ র　স ঙ্ গী ত　ভে সে আ০ ০

১　　　　　　　২´　　　　　　　৩
। রা -া -া সসা I সা -মা মা মা । মা -া মা মা ।
সে ০ ০ এই　কূ ০ জি ত　গু ঞ্ জি ত

০　　　　　　　১　　　　　　　২´
। গা মা গা রা । গ -া -া গগা I গা গপা -া পা ।
কু ঞ্ জ ব　নে ০ ০ প্রভু　তো মা০ ০ র

৩　　　　　　　০　　　　　　　১
। পা -া পা পা । পা পা পধা -া । পা -মা -া মমা I
স ঙ্ গী ত　ভে সে আ০ ০　সে ০ ০ (এই)

২´　　　　　　　৩　　　　　　　০
I মা মা মা মা । গা -রা সা সা । সা -া -রমা -া ।
ফ ল ফু ল　পূ ০ জি ত　কা ০ ন০ ০

১　　　　　　　২´　　　　　　　৩
। গা -া -া গগা I পা পা -া না । না -া না না ।
নে ০ ০ প্রভু　তো মা ০ র　স ঙ্ গী ত

০　　　　　　　১　　　　　　　২´
। না না নর্সা -নর্সা । র্সা -পা -া পপা I পা -া পা পা ।
ভে সে আ ০　সে ০ ০ মম　বি ০ জ ন

৩　　　　　　　০　　　　　　　১
। মা -া মা মা । গা -মা গা রা । গা -া -া -া I
মা ০ ন স　উ ০ প ব　নে ০ ০ ০

১´　　　　　　　৩　　　　　　　০
I গা গপা পা পা । পা পা পা পনা । ধা -া পা -া ।
শি হ০ রি য়া　বাঁ শী বা জে০　ম ০ র ০

	১				২				৩			
।	ধা	-পা	-া	-া I	মা	মা	মা	-া ।	গা	রা	সা	সা ।
	মে	০	০	০	ভা	ষা	হী	ন	ম	ধু	ক	র

	০				১			
।	সা	-া	রমা	-া ।	গা	-া	-া	সসা II
	স্ব	০	নং	০	নে	০	০	প্রভু

অষ্টাবক্রগীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ষোড়শ প্রকরণ।

আচক্ষ্ব শৃণু বা তাত নানাশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ।
তথাপি ন তব স্বাস্থ্যং সর্ববিস্মরণাদৃতে ॥১॥

হে শিষ্য, যদ্যপি তুমি নানাশাস্ত্র বহুবার ব্যাখ্যা কর অথবা শ্রবণ কর, তথাপি সকল-ভেদ-বিস্মরণ করা ব্যতিরেকে, তুমি (স্বরূপ-লাভ বা মুক্তিরূপ) স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিবে না। ১।

ভোগং কর্ম সমাধিং বা কুরু বিজ্ঞ তথাপি তে।
চিত্তং নিরস্তসর্বাশমত্যর্থং রোচয়িষ্যতি ॥২॥

হে শিষ্য, তুমি জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া বিষয়-ভোগ কর, অথবা সকামকর্ম কর অথবা সমাধির অনুষ্ঠান কর, তথাপি তোমার চিত্ত সর্বপ্রকার বাসনারহিত আত্মস্বরূপেই অধিক রুচি জন্মাইবে। ২।

আয়াসাৎ সকলো দুঃখী নৈনং জানাতি কশ্চন।
অনেনৈবোপদেশেন ধন্যঃ প্রাপ্নোতি
নির্বৃতিম্ ॥ ৩॥

বিষয়ের জন্য পরিশ্রম করিয়াই সকলে দুঃখী হয়, কিন্তু কেহই ইহা বুঝে না; ভাগ্যবান্ পুরুষ এই উপদেশ পাইয়াই (বিষয় ত্যাগপূর্বক) পরমসুখ প্রাপ্ত হ'ন্।

ব্যাপারে খিদ্যতে যস্থ নিমেষোন্মেষয়োরপি।
তস্যালস্যধুরীণস্য সুখং নান্যস্য কস্যচিৎ ॥ ৪ ॥

যে পুরুষ নেত্রের নিমেষ- ও উন্মেষ-ব্যাপারেও পরিশ্রম মনে করিয়া দুঃখিত হয়, সেই পরম আলস্যসম্পন্ন (অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়) ব্যক্তিরই সুখ হয়, অন্য কাহারও সেই সুখ হয় না। ৪।

ইদং কৃতমিদং নেতি দ্বন্দ্বৈর্মুক্তং যদা মনঃ।
ধর্মার্থকামমোক্ষেষু নিরপেক্ষং তদা ভবেৎ ॥৫॥

'ইহা করা উচিত', 'ইহা করা উচিত নহে', এই প্রকার বিধি-নিষেধরূপ দ্বন্দ্ব হইতে যাঁহার মন মুক্ত হইয়াছে, তিনি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, সর্ববিষয়েই নিরপেক্ষ হ'ন্, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হ'ন্। ৫।

বিরক্তো বিষয়দ্বেষ্টা রাগী বিষয়লোলুপঃ।
গ্রহমোক্ষবিহীনস্তু ন বিরক্তো ন রাগবান্ ॥ ৬ ॥

যে বিষয়ে দ্বেষ-প্রদর্শন করে, তাহাকে বিরক্ত বলে; যে বিষয়ে লোলুপ হয়, তাহাকে রাগী বলে। কিন্তু গ্রহণ ও ত্যাগ এই উভয়-বর্জিত জ্ঞানী বিষয়ে দ্বেষ-প্রদর্শনও করেন্ না, বিষয়ে লোলুপও হ'ন্ না। ৬।

হেয়োপাদেয়তা তাবৎ সংসারবিটপাঙ্কুরঃ।
স্পৃহা জীবতি যাবদ্বৈ নির্বিচারদশাস্পদম্॥ ৭ ॥

অজ্ঞান-দশার নিবাসরূপ তৃষ্ণা যতক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই সংসারতরুর মূলস্বরূপ ভাল মন্দ জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। ৭।

প্রবৃত্তৌ জায়তে রাগো নিবৃত্তৌ দ্বেষ এব হি।
নির্দ্বন্দ্বো বালবদ্ধীমান্ এবমেব ব্যবস্থিতঃ॥ ৮॥

যদি বিষয়ে প্রবৃত্তিসম্পন্ন হওয়া যায়, তবে দিন দিন তাহাতে আসক্তি বৃদ্ধি পায়, যদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায়, তবে ক্রমশঃ তাহাতে বিদ্বেষ জন্মে, এ-কারণ জ্ঞানী শুভাশুভবিচার-রহিত বালকের ন্যায় রাগদ্বেষ-ত্যাগপূর্বক আসক্তির সহিত বিষয়ভোগ ও বিদ্বেষের সহিত বিষয়ত্যাগ, এই উভয়ই বর্জন করিয়া প্রারব্ধকর্মানুসারে যাহা প্রাপ্ত হ'ন্, তাহাতেই প্রবৃত্ত হ'ন্ ও যাহা প্রাপ্ত হ'ন্ না, তাহার জন্য কোন প্রকার ইচ্ছা করেন্ না।৮।

হাতুমিচ্ছতি সংসারং রাগী দুঃখজিহাসয়া।
বীতরাগোহি নির্মুক্তস্তস্মিন্নপি ন খিদ্যতে॥ ৯॥

বিষয়াসক্ত পুরুষ (অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিয়া) দুঃখ দূর করিবার মানসে সংসার ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করে, বীতরাগ পুরুষ স্বভাবতই নির্মুক্ত; একারণ তিনি সংসারে থাকিলেও তিনি দুঃখ প্রাপ্ত হ'ন্ না। ৯।

যস্যাভিমানো মোক্ষেঽপি দেহেঽপি মমতা তথা।
ন চ জ্ঞানী ন বা যোগী কেবলং দুঃখ-
ভাগসৌ॥ ১০॥

যাহার 'মোক্ষ হউক্', এইরূপ অভিলাষ আছে, আবার দেহের প্রতিও মমতা আছে, সে জ্ঞানীও নহে, যোগীও নহে; কেবল (উভয় প্রকার চেষ্টার জন্য) দুঃখই সে প্রাপ্ত হয়। ১০।

হরো যদ্যুপদেষ্টা তে হরিঃ কমলজোঽপি বা।
তথাপি ন তব স্বাস্থ্যং সর্ববিস্মরণাদৃতে॥ ১১॥

হে শিষ্য, যদি সাক্ষাৎ সদাশিব, অথবা বিষ্ণু অথবা ব্রহ্মা তোমার উপদেষ্টা হ'ন্, তথাপি সকল ভেদ-বিস্মরণ করা ব্যতিরেকে অথবা সকল অনিত্য, প্রাকৃত বস্তু বিস্মরণ করা ব্যতিরেকে, তুমি কিছুতেই (স্বরূপলাভ বা মুক্তিরূপ) স্বাস্থ্যলাভ ক'রতে পরিবে না।১১।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার বিশেষোপদেশ-নামক
ষোড়শ প্রকরণ সমাপ্ত।

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

বাঞ্ছিতে।

কেন হে দূরে?
জীবনে খুঁজিয়া তোমা
মরিনু ঘুরে!
কত লোকে কত কয়
প্রাণে আর কত সয়?
এস ওহে দয়াময়!
দীন আতুরে—
আপনা করিয়া লহ
আপন সুরে!

যদি নাহি দিবে সুর
পরাণ-মাঝে,
কেন তবে এ ভুবন
নূতন সাজে?—
কেন তবে বয়ে যায়
আকুলি' মধুর বায়,
হেরি হেম চাঁদিমায়
নয়ন ঝুরে?
কেন হে দূরে?

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

উপন্যাসিকের বিপদ্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৩

পার্শ্বের ঘরে জলখাবারের বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। ছাঁটা রেশমের কোমল আসনের উপর দাঁড়াইয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বিস্মিতভাবে কহিলেন, "এ-সব কি ব্যাপার বল দেখি!—এ বৃষোৎসর্গ-ব্যাপার যে? তোমার বেয়ারার কাছে শুন্‌লুম্, বাড়ীতে কেবল মেম-সাহেব ও সাহেব ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি থাকেন না। সাহেব ত' আবার নিমন্ত্রিত।—তবে স্বহস্তে এ রাজভোগের বন্দোবস্ত করেছ কা'র জন্যে? মুখুজ্জে-ম'শায়ের তার কি তাড়িত-বার্ত্তায় মনের মধ্যেও এসে পৌঁছেছিল না-কি?" অণিমা গ্লাসের জল বদ্‌লাইয়া বাতীর আলো আর একটু কাছে আগাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "বসুক আপনি! সারাদিনের পরিশ্রম আমার সার্থক্ হোক্।" এই বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া তোলা উনুনে ঘিয়ের কড়া চাপাইয়া দিয়া নতমুখে আগুনের তেজ বাড়াইবার জন্য পাখার বাতাস দিতে সুরু করিল। তাহার বাষ্প-জড়িত কণ্ঠস্বর ও চোখের পাতায় জলের রেখা ব্রজেন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াইল না।

কিছুমাত্র ক্ষুধা-বোধ না হইলেও খাদ্য-দ্রব্যের অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়া, রন্ধন-কারিণীর শুভ্র গণ্ডে গোলাপ ফুটাইয়া অত্যন্ত পেটুকের মত ব্রজেন্দ্রনাথ আহার শেষ করিলে, অণিমা পান আনিয়া দিল। পানের খিলি-দুইটী মুখে পুরিয়া একখানা হাত অণিমার কাঁধের উপর রাখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে ব্রজেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অণি, আমার কথার সত্যি জবাব দেবে ভাই, যা জিজ্ঞাসা কর্‌বো?" "কেন দেব না; মুখুজ্জে ম'শাই?" বলিয়া ব্রজেন্দ্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির লক্ষ্য হইতে নিজের দৃষ্টি ফিরাইয়া অণিমা একদিকে চাহিয়া রহিল। ব্রজেন্দ্রনাথ কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া কহিলেন, "তবে বল দেখি, তুমি সত্য সত্যই সুখী কি না?" অণিমা মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, "আমায় দেখে তা কি মনে হয় না, মুখুজ্যে মশাই?"

পাতলা চুলে ঘন ঘন হস্ত সঞ্চালন করিয়া চিন্তিত মুখে ব্রজেন্দ্রনাথ কহিলেন, "হওয়া উচিত ছিল বৈ কি? খাসা গহনা-কাপড়,—দিব্যি বাড়ী-ঘর!—আহারের বন্দোবস্ত ত' রাজভোগ! তার উপর এমন স্বামী! কিন্তু তবু তোমার চোক্ বল্‌ছে 'ঝবুলুম্' 'ঝবুলুম্'!—আচ্ছা যদি সুখী নও—তবে কেন নও,—আমায় সব কথা খুলে বল দেখি! বার বছর আগে এই মুখুজ্জে-ম'শাইকে যেমন করে তোমার রাগ, দুঃখু, ঝগড়া-অভিমানের কথা বল্‌তে—নালিশ—শালিশী মান্‌তে—তেমনি করে বার বছর আগেকার সেই ছোট্ট অণিটী হয়ে তোমার মনের কথা একবার খুলে বল দেখি। তুমি যে একজন বাড়ীর গিন্নী, বুড় ধাড়ী, সে কথা একেবারে ভুলে যাও। সরলভাবে সত্যি কথাটী বল ত—লক্ষ্মি,—কোন কথা লুকিয়ো না;—লজ্জা না, কিছু না!—বল দেখি সত্যি সত্যিই তুমি সুখী কি-না?" অণিমার কম্পিত স্বেদসিক্ত হাত-

খানি নিজের হাতের মধ্যে রাখিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে ব্রজেন্দ্রনাথ পুনরায় কহিলেন, "বল, বল।"

এই স্নেহময় আত্মীয়ের সুগভীর স্নেহের স্পর্শে অণিমার দুঃখের জমাট-বাঁধা মেঘ সহসা অশ্রুর আকারে জল হইয়া ঝরিয়া পড়িল। মনের ব্যথা সে আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না, কাঁদিয়া কহিল, "আমায় নিয়ে চলুন্‌, মুখুজ্যে-ম'শাই!—এখান থেকে আমায় নিয়ে চলুন! আমি এমন করে আর থাক্‌তে পাচ্ছি না।" সান্ত্বনাচ্ছলে তাহার ললাটে মৃদু মৃদু অঙ্গুলীর আঘাত করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বলিলেন, "নিয়ে যেতেই ত' এসেছি তোমায়। কিন্তু আমার কথার জবাব কৈ? বল্লে না ত?—তুমি সুখী কিনা?" নীরবে মাথাটী হেলাইয়া অণিমা জানাইল সে সুখী। ব্রজেন্দ্র কহিলেন, "তবে কাঁদ্‌লে কেন?—ওঃ বাপের বাড়ী যেতে দেয় না, নাঃ? তাই ত! তা হ'লে কি ওখানেই যেতে দেবে?" অণিমা এবার বাধা দিয়া সবেগে বলিল, "সে বুঝি, আমার জন্যে?—সে তাঁর লেখার জন্যে। তাঁর ত আর দর্‌কার নেই—।" ব্রজেন্দ্রনাথ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "লেখার জন্যে কি রকম? তুমি কি তাঁর সেক্রেটারী না কি?"

"না মুখুজ্জে-ম'শাই, এমন করে শুধু ভাব-সংগ্রহের যন্ত্র হয়ে, তাঁর উপন্যাসের মডেল হয়ে, আমি আর থাক্‌তে পাচ্ছি না! আমি তাঁর স্ত্রী নই। আমায় তাঁর কোন দর্‌কার নেই। কেন জানেন্‌? গার্হস্থ্য জীবন লেখকের কল্পনায় ছাতা ধরিয়ে দেয় বলে।" ব্রজেন্দ্রনাথ একটা বড় রকম 'হুঁ' দিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া কহিলেন, "কোথায় যাবে সে বেড়াতে?" অণিমা কহিল, "তা আমি জানি না;—বোধ হয়, কারশিয়ং।" তদুত্তরে ব্রজেন্দ্র কহিলেন, "কিছু বলে নি তোমায়?—জিজ্ঞাসাও কর নি বুঝি?" "না, করি নি।—কর্‌বার দর্‌কার আমার?" বলিয়া অণিমা অভিমানভরে একদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ঠোঁট-দুটী একটু একটু কাঁপিতেছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ এবার একটুখানি গম্ভীরভাবে কহিলেন, "দর্‌কার আছে বৈ কি। আচ্ছা, স্বামি-স্ত্রীর চেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আর কিছু নেই ত? তবে সব চেয়ে যে আপনার, তার কোন কথা গোপন থাকা উচিত কি? সব কথা কি পরস্পরের কাছে বলা ভাল নয়? ঝগ্‌ড়া হয়েছে বুঝি?" অণিমা বলিল, "না, ঝগড়া আমাদের কখ্‌খনো হয় না।—" "হয় না!" বলিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ অণিমার বিষণ্ণ নতমুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া সন্দিগ্ধস্বরে বলিলেন, "এটা ত ভাল লক্ষণ নয়। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে ঝগ্‌ড়া হয় না?—আঁ্যা! আশ্চর্য্য করে দিলে যে! বিশেষতঃ তোমার সঙ্গে!—তুমি ত কোঁদলের একটী জাহাজ। আচ্ছা, আদিত্য যত্ন করে না তোমায়?" অণিমা চোখ নীচু রাখিয়াই উত্তর দিল, "করেন্‌।" যখন তাঁর 'কাপির' দর্‌কার হয়। নৈলে মনেও পড়ে না—বাড়ীতে কেউ আছে বলে। তাঁর সময় এত কম দামী নয় যে, বাজে নষ্ট করেন্‌।" ব্রজেন্দ্রনাথ চিন্তিত মুখে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন,—"আমায় বিশ্বাস কর অণি, কাল যেমন ক'য়ে হ'ক্‌ তোমায় নিয়ে যাব; কিন্তু তার আগে তুমি ব'লে ক'য়ে ঠিক্‌ হ'য়ে থেক। আঁ্যা, স্বামি-স্ত্রীর ভেতর ঝগ্‌ড়া হয় না?—অবাক্‌ করে

দিলে যে আমায়! তোমার দিদিকে গিয়ে এটা ত' বল্‌তেই হবে। এটা খুব ভাল বন্দবস্ত—অ্যাঁ—?"

৪

পরদিন বেলা দুইটা না বাজিতেই একখানা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীর মাথায় কিছু ফলমূল-জিনিষপত্র চাপাইয়া ব্রজেন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কলিকাতায় আসিবার সময় স্ত্রী বলিয়া দিয়াছিলেন, "অণু নিরুকে দেখিতে আসিবে, কিছু ভাল ফলমিষ্টি কিনিয়া আনিও।" নিজেরও কয়েকটি জিনিষ কিনিবার প্রয়োজন ছিল;—এক জোড়া জুতার ফরমাইস দিতে হইল। এই সব কাজে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। বাড়ী ঢুকিয়াই খপর পাইলেন—সাহেব আহারান্তে বাহির হইয়াছেন; ফিরিবার সময়ের কথা চাকর-বাকরেরা জানে না। বিরক্ত হইয়া ব্রজেন্দ্রনাথ মনে করিলেন—"আজও তবে হয় ত যাওয়া হইল না। অথবা না যাইতে দিবারই ইহা ফন্দি! আচ্ছা, অভদ্র ত!"

উপরে উঠিতে আজ আর দ্বারবান্ বা বেহারা কাহাকেও কৈফিয়ৎ দিতে হইল না। কল্য তাহারা শুনিয়াছে, ইনি কর্ত্রীর আত্মীয়, আর কেহ কেহ দেখিয়াওছে যে, কর্ত্রী নিজে বসিয়া কত যত্নে ইঁহাকে খাওয়াইয়াছেন, পায়ের ধূলা লইয়া প্রণামও করিয়াছেন। তাই বিনা দ্বিধায় তাহারা পথ ছাড়িয়া দিল। সিঁড়ির মাথায় অনিমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। পায়ের শব্দ পাইয়াই, বোধ হয়, সে ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিলেন, অনিমা একখানি মেঘলা-রং ঢাকাই সাড়ী ও সেই রংয়েরই একটী ব্লাউস পরিয়াছে; দুই-চারিখানি অলঙ্কারও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথ একটুখানি ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন, "আদিত্যবাবু বেরিয়ে গেছেন, দেখা হ'লো না! বড় মুস্কিলেই পড়া গেল ত! তোমার যাবার কি হবে বলো ত? অনুমতি পেয়েছ না কি? যাবে তা হ'লে সত্যি সত্যিই?" অনিমা আঁচলের চাবি খুলিয়া রাখিয়া সোনার সেফ্‌টীপিন আঁটিতে আঁটিতে মুখ নীচু করিয়া দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল, "ভয় পাচ্ছেন্ বুঝি, মুখুজ্জে-ম'শাই!—ভাবছেন্, বোঝাটা ঘাড়ে পড়েই যায় বা?" ব্রজেন্দ্রনাথ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে মুখভার করিয়া কহিলেন "অয়ি প্রিয়ম্বদে! যদি অভয় দাও ত' ব'লি, এ বুড় ঘাড়ে বোঝা বইতে চাইলেই কি বোঝা এ ঘাড়ে থাক্‌তে রাজী হবে? না, তামাসা থাক্। তুমি ত' তৈরী দেখ্‌ছি। র‍্যাস্কেলটা বুঝি আধঘণ্টা দেরী কর্‌তে পাল্লে না? তা হ'লে যাবার কি-রকম হবে বল দেখি?" "কেন সোজা গিয়ে গাড়ীতে উঠব—আমার সব গুছনই আছে। চলুন না।" বলিয়া অনিমা অগ্রসর হইল দেখিয়া, ব্রজেন্দ্রনাথ আদিত্যনাথের সহিত সাক্ষাৎকার না হওয়ার জন্য নিজ-মনঃক্ষোভের সংবাদ পুনরায় মৃদুস্বরে প্রকাশ করিতে করিতে তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন।

৫

ঘর অন্ধকার। দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আদিত্য ডাকিল, "অণি!" ঝি আলো জ্বালিয়া দিলে আদিত্য বলিল, "এরা গেল কোথায়?" ঝি বলিল, "মা, সেই লম্বা হেন সুন্দর বাবুটীর সঙ্গে দুপুরবেলাই চলে গেছে!" আদিত্য বিস্মিতভাবে কহিল, "কার সঙ্গে!—

কোথায় গেছেন্?" চাঁপা ঝি বুদ্ধি খাটাইয়া বাবুকে নিশ্চিন্ত করিবার অভিপ্রায়ে কহিল, "সেই যে বাবুটী আসে,—হেসে হেসে কথা কয়,—মস্ত জোয়ান মানুষ, তেনার বাড়ীতেই গেছে, বোধ করি?" আদিত্য বিরক্তি-ভরে কহিল, "সঙ্গে কে গেল? কখন্ ফিরবে ব'লে গেছে?" চাঁপা বাবুর ভ্রুকুটীপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া ভীত হইয়াছিল। সে ভয়ে ভয়ে কহিল,—"তা ত' কিছু বলে নি বাবু! আমি শুদুলুম্, আমায় যেতে হবে কি না?—মা বল্লে, 'না চাঁপা, তুই থাক্, বাড়ীঘর রইল। ঐ টেবুলের উপর কি চিঠি আর চাবী রেখে গেছে আপনার তরে।'" কুঞ্চিত ললাটে উর্দ্ধমুখে আদিত্য ভাবিতে লাগিল—"কে সে লম্বা, জোয়ান ভদ্রলোক!—তাঁহাকে না জানাইয়াই তাঁহার অণি স্বেচ্ছায় যাঁহার সহিত স্বাধীনভাবে চলিয়া যাইতে পারে? তাঁহার বা অণিমার কোন আত্মীয় হইবেন্ কি? কে সে আত্মীয়টী? দাসী বলিয়াছে, যে বাবুটী আসেন্। তবে নূতন কেহ নয়। কিন্তু কে আসেন্? কোন পরিচিত এমন পরমাত্মীয়ের সংবাদ ত' কই স্মরণ হয় না! কিন্তু অণিমা চিঠি রাখিয়া গিয়াছে, না? চিঠিতে সে সব কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে; না বলিয়া হঠাৎ চলিয়া যাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই তাহাকে ক্ষমা করিবার কথাও লিখিয়াছে। আদিত্য ভাবিয়া দেখিল, ক্ষমা ত করিতেই হইবে, কিন্তু সহজে নয়। এ কি অন্যায় কথা! ঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই সে টেবিলের উপর হইতে চিঠিখানি তুলিয়া লইলেও তখনি পাঠ করিল না। খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া অন্ধকারের পানে চাহিয়া কিছুক্ষণ সে অণিমার আচরণের বিষয় ভাবিতে লাগিল। প্রথমে মনে হইল,—অণিমার এতখানি স্বেচ্ছাচারিতা অনুচিত; এজন্য সহজে তাহাকে ক্ষমা করা যায় না। সে যেমন না বলিয়া নিজের ইচ্ছামত চলিয়া গিয়াছে, আদিত্য তেমনি কোন সংবাদ না লইয়া অবহেলা দেখাইয়াই তাহাকে জব্দ করিবে। কিন্তু মিনিট দুই পরেই আদিত্য-নাথকে সংকল্প বদল করিতে হইল। সে ভাবিয়া দেখিল,—অণিমাকে ক্ষমা করাই ভাল। ছেলেমানুষ না বুঝিয়া একটা অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া তাহার কি আর মাপ নাই! বিশেষতঃ, সে যেরূপ অভিমানিনী, আদিত্যের কৃত্রিম অনাদর-প্রকাশে হয়ত কাঁদিয়া কাটিয়া মাথা ধরাইয়া জ্বর করিয়া বসিবে! কাজ নাই, মাপ করাই ভাল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাহার অন্যায়ের জন্য একটু কড়া ভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এইরূপে অণিমার ভবিষ্যৎ নির্ণীত হইয়া গেলে, আদিত্যনাথ অণিমার চিঠিখানি আলোর কাছে খুলিয়া মেলিয়া ধরিল। চিঠির সঙ্গে আর একখানি কাগজ ছিল, তাহাতে এই কয় লাইন লেখা—

"ভালবাসা স্নায়ুর বিকার, মনোবৃত্তির ক্ষণিক স্ফুরণ, সুচিকিৎসকের চিকিৎসায় সহজেই ইহা আরোগ্য-লাভ করে। ভালবাসা গুণবিশেষ। সময় রৌদ্র ভালবাসারূপ রেসমী-সাড়ীর বর্ণ বিবর্ণ করিয়া তুলে।" এই মন্তব্যটুকুর সহিত আর একখানি কাগজে কোন সম্বোধন না করিয়া পত্রের মত লাইন কয়েক লেখা। তাহা এই—

আমি চলিলাম। আশা করি, বাড়ীতে

ও সঙ্গে স্ত্রী না থাকায় তুমিও আজ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তোমার পশ্চিম ভ্রমণ সুখকর হউক্। মস্তিষ্ক শীতল রাখা ও মনের শান্তিবিধানের কোন অন্তরায় বর্ত্তমান রহিল না। ভালবাসার সম্বন্ধে তোমার প্রাকৃতিক জ্ঞান উন্নত। তোমার কাছে এ-সকল উচ্চ বিষয়ে আলোচনার অযোগ্য, তাই যাহার নিকট যথার্থ ভালবাসা পাইয়াছি ও যাঁহাকে ভালবাসি তাঁহার সহিত চলিলাম্। নিতান্ত আবশ্যক দুই-একখানি কাপড়-গহনা ছাড়া সমস্তই যথাস্থানে রহিল। তোমার চেঞ্জে যাইবার ট্রাঙ্কও গুছাইয়া রাখিলাম। প্রণাম গ্রহণ করিবে। বিশ্বাস ক'রো, আমি তোমায় সমস্ত প্রাণ দিয়েই ভাল বাসতুম্ উপন্যাসের ; নায়িকা বা ঔপন্যাসিকের মত নয়।

—অণিমা—

চিঠি পড়িয়া আদিত্যকে অবলম্বনের জন্য জোর করিয়া টেবিলের উপর হাত রাখিতে হইল। তাহার পা কাঁপিতেছিল। ললাটতলে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিয়া উঠিল। দেহমন এমনি নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিল যে, মনে হইল, এখনি বুঝি সে সংজ্ঞা হারাইবে। ঘর ও ঘরের সমস্ত জিনিষপত্র, সমস্তই বোধ হইল যেন ঘুরিতেছে। আর সেই ঘূর্ণ্যমান গৃহের মধ্যে অণিমার হাতের লেখা অক্ষরগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্ত্তি-গ্রহণে অর্থহীন শব্দযোজনা করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার চোখের উপর নর্ত্তন করিতেছিল। সে হাত দিয়া কপাল টিপিয়া নিজেকে স-সংজ্ঞ রাখিবার চেষ্টা করিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যে কখন্ রাত্রি আসিল এবং রাত্রিটাও যে কি-ভাবে কাটিয়া গেল, আদিত্য তাহার খবর দিতে পারে না। দাসী-চাকর আহারের কথা বলিতে গিয়া ধমক খাইয়া চলিয়া আসিয়াছে। শরীর-মনের ক্লান্তিনাশক ঔষধ আসিলে বোতল খালি হইয়া গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় মাথা ফাটিয়া যাইতেছিল, নেশা হইল না। রাত্রির মধ্যে একবারও সে বিছানা স্পর্শ করিল নাই। টেবিলে মাথা রাখিয়া চেয়ারে বসিয়াই তাহার প্রায় রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে। আদিত্য ভাবিতেছিল,—অণিমা চলিয়া গিয়াছে! সে যাহাকে ভালবাসে, যাহার কাছে ভালবাসা পাইয়াছে,—তাহার সহিতই চলিয়া গিয়াছে! কে সে? কে তাহাকে ভালবাসে? তাহার স্ত্রীকে—তাহার অণিকে, তাহার ঘরের লক্ষ্মীকে শুধু ভালবাসার অধিকারে টানিয়া লইতে পারে—কে সে এমন পুরুষ? অণিমার পিতার টেলিগ্রাম সে পূর্ব্বদিন পাইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—"সিমলায় ভয়ানক নিমো-নিয়া হইতেছে,—এখন তাহাদের না যাওয়াই ভাল!" তবে? তবে কাহার সহিত সে চলিয়া গেল? সুন্দর হেন যুবা পুরুষ, আদিত্য কাহাকেও মনে করিতে পারিল না। টেবিলের উপর রাশীকৃত হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি, তাহার অধিকাংশ পৃষ্ঠাই ভালবাসার মোহন-সঙ্গীতে পরিপূর্ণ। এগুলি আদিত্যনাথের নিজের রচনা। সেল্‌ফের উপর স্বর্ণাঙ্কিত বাঁধান উপন্যাসগুলিতেও ভালবাসার হা হতোঽস্মি ভরা। লেখক আদিত্যনাথ। আর ঐ যে "মৃগতৃষ্ণা" যাহার প্রশংসায় আদিত্যের পথে বাহির হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছে!—ইহাও যে সেই ভালবাসারই গান! কাগজের উপর কালীর আঁচড়, কবির কল্পনা, মোহের বিকার,

সত্যই কি তাই ? তবে এত ভালবাসার গান সে গাহিয়াছিল কি করিয়া ? আদিত্যের চোখ্ দিয়া জল পড়িতেছিল। তাহার মনে পড়িল, ঐ 'মৃগতৃষ্ণা'র প্রুফ দেখা ও রচনার জন্য প্রায় মাসখানেক হইল অণিমার সহিত একটা ভাল করিয়া কথাও সে কবে নাই। কত রাত্রি পর্য্যন্ত ঢাকা-চাপা খাবাবের পাশে বসিয়া অথবা কার্পেটের উপর মেঝেয় পড়িয়া ঘুমাইয়াই তাহার রাত কাটিয়াছে! আহারের বা শয়নের জন্য তাগিদ দিলে, অকারণে কত ভর্ৎসিত হইয়াছে। মনে পড়িল, কালও যে নিজের রান্না খাওয়াইবার জন্য কত বিনয়ে অনুনয়ে সে সাধ্যসাধনা করিয়াছিল। মনে মনে কখনও সে নিজেকে "পাষণ্ড" বলিতেছিল-- কখনও অণিমাকে "পাপিষ্ঠা" বলিয়া গালি দিতেছিল। সে তাহাকে ভুলিতে চায়! জন্মের মত ভুলিতে চায়!—না সে তাহাকে হত্যা করিতে চায়! দুর্ভাগা নারী স্বামীর হৃদয়ভরা প্রেমের এই প্রতিদান দিয়া গেলি ? টেবিলের উপর অণিমার হাতের লেখা চিঠিখানি পড়িয়াছিল। আদিত্য তাহা অনেকবার পড়িয়াছে,—চোখের জলে তাহার অনেক জায়গা ভিজিয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে,—তবু সেই বহুবার পঠিত কাগজ-দুইখানি তুলিয়া লইয়া সে আবার পাঠ করিল—"বিশ্বাস ক'রো, আমি তোমায় সমস্ত প্রাণ দিয়েই ভালবাসতুম্। উপন্যাসের নায়িকা বা ঔপন্যাসিকের মত নয়।" হায়! আদিত্য ত কখনও স্ত্রীর ভালবাসায় সন্দিহান হয় নাই। পূর্ণ বিশ্বাসেই যে সে ভালবাসা গ্রহণ করিয়াছে;—সেই ভালবাসারই বলেই বলীয়ান্ হইয়া সে যে জগৎকে ভালবাসার রাগিণী শুনাইতেছিল। অণিমা আজ দুই পা দিয়া তাহার সুরবাঁধা বেহালার তার মাড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে! আদিত্যের মনে হইল, এতদিন সে বৃথাই ভালবাসার গান গাহিয়া আসিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে সন্দেহ, ক্রোধ ও ঈর্ষায় সে যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছিল। ঘরের মেঝেয় রাশীকৃত কাগজপত্র ছড়াইয়া, সমস্ত জিনিসপত্র ওলোট-পালট করিয়া সমস্ত দিন সে ঘরের ভিতর পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বাবর ও ঔরঙ্গজেব অযোধ্যা-ধ্বংস করেন্। মুসলমানগণ এখানে তাহাদিগের রাজধানী করিলে হিন্দুদিগের তীর্থ-মাহাত্ম্য অত্যন্ত হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয়। আক্‌বর ও মহম্মদ সা অযোধ্যায় টাক্‌শাল তৈয়ার করেন্।

অযোধ্যা মন্দিরে পরিপূর্ণ। ইহা যে কেবলমাত্র হিন্দুদিগের তীর্থস্থান, তাহা নহে। জৈনদিগেরও ইহা একটী তীর্থ। মুসলমান-দিগের অনেকগুলি মসজিদ ও সমাধি-স্থান এস্থানে দৃষ্ট হয়। মুসলমান-রাজত্বের সময় অযোধ্যার হিন্দুদিগের কেবলমাত্র তিনটী তীর্থস্থান ছিল। সেগুলির নাম—জন্মস্থান,

স্বর্গদ্বার এবং ত্রেতাকা-ঠাকুর। জন্মস্থানটী রামকোটে অবস্থিত। এখানে রামচন্দ্র জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫২৮ খৃঃ বাবর অযোধ্যায় সমাগত হইয়া উক্ত স্থানটী ভাঙ্গিয়া তদুপরি একটি মসজিদ তৈয়ার করেন্। তদবধি তাহা বাবরের মসজিদ নামে খ্যাত। মসজিদ-নির্ম্মাণ করিতে অবশ্য চূর্ণীকৃত পুরাতন হিন্দুমন্দিরের চূণ সুরকী ব্যবহৃত হইয়াছে।

মুসলমানেরা হিন্দুর তীর্থ কলঙ্কিত করিলে মুসলমানদিগের সহিত হিন্দুদিগের ঘোরতর বিবাদ হয়, এমন কি রক্তপাতও হইয়া গিয়াছে।

১৮৫৫ খৃঃ মুসলমানগণ "জন্মস্থান" বল-পূর্ব্বক দখল করিয়া "হনুমান্‌গাড়ীর" উপর আক্রমণ করে। তাহারা হিন্দুদিগকে মন্দিরের সিঁড়ি পর্য্যন্ত খেদাইয়া লইয়া যায় কিন্তু মুসলমান-পক্ষের অনেক লোক হত হওয়াতে হটিয়া আইসে। তখন হিন্দুরা তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক "জন্মস্থান" হস্তগত করে। জন্মস্থানের সন্নিকটে হিন্দু-মুসলমানে যে সংঘর্ষ হয়, তাহাতে ৭৫ জন মুসলমান হত হয়। এইজন্য মুসলমানেরা স্থানটীকে "গঞ্জ-সাহিদান"-নামে অভিহিত করে। গঞ্জ-সাহিদানের অর্থ—ধর্ম্মরক্ষার্থ আত্মত্যাগ। নবাবের সৈন্য সংঘর্ষকালে উপস্থিত ছিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের উপর এমন কোন হুকুম ছিল না যে, তাহারা এ-বিষয়ে বাধা দেয়। ইহার অব্যবহিত কাল পরে লক্ষ্ণৌ-জেলার অন্তঃপাতী আমেঠী-নামক স্থানের আমীর আলি-নামক জনৈক মৌলভী সৈন্য-সংগ্রহ করিয়া হনুমান্‌গাড়ী দখল করিবার প্রয়াসে অগ্রসর হয়; কিন্তু তাহার গতি বারাবান্‌কি-জেলাতেই রুদ্ধ করা হয়। তদবধি হিন্দু-মুসলমান একই ইমারতে স্ব স্ব পূজাদি করিত, কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের পর হইতে মুসলমানগণ স্থানটীকে ঘিরিয়া লইয়াছে। তদবধি হিন্দুগণ বাহিরে একটী মঞ্চ গঠিত করিয়া পূজাদি করিয়া থাকে। এই মঞ্চে এক পর্ণকুটীর আছে; তাহাতে ভগবান্ দাশরথির মূর্ত্তি বিরাজিত। "স্বর্গদ্বারে" যে মন্দির ছিল, তাহাও মুসলমানগণ চূর্ণ করিয়াছেন্।

স্বর্গদ্বার-ঘাটে লোকে স্নান করে। ইহার সিঁড়িগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত। এই ঘাটটীকে রাজা দর্শন সিংহ নির্ম্মাণ করেন্। "ত্রেতাকা-ঠাকুর"-নামক স্থানে রামচন্দ্র যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি তাঁহার নিজের ও সীতাদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত করেন্। পঞ্জাবের কুলু-নামক স্থানের জনৈক রাজা দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে এই স্থানটী নির্ম্মিত করিয়া দেন এবং ইন্দোরের যশোবন্ত রায় হোলকারের স্ত্রী অহল্যাবাই ১৮৮৪ খৃঃ স্থানটীর উন্নতি সাধন করেন্। তিনি স্বীয় নামে আর একটী মন্দিরও নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেব পূর্ব্বকথিত যে পুরাতন মূর্ত্তি নদীজলে নিঃক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধার করিয়া নূতন ত্রেতাকা মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। দিবাভাগে মন্দিরটী রুদ্ধ থাকে। কেবল কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী, শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী, রাম-নবমীর তিন চারি দিন রাত্রিতে এবং কার্ত্তিকী মেলায় মন্দিরটী উদ্‌ঘাটিত রাখা হয়। মন্দিরের পরিচালনার জন্য ৩টী গ্রাম আছে। তাহাদের আয় হইতে মন্দিরের খরচ চলিয়া থাকে।

অযোধ্যা বৈষ্ণবদিগের প্রধান স্থান।

মাহাত্ম্যে ইহা মথুরা ও হরিদ্বার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

অযোধ্যার মুখ্য তীর্থস্থানটী রামকোটে অবস্থিত। পুরাতন মন্দিরটী যদিও নাই, তথাপি এখানে অনেকগুলি সুবৃহৎ মন্দির আছে। ইহাদিগের মধ্যে যেটী বৃহৎ, তাহা হনুমান্-গাড়ী-নামে খ্যাত। এখানে বানরের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহা হনুমান্দিগের গড় বলিয়াই মনে হয়। একটী উচ্চ স্থানের উপর হনুমান্-গড় অবস্থিত। পঞ্চাশ বা ষাট্ সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া হনুমানজীর দর্শন পাওয়া যায়। গাঢ়ীর মধ্যে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। তাহাতেই হনুমান্জী থাকেন্। এই মূর্ত্তি বীরাসনে উপবিষ্ট আছেন্। এখানে সন্ধ্যাকালে কথক-ঠাকুর রামকথা (রামায়ণ) শুনান্। শুনা যায় যে, প্রথমে এই "গাঢ়ী" গোঁসাইদিগের ছিল, পরে তাহা বৈরাগীদিগের হস্তগত হয়। অযোধ্যার সুবেদার সাদত আলি খাঁর আমল-দারীতে এই গাঢ়ীর সূত্রপাত হয় এবং ওয়াজিদ আলির সময়ে ইহা সুদৃঢ় হইয়াছিল। গাঢ়ীতে সহস্রাধিক বৈরাগীর বাস। ইহার নীচে গুহার ন্যায় অনেকগুলি ঘর আছে। উক্ত ঘরের ভেদ প্রধান-বৈরাগী ভিন্ন অন্য কেহ জানে না। এই গাঢ়ীর ঠিক্ সম্মুখে স্বর্গীয় মহারাজ মানসিংহের ধর্ম্মপত্নী-দ্বারা নির্ম্মিত এক মন্দির আছে। মন্দিরটী রাজদ্বার-নামে খ্যাত। সৌন্দর্য্যে ইহা গাঢ়ীর তুল্য না হইলেও উচ্চতায় এবং চাকচিক্যে উহার কম নহে। ঢিবির উপর জন্মস্থান অবস্থিত। এইস্থানে রামচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন্। ইহার সন্নিকটে "কনক-ভবন"। উক্ত বাটীটী টিকমগড়ের রাণী-দ্বারা নির্ম্মিত। এতদ্ব্যতীত সীতাকা রসোই (সীতার রান্নাঘর), বড়া স্থান, রতন সিংহাসন, রঙ্গমহল, আনন্দ-ভবন, কৌশল্যা-ভবন বা জন্মভূমি, অমর দাস এবং অন্যান্য মন্দির ও তীর্থ অবস্থিত। রতন সিংহাসনটী রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের স্থান। আনন্দভবনে কৌশল্যার ক্রোড়ে রাম, কৈকয়ীর ক্রোড়ে ভরত, সুমিত্রার ক্রোড়ে শত্রুঘ্ন এবং দশরথের সমক্ষে লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকেন্। এখানে বশিষ্ঠ ও কাক-ভুষণ্ডিরও মূর্ত্তি আছে।

হনুমান্-গঢ়ী হইতে মূল রাস্তাটী নদীর দিকে বামভাগে ভুর ও শিশমহল মন্দির এবং দক্ষিণ ভাগে কৃষ্ণ, উমাদত্ত এবং তুলসীদাসের মন্দির পার হইয়া চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার পশ্চিম ধারে নদীতটে স্নানের জন্য ঘাটরাজি ও তদুপরি মন্দির আছে। তন্মধ্যে মুখ্যগুলির নাম "স্বর্গদ্বার," 'জানকীতীর্থ," "নাগেশ্বর মহাদেব," "চন্দ্রহরি," "লক্ষণঘাট" (সহস্র ধারা) ও "লছমন কিলা"। রাস্তার পশ্চিম দিকে অনেকগুলি মন্দির আছে। এতদ্ব্যতীত সুগ্রীবকুণ্ড, ধর্ম্মহরি, মুজফরপুরের সুরসুর-নামক স্থানের রাণীর দ্বারা নির্ম্মিত মন্দির, মণিরাম ছাউনি ও অযোধ্যামহারাজের শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির উল্লেখযোগ্য।

মহারাজের রাজধানী এবং রাণীবাজার অতিক্রম করিয়া দক্ষিণে দর্শন-নগরের দিকে যাইলে একটি উচ্চ ঢিবি আমাদিগের দৃষ্টি পথের পথিক হয়। ইহা মণিপর্ব্বত নামে খ্যাত। প্রবাদ এইরূপ যে, লক্ষ্মণ যখন শক্তিশেলে পতিত হন্, তখন হনুমান্ লঙ্কা হইতে হিমালয়ে ঔষধ আনিবার জন্য প্রেরিত

হ'ন্। হনুমান্ ঔষধ চিনিতে না পারিয়া সমগ্র পর্ব্বতটাই মস্তকে লইয়া প্রস্থান করেন্। শূন্যে গমন কালে পর্ব্বতটার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া অযোধ্যায় পতিত হয়। মণিপর্ব্বত তাহারই নিদর্শনমাত্র। রামকোটের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে দুইটী যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢিবি দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে একটি সুগ্রীবপর্ব্বত নামে খ্যাত।

অযোধ্যায় সর্ব্বশুদ্ধ ১৪৫টী তীর্থস্থান আছে। তন্মধ্যে ৮৩টী অযোধ্যা সহরের ভিতর ও বাকীগুলি দক্ষিণদিকের সন্নিকটে অবস্থিত। পশ্চিমপ্রান্তে গুপ্তহরির মন্দির। ফয়জাবাদের ক্যাণ্টনমেণ্টে গুপ্তার পার্ক নামে একটী উদ্যান আছে। গুপ্তহরির মন্দির তাহারই মধ্যে অবস্থিত। ভাদারসার নিকট ভরতকুণ্ড, জলালুদ্দিন নগরে বিল্বহরি এবং অন্যান্য কুণ্ড; যথা সূর্য্যকুণ্ড, 'রামকুণ্ড, বিভীষণকুণ্ড এবং নির্ম্মলিকুণ্ড দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই তীর্থগুলিও অযোধ্যার পরিক্রমার সীমানার অন্তর্গত।

অযোধ্যার অনেক মন্দিরের বৃত্তি আছে। সহরটীতে যে-সকল মেলা হয়, তন্মধ্যে চৈত্রমাসে রামনবমীই সর্ব্বপ্রধান। এই মেলাতে প্রায় চারিলক্ষ লোক সমবেত হয়। ইহার পরই শ্রাবণমাসের ঝুলা। ইহাতেও প্রায় তিনলক্ষ লোক একত্র হইয়া থাকে। কার্ত্তিক-মাসেও দুইটী মেলা হয়। তন্মধ্যে একটি পরিক্রমার মেলা ৯ই কার্ত্তিক ও অন্যটী কার্ত্তিকী পূর্ণিমার মেলা। এই সময়ে প্রায় দুই লক্ষ লোক ঘর্ঘরায় স্নান করিবার জন্য আগমম করে। এতদ্ব্যতীত শ্রাবণ-মাসে লক্ষণঘাটে ও ভাদ্রমাসে বশিষ্ঠকুণ্ডে মেলা হয়। অবশ্য এ দুইটী ক্ষুদ্র মেলা। গোবিন্দ দ্বাদশীর মেলাটীও বৃহৎ নহে। এতদ্ব্যতীত প্রতিমঙ্গলবারে লোকেরা হনুমান্-গাড়ীতে পূজা দিতে গমন করে।

অযোধ্যায় রাজরাজেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহা সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

অযোধ্যা হিন্দুর স্থান। সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণবগণের সংখ্যাই এখানে অধিক। ইহাদিগের মধ্যে বৈরাগীই বহুল সংখ্যায় দৃষ্ট হয়। বৈরাগিগণ ৭টী আখাড়ায় বিভক্ত। ষোড়শবর্ষ বয়স না হইলে লোকে বৈরাগিদলভুক্ত হইতে পারে না। চেলাদিগের মধ্যেও পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহারাও অবস্থানানুসারে ঊর্দ্ধে উন্নীত হয়। প্রথম অবস্থার নাম "ছোরা"। এই অবস্থা তিন বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। এই সময়ে তাহাদিগকে নীচকার্য্যাদি, যথা বাসন-মাজা, কাষ্ঠবহন ইত্যাদি করিতে হয়। দ্বিতীয়াবস্থাও তিন বৎসর থাকে। এই সময়ে চেলারা "বান্দাগিদড়"-নামে খ্যাত হয়। বিশেষ বিশেষ বাসন-পরিষ্কার, রন্ধন ও পূজা তাহাদিগের নিত্য কর্ম্ম। ইহার পরেই তৃতীয়াবস্থা। ইহাও তিন বৎসর থাকে। এই সময়ে চেলারা "হরদাঙ্গা"-নামে খ্যাত। দেবতার ভোগ দেওয়া, অন্যান্য চেলাগণকে আহার-বণ্টন করা, পূজাদি-নির্ব্বাহ করা ও মন্দিরের ধ্বজাদি-বহন করা তাহাদিগের কর্ম্ম। দশম বৎসরে চেলারা চতুর্থ অবস্থায় প্রবেশ করে। এই সময়ে তাহারা "নাগা"-নামে খ্যাত হয়। এই কালে তাহারা অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া ভারতের সকল তীর্থ পর্য্যটন করে এবং ভিক্ষান্ন-দ্বারা স্বীয় উদরপূর্ত্তি করিয়া থাকে। তীর্থভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাহারা পঞ্চম অবস্থায়

উন্নীত হয়। এই সময়ে তাহারা "অতীত" আখ্যা পাইয়া থাকে। এই অবস্থাটি তাহাদিগের জীবনের শেষ পর্য্যন্ত থাকে। এই পূজাদি ব্যতীত তাহারা অন্য কর্ম্ম করে না এবং আহারাদি পাইয়া থাকে।

কোন উৎসবে সন্ন্যাসিদল বহির্গত হইলে তাহারা ক্রমানুসারে সাতটী শ্রেণীতে গমন করে। সর্ব্বপ্রথমে দিগম্বরী, পরে দক্ষিণে নির্ব্বাণী ও বামে নির্ম্মোহী থাকে। নির্ব্বাণীর পশ্চাৎ তৃতীয় শ্রেণীতে দক্ষিণদিকে খাকী ও বাম দিকে নিরালম্বী অবস্থান করে। নির্ম্মোহীর পর সন্তোষী ও মহানির্ব্বাণিগণ উক্ত নিয়মে শ্রেণীবদ্ধ হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে, সমক্ষে ও পক্ষে একটু করিয়া স্থান খালি থাকে। দিগম্বরিগণ নগ্ন। ইহাদিগের প্রতিষ্ঠাতার নাম বলরাম দাস। ইনি দুইশত বৎসর পূর্ব্বে অযোধ্যায় সমাগত হইয়া একটী মন্দির-নির্ম্মাণ করেন। দিগম্বরীদিগের সংখ্যা অত্যন্ত কম কিন্তু তথাপি তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। গোরখপুর, পুরাইনা, কালুপুর ও তাণ্ডায় ইহাদিগের ব্রহ্মোত্তর জমি আছে। নির্ব্বাণীদিগের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহারা হনুমানগড়ীতে বাস করে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা অযোধ্যায় বাস করে, তাহাদিগের সংখ্যা ২৫০ জন। ইহারা আহার পাইয়া থাকে। নির্ব্বাণিগণ চারিভাগে বিভক্ত; যথা—হরিদ্বারী, বসন্তীয়া, উজ্জৈনীয়া এবং সাগরীয়া। ইহাদিগের প্রত্যেক শ্রেণীর এক একটী মোহান্ত আছে, কিন্তু উক্ত চারি বিভাগের উপরও একজন প্রধান মোহান্ত দৃষ্ট হয়। ইনিই গদির মালিক। নির্ব্বাণিগণ খুবই সমৃদ্ধ। ফয়জাবাজ, গোণ্ডা, বস্তি, প্রতাপগড় ও সজ্জাহানপুরে ইহাদিগের ব্রহ্মোত্তর জমি আছে। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগের সুদী-কারবার আছে। সুতরাং লাভও বিলক্ষণ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত তীর্থকামী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে পূজা-স্বরূপ ইহারা যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাও কোন অংশে কম নহে।

নির্ম্মোহীদিগের প্রতিষ্ঠাতার নাম গোবিন্দ দাস। ইঁহার নিবাস জয়পুরে। পূর্ব্বে নির্ম্মোহিগণ রামকোটের "জন্মস্থানে" বাস করিত, কিন্তু মুসলমানগণ রামকোট ধ্বংস করা অবধি তাহারা রামঘাটে আসিয়া আছে। এখানে আসার পর গদি লইয়া তাহাদিগের দলে একটা বিরোধ হয়। সুতরাং, তাহাদিগের একদল রামঘাট পরিত্যাগ করিয়া গুপ্তার ঘাটে আসিয়া বাস করে। বস্তি, মনকাপুর এবং খুর্দাবাদে গুপ্তার ঘাটের নির্ম্মোহীদিগের ব্রহ্মোত্তর জমি আছে, কিন্তু তাহা যাত্রীদিগের পূজার উপর নির্ভর করে। নবাব সুজাউদ্দৌলার সময় খাকীর দল অযোধ্যায় সমাগত হয়। এই দলের স্থাপয়িতার নাম দযারাম। ইহার নিবাস চিত্রকূট। ইনি চারি বিঘা জমি প্রাপ্ত হন এবং তদুপরি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইঁহাদিগের সংখ্যা ১৮০ জন, তন্মধ্যে ৫০ জন অযোধ্যায় বাস করে বাকী ঘুরিয়া বেড়ায়। বস্তি ও গোণ্ডায় খাকীদিগের জমিদারী আছে। নিরালম্বিদলের প্রতিষ্ঠাতার নাম বীরমল দাস। ইহার নিবাস কোটা। অযোধ্যায় আসিয়া ইনি মন্দির নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু কোন কারণবশতঃ অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। নরসিং-দাস নামক তাঁহার একজন উত্তরাধিকারী

শিবসিংহের মন্দিরের সন্নিকটে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সন্তোষীর দল অতিক্ষুদ্র এবং তাহাদিগের কোনও বৃত্তি নাই; সুতরাং তাহারা অত্যন্ত গরীব। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

৺কৃষ্ণভাবিনী দাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কৃষ্ণভাবিনীর পতির স্বদেশাগমন।

পতি-বিরহিণী কৃষ্ণভাবিনী শাশুড়ীর মৃত্যুতে সংসার আরও শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। এমন বৃহৎ পরিবারের, এমন ধনীর সংসারের বধূ হইয়াও ভাবিনী নিরালস্য-ভাবে সমস্ত দিনই গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া অধিক রাত্রিতে যখন শয়নগৃহে আসিতেন, তখনই পত্রাদি-লেখার অবসর পাইতেন। আমি ভাবিনীর পত্রে তারিখ ও সময় যাহা লেখা থাকিত, সে সময় জানিয়া অবাক্ হইতাম। তত রাত্রিতে কস্মিন্‌কালে আমার লেখাপড়ার প্রবৃত্তি হয় না। কোনও পত্রে লেখা—"রাত্রি ১১টা" কোনওটীতে ১২টা বা ১টা। মনে মনে ভাবিতাম, আহা বেচারা স্বামীকে যে-দিন পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হয়, সেদিন রাত্রি প্রভাত হইয়া যায় বুঝি! এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, যখন শুনিলাম কৃষ্ণভাবিনীর স্বামী দেবেন্দ্রনাথ এইবার পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিবেন, তখন আমার আনন্দের সীমা রহিল না। একদিন বসন্তকুমারীর পত্রে দেবেন্দ্রনাথের স্বদেশাগমন, তাহাদের আনন্দ-মিলন, পরিবারস্থ সকল ভ্রাতা, ভগ্নী ও বধূগণের আনন্দোৎসব-বিবরণ তিন চারি পৃষ্ঠা আনন্দোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ সংবাদ পাইয়া প্রাণ পুলকিত হইল। তাহার পর যখন কৃষ্ণভাবিনীর সলজ্জ ধীরহস্তের একখানি পত্র পাইলাম, তখন অন্তরে কিরূপ আনন্দ-তরঙ্গ উঠিল বলিতে পারি না। কিন্তু হায়! কোনদিনই সংসার কৃষ্ণভাবিনীর অনুকূল নয়! এ সুখের দিনেও তাঁহার প্রাণে সম্পূর্ণ সুখ-শান্তি আসিল না। কারণ, গৃহে আসিয়াও দেবেন্দ্রনাথ গৃহ পাইলেন না। তখন দেবেন্দ্রের স্নেহময়ী জননীর কাল হওয়ায় মাতৃকক্ষ শূন্য দেখিয়া তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বিলাত-প্রত্যাগত পুত্রকে পিতা নিজগৃহে স্থান দিতে অসম্মত হওয়ায় সেই মাতৃশোক দেবেন্দ্রনাথের শত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। দেবেন্দ্রনাথ সরকারী চাকরীর কখনই পক্ষপাতী ছিলেন্ না। দেশের লোকও এমন কৃতবিদ্য মনীষি-ব্যক্তির সম্মান আদর জানিল না। মনোভঙ্গ হইয়া দেবেন্দ্রনাথ যখন পত্নীসহ স্বতন্ত্র বাসায় আসিলেন, শ্রীনাথ দাস আদরিণী পৌত্রীকে তাহার মাতা পিতার নিকট দিলেন না। ইহাতে দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা কৃষ্ণভাবিনী যে কিরূপ অধিকতর ব্যথিত হইলেন, তাহা সন্তানবতী রমণীমাত্রই বুঝিবেন। অভিমানী দেবেন্দ্রনাথ অভিমান-ভরে পিতার আর এক কপর্দকও গ্রহণ করিলেন না। দূরে থাকিয়া ছোটদিদির মুখে ও বসন্তকুমারী ও সেজবধূর পত্রে সকল সংবাদ জানিয়া মনে ক্লেশ

পাইলাম। ছোটদিদির সঙ্গে দেখা হইলে, দুইজনে ঐকথা কহিয়াই কেবল মনের ক্ষোভ-নিবৃত্তি করিতাম। তিনি আমার কাছে এ-দুঃখের কথা কহিয়াও স্বস্তি বোধ করিতেন ও তাঁহার ননন্দৃর জন্য দুঃখ-প্রকাশ করিতেন। ছোটদিদি ও তাঁহার স্বামী চিরদিন দেবেন্দ্রনাথ ও মধ্যম জ্ঞানেন্দ্রনাথকে ও ভাগনেয়ী স্বর্ণলতাকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন্। ইহারাও মাতুলানী মাতুলকে ততোধিক ভক্তি করিতেন। দেবেন্দ্রনাথের সবিশেষ পক্ষপাতী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ দেবেন্দ্রের অবস্থা-দর্শনে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন, কিন্তু পিতার উপর কথা কহিবার ত কাহারও সাহস নাই। এইরূপে দুই চারি মাস গত হইলে, কলিকাতা-নগরীর মধ্যে বাস করিয়া স্বগৃহ ও পিতৃ-সন্নিকটে এত পর হইয়া থাকা এবং এরূপ অত্যন্ত ধনীর পুত্রের এইরূপে সামান্যভাবে বাস তাঁহাকে পুনঃপুনঃ দূরান্তরে যাইবার সংকল্পেই বাধ্য করাইল। সাধ্বী কৃষ্ণভাবিনী ছায়ার ন্যায় স্বামীর পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার মতেই মত দিয়া আসিতেছিলেন। যখন তিনি বুঝিলেন, স্বামী পুনরায় বিলাত যাইতে ইচ্ছুক, তখন বিষম সমস্যার মধ্যে পড়িয়া চিন্তাকুল হইলেন। দীর্ঘ ছয় বৎসর যে প্রিয়তম পতি হইতে বঞ্চিত থাকিয়া জীবন দুর্ব্বহ হইয়াছিল, তাঁহাকে আবার দূরেই বা প্রাণ ধরিয়া ছাড়িতে পারেন কিরূপে! আবার একমাত্র কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া বিধবা জননীর কাতরোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া এত আত্মীয়স্বজনের প্রাণের [illegible]তায় বিসর্জ্জন দিয়া পতি-সমভিব্যাহারিণী [illegible]য়া অপরিচিত দেশে অজ্ঞাত-জনমণ্ডলীর বিজাতীয় আচরণের মধ্যে প্রবেশ করা কি দুরূহ ব্যাপার! অনেক চিন্তার পর পতি-প্রাণা কৃষ্ণভাবিনীর স্বামীর মূল্যই সকলের অপেক্ষা অধিক ও স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য-পালনই স্ত্রীর সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য, ইহা স্থির হওয়ায় তিনি অপত্য-স্নেহ মাতৃঅনুরোধ,—সকল দূরে রাখিয়া, নিজের বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থ-সংগ্রহান্তর পতিরত্নের অনুসারিণী হইয়া বিলাতে চলিয়া গেলেন।

যে-দিন এই সংবাদ ছোটদিদির মুখে পাইলাম, কত যে ক্লেশ পাইলাম মনে, তাহা বলিতে পারি না। প্রিয়বন্ধু কৃষ্ণভাবিনী দেশ ছাড়িয়া গেলেন, আমায় একবার জানাইলেন না, এই প্রথম দুঃখ। তার পরে মনে হইল, তিনি আর বুঝি দেশে ফিরিয়া আসিবেন্ না, আর কখন তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। এই ভাবিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে এতাবৎকাল কৃষ্ণভাবিনী যত পত্র লিখিয়াছিলেন, তৎসমুদয় বাহির করিয়া পড়িতে বসিলাম; মনোযোগ দিয়া দেখিয়াও কোথাও তাঁহার যাইবার অভিপ্রায় খুঁজিয়া পাইলাম না। কিছুদিন পরে যখন শুনিলাম, আমার ভাগিনেয়দ্বয় শিক্ষার্থ বিলাত-যাত্রা করিতেছে, তখন সেই সুযোগে তাহাদের নিকট কৃষ্ণভাবিনীর জন্য আমার মর্ম্মব্যথাপূর্ণ একটী কবিতা দিয়া কৃষ্ণভাবিনীর সহিত দেখা করিতে বলিয়া যেন আমার প্রাণে অনেক আরাম বোধ হইল। ইহার পর আমার যে কোন আত্মীয় বিলাত হইতে ফিরিয়া আসে, তাহাকেই কৃষ্ণভাবিনীর ও তাঁহার স্বামীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু সবিশেষ সংবাদ কিছুই না পাইয়া হতাশ হই। একবার

বিলাত-প্রত্যাগত কোনও আত্মীয়ের মুখে শুনিলাম, "দেবেন্দ্রনাথ বড়ই স্বাধীনচেতা; সেখানেও সামান্য চাকরী লইতে ইচ্ছুক নয়। এজন্য সেই শীতের দেশে দুইজনকে অতি-ক্লেশেই দিনপাত করিতে হয়। তাঁহারা এখন অতিগুপ্তভাবে অবস্থিতি করেন বলিয়া আমি সাক্ষাতের সুবিধা পাই নাই।" এই সকল শুনিয়া বড়ই দুঃখ হইল; কৃষ্ণভাবিনীর উপর কিছু রাগও হইল। কেন সে এত অতুল ঐশ্বর্য্য ফেলিয়া কষ্ট করিতে চলিয়া গেল! আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী কহিলেন, মা, সে সতী লক্ষ্মী, স্বামীর কাছে আছে, তাতে আর দুঃখ কি! এতো ভাগ্যির কথা।" এই কথায় মনে হইল, সত্যিই ত এও তাঁর সৌভাগ্য বৈ কি! এতদিন ত এই রত্ন ছাড়া হইয়া কৃষ্ণভাবিনী অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও প্রাণে কোনও সুখ উপলব্ধি করেন নাই। কত দুঃখময় কবিতা, কত মর্ম্মোক্তিপূর্ণ তাহার পত্র-সকল আমার কাছে ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ দিতেছে! ভাবিলাম, সাধ্বী কৃষ্ণভাবিনী পতিরত্নের যথার্থ মূল্যই বুঝিয়াছেন! যিনি স্বামীকে দেখিয়া, স্বামীর সেবা করিয়া অন্য সকল সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া সহস্র অসুবিধা ও ক্লেশকে আনন্দে বরণ করিয়া লইতে পারিয়াছেন্, তাঁহার মত নারী-রত্ন দুর্লভ। তখন কৃষ্ণভাবিনীর প্রকৃত মূল্য আমার নিকট বোধগম্য হওয়ায়, শ্রদ্ধাভরে সেই বয়ঃকনিষ্ঠাকেও আমার প্রণাম করিতে ইচ্ছা হইল। মনে মনে মঙ্গলময়কে স্মরণ করিয়া ও তাঁহার কল্যাণ-কামনা করিয়া প্রাণে শান্তি পাইলাম।

ভারতে পুনরাগমন।

কৃষ্ণভাবিনীর সহোদরাসম যাতৃগণও আমাকে পত্রাদি লিখিতেন। তাঁহার তৃতীয় যাতা জ্ঞানদা, মার্জ্জিতবুদ্ধি ও সুশিক্ষিতা ছিলেন। তাঁহার পত্রে কখন কখন কৃষ্ণভাবিনীর কিছু কিছু সংবাদ পাইব, আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি লিখিলেন, "তাঁহারা এখানে আর কোন সংবাদই দেন্ না। ঠাকুরপো দেশের মায়া কাটাইয়াই ইংলণ্ডে এবার গিয়াছেন।" তখন কৃষ্ণভাবিনীর সংবাদের আশায় একে-বারেই হতাশ হইলাম। কিন্তু ছোটদিদি যেন কোন দিন বলিয়া থাকিবেন যে, "মেজ ভাইকে কখন কখন পত্রাদি লেখে দেবেন।" ইহার ৪৫ বৎসর পরে একদিন জ্ঞানদা একখানি পত্রে আমাকে লিখিলেন্, "এতদিন পরে ঠাকুর-পো তোমার ভাবিনীকে পাকা মেমসাহেব সাজাইয়া দেশে লইয়া আসিয়া-ছেন।" যে-সময় পত্র পাইলাম সে বড় দুঃসময় আমার। মনের উচ্ছ্বাস-ভরে আমার এই অল্প বিদ্যায় কবিতা লিখিয়া জ্ঞানদাকে জানাইলাম, ভাবিনীর স্বদেশাগমে কত আনন্দলাভ করিয়াছি! সে-কবিতা দেখিলে আধুনিক কবি রমণীগণ হাসিবেন। কোন কবি বাঙ্গালীর মেয়ের অল্প বিদ্যায় লেখার ধূম দেখিয়া লিখিয়াছেন, "পাততেড়ে পড়োর মত অক্ষরের ছাঁদ, কলাপাতে না এগোতে গ্রন্থ লেখা সাধ!" যা হোক্, বন্ধু জ্ঞানদা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে ৪ পৃষ্ঠা পুরিয়া পত্রোত্তর দিলেন। অল্প বয়সে সে একদিন গিয়াছে, মনে হইলে, এই অবসাদগ্রস্ত জীবনের সন্ধ্যাকালও আনন্দা-লোকে উজ্জ্বল হয়।

তাহার পর যখন ভাবিনীর বাসস্থানের ঠিকানা পাইলাম, তখন একবার তাহাকে স্বচক্ষে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হওয়াতে আমার স্বামী বাল্য-সমপাঠী দেবেন্দ্রনাথ-সন্নিধানে গমন করিয়া দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া আসিলেন। তখন দেবেন্দ্রনাথের সুদিন দেখা দিয়াছে। তিনি কলিকাতা-মহানগরীতে সুবৃৎ বিদ্যালয়-স্থাপন-পূর্ব্বক স্বকৃত নব নিয়মানুসারে, সুশৃঙ্খলায় সস্ত্রীক অহর্নিশ পরিশ্রমে মহাপ্রশংসার সহিত ফল লাভ করিয়া, ছাত্রবৃন্দকে উচ্চশিক্ষা দান করিতেছেন্ ও নগরীস্থ জনগণের অশেষ শ্রদ্ধা-ভাজন হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিন-যাপন করিতেছেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে আমি পুত্র-কন্যা লইয়া গমন করিলে ভাবিনী অতিশয় আদরের সহিত আমাদিগকে আহ্বান করিয়া লইলেন। বহুদিনের পর মিলনের যে সুখ, তাহা যথার্থই অনুভব করিলাম। ভাবিনী আমাকে তাঁহার স্বামীর সহিত পরিচিত করিয়া দিতে চাহিলেন, কিন্তু আমাদের মত অবরুদ্ধা অশিক্ষিতা বঙ্গ-রমণীর পক্ষে তাহা অতিশয় অশোভন মনে করিয়া তাহাতে অসম্মত হইলাম। সেই কারণে দুইটী রত্ন একত্রে দেখা আর ভাগ্যে ঘটিল না।

যে সময়টুকু আমি কৃষ্ণভাবিনী-দর্শন-সুখে অতিবাহিত করিলাম, সেই সময়ের মধ্যেই ভাবিনী কথা কহিতে কহিতে যে সময়ের যে কাজ, সকলই ত্বরিত হস্তে মনোযোগের সহিত নিষ্পন্ন করিলেন ও তাহারই মধ্যে দুইবার স্বামীর কি প্রয়োজন জানিয়া আসিলেন। এই সময় তাঁহাদের আর্থিক ক্লেশ ছিল না এবং ভৃত্যবর্গের অবস্থিতি সত্ত্বেও তাঁহাকে স্বামীর কার্য্যগুলি সমস্তই নিজহস্তে করিতে ইচ্ছুক, দেখিলাম। সময়ের সদ্‌ব্যবহারে ভাবিনীকে কত তৎপর দেখিলাম! যেন কলের পুতুলের মত দ্রুতপদে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছেন! দেখিলাম, শিক্ষিত সভ্যদেশে গমন করিয়া ও সেস্থানের সুনিয়ম-প্রণালীদর্শনে জ্ঞান-শিক্ষায় কৃষ্ণভাবিনী ইওরোপের লোকদের গুণগুলিই গ্রহণ করিয়া দোষগুলি সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছেন। এমন আমি কখনও কাহাতে কোনও দিন দেখি নাই। আমার পরিচিত আত্মীয় এ পর্য্যন্ত অনেক রমণীকে বিলাত-প্রত্যাগতা দেখিলাম; কিন্তু এরূপ আড়ম্বরপরিশূন্য আর কাহাকেও দেখি নাই। ইহাতে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট ও আনন্দিত হইলাম। সুদীর্ঘকাল বিলাতে থাকিয়াও যে ভাবিনীর পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাহাতে অত্যন্ত সুখী হইলাম। আমাদের জন্য ভাবিনী নিজে স্বামীর সহিত নিউ মার্কেট হইতে নানাবিধ ফলমূলাদি কিনিয়া আনিয়াছেন দেখিয়া ভাবিলাম, পিঞ্জরাবদ্ধা বিহগীকে এইবার পরিবর্ত্তনের মধ্যে পাইলাম; অবাক্ হইয়া গেলাম। বহুপূর্ব্বে একসময় যখন ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে উৎসব-উপলক্ষে গিয়া গাড়ীর জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাহিরে দাঁড়াইতে হইয়াছিল, মনে আছে তখন কৃষ্ণভাবিনী বলিয়াছিলেন, "এমন অনাবৃত স্থানে ১০ মিনিট কাল দাঁড়ান আমার বয়সে এপর্য্যন্ত হয় নাই।" এই বলিয়া অভ্যাস-বশতঃ তিনি নিতান্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই ভাবিনীরই এখন সে পূর্ব্বাভ্যাস অতিক্রম করিয়া নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে স্বামী সহ প্রকাশ্য রাজপথে ভ্রমণ

করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা নাই! শিক্ষা রমণীহৃদয়কে যে প্রসারিত করে, চক্ষুর্লজ্জা মানাভিমান যে দূরে পলায়ণ করে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় রহিল না। স্পষ্টই বুঝিলাম, শিক্ষায় অন্তর্নিহিত বিবেকশক্তি ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, সঙ্গত অসঙ্গত কার্য্যের বিচার-শক্তিকে স্বতঃই সাহায্য করে, এইজন্যই শিক্ষার এত আবশ্যকতা। অবশ্য স্বভাব মানুষের সর্ব্বোপরি। কাহারও কাহারও স্বভাব শিক্ষাতেও মার্জ্জিত বা সংশোধিত হয় না; পরন্তু কাপট্যের অনুশীলনা ও অহঙ্কারের মাত্রাই অধিক হয়। তাই বলিয়া তাহা ত সকলের নয় ও ইহা হওয়াও আশা করা যায় না।

কৃষ্ণভাবিনীর সেই একমাত্র কন্যা, যাহাকে শ্রীনাথবাবু মাতাপিতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্নেহবশতঃ নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন, সে কন্যা ব্যতীত কৃষ্ণভাবিনীর আর সন্তানাদি হয় নাই। শ্রীনাথ-বাবু তাহাকে (তিলোত্তমাকে) আবার অপরিণত-বয়সে এক অসচ্চরিত্র ধনিপুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া সকল আশা ভস্মাচ্ছাদিত করিয়াছেন। ইহাতে ভাবিনী যে দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহা তাহার সেই সংক্ষেপোচ্চারিত বাক্যে স্পষ্ট বুঝিলাম। যখন আমি বলিলাম, 'এতদিন পরে যে তুমি সুখী হইয়াছ দেখিলাম, ইহাই আমার পরমানন্দ', তখন ভাবিনী সজল নেত্রে উত্তর দিলেন—"মানুষ সম্পূর্ণ সুখী কখন কি হয়? এক-মাত্র কন্যা, সে জন্ম-দুঃখিনী হইল! একমাত্র সহোদর ভ্রাতা সংসার শূন্য করিয়া অকালে লোকান্তরিত হইলেন!" সে ব্যথিত অন্তরের গভীর শ্বাস, বিষাদপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া ব্যথিত চিত্তেই বিদায় লইয়া আসিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, বিধাতা কি এ ননীর পুতলীকে সংসার-সুখের জন্য সৃষ্টি করেন্ নাই!

সে-দিন কৃষ্ণভাবিনীর নিকট বিদায় লইয়া ভাবিনী-দর্শনের সুখের সংবাদ কাত্যায়নী-ভবনে জ্ঞাপন করিয়া বাটী ফিরিলাম। কৃষ্ণভাবিনীর বিষয় অনেকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "এই আট বৎসর বিলাতে থাকিয়া তাহার সাজ-সজ্জা, ধরণ-ধারণ, আসবাব-পত্র বড় বড় মেমেদের মতই হইয়াছে বোধ হয়?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "তাঁর চেয়ে তোমরা আমরা, বোধ হয়, এ-বিষয়ে বেশী মেম, ও ঘরকন্নার শোভাবর্দ্ধনের জিনিস বেশী আমাদের ঘরে। এ সকল আড়ম্বর তাহার একেবারেই নাই। তাহার স্বামীর লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরি, আর বিদ্যালয়ের বোর্ড, গ্লোভ, মানচিত্র, টেবিল, বেঞ্চই গৃহে শোভা পাইতেছে। শয়ন-গৃহে কেবলমাত্র খাট, ভোজন-গৃহে একটী টেবিল ও বাসন রাখার স্থান, কাপড়ের ঘরে আল্না-আলমারী এবং রান্নাঘরে রান্নার ও স্নানের ঘরে স্নানের জিনিস ছাড়া অনাবশ্যক শোভার জিনিস কিছুই দেখিলাম না। তাহাতে আমি তাহার প্রতি আরো শ্রদ্ধান্বিত বোধ করিতেছি। কোনও বিলাত ফেরতের বাড়ী এমন দেখি নাই। অথচ যে-সকল আবশ্যক দ্রব্য রহিয়াছে, তৎসমুদায়ই অতিসুপরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন ও যত্নে রক্ষিত। হাতেই সে সেলাই করে; কল নাই।"

কৃষ্ণভাবিনীর দৈনিক জীবন দেখিয়া মনে হইল, তাঁহার এই অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, এইরূপ সময়ের সদ্ব্যবহার ও অধ্যয়নশীলতা প্রভৃতি

আমাদের দেশের সকল তরুণ-তরুণী যুবক-যুবতী এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে একবার ডাকিয়া দেখাই। দেবেন্দ্রনাথের বাসভবনের বর্ণনা করিয়া জানিলাম যে, বিলাত গিয়া সকলেই যে শোভা ও সখের জিনিস পছন্দ করেন্ তাহা নয়। বিলাতেও এমন সব বড় বড় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা আজীবন গভীর গবেষণায় নিমগ্ন থাকিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্র-পুস্তকাদি ও কেবল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য দুই একটী জিনিস লইয়াই দিন যাপন করেন্। অনেক সখের জিনিস হইতেই তাহারা স্বেচ্ছায় নিজেকে বঞ্চিত করিয়া থাকেন্। যেমন আমাদের দেশের মহামহোপাধ্যায় বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ হইয়া থাকেন। দেশভেদে ঐ সকল নিবিষ্টচিত্ত জ্ঞানান্বেষী পণ্ডিতগণের রুচিও প্রায় আমাদিগের দেশের পণ্ডিতগণের ন্যায়। তবে, জাতির ধর্ম্ম কাহার কাহার সঙ্গে অল্পাধিক থাকে।

কৃষ্ণভাবিনী সকল বিষয়েই পণ্ডিত দেবেন্দ্রনাথের সাহায্যকারিণী। স্বামীর শরীর-রক্ষা-বিষয়ে ও প্রফুল্লতা-সম্পাদনে তিনি যেমন যত্নবতী, তেমনি আবার কলেজ-স্কুল চালাইবার জন্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদির আবিষ্কারক যন্ত্রাদিতেও স্বকার্য্যের মধ্যে, সমভাবে নিজশক্ত্যনুসারে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সাহায্য করেন্। সংসারে দাসদাসীকে সুনিয়মে বার্য্যশিক্ষা-দান করেন্! তাহাদের প্রতি কত সদ্‌ব্যবহার! একাধারে এত গুণ, এমন স্নিগ্ধ প্রকৃতির মধুরতা আমি কেবলমাত্র একটি স্থল ভিন্ন অন্য কোন রমণীতে দেখি নাই। কেহ তাঁহার গুণের কোন কথা বলিলেই কৃষ্ণভাবিনী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইতেন্ এবং তাঁহার মুখ ভাব নিতান্ত অপরাধীর মত হইত।

(ক্রমশঃ)

আত্মবিসর্জ্জন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পঞ্চম দৃশ্য।

শ্যামনগর—নরেন্দ্রকৃষ্ণের বাটী।

নরেন্দ্র ও জহরলালের প্রবেশ।

জহ। আমি ত' আপ্‌নাকে বরাবরই বল্‌ছি যে, লোকটা ভাল-মানুষ নয়। আপনি বিশ্বাস করেন্ না, তা' কি কোর্ব্বো? আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, বরং করিম বক্সকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন্ না! টাকার উপর লোভ ত' আছেই; তা ছাড়া উপ্‌রি নজরও আছে। তা'র জন্যে পদ্মপুখুরে কোন মেয়ে-ছেলে জল আন্‌তে যেত্তে পারে না। সন্ধ্যা-বেলা ঘাটের উপরে ব'সে থাকে, গান গায়, মেয়েছেলে দেখ্‌লে হাসে, ঠাট্টা করে।

নরে। না, না, ও সব কথা আমি শুন্‌তে চাই না! একদিন গান গাইতে আমি শুনে-ছিলুম্ বটে, কিন্তু সে ঈশ্বরের নাম কর্চ্ছি'ল! আর ওর সে বয়সও নেই!—বয়েসও প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি হবে, বোধ হয়।

জহ। ঐ ত আপ্‌নার দোষ! আপ্‌নার যেমন সরল মন, আপনি সকলকেই সেই রকম দেখেন্। নিজের কাণে শুনেও যদি বিশ্বাস না করেন্, তবে আর আমি কি বল্‌ব?

আর বয়েসের কথা কি বল্‌ছেন? ঘাটের মড়া, যমের তলপ্ পড়্‌লেই হয়, এমন বুড়রও দোষ আমি দেখেছি। ওকে ত একটা ছোঁড়া বল্লেই হয়! করিম বল্‌ছিল, মহলে গেলেই তা'র মেয়েমানুষ চাই। আর টাকার জন্যে লোককে এত উৎপীড়ন করে, তা' অতিনিষ্ঠুরেও পারে না। পুরুষদের বেত মারে, স্ত্রীলোকদের ধ'রে এনে কাছারী-বাড়ীতে আটকে রেখে দেয়, তাদের প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার করে। এই ক'মাসের মধ্যেই আপ্‌নার বদ্‌নাম রটে গেছে। প্রজারা বলে এ জমীদারের কাবুসাজি!

নরে। এ কথা বিশ্বাসযোগ্যই নয়। সে এমন নিষ্ঠুর নয়। আমি দেখেছি, কা'কেও ধম্‌কালে পর্য্যন্ত তার প্রাণে আঘাত লাগে। আর সে এ রকম নিষ্ঠুর অত্যাচার ক'র্ব্বে! এ-কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না।

জহ। তবে আর কি ব'ল্‌ব বাবু! চ'খের সাম্‌নে যা দেখ্‌তে পাচ্ছি, তা' কেমন ক'রে অবিশ্বাস কোর্ব্বো? আপনি মনিব, আমি চাকর, আপনাকে কোন কথা বেশী বলা আমার উচিত হয় না, কিন্তু আপনি ছেলে-মানুষ, আমরা বুড়ো হ'য়ে গেছি। সংসারে লোক-চরিত্র আপনার চেয়ে আমরা ঢের বেশী বুঝ্‌তে পারি।

নরে। আমার বোধ হয়, বদমায়েস প্রজাদের এ সব গড়া কথা! মিছে ক'রে কুৎসা রটাচ্ছে; মনে ক'রেছে, তা হলে আমি ওকে ছাড়িয়ে দোব। এই দেখ না গোবিন্দ-পুর থেকে তোমরা ইদানীং এক পয়সাও আদায় ক'র্ত্তে পার্ত্তে না, হেমবাবু এই ক'মাস এসে প্রায় দেড় হাজার টাকা আদায় ক'রেছেন্। এই সব কারণেই হিংসুটে লোকেরা হিংসা ক'রে তার নামে কুৎসা রটাচ্ছে। এ কথা আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্চ্ছি।

জহ। (স্বগত) সাধ্ ক'রে বলি লোকটা যাদুকর! নইলে বাবুর চ'খে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও দেখ্‌তে পায় না! যাই হোক্, আমিও অল্পে ছাড়্‌বো না। (প্রকাশ্যে) গোবিন্দপুর থেকে পাঁচ হাজার টাকা আদায় হয়েছে, আপনাকে দেড় হাজার টাকা দিয়েছে, বাকি সাড়ে তিন হাজার টাকা নিজের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি তার প্রমাণ দিতে পারি।

নরে। (বিরক্তভাবে) এ তোমার সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা! আমাকে সে তন্ন তন্ন ক'রে হিসাব দেখিয়ে দিয়েছে।

জহ। আপ্‌নি সরল মানুষ, আপনাকে হিসাব বোঝান খুব সহজ।

নরে। তবে এতদিন তোমরা আমাকে এই রকম ক'রেই হিসাব বোঝাতে বুঝি?

জহ। (স্বগত) কি আপদ্! কেঁচ খুঁড়্‌তে সাপ্ বেরিয়ে পড়ে যে! (প্রকাশ্যে) কারো বিরুদ্ধে কোন কথা বলা আমার অভি-প্রায় নয়, আমার সঙ্গে হেমবাবুর ত' কোন শত্রুতা নেই? আমি মিছে ক'রে তার নামে দোষ দিতে যাব কেন? তবে কি না, তা'র ব্যাভারে প্রজারা বড় অসন্তুষ্ট হ'য়েছে। আমাকে সকলে অনুরোধ ক'চ্ছে যে, যাতে আমি সকল কথা আপ্‌নাকে বলি। সেই উদ্দেশ্যেই আমার বলা! নইলে আমার দরকার কি?

নরে। (স্বগত) তাই ত! না দেখে

শুনে কা'কেও কিছু বল্‌তে নেই। ভাল ক'রে একবার তদন্ত ক'র্ত্তে হবে। (প্রকাশ্যে) আমাকে যদি এর চাক্ষুষ প্রমাণ দেখিয়ে দিতে পার, তবেই আমি বিশ্বাস কোর্ব্বো, নইলে অনর্থক আমি এ-সব লাগানো কথা শুন্‌তে চাই না।

জহ। তা'র আর ভাবনা কি? তা' যদি না দেখিয়ে দিতে পার্ব্ব, তবে আপ্‌নার কাছে এ-সব বল্‌ব কেন? আমি কি মিছে কথা বল্‌ছি?

নরে। আচ্ছা, যখন দেখাতে পার্ব্বে, তখন বোঝা যাবে।

[প্রস্থানোদ্যত]

জহ। (সহাস্যে) হুঁঃ—বাবা, হয়েছে, ওষুধ ধরেছে। এইবার একটা কিছু যোগাড় ক'রে দেখিয়ে দিতে পার্লেই বস্‌! বাবু আমার ভিজ্‌তেও যেমন, আবার শুকুতেও তেম্নি! যেম্নি এক কথায় গলেন, তেম্‌নি আবার এক কথায় চটেন্‌। তুমি হেম ঘোষ! আমার পথ-বন্ধ ক'রে দাঁড়াবে? আমি ত্রিশ বচ্ছর প্রজা ঠেঙ্গিয়ে এম্‌নি ক'রে টাকা আদায় ক'র্চ্ছি!—নইলে আমায় যাবজ্জীবন কুঁড়ে ঘরেই কাটাতে হ'ত। তুমি কোন্‌ ক্ষুদ্র কীট যে, তুমি আমার উন্নতির পথ রুদ্ধ কোর্ব্বে? যে আমার সামনে দাঁড়াবে, তা'কে এম্‌নি ক'রে পিপড়ের মতন পিষে ফেল্‌ব। সাবধান! হেম ঘোষ সাবধান! সরে দাঁড়াও।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠদৃশ্য।

(নন্দলালবাবুর বহির্ব্বাটী।
নন্দলালবাবু পাদচারণা করিতেছেন)

নন্দ। কথাবার্ত্তা ত' এক রকম ঠিক্‌ হ'য়েই গেছে, এখন বিয়েটা হয়ে গেলে বাঁচি। নগদ টাকা অনেক পাওয়া যাবে, তা ছাড়া বিলেত যাবার খরচটাও ঘর থেকে দিতে হবে না। লাভ কত! এখন ভগবানের ইচ্ছেয় হ'লে হয়! অমন মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে কত লোক ঝুঁকে পড়্‌বে। এদিকে আবার আজকালকার ছোঁড়াগুলোও কেমন এক রকমের হ'য়ে উঠেছে। "দেশ" "দেশ" "সমাজ" "সমাজ" ক'রে ছোঁড়াগুলো সব ক্ষেপে উঠেছে! চারিদিকেই কেবল শুন্‌তে পাই, "বর পণ নিও না," "মেয়ে বড় ক'রে রাখ"। আরে বাবু, চিরকাল যা হয়ে আস্‌ছে,—তা' কি তোরা আজ মিটিং ক'রে লেক্‌চার ঝেড়ে-উঠিয়ে দিবি? হুঁঃ! তা হলে আর ভাব্‌না ছিল না। আর বাবু, তোদের লাভই বা কি? ছেলের বিয়ে দিয়ে দু'পয়সা পাব, তা' তোদের এত চক্ষুঃশূল কেন? আমার পাওনার আশাটা খুবই কম! যাদের পাঁচটা থাকে, তাদের তবু পাঁচবার পাবার পিত্তেস থাকে। আমার ত' আর তা নেই! ঐ একটা ছেলে, ওর বিয়েটা হয়ে গেলেই বস্‌। বি, এন্‌ মজুমদারের মেয়ের সঙ্গে হ'লে, তবু মন্দ হবে না, এ-রকম দাঁও জোটান বড় শক্ত হবে!

(মণীন্দ্রের প্রবেশ)

কে তুমি? কাকে খুঁজ্‌ছ?

মণীন্দ্র। আপনার কাছেই একবার এসেছি।

নন্দ। কেন? কি দরকার?

মণীন্দ্র। দরকার? আজ্ঞে—দরকার আমার এমন কিছু নয়; আপনাকে একটা কথা বল্‌তে এসেছিলুম্‌।

নন্দ। কি কথা?

মণীন্দ্র। আপনার ছেলে প্রফুল্ল একজন গোঁড়া দেশভক্ত হয়ে পড়েছেন, তা বোধ হয়, আপনি কিছু কিছু জান্‌তে পেরে থাক্‌বেন্। তিনি সর্ব্বদাই দেশের কথা, সমাজের অত্যাচারের অবিচারের কথা আলোচনা করেন্। আজকালকার দিনে ও সমস্ত ভাল নয়। আপ্‌নি একটু বারণ ক'রে দেবেন্। আমরা পাড়াপ্রতিবেশী, ওঁর যা'তে মঙ্গল হয়, তা দেখা উচিত। (প্রস্থানোদ্যত) হ্যাঁ, আর একটা কথা শুন্‌লুম্, তিনি হেম ঘোষের মেয়েকে বিয়ে ক'র্ব্বেন ব'লে স্থির ক'রেছেন। তা'দের অবস্থা এখন খুবই খারাপ। টাকা-কড়ি কিছুই দিতে পার্ব্বে না। সেই জন্যেই তার মেয়ের বিয়ে হ'চ্ছে না। ইনি তাই তা'কে বিয়ে কর্ব্বেন্। প্রায় সর্ব্বদাই তিনি তা'দের বাড়ীতে থাকেন্। আপনি কি এ কথা শোনেন্ নি?

নন্দ। (স্বগত) অ্যাঁ, কি সর্ব্বনাশ! আমার এত আশা সবই কি নিষ্ফল হবে? পাজী ব্যাটা, ছুঁচো ব্যাটা, আমার অমতে বিয়ে ক'র্ব্বে? (প্রকাশ্যে) তা' এ খবরটা আমাকে দিতে আস্‌বার উদ্দেশ্য?

মণীন্দ্র। আমার উদ্দেশ্য কিছুই নেই। তবে আজকালকার বিয়ের বাজার যে-রকম প'ড়েছে, আপনার এমন বিদ্বান্ ছেলে, আপনি কিছু পাবেন্ না, ঠক্‌বেন্, সেটা কি আমরা দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পারি? আমরা পাড়া-পড়্‌সী—আপনার যাতে ভাল হয়, তা আমাদের দেখা উচিত। তাই আপনাকে বল্‌ছি, নইলে আমাদের কি দর্‌কার বলুন?

নন্দ। তুমি বড় জ্ঞানবান্ লোক, বাবা। তোমার নাম কি?

মণীন্দ্র। আজ্ঞে আমার নাম শ্রীমণীন্দ্র-নাথ রায়। আমার পিতার নাম ৺ কালীচরণ রায়। তাঁকে, বোধ হয়, আপনি চিন্‌তেন্।

নন্দ। ওঃ—খুব চিন্‌তুম্! তিনি অতি-মহৎ লোক ছিলেন। তাঁর মতন ধার্ম্মিক লোক অতিশয় অল্পই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তোমাদের ও-দিকে আমি ত বড় একটা যাই আসি না। আমি তোমাকে স্পষ্ট চিন্‌তুম্ না, সেজন্যে কিছু মনে কোরো না, বাবা! ছেলে বেলায় তোমায় দেখেছি। এখন বড় হয়েছ। তুমি বড় সৎলোক, তা' তোমার কথাবার্ত্তায় বুঝ্‌তে পার্চ্ছি। তা' হবে না? কেমন লোকের ছেলে তুমি! এ খবরটা দিয়ে তুমি আমার বড় উপকার ক'র্লে। আমি এই মাসের ভিতরে প্রফুল্লর বিয়ে দোব।

মণীন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই করুন্। আপনার ছেলে যদি এ রকম ভাবে বিয়ে করেন্,—আপনারও ক্ষতি, সমাজেরও ক্ষতি! তার দেখাদেখি আর পাঁচজনেও ক'র্ত্তে পারে। তা হ'লে ক্রমেই এই রকম দাঁড়িয়ে যাবে। লোকে ছেলের বিয়ে দিয়ে যা দু'পয়সা পেত', সেটা তা হ'লে ক্রমশঃ উঠে যাবে।

নন্দ। হ্যাঁ, তাই ত' বাবা, তাই ত! তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি বেশ বাবা! আজকাল্‌কার কতকগুলো ছোঁড়া হ'য়েছে ঐ রকম; মাথা মুণ্ড কি যে কোর্ব্বে তারা তা' ভেবেই পায় না। কেবল লাফিয়ে বেড়ায়!

মণীন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও ত তাই বলি। আমি তবে এখন চল্লুম্। এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম্, মনে কর্লুম্, খপরটা আপনি জানেন্ কি না, দেখে যাই।

নন্দ। বেশ ক'রেছ, বেশ ক'রেছ।

মণীন্দ্র। হ্যাঁ, আর একটা কথা। আমি যে আপ্‌নাকে এ খপর দিয়ে গেলুম্, তা প্রফুল্লবাবুকে বল্‌বেন্ না। তা হ'লে হয় ত তিনি আমার উপর রাগ ক'র্ব্বেন্। (স্বগত) কি জানি বাবা, সে যে ছেলে, এখনও ঘাড়টা সোজা ক'র্ত্তে পারি না।

নন্দ। রাধা মাধব! তা কেন বল্‌তে যাব? সেজন্যে তোমার কোন ভাবনা নেই।

মণীন্দ্র। তা' হ'লে আমি এখন আসি।

(সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল।)

নন্দ। হ্যাঁ, এস বাবা, এস, তুমি বড় ভাল ছেলে।

(মণীন্দ্রের প্রস্থান, অপর দিক্ দিয়া প্রফুল্লের প্রবেশ)।

প্রফু। ও লোকটা বেরিয়ে গেল, কে বাবা?

নন্দ। ও একটী ভদ্রলোকের ছেলে।

প্রফু। মণি রায়ের মতন না?

নন্দ। তবে ত জানই বাপু, আর জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ কেন?

প্রফু। লোক্‌টা ভারি বদ্। কি ক'র্ত্তে আপনার কাছে এসেছিল?

নন্দ। ও একটা কাজের জন্যে আমার কাছে এসেছিল। সব কথাই যে তোমাদের কাছে বল্‌তে হবে, তার ত কোন মানে নেই?

প্রফু। লোকটা অতি পাজী!

নন্দ। ও ত তোমার কোন অনিষ্ট করে নি, বাপু, তবে ওর সম্বন্ধে তোমার এমন ধারণা কেন? আমাদের চুল পাক্‌ল, আমরা কি আর লোক চিন্তে পারি না?

প্রফু। হতে পারে, কিন্তু আমি আপনার চেয়ে ওকে বেশী জানি।

নন্দ। তোমাদের আজকালকার ছেলে-দের স্বভাবই কেমন বেশী কথা কওয়া। তোমাদের সঙ্গে কথা না কওয়াই ভাল।

[প্রস্থান।

প্রফু। ওটার মুখ দেখলে ঘৃণা হয়! রমার উপর অত্যাচারের কথা মনে হ'লে সর্ব্বশরীর জলে ওঠে। অপমানে লজ্জায় রমা সেই থেকে কেমন হয়ে গেছে! ওটা পিশাচেরও অধম। ওর স্ত্রীর জন্যেই সেদিন ওকে অল্পে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলুম। সেই আমাকে রমার কথা ব'লে পাঠায়, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে রক্ষা কর্ব্বার জন্যেও অনেক অনুরোধ করে। সেই জন্যেই আমি সে-দিন ওকে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলুম, নইলে ও-রকম বদ্‌মায়েসকে একটু ভাল রকম শিক্ষা দেওয়া উচিত। ওর অসাধ্য কিছু নেই। কি জানি কি ক'র্ত্তে আবার বাবার কাছে এসেছিল! কোন ষড়যন্ত্র ক'র্ত্তে এসেছিল কি? নাঃ!—ব্যাপার ক্রমশঃ জড়িয়ে আস্‌ছে! অদৃষ্টে কি আছে জানি না। আচ্ছা, দেখাই যাক্ কি হয়? সে-জন্যে ভাবনা মিছে। আমি আমার কাজ ক'রে যাই।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

(মণীন্দ্রের অন্তঃপুর। লীলার শয়ন-কক্ষ।—রুগ্নশয্যা—লীলা ও পরিচারিকা।)

লীলা। কই, তিনি এসেছেন্ কি?

পরি। না, বৌদিদি! আসেন্ নি।

লীলা। কাকা ফিরে এসেছেন?

পরি। না, তিনিও আসেন্ নি। কেন বৌদিদি, তুমি সে-দিন সে মেয়েটাকে ধ'র্ত্তে গেছ্‌লে? সেই থেকেই ত' দাদাবাবু এক-

...য়ে বাড়ী আসা বন্ধ ক'রেছে। আগে তবু ...াই হোক্ এক আধ্‌বার আস্‌তেন্।

লীলা। নাই আস্থন্, যে-খানে থাকুন্ ভাল থাকুন্। তবে মরণকালে একবার দেখ্‌তে পেলুম না, এই আপশোষ!

পরি। ছিঃ—ওকি কথা বৌদিদি! অসুখ ক'রেছে, ভাল হ'য়ে যাবে। তার ভাবনা কি? নাও, এই ওষুধটা খেয়ে ফেল।

লীলা। দেখ্, আমার যখন শ' জল্‌বে, তখন তোর ঐ ওষুধটা আমার সেই শ'য়ে ঢেলে দিয়ে আসিস্।

পরি। বুকের ব্যথাটা কেমন আছে?

লীলা। বুকের ব্যথা বড্ড। নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পাচ্ছি না। কথা কইতে পার্চ্ছি না। এ ব্যথা কি আর সার্‌বে? এ আমার সঙ্গের সাথী।

পরি। আহা! দাদাবাবু কি গা! এমন কর্‌লে যে বুকের ব্যথা আর সার্‌ল না!

লীলা। তাঁর দোষ কি? আমার অদৃষ্টের ফল। পুরুষে যা চায়,—রূপ, ভগবান্ আমাকে তা'তে বঞ্চিত ক'রেছেন। তাই ত তাঁর আমাকে মনে ধরে নি। এতে তাঁর দোষ কি? আমি ত তাঁর দোষ একটুও দেখ্‌তে পাই না।

পরি। আহা, এমন লক্ষ্মী বৌ গা! আর তা'র কপালে এত কষ্ট?

লীলা। মা কোথায়?

পরি। তোমার জন্যে স্বস্ত্যেন হবে, তিনি তাই তার উদ্যুগ ক'রে দিচ্ছেন্।

লীলা। আমার জন্যে স্বস্ত্যেন হবে? আমার এ মরণকালে স্বস্তেন ক'র্লে কি হবে? তার চেয়ে আমায় হরিনাম শোনালে ভাল হ'ত?

(জয়াবতীর প্রবেশ)

লীলা। মা, মা! (রোদন)

জয়া। কি মা? (লীলার মস্তকের নিকট বসিয়া) কেমন আছ আজ? একটু ভাল আছ কি?

লীলা। না মা, ভাল আর আমি হব না। আমার শেষ হ'য়ে আস্‌ছে। আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আমার আর দেরী নেই।

জয়া। ও-কি কথা মা! ছিঃ!—তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, তোমারই ত ঘরসংসার মা! (স্বগত) মণের যে কি মতিচ্ছন্ন ধ'রেছে, এমন লক্ষ্মা বৌকেও এমন হতশ্রদ্ধা করে! বাছা আমার তারই জন্যে দিন দিন শুথিয়ে যাচ্ছে। (প্রকাশ্যে) ডাক্তার যে ওষুধটা দিয়ে গেল, সেটা খেয়েছ কি মা?

লীলা। না মা, আর ওষুধ খেয়ে কি হবে? এই ক'মাস ধ'রে ক্রমাগত ত ওষুধ খাচ্ছি মা! কিছুই ত' হ'ল না। আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

জয়া। (অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া) বালাই! ভাল হবে। ভয় কি?

লীলা। ভাল হ'তে আর ইচ্ছে নেই মা। পায়ের ধুলো দাও, আশীর্ব্বাদ কর, আর জন্মেও যেন আমি তোমার বৌ হ'তে পারি। যেন তোমার মতন শাশুড়ী পাই। মা!—

জয়া। কি মা?

(লীলা নীরব)

জয়া। কি মা, কি বল্‌ছিলে, বল্‌তে বল্‌তে চুপ ক'র্লে কেন?

লীলা। কাকা ফিরে এসেছেন?

জয়া। কই, না মা! বোধ হয় এখনও

আসেন্ নি। (পরিচারিকার প্রতি) যা ত' দেখ্ ত' ঠাকুর-পো এসেছে কি না।

[পরিচারিকার প্রস্থান।]

লীলা। (স্বগত) স্বামী, প্রভু! দুঃখিনীর আরাধ্য দেবতা! এ-সময়ে একবার দেখা দেবে না? জন্মের শোধ একবার তোমায় শেষ দেখা দেখে নিতুম, তোমার পায়ের ধূলো একটু নিয়ে মাথায় দিতুম, আমার সে আশা কি মিট্‌বে না? এ সময়ে একটীবার দেখ্‌তে পেলে, তোমার একবিন্দু পায়ের ধূলো মাথায় দিতে পার্লে, আমার সমস্ত জীবনের আক্ষেপ মিটে যাবে। তাও কি পাব না?

(ধীরে ধীরে ভোলানাথের প্রবেশ)

লীলা। কাকা, কাকা।

ভোলা। কেন মা আমার!

লীলা। কাকা,—

ভোলা। মা, মা, তোর মনের কথা বুঝ্‌তে পেরেছি। পার্লুম না মা, তাকে কিছুতেই আন্‌তে পার্লুম না! মা, তোর জন্যে এমন কুস্থান নেই যে আমি যাই নি। আমি সে দুর্বৃত্তের সকল আড্ডা খুঁজে দেখেছি,—কোথাও তাকে দেখ্‌তে পেলুম না। শেষে একজনের কাছে শুন্‌লুম, পরশুদিন কতকগুলো ছোঁড়ার সঙ্গে জুটে কুলাঙ্গার কাশী গেছে।

লীলা। ওঃ!—

ভোলা। মা, তোর ও দীর্ঘনিঃশ্বাসে আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, প্রাণ ফেটে বেরুচ্ছে। কিন্তু কি কর্ব্বো মা, আমার উপায় নেই। আমি তোর শেষ অনুরোধ রাখ্‌তে পার্লুম না।

লীলা। কাকা, তোমার পায়ের ধূলো আমায় দাও। আমি অনেক পুণ্য ক'রে তোমাদের বৌ হ'য়েছিলুম। আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমি চল্লুম্।

ভোলা। কোথায় যাবি মা! কুললক্ষ্মি! আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ, তুই ভিন্ন আমার যে আর পুত্রকন্যা কিছুই নেই মা! আমাকে ফেলে রেখে তুই কোথায় যাবি?

লীলা। কাকা, কেঁদ না, আমায় পায়ের ধূলো দাও। (ঐ আমার মা এসেছেন;—আমায় নিতে!—মা ডাক্‌ছেন্, বল্‌ছেন, 'এ সংসারে বড় জ্বালা, আমার কাছে আয়,—শান্তি পাবি।'

জয়া। মা,—মা, আমিই ত তোর মা। সাত বছরের মেয়ে বিয়ে দিয়ে এনে মানুষ ক'চ্ছি।

লীলা। মা, মা, পায়ের ধূলো দাও মা! (পদধূলি গ্রহণ করিয়া) কাকা, মানুষের বাসনার সীমা নেই। কারও সকল বাসনা পূর্ণ হয় না। আমাকে হরিনাম শোনাও—নারা-য়ণ। (মৃত্যু)

জয়া। একি ঠাকু-পো, আর যে মা আমার কথা কইছে না। একি হ'ল! (রোদন)

ভোলা। হায়! সব শেষ! আর কে কথা কইবে? অকালে ননীর পুতুল সংসারের তাপে গলে গেল! নরাধম লম্পটের হাতে প'ড়ে সতী লক্ষ্মী নিজের মহত্ত্ব দেখিয়ে স্বর্গে চ'লে গেল। (রোদন)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

মাতৃক্রোড়ে শিশু।

তপ্ত দিবসের স্নিগ্ধ-বটচ্ছায়া-প্রায়
ছবি এক নয়ন জুড়ায়,
তীব্র সন্তাপের মাঝে শান্তির বারতা,
অবিরাম কলরবে ক্ষণ-নীরবতা,
ক্লান্ত জীবনের সুখ-স্বপনের কথা!—
মাতৃ-অঙ্কে শিশুটী ঘুমায়!

নিবিড় কানন-মাঝে আশ্রমের মত
ছবিখানি কি সুন্দর, পূত!—
হিংসা দ্বেষ স্বার্থচিন্তা হ'তে বহুদূরে,
কলুষ ক্ষণের তরে পশিতে শিহরে,
বাৎসল্যের উৎসধারা উথলিয়া ঝরে
মরম পরশি' অবিরত!

আবিল মরত-মাঝে স্বরগ রেখায়
ফুটায়েছে বিধি তুলিকায়,—
আছে যেন মমতার কল্পতরু হ'য়ে,
পুণ্যের মন্দারজ্যোতিঃ সতত ধরিয়ে,
শান্ত-মন্দাকিনী মত ভাসায় হৃদয়ে
কি মাধুর্য্যে, কিবা করুণায়!
মাতৃ-অঙ্কে শিশুটী ঘুমায়!

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

অনাদি গান।

প্রভুত দিলে হে মান,
বাঞ্ছা তোমার শুনিতে এ ছার
অকিঞ্চনের গান!
গাহি তবে গান পরাণ খুলিয়া,
পারি যত খানি কণ্ঠ তুলিয়া,
রাখিব না আর লাজে আগুলিয়া
শিক্ষা-বিহীন তান!
হয়ত রাগিণী উঠিবে চড়িয়া
কিংবা যাবে সে গভীরে পড়িয়া,
তথাপি নারিব পরাণ ধরিয়া
ফিরাতে তোমারি দান!
একদা কি গান উঠিয়া স্বপনে
ফুটায়ে তুলিল চন্দ্র-তপনে,
চাহিল গভীর সুর-আলাপনে
বিশ্ব মেলি' নয়ান!
গগনে পরমানন্দ-হিল্লোলে
নাচিল হৃদয় নীলিম-নিচোলে,
জাগিল গন্ধ-বরণ-বিলোলে
ছন্দে অনাদি প্রাণ!
কণ্ঠ ফুটিল সেতার-স্বতারে
রাগিণী ছুটিল উদারে মুদারে
মুগ্ধ মানব-হৃদয় ফুকারে
অবিচারী ভগবান্!
আপনার ভাবে চলেছি কাঁদিয়া
জগত-জনার করুণা সাধিয়া
আপনারে শুধু মিথ্যা ধাঁধিয়া
করিতেছি অপমান!
বুঝিয়াছি সার, এ ভাব তাঁহার
যে জন সুর-নিধান!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

১১শ কল্প—৩য় ভাগ।

১৩২৫ সনের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

* ভ্রম-সংশোধন ... ১৮